উনবিংশতি সংহিতা।

(অত্রি, বিষ্ণু, হারিত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশন, অঙ্গির, যম,
আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি,
পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত,
দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ ও
বসিষ্ঠ-সংহিতা)

বঙ্গানুবাদ।

ভট্টপল্লি-নিবাসী
শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন কর্ত্তৃক
অনুবাদিত।

কলিকাতা,

৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী ষ্টীমমেসিন প্রেসে
শ্রীবিহারীলাল সরকার দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাল ১২৯৬।

অত্রিসংহিতা।

বঙ্গানুবাদ।

কলিকাতা

৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট বঙ্গবাসী ষ্টীম-মেসিন প্রেসে

শ্রীবিহারীলাল সরকার দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯৩ সাল

অত্রিসংহিতা।

বঙ্গানুবাদ।

অগ্নিহোত্র হোমান্তে নিশ্চিন্ত মনে উপবিষ্ট, বৈদিকপ্রধান, সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী, ঋষিপূজ্য মহর্ষি অত্রিকে প্রণাম করিয়া ঋষিগণ বলিলেন, হে ভগবন্! যাহা করিলে ত্রৈলোক্য কুশলে থাকিতে পারে, সেই ধর্ম্ম আমাদিগকে বলুন। ১। ২। অত্রি বলিলেন, হে বেদশাস্ত্রমর্ম্মজ্ঞ ঋষিগণ! তোমরা যে সন্দিগ্ধ অর্থাৎ দুর্নিশ্চেয় বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, যথাদৃষ্ট ও যথাশ্রুত (অর্থাৎ নিজের পর্য্যালোচনা ও গুরূপদেশ অনুসারে) তৎসমস্তই বলিব। ৩। মহর্ষি অত্রি সর্ব্বতীর্থের জলে আচমন, সকল দেবতাকে প্রণাম, ও সকল সূক্ত জপ করিয়া, সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত, সমস্ত পাপ ও সংশয়ের বিনাশক, চতুর্ব্বর্ণের সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যক্ত করিলেন। ৪। ৫ এ জগতে যাহারা স্বেচ্ছাক্রমে পাপাচারী বা যাহারা ধর্ম্মের নিন্দা করিয়া থাকে, তাহারাও এই শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র শ্রবণ করিলে পাপমুক্ত হইবে। ৬। অতএব ইহা বেদজ্ঞগণের যত্নপূর্ব্বক পাঠ্য এবং ধর্ম্ম অনুসারে সচ্চরিত্র শিষ্যদিগের নিকটও বক্তব্য। ৭। ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠগণ,—অসদ্বংশীয়, অসচ্চরিত্র, মূর্খ, শূদ্র, এবং খলস্বভাব দ্বিজ, এই পঞ্চবিধ ব্যক্তিকে শাস্ত্র শিক্ষা দিবেন না। ৮। যদি গুরু, শিষ্যকে একটী মাত্র অক্ষরও শিখাইয়া থাকেন, তথাপি, পৃথিবীতে এমত কোন দ্রব্য নাই, যাহা তাঁহাকে অর্পণ করিয়া ঐ শিষ্য ঋণমুক্ত হইতে পারে। ৯। একাক্ষর-শিক্ষক গুরুকেও যে ব্যক্তি সম্মানিত না করে, সে শতবার কুক্কুর-জন্ম ভোগ করিয়া অবশেষে চণ্ডাল হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। ১০। যে ব্যক্তি বেদ অধ্যয়ন করিয়া সেই গর্ব্বে অন্যান্য শাস্ত্রের উপদেশ অগ্রাহ্য করে, সে একবিংশতিবার পশুজন্ম প্রাপ্ত হয়। ১১। যে সকল মনুষ্য নিজ নিজ আচার পালনে সম্পূর্ণ তৎপর, অর্থাৎ কখনই অপথে পদার্পণ করে নাই, তাহারা দূরবর্ত্তী হইলেও লোকের প্রীতিভাজন হয়। ১২।

ব্রাহ্মণের ছয়টী কার্য্য। তাহার মধ্যে যজন, দান ও অধ্যয়ন, এই তিনটী তপস্যা; আর, প্রতিগ্রহ, অধ্যাপন ও যাজন, এই তিনটী জীবিকা। ১৩। ক্ষত্রিয়ের পাঁচটী কার্য্য। তাহার মধ্যে যজন, দান ও অধ্যয়ন, এই তিনটী তপস্যা; আর, অস্ত্রব্যবহার ও প্রাণিরক্ষা এই দুইটী জীবিকা। ১৪। বৈশ্যেরও যজন দান ও অধ্যয়ন,—এই তিনটী তপস্যা; আর বার্ত্তা, অর্থাৎ কৃষি, বাণিজ্য গোরক্ষা ও কুসীদ, এই চারিটী জীবিকা। শূদ্রের দ্বিজসেবাই তপস্যা এবং শিল্পকার্য্য জীবিকা। ১৫। আমি এই ধর্ম্ম বলিলাম। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণ এই ধর্ম্মের অনুগামী হইয়া থাকিলে, ইহকালে বহুমান প্রাপ্ত হইয়া পরকালে সদ্গতি লাভ করে। ১৬। যাহারা পূর্ব্বোক্ত নিজ নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্ম আশ্রয় করে, নরপতি তাহাদিগকে শাস্তিদান করিয়া স্বর্গভাগী হয়েন। ১৭। স্বধর্ম্মে থাকিলে শূদ্রও স্বর্গলাভ করে। পরধর্ম্ম, সুন্দরী পরস্ত্রীর ন্যায় সর্ব্বতোভাবে ত্যাজ্য। ১৮। জপ হোম প্রভৃতি দ্বিজোচিত কর্ম্ম-নিরত

শূদ্রকে রাজা বধ করিবেন; কারণ, জলধারা যেরূপ অনলকে বিনষ্ট করে, সেইরূপ ঐ জপহোমতৎপর শূদ্র, সমস্ত রাজ্যকে বিনষ্ট করে। ১৯।

প্রতিগ্রহ, অধ্যাপন, অবিক্রেয়বিক্রয়, বা যাজন এই চারি কর্ম্ম করিলে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পতিত হয়। ২০। ব্রাহ্মণ মাংস, লাক্ষা (গালা), লবণ বিক্রয় করিলে সদ্য পতিত হয়, ও দুগ্ধ বিক্রয় করিলে, তিন দিনে শূদ্রবৎ হয়। ২১। ব্রত ও অধ্যয়ন শূন্য, ব্রাহ্মণ যে গ্রামে ভিক্ষা লাভ করিয়া জীবন ধারণ করিতে পায়; রাজা, সেই চৌরপালক-গ্রাম-বাসীদিগকে বধ-দণ্ডে দণ্ডিত করিবেন। ২২। যে রাজ্যে পণ্ডিত-ভোগ্য বস্তু মূর্খে ভোগ করে, সেখানে অনাবৃষ্টি বা অন্য কোন মহা ভয় উপস্থিত হয়। ২৩। যে রাজ্যে রাজা বেদজ্ঞ ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ব্রাহ্মণগণকে সমাদর করেন, সেখানে সুবৃষ্টি হইয়া থাকে। ২৪।

স্বর্গ, পৃথিবী ও পাতাল এই তিন লোক; ঋক্, যজুঃ, সাম এই তিন বেদ; ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য,বানপ্রস্থ, ও ভৈক্ষব এই চারি আশ্রম; দক্ষিণ, গার্হপত্য ও আহবনীয় এই তিন অগ্নি; এই সমস্তের রক্ষার জন্য বিধাতা ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিয়াছেন। ২৫। যে সকল দ্বিজ মৌন অবলম্বন করিয়া প্রাতঃ ও সায়ংকালে সন্ধ্যা করিয়া থাকেন, তাঁহারা সহস্র দিব্য বৎসর স্বর্গলোকে পূজিত হয়েন। ২৬। যে রাজা, চতুর্ব্বর্ণের উক্ত ধর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিয়া, তাহাদের গুণ দোষ বিচার করেন, তিনি রাজত্বের দৃঢ়তা, কোষের উপচয়, যশ ও স্বর্গ লাভ করেন। ২৭। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, ন্যায়ানুসারে ধন-সঞ্চয়, বিচারার্থীদিগের উপর অপক্ষপাতিতা এবং সর্ব্বতোভাবে রাজ্যরক্ষণ করা, এই পাঁচটী রাজাদিগের যজ্ঞ বলিয়া কথিত হয়। ২৮। রাজগণ প্রজাপালন করিয়া যাদৃশ পুণ্য লাভ করেন, ব্রাহ্মণগণ সহস্র সহস্র যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেও তাদৃশ পুণ্যলাভ করেন না। ২৯। অকৃত্রিম জলাশয় না পাইলে হ্রদ বা সরোবরে স্নান করিবে; পরকীয় জলাশয় হইলে চারিটী পঙ্কপিণ্ড উদ্ধৃত করিয়া স্নান করিবে। ৩০। (১) বসা (২) শুক্র (৩) রক্ত (৪) মজ্জা (৫) মূত্র (৬) বিষ্ঠা (৭) কর্ণের মল (খোল) (৮) নখ (৯) শ্লেষ্মা (১০) অস্থি (১১) চক্ষুর মল (১২) ঘর্ম্ম এই দ্বাদশটী মনুষ্যদিগের মল। ৩১। তাহার মধ্যে মৃত্তিকা ও জল দ্বারা প্রথম ছয়টীর শুদ্ধি এবং কেবল জলদ্বারা শেষ ছয়টীর শুদ্ধি পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন। ৩২। শৌচ, মঙ্গল, অনায়াস অনসূয়া, অস্পৃহা, দম, দান ও দয়া ব্রাহ্মণের লক্ষণ। ৩৩। গুণিব্যক্তির গুণের অপলাপ না করা এবং অন্যের গুণের প্রশংসা না করা এবং অন্যের দোষ দেখিয়া উপহাস করা, ইহার নাম অনসূয়া। ৩৪। অভক্ষ্য বর্জ্জন, সৎসংসর্গ এবং শাস্ত্রোক্ত অন্যান্য আচারপালনের নাম শৌচ। ৩৫। প্রশস্ত কর্ম্মের আচরণ ও অপ্রশস্ত কর্ম্মের বিবর্জ্জন, ইহাকেই ধর্ম্মজ্ঞ ঋষিগণ মঙ্গল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ৩৬। শুভকার্য্যই হউক, আর অশুভকার্য্যই হউক, যাহা দ্বারা শরীর গ্লানিযুক্ত হয়, তাহা আত্যন্তিক ভাবে করিবে না; তাহার নাম অনায়াস। ৩৭। আবশ্যকীয় সকল দ্রব্যের মধ্য যখন যাহা যুটিবে, তাহাতেই সন্তুষ্ট হওয়া এবং পর-স্ত্রীতে অভিলাষ না করার নাম অস্পৃহা। ৩৮। অপর কোন ব্যক্তি বাহ্য বা মানসিক দুঃখ উৎপন্ন করিলে, তাহার উপর ক্রোধ বা প্রতিহিংসা না করার নাম দম। ৩৯। অল্প আয় হইলেও তাহা হইতে কিঞ্চিৎ প্রতিদিন অক্ষুব্ধ চিত্তে অন্যকে দিবে, তাহার নাম দান। ৪০। পরের প্রতি, এবং মাতৃবন্ধু পিতৃবন্ধু ও আত্ম-বন্ধু প্রভৃতি চিরাগত বন্ধুর প্রতি, সদ্য যাহার সহিত মিত্রতা হইয়াছে, তাহার প্রতি, এবং দ্বেষের পাত্র, বা নিজের শত্রু, এই সকলের প্রতি আত্মবৎ ব্যবহার করার নাম দয়া। ৪১। যে ব্রাহ্মণ গৃহস্থ হইয়াও এই সকল লক্ষণে বিভূষিত, তিনি উত্তম স্থান লাভ করেন এবং তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হয় না। ৪২। অগ্নিহোত্র, তপস্যা, সত্যপরতা, বেদাজ্ঞা প্রতিপালন, অতিথিসৎকার, ও বৈশ্ব-

দেব ইহাদিগের নাম ইষ্ট।৪৩। বাপী কূপ, তড়াগ প্রভৃতি জলাশয় উৎসর্গ, দেব মন্দির প্রতিষ্ঠা, অন্নদান ও আরাম (উপবন) উৎসর্গের নাম পূর্ত্ত। ৪৪। ব্রাহ্মণ, যত্নপূর্ব্বক ইষ্ট ও পূর্ত্ত করিবে। ইষ্ট দ্বারা স্বর্গ ও পূর্ত্ত দ্বারা মোক্ষ লাভ হইবে। ৪৫। এই ইষ্ট ও পূর্ত্ত-কার্য্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের তুল্য অধিকার। শূদ্র পূর্ত্তকার্য্যে অধিকারী বটে, কিন্তু তদন্তর্গত বৈদিক কর্ম্ম আপনি করিবে না।৪৬। সর্ব্বদা যম সেবন করিবে; নিয়মানুষ্ঠান যথাকালে করিলেই হইল, সর্ব্বদা করিতে হইবে না, এবং যম পরিত্যাগ করিয়া কেবল নিয়ম করিলে পতিত হয়। ৪৭। অক্রুরতা, ক্ষমা, সত্যবাদিতা, অহিংসা, দান, সরলতা, প্রীতি, প্রসন্নতা, মধুরতা ও মৃদুতা এই দশটীর নাম যম। ৪৮। শৌচ, যজ্ঞানুষ্ঠান, তপস্যা, দান, স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদপাঠ, অবৈধ রতিত্যাগ, ব্রত, মৌন, উপবাস ও স্নান এই দশটী নিয়ম। ৪৯। কুশময় প্রতিমূর্ত্তি তীর্থজলে নিমজ্জিত করিবে। তাহাতে যাঁহার উদ্দেশে ঐ কুশ-প্রতিমূর্ত্তি নিমজ্জিত হইবে, তিনি অষ্টভাগ পুণ্য লাভ করিবেন। ৫০। মাতা, পিতা, ভ্রাতা, সুহৃদ্, বা গুরু ইহার মধ্যে যাহার পুণ্য কামনা করিয়া স্নান করিবে, তিনি স্নানজনিত দ্বাদশাংশ ফল লাভ করিবেন।৫১। অপুত্রব্যক্তি পুত্রের প্রতিনিধি গ্রহণ করিবে; যেহেতু শ্রাদ্ধতর্পণাদি কার্য্য পুত্র ব্যতিরেকে হয় না। ৫২। পিতা যদি ভূমিষ্ঠ জীবৎ পুত্রের মুখ দেখেন, তাহা হইলে পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গলাভ করেন। ৫৩। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলেই লোক পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হয় এবং সেই দিনই শুদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন, যেহেতু ঐ পুত্র নরক হইতে ত্রাণ করে। ৫৪। বহুপুত্র কামনা করা উচিত, কেননা যদি তাহার মধ্যে কোন পুত্র গয়া গমন, কেহ বা অশ্বমেধযজ্ঞ, কেহ বা নীল বৃষ উৎসর্গ করে। ৫৫। * নরকভীরু পিতৃগণ "যে সন্তান গয়া গমন করিবে সে আমাদিগের উদ্ধার কর্ত্তা হইবে" বিবেচনা করিয়া তাদৃশ পুত্রের কামনা করিয়া থাকেন। ৫৬। ফল্গু নদীতে স্নান করিয়া, এবং গয়াসুরের মস্তকে পাদবিন্যাস-পূর্ব্বক অবস্থিত গদাধরদেবকে দর্শন করিয়া, লোক ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতেও মুক্ত হয়। ৫৭। যে ব্যক্তি মহানদীতে (গঙ্গা প্রভৃতিতে) আচমন করিয়া, দেব ও পিতৃ তর্পণ করে, সে নিত্যপদ লাভ এবং বংশের উদ্ধার করে। ৫৮। পবিত্র-ভোজ্য-রহিত শঙ্কাযুক্ত স্থানে প্রাণ রক্ষার্থ, যাহাতে শৌচ সন্দেহ আছে, এমত দ্রব্য ভোজন করিলে, তাহার যে প্রায়শ্চিত্ত হইবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৫৯। তিন দিন ভিক্ষালব্ধ অক্ষারলবণ, তেজস্কর ব্রাহ্মী বৃক্ষের নির্যাস বা শঙ্খপুষ্পী দুগ্ধের সহিত খাইবে। ৬০। *

যদি কোন দ্বিজ না জানিয়া মদ্যভাণ্ড হইতে জলপান করিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি কয় দিন কি কর্ম্ম অনুষ্ঠান দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিলে তাহার পাপ মোচন হইবে? ৬১। পলাশপত্র, বিল্বপত্র, কুশ, পদ্মপত্র, উড়ুম্বরপত্র সিদ্ধ করিয়া তাহার কাথজলটুকুমাত্র তিন দিন পান করিলে শুদ্ধ হইবে। ৬২। যিনি অনবধানতাবশতঃ একবার মাত্র সায়ংকালে বা প্রাতঃকালে সন্ধ্যা না করিবেন, তিনি পর দিন স্নানান্তে একাগ্রচিত্তে সহস্র গায়ত্রী জপ করিবেন। ৬৩। শোকাকুল হইয়া বা অতিশয় পরিশ্রম করিয়া স্নানাহ্নিক করিতে অক্ষম হইলে ভক্তি পূর্ব্বক "ব্রহ্মকূর্চ্চ" ও যৎকিঞ্চিৎদান করিয়া শুদ্ধ হইবে। ৬৪। সর্পদষ্ট ব্যক্তি গোশৃঙ্গ জলে বা মহানদীর সঙ্গম স্থলে স্নান করিয়া বা সমুদ্র দর্শন করিয়া শুদ্ধ হইবে। ৬৫। বৃক, কুক্কুর বা শৃগাল কর্ত্তৃক দষ্ট ব্রাহ্মণ, সুবর্ণশোধিত জলের সহিত ঘৃত ভোজন করিলে শুচি হইবে। ৬৬। (কিন্তু) ব্রাহ্মণী ঐ সকল শ্বাপদ কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে গ্রহনক্ষত্র দেখিয়া

* নীলবৃষ লক্ষণ—যাহার পুচ্ছাগ্র, খুর, এবং শৃঙ্গ শুক্লবর্ণ ও অন্য অবয়বের রঙ্গ লাল, তাহাকে "নীলবৃষ"

* "ব্রহ্মসুবর্চ্চলাম" এইপাঠ থাকিলে তাহার অর্থ পীতবর্ণ, সূর্য্যাবর্ত্ত বৃক্ষের পত্র।

তৎক্ষণাৎ শুদ্ধ হইবে। ৬৭। ব্রতী ব্যক্তি কুক্কুর দষ্ট হইলে তিন দিন উপবাস করিবে ও ঘৃতসিদ্ধ যাবক (যাউ) ভোজন করতঃ ব্রত সমাপ্তি করিবে। ৬৮। মোহ, অনবধানতা, বা লোভ বশতঃ ব্রতভঙ্গ করিলে তিন দিন উপবাসান্তে শুদ্ধ হইবে এবং পুনর্ব্বার ব্রত গ্রহণ করিবে। ৬৯। যদি কোন ব্রাহ্মণ অজ্ঞানতঃ কোন ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন করে তাহা হইলে দুই দিন গায়ত্রী জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। ৭০। ব্রাহ্মণ অজ্ঞানতঃ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের উচ্ছিষ্টান্ন ভোজন করিলে তিন দিন গায়ত্রী জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। ৭১। অভোজ্যান্ন, স্ত্রী-শূদ্রোচ্ছিষ্ট বা অভক্ষ্য মাংস ভোজন করিলে সাত দিনযবমণ্ড পান করিবে। ৭২। কুক্কুর-স্পৃষ্ট ব্যক্তি স্নান করিবে ও কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট খাইলে ষাণ্মাসিক ব্রত করিবে। ৭৩। অন্যান্য অসংস্পৃশ্য জাতি স্পর্শে স্নান ও তাহার উচ্ছিষ্ট ভোজনে ষাণ্মাসিক ব্রত করিবে। ৭৪। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য অজ্ঞানতঃ বিষ্ঠা মূত্র বা সুরা স্পৃষ্ট দ্রব্য খাইলে পুনঃ সংস্কার—(পুনরুপনয়ন)ভাগী হইবে। ৭৫। দ্বিজগণের পুনঃ সংস্কারের সময় মস্তক মুণ্ডন, মেখলা ধারণ, দণ্ডগ্রহণ, ভিক্ষাচরণ ও ব্রহ্মচর্য্য করিতে হইবে না। ৭৬। গৃহমধ্যে শব থাকিলে তদ্দূষিত গৃহের শুদ্ধি বলিব ;—তত্রত্য মৃণ্ময়ভাণ্ড ও সিদ্ধান্ন পরিত্যাগ করিবে। ৭৭। সেই সকল দ্রব্য গৃহ হইতে অপসৃত করিয়া গোময় দ্বারা লেপ দিবে, পরে ছাগ দ্বারা আঘ্রাত করাইবে। ৭৮। ব্রাহ্মমন্ত্র পাঠ করিয়া ঐ গৃহের অপবিত্রতা দূর করতঃ উক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া সুবর্ণও কুশ-স্পৃষ্ট জলসেক করিলে, উক্ত গৃহ শুদ্ধ হইবে কোন সন্দেহ নাই। ৭৯। রাজা বা অন্ত্যজ বা শ্বপচ ব্যক্তি কোন দ্বিজকে বলপূর্ব্বক বিচালিত (সৎপথচ্যুত অভক্ষ্য ভক্ষণাদি দ্বারা অসৎপথে প্রবর্ত্তিত), করিলে ঐ দ্বিজ প্রাজাপত্য ত্রয় করিয়া পুনঃসংস্কার করিবে। ৮০। কুক্কুর স্পর্শ করিলে স্নান করিবে এবং অকৃতস্নান কুক্কুরস্পৃষ্ট ব্যক্তির উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে যত্নপূর্ব্বক ব্রত করিবে। ৮১। ইহার পর অশৌচের বিষয় বলিব, তাহার পর প্রায়শ্চিত্তের কথা বলিব। ৮২। সাগ্নিক এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ একদিনেশুদ্ধ হয় ; কেবল বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ তিন দিনে, আর অগ্নিবেদ-রহিত ব্রাহ্মণ দশদিনে শুদ্ধ হয়। ৮৩। শাস্ত্রানুসারে ব্রত-ধারী, আহিতাগ্নি ও রাজা, এবং ব্রাহ্মণ যাহার অশৌচ না হওয়া ইচ্ছা করেন, এই সকল ব্যক্তির স্বস্ব কর্ম্মে অশৌচ হইবে না। ৮৪। ব্রাহ্মণ দশ দিনের পর, ক্ষত্রিয় দ্বাদশ দিনের পর, বৈশ্য পঞ্চদশ দিনের পর ও শূদ্র এক মাসের পর শুদ্ধ হয়। ৮৫। এক বংশোৎপন্ন হইয়া আপনা হইতে অনুক্রমে সপ্তমপুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ড, ইহাদিগেরই পিণ্ড বা লেপ-দান ও তর্পণ হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত মরণাশৌচও তাহার অনুগামী, অর্থাৎ সপিণ্ড দিগের হইবে। ৮৬। কিন্তু জননাশৌচে চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত দশ রাত্রি, পঞ্চমে ছয় দিন, ষষ্ঠে তিন দিন, সপ্তমে দুই দিন, অষ্টমে এক দিন, ও নবমে দুই প্রহর অশৌচ ; দশম পুরুষ মাত্র স্নান করিলেই শুদ্ধ হইবে। ৮৭।৮৮। জনন মরণে হীনবর্ণা দাসী ও অনুলোমী পত্নীদিগের স্বামীর সদৃশ অশৌচ হইবে ; স্বামী মরিলে, যে বংশে তাহারা জন্মিয়াছিল, তদনুরূপ অশৌচ হইবে।৮৯। শবস্পৃষ্ট তৃতীয় (অর্থাৎ শবস্পৃষ্টকে যে স্পর্শ করে তাহাকে যে স্পর্শ করে সেই ব্যক্তি) বস্ত্রান্তর গ্রহণ না করিয়াই অবগাহন করিবে এবং শবস্পৃষ্ট চতুর্থ (অর্থাৎ শবস্পৃষ্ট তৃতীয় স্পর্শী) সাত বাটীতে ভিক্ষা করিয়া খাইবে,ইহা শাববিধি (পরম্পরা শবস্পর্শীর শৌচ বিধি) বলিয়া স্মৃত হইয়াছে।৯০। সপত্নীপুত্রের জন্ম বা মৃত্যু হইলে একদা পরিণীত একান্নবর্ত্তী অসবর্ণা মাতৃগণের স্বামীর সমান (স্বামী, বর্ণানু-সারে) অশৌচ হইবে ; কিন্তু সকলে বিভক্ত হইলে বা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পরিণীতা হইলে স্বস্ববর্ণানুসারে অশৌচ হইবে। ৯১। উষ্ট্রী বা মেষীর দুগ্ধ, অশৌচান্ন, সূপকারের (রাঁধুনি ব্রাহ্মণের) অন্ন, শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হইবে। ৯২। যে মনুষ্য অধর্ম্ম উদ্দেশ করিয়া (অর্থাৎ সন্ধ্যাদি করিতে হইবে না ভাবিয়া) অশৌচান্ন ভোজন করে সে তিন দিবস উপবাস করিয়া একদিন জলে অবস্থান

করিবে। ৯৩। সাগ্নিক ব্যক্তি অশৌচে মহাযজ্ঞ (কাম্য যজ্ঞ) করিবে না। কিন্তু শুষ্কান্ন বা ফলদ্বারা নিত্য হোম করিবে। ৯৪। জন্মের পর দশ দিনের মধ্যে বালকের মৃত্যু হইলে সদ্যশৌচ হইবে; তাহার জননাশৌচ আর থাকিবে না এবং মরণাশৌচও হইবে না। ৯৫। চূড়কর্ম্ম হইয়া গেলে বালক, নাম ও স্বধাপদ উচ্চারণপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ তর্পণ করিতে পারিবে।৯৬। ব্রহ্মচারী বা যতি সদ্যঃ শৌচভোগী। পূর্ব্বসংকল্পিত মন্ত্রজপে ও ব্রতে, ও যাজ্ঞিকদিগের যজ্ঞে এবং যে বিবাহে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত সম্পন্ন হইয়াছে, সেই বিবাহে (বিবাহপদসংস্কার মাত্রের উপলক্ষক) সদ্যঃ শৌচ হইবে। ৯৭। মধ্যে অশৌচ হইলেও বিবাহ, উৎসব ও যজ্ঞে কোন দোষ হইবে না, যদি অশৌচ হইবার পূর্ব্বে এসকল কার্য্যের আরম্ভ হইয়া থাকে। ইহা অত্রি বলিয়াছেন। ৯৮। গর্ভমৃত বালক ভূমিষ্ঠ হইলে যে অশৌচ হয়, তাহাতে সূতিকা স্পর্শ না করিলে শুদ্ধ আচমনের দ্বারা ব্রাহ্মণের অস্পৃশ্যতাজনক অশৌচ যাইবে।৯৯। ক্ষত্রিয় পঞ্চম দিনে, বৈশ্য সপ্তম দিনে, এবং শূদ্র দশম দিনে, স্পৃশ্য হইবে, ইহা পণ্ডিতদিগের জ্ঞাতব্য এবং শূদ্রের জনন মরণে যেরূপ, মৃত-জন্মেও সেইরূপ এক মাস অশৌচ (ইহার দ্বারা অন্যবর্ণত্রয়েরও পূর্ণাশৌচ জানিবে)। ১০০। ১০১। (১) চিররোগী, অসচ্চরিত্র, সর্ব্বদা ঋণগ্রস্ত, ধর্ম্মকার্য্যবর্জ্জিত মূর্খ, অতিশয় স্ত্রৈণ, ব্যসনে আসক্তচিত্ত, চিরপরাধীন এবং স্বাধ্যায়ব্রহ্মচর্য্যবিহীন ব্যক্তির সর্ব্বদা অশৌচ।১০২।১০৩। পরিবিত্তির প্রায়শ্চিত্ত দুই প্রজাপত্য; পরিবেত্তৃ-পরিণীতা কন্যার এক প্রজাপত্য; কন্যাদাতার কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র; পরিবেত্তার সান্তপন। ১০৪। জ্যেষ্ঠভ্রাতা —কুব্জ, বামন, খঞ্জ, জনসমাজে নিন্দিত, বেদাধ্যয়নে অসমর্থ, জন্মান্ধ, জন্মবধির বা মূক হইলে পরিবেদনে অর্থাৎ কনিষ্ঠের বিবাহে দোষ হইবে না। ১০৫। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ক্লীব, দেশান্তরস্থ, পতিত, প্রব্রজিত (সন্ন্যাসী), যোগশাস্ত্ররত, (যোগাভ্যাস করিতে দৃঢ় ইচ্ছা থাকায় বিবাহে অনিচ্ছুক), হইলে পরিবেদনে দোষ হইবে না। ১০৬। যে ব্যক্তির পিতা পিতামহ বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অগ্নিহোত্রাধিকারী হয়েন নাই, পরে ঐ ব্যক্তি (প্রায়শ্চিত্ত করিয়া) অগ্নি গ্রহণ করিলে পরিবেদন দোষে দোষী হইবে না। ১০৭। জ্যেষ্ঠের স্ত্রীবিয়োগের পর পুনর্ব্বিবাহ না হইলেও কনিষ্ঠ বিবাহে অধিকারী, এবং ঐ জ্যেষ্ঠ দেশান্তরস্থ বা পাপী হইলে কনিষ্ঠ অগ্নিহোত্রে অধিকারী। ১০৮। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সমীপেই বর্ত্তমান আছে, (এবং উক্ত কোনরূপ দোষে দোষী নহে) অথচ অগ্ন্যাধান করিতেছেন; সেস্থলে জ্যেষ্ঠের অনুমতি লইয়া কনিষ্ঠ অগ্ন্যাধান করিবে ইহা শঙ্খবাক্য। ১০৯। অগ্নি, বেদ, বা তপস্যা এই সকল কারণে জ্যেষ্ঠের পূর্ব্বে গৃহীত হইলেও কনিষ্ঠকে পরিবেদন দোষে দূষিত করিতে পারিবে না এবং অনুমতি ব্যতিরেকে কনিষ্ঠ আদ্যশ্রাদ্ধ করিতে পারিবে না। ১১০। যাহা শ্রুতি স্মৃতি কথিত নিত্য, বা নৈমিত্তিক কার্য্য, এবং যাহা স্বর্গজনক কাম্য কর্ম্ম, তাহার অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে। ১১১। শুক্ল প্রতিপদে এক গ্রাস মাত্র খাইবে; ঐ দিন হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত প্রতিদিন এক এক গ্রাস আহার বাড়াইবে অর্থাৎ পূর্ণিমা পর্য্যন্ত তিথি সংখ্যানুসারে গ্রাস সংখ্যা হইবে; এবং কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে প্রতিদিন এক এক গ্রাস কমাইবে ও অমাবস্যাতে উপবাস করিবে, ইহা হইলেই চান্দ্রায়ণ ব্রত করা হইল। পূর্ব্বাচার্য্যগণ এই চান্দ্রায়ণ ব্রতকে মহাপাতকনাশক বলিয়াছেন। ১১২। বেদাভ্যাসরত, ক্ষমাশীল, মহাযজ্ঞানুষ্ঠায়ী ব্যক্তিকে ব্রহ্মহত্যাদিজনিত পাপও স্পর্শ করিতে পারে না। ১১৩। বায়ুভোজী হইয়া দিবসে সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত ও রাত্রিতে জলে অবস্থান করত সহস্র গায়ত্রী জপ করিবে; তাহা দ্বারা ব্রহ্মবধ ব্যতিরিক্ত সকল পাপ নষ্ট হইবে। ১১৪। পদ্মপত্র, উড়ুম্বরপত্র, বিল্বপত্র, কুশ এবং অশ্বত্থপত্র, পলাশপত্র সিদ্ধ করিয়া

(১) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ হইবার পূর্ব্বে কনিষ্ঠের বিবাহ হইলে ঐ কনিষ্ঠের "পরিবেত্তা" এবং ঐ জ্যেষ্ঠের "পরিবিত্তি" সংজ্ঞা হয়।

তাহার জল পান "পর্ণকৃচ্ছ্র" নামে কথিত হয় ১১৫। গব্য দুগ্ধ, গব্য দধি, গোমূত্র, গোময়, এবং গব্য ঘৃত এই পঞ্চগব্য পান করিয়া পরদিন নিরম্বু উপবাস করিবে ইহা "সান্তপন" ব্রত। ১১৬। কথিত পঞ্চগব্যের এক একটী এক এক দিন, (কোন দিন দুগ্ধ মাত্র, কোন দিন দধি মাত্র, ইত্যাদি) এইরূপ পাঁচ দিন, এবং এক দিন মিশ্রিত সকল পঞ্চগব্য পান করিবে; এই ছয় দিনের পর সপ্তম দিনে উপবাস করিবে: এই ব্রত "মহাসান্তপন" বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১১৭। তিন দিন সায়ংকালে তিন দিন প্রাতঃকালে এবং তিন দিন অযাচিত ভোজন করিবে; ইহার পর তিন দিন উপবাস করিবে; (এই দ্বাদশ দিন সাধ্যব্রত) "প্রাজাপত্য" নামে কথিত হইয়াছে। ১১৮। এই ব্রতে সায়ংকালে দ্বাদশ গ্রাস, প্রাতঃকালে পঞ্চদশ গ্রাস অযাচিত তিন দিবসে চতুর্ব্বিংশতিগ্রাস খাইবে; পরের তিন দিন উপবাস করিবে। ১১৯। প্রাজাপত্য ব্রতের মত তিনদিন রাত্রিতে, তিনদিন দিবসে ও তিনদিন অযাচিত দ্রব্য ভোজন করিবে, কিন্তু এই নয়দিনে এক এক গ্রাস মাত্র ভোজন। পরে তিন দিন উপবাস। ইহার নাম "অতিকৃচ্ছ্র"। ১২০। সকলের জানা উচিত যে, এই প্রায়শ্চিত্তাঙ্গভূত শরীর-শোধক ভোজন-গ্রাস কুক্কুটাণ্ড পরিমিত হইবে। কিম্বা যাহার মুখে স্বচ্ছন্দে যেরূপ গ্রাস প্রবিষ্ট হয়, তাহার পক্ষে সেইরূপ গ্রাস বিধেয়।১২১। তিন দিন ছয়পল পরিমিত উষ্ণজল, তিন দিন ত্রিপল পরিমিত উষ্ণদুগ্ধ, এবং তিন দিন একপল পরিমিত উষ্ণঘৃত পান করিয়া, তিন দিন বায়ুভুক্ হইয়া থাকিলে "তপ্তকৃচ্ছ্র" নামক ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। ১২২। ১২৩। তিন দিন ত্রিপল দধি, তিন দিন ত্রিপল ক্ষীর এবং তিনদিন একপল পরিমিত ঘৃত পান করিবে; আর তিন দিন বায়ুভুক্ হইবে; ইহাকেই "বৈদিককৃচ্ছ্র" ব্রত কহে। ১২৪। ১২৫। একদিন একবার মাত্র ভোজন; একদিন রাত্রিতে অযাচিত ভোজন এবং একদিন উপবাস দ্বারা "পাদকৃচ্ছ্র" ব্রত হয়। ১২৬। একবিংশতি দিন দুগ্ধ মাত্র পান করিয়া থাকাকে "কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র" ব্রত; এবং দ্বাদশ দিন উপবাস করাকে "পরাক" ব্রত কহে। ১২৭। চার দিন প্রত্যহ পিন্যাক্ (খোল), দধি, শক্তু (ছাতু) এই কয় দ্রব্যের একএক গ্রাস ভোজন ও এক দিন উপবাস, এই ব্রত "সৌম্যকৃচ্ছ্র" নামে কথিত হয়। ১২৮। এই পাঁচটী কার্য্যের মধ্যে যথাক্রমে তিন দিন করিয়া এক একটী কার্য্যের আবৃত্তি করিলে পঞ্চদশ দিন সাধ্য যে ব্রত হয়, তাহা "তুলাপুরুষ" নামে জ্ঞাতব্য। ১২৯। দহ্যমানা কাপিলা গাভীর ধারোষ্ণ দুগ্ধ পান ব্যাসকৃত কৃচ্ছ্র; ইহা চাণ্ডালকেও শুদ্ধ করে। ১৩০। (দিবসে অনাহারে থাকিয়া) রাত্রিতে ভোজনের নাম নক্তব্রত। যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান হয় নাই, তাহার প্রায়শ্চিত্ত "চান্দ্রায়ণ" ইহা কথিত হইয়াছে।১৩১। তপোনিষ্ঠ ব্যক্তি দ্বিগুণ দক্ষিণা দিয়া অগ্নিষ্টোমাদি যাগ করিলে যেরূপ ফল প্রাপ্ত হয়েন, পূর্ব্বোক্ত কৃচ্ছ্র করিলে তাদৃশ ফলই প্রাপ্ত হয়েন। ১৩২। বেদাভ্যাসতৎপর ক্ষমাশীল লোক ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিলে এবং তদুপদিষ্ট শৌচ ও আচার পালন করিলে গৃহস্থ হইলেও মুক্তি লাভ করে। ১৩৩। দ্বিজাতি সকলের ধর্ম্ম এই উক্ত হইল। স্ত্রীশূদ্রদিগের পাতিত্যজনক কার্য্যের বিবরণ বলিতেছি; হে মহর্ষিগণ শ্রবণ কর। ১৩৪। জপ, তপস্যা, তীর্থযাত্রা, সন্ন্যাস, মন্ত্রসাধন, দেবতারাধন এই ছয়টী কার্য্য স্ত্রীশূদ্রের পাতিত্যজনক। ১৩৫। যে নারী স্বামী জীবিত থাকিতে উপবাস করিয়া ব্রত করে, সে নারী স্বামীর আয়ুহরণ করে ও নরকে গমন করে। ১৩৬। নারী তীর্থস্থান অভিলাষিণী হইলে স্বামী, শিব বা বিষ্ণুর পাদোদক পান করিবে; ইহাতে পরম স্থান লাভ করিবে। ১৩৭। স্বামীর জীবিতাবস্থায় বা মৃত অবস্থায় স্ত্রী বামাঙ্গী; আর পুরুষ দক্ষিণ দিক্ ভাগী। কিন্তু শ্রাদ্ধ, যজ্ঞ ও বিবাহ সময়ে স্ত্রী দক্ষিণ দিকে থাকিবে। ১৩৮। চন্দ্র, গন্ধর্ব্বগণ ও অগ্নিরা ইহাঁরা স্ত্রীদিগকে শুচিতা দান করিয়াছেন এবং অগ্নি সর্ব্বশুচিতা দান করিয়াছেন। অতএব স্ত্রী সর্ব্ব-

দাই পবিত্র। ১৩৯। ব্রাহ্মণবংশে জন্ম হইলে ব্রাহ্মণ হয়; সংস্কার (উপনয়ন) হইলে উহাকে দ্বিজ বলা গিয়া থাকে; বিদ্যা দ্বারা বিপ্রত্ব লাভ হয় এবং উক্ত জন্ম, সংস্কার ও বিদ্যা এই তিন দ্বারা "শ্রোত্রিয়" পদবাচ্য হয়।১৪০। যে ব্রাহ্মণ বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন, ও তাহার উপদেশমতে কার্য্য করে, তাহাকে "বেদবিৎ" বলা যায়। তাহার বাক্য পবিত্রতাজনক।১৪১। বেদবিৎ একজনও ব্রাহ্মণ যে ধর্ম্ম আচরণ করেন, তাহাই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, শত সহস্র অজ্ঞ ব্যক্তি যাহা করে, তাহা ধর্ম্ম নহে। ১৪২। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ জপ হোমাদি দ্বারা অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান্ হয়েন, আর জলসেকে যেরূপ অগ্নির তেজোনাশ হয়, প্রতিগ্রহ দ্বারা তাঁহারাও সেইরূপ হীন-তেজ হয়েন। ১৪৩। যেমন প্রবল বায়ু আকাশ-সঞ্চারী মেঘসকলকে বিদূরিত করে, সেইরূপ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠগণ সেই প্রতিগ্রহজনিত দোষরাশিকে প্রাণায়াম দ্বারা বিদূরিত করেন। ১৪৪। যদি ব্রাহ্মণ, ভোজনান্তে আচমন করিয়া আর্দ্র হস্তে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার লক্ষ্মী, বল, যশঃ, তেজঃ এবং আয়ুঃ হ্রাস হয়। ১৪৫। যে ব্যক্তি ভোজনগৃহে বা আসনে অবস্থিত হইয়া উপস্পর্শ (কুলকুচা) করে, তাহার অন্ন অভোজ্য; ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হয়। ১৪৬। যে ব্যক্তি আপনার অধিষ্ঠিত আসনে পাত্র রাখিয়া সেই পাত্রের জলে আচমন করে, তাহার অন্ন ভোজন করিবে না; ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হয়। ১৪৭। বেদ হইতে উৎকৃষ্ট শাস্ত্র নাই, মাতার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুরু নাই, ইহলোকে ও পরলোকে দান অপেক্ষা উত্তম বন্ধু নাই; কিন্তু অসৎপাত্রে প্রদত্ত দ্রব্য সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত দগ্ধ করে। ১৪৯। লৌহময় পাত্রে যে হব্য (দেবদেয়) কব্য (পিতৃদেয়) অন্ন প্রদত্ত হয়, তাহা দেবগণ বা পিতৃগণ গ্রহণ করেন না; ভোক্তামনুষ্যের পক্ষেও সেই অন্ন বিষ্ঠাবৎ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য এবং দাতা নরক-গামী হন। ১৫০। বিচক্ষণ ব্যক্তি অন্যপাত্রে স্থাপিত অন্নও বামহস্ত বা লৌহ-পাত্রদ্বারা কদাচ পরিবেশন করিবে না। ১৫১। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে পিতৃগণের তৃপ্তি-উদ্দেশে মৃণ্ময় পাত্রে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন, সেই অন্ন-দাতা এবং ঐ ভোক্তা উভয়েই নরকগামী হই-বেন।১৫২। অন্যপাত্রের নিতান্ত অভাব হইলে, ঐ সকল শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণের অনুমতিক্রমে মৃণ্ময় পাত্রেও দিতে পারিবে; কেন না শুদ্ধ ব্রাহ্মণ-গণের সত্য মিথ্যা সকল বাক্যই প্রামাণিক।১৫৩। সুবর্ণময়, লৌহময়, তাম্রময়, কাংস্যময় বা রৌপ্যময় পাত্রে করিয়া ভিক্ষা দান করিলে, দাতার ধর্ম্ম হয় না এবং ঐ ভিক্ষালব্ধদ্রব্য-ভোজী ভিক্ষু পাপ ভোজন করে। ১৫৪। ভিক্ষুগণ কখনই, এমন কি বিপৎকালেও, কাংস্যপাত্রে ভোজন করিবে না, কেন না যতিগণের বৃক্ষপত্রে ও গৃহস্থগণের কাংস্যপাত্রে ভোজন নিয়ম সিদ্ধ। ১৫৫। কাংস্যপাত্রের যে অপবিত্রতা, এবং গৃহস্থের যে পাপ, কাংস্যপাত্রে আহার করিলে ভিক্ষু সেই দুয়ের অধিকারী হয়। ১৫৬। এ বিষয়ে (কেহ) বলিয়া থাকেন। সুবর্ণ, আয়স, লৌহ, তাম্র কাংস্য এবং রৌপ্যময় পাত্রে ভোজন করিলে ভিক্ষু দোষী হয় না; কিন্তু ঐ সকল পাত্র গ্রহণ করিলে দোষী হয়। ১৫৭। যতি হস্তে জলপ্রদানপূর্ব্বক ভিক্ষা দিয়া পুনর্ব্বার জল দিলে সেই ভিক্ষা মেরুতুল্য, এবং ঐ জল সমুদ্র তুল্য হয়। ১৫৮। যতি, ম্লেচ্ছ-গৃহ হইতেও মাধুকরীবৃত্তি অবলম্বন করিবে, (অর্থাৎ নানা স্থান হইতে আহারোপযুক্ত অন্ন সংগ্রহ করিবে) কিন্তু বৃহস্পতির গৃহেও একান্ন (একমাত্র স্থান হইতে সংগৃহীত অন্ন) খাইবে না। ১৫৯। যে গৃহস্থ হইয়া আপৎকাল ব্যতিরেকে (ইচ্ছা-পূর্ব্বক) সিদ্ধান্ন ভিক্ষা করে, সে দশদিন রাত্রে বজ্র ও তিন দিন শুদ্ধ জলপান করিবে। ১৬০। গোমূত্রমিশ্রিত ঘৃতপক্ক যাবক "বজ্র" নামে অভিহিত,—ইহা ভগবান্ অত্রি বলিয়াছেন। ১৬১। ব্রহ্মচারী, যতি, বিদ্যার্থী, গুরু-প্রতি-পালক, পথিক ও দরিদ্র,—এই ছয়জনকে ভিক্ষু কহে। ১৬২। ছয়মাস পর্য্যন্ত গর্ভিণী স্ত্রীতে, এবং বালকের দন্তজননের পর (বালকের ছয় মাস বয়ঃক্রম পূর্ণ হইলে), জাতাপত্যা স্ত্রীতে, উপগত হইতে পারে; ইহা বিহিত ধর্ম্ম। ১৬৩।

প্রথম ব্রহ্মহত্যা, দ্বিতীয় বিমাতৃগমন, তৃতীয় সুরাপান, চতুর্থ (অশীতি রক্তিকা পরিমিত ব্রাহ্মণ-স্বামিক সুবর্ণ—) স্তেয়, পঞ্চম এই সকল পাপিগণের সহিত গুরুতর সংসর্গ—ইহা মহাপাতক। ১৬৪। এই সকল পাপ হইতে শুদ্ধ হইবার জন্য যথাক্রমে তিন বৎসর ব্রত আচরণ করিবে; তাহাতে অকামকৃত-ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিবে। ১৬৫। ব্রহ্মহত্যা-পাপের অর্দ্ধপাপ ক্ষত্রিয় হত্যায়, ষষ্ঠভাগৈক ভাগ বৈশ্য হত্যায় এবং দ্বাদশভাগৈকভাগ শূদ্র হত্যায়।১৬৬। তিনমাস নক্ত-ব্রত, ভূমিতে শয়ন ও কৃচ্ছ্রাব্দ (৩০ প্রজাপত্য) করিলে স্ত্রী-হন্তা শুদ্ধ হইবে। ১৬৭। রজক, শৈলূষ (নাটকাদিতে সাজিয়া যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে), বেণু-কর্ম্মোপজীবী (ডোম) ইহাদিগের অন্ন ভোজন করিলে ব্রাহ্মণ, চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। ১৬৮। সকল অন্ত্যজা গমনে, তাহাদিগের দ্রব্য ভোজনে, ও সম্প্রবেশনে (একত্র শয়নে) পরাকব্রত দ্বারা শুদ্ধ হইবে—ইহা ভগবান্ অত্রি বলিয়াছেন। ১৬৯। ব্রাহ্মণ, চাণ্ডাল-ভাণ্ডস্থিত জল পান করিলে ৩৭ দিন গোমূত্র সিদ্ধ যাবক আহার করিয়া থাকিবে। ১৭০। ব্রাহ্মণ, অজ্ঞানতঃ অন্ত্যজ বা রজস্বলা স্পৃষ্ট পকান্ন ভোজন করিলে; প্রাজাপত্যার্দ্ধ করিবে। ১৭১। চাণ্ডালান্ন-ভোজী চতুর্ব্বর্ণের বক্ষ্যমাণ প্রকারে শুদ্ধি যথা;—ব্রাহ্মণ, চান্দ্রায়ণ; ক্ষত্রিয় সান্তপন; বৈশ্য, ষড়রাত্র ব্রত ও পঞ্চগব্য ভোজন; এবং শূদ্র ত্রিরাত্র-ব্রত করিয়া যৎকিঞ্চিৎ দান করিলে শুদ্ধ হইবে। ১৭২। ১৭৩। ব্রাহ্মণ, বৃক্ষে উঠিয়া ফল খাইতেছে, এমন সময়ে যদি চাণ্ডাল সেই বৃক্ষের মূল স্পর্শ করিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ ব্রাহ্মণের কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইবে। ১৭৪। ব্রাহ্মণদিগের অনুমতিক্রমে ঐ ব্রাহ্মণ সবস্ত্র (বস্ত্রান্তর গ্রহণ না করিয়া) হইয়া স্নান এবং ঘৃত ভোজনপূর্ব্বক একদিন নক্ত-ব্রত করিলে শুদ্ধ হইবে। ১৭৫। চাণ্ডাল ও ব্রাহ্মণ এক বৃক্ষে আরূঢ় হইয়া তাহার ফল ভোজন করিলে, ব্রাহ্মণের কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইবে। ১৭৬। ঐ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণদিগের অনুমতিক্রমে সবস্ত্র হইয়া স্নান ও একদিন কেবল পঞ্চগব্য পান করিবে এবং একদিন উপবাসী হইবে, তাহাতে শুদ্ধ হইবে। ১৭৭। ব্রাহ্মণ ও চাণ্ডাল এক শাখায় আরূঢ় হইয়া ঐ শাখাস্থ ফল ভোজন করিলে ব্রাহ্মণের কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইবে। ১৭৮। ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য পান করিলে শুদ্ধ হইবে।১৭৯। ম্লেচ্ছস্ত্রীতে উপগত হইলে সান্তপন করিলে শুদ্ধ হইবে এবং ম্লেচ্ছোপভুক্ত ভার্য্যার সহিত ব্যবহার করিলে সবস্ত্র-স্নান, ঘৃতভোজন ও তপ্তকৃচ্ছ্র করিলে শুদ্ধ হইবে। ১৮০। ১৮১। অন্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক অপত্যের নিমিত্ত সংগৃহীতা নারীতে গমন করিলে নদী জলদ্বারা স্নান এবং ঘৃতপ্রাশন করিয়া শুচি হইবে।১৮২। চাণ্ডাল, ম্লেচ্ছ, শ্বপচ, কপালব্রতধারী,—অজ্ঞানতঃ ইহাদিগের স্ত্রীগমন করিলে পরাকব্রতানুষ্ঠান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ১৮৩। যদি জ্ঞানপূর্ব্বক ঐ সকল স্ত্রীগমন করে বা গমন দ্বারা সন্তান উৎপাদন করে, তাহা হইলে ঐ উপভোক্তা পুরুষ, ঐ স্ত্রীর সমজাতি হইবে, সেই পুরুষই সেই স্ত্রীর সন্তান হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। ১৮৪। দ্বিজ, তৈল বা ঘৃত মাখিয়া বিষ্ঠামূত্র ত্যাগ বা চাণ্ডাল স্পর্শ করিলে পঞ্চগব্য পানপূর্ব্বক অহোরাত্র উপবাস করিলে শুদ্ধ হইবে। ১৮৫। কেশ কীট নখ স্নায়ু এবং অস্থি-কণ্টক স্পর্শ করিলে নদীজলে স্নান ও ঘৃত ভোজন দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ১৮৬। মৎস্যাস্থি, শৃগালাস্থি, নখ, শুক্তি (ঝিনুক), কপর্দ্দিকা (কড়ি) স্পর্শ করিলে স্নান ও সুবর্ণ-শোধিত উষ্ণ-ঘৃত ভোজন দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ১৮৭। গোকুল (গোয়াল) কন্দুশালা (ভর্জ্জন পাত্র) তৈলযন্ত্র ও ইক্ষুযন্ত্র (গুড় নিষ্পাদক) স্ত্রীলোক ও রোগীর শৌচাশৌচ বিচার্য্য নহে অর্থাৎ এ সকল সর্ব্বদাই শুচি। ১৮৮। স্ত্রী, উপপতি করিলেও দুষ্টা হইবেনা, ব্রাহ্মণগণ বেদোক্ত হিংসাদি দ্বারা দুষ্ট হইবেন না, জল বিষ্ঠামূত্রস্পর্শেও দুষ্ট হইবে না, অগ্নি অপবিত্র দ্রব্য দগ্ধ করিলেও অপবিত্র হইবে না। ১৮৯। প্রথমেই নারীগণকে চন্দ্র, গন্ধর্ব্ব, বহ্নি প্রভৃতি স্বর্গবাসিগণ ভোগ করেন,

পরে মনুষ্যগণ, তাহারা কোনরূপ মানসাদি সামান্য পাপে দুষ্ট হইতে পারে না। ১৯০। অসবর্ণ (উত্তমবর্ণ) পুরুষ কোন স্ত্রীর গর্ভ করিলে সেই গর্ভিণী নারী যাবৎ প্রসব না করে, তাবৎ অশুদ্ধ থাকিবে। প্রসবের পর সেই নারী ঋতুমতী বিশুদ্ধ কাঞ্চনের ন্যায় শুদ্ধ হইবে। ১৯১। ১৯২। স্ত্রীর সম্পূর্ণ অমত সত্ত্বে, যদি কেহ বঞ্চনা, বল, বা চৌর্য্যপূর্ব্বক উপগত হয়, তাহা হইলে ঐ অদুষ্টা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে। যেহেতু ঐ কার্য্যে স্ত্রীর ইচ্ছা ছিল না; পরে ঋতুকাল উপস্থিত হইলে ঐ স্ত্রীর সহিত সংসর্গ করিতে পারিবে (তাহার পূর্ব্বে করিবে না) কেননা ঋতুকাল উপস্থিত হইলে স্ত্রীলোক শুদ্ধ হয়।* । ১৯৩। ১৯৪। রজক, চর্ম্মকার, নট (নাটক যাত্রা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহকারী) বরুড়, কৈবর্ত্ত, মেদ ও ভিল্ল এই সাতটী জাতিকে অন্ত্যজ কহে। ১৯৫। জ্ঞানপূর্ব্বক ইহাদিগের স্ত্রীগমন, অন্ন ভোজন বা প্রতিগ্রহ করিলে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত কৃচ্ছ্রাব্দ (এক বৎসর একাদিক্রমে প্রজাপত্য ব্রত ৩০ প্রজাপত্য) করিতে হইবে; অজ্ঞানপূর্ব্বক করিলে চন্দ্রায়ণদ্বয়।১৯৬। যে নারী একবার মাত্র ম্লেচ্ছ বা (তাহার তুল্য) পাপিষ্ঠ (চাণ্ডালাদি বা অতিপাতকী প্রভৃতি) কর্ত্তৃক উপভুক্ত হইয়াছে, সে প্রাজাপাত্য ব্রতানুষ্ঠান ও রজনির্গমদ্বারা শুদ্ধ হইবে।১৯৭। যে নারী বলপূর্ব্বক হৃতা অথবা অন্যের বাক্যে বঞ্চিতা হইয়া সকৃৎ (একবার মাত্র) উপভুক্তা হয়, সে প্রাজাপত্য ব্রত করিলে শুদ্ধ হইবে। ১৯৮। দীর্ঘকাল-ব্যাপী তপস্যারত স্ত্রীলোকের রজঃ হইলে কখনই ব্রত ভঙ্গ হইবে না। ১৯৯। দ্বিজ, মদ্য সুরাস্পৃষ্ট কুম্ভের জল পান করিলে কৃচ্ছ্রপাদ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনঃ সংস্কৃত (পুনরুপনীত) হইবে। ২০০। অন্ত্যজের বহু পুষ্প-ফল-শোভিত বৃক্ষ থাকিলে সেই সকল বৃক্ষের পুষ্প এবং ফল সকলেরি উপভোগ্য। ২০১। চাণ্ডালস্পৃষ্ট জল পান করিলে ব্রাহ্মণ, "কৃচ্ছ্রপাদ" অনুষ্ঠান করিলে শুদ্ধ হইবে, ইহা আপস্তম্ব মুনি বলিয়াছেন। ২০২। শ্লেষ্মা, চর্ম্মপাদুকা, বিষ্ঠা, মূত্র, রজঃ, শোণিত, বা মদ্যকর্ত্তৃক দূষিত কূপের জল পান করিলে, কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইবে। ২০৩। ব্রাহ্মণ—তিন দিন, ক্ষত্রিয় দুই দিন, এবং বৈশ্য এক দিন, উপবাস ও শূদ্র—নক্ত ব্রত করিলে শুদ্ধ হইবে। ২০৪। সদ্য বমনস্পর্শে সবস্ত্র স্নান, পূর্ব্বদিনের বমনস্পর্শে এক দিন ও অধিক দিনের বমনস্পর্শে তিন দিন উপবাস, ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। ২০৫। মস্তক সুরালিপ্ত হইলে দশ দিন, কণ্ঠ সুরালিপ্ত হইলে ছয় দিন, উরু সুরালিপ্ত হইলে তিন দিন ও পাদ সুরালিপ্ত হইলে এক দিন, উপবাস করিবে। ২০৬। এস্থলে কেহ বলেন, ব্রাহ্মণ, সুরা-ভিন্ন (অন্নবিকার পৈষ্টী, মাধ্বী, গৌড়ী এই ত্রিবিধ সুরা, প্রথমটী মুখ্য, দ্বিতীয় দুইটী গৌণ) মদ্য (পানাসাদি একাদশবিধ) প্রমাদতঃ পান করিলে দশদিন গোমূত্র সিদ্ধ যাবক আহার করিয়া শুদ্ধ হইবে। ২০৭। যে ব্রাহ্মণ, মদ্যপ (অসকৃৎ মদ্যপান কর্ত্তা বা সকৃৎ সুরাপান কর্ত্তা) বা নিষাদের অন্ন ভোজন করে, দেবগণ তাহার প্রদত্ত হব্য ভোজন বা জল পান করেন না। ২০৮। স্ত্রীলোক সহমরণ বা অনুমরণ করিতে গিয়া চিতা হইতে পতিত হইলে বা রোগদ্বারা রজোহীন হইলে "প্রাজাপত্য" ব্রত করিয়া এবং দশজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া শুদ্ধ হইবে। ২০৯। যে সকল নিন্দিত ব্রাহ্মণ প্রব্রজ্যা-গ্রহণ, মরণ সঙ্কল্পপূর্ব্বক অগ্নি-প্রবেশ, বা জল প্রবেশ করে অথচ উহাতে বিনষ্ট না হইয়া পুনর্ব্বার গৃহস্থ হইতে ইচ্ছা করে, তাহারা তিন প্রাজাপত্য চান্দ্রায়ণ এবং জাতকর্ম্ম প্রভৃতি সমুদয় সংস্কারভাগী হইবে। ২১০। ২১১। ব্রহ্মদণ্ড (ব্রহ্মশাপাদি) দ্বারা বিনষ্ট হইলে তাহার অশৌচ হইবে না, তাহার উদ্দেশে, জলাদিদান, বা অশ্রুত্যাগ, কর্ত্তব্য নহে; তাহার গুণ বর্ণন কি তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া দুঃখ করা, বা "কটধারণ" (শয্যান্তর পরিত্যাগপূর্ব্বক মাত্র কটে শয়ন) বিধেয় নহে। ২১২। যদি কেহ ঐ ব্যক্তির প্রতি আন্তরিক স্নেহবশতঃ বা তাহার (ক্ষমতাশালী

*১৮৯+৯৪ বচনের কালাদি ভেদে মীমাংসা করিতে হইবে।

পুত্রাদির) ভয়ে বা বিনয়ে এই সকল নিষিদ্ধ কার্য্য অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে গোমূত্রসিদ্ধ যাবক আহারই তাহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। ২১৩। শৌচ-স্মৃতি বর্জ্জিত (যাহার শৌচাশৌচ বিষয়ক জ্ঞান নাই) বৃদ্ধ-চিকিৎসাদি নিষেধ করিয়া, উচ্চ দেশ হইতে পতন, অগ্নি প্রবেশ, অনশন, বা জলপ্রবেশ দ্বারা আত্মঘাতী হইলে, পুত্রাদির তিন দিন মাত্র অশৌচ হইবে ; দ্বিতীয় দিনে অস্থিসঞ্চয় (গঙ্গাতে নিক্ষেপ করিবার জন্য চিতা হইতে অস্থি-সংগ্রহ), তৃতীয় দিনে উদক দান ও চতুর্থ দিনে তাহার শ্রাদ্ধ করিবে। ২১৪। ২১৫। যাহার গৃহে অন্ততঃ একটীও সবৎসা গাভী নাই, তাহার কিরূপে মঙ্গল হইবে ও পাপ, দুঃখ বা অমঙ্গলের নাশ হইবে॥ ২১৬॥ দোহন বাহনের আতিশয্য, রজ্জুদানার্থ নাসিকা বেধ, নদীতে, পর্ব্বতে বা অবৈধ রোধে গোর মৃত্যু হইলে, সাক্ষাৎ গোবধ প্রায়শ্চিত্তের পাদোন প্রায়শ্চিত্ত করিবে॥ ২১৭॥ ধর্ম্মিষ্ঠগণ আটটী বৃষ দ্বারা হল চালন করেন ; ছয়টী বৃষ দ্বারা চালনও সমাজগর্হিত নহে। নির্দ্দয় ব্যক্তিরা চারটী বৃষ দ্বারা হলচালনা করে আর যাহারা দুইটি বৃষদ্বারা হলচালনা করে, তাহারা ত গোহত্যাকারী। ২১৮। বৃষদ্বয়বাহিত হল এক প্রহর পর্য্যন্ত, বৃষ চতুষ্টয়বাহিত হল মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত, ষড়্বৃষ বাহিত হল তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত, অষ্টবৃষবাহিত হয় সম্পূর্ণ এক দিন চালিত করিতে পারিবে। ২১৯। * কাষ্ঠ লোষ্ট্র বা শিলা দ্বারা গোহত্যা করিলে "সান্তপন" ব্রত, মৃত্তিকা দ্বারা করিলে, "প্রজাপত্য" লৌহদণ্ড দ্বারা করিলে "অতি-কৃচ্ছ্র" করিবে। ২২০। প্রায়শ্চিত্ত সম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে এবং একটী সবৃষগাভী পুরোহিতকে দক্ষিণা দিবে। ২২১। শরভ (অষ্টচরণ মৃগবিশেষ), উষ্ট্র, অশ্ব, হস্তী, সিংহ, ব্যাঘ্র বা গর্দ্দভ হত্যা করিলে শূদ্রবধ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ২২২। মার্জ্জার, গোধা, নকুল, ভেক বা পক্ষী বধ করিলে তিন দিন দুগ্ধপান বা পাদকৃচ্ছ্র করিবে। ২২৩। চাণ্ডাল-স্পৃষ্ট-বিষ্ঠা-মূত্র-সংস্পৃষ্ট, বা নিজের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে। ২২৪। বাপী, কূপ, তড়াগ বা কৃত্রিম বদ্ধজলাশয় দূষিত, শবাদি সংস্পৃষ্ট হইলে, ঐ দূষিত জলাশয় হইতে এক-শত কুম্ভ জল তুলিয়া লইয়া পঞ্চগব্য প্রদান করিলে শুদ্ধ হইবে। ২২৫। কুম্ভাদিস্থিত জল, অস্থি, চর্ম্ম, গর্দ্দভ, বা কুক্কুরাদি স্পর্শে দূষিত হইলে সমস্ত জল ফেলিয়া দিয়া তত্তৎ পাত্রের মার্জ্জন দ্বারা শুদ্ধি। ২২৬। গোদোহনপাত্র এবং চর্ম্মপুট (মোশক) স্থিত জল, যন্ত্র (জলাদি উত্তোলন পাত্র) আকর (দ্রব্যনিষ্পাদক যন্ত্র "ঘানি" প্রভৃতি) কারু ও শিল্পীর হস্ত স্ত্রী, বালক এবং বৃদ্ধদিগের আচরণ এবং যাহার অশুচিত্ব প্রত্যক্ষীকৃত হয় নাই, তাহাও শুচি। ২২৭। নগররোধ সময়ে, দুর্গম প্রদেশে, শিবির মধ্যে, গৃহদাহ উপস্থিত হইলে, যজ্ঞ আরব্ধ হইলে বা মহোৎসব সময়ে দোষা-দোষ বিচার অকর্ত্তব্য। ২২৮। পান-গৃহ, অরণ্যস্থ অবিজ্ঞাত-জলাশয়, জলোত্তোলনের ঘট, অবিজ্ঞাত কূপ, এবং দ্রোণীর (স্নানপাত্র বিশেষ) জল এবং খড়্গাদিকোষ হইতে নির্গত জল বা স্বপাক চাণ্ডালাদি নীচ জাতি স্পৃষ্ট জল পান করিলে (পূর্ব্ব দিন উপবাস করিয়া) পঞ্চগব্য পান করিলে শুদ্ধ হইবে। ২২৯। বীর্য্য-বিষ্ঠা বা মূত্র-স্পৃষ্ট কূপজল পান করিলে ত্রিরাত্র উপবাস এবং ঐরূপে দূষিত কুম্ভজল পান করিলে "সান্তপন" করিয়া শুদ্ধ হইবে।২৩০। কোন ব্রাহ্মণ অজ্ঞানপূর্ব্বক গলিত-প্রায় বা সম্পূর্ণরূপে গলিত শব স্পর্শে দূষিত জল পান করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত তপ্তকৃচ্ছ্র করিবে। ২৩১। ব্রাহ্মণ—উষ্ট্রী, গর্দ্দভী বা মানুষী দুগ্ধ পান করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত তপ্তকৃচ্ছ্র করিবে। ২৩২। ব্রাহ্মণ—উচ্ছিষ্ট অবস্থায় প্রতিলোমজাত-চাণ্ডালাদি কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে পঞ্চগব্য পান পূর্ব্বক পঞ্চরাত্র

* পূর্ব্ব শ্লোকে চারিটী ও দুইটী বৃষ দ্বারা হল চালনা নিন্দিত হইয়াছে অথচ এস্থলে একরূপ বিধানও করিলেন সুতরাং বুঝিতে হইবে যে এইরূপ স্বল্পকাল চারিটী বা দুইটী বৃষ দ্বারা হল চালনা নিষিদ্ধ নহে, কিন্তু সমস্ত দিন হল চালনা নিষিদ্ধ।

উপবাস করিলে শুদ্ধ হইবে। ২৩৩। গোতৃপ্তি-জনক জল অবিকৃত জল, ভূমি বা চর্ম্মভাণ্ড-স্থিত জল, যন্ত্রোদ্ধৃত জল ও ধারা জল পবিত্র। ২৩৪। চাণ্ডাল-স্পৃষ্ট হইলে স্নান করিবে, উচ্ছিষ্ট অবস্থায় (অজ্ঞানতঃ) স্পৃষ্ট হইলে ত্রিরাত্রি উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে। ২৩৫। (সুরাভিন্ন) আকরজ (যন্ত্র-নিষ্পন্ন) বস্তু, কখনই অশুচি নহে; কারণ সুরাকর (সুরাযন্ত্র) ভিন্ন সকল আকরই শুদ্ধ। ২৩৬। যব চণক (ছোলা), খর্জ্জুর ও কর্পূর ভ্রষ্টই (বিতুষীকৃত) হউক আর অভ্রষ্টই হউক (সকল সময়েই) পবিত্র অন্যান্য দ্রব্য ভাল করিয়া বিতুষীকৃত হইলে শুদ্ধ। ২৩৭। স্ত্রীলোকের আচরিত কার্য্যে শৌচাশৌচ বিচার নাই, অর্থাৎ পবিত্র, আকাশাবলম্বী জলধারা ও বায়ু-উত্থাপিত ধূলি সর্ব্বদা পবিত্র। ২৩৮। পরস্পর সংলগ্ন রাশীকৃত দ্রব্যের মধ্যে, একটী দ্রব্য অশুচি হইলে, তাহাই অশুচি বলিয়া গ্রাহ্য হইবে; অন্যগুলি অশুচি হইবে না। ২৩৯। অসংস্পৃষ্ট ভাবে, (যথানিয়মে) এক-পংক্তি-ভোজিগণের মধ্যে যদি একজনও নীলী (নীলরঙ্গ) ধারণ করে, তাহা হইলে তৎপংক্তিস্থ যাবতীয় ব্যক্তিই অশুচি বলিয়া গণ্য হইবে। ২৪০। যাহার বস্ত্রে বা ক্ষৌম সূত্রে নীলীরঙ্গ দেখা যাইবে (অর্থাৎ যে নীলীধারী হইবে), সেই ব্যক্তি ত্রিরাত্র ও অপরে এক এক দিন করিয়া উপবাস করিবে। ২৪১। (ঋষিগণ জিজ্ঞাসিলেন) হে ভগবন্! হে তপোধন! সূর্য্য অস্তমিত হইলে রাত্রিকালে অস্পৃশ্য স্পর্শ করিলে কিরূপে শুদ্ধ হওয়া যায়, তাহা বলুন। ২৪২। অত্রি বলিলেন, রাত্রিকালে দিবা-নীত জল স্পর্শ করিলে, শব-স্পর্শ-ভিন্ন সকল অস্পৃশ্যস্পর্শজনিত দোষ হইতে শুদ্ধ হইবে। ২৪৩। যে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত কথিত হয় নাই, দেশকাল, বয়স, শক্তি ও পাপের বিচার করিয়া পণ্ডিতগণ তাহার প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করিয়া দেখিবেন। ২৪৪ দেবযাত্রা (দেবদর্শনার্থ গমন), বিবাহ যজ্ঞ এবং সকল উৎসব সময়ে স্পর্শদোষ নাই। ২৪৫। আরনাল (কাঁজি) দুগ্ধ, খই প্রভৃতি, দধি শক্তু, স্নেহপক্ক (পক্কতৈল বা তৈলাদি দ্বারা পক্ক), ও তক্র (ঘোল) শূদ্রকৃত হইলেও (তাহা ভক্ষণ করিলে ব্রাহ্মণাদির) দোষ হইবে না। ২৪৬। আর্দ্রমাংস (অপক্ক মাংস) ঘৃত, তৈল এবং ফলজাত তৈল (ইঙ্গুদী-তৈলাদি), চাণ্ডালাদি ইতর জাতির ভাণ্ডে থাকিলেও তাহা হইতে নিঃসৃত হইবামাত্র শুচি হইবে। ২৪৭। ব্রাহ্মণ অজ্ঞানপূর্ব্বক শূদ্রস্পৃষ্ট জলপান করিলে, স্নানান্তে পঞ্চগব্য পানপূর্ব্বক এক দিন উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে। ২৪৮। সাগ্নিক ব্রাহ্মণ মহাপাতকী হইলে অগ্নিপাত্রাদি জলে নিক্ষেপ করিয়া পরে অগ্নিগ্রহণ করিবে। ২৪৯। যে ব্যক্তি বিবাহ না করিয়া গৃহস্থ ভাবে থাকে, তাহার অন্ন অভক্ষ্য; কারণ তাহার পাক নিষ্ফল বলিয়া কথিত আছে (দেবপিতৃগণ তাহার অন্ন ভোজন করেন না বলিয়া "তাহার পাক নিষ্ফল")। ২৫০। দ্বিজ, ঐ বৃথাপাক ব্যক্তির অন্ন ভোজন করিলে জলে নিমগ্ন হইয়া তিনবার প্রাণায়াম ও ঘৃত ভোজনরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইবে। ২৫১। পঞ্চসুনাজনিত পাপনাশের জন্য বৈদিক (সাগ্নিকদিগের অভিমন্ত্রিত অগ্নি), লৌকিক (পাকাদি উদ্দেশে প্রজ্বালিত অগ্নি), হুতোচ্ছিষ্ট (নিত্য হোমান্তে ঐ কৃতাহুতি অগ্নি), জল বা ক্ষিতিতে (স্থণ্ডিল্যে) বৈশ্বদেব করিবে*। ২৫২ কনিষ্ঠ সদ্গুণসম্পন্ন ও জ্যেষ্ঠ দোষী হইলে কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের পূর্ব্বেই বিবাহ করিবে এবং গৃহ্য সম্মত অগ্নি গ্রহণ করিবে (সাগ্নিক হইবে)। ২৫৩। কিন্তু নির্দ্দোষ জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে, কনিষ্ঠ প্রথমে অগ্নিগ্রহণ করিলে, প্রতিদিন ব্রহ্মহত্যা-পাপে লিপ্ত হইবে। ২৫৪। মহাপাতকী স্পর্শ করিলে, অকৃত-স্নান মহাপাতকিস্পৃষ্ট ব্যক্তির অন্ন ভোজন করিলে, স্নান করিবে। ২৫৫। পতিত ব্যক্তির সহিত, একপক্ষ বা এক মাস সংসর্গ করিলে, একপক্ষ গোমূত্রসিদ্ধ যাবক

* আখা, খল, নোড়া, শিল, উদুখল, পূর্ণকুম্ভ এই পাচটী জিনিশের নাম সুনা, ইহাতে যে জীবহিংসা হয় সেই পাপের নাশ জন্য অন্যান্য ঋষিগণের মতে পঞ্চযজ্ঞ বিহিত আছে। বৈশ্বদেব পঞ্চযজ্ঞের অন্তর্গত।

আহার করিয়া শুদ্ধ হইবে। ২৫৬। পতিতের অন্ন জ্ঞানপূর্ব্বক একবার ভোজন করিলে প্রাজাপত্যার্দ্ধ এবং অজ্ঞানপূর্ব্বক ভোজন করিলে সান্তপন ব্রত করিবে। ২৫৭। শাতাতপ মুনি বলেন, পতিতান্ন, বা চাণ্ডাল গৃহে, ভোজন করিলে মাসার্দ্ধ জলপান করিয়া থাকিবে। ২৫৮। গো ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নিহত, এবং পতিত ব্যক্তির অগ্নিদ্বারা সংকার হইবে না, ইহা শাস্ত্রের উক্তি। ২৫৯। যে দ্বিজ কামমোহিত হইয়া চাণ্ডালী গমন করে, সে প্রাজাপত্য রীতিক্রমে তিনটী ব্রত করিলে শুদ্ধ হইবে। ২৬০। ব্রাহ্মণ পতিতের নিকট প্রতিগ্রহ, বা তাহার অন্ন ভোজন করিলে, প্রতিগৃহীত ধন পরিত্যাগ ও ভুক্ত অন্ন উদ্গীর্ণ করিয়া অতিকৃচ্ছ্র করিবে। ২৬১। চাণ্ডালাদি অন্ত্যজাতির হস্ত হইতে শবোপরি পতিত কাষ্ঠ লোষ্ট্র ও তৃণ এবং ঐ জাতির হস্তভ্রষ্ট উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিবে না (যদি করে তবে) এক দিন উপবাস করিবে। ২৬২। ভোজন করিতে করিতে চাণ্ডাল, পতিত, ম্লেচ্ছ, মদ্য পাত্র, এবং রজস্বলা স্পর্শ করিলে আর ভোজন করিবে না। ২৬৩। অন্ন পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্নান করিয়া তদ্দিবসে আর ভোজন করিবে না এবং ব্রাহ্মণদিগের অনুমতি ক্রমে তিন দিন উপবাস করিবে, তাহার পরদিন ঘৃতের সহিত যাবক ভোজন করিয়া ব্রত সমাপ্ত করিবে। ২৬৪ ভোজন করিতে করিতে বায়স বা কুক্কুট স্পর্শ করিলে, তিন দিন উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে; ভোজনান্তে উচ্ছিষ্ট অবস্থায় স্পর্শ করিলে, এক দিবস উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে। ২৬৫। নৈষ্ঠিক ধর্ম্মে আরূঢ় হইয়া, অর্থাৎ প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া, তাহা হইতে স্খলিত হইলে, মাস ব্যাপী চান্দ্রায়ণ করিবে, ইহা শাতাতপ বলেন। ২৬৬। পশুতে বা বেশ্যায় রত হইলে প্রাজাপত্য এবং গো গমন করিলে মধুকথিত চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। ২৬৭। গোব্যতিরিক্ত-অমানুষীস্ত্রীতে, রজস্বলাতে, অযোনি অর্থাৎ পুরুষ বা নপুংসকে, বা জলে রেতঃ সেক করিলে সান্তপন ব্রত করিবে। ২৬৮। রজস্বলা, সূতিকা বা অন্ত্যজা স্পর্শ করিলে ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে, ইহা পুরাতন বিধি॥ ২৬৯॥ যে রজস্বালা ও অন্ত্যজার সহিত সংসর্গ করে, সেব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তার্হ এবং প্রায়শ্চিত্ত করিবার পূর্ব্বে স্নান করিবে ॥ ২৭০ ॥ প্রস্রাবত্যাগ কালে উহাদিগের স্পর্শ হইলে একদিন, বিষ্ঠাত্যাগ বা জলপান কালে স্পর্শ হইলে তিনদিন ও মৈথুন কালে স্পর্শে পাঁচ দিন বা সাতদিন। উপবাস, ভোজন কালে স্পর্শে প্রজাপত্য, এবং দন্ত ধাবন কালে স্পর্শ হইলে একদিন উপবাস করিবে ইহাই শৌচ বিধিরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল। ২৭১। ২৭২। রজস্বলা স্ত্রী, কুক্কুর, চাণ্ডাল বা কাক কর্ত্তৃক স্পৃষ্টা হইলে ঐ স্পর্শ দিন হইতে চতুর্থদিন যাবৎ সংখ্যক দিন হইবে স্নানান্তে ঋতু-পঞ্চমদিন হইতে তাবৎ সংখ্যকদিন নিরাহারা হইয়া শুদ্ধি লাভ করিবে। ২৭৩। রজস্বলা স্ত্রী উষ্ট্র, জম্বুক, বা শূকর কর্ত্তৃক স্পৃষ্টা হইলে পাঁচদিন উপবাস ও পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধ হইবে। ২৭৪। রজস্বলা ব্রাহ্মণী রজস্বলা ব্রাহ্মণী কর্ত্তৃক স্পৃষ্টা হইলে, একরাত্র উপবাস পূর্ব্বক পঞ্চগব্যপানে শুদ্ধ হইবে। ২৭৫। রজস্বলা ক্ষত্রিয়ী রজস্বলা ব্রাহ্মণী কর্ত্তৃক স্পৃষ্টা হইলে ঐ ব্রাহ্মণী ত্রিরাত্র উপবাস পূর্ব্বক (পঞ্চগব্য পান করিয়া) শুদ্ধ হইবে; ইহা ব্যাসবাক্য। ২৭৫। রজস্বলা বৈশ্যকন্যা রজস্বলা ব্রাহ্মণী কর্ত্তৃক স্পৃষ্টা হইলে ঐ ব্রাহ্মণী চারদিন উপবাস পূর্ব্বক পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধ হইবে। ২৭৭। রজস্বলা শূদ্রা রজস্বলা ব্রাহ্মণী কর্ত্তৃক স্পৃষ্টা হইলে ঐ ব্রাহ্মণী ছয়দিন উপবাস পূর্ব্বক পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণী জ্ঞানপূর্ব্বক স্পর্শ করিলে এই নিয়ম। ২৭৮। ব্রাহ্মণী অজ্ঞান পূর্ব্বক ঐ সকলকে স্পর্শ করিলে উহার অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত হইবে। এইরূপে চতুর্ব্বর্ণ—স্পর্শেরি প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইল। ২৭৯। শঙ্খ বলেন, ব্রাহ্মণ, ভোজন বা প্রস্রাব করিবার সময়ে, কোন উচ্ছিষ্ট যুক্ত ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে, স্নান, ঐরূপ ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে জপ হোম, ঐরূপ বৈশ্য কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে নক্তব্রত, এবং ঐরূপ শূদ্র কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে উপবাস

করিবে। ২৮০। ২৮১। চর্ম্মকার, রজক, বেণু-জীবী (ডোম), প্রশস্ত। ৩১৯। ইহাদিগকে অজ্ঞানতঃ স্পর্শ করিলে পবিত্র থাকিলেও আচমন করিবে। ২৮২। ব্রাহ্মণ—ইহাদিগের (জ্ঞানতঃ) স্পর্শে একদিন জল পান এবং আবার উচ্ছিষ্টযুক্ত এই সকল ব্যক্তির স্পর্শে, ত্রিরাত্র উপবাসপূর্ব্বক ঘৃত ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইবে। ২৮৩। যে ব্রাহ্মণ শ্বপাক (অন্ত্যাবসায়ী) জাতির ছায়া স্পর্শ করেন, তিনি স্নানান্তে ঘৃত ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইবেন। ২৮৪। কোন দ্বিজের কোন অপবাদ হইলে, ঐ অপবাদগ্রস্ত, ব্যক্তি—অরণ্যে, ব্রহ্মহত্যা প্রায়শ্চিত্ত, মাসোপবাস কিম্বা চান্দ্রায়ণ করিবে। ২৮৫। মিথ্যা (অর্থাৎ কাহারও বিশ্বাস্য কাহারও অবিশ্বাস্য অপবাদ হইলে) ভ্রূণহত্যা ব্রত করিবে; অথবা দ্বাদশদিন জলপানের দ্বারা পরাক ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া শুদ্ধ হইবে। ২৮৬। শঠ-ব্রাহ্মণকে হত্যা করিলে শূদ্র হত্যার প্রায়শ্চিত্ত, সগুণ (সাগ্নিক ও বেদাধ্যায়ী) ব্রাহ্মণ—নির্গুণ (নিরগ্নি ও মূর্খ) ব্রাহ্মণকে মারিলে, পরাক ব্রত করিবে। ২৮৭। অকৃত প্রায়শ্চিত্ত উপপাতকী ব্রাহ্মণের দাহাদি কর্ত্তা, দুই প্রাজাপত্য করিবে। ২৮৮। দ্বিজ, ভোজন করিবার সময়ে, স্নেহপূর্ব্বক অন্য দ্বিজ কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইয়া ঐ অন্ন ভোজন করিলে, তিন দিন নক্তব্রত, অস্নেহপূর্ব্বক স্পৃষ্ট হইয়া আহার করিলে তিন দিন উপবাস করিবে। ২৮৯। বিড়াল, কাক, কুক্কুর, বা নকুলের উচ্ছিষ্ট বা কেশকীট-দূষিত অন্ন ভোজন করিলে তেজস্কর ব্রাহ্মী-শাকের ক্বাথ পান করিবে। ২৯০। ব্রাহ্মণ উষ্ট্রযানে (উটের গাড়ীতে) বা খরযানে (গাধার গাড়ীতে) ইচ্ছা-পূর্ব্বক আরোহণ, বা উলঙ্গ হইয়া স্নান করিলে, প্রাণায়াম দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ২৯১। যথাক্রমে, আকৃষ্ট-স্তম্ভিত এবং রেচিত নিশ্বাস হইয়া ব্যাহৃতি (ভূঃ ইত্যাদি প্রণব) এবং মস্তক (আপোজ্যোতিঃ ইত্যাদিমন্ত্র) যুক্ত গায়ত্রী তিন বার পাঠ করিবে তাহাকে প্রাণায়াম কহে। ২৯২। পঞ্চগব্যে গোময়ের—দ্বিগুণ গোমূত্র, চতুর্গুণ ঘৃত, দুগ্ধ এবং দধি অষ্ট গুণ। ২৯৩। পঞ্চগব্যপায়ী শূদ্র এবং সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ উভয়েই তুল্য পাপী, এই দুই ব্যক্তি চিরদিন নরকে বাস করে। ২৯৪। যে সকল অজা, গো এবং মহিষী অপবিত্র (বিষ্ঠাদি) ভোজন করে, তাহাদিগের দুগ্ধ হব্যে (দেবোদ্দেশ্য দেয় দ্রব্যে) এবং কব্যে (পিতৃ-উদ্দেশে দেয় দ্রব্য) লাগাইবে না ও তাহাদিগের গোময়দ্বারা লেপ দিবে না। ২৯৫। যাহাদিগের স্তন কম বা অধিক এবং যাহারা অন্যের স্তন ন্যূন করে, তাহাদিগের (গাভীপ্রভৃতির) দুগ্ধ হোতব্য (দেবোদ্দেশে দেয়) নহে; (হুত) দেবো-দ্দেশে দত্ত) হইলেও উহা অহুতই হইবে (দেওয়া না দেওয়া তুল্য হইবে)। ২৯৬। ব্রাহ্মৌদন (আবসথ্যাধানাঙ্গ কর্ম্মবিশেষ), এবং সোম যাগে অর্থাৎ এই দুই কর্ম্মের ভোজ্য, সীমন্তোন্নয়ন ও জাত-কর্ম্মাঙ্গ-শ্রাদ্ধ এবং নব-শ্রাদ্ধ অর্থাৎ নবান্নমিশ্রিত শ্রাদ্ধান্ন, ভোজন করিলে, চান্দ্রায়ণ করিবে। ২৯৭। ক্ষত্রিয়ের অন্ন—তেজঃ এবং শূদ্রান্ন—ব্রাহ্মণ্য নষ্ট করে (সুতরাং অভোজ্য); যে ব্যক্তি স্বীয় কন্যার অন্ন ভোজন করে, সে পৃথিবীর মল ভোজন করে, (কন্যার অন্ন এবং মল উভয়ই তুল্য)। ২৯৮। কন্যার সন্তানাদি না জন্মিলে, পিতা তাহার গৃহে ভোজন করিবে না, যদি স্নেহের খাতিরে অন্ন ভোজন করে, তাহা হইলে সে পূয় নরকে গমন করে। (এই দুই বচনের দ্বারা প্রতিপন্ন হইল; যে দৌহিত্র কি দৌহিত্রী জন্মিলে, জামাতৃ গৃহে, এবং দৌহিত্রাদি জন্মিবার পূর্ব্বে ও পরে আপন গৃহে, কন্যার হস্তে খাইতে কোন বাধা নাই)। ২৯৯। চতুর্ব্বেদা-ধ্যায়ী, সর্ব্বশাস্ত্র-মর্ম্মজ্ঞ (ব্রাহ্মণ)—রাজার ভবনে ভোজন করিলে (রাজান্ন ভোজন করিলে), বিষ্ঠাতে কৃমি হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। ৩০০। যে ব্রাহ্মণ, বিশেষ আপৎকাল ব্যতীত, নবশ্রাদ্ধ (মরণদিন হইতে চতুর্থ পঞ্চম নবম ও একাদশ দিনে কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ) ত্রিপক্ষ শ্রাদ্ধ; ষাণ্মাসিক, মাসিক, এবং আব্দিক (আব্দিক ও পুনরাব্দিক) শ্রাদ্ধে ভোজন করে; তাহার পিতৃগণ—স্বর্গচ্যুত হয়েন অর্থাৎ নরক-গামী হয়েন। ৩০১। নবশ্রাদ্ধে ভোজন করিলে

চান্দ্রায়ণ ; মাসিকে ভোজন করিলে, পরাক ; ত্রিপক্ষ শ্রাদ্ধে ভোজন করিলে, অতিকৃচ্ছ্র ; ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধে ভোজন করিলে. প্রাজাপত্য ; আব্দিক শ্রাদ্ধে ভোজন করিলে পাদকৃচ্ছ্র এবং পুনরাব্দিক শ্রাদ্ধে ভোজন করিলে একদিন উপবাস করিতে হইবে । ৩০২। যে ব্রাহ্মণ — ব্রহ্মচর্য্য না করিয়া মাসশ্রাদ্ধে(প্রেতের) পর্ব্ব — (অমাবস্যা) শ্রাদ্ধে, দ্বাদশাহ শ্রাদ্ধ, (কুলাচার-অনুসারে বা বিশিষ্ট গণনা দ্বারা অযুরভাব নির্ণীত হইলে,দ্বাদশ দিনে অর্থাৎ শ্রাদ্ধপরদিনে কর্ত্তব্য সপিণ্ডী করণান্তকার্য্যের নাম দ্বাদশাহ শ্রাদ্ধ) ত্রিপক্ষ শ্রাদ্ধে, এবং অব্দশ্রাদ্ধে (প্রতিবর্ষ কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধে) পাত্রীয় আসনে আসীন হইবেন, তাঁহার পিতৃলোকগণ, ব্রহ্মলোকে গমন করিলেও পতিত হইবেন (তথা হইতে চ্যুত হইয়া নরকগামী হইবেন) ।৩০৩। একাদশাহ কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধে (অজ্ঞানতঃ ফল জল) ভোজন করিলে, একদিন এবং সঞ্চয়নে (অর্থাৎ বহুব্যক্তি মিলিত হইয়া যে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে, তাহা, কিম্বা যাহা হইতে অন্য লোককে পরিবেশন করিতেছে, সেই পাত্রের অন্ন) ভোজনে তিন দিন উপবাস করিয়া "কুষ্মাণ্ড" মন্ত্রদ্বারা ঘৃতাহুতি দিবে ।৩০৪ যে (সমর্থ) ব্যক্তির গৃহে, পক্ষের মধ্যে, (অন্ততঃ) মাসের মধ্যে ব্রাহ্মণ ভোজন না করে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণভোজ না হয়, দ্বিজ তাহার অন্ন ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে। ৩০৫। যে গৃহ বেদের পবিত্র ধ্বনিদ্বারা মুখরিত, গাভীশোভিত, কিম্বা বালকযুক্ত নহে ; সে গৃহ শ্মশান-তুল্য। ৩০৬। যেখানে বহু লোক হাস্য পরিহাস কালেও, অধর্ম্ম ব্যতিরেকে (অর্থাৎ ধর্ম্ম কথা) বলে ; ধর্ম্মশাস্ত্র না থাকিলেও সেই দেশ অতীব ধর্ম্মপূর্ণ ; সুতরাং পবিত্রতা-জনক। ৩০৭। যে ব্যক্তি অজ্ঞানবশতঃ হীন-বর্ণকে (আপনাহইতে অধম জাতিকে) অভিবাদন করে, সে স্নান ও ঘৃত-ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইবে। ৩০৮। দ্বিজ, স্নান-সমুৎপন্ন (তৈলাভ্যঙ্গ, ক্ষৌরকর্ম্মাদি দ্বারা অবশ্য কর্ত্তব্য) হইলে, (স্নান না করিয়া) যদি পান ভোজন করে ; তাহা হইলে (পরদিন) স্নানান্তে একাগ্রচিত্তে অষ্টোত্তর সহস্র গায়ত্রীজপ করিবে। ৩[illegible] দন্তধাবন,প্রত্যক্ষ (অন্য দ্রব্যের সহিত অমিশ্রিত) লবণ ভোজন, মৃত্তিকা ভোজন, এবং গোমাংস ভক্ষণ, এই চারিটী কার্য্য সমান (অর্থাৎ উক্ত তিনটী কার্য্য গোমাংস ভক্ষণের তুল্য) । ৩১০। দিবসে, কপিত্থ ছায়াতে অবস্থান, রাত্রিতে দধি ভোজন, শমীবৃক্ষ তলে অবস্থান, এবং কার্পাস বৃক্ষের শাখা দ্বারা দন্তধাবন করিলে, বিষ্ণুও শ্রীভ্রষ্ট হয়েন। ৩১১। সূর্য্য (উদয়াদি সময়ে দৃষ্ট সূর্য্য) এবং বায়ু (শ্মশানাগত-বায়ু) নখাগ্রস্পৃষ্ট জল, স্নানবস্ত্রস্পৃষ্ট-ঘটজল, সম্মার্জ্জনী-ধূলি ও কেশ নিঃসৃত জল অর্থাৎ ইহাদিগের যথাযোগ্য ব্যবহার, দিনকৃত পুণ্য নাশ করে। ৩১২। (কিন্তু) যে ব্যক্তি দেব-মন্দিরোদ্ভব সম্মার্জ্জনী-ধূলি এবং দেবমন্দির-স্থিত কেশনিঃসৃত জল দ্বারা আবৃত হইয়াছে, সে গঙ্গাজল দ্বারা অভিষিক্ত হইয়াছে (দেব-মন্দিরোদ্ভব-ধূলি এবং দেবমন্দির স্থিত কেশ-জলও গঙ্গাজলের তুল্য) । ৩১৩। বল্মীক-(উই)-সম্ভূত, ইন্দুর গর্ত্তস্থ, জলমধ্যস্থিত, শ্মশানস্থ, বৃক্ষমূলস্থ, দেবমন্দিরস্থ, এবং বৃষ-খনিত-স্থানস্থিত এই সপ্তবিধ মৃত্তিকা, মঙ্গলার্থী পণ্ডিতগণের সর্ব্বদা অগ্রাহ্য। ৩১৪। বিষ্ঠা-ত্যাগ সময়ে, মৈথুনান্তে, প্রস্রাব, হোম এবং দন্তধাবন সময়ে, পবিত্র স্থান হইতে কর্কর (কাঁকর) ও প্রস্তরখণ্ডরহিত মৃত্তিকা গ্রহণ করিবে। ৩১৫। স্নান, ভোজন ও উপাসনা সময়ে, মৌনাবলম্বন করিবে ; যে ব্যক্তি প্রতি-দিন মৌনাবলম্বন করিয়া ভোজন করে, সে বহুসহস্র কোটি যুগ স্বর্গে আদৃত হয়। ৩১৬। প্রৌঢ়পাদ (আসনে পদদ্বয় স্থাপনপূর্ব্বক উত্ত-রীয়াদি বেষ্টন দ্বারা কটি এবং জঙ্ঘাদ্বয়ের বন্ধন কর্ত্তা) হইয়া স্নান, দান, জপ, হোম, ভোজন, দেবপূজা, স্বাধ্যায় এবং পিতৃতর্পণ করিবে না। ৩১৭। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে নিপাতিত করিয়া সর্ব্বস্বও দান করে, তাহার সে সকল (দানজনিত ফল) নষ্ট এবং ভ্রূণ-হত্যার পাপ হয়। ৩১৮। চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণ, বিবাহ, সংক্রান্তি, এবং পত্নীর প্রসব (সন্তান

জন্ম) সময়ে কর্ত্তব্য-দান নৈমিত্তিক সুতরাং ইহা রাত্রিতেও প্রশস্ত। ৩১৯। যে ব্যক্তি ক্ষৌমসূত্র কার্পাসসূত্র পট্টসূত্র নির্ম্মিত যজ্ঞোপবীত দান করে, সে বস্ত্রদানের ফল লাভ করে। ৩২০। ঘৃতপূর্ণ উত্তম কাংস্য পাত্র ভক্তিপূর্ব্বক যথাবিধি দিবে, তাহা হইলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করিবে। ৩২১। যে ব্যক্তি, শ্রাদ্ধকালে উত্তম পাদুকা দান করে, সে অন্য (অসৎ) পথাবলম্বী হইলেও, অন্নদান ফল লাভ করিবে। ৩২২। যে ব্যক্তি সমাহিত (ভক্তি ও একাগ্রতাযুক্ত) হইয়া, তৈল পূর্ণ পাত্র দান করে, সেই মনুষ্য নিশ্চয় স্বর্গে গমন করে; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ৩২৩। দুর্ভিক্ষ সময়ে অন্নদাতা, সুভিক্ষ সময়ে সুবর্ণ দাতা, এবং অরণ্যে (জলশূন্য দুর্গম বনে) জল দাতা ব্যক্তি, স্বর্গলোকে আদৃত হয়। ৩২৪। গাভী যতক্ষণ অর্দ্ধ প্রসূতা, (অর্থাৎ সন্তান সম্পূর্ণরূপে ভূমিষ্ঠ হয় নাই) ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ গাভী পৃথিবী বলিয়া স্মৃত হয়। যে ব্যক্তি ঐরূপ গাভী দান করে, সে পৃথিবী দানের ফলভাগী হইবে। ৩২৫। যে প্রতিদিন গোগ্রাস প্রদান করে, তাহার (ঐ গোগ্রাস দান দ্বারাই) অগ্নিতে হোম, পিতৃতর্পণ, এবং দেবপূজা, নিষ্পন্ন হইবে। ৩২৬। বস্ত্র দান করিলে জন্মাবধি-স্বোপার্জ্জিত, মাতৃক (জননী হইতে প্রাপ্ত), এবং পৈতৃক (জনক হইতে প্রাপ্ত), যে পাপ তৎ সমুদায় শীঘ্র বিনষ্ট হয়, সন্দেহ নাই। ৩২৭। যিনি সকল উপস্কর (উপকরণ) যুক্ত কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্ম দান করেন, তিনি একশত একজন পূর্ব্বপুরুষকে বা বংশকে নরক হইতে উদ্ধার করেন,। ৩২৮। আদিত্য, বরুণ, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, চন্দ্র, অগ্নি, এবং ভগবান্ মহাদেব, ইহাঁরা ভূমিদাতার অভিনন্দন করেন। ৩২৯ ভূমিদাতা, শতবর্ষ স্বর্গভোগ করিলে সপ্তর্ষিমণ্ডল পর্য্যন্ত উন্নত বালুকারাশির কণামাত্র নষ্ট হয়, সুতরাং ঐ পুণ্যভোগের ক্ষয় নাই; কন্যাদাতা, রোগীর প্রাণদাতাও এই রূপ ফলভাগী (ভূমিদান, কন্যাদান ও রোগী ব্যক্তির প্রাণদান) এই তিনটী, ফল (মহাফল) জনক দান। ৩৩০। ৩৩১। বিদ্যাদান—সকল দান হইতে উৎকৃষ্ট, ইহা পুত্রাদি আত্মীয় ব্যক্তিকে, এবং উদারপ্রকৃতি ব্রাহ্মণকে দিবে, সকাম হইয়া দিলে—স্বর্গ ও নিষ্কাম হইয়া দিলে—মোক্ষ লাভ হয়। ৩৩২। যদি নিজের বিশেষ মঙ্গল কামনা কর, তাহা হইলে বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, পিতৃমাতৃভক্ত, ঋতুকালে নিজদার রত, এবং উত্তম স্বভাব চরিত্র সম্পন্ন ব্রাহ্মণকেই দান করা উচিত। ৩৩৩। ৩৩৪। বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণকে পরিত্যাগ করিয়া, অপরকে দান করা উচিত নহে, এবং আমি এ রূপ কাণ্ড কখন দেখি নাই বা শুনি নাই। ৩৩৫। ইহার পর ইহা বলিব—যাহারা, শ্রাদ্ধ কার্য্যের ব্রাহ্মণ, (পাত্রীয় ব্রাহ্মণ) হইতে পারে, যাহাদিগকে দান করিলে, পিতৃলোকের অক্ষয় (চিরস্বর্গ বাস), এবং যাহাদিগকে দান করা নিষ্ফল। ৩৩৬। যাহারা অঙ্গ হীন, রোগী, বেদ এবং ধর্ম্মশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, ও সর্ব্বদা মিথ্যাবাদী; তাহাদিগকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে না। ৩৩৭। হিংসক, কপটাচারী, আত্মগোপন-পূর্ব্বক বেদাভ্যাস-কারী, সেবাজীবী, কপিল-বর্ণ, কাণ, শ্বিত্রীরোগী (কুষ্ঠী প্রভৃতি), দুশ্চর্ম্মা (অনাবৃত লিঙ্গ) শীর্ণকেশ (যাহার ঝাঁক্ড়া চুল), পাণ্ডুরোগী, বৃথা জটাধারী, ভারবাহী, ক্রুদ্ধ-স্বভাব, দ্বিভার্য্য, এবং বৃষলী-* পতিকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে না। ৩৩৮। ৩৩৯। যে ব্যক্তি ভেদকারী (পরস্পরের বন্ধুত্ব নাশক), অনেকের পীড়াজনক, অঙ্গহীন, বা অধিকাঙ্গ হইবে; তাহাকেও অপনীত (দূরীকৃত) করিবে; (শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে না)। ৩৪০। বহুভোজী, দীন-মুখ (গোঙ্ড়া মুখো), মৎসরী;—ইহাদিগকে পাত্রীয়ান্ন বা ধনাদি দান করিবে না। ৩৪১। যদি কেহ পঙ্‌ক্তি-দূষক অর্থাৎ অঙ্গহীনতাদি শারীরিক-দোষ-যুক্ত কিন্তু বিশেষ বেদাদি শাস্ত্রজ্ঞ হয়েন; যম—তাহাকে অদুষ্ট (নির্দ্দোষ) কহিয়াছেন; (প্রত্যুত) তিনিই পংক্তিকে পবিত্র করিয়া থাকেন। ৩৪২। শ্রুতি এবং স্মৃতিই ব্রাহ্মণদিগের দুইটী চক্ষুঃ; একহীন (শ্রুতিস্মৃতির মধ্যে এক বিষয়ে অনভিজ্ঞ) হইলে, কাণা এবং

* শূদ্রা, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, এবং কন্যাকালে ঋতুমতীর নাম বৃষলী

দুই বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইলে, অন্ধ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ৩৪৩। যাহার —শ্রুতি স্মৃতি শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা, সচ্চরিত্রতা, এবং সদ্বংশীয়তা নাই, সেই অন্ধাধমকে; শ্রাদ্ধে অন্ন দিবে না; ইহা অত্রি বলিয়াছেন। ৩৪৪। অতএব, বেদ এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের দ্বারা, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব, —কেবল বেদ দ্বারা নহে; ভগবান্ অত্রি ইহা বলিয়াছেন্।৩৪৫। যিনি যোগজনিত-দিব্য-দর্শন প্রভাবে পাদাগ্র নিক্ষেপ (সৎপথে বিচরণ) করেন এবং লোক ব্যবহার জ্ঞান, ধর্ম্মশাস্ত্র, বেদ ও পুরাণোক্ত বিধিনিষেধ দর্শন করেন; তিনিই উত্তম দৃষ্টিশালী এবং সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ। ৩৪৬। সর্ব্বদা শ্রুতিস্মৃতিপরায়ণ ব্রতী, (নিয়মী) এবং সদ্বংশজাত তাদৃশ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইলে পিতৃলোক চির স্বর্গবাসী হয়েন। ৩৪৭। এবম্বিধ ব্রাহ্মণ যে সময়ে দীপ্ততেজাঃ (বসুরুদ্রাদিত্য রূপী) পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহ-উদ্দেশে প্রদত্ত অন্নের গ্রাস ভোজন করেন, (পূর্ব্বে) ঐ পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, নরকে থাকিলেও (সেই সময়ে) নরক-মুক্ত হইয়া নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করেন। ৩৪৮। এই জন্য শ্রাদ্ধকালে যত্নপূর্ব্বক ব্রাহ্মণের বিচার করিবে। ৩৪৯। যে মৃতপিতৃক দ্বিজ প্রতি মাসে অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ না করে, সে প্রায়শ্চিত্তার্হ হয়।৩৫০। যে গৃহস্থ সূর্য্য কন্যাগত হইলে অর্থাৎ (আশ্বিনমাসে কৃষ্ণপক্ষাদিতে) শ্রাদ্ধ না করে, তাহার —ধন, পুত্র এবং বংশ পিতৃগণের দুঃখজনিত নিশ্বাসে বিনষ্ট হয়। ৩৫১। সূর্য্য কন্যাগত হইলে, পিতৃগণ সদ্বংশধরকে প্রাপ্ত হয়েন, (তাঁহার নিকট শ্রাদ্ধ পাইবার আশায় পৃথিবীতে আগমন করেন) বৃশ্চিক দর্শন (সূর্য্যের বৃশ্চিক রাশিতে গমন অর্থাৎ দীপান্বিতা অমাবাস্যা) পর্য্যন্ত সমস্ত প্রেতপুরী (যমনগরী) শূন্য থাকে। ৩৫২। তাহার পর সূর্য্য বৃশ্চিক-গত হইলে (দীপান্বিতা অমাবাস্যা দিনে)—পিতৃগণ, নিবাপ (শ্রাদ্ধ না পাইলে) পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র বা ভ্রাতাকে(অর্থাৎ যে শ্রাদ্ধাধিকারী হইবে)তাহাকে দারুণ অভিসম্পাত প্রদানপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান্ করেন।৩৫৩। যাহারা পিতৃকার্য্যপরায়ণ, তাহারা সদ্গতিলাভ করে। ৩৫৪। যেরূপ সকল কাষ্ঠেই সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত বহ্নি, সংঘর্ষণ দ্বারা উপলব্ধ হয়, সেইরূপ (নানা কার্য্যে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত) ধর্ম্ম শ্রাদ্ধদান দ্বারা স্পষ্ট জ্ঞাত হয় সন্দেহ নাই। ইহার তাৎপর্য্য এই, যেমন কাষ্ঠের মধ্যে অব্যক্তভাবে অবস্থিত অগ্নি, সংঘর্ষণ ব্যতীত শত চেষ্টাতেও দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ শ্রাদ্ধদান ব্যতীত ধর্ম্মস্বরূপ জ্ঞান হয় না। ৩৫৫। শ্রাদ্ধ করিলে, সর্ব্বশাস্ত্র জ্ঞান, সকল পুণ্যজলে স্নান এবং সকল যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল লাভ করে, সন্দেহ নাই। ৩৫৬। যেমন দিবাকর মেঘ হইতে, ও চন্দ্র রাহুর গ্রাস হইতে মুক্ত হয়েন্, সেইরূপ শ্রাদ্ধদান-প্রভাবে মহাপাতকী ব্যক্তিগণও সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্ব তাপ (দুঃখ) অতিক্রম ও সর্ব্ব সুখ লাভ করে, সন্দেহ নাই। ৩৫৭। ৩৫৮। সকলদানের মধ্যে শ্রাদ্ধদানই প্রশস্ত (কেননা) শ্রাদ্ধদান, মেরুতুল্য (গুরুতর) পাপের ও (প্রায়শ্চিত্ত) শুদ্ধিজনক; এবং মনুষ্য শ্রাদ্ধ করিলে, স্বর্গলোকে সম্মানিত হয়। ৩৫৯। শ্রাদ্ধকাল, বৈশ্বদেব, হোম, দেবপূজা, এবং জপে (সূক্তাদি পাঠে),ব্রাহ্মণ প্রদত্ত অন্ন—অমৃত, (অমৃতবৎ তৃপ্তিজনক), —ক্ষত্রিয়-দত্ত অন্ন —দুগ্ধ, (দুগ্ধবৎ তৃপ্তিজনক), বৈশ্য-দত্ত অন্ন —অন্নমাত্র, (স্বানুরূপ তৃপ্তিজনক), শূদ্র-প্রদত্ত অন্ন —রুধির, (রুধিরবৎ অভক্ষ্য হইবে), এই সকল আমি বলিলাম; তাৎপর্য্য এই যে তিন বর্ণ সিদ্ধান্ন দ্বারা কার্য্য করিবে, শূদ্র আমান্ন দ্বারা। ৩৬০। ৩৬১। যেহেতুক বিপ্রান্ন —ঋগ্ যজুঃ সাম মন্ত্রদ্বারা শোধিত, সেইজন্য উহা অমৃত,ক্ষত্রিয়ান্ন—বিচারানুগত—ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মকর দ্বারা সংগৃহীত বলিয়া উহা দুগ্ধ, বৈশ্যান্ন পশুপালন দ্বারা সংগৃহীত বলিয়া অন্নমাত্র। ৩৬২। দেব, মুনি, দ্বিজ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ, পশু এবং ম্লেচ্ছ এই দশবিধ (দশবিধ লক্ষণাক্রান্ত) ব্রাহ্মণ, শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট। ৩৬৩। যিনি, প্রতিদিন, সন্ধ্যা, স্নান, জপ, হোম, দেবপূজা, অতিথিসেবা, এবং বৈশ্বদেব করেন, তাঁহাকে "দেব" ব্রাহ্মণ কহে (এই সকল-কর্ম্ম-কর্ত্তা ব্রাহ্মণ,

দেব সংজ্ঞক)।৩৬৪। শাক-পত্র-ফল-মূল-ভোজী বনবাসী এবং নিত্য-শ্রাদ্ধরত ব্রাহ্মণ "মুনি" বলিয়া কীর্ত্তিত হয়েন।৩৬৫। যিনি, প্রত্যহ বেদান্ত পাঠী, সর্ব্ব সঙ্গত্যাগী, সাংখ্য এবং যোগের তাৎপর্য্য জ্ঞানে তৎপর, সেই ব্রাহ্মণ "দ্বিজ" নামে অভিহিত হয়েন। ৩৬৬। যিনি সমরস্থলে সর্ব্ব সমক্ষে আরম্ভ সময়েই ধন্বিদিগকে, অস্ত্রদ্বারা আহত ও পরাজিত করেন সেই ব্রাহ্মণের "ক্ষত্র" সংজ্ঞা।৩৬৭। কৃষি কার্য্যের গো-প্রতি-পালক এবং বাণিজ্যতৎপর ব্রাহ্মণ, বৈশ্য বলিয়া উক্ত হয়েন।৩৬৮।—যে লাক্ষা, লবণ, কুসুম্ভ, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু বা মাংস বিক্রয় করে, সেই ব্রাহ্মণ "শূদ্র" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।৩৬৯। চোর, তস্কর (বলপূর্ব্বক পরধনাপহারী) সূচক (কুপরামর্শদাতা) দংশক (কটুভাষী) এবং সর্ব্বদা মৎস্য মাংসলোভী ব্রাহ্মণ "নিষাদ" বলিয়া কথিত।৩৭০। যে, ব্রহ্ম (বেদ এবং পরমাত্মা) তত্ত্ব কিছুই জানে না। অথচ কেবল যজ্ঞোপবীতের বলেই অতিশয় গর্ব্ব প্রকাশ করে, এই পাপে সেই ব্রাহ্মণ "পশু" বলিয়া খ্যাত।৩৭১। যে নিঃশঙ্কভাবে, (পাপের ভয় না করিয়া) কূপ, তড়াগ, সরোবর এবং আরাম (সাধারণ ভোগ্য উপবন) রুদ্ধ করে, তত্তৎ স্থলের (ব্যবহার বন্ধ করে) সেই ব্রাহ্মণ "ম্লেচ্ছ" বলিয়া কথিত হয়। ৩৭২। ক্রিয়াহীন (সন্ধ্যাদি নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মহীন), মূর্খ, সর্ব্বধর্ম্ম, (সত্যবাদিতা প্রভৃতি) রহিত, সকল প্রাণীর প্রতি নির্দ্দয়-ব্রাহ্মণ "চাণ্ডাল" বলিয়া গণ্য।৩৭৩। (এই স্থলে একটী সচরাচর ঘটনা লিখিতেছেন)। বেদ অধ্যয়নে কিছু জ্ঞান না জন্মিলে, ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করে, তাহা নিষ্ফল হইলে পুরাণপাঠী, এবং পূর্ব্ববৎ তাহাতে অকৃতকার্য্য হইলে, কৃষিকর্ম্মে রত হয়, তাহাতেও বিফলমনোরথ হইলে, ভাগবত (ভণ্ড-বৈষ্ণব) ধর্ম্ম অবলম্বন করে। ৩৭৪। জ্যোতির্ব্বিৎ (ধন গ্রহণ করিয়া গ্রহ-নক্ষত্রের ফলাফল নির্ণয়কারী,) অথর্ব্ববেদী, শুকবৎ পুরাণপাঠক (অর্থ বোধ না করিয়া যাহারা পুরাণ আবৃত্তি করে), ইহাদিগকে শ্রাদ্ধ যজ্ঞ এবং মহাদানে (বিশেষ বচন ব্যতিরেকে) কদাপি বরণ করিবে না।৩৭৫। ইহাদিগকে বরণ করিলে, পিতৃশ্রাদ্ধ—অশুভ জনক দান ও যজ্ঞ নিষ্ফল হয়, এই জন্য ঐ সকল ব্যক্তি পরিত্যাজ্য।৩৭৬। অজাজীবী, চিত্রকর, চিকিৎসা ব্যবসায়ী, নক্ষত্র পাঠক, (নক্ষত্রজীবী), এই চতুর্ব্বিধ বিপ্র বৃহস্পতি তুল্য পণ্ডিত হইলেও পূজনীয় নহে।৩৭৭। মাগধ (মগধ দেশীয়), মধুর (তোষামোদকারী), কপটাচারী, কূটব্যবহারী কামল (লোভী), এই পঞ্চবিধ ব্রাহ্মণ, বৃহস্পতি তুল্য পণ্ডিত হইলেও পূজনীয় নহে।৩৭৮। শুল্কক্রীত স্ত্রী, শাস্ত্র সম্মত পত্নী নহে, সুতরাং তাহাতে উৎপাদিত পুত্রগণ, পিতৃ পিণ্ডাধিকারী নহে।৩৭৯। দ্বিজ অষ্টশল্যাগত (অর্থাৎ অষ্টাঙ্গে শল্যবিদ্ধ) হইয়াও অঞ্জলি-পুটে জল পান করিলে, ঐ জল পান সুরাপান ও গোমাংস ভক্ষণের তুল্য।৩৮০। উদ্ধজঙ্ঘ (জঙ্ঘা উর্দ্ধ করিয়া অবস্থিত) ব্রাহ্মণের চরণদ্বয় প্রক্ষালন করিলে যাবৎ গঙ্গা স্নান না করে তাবৎ চাণ্ডালরূপে (অর্থাৎ অশুচি অবস্থায়) থাকিবে।৩৮১। দীপ, শয্যা এবং আসনের ছায়া, কার্পাস শাখার দন্তধাবন-কাষ্ঠ এবং অজা-রেণু (ছাগীখুরোদ্ধৃত-ধূলি) স্পর্শ ইন্দ্রকেও শ্রীভ্রষ্ট করে।৩৮২। গৃহে স্নান অপেক্ষা, কূপস্নানে দশগুণ অধিক, কূপস্নান অপেক্ষা, নদী তটে (নদী হইতে উদ্ধৃত জলদ্বারা) স্নানে দশগুণ অধিক, তট স্নান অপেক্ষা, নদীতে স্নানে দশগুণ অধিক, এবং গঙ্গাস্নানে অসংখ্য পুণ্য হয়।৩৮৩ ব্রাহ্মণের স্রোতোজল, ক্ষত্রিয়ের সরোবর জল, বৈশ্যের বাপীকূপ জল, শূদ্রের ভাণ্ডজল সাধারণতঃ স্নানের উপযোগী, কিম্বা এই বচনে বর্ণানুসারে ঐ সকল জলের পার্থক্য নির্ণয় দ্বারা বুঝা যাইতেছে; স্রোতো জল সর্ব্বোৎকৃষ্ট; সরোবর জল তাহা হইতে অপকৃষ্ট, বাপী কূপজল, তাহা হইতে অপকৃষ্ট, ভাণ্ডজল সর্ব্বাপকৃষ্ট।৩৮৪। নিপাত হইলে; এক বৎসর—তীর্থ-স্নান, মহাদান, মৃত মহাগুরু-ভিন্ন অপরের তিলতর্পণ, এবং আরও যাহা

কিছু কাম্য কর্ম্ম আছে, তাহা করিবে না। ৩৮৫। (এই মহাগুরুর নিপাত বৎসরে) গঙ্গা, গয়া, অমাবস্যা এবং মৃতাহ নিমিত্তক শ্রাদ্ধ, বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ এবং মঘাশ্রাদ্ধ করিবে, অন্য শ্রাদ্ধ সকল পরিত্যাগ করিবে। ৩৮৬। * ঘৃত, তৈল, দুগ্ধ, এবং দধি, এই চারিটী বস্তু আজ্য সংস্থান; সুতরাং হৃত হইলেও পরিত্যাজ্য নহে। ৩৮৭। ঋষিগণ স্বয়ং মহর্ষি অত্রির কথিত এই ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া সেই সকল ধর্ম্মপরায়ণ (ঋষিগণ), মহাত্মা (অত্রিকে) ইহা বলিয়াছিলেন। ৩৮৮। যাঁহারা, আলস্য পরিহার পূর্ব্বক এই ধর্ম্মশাস্ত্র ধারণ করিবেন (অর্থাৎ ইহার মর্ম্মগ্রহ করিবেন) তাঁহারা, ইহলোকে যশলাভ করিয়া অন্তে স্বর্গধামে গমন করিবেন। ৩৮৯। (ইহা পাঠ করিলে) বিদ্যার্থী, বিদ্যা, ধনার্থী ধন, আয়ুঃপ্রার্থী আয়ুঃ, ও সৌন্দর্য্যাভিলাষী অতিশয় সৌন্দর্য্য, লাভ করিবেন। ৩৯০।

* এই ব্যবস্থা সর্ব্বসাধারণ নহে।

অত্রিসংহিতা সম্পূর্ণ।

বিষ্ণু-সংহিতা।

প্রথম অধ্যায়।

ব্রহ্ম-রজনী-অবসানে* ভগবান্ পদ্মযোনি জাগরিত হইলে বিষ্ণু সর্ব্বভূত সৃজন করিতে অভিলাষী হইলেন। পৃথিবী জলমগ্না আছেন জানিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পাদির ন্যায় এবারও তিনি জল ক্রীড়াপটু শুভ বরাহ-মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া পৃথিবী উদ্ধার করিলেন। তাঁহার তৎকালে ঋগ্,যজুঃ,সাম ও অথর্ব্ব এই চারিবেদ,—চরণ—চতুষ্টয়; যূপ, দ্রংষ্ট্রা অর্থাৎ বহির্ভূত বিশালদন্ত; যজ্ঞ সকল,—দন্তসমূহ, চিতি,—মুখমণ্ডল; অগ্নি,—জিহ্বা; দর্ভ,—রোম; বেদার্থ,—মস্তক; অহোরাত্র,—চক্ষুর্দ্বয়; বেদ অর্থাৎ দ্বিগুণিত দর্ভমুষ্টি,—কর্ণদ্বয়; ঐ দর্ভ মুষ্টির অগ্রভাগ,—কর্ণভূষণ; ঘৃতধারা,—নাসিকা বংশ; স্রুব অর্থাৎ যজ্ঞীয় পাত্র বিশেষ,—মুখের অগ্রভাগ; সামগান,—ঘর্ঘর শব্দ; প্রায়শ্চিত্ত,—বিশাল নাসিকা বিবর; যজ্ঞীয় পশু,—জানু; উদ্গাতা,—অন্ত্র, হোম,—লিঙ্গ বীজ এবং ওষধি,—বৃহৎ অণ্ডকোষ; প্রাগ্বংশান্তর্গত বেদি,—অন্তরাত্মা; সোমরস,—শোণিত; মহাবেদি,—স্কন্ধ; দেবোদ্দেশে দেয় বস্তু,—গাত্রীয় গন্ধ; হব্য কব্যাদি,—বেগ, প্রাগ্বংশ অর্থাৎ যজ্ঞীয় গৃহবিশেষ,—শরীর; দক্ষিণা,—চিত্ত, উপাকর্ম্ম,—ওষ্ঠাধর; প্রবর্গ্যাবর্ত্ত অর্থাৎ ঘর্ম্মজলপ্রবাহ,—ভূষণ; নানাবিধচ্ছন্দ,—গমনপথ; এবং গোপনীয় উপনিষদ্ সকল,—বসিবার স্থান হইয়াছিল। আর তিনি মহাতপাঃ দিব্য, সাক্ষাৎ ধর্ম্ম ও সত্য-স্বরূপ, সুশ্রী, গমনাগমনে সকলের নিকটই পূজিত, মহাকায়, স্ফিক্-রূপে পরিণত মন্ত্র সকল দ্বারা বৈলক্ষণ্যযুক্ত, দীপ্তিশালী, নানাবিধ দীক্ষা-সমন্বিত, সমাধি এবং মহামন্ত্র স্বরূপী ও মহত্ত্ব সম্পন্ন। এবং একমাত্র ছায়াই তাঁহার পত্নীবৎ সহায় হইয়াছিল। সেই মণিময় পর্ব্বত শিখর সদৃশ আদিদেব মহাযোগী প্রভু আবির্ভূত হইয়া দিগ্-দিগন্তপ্লাবী একীভূত মহাসমুদ্র জলে নিপতিত গিরি-বন-রাজি সমন্বিত সসাগর ধরামণ্ডলকে, স্বয়ং সেই সমুদ্রজলে প্রবেশ করিয়া দংষ্ট্রাগ্র দ্বারা উদ্ধৃত করিয়াছিলেন; এবং পুনর্ব্বার জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এইরূপে পূর্ব্বকালে ত্রিভুবন-হিতাভিলাষী ভগবান্ বিষ্ণু যজ্ঞবরাহ রূপ ধারণ করিয়া পাতালতল প্রবিষ্ট সমস্ত পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়া তাহার স্বকীয় সুস্থির স্থানে স্থাপিত করিয়াছিলেন; এবং সমুদ্রের জল সমুদ্রে, নদীর জল নদীতে, পল্বলের জল পল্বলে, সরোবরের জল সরোবরে, এইরূপে পৃথিবীপ্লাবী জলরাশিকে, নিজ নিজ স্থানে বিভক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। সপ্তপাতাল, সপ্তলোক, দ্বীপ ও সমুদ্রের বিবিধ স্থান, তত্তৎস্থানপাল, লোকপাল, নদী, পর্ব্বত, বনস্পতি, ধর্ম্মবেত্তা-সপ্তর্ষি, সাঙ্গ-বেদ, সুরাসুর, পিশাচ, সর্প, যক্ষ, রাক্ষস, মানুষ, পশুপক্ষী, মৃগাদি নানাবিধ প্রাণী, চতুর্ব্বিধ অর্থাৎ জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ এই চারি প্রকার প্রাণিবর্গ, মেঘ, ইন্দ্রধনু, বিদ্যুৎ প্রভৃতি

---

*আমাদিগের একবর্ষ দৈব একদিন; সেইরূপ দৈব দুই সহস্র বর্ষে এক ব্রহ্ম-রাত্রি।

এবং অন্যান্য বিবিধ পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই রূপে বরাহমূর্ত্তিধারী ভগবান্‌, স্থাবরজঙ্গম ময় জগৎ সৃষ্টি করিয়া সর্ব্বলোকের অবিদিত স্থানে গমন করিলেন। দেবদেব জনার্দ্দন, অবিদিত স্থানে গমন করিলে, পৃথিবী চিন্তা করতে লাগিলেন; "আমার অবস্থিতির উপায় কি হইবে? কশ্যপের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করি, তিনি আমাকে নিশ্চয়ই বলিয়া দিবেন। কেন না, সেই মহামুনি নিরন্তরই আমার বিষয় চিন্তা করিয়া থাকেন।"

সেই পৃথিবীদেবী, এই নিশ্চয় করিয়া রমণীরূপ ধারণ পূর্ব্বক, কশ্যপকে দর্শন করিতে যাইলেন এবং কশ্যপও তাঁহাকে আসিতে দেখিলেন। দেখিলেন, তাঁহার নেত্রদ্বয়, নীলকমলপত্রের ন্যায় মনোহর; মুখমণ্ডল, শারদশশধরের ন্যায় প্রীতি প্রদ; অলকরাজি, ভ্রমর সমূহবৎ কৃষ্ণবর্ণ; বর্ণ শুক্ল; ওষ্ঠাধর, বন্ধুজীব-কুসুম সদৃশ রক্ত বর্ণ; স্বভাব নির্ম্মল; ভ্রূযুগল, অতি সুচারু এবং আনত; দশনপংক্তি—সূক্ষ্ম; নাসিকা—সুন্দর; কণ্ঠ, কম্বুসদৃশ সুদৃশ্য; উরুদ্বয় পরস্পর মিলিত; বিশাল জঘন স্থল-অতীব পীন; স্তনদ্বয় ঐরাবত কুম্ভের ন্যায় বিশাল, স্বর্ণ প্রভ, সমবৃদ্ধ ও ঘনপীবর; বাহুদ্বয় মৃণালের ন্যায় কোমল; করতলযুগল কিশলয় সদৃশ; উরুদ্বয় সুবর্ণস্তম্ভবৎ; জানুদ্বয় গূঢ় এবং সংশ্লিষ্ট; জঙ্ঘাদ্বয়, রোমশূন্য; এবং সুবৃত্ত; চরণদ্বয়, অতিশয় মনোরম। জঘনস্থল দৃঢ়; মধ্যভাগ, সিংহ-শিশুমধ্যবৎ ক্ষীণ; নখনিকর প্রভাযুক্ত এবং তাম্রবর্ণ; অধিক কি? তাঁহার রূপ সকলেরি মনোহর হইয়াছিল। তাঁহার পরিধানে সূক্ষ্ম-সূত্র-গ্রথিত শুক্লবস্ত্র, অঙ্গে উত্তমোত্তম রত্নালঙ্কার, তাঁহার নিরন্তর দৃষ্টিপাতে দিঙ্মণ্ডল যেন নীলকমলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। দেহপ্রভায়, দিগ্‌ বিদিগবস্থিত অন্ধকার দূরে পলায়ন করিতেছে। এবং প্রতি পদক্ষেপে, মৃত্তিকার কমল-রাশি প্রস্ফুটিত হইতেছে। ক্রমে সেইরূপ যৌবন-সম্পন্না রমণীরূপা পৃথিবী বিনয় সহকারে কশ্যপের নিকটে উপস্থিত হইলেন। কশ্যপও তাঁহাকে সমুখে উপস্থিত দেখিয়া বিশেষরূপে আদর করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন;—হে বসুন্ধরে! আমি, তোমার মনোগত অভিপ্রায় জানিতে পারিয়াছি। হে দেবি! তুমি জনার্দ্দনের নিকট গমন কর, যেরূপে তোমার অবস্থিতির উপায় হইবে, তাহা তিনি তোমাকে বিশেষরূপে বলিয়া দিবেন। হে চারুমুখি! এক্ষণে তিনি ক্ষীরোদ সমুদ্রে আছেন, ইহা আমি ধ্যানপ্রভাবে বিদিত আছি। আমার ধ্যান করিয়া জানিবার ক্ষমতাও তাঁহার প্রসাদেই হইয়াছে।

অনন্তর পৃথিবী "আচ্ছা" বলিয়া এবং কশ্যপের বন্দনা করিয়া বিষ্ণুদর্শন-মানসে ক্ষীরোদসাগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে অমল-চন্দ্রিকা-বিধৌত, বায়ুবেগ-সমুত্থিত উত্তাল-তরঙ্গ-নিকর-সঙ্কুল, শত-হিমালয়-পরিমিত অপর ভূমণ্ডলবৎ প্রতীয়মান, সুধাসমুদ্র দেখিতে পাইলেন। ঐ সমুদ্র যেন চঞ্চল তরঙ্গরূপ হস্ত প্রসারণে তাঁহাকেই আহ্বান করিতেছে; এবং ঐ সকল হস্তস্পর্শে নিরন্তর স্বীয় তনয় চন্দ্রের ধবলতা বিধানে তৎপর। তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হয়, সর্ব্বভূতভাবন ভগবান্‌ বাসুদেব তাঁহার অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকিয়া কলুষরাশি বিনষ্ট করিয়াছেন বলিয়াই তিনি অতি শুভ্র তাদৃশ বিশাল দেহভার বহন করিতেছেন। ঐ সমুদ্র পাণ্ডুরবর্ণ, আকাশচারীদিগেরও অগম্য এবং পাতালমধ্যে অবস্থিত। তন্মধ্যনিহিত ইন্দ্রনীলমণি ও কপিশমণি প্রভা, গগনমণ্ডল তাহার নিম্নভাগে অবস্থিত বলিয়া ভ্রান্তি জন্মাইয়া দেয়। পৃথিবী, অনন্তনাগের বিশাল নির্ম্মোকসদৃশ সেই প্রসিদ্ধ ক্ষীরোদ সমুদ্র দর্শন করিয়া তন্মধ্যস্থ অপরিমেয়, অপরিমেয়-পরিচ্ছদ-শোভিত বিষ্ণু-গৃহ দেখিতে পাইলেন। এবং তাহাতে শেষপর্য্যঙ্কশায়ী মধুসূদনকে দেখিলেন, অনন্তনাগের ফণামণ্ডলাস্থিত রত্নরাজি উজ্জ্বলতর জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া যাঁহার মুখপদ্ম দর্শনকে ক্লেশসাধ্য করিতেছিল। যাঁহার প্রভা শত শশাঙ্কবৎ স্নিগ্ধ এবং অযুত সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল, যাঁহার পরিধানে পীত বস্ত্র, যিনি কোনরূপ বিকারের বশবর্ত্তী নহেন, সর্ব্বরত্নালঙ্কারে অলঙ্কৃত, সূর্য্য প্রভ অর্থাৎ সুবর্ণময় মুকুট ও কুণ্ডল যাঁহার অধিকতর শোভা করিতেছিল, স্বয়ং লক্ষ্মী, মঙ্গলময় নিজ করতল চতুষ্টয়ে যাঁহার চরণ সংবাহনা করিতেছিলেন, চক্র প্রভৃতি যাবদীয় অস্ত্র মূর্ত্তিমন্ত

হইয়া চতুর্দ্দিকে যাঁহার সেবায় ব্যাপৃত ছিল, সেই পদ্মপলাশলোচন মধুসূদনকে অবলোকন করিয়া বন্দনা করিলেন এবং জানু দ্বারা মৃত্তিকা স্পর্শ করত নিবেদন করিলেন, "হে দেব! হে বিষ্ণু! আমি রসাতলে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম, কিন্তু সকল লোকের হিতকামনায় তুমিই আমাকে উদ্ধৃত করিয়া স্বস্থানে স্থাপিত করিয়াছ। হে দেবেশ! এক্ষণে আমার অবস্থিতির উপায় কি হইবে?" তৎকালে দেবী বসুমতী তাঁহাকে ঐ সকল কথা বলিলে মধুসূদন বলিতে লাগিলেন, বর্ণ এবং আশ্রম সকলের আচার পালনে তৎপর শাস্ত্রনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ তোমার অবস্থিতির উপায় করিবেন," তাঁহাদিগের উপর তোমার ভার ন্যস্ত আছে। দেবদেব এই কথা বসুমতীকে বলিলে বসুমতী তাঁহাকে বলিলেন "বর্ণ এবং আশ্রমের সনাতন ধর্ম্মসকল বলুন। তোমার নিকট হইতে ইহা শুনিতে ইচ্ছা করি, তুমিই আমার একমাত্র গতি। হে দৈত্য বলসূদন! দেবাধিপতি দেব! তোমাকে নমস্কার। হে নারায়ণ! হে জগন্নাথ! হে শঙ্খচক্রগদাধর! হে পদ্মনাভ। হে হৃষীকেশ! হে মহাবল পরাক্রম! হে অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অজ্ঞেয়! হে সুদুষ্পার অর্থাৎ অপার! হে দেব! হে সর্ব্বধনুর্দ্ধারিন্! হে বরাহ! হে ভীম! হে গোবিন্দ! হে পুরাণ! হে পুরুষোত্তম! হে হিরণ্যকেশ। হে বিশ্বাক্ষ অর্থাৎ সর্ব্বদ্রষ্টা! হে যজ্ঞরূপ! হে নিরঞ্জন অর্থাৎ অব্যক্ত! হে স্থূলাদি দেহ! হে ক্ষেত্রজ্ঞ! হে লোকনাথ! হে সলিলার্ণবশায়ক অর্থাৎ অগাধ সমুদ্রশায়ি! হে মন্ত্র! হে মন্ত্রভব অর্থাৎ হোতা! হে অচিন্ত্য! হে বেদ বেদাঙ্গরূপিন্! হে এই সমস্ত জগতের সৃষ্টিস্থিতিকারিন্! হে ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞ! হে ধর্ম্মাঙ্গ! হে ধর্ম্মসম্ভব! হে বরদ! হে বিশ্বক্সেন! হে অবিনাশিন্! হে আকাশরূপ! হে মধুকৈটভসূদন! হে বৃহতাং বৃহৎ! অর্থাৎ আকাশাদিবর্দ্ধক! অথবা আকাশাদি হইতেও বৃহৎ পরিমাণ! হে অজ্ঞেয়! হে সর্ব্ব! হে সর্ব্বভয়দ! হে বরেণ্য! হে অনঘ! হে জীমূত! অর্থাৎ মেঘশ্যাম! অথবা জীবানন্দকর! হে অব্যয়! হে জগন্নির্ম্মাণকারিন্! হে আপ্যায়ন! অর্থাৎ জগদানন্দ! হে চৈতন্যাশ্রয়! হে নিষ্ক্রিয়! হে সপ্তশীর্ষ অর্থাৎ ভূ প্রভৃতি সপ্তলোক স্বরূপ! হে যজ্ঞেশ্বর! হে পুরাণপুরুষোত্তম!* হে ধ্রুব! অর্থাৎ নিত্য! হে অক্ষর! হে সূক্ষ্মক্লেশ অর্থাৎ পরমাণুক্রিয়াদি হেতু! হে ভক্তবৎসল! হে পাবক! তুমি সকল দেবতাদিগের গতি, তুমি ব্রহ্মবাদীদিগের গতি এবং হে পুরুষোত্তম! তুমি তত্ত্বজ্ঞানীদিগের গতি, হে জগন্নাথ! তোমার আশ্রিত হইলাম। তুমি ধ্রুব, বাচস্পতি, প্রভু, সুব্রহ্মণ্য অর্থাৎ বেদ ব্রাহ্মণদিগের অদ্বিতীয় হিতকারী, অজেয় বসুষেণ, বসুপ্রদ এবং মহাযোগ বলযুক্ত, সর্ব্বব্যাপী আকাশ ও তোমার জঠরমধ্যে লুক্কায়িত, তুমিই তেজোরূপে চন্দ্রসূর্য্যাদিতে বিরাজ করিতেছ। তুমি বাসুদেব, মহাত্মা, পুণ্ডরীকাক্ষ, অচ্যুত ও সুরাসুর গুরু; তুমি দেব, তুমি সর্ব্বব্যাপী, তুমিই সর্ব্বভূতের একমাত্র অধীশ্বর; তুমি বিরাটমূর্ত্তি, চতুর্ভুজ এবং তুমি জগৎ কারণের অর্থাৎ পৃথিব্যাদি মহাভূতের সৃষ্টিকর্ত্তা। হে ভগবন্! আমার নিকট আশ্রমাচার রহস্য এবং সংগ্রহসহ চতুর্ব্বর্গের সনাতন ধর্ম্ম সকল বল।" দেবাধিপতি বিষ্ণু এইরূপ কথিত হইয়া পুনর্ব্বার পৃথিবীকে বলিলেন;—"হে পৃথিবী দেবি! যে সকল সাধুগণ তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন, তাঁহাদিগের একমাত্র অবলম্বন, আশ্রমাচার রহস্য এবং সংগ্রহ সহিত চতুর্ব্বর্গের সনাতন ধর্ম্ম সকল শ্রবণ কর। হে বামোরু! এই কাঞ্চনময় শ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশন কর। আমি ধর্ম্ম বলিতেছি, সুখাসীন হইয়া তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর।" তখন পৃথিবী সুখোপবিষ্ট হইয়া বিষ্ণু-কথিত ধর্ম্মসমুদয় শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র, এই চারবর্ণ। তাহার মধ্যে আদি তিনবর্ণ—

---

* পুরাণপুরুষ আত্মা—তাহাদিগের শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ পরমাত্মা।

দ্বিজাতি। তাহাদিগের গর্ভাধান হইতে শশ্মানকার্য্য অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদি পর্য্যন্ত সকল কার্য্যই মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক হইয়া থাকে। চতুর্ব্বর্গের ধর্ম্ম যথা—ব্রাহ্মণের অধ্যাপনা; ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রচর্চ্চা; বৈশ্যের পশুপালন; শূদ্রের দ্বিজাতি সেবা; এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের যজন এবং অধ্যয়ন। চতুর্ব্বর্ণের জীবিকা যথা—ব্রাহ্মণের যাজন ও প্রতিগ্রহ; ক্ষত্রিয়ের রাজ্যপালন; বৈশ্যের কৃষি, বাণিজ্য, গোপোষণ, সুদ লওয়া ও ধান্যাদিবীজ রক্ষা; এবং শূদ্রের সকল শিল্পকার্য্য; আপৎকালে অর্থাৎ নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট জীবিকাদ্বারা নির্ব্বাহ না হইলে পর, পরবৃত্তি অবলম্বন করিবে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ রাজ্যপালন; ক্ষত্রিয় কৃষ্যাদি; তাহাতেও অভাব হইলে ব্রাহ্মণ, কৃষ্যাদি করিতে পারিবে ইত্যাদি। ক্ষমা, সত্য, দম, শৌচ, দান, ইন্দ্রিয় সংযম, অহিংসা, গুরু-সেবা, তীর্থপর্য্যটন, দয়া, ঋজুতা, লোভ-ত্যাগ, দেবব্রাহ্মণপূজা এবং অসূয়া পরিত্যাগ, এই কথাটী সামান্য অর্থাৎ বর্ণমাত্রেরই প্রতিপাল্য ধর্ম্ম।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

অথ রাজধর্ম্ম। প্রজাপালন, বর্ণ এবং আশ্রমের স্ব স্ব ধর্ম্মে স্থাপনা করা কর্ত্তব্য। রাজা, যাহা পশুগণের হিতকর, শস্যপূর্ণ ও বৈশ্য শূদ্র বহুল, সেই গিরি-নদী-বনরাজি-শোভিত-দেশ আশ্রয় করিবেন। এবং সেই দেশে মরুদুর্গ, মনুষ্যদুর্গ, মহীদুর্গ, বারিদুর্গ, বৃক্ষদুর্গ, গিরিদুর্গ, এই ষড়্‌বিধ দুর্গের যে কোন একটী অবলম্বন করিবেন। দুর্গাশ্রিত হইয়া অধীনস্থ গ্রামসমূহে এক একজন গ্রামাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন এবং দশ-গ্রামাধ্যক্ষ, শত-গ্রামাধ্যক্ষ এবং দেশাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন। গ্রামাধ্যক্ষ, নিজাধিকৃত গ্রামের দোষ পরিহার করিতে যত্ন করিবে। অসমর্থ হইলে দশ গ্রামাধিপতির নিকটে দোষের কথা নিবেদন করিবে। তিনি তাহার প্রতিকারে অক্ষম হইলে, শত গ্রামাধ্যক্ষের নিকট, তিনিও অসমর্থ হইলে দেশাধ্যক্ষের নিকট নিবেদন করিবে। দেশাধ্যক্ষকে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিয়া দোষোদ্ধার করিতে হইবেই। রাজা, খনি, মাশুল আদায়, পারাপার স্থল এবং হস্তী প্রসূ বন ভূমিতে বিশ্বস্ত লোক নিযুক্ত করিবেন। ধর্ম্ম কার্য্য ধর্ম্মিষ্ঠদিগকে, অর্থ কার্য্য কুশলদিগকে, যুদ্ধকার্য্য বীরগণকে, উগ্রকার্য্য উগ্রব্যক্তিগণকে ও স্ত্রীলোকের রক্ষণাবেক্ষণে ক্লীবদিগকে নিযুক্ত করিবেন। তিনি প্রতি বৎসর প্রজাদিগের নিকট ধান্য হইতে ষষ্ঠ অংশ অর্থাৎ ছয়ভাগের এক ভাগ করস্বরূপে গ্রহণ করিবেন। পশু, হিরণ্য এবং বস্ত্র-ব্যবসায়ীদিগের লভ্যাংশ হইতে শতকরা দুই ভাগ গ্রহণ করিবেন। মাংস, মধু, ঘৃত, ওষধি, গন্ধ, পুষ্প, ফল, মূল, দারু, পত্র, অজিন, মৃদ্ভাণ্ড, আমভাণ্ড এবং বৈদল অর্থাৎ বেণুনির্ম্মিত পাত্র হইতে ছয় ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করিবেন। ব্রাহ্মণদিগের নিকট কর গ্রহণ করিবে না, কারণ তাঁহারা রাজাকে ধর্ম্মকর দিয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহারা নিজে যে ধর্ম্ম আচরণ করেন, তাহার কিয়দংশ রাজা প্রাপ্ত হন।—রাজা সকল প্রজারই পাপপুণ্যের ছয় ভাগের একভাগ পাইয়া থাকেন (অতএব প্রজাগণ, যাহাতে পুণ্যকার্য্যে রত থাকে এবং পাপকার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকে, তাহা করা রাজার সম্পূর্ণ উচিত) স্বদেশজাত পণ্যদ্রব্য হইতে তাহার যেরূপ মূল্য হইতে পারে, তদনুসারে দশভাগের একভাগ মাশুল গ্রহণ করিবেন (ইহা রপ্তানিমাশুল) পরদেশজাত পণ্যদ্রব্য হইতে তন্মূল্যের বিংশতি ভাগের এক ভাগ মাশুল লইবেন (ইহা আমদানি মাশুল) যে স্থানে মাশুল আদায় হয়, সে স্থান হইতে মাশুল না দিয়া পলায়ন করিলে তাহার সকল দ্রব্য বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে। শিল্পী, কারু এবং শূদ্রগণ প্রতি মাসে রাজার এক একটি কর্ম্ম করিয়া দিবে। স্বামী, অমাত্য, দুর্গ, কোষ, সৈন্য, রাষ্ট্র এবং মিত্র ইহার সমবেত নাম প্রকৃতি। যাহারা ইহাকে বা এই সকলের অন্যতমকে অপথে পরিচালিত করে বা পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে, তাহাদিগের বধ দণ্ড। স্বরাষ্ট্র এবং পররাষ্ট্রে চর রাখিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য দর্শন

করিবেন সাধুব্যক্তির পূজা করিবেন। দুষ্টদিগের দণ্ড দিবেন। শত্রু, মিত্র উদাসীন অর্থাৎ যে শত্রুও নহে, মিত্রও নহে এবং মধ্যম অর্থাৎ যে শত্রুও হইতে পারে, মিত্রও হইতে পারে, এই চতুর্ব্বিধ রাজবর্গের প্রতি যথাযোগ্য এবং যথাকালে সাম, ভেদ, দান, দণ্ড এই চতুর্ব্বিধ উপায় প্রয়োগ করিবেন। সন্ধি, যুদ্ধ, যুদ্ধযাত্রা, যুদ্ধ অপেক্ষা করিয়া অবস্থিতি, প্রবল রাজার আশ্রয় গ্রহণ এবং দ্বৈধীভাব অর্থাৎ প্রবল রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া শত্রুর সহিত সন্ধি বা যুদ্ধ করা এই ষড়্বিধ উপায়ের অন্যতম যে কোন একটি সময়ানুসারে অবলম্বন করিবেন। চৈত্র মাসে বা অগ্রহায়ণ মাসে যুদ্ধ যাত্রা করিবেন। অথবা যে সময় শত্রুর বিপদ্ উপস্থিত হইবে, সেই সময়ে যাত্রা করিবে। যুদ্ধাদি দ্বারা পরকীয় রাজ্যলাভ হইলে সেই দেশের পূর্ব্বাপর প্রচলিত ধর্ম্ম উচ্ছেদ করিবেন না।

শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে সর্ব্বতোভাবে স্বীয় রাজ্য রক্ষা করিবেন। ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধক্ষেত্রে দেহত্যাগের সমান আর ধর্ম্ম নাই। গো, ব্রাহ্মণ, রাজা, বন্ধু, ধন, স্ত্রী, বা জীবন; এই সকল রক্ষা করিতে গিয়া কিংবা বর্ণ-সঙ্কর হওয়ার প্রতিবন্ধক হইতে গিয়া মৃত্যু হইলে স্বর্গলাভ করিবে। রাজা পরকীয় রাজ্য প্রাপ্তির পর সেই রাজ্যে পূর্ব্বরাজ-বংশীয় কোন ব্যক্তিকে অভিষিক্ত করিবেন, অর্থাৎ আপনার করদ রাজা করিবেন, রাজবংশ একেবারে উচ্ছিন্ন করিবেন না। কিন্তু সেই রাজবংশ যদি ক্ষত্রিয় না হয়, তাহা হইলে উচ্ছেদ করিতে পারিবে। মৃগয়া, দ্যূতক্রীড়া, স্ত্রীসংসর্গ এবং মদ্যাদি পানে আসক্ত হইবেন না। কটুভাষী এবং উগ্রদণ্ড হইবেন না, ধনাদি অপব্যয় করিবেন না। পৈতৃক রাজ্য বা জয়-লব্ধ রাজ্যের পূর্ব্বাগত তোরণ দ্বারের উচ্ছেদ করিবেন না। অপাত্রে ধনাদি অর্পণ করিবেন না। আকর হইতে উৎপন্ন দ্রব্য রাজারই গ্রাহ্য; নিধি অর্থাৎ অস্বানিক প্রোথিত ধন প্রাপ্ত হইলে অর্দ্ধভাগ ব্রাহ্মণসাৎ করিয়া অপরার্দ্ধ ভাগ স্বীয় ধনাগারে প্রেরণ করিবেন। ব্রাহ্মণ, নিধি প্রাপ্ত হইলে নিজেই সমস্ত অংশ লইতে পারিবেন। ক্ষত্রিয় ঐরূপ ধন পাইলে, রাজাকে চতুর্থাংশ অর্থাৎ চারিভাগের এক ভাগ এবং ব্রাহ্মণকে অপর চতুর্থ অংশ অর্পণ করিয়া স্বয়ং অবশিষ্ট অর্দ্ধভাগ গ্রহণ করিবে। বৈশ্য, রাজাকে চতুর্থ অংশ ও ব্রাহ্মণকে অর্দ্ধভাগ প্রদান করিয়া অবশিষ্ট চতুর্থাংশ গ্রহণ করিবে। শূদ্র, প্রাপ্ত নিধিকে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া রাজাকে পাঁচ অংশ এবং ব্রাহ্মণকে পাঁচ অংশ দিবে; ও স্বয়ং দুই অংশ গ্রহণ করিবে। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, নিধি প্রাপ্ত হইয়া যদি অংশদান ভয়ে এই কথা অপ্রকাশ রাখে এবং ইহা প্রচার হয়, তাহা হইলে রাজা, ব্রাহ্মণদের অংশ ব্রাহ্মণদের দিয়া অপর সমস্ত অংশ কোশজাত করিবেন। ব্রাহ্মণেতর সমস্তবর্ণ, নিজনিহিত ধন উত্তোলন করিলেও তাহা হইতে রাজাকে দ্বাদশ ভাগের একভাগ দিবে। যে ব্যক্তি অন্যের নিহিত ধন "আত্মনিহিত" বলিয়া অযথা-গ্রহণের চেষ্টা করে, তাহার নিহিত ধনের সমপরিমাণ অর্থ দণ্ড হইবে।— বালক, অনাথ এবং স্ত্রীলোকের সম্পত্তি, রাজা, রক্ষা করিতে বাধ্য। যে বর্ণেরই ধন অপহৃত হউক না কেন, রাজা ঐ অপহৃত ধন চৌরদিগের নিকট প্রাপ্ত হইলে তৎসমস্তই তাহাকে প্রত্যর্পণ করিবেন। আর যদি চৌরদিগের নিকট উহা প্রাপ্ত না হন, তাহা হইলে আপনার ধনাগার হইতে স্বত্বাধিকারীকে উপযুক্ত ধন দিবেন। শান্তি এবং স্বস্ত্যয়নদ্বারা দৈববিপত্তির উপশম করিবেন। যুদ্ধাদি দ্বারা শত্রুসৈন্যের আক্রম দূর করিবেন। বেদ, ইতিহাস, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ, সদ্বংশজাত, সম্পূর্ণাবয়ব-সম্পন্ন, তপোনিষ্ঠ ব্যক্তিকে পৌরোহিত্য কার্য্যে ব্রতী করিবেন। বিশুদ্ধ, লোভশূন্য, অপ্রমত্ত এবং শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে যাবদীয় অর্থকার্য্য-সহায় অর্থাৎ মন্ত্রী করিবে। বিদ্বান্ ব্রাহ্মণদিগের সহিত রাজা নিজেই ব্যবহার অর্থাৎ বিচারাদি পরিদর্শন করিবেন। অথবা উক্ত কার্য্যে উপযুক্ত ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিবেন। যাহারা সদ্বংশসম্ভূত ও সংস্কারশোধিত নিয়মী-ও শত্রুমিত্রে-সমদর্শী এবং কার্য্যপ্রার্থীগণ, যাহাদিগকে কাম বা ক্রোধ

উদ্রিক্ত করিয়া অথবা ভয় কিংবা লোভ প্রদর্শন করিয়া নিজের আয়ত্ত করিতে না পারে, রাজা, এইরূপ লোকদিগকে সভাসদ্ করিবেন। রাজা সকল কার্য্যই দৈবজ্ঞদিগের মতানুসারে করিবেন। দেবতা এবং ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বদা পূজা করিবেন। বৃদ্ধসেবী এবং যাগশীল হইবেন। ইহাঁর অধিকারে ব্রাহ্মণ, অথবা অন্য কোন সৎকর্ম্ম-নিরত ব্যক্তি যেন ক্ষুধার্ত্ত হইয়া না থাকে। ব্রাহ্মণদিগকে ভূমিদান করিবে। যাহাদিগকে দান করিবে,দান-বিবরণসহ তাহাদিগের পিত্রাদি তিন পুরুষের নাম, তাহাদিগের নাম, নিজ পিত্রাদি তিন পুরুষের নাম, নিজের নাম, ভূমির পরিমাণ এবং সীমা নির্দ্দেশ অর্থাৎ চৌহদ্দী,—স্থায়ীবস্ত্র বা তাম্রফলকে লিখিয়া তাহাতে আপনার মুদ্রা (মোহর) চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া দিবেন। এই সকল করিবার প্রয়োজন এই, পরবর্ত্তী রাজা এই সকল নিদর্শন দেখিলে, প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিবেন। পরদত্ত ভূমি অপহরণ করিবেন না। ব্রাহ্মণদিগকে সকল প্রকার ধন দান করিবেন। সর্ব্বতোভাবে আত্মরক্ষা করিবেন। প্রিয়দর্শন এবং প্রসন্ন দৃষ্টি হইবেন। রাজার বিষনাশক এবং রোগনাশক নানাবিধ মন্ত্র জানা আবশ্যক। রাজা কোন দ্রব্য পরীক্ষা না করিয়া আত্মভোগের উপযোগী করিবেন না। সকল সময়ই ঈষৎহাস্য করিয়া কথা কহিবেন। বধ্য ব্যক্তির প্রতিও রূঢ়ব্যবহার করিবেন না।* দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে অপরাধানুরূপ দণ্ড করিবেন, লঘু গুরু করিবেন না। দণ্ডপ্রণয়ন (অর্থাৎ যে সকল পাপের দণ্ড ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত হয় নাই, কিংবা জাতি বয়ঃ প্রভৃতি বিবেচনায় দণ্ড তারতম্য হইতে পারে; সেই সকল স্থলে বুদ্ধিমতে দণ্ড স্থির করা) উপযুক্তরূপ করিবেন। দ্বিতীয় অপরাধ কাহারও ক্ষমা করিবেন না। যে স্বধর্ম্ম পালন করে, সে ব্যক্তি রাজার নিকট দণ্ড না পাইয়া কোন মতে অব্যাহতি পাইবে না। যে রাজ্যে শ্যামবর্ণ রক্তনেত্র দণ্ড অপ্রতিহত হইয়া প্রচারিত থাকে, রাজা সুবিজ্ঞ হইলে সেখানে প্রজাগণের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। নিজরাজ্যে উপযুক্ত দণ্ড দিবেন এবং শত্রুদিগের উপর (শত্রু যতক্ষণ ক্ষমতাপন্ন থাকে ততক্ষণ) কঠোর দণ্ড দান করিবেন। মিত্রের প্রতি সরল ব্যবহার করিবেন এবং ব্রাহ্মণদিগের প্রতি ক্ষমাশীল হইবেন। এইরূপ স্বভাবের রাজা উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবনযাপন করিলেও তাঁহার যশঃ জলপতিত তৈলবিন্দুর ন্যায় জগতে বিস্তীর্ণ হইতে থাকে। যে রাজা প্রজার সুখে সুখী এবং দুঃখে দুখী হন, তিনি ইহকালে যশোলাভ করিয়া পরকালে স্বর্গলাভ করেন।

ইতি তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

গবাক্ষনির্গত সূর্য্যকিরণে যে ধূলিকণা দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার নাম ত্রসরেণু। আট ত্রসরেণু—এক লিক্ষা। তিন লিক্ষা—এক রাজসর্ষপ। তিন রাজসর্ষপে—এক গৌর সর্ষপ। ছয় গৌর সর্ষপে—এক যব। তিন যবে—এক কৃষ্ণল। পাঁচ কৃষ্ণলে—এক মাষ। বার মাষে—এক অক্ষার্দ্ধ। এক অক্ষার্দ্ধে এবং চার মাষ অর্থাৎ ষোল মাষে—এক সুবর্ণ।* চার সুবর্ণে—এক নিষ্ক†। সমপরিমাণ দুই কৃষ্ণলে—এক রূপ্যমাষক। ষোড়শ রূপ্য মাষকে—এক ধরণ‡। এক কর্ষতাম্রের নাম কার্ষাপণ (অথবা পণ)§ সার্দ্ধ দ্বিশত পণের নাম প্রথম সাহস; পঞ্চশত পণের নাম মধ্যম সাহস এবং সহস্র পণের নাম উত্তম সাহস।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

* তাৎপর্য্য এই যে, আইন বা পদ ঐ ব্যক্তিকে যে কোন দণ্ডে দণ্ডিত করুক না কেন, উক্ত আইনঅনুযায়ী বা পদস্থ ব্যক্তি তাহাতে দোষী নহেন; কিন্তু তাহার উপর মন্দ ব্যবহার, আইন বা পদের কার্য্য নহে; সুতরাং তাহাতে ঐ ব্যক্তিই দোষী।

* প্রথম হইতে এই পর্য্যন্ত স্বর্ণের মান কীর্ত্তিত হইল।

† চার সুবর্ণ স্বর্ণে—এক নিষ্ক; ইহা রজত এবং স্বর্ণময় দ্বিবিধই হইয়া থাকে। মিতাক্ষরাদির মতে ইহা রজত।

‡ এই পর্য্যন্ত রজতের মান নির্দ্দিষ্ট হইল।

§ ইহা তাম্রের পরিমাণ; সুবর্ণ, ধরণ, এবং কর্ষ, এই তিনটীই পরিমাণে সমান।

পঞ্চম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ-ভিন্ন সকল বর্ণের মহাপাতকীই বধ্য। ব্রাহ্মণের দৈহিক দণ্ড নাই। তবে ব্রাহ্মণের দণ্ড এই যে, নিম্নলিখিত চিহ্নে অঙ্কিত করিয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে।—চিহ্ন করিবার নিয়ম এই, যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মহত্যা করিবে, তাহার ললাটদেশে মস্তকশূন্য পুরুষ অঙ্কিত করিয়া দিবে। সুরাপানে সুরাচিহ্ন। চৌর্য্য করিলে কুক্কুর চরণ। গুরুপত্নী-গমনে ভগাকার। অন্য কোন বধজনক কার্য্য করিলেও তাহার ধনাদি হরণ না করিয়া এবং দৈহিক দণ্ড না দিয়া (কেবল) রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিবে। যাহারা কূটশাসন (অর্থাৎ জানিয়া শুনিয়া লোভাদিবশতঃ অযথাশাসন) করে, (অথবা রাজদত্ত তাম্রশাসনাদি জাল করার নাম কূটশাসন; যাহারা তাহা করে) যাহারা জাল দলিল প্রস্তুত করে, যাহারা বিষপান করিতে দেয়, গৃহে অগ্নি লাগাইয়া দেয়, দস্যুবৃত্তি করে, স্ত্রীহত্যা, বা পুরুষ হত্যা করে, যাহারা দশকুম্ভাধিক ধান্য অপহরণ করে, যাহারা শতপলাধিক তুলাপরিচ্ছেদ্য সুবর্ণরজতাদি হরণ করে, যাহারা রাজবংশে উৎপন্ন না হইয়াও রাজ্য আকাঙ্ক্ষা করে, যাহারা সেতু ভাঙ্গিয়া দেয়, যাহারা অসামর্থ্য ব্যতীত দস্যুদিগের স্থান ও আহার প্রদান করে, (অর্থাৎ রাজা যদি দস্যু নিবারণে অসমর্থ হন, তাহা হইলে যাহারা অন্য দস্যুর নিবারণার্থ কোন দস্যুকে বশীভূত করিতে স্থান ও আহার প্রদান করে, তাহারা এস্থানে গ্রাহ্য নহে) যে স্ত্রী স্বামীর বাধ্য নহে; এবং যে স্ত্রী ব্যভিচারিণী, রাজা তাহাদিগকে বধ করিবেন। নিকৃষ্ট জাতি যে অঙ্গদ্বারা উৎকৃষ্ট জাতির অপরাধ করিবে, তাহার সেই অঙ্গ ছেদন করিবেন। একাসনে বসিলে, তাহার কটিতে দাগ দিয়া নির্ব্বাসিত করিবেন। থুথু দিলে ওষ্ঠাধর ছেদন করিয়া দিবেন। বাতকর্ম্ম করিয়া দিলে মলদ্বার ছেদন করিয়া দিবেন। গালাগালি দিলে জিহ্বা ছেদন করিয়া দিবেন। দর্প সহকারে ধর্ম্মোপদেশ করিতে থাকিলে রাজা তাহার মুখে তপ্ততৈল ফেলিয়া দিবেন। দ্রোহপূর্ব্বক নাম বা জাতি উচ্চারণ করিলে তাহার মুখে দশ অঙ্গুলি পরিমিত শঙ্কু পুতিয়া দিবেন। যে ব্যক্তি শাস্ত্রাধ্যয়ন স্বীয়দেশ, স্বীয়জাতি এবং স্বীয় কর্ম্ম অন্য প্রকারে বলে। (অর্থাৎ এই সকল বিষয় যথার্থ না বলিয়া মিথ্যা বলে) তাহার দুইশত পণদণ্ড হইবে। যাহারা প্রকৃত কাণ, খঞ্জাদি (অর্থাৎ বিকৃতাঙ্গ), তাহাদিগকে তাহা (অর্থাৎ কাণ খঞ্জাদি) বলিয়া গালিদিলে দুইকার্ষাপণ দণ্ড। গুরুজনকে রূঢ় কথা বলিলে বা নিন্দা করিলে শত কার্ষাপণ দণ্ড। অপরের পাতিত্যঘটিত নিন্দা বা তিরস্কার করিলে উত্তম সাহস দণ্ড। ("ঐ ব্যক্তি সুরাপান করিয়াছে" বা "যা যা সুরাপায়ী"! এইরূপ নিন্দা বা তিরস্কার পাতিত্য ঘটিত)। উপপাতক-ঘটিত তিরস্কার নিন্দাদি করিলে মধ্যমসাহস দণ্ড। ত্রৈবিদ্যবৃন্দের (অর্থাৎ বেদ ত্রয়াভিজ্ঞ) জাতির, (ব্রাহ্মণাদির) কিংবা পূগের (অর্থাৎ সম্প্রদায়ের) তিরস্কার নিন্দাদি করিলেও (ঐ দণ্ড) গ্রাম কি, দেশের নিন্দা করিলে (অর্থাৎ হাজার হউক ঐ গ্রামে কি ঐ দেশে নিবাস ত তার আর কত ভাল হইবে ইত্যাদি রূপে তিরস্কার বা নিন্দা করিলে) প্রথম সাহস দণ্ড। অশ্লীল কথা বলিয়া গালি দিলে বা নিন্দা করিলে শত কার্ষাপণ, মাতৃ উচ্চারণ পূর্ব্বক (উহা করিলে) উত্তম সাহস ও সবর্ণকে গালিদিলে দ্বাদশপণ দণ্ড। হীন বর্ণকে গালি দিলে ছয়পণ দণ্ড। যথাকালে (অর্থাৎ গালাগালি দিবার কারণসত্ত্বে) উত্তমবর্ণ বা সবর্ণকে গালাগালি দিলে তৎপ্রমাণ অর্থাৎ ছয়পণ দণ্ড অথবা তিন কার্ষাপণ দণ্ড হইবে, (যে গালাগালি দিবে, তাহার গুণ অগুণ ভেদে দ্বিবিধ দণ্ড উক্ত হইল) শুক্ত বাক্য বলিলে (অর্থাৎ শ্লেষসহকারে গালি দিলেও) এইরূপ দণ্ড। সবর্ণাগমনে পরদারগামীর উত্তম সাহস দণ্ড, হীন বর্ণাগমনে ও গোগমনে মধ্যম সাহস দণ্ড, অন্ত্যা (অর্থাৎ চণ্ডালী প্রভৃতি) গমনে বধদণ্ড। পশুগমনে শত কার্ষাপণ দণ্ড। দোষোল্লেখ না করিয়া দোষযুক্ত কন্যা দান করিলে

(তাহারও এই দণ্ড) এবং তাহাকেই ঐ প্রদত্ত কন্যার ভরণপোষণ করিতে হইবে। বস্তুতঃ অদুষ্ট কন্যাকে দুষ্ট বলিলে তাহার উত্তম সাহস দণ্ড। গর্হিত মাংস বিক্রেতাকে এবং হস্তী, অশ্ব বা উষ্ট্রকে যে হত্যা করে তাহাকে এক-কর-পাদ করিবেন অর্থাৎ তাহার এক হস্ত ও এক পদ ছেদন করিয়া দিবেন। গো-প্রভৃতি-গ্রাম্য-পশু-ঘাতীর শতকার্ষাপণ দণ্ড এবং পশুঘাতী পশুস্বামীকে হত পশুর মূল্য দিবে। মহিষাদি আরণ্য পশু হত্যা করিলে পঞ্চাশৎ কার্ষাপণ দণ্ড। পক্ষিঘাতী, ও মৎস্যঘাতীর দশকার্ষাপণ দণ্ড। কীট-হত্যাকারীর এককার্ষাপণ দণ্ড। ফলোপগম (অর্থাৎ আম্রপনসাদি) বৃক্ষচ্ছেদন করিলে উত্তমসাহস দণ্ড। পুষ্পোপগম (অর্থাৎ চম্পকাদি) বৃক্ষচ্ছেদন করিলে মধ্যমসাহস দণ্ড, বল্লী (গুড়চী প্রভৃতি বীরুধ,) মালতী প্রভৃতি গুল্ম, মাধবী প্রভৃতি লতা ছেদনে শতকার্ষাপণ দণ্ড। তৃণ ছেদন করিলে এককার্ষাপণ (আম্রপনসাদি বৃক্ষচ্ছেদী হইতে তৃণচ্ছেদী পর্য্যন্ত) সকলেই তত্তদ্বস্তুর অধিকারীকে তাহার উৎপত্তি (অর্থাৎ উপস্বত্ব কিংবা আর একটা প্রস্তুত করিতে যে ব্যয় হয় তাহা) প্রদান করিবে। প্রহারার্থ হস্ত উদ্যত করিলে দশকার্ষাপণ, চরণ উদ্যত করিলে বিংশতি কার্ষাপণ, দণ্ডকাষ্ঠ উদ্যত করিলে প্রথম সাহস, প্রস্তর উদ্যত করিলে মধ্যম সাহস এবং শস্ত্র উদ্যত করিলে উত্তম সাহস দণ্ড। পাদ, কেশ বস্ত্র কিংবা হস্তগ্রহণ করিয়া আকর্ষণ করিলে দশপণ দণ্ড, বিনা রক্তপাতে দুঃখ উৎপাদন করিলে অর্থাৎ আহত ব্যক্তির রক্তপাত না হইলে দ্বাত্রিংশৎপণ দণ্ড, আর শোণিতোৎপাদক আঘাতে চতুঃষষ্টিপণ দণ্ড। হস্ত, পাদ, কিংবা দন্ত ভাঙ্গিয়া দিলে এবং কর্ণ, নাসিকা ছেদনে মধ্যম সাহস, যাহাতে গমনাদি চেষ্টা, ভোজন, বা কথা কওয়া বন্ধ হয়, এরূপ প্রহার করিলেও (মধ্যম সাহস দণ্ড) নেত্র, কন্ধরা বাহু, সক্থি এবং স্কন্ধভঙ্গে উত্তম সাহস দণ্ড। উভয় নেত্রভেদী ব্যক্তিকে, রাজা যাবজ্জীবন বন্ধন হইতে মুক্ত করিবেন না; অথবা উভয় নেত্র রহিত করিয়া দিবেন, বহুব্যক্তি মিলিত হইয়া এক ব্যক্তিকে প্রহার করিলে, প্রহর্ত্তৃগণের প্রত্যেকেরই, কথিত দণ্ডের দ্বিগুণদণ্ড হইবে (এই সমস্ত সজাতি বিষয়ে জানিবে) যে সকল ব্যক্তি প্রহারার্ত্তের কাতর আহ্বানেও (তাহার পরিত্রাণার্থ) সেইদিকে গমন না করে এবং তৎসমীপবর্ত্তী যে সকল ব্যক্তি (তাহাকে উদ্ধার না করিয়া) সে স্থান হইতে সরিয়া পড়ে, তাহাদিগের প্রত্যেকেরও দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। পুরুষ পীড়াপ্রদ সকলেই আহতের ব্রণরোপণাদি ব্যয় দিবে। (যাজ্ঞবল্ক্য ৪২ পত্র ২২১ শ্লোক হইতে ২৬ শ্লোকের কিয়দংশ পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।) যাহারা গ্রাম্যপশুকে আঘাত করে, তাহারা ও উহাদিগের ব্রণ বিরোপণের ব্যয় দিবে। গো, অশ্ব, উষ্ট্র বা হস্তী অপহরণ করিলে রাজা তাহাকে এক-কর-পাদ করিয়া দিবেন। (অর্থাৎ এক হস্ত ও এক পদ ছেদন করিয়া দিবেন)। অজাহরণ করিলে এক-হস্ত করিয়া দিবেন। ধান্যাপহারীর (অপহৃত ধান্যাপেক্ষা) একাদশ গুণ দণ্ড। অন্য শস্যাপহারীরও ঐ দণ্ড। পঞ্চাশৎ পলাধিক স্বর্ণ, রজত বা উত্তম সংখ্যক পঞ্চাশৎ বস্ত্র অপহরণ করিলে রাজা তাহার হস্তচ্ছেদন করিয়া দিবেন। তন্ন্যূন সুবর্ণাদির তাহার হরণে একাদশগুণ অর্থ দণ্ড; সূত্র, কার্পাস, গোময়, গুড়, দধি, দুগ্ধ, তক্র তৃণ, লবণ, মৃত্তিকা, ভস্ম, পক্ষী, মৎস্য, ঘৃত, তৈল, মাংস, মধু, বৈদল (অর্থাৎ সূক্ষ্ম বংশখণ্ড নির্ম্মিত পাত্র বিশেষ), বংশ, মৃণ্ময় পাত্র, অথবা লৌহভাণ্ড হরণ করিলে তত্তদ্দ্রব্যের মূল্যাপেক্ষা তিনগুণ অর্থ দণ্ড। পক্কান্ন হরণেও তন্মূল্যাপেক্ষা তিনগুণ অর্থদণ্ড। পুষ্প, হরিত (চণক গুচ্ছাদি), গুল্ম, বল্লী, লতা ও পত্র হরণে পঞ্চকৃষ্ণল অর্থ দণ্ড। শাক, মূল ও ফল হরণেও (পঞ্চকৃষ্ণল অর্থ দণ্ড)। রত্নাপহারীর উত্তম সাহস দণ্ড। যে সকল দ্রব্যের নাম উল্লেখ হইল না, তাহা হরণ করিলে হৃত বস্তুর মূল্য-সম অর্থ দণ্ড। যাহাতে চোরেরা অপহৃত বস্তুসকল প্রকৃত ধনাধিকারীকে দেয়, রাজা তাহা করিবেন। অনন্তর উক্ত দণ্ড প্রযুক্ত হইবে। যাহাদিগকে পথ দেওয়া উচিত, তাহাদিগকে পথ না দিলে পঞ্চ-

বিংশতি কার্ষাপণ দণ্ড। যাহাকে আসন দেওয়া উচিত, তাহাকে আসন না দিলে ও পূজার্হ ব্যক্তিকে পূজা না করিলে, প্রতিবেশী ব্রাহ্মণকে অতিক্রম করিয়া অপরকে নিমন্ত্রণ করিলে এবং নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন না করাইলেও (ঐরূপ দণ্ড)। যে ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়া "আচ্ছা" বলে (অর্থাৎ স্বীকার করে) অথচ ভোজন করে না, সে সুবর্ণ মাষক অর্থদণ্ড এবং নিমন্ত্রয়িতাকে দ্বিগুণ অন্ন দিবে (অর্থাৎ নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া তথায় আহার না করিলে উক্ত দণ্ড হইবে)। অভক্ষ্য দ্বারা ব্রাহ্মণকে দূষিত করিলে ষোড়শ সুবর্ণ অর্থদণ্ড (অর্থাৎ ভোক্তা ব্রাহ্মণের অজ্ঞাতসারে তাহাকে সামান্য অভক্ষ্য ভোজন করাইলে, উক্ত দণ্ড); জাতিনাশক অভক্ষ্য গোমাংসাদি দ্বারা দূষিত করিলে, শত সুবর্ণ অর্থ দণ্ড; আর সুরা দ্বারা দূষিত করিলে বধদণ্ড। ক্ষত্রিয়কে দূষিত করিলে, অর্দ্ধ দণ্ড (অর্থাৎ যে দ্রব্যে ব্রাহ্মণকে দূষিত করিলে, যে দণ্ড বিহিত হইয়াছে, সেই দ্রব্যে ক্ষত্রিয়কে দূষিত করিলে সেই দণ্ডের অর্দ্ধ দণ্ড হইবে) বৈশ্যকে দূষিত করিলে, ক্ষত্রিয় দণ্ডের অর্দ্ধ দণ্ড হইবে। শূদ্রকে দূষিত করিলে প্রথম সাহস অর্থ দণ্ড হইবে। অস্পৃশ্যজাতি (অর্থাৎ চাণ্ডালাদি), জ্ঞানতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে স্পর্শ করিলে বধ্য হইবে। রজঃস্বলা ঐরূপ করিলে, তাহাকে শিফা (বৃক্ষশাখা) দ্বারা তাড়না করিবে। যে ব্যক্তি পথ, উদ্যান এবং জল সমীপে অশুচি প্রক্ষেপ করে, অর্থাৎ মূত্র বিষ্ঠাত্যাগাদি করে, তাহার শতপণ দণ্ড। এবং সেই অশুচি বস্তু—পরিষ্কার করিয়া দিবে। গৃহ, ভূমি, কিংবা দেওয়াল ভেদ করিলে মধ্যম সাহসদণ্ড। পরকীয় গৃহে পীড়াকর দ্রব্য নিক্ষেপ করিলে শতপণ দণ্ড। যে সাধারণ বস্তু অপলাপ করে, যে ব্যক্তি, প্রেরিত বস্তু প্রদান না করে (অর্থাৎ যে ব্যক্তি অপরের জন্য-প্রেরিত বস্তু আত্মসাৎ করে, তাহারও ঐ দণ্ড) পিতা, পুত্র, আচার্য্য, (শিষ্য) যজমান, ঋত্বিক্ পতিত না হইলে ইহাদিগের পরস্পরের মধ্যে কেহ কাহাকেও যদি পরিত্যাগ করে তবে (তাহারও ঐ দণ্ড) এবং (যে পরিত্যক্ত হইয়াছে) তাহাকে পুনর্গ্রহণ করিবে। (কিন্তু পতিত পিতাকে পুত্র, পতিত পুত্রকে পিতা, ত্যাগ করিতে পারিবে ইত্যাদি) যে ব্যক্তি দৈব পিত্র্যকার্য্যে শূদ্র প্রব্রাজিত (অর্থাৎ দিগম্বরাদিকে) ভোজন করায়, যে আপনার অযোগ্য কার্য্য করে, (যথা শূদ্রের বেদাধ্যয়ন), যে চাবিবদ্ধ গৃহ (গৃহস্বামীর বিনা অনুমতিতে) উদ্ঘাটিত করে, যে ব্যক্তি বিনা আদেশে শপথ করে, আর যে ক্ষুদ্র পশুর পুংস্ত্ব বিনষ্ট করে, (তাহারও ঐ দণ্ড) পিতাপুত্র বিরোধে যাহারা সাক্ষী থাকে, তাহাদিগের দশপণ দণ্ড। আর যে ব্যক্তি তাহার মধ্যে থাকিবে (অর্থাৎ সপণ বিবাদে প্রতিভূ হয়, অথবা কলহ বাধাইয়া দেয়) তাহার উত্তম সাহস দণ্ড। যে তুলাদণ্ড বা দ্রোণ প্রস্থাদিমান বস্তু,—কূট, (অর্থাৎ ন্যূনাধিক) করে, তাহার; যে ব্যক্তি অকূট ঐ সকল দ্রব্যকে কূট বলে, তাহার; যে নকল জিনিস বিক্রয় করে, তাহার; যে সকল বণিক দেশান্তরাগত পণ্য অল্পমূল্যে লইবার জন্য অবরুদ্ধ করে, অথবা দেশান্তরাগত পণ্য একমূল্যে গ্রহণ করিয়া তদপেক্ষা বহুমূল্যে বিক্রয় করে, তাহাদিগের প্রত্যেকের উত্তম সাহস-দণ্ড। যে বণিক মূল্য গ্রহণ করিয়া ক্রেতা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও তাহাকে বিক্রীত দ্রব্য অর্পণ না করে সে, ক্রেতাকে তাহা বৃদ্ধিসমেত প্রদান করিতে বাধ্য (যাজ্ঞবল্ক্য ৪৪ পত্র ২৫৯ শ্লোক)। এবং রাজা, ইহার শতপণ দণ্ড করিবেন। (বিক্রেতা প্রদান করিতে চাহিলেও) ক্রেতা ক্রীতদ্রব্য গ্রহণ না করিলে এবং (দেবোপদ্রব্যাদি বশতঃ) সেই দ্রব্য বিনষ্ট হইলে, সে ক্ষতি ক্রেতারই হইবে। রাজ-নিষিদ্ধ-দ্রব্য বিক্রয় করিতে বসিলে তাহার নিকট হইতে ঐ দ্রব্য কাড়িয়া লইবে। নৌশুল্কগ্রহণে নিযুক্ত ব্যক্তি স্থলজশুল্ক গ্রহণ করিলে দশপণ দণ্ড হইবে। ব্রহ্মচারী, বাণপ্রস্থ, যতি, গর্ভবতী এবং তীর্থযাত্রীদিগের নিকট নৌশুল্ক গ্রহণ করিলে নাবিক-শুল্কাধিকারে নিযুক্ত ব্যক্তির (ঐ দণ্ড হইবে) এবং গৃহীত শুল্ক তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিবে। দ্যূতক্রীড়ায় যাহারা কূটাক্ষ-দেবী (এমন পাশা নির্ম্মাণ

করা যায় যাহাতে দান পড়িবেই। সাধারণ ক্রীড়াস্থলে হস্তলাঘবে ক্রীড়োপকরণ পাশার পরিবর্ত্তে ঐ পাশাতে দান পড়াইয়া ক্রীড়া করিলে তাহাদিগকে কূটাক্ষ দেবী বলা যায়) তাহাদিগের করচ্ছেদ দণ্ড। যাহারা মন্ত্রৌষধাদির সাহায্যে অক্ষক্রীড়া করে (অর্থাৎ ঐ সকল বস্তুর প্রভাবে অপরের চক্ষুতে ধূলি প্রদান করিয়া অক্ষক্রীড়া করে) তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠচ্ছেদ তাহাদিগের দণ্ড। যাহারা গ্রন্থিভেদক (অর্থাৎ গাঁটকাটা) তাহাদিগের করচ্ছেদ দণ্ড। পশুগণ, দিবসে বৃকাদিকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, তদবস্থায় পালক, রক্ষার্থে না আসিলে পালকের দোষ। পালক, বিনষ্ট পশুর মূল্য স্বামিকে দিবে। স্বামীর অনুমতি ব্যতীত, (পালক) গাভী প্রভৃতি দোহন করিলে পঞ্চবিংশতি কার্ষাপণ (তাহার) দণ্ড। মহিষী যদি শস্যনাশ (ভক্ষণ) করে, তাহা হইলে তৎপালকের আটমাষা অর্থ দণ্ড। পালক না থাকিলে তৎস্বামীর (ঐ দণ্ড হইবে) অশ্ব, উষ্ট্র, ও গর্দ্দভের (পক্ষেও এই নিয়ম) গো হইলে অর্দ্ধ দণ্ড (চারমাষা দণ্ড) ছাগ বা মেষ হইলে তদর্দ্ধ (দুইমাষা) দণ্ড। আর ঐ সকল পশু শস্যভক্ষণ করিয়া উপবিষ্ট থাকিলে (অর্থাৎ শস্য ভক্ষণ করিয়া স্বয়ং তাহা হইতে বিরত হইলে) দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। সর্ব্বত্রই শস্যাধিকারীকে বিনষ্ট শস্যমূল্য প্রদান করিতে হইবে। পথ ও গ্রামসমীপবর্ত্তী ক্ষেত্রে অথবা বিবীতের সমীপবর্ত্তি ক্ষেত্রে এবং অনাবৃত ক্ষেত্রে(শস্য ভোজন করিলে) অপরাধ হইবে না। অল্পকাল ভোজন করিলেও অপরাধ হইবে না। উৎকৃষ্ট বৃষ কিংবা সূতিকা (যাজ্ঞবল্ক্য ৩৮ পত্র ১৬৮ শ্লোক দেখ) শস্য বিনষ্ট করিলে ও দোষ হইবে না। যে উত্তম বর্ণকে দাস্য কার্য্যে নিযুক্ত করে, তাহার উত্তম সাহস দণ্ড। যে প্রব্রজ্যা সন্ন্যাস) ত্যাগ করে, সে রাজার দাস্য করিবে। ভাড়াটিয়া ভৃত্য, নির্দ্ধারিত কালপূর্ণ হইবার পূর্ব্বে দাস্য পরিত্যাগ করিলে, সম্পূর্ণ মূল্য স্বামীকে দিবে, এবং রাজার নিকট শতপণ অর্থ দণ্ড দিবে। তাহার দোষে দৈবোপদ্রবব্যতীত যে সকল বস্তু বিনষ্ট হইবে, তাহাও স্বামীকে (গুণকার) দিবে আর ভৃত্যের বিনাদোষে স্বামী যদি নির্দ্ধারিত সময় পূর্ণ না হইতে (ঐরূপ ভৃত্যকে ত্যাগ করে, তাহা হইলে, সেই স্বামী ভৃত্যকে সমস্ত বেতন (অর্থাৎ সম্পূর্ণকালের নির্দ্ধারিতে মূল্য) এবং রাজাকে শতপণ দিতে বাধ্য। যে ব্যক্তি পাত্রের দোষ ব্যতীত, একের উদ্দেশে বাগ্দত্তা কন্যা অপরকে প্রদান করে, সে, চৌরবৎ দণ্ডনীয়। নির্দ্দোষপত্নী পরিত্যাগ করিলেও (ঐ দণ্ড)। যে ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে পরদ্রব্য ক্রয় করে (ঐ দ্রব্য চোরাই মালই হউক আর যাহাই হউক) তাহাকে সেই ব্যক্তির অর্থাৎ ক্রেতার দোষ নাই। তবে ঐ দ্রব্য-স্বামী তাহা পাইবে (অর্থাৎ একজন একজনের বস্তু অপহরণ করিয়া প্রকাশ্যভাবে তৃতীয় ব্যক্তিকে বিক্রয় করিল, তাহার পর চোর ধরা পড়িলে ক্রেতা তৃতীয় ব্যক্তির কিছু হইবে না। যাহার জিনিশ সে পাইবে, ক্রেতা, বিক্রেতাচোরের নিকট টাকা ফেরত পাইবে)। যদি অপ্রকাশ্য ভাবে, হীনমূল্যে ক্রয় করে, তাহা হইলে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই চৌরবৎ দণ্ড হইবে। গণদ্রব্য অর্থাৎ গ্রামাদি জনসমূহের সাধারণ দ্রব্য অপহরণ করিলে নির্ব্বাসন দণ্ড হইবে। যে তৎকৃত নিয়ম লঙ্ঘন করে, (তাহারও ঐ দণ্ড)। যে ব্যক্তি গচ্ছিত বস্তু অপহরণ করে, রাজা, তাহার দ্বারা গচ্ছিত ধনের অধিকারীকে অর্থ বৃদ্ধিসমেত ঐ ধন দেওয়াইবেন, এবং তাহাকে চৌরবৎ শাসন করিবেন। যে ব্যক্তি অনিক্ষিপ্তকেও নিক্ষিপ্ত বলিবে; অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে গচ্ছিত না রাখিয়া, গচ্ছিত রাখিয়াছি বলিবে, তাহারও ঐ দণ্ড। যে ব্যক্তি সীমা ভেদ করে, অর্থাৎ সীমাচিহ্ন বিলুপ্ত করে, রাজা তাহাকে উত্তম সাহস-দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া পুনর্ব্বার তদ্দ্বারা সীমাকে চিহ্নযুক্ত করিয়া লইবেন। (অমিশ্রভাবে) জাতিভ্রংশকর অভক্ষ্য (অর্থাৎ পলাণ্ডু লশুন প্রভৃতি) ভোজন করাইলে নির্ব্বাসন-দণ্ড হইবে, অভক্ষ্য এবং অবিক্রেয় বস্তু বিক্রয় করিলেও (ঐ দণ্ড)। দেব-প্রতিমা ভগ্ন করিলে, উত্তম সাহস দণ্ড। বৈদ্য, উত্তম পুরুষের অর্থাৎ রাজপুরুষের (আয়ুর্ব্বেদ না জানিয়া) মিথ্যা চিকিৎসা করিলে, উত্তম

সাহস দণ্ড। সাধারণ পুরুষের (ঐরূপ করিলে) মধ্যম সাহস দণ্ড; এবং পশু পক্ষী তির্য্যগ্‌যোনির (ঐ রূপ করিলে) প্রথম সাহস দণ্ড। দিবার জন্য অঙ্গীকৃত বস্তু না দিলে, রাজা, তাহা দেওয়াইয়া প্রথম সাহস দণ্ড করিবেন। রাজা কূটসাক্ষীদিগের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইবেন। উৎকোচোপজীবী সভ্যদিগেরও (ঐ দণ্ড) অন্যাধিকৃত গোচর্ম্মমাত্রাধিক ভূমি, তাহার (অর্থাৎ অধিকারীর) নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া অন্যকে যে প্রদান করে, সে বধ্য। আর তাহা হইতে ন্যূন হইলে ষোড়শ সুবর্ণ অর্থ দণ্ড হইবে। (সর্ব্বত্রই ভূমি পূর্ব্বাধিকারীকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে)। যে ভূমির উৎপন্ন ফল একজন মনুষ্যের সংবৎসর ভোগ্য; অল্পই হউক আর অধিকই হউক, সেই ভূমিই গোচর্ম্মমাত্র। দুইজনের নিকট যে আধি নিক্ষেপ করা হইয়াছে (অর্থাৎ এক বস্তুই অগ্রপশ্চাৎ সময়ে বন্ধক দেওয়া হইয়াছে), সেই দুই ব্যক্তি যদি বিবাদ করে, এই বন্ধকী দ্রব্য আমার, উভয় পক্ষেই এইরূপ বলিয়া স্বত্ব স্থাপনে প্রবৃত্ত হয়; তাহা হইলে বিনা বলাৎকারে যাহার ভোগে থাকে, তাহারই প্রকৃত। যদি সাগম ভোগ সহকারে সম্যক্‌রূপে দখলে থাকে, তাহা হইলে যে ব্যক্তি ভোগ করিতেছে; সেই প্রাপ্ত হইবে, তাহা কদাচ অপহার্য্য নহে। (আগম শব্দের অর্থ ক্রয় প্রতিগ্রহাদি) যে দ্রব্য, পিতা, যথাবিধি ভোগের নিয়ম অনুসারে ভোগ করিয়াছে। তাহার মৃত্যুর পর ইহাকে (অর্থাৎ তৎ পুত্রকে) কিছু বলিতে পারিবে না, যেহেতু সেই দ্রব্য তাহার ভোগতঃ প্রাপ্ত। যে ভূমি যথাবিধি তিনপুরুষ ভোগদখল করিয়া আসিতেছে, লেখ্য (অর্থাৎ দলিল) না থাকিলেও চতুর্থ পুরুষ সেই ভূমি প্রাপ্ত হইবে। নখী, দংষ্ট্রী, শৃঙ্গী, আততায়ী ও এতদ্ভিন্ন হস্তী অশ্ব বধ করিলে হন্তা দোষভাগী হইবে না। ইহাদিগকে হিংসার্থে উদ্যত দেখিলে অথচ উপায়ান্তর না থাকিলে বধ করা যাইতে পারে। গুরু, বালক, বৃদ্ধ কিংবা বহুশাস্ত্রবেত্তা ব্রাহ্মণ (যেই কেন হউক্ না) আততায়ী হইয়া আসিলে তাহাকে বিচার না করিয়াই হত্যা করিবে। গোপন ভাবে হউক আর প্রকাশ্যভাবে হউক আততায়ি বধে হন্তার কোন দোষ হয় না। কেন না আততায়ীর দুষ্কার্য্যই হত্যাকারীর ক্রোধোদ্দীপক। খড়্গাঘাত করিতে উদ্যত, (১) বিষপ্রয়োগে উদ্যত, (২) অগ্নি দানে (অর্থাৎ গৃহাদি দাহে) উদ্যত, (৩) শাপদানার্থ উদ্যত হস্ত, (৪) আথর্ব্বণিককার্য্য (অর্থাৎ অভিচার) দ্বারা মারিতে উদ্যত, (৫) রাজ সকাশে কুৎসাকারী—(অর্থাৎ যে অপরাধে বধ দণ্ড হয়, মিছামিছি রাজার নিকট সেই অপরাধ-ঘটিত নিন্দাকারী) (৬) এবং ভার্য্যাপহারী, (৭) এই সাতজনকে আততায়ী বলিয়া জানিবে। এতদ্ভিন্ন, কীর্ত্তিহারক (অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিশিষ্ট অপবাদ দিয়া কীর্ত্তি নষ্ট করে)। ধনাপহারী এবং ধর্ম্ম-কার্য্য-বিনাশী ব্যক্তিদিগকেও পণ্ডিতেরা (অতিতায়ী) বলিয়াছেন। হে ধরণি! আমি তোমার নিকট সকল অপরাধেরই অংশবিশেষ অবলম্বন করিয়া অতীব বিস্তীর্ণ দণ্ডবিধি বলিলাম। অন্য অপরাধে (অর্থাৎ যাহার দণ্ড উক্ত হয় নাই) জাতি, ধন ও বয়ঃক্রম দেখিয়া রাজা, ব্রাহ্মণদিগের সহিত মন্ত্রণাপূর্ব্বক দণ্ড কল্পনা করিয়া লইবেন। যে রাজনিযুক্ত দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে বিনাদণ্ডে মুক্তি প্রদান করে, তাহাকে এবং যে নরাধম অদণ্ডনীয় ব্যক্তিকে দণ্ড করে, তাহাকে দণ্ডনীয় (ও দণ্ডিত) ব্যক্তি অপেক্ষা দ্বিগুণ দণ্ড বহন করিতে হইবে। যাহার নগরে (অর্থাৎ রাজ্যে) চোর নাই, পরস্ত্রীগামী পুরুষ নাই, দুর্ব্বাক্যবাদী লোক নাই, স্তেয়াদি-সাহসিক বা দাঙ্গাবাজ লোক নাই, সেই রাজা ইন্দ্রলোকে গমন করেন।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

উত্তমর্ণ যাবৎধন প্রদান করিবে তাবৎ ধন অধমর্ণের নিকট হইতে গ্রহণ করিবে (ইহা আসল)। আর প্রতি মাসে বর্ণানুসারে (যথাক্রমে) প্রতিশতে দুইভাগ, তিন ভাগ, চার ভাগ এবং পাঁচ ভাগ (বৃদ্ধি) লইবে। (যাজ্ঞবল্ক্য ২৮ পত্র ৩৮ শ্লোক দেখ)। অথবা

সকল বর্ণই নিজ নিজ অঙ্গীকৃত বৃদ্ধি প্রদান করিবে। (ঋণ গ্রহণের সময়) বৃদ্ধি বিষয়ে কোন কথা না থাকিলেও একবৎসর অতীত হইলে যথাবিহিত অর্থাৎ দুইভাগ তিনভাগ ইত্যাদি যথোক্ত, অথবা মধ্যস্থ কল্পিত বৃদ্ধি দিবে। আর বন্ধকী দ্রব্য উপভোগ করিতে থাকিলে বৃদ্ধি হইবে না। দৈবোপদ্রব, কি রাজোপদ্রব ব্যতীত অন্য কোন কারণে আধি-বিনাশ হইলে উত্তমর্ণ, অধমর্ণকে তাহা দিতে বাধ্য। যদি পরিত্যাগ করিবার কোন কথা না থাকে তাহা হইলে বৃদ্ধিশেষ প্রবিষ্ট হইলেও স্থাবর আধি পরিত্যাগ করিবে না। (অর্থাৎ আধিকৃত ক্ষেত্রাদির উৎপন্ন আয়ে উচিতমত সুদ পরিশোধ হইয়াও যদি উদ্বৃত্ত থাকে, তথাপি উহা পরিত্যাগ করিবে না। আর যদি এমন কথা থাকে, যে সুদ পরিশোধের অবশিষ্ট অংশদ্বারা ঋণ পরিশোধও হইতে থাকিবে, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে ঋণ পরিশোধ হওয়ার পর ঐ আধি পরিত্যাগ করিবে)। আর যে স্থাবর গৃহীত ধন-প্রবেশার্থ (অর্থাৎ সুদ পরিশোধ হইয়া ঋণমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে এই জন্য) আধিরূপে প্রদত্ত হয়, তাহা গৃহীত ধন প্রবেশ হইলে (অর্থাৎ সমস্ত সুদ পরিশোধ হইয়া ঋণমাত্র অবশিষ্ট থাকেলে) প্রত্যর্পণ করিবে*। অধমর্ণ, গৃহীত ঋণ পরিশোধ দিতে যাইলে যদি তাহা উত্তমর্ণ গ্রহণ না করে, তাহা হইলে পরে আর সুদ চলিবেনা। সুবর্ণের চরম বৃদ্ধি দ্বিগুণ; ধান্যের তিনগুণ; বস্ত্রের চারগুণ; রসের (অর্থাৎ ঘৃত তৈলাদির) আটগুণ; এবং স্ত্রী-পশুর বৎস পর্য্যন্ত। (যাজ্ঞবল্ক্যে ২৮ পত্র ৪০ শ্লোক দেখ)। কিণ্ব, কার্পাস, সূত্র, চর্ম্ম, আয়ুধ, ইষ্টক এবং অঙ্গারের অক্ষয় বৃদ্ধি (অর্থাৎ ইহাদিগের সুদ চিরকাল চলিবে)। অনুক্ত বস্তুর দ্বিগুণ বৃদ্ধি। দত্তঋণ যে কোনরূপে আদায় করিতে চেষ্টা করুক্না কেন (উত্তমর্ণকে) রাজা কিছু বলিবেন না। আর সাধ্যমান (অর্থাৎ আদায় করিবার অবস্থায় কোনরূপে পীড়িত) হইয়া অধমর্ণ যদি রাজার নিকট যায়, রাজা গৃহীত-ধনের সমপরিমাণ তাহার অর্থ দণ্ড করিবেন। আর উত্তমর্ণ যদি (কোন রূপে আদায় করিতে না পারিয়া) রাজার নিকট গমন করে, (অথবা অভিযোগ উপস্থিত করে) এবং ঋণ গ্রহণাদির বিষয় সপ্রমাণ করিয়া দেয়, তাহা হইলে অধমর্ণ, কৃত-ঋণের দশমাংশের একাংশ রাজ সরকারে অর্থদণ্ড দিবে। (উত্তমর্ণকে ত পরিশোধ করিবেই)। এবং প্রাপ্ত-ধন উত্তমর্ণ ঐ ধনের বিংশতি ভাগের এক ভাগ রাজাকে দিবে। যে অধমর্ণ, সকল ঋণের অপলাপ করে, উত্তমর্ণ তৎসমস্তের মধ্যে কিয়দংশ সপ্রমাণ করিলে (উত্তমর্ণ-কথিত-সকল ঋণ পরিশোধ করিতে অধমর্ণ বাধ্য হইবে। (যাজ্ঞবল্ক্য ২৬ পত্র ২১ শ্লোক দেখ)। তাহা প্রমাণ করিবার তিন রকম উপায়, লিখিত (অর্থাৎ দলিল) সাক্ষী ও শপথ করা। ঋণ গ্রহণ সসাক্ষিক হইলে ঋণ পরিশোধও সাক্ষি-সন্নিধানে করিবে। লিখিত প্রয়োজন সমাপ্ত হইলে ঐ লিখিত (দলিল) ছিঁড়িয়া ফেলিবে। (অর্থাৎ ঋণ দানার্থ কৃত দলিলের প্রয়োজন—তাহা আদায় হওয়া, সে কার্য্য সমাপ্ত হইলে দলিল নষ্ট করিবে)। অসম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ সময়ে উত্তমর্ণের নিকট লেখ্য (অর্থাৎ খতপত্র প্রভৃতি না থাকিলে উত্তমর্ণ, অধমর্ণকে নিজ লিখিত (একরারপত্র) প্রদান করিবে। ঋণগ্রাহী, পরলোকগত, প্রব্রজিত, কিংবা নিরুদ্দেশ হইলে, তাহার পুত্র পৌত্র দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য; অতঃপর ইচ্ছা না করিলে ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে না। সপুত্র ব্যক্তির, বা অপুত্র ব্যক্তির যে ধনাধিকারী হইবে সেই ঋণ পরিশোধ করিবে। নির্ধন অপুত্রক ব্যক্তির যে স্ত্রী গ্রহণ করিবে, সে ঋণ শোধ করিবে। (যাজ্ঞবল্ক্য ২৯ পত্র ৫২ শ্লোক দেখ) স্ত্রীলোকের পতি-পুত্র-কৃত ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে না। স্ত্রীলোকের

* ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, কোন কথা যদি না থাকে তবে অধিক আয়কর স্থাবর আধিও পরিত্যাগ করিবে না। এক্ষণে উক্ত হইতেছে যদি সুদ পরিষ্কারের পর উদ্বৃত্ত আয় দ্বারা মূলধন পরিশোধার্থ আধিপ্রদত্ত হয়। তবে ক্রমে মূল শোধ হইলে উহা প্রত্যর্পণ করিবে। কি রকম কথা থাকিলে স্থাবর, আধি প্রত্যর্পণ করিবে, ইহা জানাইবার জন্য এই অংশ উক্ত হইল। ইহা কোন পণ্ডিতের মত।

৮ত ঋণ স্বামী-পুত্র পরিশোধ করিতে বাধ্য নহে। পিতা, পুত্রকৃত ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য নহে। অবিভক্ত অবস্থায় পরিবার ভরণার্থ কৃত ঋণ, যে জীবিত থাকিবে সেই দিবে (যাজ্ঞবল্ক্য ২৯ পত্র ৪৬ শ্লোকে বিশেষ দেখ)। অবিভক্ত ভ্রাতৃগণের ধন হইতে পৈতৃক ঋণ পরিশোধ হইবে। আর ভ্রাতৃগণ বিভক্ত হইলে (উত্তরাধিকারাদি সূত্রে) স্বস্ব অধিকৃত পৈতৃক সম্পত্তি অনুসারে অংশ দিয়া পৈতৃক ঋণ শোধ করিবে। গোপ, শৌণ্ডিক, শৈলূষ, রজক এবং ব্যাধ ইহাদিগের স্ত্রী যে ঋণ করিবে স্বামী তাহা পরিশোধ করিবে। বাক্ প্রতিপন্ন (অর্থাৎ যাহা পরিশোধ করিতে স্বীকৃত হইয়াছে সেই) ঋণ, কুটুম্বী (অর্থাৎ পরিবারান্তর্গত যে কোন স্বীকারকারী ব্যক্তি) পরিশোধ করিতে বাধ্য। আর কুটুম্ব ভরণার্থে ঋণ (স্ত্রীলোকের কৃতই হউক আর যাহাই হউক) পরিবারের অন্তর্গত যে কোন ব্যক্তি পরিশোধ করিবে ইহা কোন কোন পণ্ডিতের মত। যে ব্যক্তি আগামী কল্য সমস্ত সমভাবে প্রদান করিব (অর্থাৎ সুদ দিব না, কেবল যাহা লইতেছি তাহাই দিব) এই বলিয়া ঋণ গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ লোভবশতঃ তাহা পরিশোধ না করে, উত্তমর্ণ, পশ্চাৎ তাহার সুদ পাইতে পারিবে। দর্শনে, প্রত্যয়ে ও দানে প্রতিভূত্ব বিহিত আছে, কথা ঠিক না হইলে (রাজা উত্তমর্ণের প্রদত্ত অর্থ) প্রথম দুই জনের অর্থাৎ দর্শন-প্রতিভূ এবং প্রত্যয়-প্রতিভূর দ্বারাই দেওয়াইবেন (আর দান-প্রতিভূ জীবিত না থাকিলে) তদীয় পুত্রাদি দ্বারাও দেওয়াইবেন (যাজ্ঞবল্ক্য ৩০ পত্র ৫৪। ৫৫ শ্লোক দেখ)। বহু প্রতিভূ হইলে যে, যেরূপ অর্থ দিতে অঙ্গীকার করিবে, সে সেইরূপ প্রদান করিবে। আর অর্থের কোন বিশেষ উল্লেখ না থাকিলে ধনীর অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য হইবে (যাজ্ঞ...৩০ পত্র ৫৬ শ্লোক)। উত্তমর্ণোপপীড়িত অধমর্ণ-প্রতিভূ যে ধন প্রদান করিবে, অধমর্ণ, স্বীয় প্রতিভূকে, তাহার দ্বিগুণ ধন দিতে বাধ্য (ঐ ৫৭ শ্লোক দেখ)।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

আরম্ভ। লেখ্য অর্থাৎ দলিল ত্রিবিধ,—রাজসাক্ষিক সসাক্ষিক এবং অসাক্ষিক। রাজ বিচারালয়ে রাজ-নিযুক্ত কায়স্থ (অর্থাৎ মুহুরী) লিখিত, বিচারালয়াধ্যক্ষের হস্ত (অর্থাৎ পাঞ্জা) ইত্যাদি দ্বারা চিহ্নিত লেখ্য—রাজসাক্ষিক। যে কোন স্থানে যে কোন ব্যক্তির লিখিত সাক্ষিগণের হস্তচিহ্নিত লেখ্য সসাক্ষিক। আর স্বহস্ত লিখিত লেখ্য অসাক্ষিক। তাহা বলপূর্ব্বক সাধিত হইলে অপ্রমাণ (বলপূর্ব্বক সাধিত কি না তাহা অধমর্ণাদির কথায় জানা যাইবে)। আর ছলপূর্ব্বক কৃত সকল দলিলই (অপ্রমাণ)। দূষিত-কর্ম্ম-দুষ্ট (অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুষ্কার্য্য করায় দোষী বলিয়া পরিচিত—কূটসাক্ষী প্রভৃতি; অথবা দূষিত এবং কর্ম্মদুষ্ট, অতি বৃদ্ধাদি দূষিতের মধ্যেও কূটসাক্ষী প্রভৃতি কর্ম্মদুষ্টের মধ্যে গণ্য) সাক্ষীগণের অঙ্কিত (অর্থাৎ হস্তচিহ্নিত) লেখ্য সসাক্ষিক হইলেও (অপ্রমাণ)। এবং তাদৃশ ব্যক্তির লিখিতও (অপ্রমাণ)। স্ত্রীলোক, বালক, পরাধীন, মত্ত, উন্মত্ত, ভীত এবং তাড়িত ব্যক্তির কৃত অর্থাৎ এই প্রকার লোক যে দলিলের গ্রহীতা ও দাতার মধ্যে অন্যতর, তাহা অপ্রমাণ; দেশাচারের অবিরুদ্ধ সুস্পষ্ট হস্তচিহ্নে চিহ্নিত, অলুপ্ত-ক্রম-বর্ণ-মালা-যুক্ত সুযোগ্য-ব্যক্তির লেখ্যই প্রমাণ। তৎকৃত বর্ণ (অর্থাৎ তল্লিখিত পত্রাক্ষর) তৎকৃত-চিহ্ন (অর্থাৎ শ্রীকারাদি) তৎকৃত পত্রান্তর, (হাঁ ইহাদিগের পরস্পরের এরূপ ব্যবহার এতাদৃশ সময়ে সম্ভবপর বটে ইত্যাদি) যুক্তি এবং লেখ্যস্থিত লিখন পরিপাটীর তুল্য লিখন পরিপাটী এতৎ সমস্ত দ্বারা সন্দিগ্ধ লেখ্য সপ্রমাণ করিবে। লেখক—কি অধমর্ণাদি—কি সাক্ষী, যদি বলে এ লেখ্য আমার নহে, তাহা হইলে তাহাদিগের অক্ষরাদি দ্বারা লেখ্য সপ্রমাণ করিবে, যেখানে ঋণী, ধনী সাক্ষী, কিংবা লেখক মৃত হয়, সেখানে সেই লেখ্য তাহাদিগের স্বহস্ত চিহ্ন দ্বারা সপ্রমাণ করিবে।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

অসাক্ষীর বিষয় আরম্ভ হইল।

রাজা, শ্রোত্রিয়, (অর্থাৎ ব্রতানুষ্ঠানপূর্ব্বক সাঙ্গবেদাধ্যায়ী) প্রব্রজিত, ধূর্ত্ত, তস্কর, পরাধীন, স্ত্রীলোক, বালক, সাহসিক, (দস্যু প্রভৃতি) অতি বৃদ্ধ, সুরাদি সেবনে মত্ত, উন্মত্ত, অভিশস্ত, পতিত, ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, ব্যসনান্বিত এবং অনুরাগান্ধ—ইহারা সাক্ষী হইবে না। শত্রু, মিত্র, অর্থসম্বন্ধী (অর্থাৎ অধমর্ণাদি) বিকর্ম্মা,—(অর্থাৎ বর্ণাশ্রম-বিরুদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠায়ী), দৃষ্টদোষ (অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহার কূটসাক্ষ্য ইত্যাদি দোষ প্রমাণ হইয়াছে) এবং সহায়—ইহারাও সাক্ষী হইবেনা। যে ব্যক্তি সাক্ষীর মধ্যে নির্দ্দিষ্ট না হইয়াও উপস্থিত হইয়া কিছু বলে, (সেও অসাক্ষী) এবং একজন লোকও অসাক্ষী। চৌর্য্য, সাহস (অর্থাৎ দস্যুতা প্রভৃতি) বাক্‌পারুষ্য (অর্থাৎ গালিগালাজ করা) দণ্ডপারুষ্য (অর্থাৎ আঘাতাদি) সংগ্রহণ (অর্থাৎ পরস্ত্রী হরণাদি) এ সকল বিষয়ে সাক্ষী পরীক্ষা করিবে না (অর্থাৎ রাজাদিকেও সাক্ষী হইতে হইবে)। অনন্তর সাক্ষীদিগের বিষয় উক্ত হইতেছে। সদ্বংশোৎপন্ন, সচ্চরিত্র, ধনবান্‌, যজ্ঞশীল, তপোনিষ্ঠ, পুত্রবান্‌, ধার্ম্মিক, ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক অধীতবেদ, সত্যবাদী এবং ত্রৈবিদ্য বৃদ্ধ, (তর্কশাস্ত্র, ঋগ্‌যজুঃ সামবেদ এবং কৃষি শিল্প বাণিজ্যাদি-বিষয়ক শাস্ত্র এই সমুদায়ে সবিশেষ পারদর্শী) ব্যক্তিরা (সাক্ষী হইবার উপযুক্ত।) কথিত গুণসম্পন্ন এবং বাদী প্রতিবাদী উভয়ের অনুমত এক ব্যক্তিও (সাক্ষী হইতে পারে।) বিবাদী দুই পক্ষের মধ্যে যাহার পূর্ব্ববাদ অর্থাৎ যে বাদী, তাহার সাক্ষীগণকে (প্রথমে) জিজ্ঞাসা করিবে। আর কার্য্যবশতঃ যেখানে পূর্ব্বপক্ষের হীনতা হয়, সেখানে প্রতিবাদীর (সাক্ষীগণকেই জিজ্ঞাসা করিবে; যাজ্ঞবল্ক্য ২৬ পত্র ১৮ শ্লোক দেখ)। নির্দ্দিষ্ট সাক্ষী মৃত বা দেশান্তর-গত হইলে যাহারা তাহার বক্তব্য অবগত থাকিবে তাহারাই প্রমাণ (অর্থাৎ সাক্ষী স্থানীয়।) সাক্ষাৎ দর্শন বা সাক্ষাৎ শ্রবণ করিলে সাক্ষী হয়*সাক্ষীগণ সত্য দ্বারা পূত হ'ন। তবে যেখানে (সত্য বলিলে) ব্রহ্মচারীর বধ হয় সেখানে অনৃত দ্বারা পূত হ'ন। এইরূপ স্থলে দ্বিজাতি মিথ্যা-জনিত পাপক্ষালনার্থ কুষ্মাণ্ড মন্ত্র দ্বারা অগ্নিতে আহুতি দিবে। আর শূদ্র একদিন উপবাসী থাকিয়া, দশটী গাভীকে গ্রাস দিবে। স্বভাবতঃ বিকৃতি, মুখের বিবর্ণতা এবং অসম্বদ্ধ প্রলাপ দ্বারা কূট সাক্ষী বুঝিয়া লইবে। (যাজ্ঞ ২৬ পত্র ১৬ শ্লোক দেখ)। সাক্ষীদিগকে সূর্য্যোদয় হইলে আহ্বান করিয়া শপথ করাইয়া জিজ্ঞাসা করিবে। "বল" এই বলিয়া ব্রাহ্মণকে; "সত্য বল" এই বলিয়া ক্ষত্রিয়কে; গো বীজ সুবর্ণ দ্বারা (অর্থাৎ মিথ্যা বলিলে গো প্রভৃতি নিষ্ফল হইবে বলিয়া) বৈশ্যকে; এবং সকল মহাপাতক দ্বারা শূদ্রকে জিজ্ঞাসা করিবে। এবং নিম্নলিখিত কথা সাক্ষীদিগকে শুনাইবে, যে সকল স্থান মহাপাতকীগণের ও যে সকল স্থান উপপাতকীগণের (প্রাপ্য) কূট সাক্ষীদিগেরও সেইসকল স্থান। জন্মমৃত্যুর মধ্যে যত পুণ্য কৃত হইয়াছে ও হইবে, মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে তাহা বিনষ্ট হয়। সত্যবলে সূর্য্যদেব আলোক দান করেন। সত্যবলে চন্দ্র শোভা পাইয়া থাকেন। সত্যবলে বায়ু বহন হয়। সত্যবলে, পৃথিবী, ধারণ করেন। সত্যবলে জল স্থিতি। সত্যবলে অগ্নিস্থিতি। সত্যবলে আকাশ স্থিতি। সত্যবলে দেবগণ। সত্যবলেই যাগযজ্ঞ। সহস্র অশ্বমেধ এবং একটী সত্য, তুলাতে ধৃত হইলে সহস্র অশ্বমেধ হইতে সত্যই বিশিষ্ট (অর্থাৎ গুরুভার) হয়। যাহারা জানিয়াও সাক্ষ্য প্রদান কালে চুপ করিয়া থাকে, তাহাদিগের পাপ এবং রাজদণ্ড—কূটসাক্ষীদিগের তুল্য। এইরূপ, রাজা বর্ণানুক্রমে সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিতে থাকিবেন। যাহার সাক্ষীগণ প্রতিজ্ঞা করিয়া সত্য বলিবেন (অর্থাৎ যাহার প্রস্তাবিত বিষয় সাক্ষীদিগের সত্য-কথানুসারে সত্য বলিয়া

* গালাগালির দর্শন হয় না শ্রবণ হয়, এই জন্য দ্বিতীয় কল্পের উল্লেখ। ফলকথা দর্শন সম্ভব হইলে সাক্ষাৎ দর্শন, শ্রবণ সম্ভব হইলে সাক্ষাৎ শ্রবণ করিলে তবে সাক্ষী হইতে পারিবে।

প্রমাণ হইবে) সে জয়ী হইবে। আর যাহার সাক্ষীগণ বিপরীত-বাদী তাহার পরাজয় নিশ্চিত। রাজা, সাক্ষিদ্বৈধ হইলে অর্থাৎ বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষের সাক্ষীগণই কূট সাক্ষী বলিয়া প্রতিপন্ন না হইলে বহুত্ব গ্রহণ করিবেন অর্থাৎ যে দিকে অধিক সাক্ষী সেই পক্ষের জয় হইবে। সমান হইলে উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন সাক্ষীরাই গ্রাহ্য। সমান গুণসম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মণসাক্ষীগণই প্রমাণ। কূটসাক্ষী যে যে বিবাদে মিথ্যা বলিবে; তত্তৎবিবাদঘটিত কার্য্য নিবৃত্ত হইবে অর্থাৎ সেইখানেই কার্য্য শেষ হইবে, আর কৃতকার্য্য ও অকৃতবৎ হইবে।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

অথ শপথ কার্য্য। রাজদ্রোহ এবং সাহস (অর্থাৎ দস্যুতাদি) কার্য্যে যথেচ্ছ (শপথ করাইবে)। গচ্ছিত রাখা এবং চৌর্য্য, গচ্ছিত ও অপহৃত ধন প্রমাণে (শপথ)। সকল অর্থেই তাহার মূল্য সুবর্ণ কল্পনা করিয়া লইবে। অর্থাৎ সংশয়স্থলে শপথ বিধি, রাজদ্রোহাদি সন্দেহে যে কোন শপথ গচ্ছিত রাখা না রাখা এবং অপহরণ করা না করা সম্বন্ধে সন্দেহ হইলে ঐ ধনের প্রমাণে নিম্ন লিখিত রীতিক্রমে শপথ হইবে; যে বস্তুঘটিত শপথ চলিবে তন্মূল্যমত সুবর্ণ হিসাব ধরিয়া শপথের বিধি যথা—) তাহাতে কৃষ্ণলের ন্যূন হইলে শূদ্রের হস্তে দূর্ব্বা দিয়া শপথ করাইবে। দুই কৃষ্ণলের ন্যূন হইলে হস্তে তিল দিয়া; তিন কৃষ্ণলের ন্যূন হইলে হস্তে রজত দিয়া; চার কৃষ্ণলের ন্যূন হইলে হস্তে স্বর্ণ দিয়া; পাঁচ কৃষ্ণলের ন্যূন হইলে, হস্তে লাঙ্গলাগ্রোদ্ধৃত মৃত্তিকা দিয়া শপথ করাইবে। সুবর্ণার্দ্ধের ন্যূন হইলে, শূদ্রকে কোশ প্রদান করিবে। (কোশ প্রদানের রীতি উল্লিখিত হইবে) তদূর্দ্ধ হইলে, পাত্রানুসারে তুলা, অগ্নি, জল ও বিষের অন্যতম দিব্য দিবে। (পূর্ব্বাপেক্ষা) দ্বিগুণ অর্থ হইলে বৈশ্যেরও শপথ কর্ত্তব্য। তিনগুণ হইলে ক্ষত্রিয়ের ও চার গুণ হইলে ব্রাহ্মণের (শপথ হইবে) আগামিকালে বিশ্বাস প্রতিপাদন ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশে ব্রাহ্মণকে কোশ প্রদান করিবে না। তবে কোস্থশানে ব্রাহ্মণকে লাঙ্গলাগ্রোদ্ধৃত মৃত্তিকা হস্তে দিয়াই শপথ করাইবে। পূর্ব্বে যাহার দোষ সপ্রমাণ হইয়াছে, স্বল্প অর্থেও তাহাকে প্রধান দিব্যগণেরই মধ্যে যে কোন একটী দিব্য করাইবে। সজ্জনমণ্ডলীর মধ্যে সচ্চরিত্র বলিয়া পরিচিত ব্যক্তিকে অধিক প্রয়োজনেও শপথ করাইবে না। অভিযোগকারী শীর্ষবর্ত্তন করিবে। (অর্থাৎ যদি এ ব্যক্তি অপরাধী বলিয়া প্রতিপন্ন না হয় ত আমি দণ্ড গ্রহণ করিব এই স্বীকার করিবে) অভিযুক্ত ব্যক্তি শপথ করিবে। রাজদ্রোহ এবং দস্যুতা প্রভৃতি সাহসকার্য্যে শীর্ষবর্ত্তন ব্যতীতও (দিব্য করিতে হইবে)। স্ত্রীলোক, ব্রাহ্মণ, বিকল, অসমর্থ এবং রোগীদিগকে তুলা দেওয়া কর্ত্তব্য অর্থাৎ ইহাদিগের তুলা পরীক্ষা হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা (তুলা) বায়ু বহিতে থাকিলে হইবে না। কুষ্ঠরোগাক্রান্ত, অসমর্থ এবং লৌহকারকে অগ্নি দিবে না অর্থাৎ ইহাদিগের অগ্নিপরীক্ষা হইবে না। শরৎকালে ও গ্রীষ্মকালে অগ্নি দিবে না। কুষ্ঠরোগাক্রান্ত, পিত্তপ্রকৃতি এবং ব্রাহ্মণকে বিষদান করিবে না অর্থাৎ ইহাদিগের বিষপরীক্ষা নিষিদ্ধ। বর্ষাকালেও (দিবে না)। কফরোগাক্রান্ত, ভীরু, শ্বাসকাসযুক্ত এবং জলজীবীকে (জালিকাদি) জল দিবে না অর্থাৎ ইহাদিগের জলপরীক্ষা নিষিদ্ধ। হেমন্তকালে এবং শিশিরকালেও (দিবে না) নাস্তিকদিগকে কোন দিব্য দিবে না অর্থাৎ—ইহাদিগের কোন পরীক্ষা হইবে না। ব্যাধিমরকোপদ্রবযুক্ত দেশেও (কোন দিব্য দিবে না)। পূর্ব্বদিনে কৃতোপবাস, সবস্ত্র-স্নাত (অভিযুক্ত) ব্যক্তিকে সূর্য্যোদয়কালে আহ্বান করিয়া দেবতা ও ব্রাহ্মণের নিকটে দিব্য সকল করাইবে

নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়।

অনন্তর তুলার বিষয় কথিত হইতেছে। (তুলা স্তম্ভ) চার হস্ত উচ্চ এবং দুই হাত বিস্তৃত; তাহাতে পাঁচ হাত আয়ত সারবৃক্ষ-নির্ম্মিত (দণ্ডের) উভয় দিকে শিক্য (শিকা) থাকিবে তাহার নাম তুলা। স্বর্ণকার ও কাংস্যকারদিগের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি, সেই তুলা ধারণ করিবে অর্থাৎ উন্নতি-অবনতি-হেতু-স্থান বিশেষ অবলম্বন করিবে। তাহার এক শিক্যে অভিযুক্ত পুরুষকে আর দ্বিতীয় শিক্যে প্রস্তর প্রভৃতি পরিমাণ দ্রব্য স্থাপন করিবে। পরিমাণ দ্রব্য ও পুরুষকে ঠিক সমভাবে ধারণ (অর্থাৎ সমান ওজন) ও সুচিহ্নিত করিয়া পুরুষকে নামাইবে। (পুরুষের বস্ত্রাভরণাদি ও পরিমাণ পাষাণাদি, ভ্রষ্ট হইলে যাহাতে জানা যায়; এইজন্য চিহ্নিত করা আবশ্যক। তুলা এবং তুলাধারীকে শপথ পূর্ব্বক গ্রহণ করিবে (অর্থাৎ প্রথম তুলাধারীকে দিব্য দিবে ও তুলাকে মন্ত্রপূত করিবে) যে সকল স্থান ব্রহ্মঘাতীদিগের (প্রাপ্য) বলিয়া স্মৃত হইয়াছে এবং যে সকল স্থান কূটসাক্ষী-দিগের (প্রাপ্য) মিথ্যাতুলাধারী তুলাধারকেরও সেই সকল স্থান। (ব্রহ্মঘাতী প্রভৃতি ব্যক্তি যে সকল নরক ভোগ করে, ঐ ব্যক্তিরও তাহাই ভোগ করিতে হয়)। ধটশব্দ ধর্ম্ম-বাচক এইজন্য তুমি "ধট" এই নামে অভিহিত হইয়াছ। হে ধট! যাহা মনুষ্যে জানে না, তাহা তুমিই জান; ব্যবহারস্থলে আরোপিত-কলঙ্ক এই মনুষ্য তোমাতে তুলিত হইতেছে। অতএব ইহাকে এই সংশয় হইতে ধর্ম্মতঃ পরিত্রাণ করা তোমার উচিত। অনন্তর পুনর্ব্বার সেই পুরুষকে শিক্যে আরোপিত করিবে। তুলিত হইয়া যদি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ পূর্ব্বে সমধৃত পরিমাণ পাষাণাদি অপেক্ষা গুরুভার হয়) তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ধর্ম্মতঃ পবিত্র। শিক্যচ্ছেদ অক্ষভঙ্গাদি হইলে পুনর্ব্বার সেই মনুষ্যকে তুলিত করিবে, যাহা হইতে নির্দ্ধারণ হইতে পারে। এইরূপ নিঃসংশয় জ্ঞান হওয়া (আবশ্যক)।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়।

অগ্নি পরীক্ষার কথা কথিত হইতেছে। ষোড়শ অঙ্গুলি-পরিমিত ষোড়শ-অঙ্গুলি-অন্তর অন্তর সাতটী মণ্ডল করিবে। অনন্তর পূর্ব্ব-মুখ প্রসারিত বাহু অভিযুক্ত ব্যক্তির করদ্বয়ে সাতটী অশ্বত্থ পত্র দিবে। দুই হস্তের সহিত সেই সকল পত্র সূত্র দ্বারা বেষ্টন করিবে। তৎপরে, তাহাতে অর্থাৎ পত্রাচ্ছাদিত হস্ত-দ্বয়ে পঞ্চাশৎ পল পরিমিত, সমতল অগ্নিবর্ণ জ্বলন্ত লৌহপিণ্ড স্থাপন করিবে। (অভি-যুক্ত ব্যক্তি) তাহা লইয়া সেই সকল মণ্ডলে নাতি শীঘ্র নাতি বিলম্বিতভাবে পদক্ষেপ করত গমন করিবে। তৎ পশ্চাৎ সপ্তম মণ্ডল পার হইয়া (হস্তস্থিত) লৌহপিণ্ড ভূমিতে ফেলিয়া দিবে। যে ব্যক্তির দুই হাতের মধ্যে কোন স্থলেও দগ্ধ হয় তাহাকে অশুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। আর যে ব্যক্তি সর্ব্বথা অদগ্ধ সেই ব্যক্তি বিশুদ্ধ হইবে। যে ব্যক্তি ভয়ক্রমে (লৌহপিণ্ড) ফেলিয়া দেয়, অথবা যে ব্যক্তি দগ্ধ হইল কি না ঠিক করা যায় না, শপথ ক্রিয়ার অশুদ্ধি বশতঃ অর্থাৎ তাহা ঠিক না হওয়ায় তাহাকে পুনর্ব্বার লৌহপিণ্ড গ্রহণ করাইবে। অভিযুক্তব্যক্তি উভয় কর দ্বারা ব্রীহিমর্দ্দন করিলে তাহার উভয় করতল অগ্রেই (অর্থাৎ অশ্বত্থ পত্র দিবার পূর্ব্বেই) লক্ষ্য করিবে (কোন চিহ্ন আছে কি না দেখিবে)। অনন্তর মন্ত্রপাঠ করিয়া ইহার অর্থাৎ অভি-যুক্ত পুরুষের হস্তদ্বয়ে লৌহপিণ্ড স্থাপন কর্ত্তব্য। হে অগ্নি! তুমি সাক্ষীর ন্যায় সর্ব্বভূতের অন্তরে বিচরণ করিতেছ। অতএব হে অগ্নি! যাহা মনুষ্যের অজ্ঞাত তাহা তুমিই অবগত আছ। ব্যবহারস্থলে আরোপিত-কলঙ্ক এই মনুষ্য, শুদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করিতেছে, অতএব ইহাকে এই সংশয় হইতে ধর্ম্মতঃ পরিত্রাণ করা তোমার উচিত।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়।

জল পরীক্ষার বিষয় কথিত হইতেছে। পঙ্ক, শৈবল, দুষ্ট-গ্রাহ, দুষ্ট-মৎস্য এবং জলৌকাদিবর্জ্জিত জলে (জল পরীক্ষা হয় যথা) তাহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তি আনাভিমগ্ন, রাগদ্বেষশূন্য (অর্থাৎ অভিযুক্ত পুরুষের মিত্রও নহে শত্রুও নহে) অন্য এক পুরুষের জানুদ্বয় ধারণ করিয়া নিম্নলিখিত প্রকার মন্ত্রপূত জলে প্রবেশ করিবে। ঠিক সেই সময়েই আর একজন পুরুষ অনতি আকর্ষিত ও অনতি অনাকর্ষিত শরাসন দ্বারা শরক্ষেপ করিবে। অপর এক পুরুষ সেই পতিত শরকে সবেগে আনয়ন করিবে। এই কালের মধ্যে যাহাকে দেখা যাইবে না, অর্থাৎ যে অভিযুক্ত ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত জলমধ্যে অবগাঢ় থাকিবে, সে বিশুদ্ধ বলিয়া কীর্ত্তিত। অন্যথা—একাঙ্গ দর্শনেও অবিশুদ্ধ হইবে। হে জল! তুমি সাক্ষীর ন্যায় সর্ব্বভূতের অন্তরে বিচরণ করিতেছ। অতএব হে জল! যাহা মনুষ্যের অজ্ঞাত তাহা তুমিই জান। ব্যবহার স্থলে আরোপিত কলঙ্ক এই মনুষ্য, তোমাতে নিমগ্ন হইতেছেন। অতএব ইহাকে এই সংশয় হইতে ধর্ম্মতঃ পরিত্রাণ করা তোমার উচিত।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বিষ পরীক্ষার বিষয় কথিত হইতেছে। হিমালয় সম্ভূত শাঙ্গ-বিষ ব্যতীত সকল বিষই অদেয়। সেই বিষের সাত যব ঘৃতাক্ত করিয়া অভিশস্ত ব্যক্তিদিগকে দিবে। যদি বিষ, বেগক্রম শূন্য হইয়া সুখে জীর্ণ হয়? তাহা হইলে তাহাকে বিশুদ্ধ জানিয়া দিনান্তে বিদায় দিবে। হে বিষ! বিষত্ব এবং বিষঘ্নত্ব হেতু, সর্ব্বদেহীর নিকটেই তুমি ক্রূর। যাহা মনুষ্যের অজ্ঞাত তাহা তুমিই জান। ব্যবহারাভিশস্ত এই মনুষ্য শুদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করে। অতএব ইহাকে এই সংশয় হইতে ধর্ম্মতঃ পরিত্রাণ করা তোমার উচিত।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

কোশ পরীক্ষার বিষয় কথিত হইতেছে। দেবতার দিকে সম্মুখ করিয়া ইহা আমি করি নাই, বলিতে বলিতে উগ্রদেবতা (দুর্গা প্রভৃতির) পূজা করিয়া তদীয় স্নান জল হইতে তিন প্রসৃতি জল পান করিবে। দুই সপ্তাহ কি তিন সপ্তাহের মধ্যে যাহার;—রোগ, অগ্নি-উপদ্রব, জ্ঞাতিমরণ অথবা রাজভীতি হয়, দেখা যায়; তাহাকে অশুদ্ধ জানিবে, বিপর্য্যয়ে শুদ্ধ বলিয়া জানিবে। দিব্যে শুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন পুরুষকে ধার্ম্মিক রাজা সম্মানিত করিবেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

পুত্র দ্বাদশবিধ হইয়া থাকে। স্বীয় রমণীর মধ্যে যথাবিধি সংস্কৃতাপত্নীতে আপনার উৎপাদিত পুত্র,—ঔরস (ইহা) প্রথম। নিয়োগ-ধর্ম্মানুসারে সপিণ্ড (সগোত্র, সবর্ণ) বা উত্তম বর্ণ পুরুষকর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্র,—ক্ষেত্রজ (ইহা) দ্বিতীয়। পুত্রিকাপুত্র,—তৃতীয়। "ইহার যে পুত্র সে আমার পুত্র অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদি কার্য্যকারী হইবে" এই বলিয়া পিতাকর্ত্তৃক যে কন্যা প্রদত্তা হয় সে পুত্রিকা। আর উক্ত পুত্রিকা বিধিঅনুসারে অপ্রদত্তা (অথচ মনে মনে পুত্রিকা বলিয়া স্থিরীকৃতা) ভ্রাতৃহীনা কন্যাও পুত্রিকা-পদবাচ্যাই হইবে। চতুর্থ পৌনর্ভব পুত্র। পুনঃ সংস্কৃতা (অর্থাৎ পাত্রান্তরের সহিত পরিণীতা) অক্ষতা (অর্থাৎ অনুপভুক্তা—বাগ্‌দত্তা),—পুনর্ভূ। এবং পরোপভুক্তা, পুনঃ সংস্কৃতা না হইলেও (অর্থাৎ একজনের সহিত বাগ্‌দান ও অপরের সহিত বিবাহ এরূপ না হইলেও কেবল পুরুষান্তরের সংসর্গদূষিত হইলেই) পুনর্ভূ হইবে। পঞ্চম—কানীন পুত্র যাহা কন্যাকালে পিতৃগৃহে উৎপাদিত হয়। যে ঐ কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে উক্ত পুত্র তাহারই হইবে। ষষ্ঠ গূঢ়োৎপন্ন পুত্র (স্বামীগৃহে প্রচ্ছন্নভাবে (অর্থাৎ পুরুষান্তর দ্বারা) উৎপাদিত গূঢ়োৎপন্ন কহে। যাহার পত্নীতে

হইবে ঐ পুত্র তাহার। সপ্তম সহোঢ় পুত্র। যে নারী গর্ভবতী থাকিয়া পরিণীতা হয়, তাহার (সেই গর্ভোদ্ভব) পুত্র—সহোঢ় ঐ পুত্র পাণিগ্রাহকের। অষ্টম দত্তক পুত্র। মাতাপিতা যাহাকে প্রদান করিয়াছে ঐ পুত্র তাহার। নবম ক্রীত পুত্র। যে ব্যক্তি ক্রয় করিবে ঐ পুত্র তাহার। দশম স্বয়মুপগত। (যে বালক অনাশ্রয় হইয়া পিতৃসম্বোধনপূর্ব্বক স্বয়ং একজনের শরণাপন্ন হয় সে, স্বয়মুপগত)। যাহার নিকট উপস্থিত হইবে, ঐ পুত্র তাহার। একাদশ অপবিদ্ধ পুত্র। পিতা-মাতার পরিত্যক্ত পুত্র অপবিদ্ধ। যে ব্যক্তি তাহাকে গ্রহণ করিবে ঐ পুত্র তাহার। যে কোন রমণীতে উৎপাদিত পুত্র দ্বাদশ। ইহাদিগের মধ্যে (পরোল্লিখিত অপেক্ষা) পূর্ব্বপূর্ব্বোল্লিখিত পুত্র প্রধান। সেই পুত্রই পিতার ধনাধিকারী হইবে। * সেই, অন্য সকলকে ভরণপোষণ করিবে। নিজ ধনানুসারে অবিবাহিতা ভগিনীর এবং অসংস্কৃত ভ্রাতৃদিগের সংস্কার করাইবে। পতিত, ক্লীব, অচিকিৎসনীয় মহারোগাক্রান্ত এবং মুকাদি বিকল ব্যক্তিরা পৈতৃক ধনে ভাগ পাইবে না। যাহারা ধনাধিকারী, ইহারা তাহাদিগের ভরণীয়। তাহাদিগের ঔরস-পুত্র (পিতামহ ধনের) অংশ পাইবে। কিন্তু পাতিত্যজনক কার্য্য করিবার পর উৎপন্ন পতিত পুত্র ভাগ পাইবে না। (ক্লীবের ক্ষেত্রজ-পুত্র ভাগ পাইতে পারিবে। উচ্চবর্ণীয় রমণীতে উৎপন্ন হীনবর্ণের পুত্রগণ ভাগ পাইবে না। তাহার পুত্রেরাও পৈতামহ ধনে অংশ পাইবে না। তবে যাহারা ধনাধিকারী তাহারা ইহাদিগের ভরণপোষণ করিবে। যে ব্যক্তি ধনাধিকারী সেই পিণ্ড দিবে। একজনের পরিণীতা বহুস্ত্রীর মধ্যে একজন স্ত্রীর পুত্র সকল রমণীরই পুত্র স্থানীয়। সহোদর ভ্রাতার পুত্রও (অন্যান্য ভ্রাতার পুত্র স্থানীয়) আর পুত্র পিতার ধনাধিকারী না হইলেও পিণ্ড দিবে। যেহেতু সুত, পিতাকে পুন্নামক নরক হইতে পরিত্রাণ করে, সেইজন্য স্বয়ং ব্রহ্মা তাহার "পুত্র" এই নাম দিয়াছেন। পিতা যদি জীবিত পুত্রের মুখাবলোকন করেন, তাহা হইলে ইহাতে (অর্থাৎ পুত্রেতেই) পিতৃঋণ সংক্রামিত করেন (অর্থাৎ স্বয়ং পিতৃঋণ মুক্ত হন) এবং অমরত্ব লাভ করিতে সমর্থ হন। পুত্র দ্বারা সর্ব্বলোক আয়ত্ত করা যায়, পৌত্র দ্বারা অনন্ততা প্রাপ্ত হয়, আর পুত্রের পৌত্র অর্থাৎ প্রপৌত্র দ্বারা সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। জগতে পৌত্র এবং দৌহিত্রের তারতম্য নাই, কারণ দৌহিত্রও সেই অপুত্রকে অর্থাৎ অপুত্র মাতামহকে পৌত্রের ন্যায় উদ্ধার করিয়া থাকেন।

* ঔরস ও দত্তক ব্যতীত অন্য দশবিধপুত্র কলি-নষিদ্ধ হইয়াছে।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়।

সবর্ণা স্ত্রীতে সবর্ণ পুত্র উৎপন্ন হয়। অনুলোমা স্ত্রীতে মাতৃ-সবর্ণ পুত্র উৎপন্ন হয়। এবং প্রতিলোমা স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রগণ আর্য্যগণের নিন্দিত। সেই সকল প্রতিলোমা-সম্ভূতগণের মধ্যে শূদ্রোৎপাদিত বৈশ্যা-পুত্র আয়োগব; বৈশ্যোৎপাদিত ক্ষত্রিয়া-পুত্র পুক্কস; শূদ্রোৎপাদিত ক্ষত্রিয়া-পুত্র মাগধ; শূদ্রোৎপাদিত ব্রাহ্মণী-পুত্র চাণ্ডাল; বৈশ্যোৎপাদিত ব্রাহ্মণী-পুত্র বৈদেহক; ক্ষত্রিয়োৎপাদিত ব্রাহ্মণীপুত্র সূত। সঙ্কর-সঙ্কর অসংখ্যের (অর্থাৎ এই সকল সঙ্করজাতির সাঙ্কর্য্যে অসংখ্যজাতির উৎপত্তি হইয়াছে) আয়োগবদিগের-রঙ্গাবতারণ, পুক্কসদিগের ব্যাধত্ব, মাগধদিগের স্তব পাঠ, চাণ্ডালদিগের বধ্যবধ (অর্থাৎ জল্লাদের কার্য্য) বৈদেহদিগের স্ত্রীরক্ষা ও স্ত্রীজীবন এবং সূতদিগের-অশ্বসারথ্য (বৃত্তি); গ্রাম-বহির্ভাগে বাস এবং মৃতব্যক্তির বস্ত্র পরিধান ইহা চাণ্ডালদিগের বিশেষ কার্য্য। এই সকলেরই নিজ সমান জাতিদিগের সহিত ব্যবহার এবং নিজ পৈতৃক ধনাধিকার হইবে। এই সকল সঙ্কর জাতি পিতৃ মাতৃক্রমে প্রদর্শিত হইল। ইহারা অপ্রকাশ্য ভাবেই থাকুক ও প্রকাশ্য ভাবেই থাকুক তাহাদিগের কর্ম্ম দেখিয়াই (তথ্য) জানিয়া লইবেন। ব্রাহ্মণের জন্য গাভীর জন্য, স্ত্রীলোক এবং

পালকের উদ্ধারার্থ অনুপস্থিত (অর্থাৎ প্রশস্ত) দেহত্যাগ, যাহাদিগের অর্থাৎ প্রতিলোমা-নুতদিগের সিদ্ধির প্রতি কারণ।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

পিতা যদি পুত্রদিগকে বিভাগ করিয়া দেন, তাহা হইলে তাহার স্বোপার্জ্জিত ধনে যথেচ্ছতা হইতে পাবে। কিন্তু পৈতামহ ধনে পিতা পুত্রের তুল্য স্বামিত্ব (অর্থাৎ পিতা স্বোপা-র্জ্জিত ধন নিজের ইচ্ছানুসারে কোন পুত্রকে অল্প কোন পুত্রকে অধিক ভাগ করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু পৈতৃক ধন যথোচিত অংশ করিয়া দিতে হইবে)। পিতৃবিভক্ত ব্যক্তিরা বিভাগের পর জাত ভ্রাতাকে উপযুক্ত অংশ দিতে বাধ্য। অপুত্র ব্যক্তির ধন পত্নীগামী; অর্থাৎ পত্নীর প্রাপ্য, পত্নীর অভাবে কন্যা-গামী; তাহার অভাবে পিতৃগামী; তাহার অভাবে মাতৃগামী; তদভাবে ভ্রাতৃগামী; তদভাবে ভ্রাতুষ্পুত্রগামী; তদভাবে বন্ধুগামী; তদভাবে সকুল্য গামী;—তদভাবে সহাধ্যায়িগামী;—তদ-ভাবে ব্রাহ্মণ ধন ব্যতীত অপরের ধন রাজগামী হইবে। (এ স্থলে পুত্র শব্দে পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র, কন্যাশব্দে দুহিতা দৌহিত্র, বন্ধু শব্দে ভ্রাতৃষ্পৌত্র পিতৃ-দৌহিত্রাদি; সকুল্য শব্দে জ্ঞাতি ও সহাধ্যায়ী শব্দে শিষ্য সহাধ্যায়ী প্রভৃতি)*। ব্রাহ্মণ ধন ব্রাহ্মণদিগের হইবে। বানপ্রস্থের ধন আচার্য্য—অথবা অর্থাৎ তদভাবে শিষ্য গ্রহণ করিবে। সংসৃষ্টি-সোদরের পুত্রকে সংসৃষ্টিসোদর ধনাংশ ভাগ করিয়া দিবেন (যথোক্ত অধিকারীশূন্য সংসৃষ্টি-সোদরের মৃত্যু হইলে তদীয় অংশ সংসৃষ্টি-সোদর প্রাপ্ত হইবেন। (যাজ্ঞবল্ক্য ৩৬ পত্র ১৪৩ শ্লোকে বিশেষ বিবরণ দেখ)। পিতা, মাতা, পুত্র, এবং ভ্রাতার প্রদত্ত বিবাহ সময়ে প্রাপ্ত আধিবেদনিক (যাজ্ঞবল্ক্য ৩৬ পত্র ১৪৮ শ্লোক) মাতৃ-বন্ধু-দত্ত পিতৃ-বন্ধু-দত্ত শুল্ক এবং বিবাহপরলব্ধ ধন স্ত্রীধন বলিয়া গণ্য। অর্থাৎ এতাদৃশ উপায় প্রাপ্ত স্ত্রীলোকের ধন স্ত্রীধন, স্বামীর ধনে স্ত্রীলোকের অধিকার থাকিলেও তাহা স্ত্রীধন নহে। ব্রাহ্ম প্রভৃতি চারবিবাহে বিবাহিত নারী নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগত হইলে তদীয় ধন (স্ত্রীধন) স্বামীর হইবে, শেষ বিবাহে বিবাহিত নারীর স্ত্রীধন পিতা প্রাপ্ত হইবেন। আর যে কোন বিবাহে বিবাহিত নারীরই যে ধন থাকিবে, সন্তান থাকিলেও তাহা কন্যার প্রাপ্য, স্বামী জীবিত থাকিতে যে অলঙ্কার স্ত্রীলোকেরা পরিবে, স্বামীর উত্তরাধিকারীগণ তাহা লইবে; না লইলে পতিত হইবে। বিভিন্ন পিতৃক পৌত্রাদির অংশ কল্পনা পিতা হইতে হইবে (যাজ্ঞবল্ক্য ৩৭ পত্র ১২৩ শ্লোকের শেষাংশ দেখ)। যাহার যাহা পৈতৃক ধন সেই তাহা গ্রহণ করিবে অপরে গ্রহণ করিবে না।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণের যদি চতুর্ব্বর্ণীয় স্ত্রীতেই পুত্র হয়। তাহা হইলে তাহারা (যথাকালে) পৈতৃক ধন দশধা বিভক্ত করিবে। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণীপুত্র চার অংশ, ক্ষত্রিয় পুত্র তিন অংশ, বৈশ্যাপুত্র দুই অংশ এবং শূদ্রাপুত্র একাংশ গ্রহণ করিবে। আর যদি ব্রাহ্মণের শূদ্রাপুত্র ব্যতীত অপর তিন পুত্র হয়, তাহা হইলে সেই ধন নবধা ভাগ করিবে এবং উচ্চ বর্ণানুক্রমে চার তিন দুই ভাগে বিভক্ত ধনাংশ গ্রহণ করিবে। বৈশ্যা-পুত্র ব্যতীত তিন পুত্র হইলে, আট ভাগ করিয়া তাহা হইতে চার, তিন এবং এক ভাগ গ্রহণ করিবে। ক্ষত্রিয়াপুত্র ব্যতীত তিন পুত্র হইলে তাহারা ধন সাত ভাগ করিয়া তাহা হইতে চার, দুই এবং এক ভাগ গ্রহণ করিবে। ব্রাহ্মণীপুত্র ব্যতীত তিন পুত্র হইলে ধন ছয় ভাগ করিয়া তাহা হইতে (ক্ষত্রিয়াপুত্রাদি), তিন দুই এবং একভাগ

* রঘুনন্দনের মতে সকুল্যগামী, তদভাবে বন্ধুগামী, তদভাবে শিষ্যগামী, তদভাবে সহাধ্যায়িগামী, এইরূপ অনুবাদ হইবে ও রঘুনন্দন উদ্ধৃত মূল ও ইহার অনুরূপ শব্দে প্রপিতামহ দৌহিত্র পর্য্যন্ত। বন্ধু শব্দে মাতা-মহাদি।

লইবে। ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা এবং শূদ্রা পত্নীর গর্ভজাত পুত্রদিগেরও এই বিভাগ (অর্থাৎ তিন অংশ দুই অংশ এবং একাংশই (হইবে)। যদি ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী এবং ক্ষত্রিয় দুইটী সন্তান হয়, তাহা হইলে ধন সাত ভাগ করিয়া তাহা হইতে ব্রাহ্মণ চার ভাগ ক্ষত্রিয় তিন ভাগ লইবে। আর যদি ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য দুই পুত্র হয়, তাহা হইলে তাহারা ধন ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়া ঐ ধনের চার অংশ ব্রাহ্মণ ও দুইঅংশ বৈশ্য গ্রহণ করিবে। আর যদি ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র দুইটী পুত্র হয়, তাহা হইলে তাহারা ঐ ধন পঞ্চধা বিভাগ করিবে (তাহা হইতে) চার অংশ ব্রাহ্মণ এবং একাংশ শূদ্র গ্রহণ করিবে। আর যদি ব্রাহ্মণের বা ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য দুইটী পুত্র হয়, তাহা হইলে তাহারা ঐ ধন পঞ্চধা বিভাগ করিবে, ক্ষত্রিয় তিন অংশ এবং বৈশ্য দুই অংশ গ্রহণ করিবে। আর যদি ব্রাহ্মণের বা ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয় এবং শূদ্র এই দুই পুত্র হয়, তাহা হইলে তাহারা সেই ধন চারভাগে বিভক্ত করিবে (তাহার) তিন অংশ ক্ষত্রিয় এবং একাংশ শূদ্র গ্রহণ করিবে। আর যদি ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়ের কিংবা বৈশ্যের বৈশ্য, শূদ্র দুই পুত্র হয় তাহা হইলে তাহারা সেই ধন তিন ভাগে বিভক্ত করিবে (তাহার) দুই অংশ—বৈশ্য এবং একাংশ শূদ্র গ্রহণ করিবে। আর ব্রাহ্মণের একমাত্র পুত্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যজাতীয় হইলে সকল ধনাধিকারী হইবে। ক্ষত্রিয়ের একমাত্র পুত্র ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হইলে এবং বৈশ্যের একমাত্র পুত্র বৈশ্য—এবং শূদ্রের একমাত্র পুত্র শূদ্র সকল ধনাধিকারী হইবে) দ্বিজাতিগণের একমাত্র পুত্র—শূদ্র হইলে সে অর্দ্ধাংশে অধিকারী।—আর অপুত্র—ধনের যে গতি এখানে দ্বিতীয় ধনার্দ্ধেরও সেই গতি। মাতৃগণ পুত্রভাগানুসারে ভাগ পাইবেন। অবিবাহিতা ভগিনীগণও ভ্রাতৃভাগানুসারে (অংশ পাইবেন) সবর্ণ বহুপুত্র সমাংশ গ্রহণ করিবে, তবে তাহারা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে শ্রেষ্ঠ উদ্ধার (অর্থাৎ সম্মানার্থ কিঞ্চিৎ অধিক দ্রব্য) দিবে। যদি দুইজন ব্রাহ্মণীপুত্র এবং একজন শূদ্রাপুত্র হয়, তাহা হইলে ঐ ধন নবধা পুত্রদ্বয় বিভক্ত করিয়া তাহার আট ভাগ ব্রাহ্মণী এবং এক ভাগ শূদ্রাপুত্র গ্রহণ করিবে। আর যদি দুইজন শূদ্রাপুত্র ও একজন ব্রাহ্মণী-পুত্র হয়, তাহা হইলে ছয় ভাগে বিভক্ত ঐ ধনের চার অংশ ব্রাহ্মণ এবং দুই অংশ শূদ্র—গ্রহণ করিবে। এই রীতিতে অপর স্থলেও অংশ কল্পনা হইবে। বিভক্ত হইবার পর একান্নবর্ত্তী হইয়া পুনর্ব্বার যদি বিভাগ করে, তাহা হইলে সমভাগ হইবে; সেখানে জ্যেষ্ঠতা থাকিবে না, অর্থাৎ জ্যেষ্ঠত্বনিবন্ধন উদ্ধার থাকিবে না। পৈতৃক দ্রব্য বিনষ্ট না করিয়া নিজ ক্ষমতায় যাহা উপার্জ্জন করিবে, স্বীয় চেষ্টালব্ধ সেই ধনে যদি ইচ্ছা না থাকে ত, ভাগ দিতে হইবে না। যে অপ্রাপ্তপৈতৃক-দ্রব্য (স্বীয় ক্ষমতায়) প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং যাহা স্বোপার্জ্জিত ধন, তাহা ইচ্ছা না থাকে ত পুত্রদিগের সহিত বিভাগ করিতে হইবে না। বস্ত্র, পত্র (অর্থাৎ বাহন বা ঋণাদি পত্র) অলঙ্কার, পক্বান্ন, জল, স্ত্রী, যোগক্ষেম অর্থাৎ অলব্ধ বস্তুর প্রাপ্তি চেষ্টা এবং লব্ধবস্তুর রক্ষা এতদ্বিষয়ক ব্যয়াদির হিসাব পুস্তক গোপ্রচার এবং পুস্তক বিভাজ্য নহে। বস্ত্র, পত্র, অলঙ্কার, স্ত্রী, যাহার যাহা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা তাহারই থাকিবে, পুস্তক পণ্ডিতের প্রাপ্য, পক্বান্ন, জল, যোগক্ষেম ও গোপ্রচার স্থান বিভক্ত হইবার উপযুক্ত নহে।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

মৃতদ্বিজের শূদ্র দ্বারা নির্হরণ (অর্থাৎ বহন দহনাদি) করাইবে না। এবং শূদ্রের দ্বিজ দ্বারা (ঐ কার্য্য করাইবে) না। পুত্রগণ পিতা মাতার নির্হরণ করিবে, কিন্তু পিতা দ্বিজ হইলে, শূদ্রপুত্র তাহারও (নির্হরণ) করিবে না। যে সকল ব্রাহ্মণ অনাথ ব্রাহ্মণের নির্হরণ করে তাহারা স্বর্গলোকভাগী হয়। মৃত বান্ধবকে বহন করতঃ বামাবর্ত্তে চিতার নিকট উপস্থিত হইয়া মৃতের সংকার করিবার পর সবস্ত্র জলে নিমজ্জন করিবে। অনন্তর প্রেতের-

উদ্দেশে উদকদান করিয়া কুশের উপর একটি পিণ্ড প্রদান করিবে। তৎপরে বস্ত্র পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক নিম্বপত্র দংশন ও দ্বারদেশনিহিত প্রস্তরে পদন্যাস করিয়া গৃহ প্রবেশ করিবে। অগ্নিতে আতপতণ্ডুল বিকীর্ণ করিবে। চতুর্থ দিনে অস্থিসঞ্চয় করিবে। সেই সঞ্চিত অস্থি গঙ্গাতে নিক্ষিপ্ত করা কর্ত্তব্য। পুরুষের যাবৎ সংখ্যক অস্থি গঙ্গাজলে থাকে, সে তাবৎ সহস্র বৎসর স্বর্গলোকে অবস্থান করে। যতদিন অশৌচ থাকিবে, ততদিন প্রেতকে জল এবং এক একটী পিণ্ড (প্রত্যহ) দিবে। ক্রীত বা যাচিত দ্রব্য আহার করিবে। (তৎকালে) মাংস ভোজন করিবে না। স্থণ্ডিলশায়ী হইবে। পৃথক্ পৃথক্ স্থানে শয়ন করিবে। অশৌচান্তে গ্রামের বহির্ভাগে গমন করিয়া তিল কল্ক কিংবা সর্ষপকল্ক মাখিয়া ক্ষৌরকার্য্য করিবার পর, স্নান করিবে ও বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া গৃহ-প্রবেশ করিবে। সেখানে শান্তি করিয়া ব্রাহ্মণদিগের পূজা করিবে। দেবতারা অপ্রত্যক্ষ দেবতা, ব্রাহ্মণেরা প্রত্যক্ষ দেবতা। ব্রাহ্মণগণই লোক রক্ষা করিতেছেন। ব্রাহ্মণদিগের প্রসাদে দেবগণ স্বর্গে অবস্থিতি করিতেছেন। ব্রাহ্মণোক্ত বাক্য কদাচ মিথ্যা হয় না। ব্রাহ্মণগণ অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া যে কথা বলেন, দেবগণ তাহা অনুমোদন করেন। প্রত্যক্ষ দেবগণ তুষ্ট হইলে পরোক্ষ দেবগণও সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকেন। হে মনোরমে ভূমি! প্রবল সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণ বান্ধবমরণে দুঃখভারাক্রান্ত জনগণকে যে সকল বাক্য দ্বারা আশ্বাসিত করিবেন, সেই সকল বাক্য আমি তোমার নিকট বলিব।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশ অধ্যায়।

যাহা আমাদিগের উত্তরায়ণ, তাহা দেবতাগণের দিন। দক্ষিণায়ন রাত্রি। একবৎসরে—অহোরাত্র, তাহার ত্রিংশতে (অর্থাৎ ত্রিংশৎ বৎসরে) এক মাস। দ্বাদশ মাসে বর্ষ। এইরূপ দিব্য দ্বাদশ শত বর্ষে কলিযুগ। দ্বিগুণ দ্বাপরযুগ। ত্রিগুণ ত্রেতাযুগ। চতুর্গুণ সত্যযুগ। দ্বাদশ সহস্র দিব্যবর্ষে চারযুগ। এক সপ্ততি চতুর্যুগে এক মন্বন্তর। সহস্র চতুর্যুগে এক কল্প। তাহা ব্রহ্মার এক দিন। রাত্রিও তাবৎকাল (অর্থাৎ সহস্র চতুর্যুগ সমকাল, ১২০০০০০ দিব্যবর্ষ ব্রহ্মার রাত্রি। ২৪০০০০০ দিব্যবর্ষে ব্রহ্মার অহোরাত্র। আমাদিগের ৩৬০ বৎসরে এক দিব্যবর্ষ)। এবং বিধ অহোরাত্র অনুসারে মাস বর্ষ গণনা দ্বারা নিষ্পন্ন শতবর্ষ সকল ব্রহ্মারই আয়ুঃকাল। এক ব্রহ্মার আয়ুঃকালে পুরুষের এক দিন নির্দ্ধারিত হয়। সেই দিনান্তে—মহাকল্প পৌরুষরাত্রিও তাবৎকাল। পৌরুষ অহোরাত্র কত যে অতীত হইয়াছে এবং কত যে হইবে তাহার সংখ্যা নাই। যেহেতু কাল অনাদি অনন্ত। এইরূপ এই সদাগতিশীল নিরালম্বকালে এমন কোন ভূতই দেখিতে পাই না যাহা চিরস্থায়ী। গঙ্গার বালুকা,—ইন্দ্র যখন বৃষ্টি করেন, তাৎকালিক জলধারা—গণনা করিতে পারা যায়; কিন্তু এই জগতে কত যে ব্রহ্মা অতীতকালের আশ্রয় লইয়াছেন, তাহা গণনা করা যায় না। প্রতি কল্পে চতুর্দ্দশ ইন্দ্র এবং সর্ব্বলোকশ্রেষ্ঠ চতুর্দ্দশ মনু বিনষ্ট হন। যখন এই অনাদিকাল প্রভাবে বহুসহস্র ইন্দ্র ও নিযুত নিযুত দৈত্যেন্দ্র বিনষ্ট হইয়াছে, তখন মনুষ্য বিষয়ে আর বক্তব্য কি? সর্ব্বগুণসম্পন্ন বহুতর রাজর্ষিগণ, দেবগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ, কালক্রমে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন। যাঁহারা এমন কি, ইহ জগতে প্রভু; সৃষ্টি, স্থিতি, সংহারকারী,—তাঁহারাও কালক্রমে বিলীন হইয়া থাকেন, অতএব কালই বলবত্তর। কালই কর্ম্ম-পাশ-বশ প্রাণী সকলকে আক্রমণ করিয়া পরলোকগামী করে, তাহাতে আর শোক কি? জন্মিলেই মৃত্যুনিশ্চয়; মরিলেই জন্ম অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং এই দুষ্পরিহার্য্য বিষয়ে ইহ জগতে সাহায্য হইবার সম্ভাবনা নাই। যেহেতু লোকে এখানে শোক করিয়া মৃতব্যক্তির কোন উপকারসাধন করিতে পারে না; অতএব রোদন করা অনুচিত। (যাহাতে উপকার হয়, এইরূপ) ক্রিয়া সকল নিজ শক্তি অনুসারে করা উচিত। সুকৃত ও দুষ্কৃত

এই দুই সহায় যাহার অনুগমন করে, বান্ধবগণ শোক করুক আর নাই করুক, তাহার আর কি করিতে পারে (অর্থাৎ চিরসহচর পাপ পুণ্যই মৃতের অনুগমন করিয়া কর্ত্তব্যসাধন করে। বান্ধবের শোক কোন ফলদায়ক নহে)। বন্ধুগণের যতদিন অশৌচ থাকে, ততদিন প্রেত, স্থিরতা লাভ করিতে পারে না। এইজন্য প্রেত পিণ্ডজল-প্রদায়ী সেই সকল বান্ধবগণের নিকটই (অলক্ষিতভাবে) থাকে। যে ব্যক্তি মৃত হয়, সে সপিণ্ডীকরণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রেত-পদবাচ্য। প্রেতলোকগত ব্যক্তিকে জলপূর্ণ কুম্ভের সহিত অন্ন প্রদান কর। প্রেত তৎপরে পিতৃলোকপ্রাপ্ত হইয়া শ্রাদ্ধে সুধাময় অন্ন ভোজন করে। অতএব পিতৃলোকগত এই ব্যক্তিকে শ্রাদ্ধদান কর। দেবত্বে, নরকে, পক্ষী প্রভৃতি তির্য্যগ্‌যোনিতে এবং মনুষ্যত্বে (অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির যে অবস্থাই ঘটুক না কেন, তাহাতেই প্রেত, স্ববান্ধবপ্রদত্ত শ্রাদ্ধ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শ্রাদ্ধ করিলে প্রেত এবং শ্রাদ্ধকর্ত্তা উভয়েরই পুষ্টি হয়।

অতএব নিরর্থক শোক পরিত্যাগ করিয়া শ্রাদ্ধই অবশ্যকর্ত্তব্য। প্রেতের বন্ধুগণ ইহাই অবশ্য করিবেন। মানুষ, শোক করিয়া প্রেতের বা আত্মার উপকার করিতে পারে না। হে মনুষ্যগণ! লোক সকলকে অনাক্রন্দ (অর্থাৎ বিপদের সময় যাহাকে অবলম্বন করা যায় এরূপ-বন্ধু-শূন্য) এবং বান্ধবগণকে ক্ষণবিনশ্বর দেখিয়া সর্ব্বদা একমাত্র ধর্ম্মকে সহায়ার্থ বরণ কর। বন্ধু, দেহ ত্যাগ করিলেও মৃত ব্যক্তির অনুগমন করিতে পারে না; যেহেতু পত্নী ব্যতীত অপর সকলের পক্ষে যাম্য পথ অবরুদ্ধ। যেখানেই কেন গমন করুক না একমাত্র ধর্ম্মই ইহার অনুগমন করে। অতএব হে (মনুষ্য!) সারশূন্য এই নরলোকে ধর্ম্মাচরণ কর বিলম্ব করিও না। যে ধর্ম্ম ভাবিবে "কাল করিব" তাহা আজ করিয়া লইবে। যাহা ভাবিবে "অপরাহ্নে করিব" তাহা পূর্ব্বাহ্নে করিয়া লইবে। এ ব্যক্তি করিল কি,—না—করিল মৃত্যু, সে প্রতীক্ষা করে না। যেমন বৃক-স্ত্রী, অন্যাসক্তচিত্ত মেষশাবকের নিকট হঠাৎ উপস্থিত হইয়া তাহাকে গ্রহণ করিয়া গমন করে, তদ্রূপ মৃত্যু ক্ষেত্রাপণ গৃহাসক্ত মনুষ্যের নিকট হঠাৎ আসিয়া তাহাকে গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করে (আপণ শব্দে দোকান)। কালের প্রিয় কেহ নাই, ইহার দ্বেষ্যও কেহ নাই, আয়ুষ্য কর্ম্ম ক্ষীণ হইলেই কাল বলপূর্ব্বক লোককে আত্মসাৎ করে। কাল প্রাপ্ত না হইলে শত শত শর বিদ্ধ হইয়াও মৃত্যুমুখে নিপতিত হয় না। আর কাল প্রাপ্ত ব্যক্তি কুশাগ্র স্পর্শেও জীবন ত্যাগ করে। মৃত্যু কিংবা জরাগ্রস্ত মানবকে পরিত্যাগ করিতে ঔষধ সকল অসমর্থ; মন্ত্রগণ অসমর্থ; হোম সকল অপারক; জপাদিও অশক্ত; শত শত প্রতিবিধান করিলেও অবশ্যম্ভাবী অনর্থ নিবারণ করিতে পারে না। সুতরাং সে বিষয়ে শোক কি? যেমন সহস্র সহস্র ধেনুর মধ্যেও বৎস আপন মাকে চিনিতে পারিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হয়! সেইরূপ পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম নিঃসংশয় কর্ত্তাকেই প্রাপ্ত হয়। (সহস্র সহস্র মনুষ্য থাকিলেও তাহাদিগকে প্রাপ্ত হয় না)। ভূতসকল অব্যক্তাদি, ব্যক্ত-মধ্য এবং অব্যক্তান্ত অতএব তাহাতে পরিদেবনা কি? যেমন এই দেহে কৌমার যৌবন ও বার্দ্ধক্য হয়, আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তিও সেইরূপ; অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি তাহাতে বিমুগ্ধ হন না। যেমন মনুষ্য, এই সকল স্থানে পূর্ব্বধৃত বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বস্ত্রান্তর ধারণ করে, এইরূপ দেহী কর্ম্মজনিত নবদেহ ধারণ করেন। ইহাঁকে (অর্থাৎ আত্মাকে) শস্ত্রসকল ছেদন করিতে পারে না; ইহাঁকে অগ্নি, দগ্ধ করিতে অসমর্থ; জলরাশি ইহাঁকে পচাইতে পারে না, বায়ুও শুষ্ক করিতে সমর্থ হয় না; ইনি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য এবং অশোষ্য; ইনি নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, চিরস্থির অচল এবং সনাতন। ইনি অব্যক্ত, ইনি অচিন্ত্য এবং ইনি অবিকার্য্য বলিয়া কথিত হইয়াছেন। অতএব ইহাঁকে এইরূপ অবগত হইয়া শোক হইতে ক্ষান্ত হও।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একবিংশ অধ্যায়।

অনন্তর অশৌচান্তে সুস্নাত সুপ্রক্ষালিত-কর-চরণ ও স্বাচান্ত হইয়া—এবংবিধ (অর্থাৎ সুস্নাত সুপ্রক্ষালিত কর-চরণ ও স্বাচান্ত) উত্তরাস্যে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণগণকে যথাশক্তি গন্ধমাল্য বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দ্বারা পূজা করিয়া ভোজন করাইবে। একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে, এক-বচনান্ত করিয়া—মন্ত্র সকলের উহ করিবে (প্রকৃত হইতে বিকৃত করার নাম উহ) ব্রাহ্মণদিগের উচ্ছিষ্ট সন্নিধানে মৃত ব্যক্তির নাম গোত্র উল্লেখ করিয়া একটীমাত্র পিণ্ড প্রদান করিবে। ব্রাহ্মণগণ কৃতাহার এবং দক্ষিণা দ্বারা পূজিত হইলে প্রেতের নাম গোত্র উচ্চারণপূর্ব্বক অক্ষয্যোদক দান করিয়া চতুরঙ্গুল প্রস্থে (অর্থাৎ আড়ে), চতুরঙ্গুল অন্তর, চতুরঙ্গুলনিম্ন বিতস্তি-প্রমাণ দীর্ঘ তিনটী কর্ষূ (অর্থাৎ পাত্র বিশেষ) করিবে কর্ষূসমীপে অগ্নিত্রয়ের আধান এবং পরিস্তরণ করিয়া তাহার এক এক অগ্নিতে তিন বার আহুতি দিবে। (মন্ত্র যথা) সোমায় পিতৃমতে স্বধানমঃ অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বধানমঃ যমায়াঙ্গিরসে স্বধানমঃ। এবং তিন স্থানেই পূর্ব্ববৎ পিণ্ডদান করিবে। অন্ন, দধি, ঘৃত, মধু এবং মাংস দ্বারা কর্ষূত্রয় পূর্ণ করিয়া "এতত্তে" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে। প্রতিমাসে মৃত তিথিতে এইরূপ করিবে ঠিক সংবৎসরান্তে, প্রেত, প্রেতপিতা, প্রেতপিতামহ প্রেত প্রপিতামহ উদ্দেশে দেবপক্ষপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ সকল ভোজন করাইবে। এই কার্য্যে অগ্নৌকরণ আবাহন এবং পাদ্য দান করিবে। "সংসৃজতুত্বা পৃথিবী সমানীব" এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক প্রেতের পাদ্যপাত্র পিতৃগণের পাদ্য-পাত্রত্রয় সম্মিলিত করিবে। উচ্ছিষ্ট সন্নিধানে চারিটী পিণ্ড করিবে। ব্রাহ্মণগণ উত্তমরূপে আচমন করিলে তাহাদিগকে দক্ষিণা দিয়া কিয়দ্দূর অনুগমনান্তে বিদায় দিবে। অনন্তর পাদ্য-পাত্র জলবৎ প্রেতপিণ্ড ও পিতৃপিণ্ডত্রয়ে মিশ্রিত করিবে, এই (অর্থাৎ মিশ্রণ) কার্য্য কর্ষূসমীপেই হইবে। * অথবা (অর্থাৎ কুলাচারাদি থাকিলে) মৃত্যুর প্রথম মাসে বার-দিনে মাসিক সকল করিয়া ত্রয়োদশ দিনে সপিণ্ডীকরণ করিবে। শূদ্রগণ দ্বাদশদিনেই স্বয়ং মন্ত্র উচ্চারণ না করিয়া (সপিণ্ডীকরণ করিবে) মৃত্যু বৎসরে যদি মলমাস হয়, তাহা হইলে মাসিক শ্রাদ্ধের একদিন বাড়াইবে (অর্থাৎ ত্রয়োদশ দিন মাসিক করিয়া চতুর্দ্দশ দিনে সপিণ্ডীকরণ করিবে)। এইরূপে কর্ত্তব্য সপিণ্ডীকরণ স্ত্রীলোকদিগেরও হইবে (এবং স্ত্রীলোকেরাও করিতে পারিবে) । এবং যাবজ্জীবন প্রতি বৎসর শ্রাদ্ধ করিবে। সংবৎসরের মধ্যে যাহার সপিণ্ডীকরণ করা হইবে; তদুদ্দেশেও ঐ এক বৎসর সম্পূর্ণ কুম্ভসমেত অন্ন ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে।

* কর্ষ সন্নিকর্ষেও অর্থাৎ কর্ষূস্থিত অন্নাদি মিশ্রণেও এইরূপ প্রেতকর্ষূ পিতৃকর্ষূত্রয়ে মিশ্রিত করিবে ইহা সাগ্নিকদিগের গ্রাহ্য। এই সকল কার্য্য শাখান্তরীয়।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

সপিণ্ডদিগের জন্ম মরণে ব্রাহ্মণের অশৌচ দশাহ। ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশাহ। বৈশ্যের পঞ্চদশ দিন। শূদ্রের একমাস। আর সপ্তম পুরুষে সপিণ্ডতা নিবৃত্তি হয়। অশৌচকালে হোম, দান, প্রতিগ্রহ এবং স্বাধ্যায়ে অধিকার থাকে না। অশৌচাবস্থাপন্ন কোন ব্যক্তির অন্নভোজন করিবে না। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে অশৌচ বিশিষ্ট ব্যক্তির অন্ন একবারও ভোজন করে, যতদিন তাহাদিগের অশৌচ, তাহার ততদিন অশৌচ থাকিবে। অশৌচাপগমে প্রায়শ্চিত্ত করিবে (যথা) দ্বিজ,অশৌচ-বিশিষ্ট সবর্ণের অন্ন ভোজন করিলে নদীতে গিয়া তাহাতে নিমগ্ন হইয়া তিনবার অঘমর্ষণ করিবে, পরে উঠিয়া অষ্টোত্তর সহস্র গায়ত্রীজপ করিবে। ব্রাহ্মণ, অশৌচবিশিষ্ট ক্ষত্রিয়ের অন্নভোজন করিলে বা ক্ষত্রিয়, অশৌচবিশিষ্ট বৈশ্যের অন্ন ভোজন করিলে পূর্ব্বদিন উপবাসী থাকিয়া ইহাই করিবে। ব্রাহ্মণ অশৌচবিশিষ্ট বৈশ্যের অন্ন ভোজন করিলে তিন দিন উপবাসী থাকিয়া উক্ত কার্য্য করিবে। ব্রাহ্মণাশৌচে ক্ষত্রিয় ও ক্ষত্রিয়াশৌচে বৈশ্য তত্তদন্ন ভোজন করিলে নদীতে গিয়া পাঁচশতবার গায়ত্রী জপ করিবে;

ব্রাহ্মণাশৌচে বৈশ্য, তদন্নভোজন করিলে অষ্টোত্তর শত গায়ত্রী জপ করিবে; দ্বিজ, শূদ্রাশৌচে তদন্ন ভোজন করিলে প্রাজাপত্যব্রত করিবে।* শূদ্র, দ্বিজাশৌচে তদন্নভোজন করিলে স্নান করিবে। হীনবর্ণীয় পত্নী এবং দাসবর্গের—স্বামীর অশৌচে স্বামীর সমান অশৌচ হইবে। স্বামীর মৃত্যুর পর নিজবর্ণানুরূপ অশৌচ। উচ্চবর্ণসপিণ্ডে (অর্থাৎ তদীয় জনন মরণে) তজ্জাতীয় অশৌচান্তে হীনবর্ণদিগের শুদ্ধি হইবে। ক্ষত্রিয়, নিজ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ব্রাহ্মণের মরণে দশ দিন অশৌচ ভোগ করিবে ইত্যাদি) ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র জাতীয় সপিণ্ডে (যথাক্রমে) ছয় দিন তিন দিন এবং এক দিন পরে শুদ্ধি। ক্ষত্রিয়ের বৈশ্য ও শূদ্রজাতীয় সপিণ্ডে ছয় দিন ও তিন দিন পরে শুদ্ধি। বৈশ্যের শূদ্রজাতীয় সপিণ্ডে ছয় দিন পরে শুদ্ধি। গর্ভস্রাব হইলে মাস তুল্য অহোরাত্রে শুদ্ধি হইবে (অর্থাৎ ছয় মাসের মধ্যে গর্ভস্রাব হইলে, সূতিকার মাস সমসংখ্যক দিন অশৌচ থাকিবে। বালক জন্মের পর ছয় মাসের মধ্যে মরিলে বা গর্ভে মৃত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইলে, জ্ঞাতিদিগের সদ্যঃশৌচ অর্থাৎ জন্মের পর ছয় মাসের মধ্যে মরিলে, জ্ঞাতিবর্গের অশৌচ হইবে না। বালক অশৌচমধ্যে মরিলে পিতা মাতার পূর্ণাশৌচ হইবে, গর্ভে মৃত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইলে, জ্ঞাতিদিগের অস্পৃশ্যত্বজনক অশৌচ স্নানাপানেয় মাত্র; মরণাশৌচের মত হইবে না জননাশৌচ থাকিবেই। অজাতদন্ত শিশুমরণে সদ্যঃশৌচ। ইহার অগ্নি সংস্কার বা জল দান করিতে হইবে না। জাতদন্ত অথচ অকৃতচূড় বালক মরিলে অহোরাত্র অশৌচ কৃত-চূড়, অথচ অনুপনীত হইলে তিন দিন অশৌচ; অতঃপর অর্থাৎ উপনীত হইবার পর মরণে যথোক্ত সময়ে শুদ্ধি হইবে। বিবাহ,—স্ত্রীলোকদিগের সংস্কার; স্ত্রীলোক সংস্কৃতা হইলে তন্মরণে পিতৃপক্ষে অশৌচ হইবে না। কিন্তু সংস্কৃতা কন্যার সন্তান জন্ম বা মৃত্যু পিতৃগৃহে হইলে একদিন ও তিন দিন অশৌচ হইবে। জননাশৌচের মধ্যে অপর জননাশৌচ হইলে পূর্ব্বাশৌচ-অবসানেই শুদ্ধি হইবে। পূর্ণ ঐ অশৌচের অন্তিমদিনে অন্য পূর্ণ ঐ অশৌচ হইলে দুই দিন বৃদ্ধি হইবে,—আর ঐ দিনের অরুণোদয় হইতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সময়ে ঐরূপ হইলে তিন দিন বৃদ্ধি হইবে। মরণাশৌচ মধ্যে অন্য-জ্ঞাতি-মরণ হইলেও এইরূপ। (সমান অশৌচের পক্ষে এই নিয়ম)। বিদেশস্থ ব্যক্তি জ্ঞাতির জন্ম বা মরণ শ্রবণ করিলে। অশৌচের অবশিষ্ট দিন অতীত হইবার পর শুদ্ধ হইবে। (মনে কর দশাহ অশৌচ; পঞ্চম দিনে তাহা শ্রবণ করিলে, আর পাঁচ দিন পরেই শুদ্ধ হওয়া যাইবে, এইরূপ বুঝিয়া লইবে)। অশৌচ অতীত হইলে পর সংবৎসরের মধ্যে শ্রবণ করিলে একদিন অশৌচ হইবে (এই নিয়মটী মরণাশৌচের পক্ষে। আর সগুণদিগের একরাত্র; নির্গুণদিগের ত্রিরাত্র)। তৎপরে শ্রবণ করিলে স্নান মাত্রে শুদ্ধি হইবে। অসপিণ্ড, আচার্য্য, কিংবা মাতামহের মরণে তিন দিন অশৌচ। ঔরস ব্যতীত অন্যপুত্রের জন্ম মরণে এবং পরপূর্ব্বা ভার্য্যার সন্তানোৎপত্তি বা মরণে তিন দিন অশৌচ। আচার্য্য-পত্নী, আচার্য্য-পুত্র, উপাধ্যায়, মাতুল, শ্বশুর, শ্যালক, সহাধ্যায়ী, শিষ্য, ও রাজার মরণে একদিন অশৌচ। অসপিণ্ড অর্থাৎ অসগোত্র অথচ সবর্ণ, নিজ গৃহে মরিলে, ঐ গৃহস্বামীর এক দিন অশৌচ হইবে। ভৃগুপতন, অগ্নিপ্রবেশ, অনশন, জলপ্রবেশ, যুদ্ধ, বিদ্যুৎ, এবং রাজ-দণ্ড—এই সকলের অন্যতম কারণ বশতঃ মৃত্যু হইলে অশৌচ হইবে না। রাজাদিগের রাজকার্য্যে অশৌচ থাকিবে না। ব্রতী—(অর্থাৎ দীক্ষিতদিগের সোমযোগাদি ব্রতে অশৌচ থাকিবে না। সত্রীদিগের (অর্থাৎ যাহারা নিয়ম করিয়া প্রত্যহ অন্নদান করে সেই সকল ব্যক্তির) অন্নসত্রে অশৌচ থাকিবে না। কারুদিগের কারুকার্য্যে অশৌচ থাকিবে না; যে কার্য্য করাতে রাজার ইচ্ছা হইবে, রাজাজ্ঞাকারীদিগের তাহাতে অশৌচ থাকিবে না। দেব-প্রতিষ্ঠা এবং বিবাহ (সকল সংস্কার এবং জলাশয় প্রতিষ্ঠাদি কার্য্য) পূর্ব্বসংভৃত (অর্থাৎ আরব্ধ) হইলে তাহাতে আর অশৌচ

* ইহা অশৌচান্ন ভোজনের প্রায়শ্চিত্ত। এতদ্ভিন্ন শূদ্রান্নাদি ভোজনের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

প্রতিবন্ধক হয় না। দেশবিপ্লবে অশৌচ থাকে না (অর্থাৎ অশৌচ থাকিলেও সেই সময় শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি করা যাইতে পারে। কষ্ট-জনক আপৎকালেও এইরূপ। আত্মঘাতী এবং পতিত ব্যক্তিগণের মরণে অশৌচ হয় না এবং তাহাদিগকে উদকাদি প্রদান করা নিষিদ্ধ; পতিত ব্যক্তির দাসী, তাহার মৃতাহে পাদদ্বয় দ্বারা একটী কুম্ভ ফেলিয়া দিবে। যে, উদ্বন্ধন মৃত ব্যক্তির রজ্জুচ্ছেদ করিবে, সে তপ্ত-কৃচ্ছ্র ব্রত করিলে শুদ্ধিলাভ করিবে। আত্ম-ঘাতীদিগের দাহাদি সংস্কারকারী এবং তজ্জন্য অশ্রুপাতকারী ব্যক্তিও (ঐ ব্রত দ্বারা শুদ্ধ হইবে)। মৃত ব্যক্তিমাত্রেরই বান্ধবগণের সহ মিলিত হইয়া অশ্রুপাতকারী ব্যক্তি স্নানদ্বারা শুদ্ধ হইবে। অস্থিসঞ্চয় করিবার পূর্ব্বে ঐ রূপ করিলে সবস্ত্র স্নান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। দ্বিজ, শূদ্র-শবের অনুগমন করিলে নদীতে গিয়া তাহাতে নিমগ্ন হইয়া তিন বার অঘমর্ষণ জপ করিবার পর উঠিয়া অষ্টোত্তর সহস্র গায়ত্রী জপ করিবে। দ্বিজ-শবের অনুগমন করিলে অষ্টোত্তর শত গায়ত্রী জপ করিবে। শূদ্র, শবানুগমন করিলে স্নান করিবে। চিতাধূম সেবন করিলে সকল বর্ণই স্নান করিবে। মৈথুন করিলে, দুঃস্বপ্ন দেখিলে, কণ্ঠ হইতে রুধির নির্গম হইলে, বমন, রেচন, ক্ষৌরকর্ম্মাচরণ, শবস্পর্শি-স্পর্শ, রজস্বলা-স্পর্শ, চাণ্ডাল-স্পর্শ, বৃষোৎসর্গীয় যূপ স্পর্শ, ভক্ষ্য-ভিন্ন পঞ্চনখ-শব-স্পর্শ (অর্থাৎ) শশকাদি যে সকল পঞ্চনখ ভক্ষ্যের মধ্যে পরিগণিত; তদতি-রিক্ত-পঞ্চনখ-শব-স্পর্শ, সস্নেহ (স্নেহ শব্দে বসা মেদ প্রভৃতি) তদীয় অস্থি স্পর্শ করিলেও (স্নান করিবে।) এই সমস্ত স্নানে পূর্ব্ব-পরিহিত বস্ত্র অপ্রক্ষালিত-অবস্থায় স্নান করিবে না। রজস্বলা, চতুর্থ দিনে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে। রজস্বলা, হীনবর্ণীয়-রজস্বলা-স্পর্শে—শুদ্ধ হইতে যে কএক দিন অবশিষ্ট থাকে, ততদিন উপবাস করিলে শুদ্ধ হইবে (এই উপবাস চতুর্থ দিনের পর হইতে কর্ত্তব্য।) সবর্ণা কিংবা উত্তমবর্ণা স্পর্শে স্নান করিয়া ভোজন করিবে। ক্ষবণ (অর্থাৎ হাঁচি) নিদ্রা, অধ্যয়নারম্ভ ভোজনারম্ভ পান, স্নান, নিষ্ঠীবন বস্ত্রপরিধান, অধ্বসঞ্চরণ, প্রস্রাব বিষ্ঠা—ত্যাগ পঞ্চনখের অস্নেহ অস্থি স্পর্শ এবং চাণ্ডালের সহিত বা ম্লেচ্ছের সহিত সম্ভাষণ করিলে আচমন করিবে।

নাভির অধঃ অঙ্গ, ও বাহুর অগ্রভাগ মূত্র বিষ্ঠা প্রভৃতি নিজ স্বকায়িক মল, সুরা, কিংবা মদ্যস্পৃষ্ট হইলে তত্তদঙ্গ মৃত্তিকা ও জল দ্বারা প্রক্ষালিত করিলে শুদ্ধিলাভ করিবে। অপর অঙ্গ এইরূপে দূষিত হইলে মৃত্তিকা ও জল দ্বারা তদঙ্গ প্রক্ষালনপূর্ব্বক স্নান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। মুখ কিংবা ওষ্ঠাধর ঐরূপে দূষিত হইলে উপবাসপূর্ব্বক স্নান ও পঞ্চগব্য পান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। বসা, শুক্র, রক্ত, মজ্জা, মূত্র, বিষ্ঠা কর্ণমল, নখ, শ্লেষ্মা, নেত্রজল, নেত্রমল এবং ঘর্ম্ম—মনুষ্যদিগের এই দ্বাদশটী মল। গৌড়ী, পৈষ্টী এবং মাধ্বী এই ত্রিবিধ সুরা জানিবে। যেমন একটী সেইরূপ এই সকল গুলিই দ্বিজাতিগণের অপেয়। মাধুক, ঐক্ষব, টাঙ্ক, কৌল, খার্জ্জুর, পানস, মৃদ্বিকারস, মাধ্বী এবংনারিকেলজ, এই দশবিধ মদ্য—ব্রাহ্মণের পক্ষে স্পর্শেও অপবিত্র। কিন্তু ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—এই সকল স্পর্শে অশুচি হইবে না। শিষ্য, মৃতগুরুর দহন বহনাদি কার্য্য করিলে তাহাতে প্রেতসপিণ্ডদিগের সহিত দশ রাত্রে শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। স্বীয় আচার্য্য, উপাধ্যায়, পিতা, মাতা এবং অন্যান্য গুরুর অন্ত্যেষ্টি কার্য্য করিলে ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্য্য ভ্রষ্ট হইবে না। আদিষ্টী অর্থাৎ (ব্রহ্মচারী বা আরব্ধ প্রায়শ্চিত্ত ব্যক্তি) যতদিন ব্রত সমাপ্তি না হয়, ততদিন মৃতব্যক্তির উদ্দেশে জল দান করিবে না। ব্রত সমাপ্তি হইলে পর জল দান করিয়া ত্রিরাত্রান্তে শুদ্ধ হইবে। জ্ঞান, তপস্যা, অগ্নি, আহার, মৃত্তিকা, মন ও জল, লেপন, বায়ু, কর্ম্ম, সূর্য্য এবং কাল—দেহীদিগের শুদ্ধিজনক অন্ন শৌচই সকল শৌচের শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। যেব্যক্তি অন্ন বিষয়ে পবিত্র, সে'ই পবিত্র,—শুদ্ধ মৃত্তিকাজলে পবিত্র হইলেই পবিত্র হয় না। বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ—ক্ষমাদ্বারা অকার্য্য-কারিগণ দানদ্বারা গূঢ়—পাপীরা জপদ্বারা এবং প্রধান প্রধান বেদজ্ঞগণ—তপস্যাদ্বারা শুদ্ধ হন। শোধনীয় বস্তু মৃত্তিকা জলদ্বারা শুদ্ধ হয়।

নদী—স্রোতদ্বারা, মনোদুষ্টা নারী—ঋতু দ্বারা এবং দ্বিজোত্তমগণ—সন্ন্যাস দ্বারা শুদ্ধ হন। অগ্নি—বহির্দেহ পবিত্র করে; মন—সত্যপ্রভাবে শুদ্ধ হয়; জীবাত্মা—বিদ্যা ও তপস্যা দ্বারা এবং বুদ্ধি জ্ঞান দ্বারা শুদ্ধ হয়। এই তোমাকে শারীরিক শৌচের যথার্থ তত্ত্ব বলিলাম। এক্ষণে নানাবিধ দ্রব্যের শুদ্ধি-সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

যে দ্রব্য—শারীরিক মল—সুরা বা মদ্য-স্পর্শে দূষিত; তাহা অত্যন্ত দূষিত। অত্যন্তোপহত সকল ধাতুপাত্রই অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইলে শুদ্ধ হইবে। মণিময়, প্রস্তরময় এবং শঙ্খময় পাত্র সাত দিন ভূমিতে নিখাত হইলে (শুদ্ধ হইবে)। শৃঙ্গময় দন্তময় এবং অস্থিময় পাত্র তক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। আর দারুময় এবং মৃন্ময়পাত্র পরিত্যাজ্য (অর্থাৎ কোনরূপেই শুদ্ধ হইবে না)। বস্ত্র অত্যন্তোপহত হইলে, তাহার যে অংশ প্রক্ষালিত হইলে বিকৃত রাগ (অর্থাৎ বেরং)হয় তাহা দূর করিবে। সুবর্ণময়, রজতময়, শঙ্খময়, মণিময়, প্রস্তরময় পাত্র, চমস এবং গ্রহ নির্লেপ হইলে (অর্থাৎতাহাতে মল লাগিয়া না থাকিলে) জল দ্বারা শুদ্ধ হইবে। চরুস্থালী স্রুক্ ও স্রুব উষ্ণ জলদ্বারা শুদ্ধ হইবে। যজ্ঞীয় পাত্র সকল পাণিস্থিত কুশদ্বারা সম্মার্জ্জিত হইয়া যজ্ঞকার্য্যে পবিত্র হইবে(যাজ্ঞবল্ক্য ১৩ পত্র ১৮৪ শ্লোক দেখ)। * বজ্র নামক যজ্ঞীয়পাত্র, শূর্প, শকট, মুষল এবং উলূখল—ইহাদিগের প্রোক্ষণ দ্বারা শুদ্ধি। সভা, যান ও আসনেরও এইরূপে শুদ্ধি। ধান্য, চর্ম্ম,রজ্জু, তন্তু-নির্ম্মিত, ব্যাজনাদি বৈদল, সূত্র, কার্পাস এবং বস্ত্র—এই সকল দ্রব্য বহুতর হইলে তাহার (প্রোক্ষণে শুদ্ধি) শাক, মূল,ফল, পুষ্প সম্বন্ধে ও তৃণ, কাষ্ঠ এবং শুষ্কপত্রেরও (ঐ নিয়ম)। আর এই সকল দ্রব্য অল্প হইলে তাহার প্রক্ষালন দ্বারা শুদ্ধি। কৌষেয় বস্ত্র এবং মেষলোম নির্ম্মিত বস্ত্র—ক্ষার মৃত্তিকাযোগে শুদ্ধ হয়। কুতপ অর্থাৎ পর্ব্বতীয় ছাগরোম-নির্ম্মিত কম্বল অরিষ্ট দ্বারা শুদ্ধ হয়। বল্কল-তন্তু-নির্ম্মিত অংশুপট্ট বিল্বফল দ্বারা শুদ্ধ হয়। ক্ষৌম বস্ত্র গৌর-সর্ষপ দ্বারা (শুদ্ধ হয়)। শৃঙ্গময় অস্থিময় এবং দন্তময় পাত্রের পক্ষে এই নিয়ম। মৃগ-লোমজাত রাঙ্কবাদি বস্ত্র। পদ্মবীজ দ্বারা (পবিত্র হয়)। তাম্র—পিত্তল—রাঙ—এবং সীসময় পাত্র অম্ল-জল যোগে শুদ্ধ হয়। কাংস্য ও লৌহ পাত্র ভস্ম দ্বারা শুদ্ধ হয়। কাষ্ঠময় পাত্র তক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হয়। ফল-সম্ভূত পাত্র গোলাঙ্গুল-কেশ দ্বারা মার্জ্জিত হইলেই শুদ্ধ হইবে। রাশীকৃত দ্রব্য প্রোক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ঘৃতাদি দ্রব্য (প্রস্থতি মাত্র পরিমিত) প্রাদেশ পরিমিত কুশপত্রদ্বয় দ্বারা উৎপবন (কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া যথাস্থানে স্থাপন) করিলে শুদ্ধ হইবে। গৃহনিহিত প্রভূত গুড়াদি ইক্ষুবিকার, প্রোক্ষণপূর্ব্বক অগ্নি তপ্ত করিলে শুদ্ধ হইবে। সকল লবণের পক্ষেও এই নিয়ম। মৃন্ময়পাত্র পুনঃ পাক দ্বারা শুদ্ধ হয়, আর দেবপ্রতিমা, দ্রব্যবৎ শোধিত করিয়া (অর্থাৎ প্রতিমা যে দ্রব্যের নির্ম্মিত তাহার পক্ষে কথিত শুদ্ধি-নিয়ম অনুসারে শোধিত করিয়া) পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিলে শুদ্ধ হয়। অসিদ্ধ অন্নের যতগুলি মাত্র দূষিত হয়, তাহা পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট ভাগের কণ্ডন ও প্রক্ষালন করিবে (কণ্ডন শব্দে কাঁড়ান)। দ্রোণাধিক সিদ্ধ অন্ন উপহত হইলেও দুষ্ট হয় না (অর্থাৎ পরিত্যাজ্য নহে); তবে তাহার মাত্র উপহত অংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক (অবশিষ্টান্নের উপর) গায়ত্রী জপ করিয়া সুবর্ণ জল নিক্ষেপ করিবে; এবং তাহা ছাগ (অশ্ব) ও অগ্নিকে প্রদর্শন করিবে। ভক্ষ্য-পক্ষীর উচ্ছিষ্ট, গো-ঘ্রাত, পাদস্পৃষ্ট, ক্ষুত অর্থাৎ যাহার উপরে হাঁচিয়া দেওয়া হইয়াছে ও কেশকীট দূষিত অন্ন অন্ন—মৃত্তিকা-ক্ষেপে শুদ্ধ হয়। অমেধ্য-লিপ্ত দ্রব্য হইতে যতক্ষণ ঐ অমেধ্য-কৃতলেপ এবং গন্ধ না যায়, সকল দ্রব্য-শুদ্ধিতেই ততক্ষণ মৃত্তিকা ও জল প্রদান করিতে হইবে। ছাগের এবং অশ্বের মুখ—পবিত্র, গো'র মুখ পবিত্র নহে। মনুষ্যের কায়িক মল পবিত্র নহে। পথসকল চন্দ্র-

* কুল্লুকভট্ট বলেন, সকল যজ্ঞীয় পাত্রই প্রথমে হস্তমার্জ্জিত পরে প্রক্ষালিত হইলে শুদ্ধ হয়।

সূর্য্যের কিরণে ও বায়ু সম্পর্কে বিশুদ্ধ হয়। রথ্যা, কর্দ্দম, জল এবং পক্কেষ্টকনির্ম্মিত স্থান সকল—অন্ত্য, কুক্কুর অথবা কাকস্পৃষ্ট হইলে, বায়ু-সম্পর্কেই শুদ্ধ হয়। অত্যন্তোপহত প্রাণীদিগের শৌচ, অনলস হইয়া মৃত্তিকা ও জল দ্বারা—অবশ্য করাইবে। যদি অপবিত্র বস্তুর বিশেষ সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে যাহাতে একটী গাভীর তৃষ্ণা দূর হয় ভূমিস্থিত সেই জল পবিত্র। পর্ব্বতাদিস্থিত সেইরূপ জলও পবিত্র। মৃত পঞ্চনখ দূষিত বা অত্যন্তোপহত কূপ হইতে সমস্ত জল উদ্ধৃত করিয়া অবশিষ্ট জল বস্ত্র দ্বারা অপনীত করিবে। পরে ইষ্টকাচিত কূপে বহ্নি প্রজ্বালন করিবে। পরে নূতন জল হইলে তাহাতে পঞ্চগব্যক্ষেপ করিবে। হে বসুন্ধরে! এতদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থাবর ক্ষুদ্র জলাশয়েও কূপবৎ শুদ্ধি কথিত হইয়াছে; কিন্তু বৃহৎ জলাশয়ে (নদ্যাদিতে) দোষ নাই। দেবগণ ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে তিনটী বস্তু পবিত্র করিয়াছেন (যথা) অদৃষ্ট (অর্থাৎ যাহার উপঘাত বিজ্ঞাত হয় নাই) জলসিক্ত (অর্থাৎ যাহা উপঘাতসন্দেহে প্রোক্ষিত বা প্রক্ষালিত) এবং বাক্য-প্রশস্ত (অর্থাৎ উপঘাত সন্দেহে "পবিত্র হউক" বলিয়া ব্রাহ্মণেরা বাক্য দ্বারা যাহার প্রশংসা করেন)। কারু-হস্ত-প্রসারিত পণ্য, ব্রাহ্মণান্তরিত ভিক্ষা-লব্ধ দ্রব্য এবং সমস্ত আকর নিত্য পরিশুদ্ধ। স্ত্রীলোকের মুখ—নিত্যশুচি, পক্ষী ফল পাতনে শুচি (অর্থাৎ পক্ষি-পাতিত ফল পবিত্র); দোহন সময়ে ক্ষীর প্রক্ষরণে বৎসমুখ পবিত্র; এবং মৃগ-ব্যাপাদনে কুক্কুর পবিত্র। অতএব কুক্কুর-হতের মাংস এবং এতদ্ভিন্ন অপরাপর মাংসাশী জন্তু কর্তৃক কিংবা চণ্ডালাদি দস্যু-কর্তৃক নিহত প্রাণীর মাংস পবিত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। নাভির উর্দ্ধে যে সকল ইন্দ্রিয় ছিদ্র আছে, তাহা পবিত্র বলিয়া জানিবে। আর নাভির অধঃস্থিত যে সকল ইন্দ্রিয় ছিদ্র তাহাও দেহচ্যুত। অর্থাৎ স্বস্থান ভ্রষ্ট—মল অপবিত্র। মক্ষিকা, বিন্দু (অর্থাৎ মুখনিঃসৃত স্বল্প নিষ্ঠীবন কণিকা) পতিতাদির ছায়া, গো, হস্তী, অশ্ব, চন্দ্র-সূর্য্য কিরণ, ধূলি, ভূমি, বায়ু, অগ্নি এবং মার্জ্জার (স্পর্শ বিষয়ে) সর্ব্বদা পবিত্র। যে সকল মুখ-সম্ভূত বিন্দু অঙ্গে নিপতিত হয় তাহা উচ্ছিষ্টকর নহে। মুখ-প্রবিষ্ট শ্মশ্রুলোম, অথবা দন্ত-মধ্যস্থিত অন্নকণাদিও উচ্ছিষ্টতা-প্রযোজক নহে।

পরকে আচমন করাইতে হইলে যে আচমন জলবিন্দু নিজ পাদদ্বয় স্পর্শ করে, তাহা বিশুদ্ধ ভূমিস্থিত জলের তুল্য; অতএব তদ্দ্বারা অপবিত্র হইবে না। দ্রব্যধারী ব্যক্তি কোনরূপ উচ্ছিষ্ট স্পৃষ্ট হইলে, সেই দ্রব্য ভূমিতে না রাখিয়া অমনিই আচমন করিলে, শুদ্ধি লাভ করিবে। গৃহ, মার্জ্জন এবং উপলেপন দ্বারা—পুস্তক,—প্রোক্ষণ দ্বারা (শুদ্ধ হয়) সম্মার্জ্জন, উপলেপন, সেচন উল্লেখন, দাহ অথবা গাভীর অধিষ্ঠান—ইহার দ্বারা ভূমি-শুদ্ধি হয়। গো-সকল, পবিত্র এবং মঙ্গলজনক, ত্রৈলোক্য, গোসকলের উপর নির্ভর করিতেছে, যজ্ঞ বিস্তার গো হইতেই হইয়া থাকে; এবং গোসকল সমস্ত পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকে। গোমূত্র, গোময়, ঘৃত, দুগ্ধ, দধি এবং রোচনা—গোসকলের এই ষড়ঙ্গ সর্ব্বদা পরম মঙ্গলজনক। গাভীদিগের পবিত্র শৃঙ্গজলে সকল পাপ বিনষ্ট করে, গাভীদিগের কণ্ডূয়ন করিয়া-দিলে সমস্ত পাপ নষ্ট হয়, গোগ্রাস প্রদান করিলে স্বর্গলোকে আদৃত হয়। গোতীর্থে গাভীর অবস্থিতি স্থানে গঙ্গা বসতি করেন, ইহাদিগের ধূলিতে পুষ্টি অবস্থিত। ইহাদিগের করীষে (অর্থাৎ শুষ্কগোময়ে) লক্ষ্মী এবং ইহাদিগের প্রণামে ধর্ম্ম বিদ্যমান আছেন; অতএব সর্ব্বদা ইহাদিগের প্রণাম করিবে।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

আরম্ভ। বর্ণানুক্রমে ব্রাহ্মণের চার ভার্য্যা হইতে পারে। ক্ষত্রিয়ের তিন, বৈশ্যের দুই এবং শূদ্রের এক। (যথা ব্রাহ্মণের ভার্য্যা ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা; ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা এবং শূদ্রা ইত্যাদি)। সবর্ণ-বিবাহে স্ত্রীলোকেরা পাণিগ্রহণ করিবে;

অসবর্ণ বিবাহে, ক্ষত্রিয়কন্যা, শর গ্রহণ করিবে। বৈশ্যকন্যা প্রতোদ ও শূদ্রকন্যা বসনদশাগ্রভাগ গ্রহণ করিবে। সগোত্রা বা সমানপ্রবরা ভার্য্যা বিবাহ করিবে না। মাতৃপক্ষের পঞ্চম ও পিতৃপক্ষের সপ্তম পর্য্যন্ত বিবাহ করিবে না। অসদ্বংশীয়া স্ত্রী (বিবাহ করিবে) না। দুশ্চিকিৎস্যা রোগান্বিতাকে (বিবাহ করিবে) না। অধিকাঙ্গীকে (বিবাহ করিবে) না। হীনাঙ্গীকে (বিবাহ করিবে) না। অতি কপিলাকে (বিবাহ করিবে) না। কুৎসিত-বহু-ভাষিণীকে (বিবাহ করিবে) না। বিবাহভেদ নিরূপণ;—বিবাহ, অষ্টবিধ হইয়া থাকে; যথা—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব্ব, আসুর, রাক্ষস এবং পৈশাচ। আহ্বান পূর্ব্বক গুণবান্ পাত্রকে কন্যা-সম্প্রদান (যে বিবাহের নিষ্পাদক, তাহার নাম) ব্রাহ্ম বিবাহ। যজ্ঞস্থ—ঋত্বিক্‌কে (দক্ষিণারূপে) কন্যাদান (যে বিবাহের নিষ্পাদক তাহার নাম) দৈব। গোমিথুন-গ্রহণপূর্ব্বক কন্যা দান (যে বিবাহের নিষ্পাদক, তাহার নাম) আর্ষ। প্রার্থিত হইয়া কন্যাদান (যে বিবাহের নিষ্পাদক, তাহার নাম) প্রাজাপত্য। সকাম—স্ত্রীপুরুষ উভয়ের মাতৃ-পিতৃ-রহিত সংসর্গ। অর্থাৎ কেবল স্ব স্ব ইচ্ছাকৃত সংসর্গ গান্ধর্ব্ব বিবাহ। ক্রয় করিয়া বিবাহের নাম আসুর। যুদ্ধে হরণপূর্ব্বক বিবাহের নাম রাক্ষস। সুপ্তা প্রমত্তা কন্যাতে উপগত হওয়ার নাম পৈশাচ বিবাহ। ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত চারিটী বিবাহ ধর্ম্ম্য। গান্ধর্ব্বও ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম্ম্য। ব্রাহ্ম বিবাহে বিবাহিতা স্ত্রীর পুত্র, একবিংশতি পুরুষ,—দৈব বিবাহে বিবাহিতা স্ত্রীর পুত্র, চতুর্দ্দশ পুরুষ—আর্ষবিবাহে বিবাহিতা স্ত্রীর পুত্র, সপ্তপুরুষ এবং প্রাজাপত্য বিবাহে বিবাহিত স্ত্রীর পুত্র চার পুরুষ পবিত্র করে। ব্রাহ্মবিবাহে কন্যা সম্প্রদানকারী ব্রহ্মলোক গমন করে। দৈববিবাহে স্বর্গ; আর্ষবিবাহে বিষ্ণুলোক এবং প্রাজাপত্য-বিবাহে দেবলোক। গান্ধর্ব্ববিবাহ করিলে গন্ধর্ব্বলোকে গমন করে। পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, সকুল্য, অর্থাৎ সপিণ্ড, মাতামহ এবং মাতা ইহারা কন্যাদানে অধিকারী। (পূর্ব্ব পূর্ব্ব উল্লিখিত ব্যক্তির অভাবে, পর পর উল্লিখিত প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি ঐ কার্য্যে অধিকারী; যথা—প্রথম পিতা, তদভাবে পিতামহ ইত্যাদি)। তিন বার ঋতুদর্শন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া কন্যা স্বয়ংবর করিবে। কেননা তিনবার ঋতু দর্শন হইয়া গেলে কন্যা আপনার উপর প্রভুত্ব সম্পন্ন হয়। যে কন্যা অবিবাহিতা অবস্থায় পিতৃগৃহে রজোদর্শন করে, সেই কন্যা বৃষলী বলিয়া জ্ঞাতব্যা। তাহাকে হরণ করিলে দোষী হইতে হয় না।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম, নিরূপিত হইতেছে। ভর্ত্তার সমান ব্রতাচরণ, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, গুরু, দেবতা ও অতিথির পূজা, গৃহোপকরণ দ্রব্য সামগ্রীকে বেশ মাজিয়া ঘসিয়া গুছাইয়া রাখা, অমিতহস্ততা (অর্থাৎ অল্পব্যয় করা) ধন-পাত্র সুগোপন করিয়া রাখা, বশীকরণাদি মূলকর্ম্মে অপ্রবৃত্তি, মঙ্গলাচার তৎপরতা, ভর্ত্তা প্রবাসে থাকিলে বেশবিন্যাস না করা, পরগৃহে গমন না করা, দ্বারদেশে বা গবাক্ষে অবস্থান না করা এবং সকল কর্ম্মেই অস্বতন্ত্রতা—(যথাক্রমে) বাল্য যৌবন ও বার্দ্ধক্যে, পিতা, ভর্ত্তা ও পুত্রের বশে থাকা, ভর্ত্তার মৃত্যু হইলে, ব্রহ্মচর্য্য বা ভর্ত্তার সহগমন বা অনুগমন (স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম)। স্ত্রীলোকদিগের পৃথক্ যজ্ঞ, ব্রত এবং উপবাস নাই* কিন্তু পতিকে যে সেবা করে, সেইজন্যই স্বর্গে আদৃতা হয়। যে স্ত্রী, পতি জীবিত থাকিতে উপবাস ব্রত আচরণ করে, সে স্বামীর আয়ুঃহরণ ও নরক গমন করে। ভর্ত্তার মৃত্যুর পর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বিনী,—সাধ্বী স্ত্রী, পুত্রবতী হইলেও সনকাদি সুপ্রসিদ্ধ আবাল্য ব্রহ্মচারীদিগের ন্যায় স্বর্গে গমন করে।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

* ভর্ত্তা ব্যতীত স্ত্রীলোকের যজ্ঞ সিদ্ধি হয় না, (ভর্ত্তার অনুমতি ব্যতিরেকে) ব্রত উপবাস হয় না, ইহা কুল্লুকভট্ট বলেন।

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

সবর্ণা বহুপত্নী বিদ্যমান থাকিলে, জ্যেষ্ঠা (অর্থাৎ তন্মধ্যে প্রথম পরিণীতা) ভার্য্যার সহিত ধর্ম্মকার্য্য করিবে। মিশ্রা (অর্থাৎ সবর্ণা অসবর্ণা) বহুপত্নী থাকিলে, সবর্ণা পত্নী কনিষ্ঠা হইলেও তাহার সহিত ধর্ম্মকার্য্য করিবে, সমান বর্ণা পত্নীর অভাবে অব্যবহিত পরবর্ণার সহিত ঐকার্য্য করিবে। (যথা—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ার সহিত ইত্যাদি)। আপৎকালেও অর্থাৎ সবর্ণা পত্নীর রজোদোষাদিতেও ঐ নিয়ম। কিন্তু দ্বিজ,শূদ্রা-পত্নীর সহিত ধর্ম্মকার্য্য কদাচ করিবে না। দ্বিজের শূদ্রাভার্য্যা কখনই ধর্ম্মকার্য্যোপযোগিনী নহে, রাগান্ধ দ্বিজের রতিকার্য্যার্থই শূদ্র ভার্য্যা কথিত হইয়াছে। দ্বিজাতিগণ মোহবশতঃ হীনজাতীয়া স্ত্রীকে বিবাহ করিলে, সত্বরই স সন্তানকুলকে শূদ্র করিয়া তুলে। যাহার দৈবকার্য্য, পিত্র্যকার্য্য, বা আতিথেয়কার্য্য তৎপ্রধান (অর্থাৎ শূদ্রা-ভার্য্যা সমভিব্যাহারে কৃত) তাহার অন্ন পিতৃগণ ও দেবগণ ভোজন করেন না, এবং সে স্বর্গ গমন করে না। (তবে শূদ্রা বিবাহ কোন্ স্থলে হইতে পারে তাহা যাজ্ঞবল্ক্যে ৪ পত্র ৫৬ শ্লোকের টীকাতে দেখিবে)।

ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

গর্ভের স্পষ্টতা জ্ঞান হইলে অর্থাৎ ঋতুকালে, নিষেক কর্ম্ম অর্থাৎ গর্ভাধান। স্পন্দনের পূর্ব্বে—অর্থাৎ তৃতীয় মাসে পুংসবন, ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন, বালক উৎপন্ন হইলে (তদ্দিনে) জাতকর্ম্ম, অশৌচান্তে নামকরণ—ব্রাহ্মণের মঙ্গল, ক্ষত্রিয়ের বলবৎ, বৈশ্যের ধনযুক্ত এবং শূদ্রের নিন্দিত (নাম হইবে)। চতুর্থ মাসে আদিত্যদর্শন অর্থাৎ নিষ্ক্রমণ। ষষ্ঠমাসে অন্নপ্রাশন। তৃতীয় বর্ষে চূড়াকরণ। * এই সমস্ত ক্রিয়াই স্ত্রীলোকের পক্ষে মন্ত্রোচ্চারণ না করিয়া করিবে। তাহাদিগের বিবাহ সমন্ত্রক। গর্ভাষ্টম বৎসরে ব্রাহ্মণের, গর্ভৈকাদশ বর্ষে ক্ষত্রিয়ের ও গর্ভদ্বাদশে বৈশ্যের উপনয়ন হইবে। তাহাদিগের মেখলা,—(যথাক্রমে) মুঞ্জা ধনুর্গুণ এবং বল্বজ (অর্থাৎ তৃণবিশেষ) নির্ম্মিত হইবে, (ব্রাহ্মণের মুঞ্জানির্ম্মিত ইত্যাদি) যজ্ঞসূত্র এবং বস্ত্র কার্পাসময় শণময় এবং আবিক (অর্থাৎ মেষলোমজাত) হইবে। (ব্রাহ্মণের যজ্ঞসূত্র ও বস্ত্র—কার্পাসময় ক্ষত্রিয়ের শণময় ইত্যাদি) মৃগের, (ব্রা) ব্যাঘ্রের (ক্ষ) এবং ছাগের (বৈ) চর্ম্ম (যথাক্রমে তাহাদিগের উত্তরীয়) তাহাদিগের দণ্ড—পালাশ খাদির এবং ঔডুম্বর; কেশান্ত (ব্রা) ললাট (ক্ষ) এবং নাসা দেশ পর্য্যন্ত পরিমিত (বৈ) হইবে; অথবা সকলেরই উক্ত সকল প্রকার দণ্ড হইতে পারে। (দণ্ডসকল) সরল এবং ত্বক্‌যুক্ত হইবে। আর তাহাদিগের ভিক্ষাচর্য্যা আদিতে ভবৎ শব্দ (ব্রা) মধ্যে ভবৎ শব্দ (ক্ষ) শেষ ভবৎ শব্দ (বৈ) যোগে হইবে। (যাজ্ঞবল্ক্য ২ পত্র ৩০ শ্লোকে)। (উপনয়নের মুখ্য কাল উক্ত হইয়াছে এক্ষণে সামান্য কাল উক্ত হইতেছে),ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের—দ্বাবিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়ের,—ও চতুর্ব্বিংশবর্ষ পর্য্যন্ত বৈশ্যের গায়ত্রী অতিক্রম হইবে না, এই যথাকালে অসংস্কৃত তিন বর্ণই ইহার পর (অর্থাৎ যথাক্রমে গর্ভষোড়শ গর্ভ দ্বাবিংশতি ইত্যাদির পর) গায়ত্রী-বর্জ্জিত, ব্রাত্য ও সাধুসমাজে নিন্দিত হইয়া থাকে। যাহার, যে চর্ম্ম,যে যজ্ঞসূত্র, যে মেখলা,যে দণ্ড এবং যে বস্ত্র (বিহিত হইয়াছে ব্রাহ্মণের মৃগ-চর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের ব্যাঘ্রচর্ম্ম ইত্যাদি) সেই সেই চর্ম্মাদি তাহার ব্রতেও (অর্থাৎ কেশান্তাদি কার্য্যেও) হইবে (অর্থাৎ নূতন হইবে)। মেখলা, চর্ম্ম, দণ্ড, যজ্ঞসূত্র, অথবা কমণ্ডলু ছিন্ন বা ভিন্ন হইলে তাহা জলে ফেলিয়া দিয়া মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক অন্য মেখলাদি ধারণ করিবে।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

* যাজ্ঞবল্ক্য টীকায় ত্রিলোচনচার্য্য বলেন, প্রথম বর্ষ এবং তৃতীয় বর্ষ চূড়াকরণের মুখ্যকাল। বস্তুতঃ তৃতীয় বর্ষই মুখ্যকাল। ইহা রঘুনন্দনাদি বহুপণ্ডিতের সম্মত।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

আরম্ভ। ব্রহ্মচারিগণের গুরুগৃহে বাস ও সন্ধ্যাদ্বয়ের উপাসনা, (কর্ত্তব্য)। দণ্ডায়মান হইয়া প্রাতঃসন্ধ্যা—ও উপবিষ্ট হইয়া সায়ং সন্ধ্যা করিবে। দুই সময়েই স্নান ও হোম; জলে—দণ্ডবৎ অর্থাৎ স্নানমন্ত্র ব্যতীত অবগাহন, আহূত হইয়া অধ্যয়ন গুরুর প্রিয় হিতকার্য্য করা, মেখলা, দণ্ড, চর্ম্ম ও উপবীত ধারণ—গুরুকুল ব্যতীত অন্য গুণবান্ ব্যক্তির গৃহে ভিক্ষা করা, গুরুর অনুজ্ঞাত হইয়া ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যের আহার।—শ্রাদ্ধ, কৃত্রিম লবণ ভোজন, নিষ্ঠুর বাক্য কথন, পর্য্যুষিত ভোজন, নৃত্য, গীত, স্ত্রী সম্ভোগ, মধু, মাংস, অঞ্জন, গুরু ভিন্ন অপরের উচ্ছিষ্ট ভোজন, প্রাণিহিংসা ও অশ্লীল বাক্যপ্রয়োগ—এই সকল পরিত্যাগ—করা, স্থণ্ডিল শয়ন, গুরুর পূর্ব্বে শয্যা হইতে উত্থান ও গুরুর পরে শয়ন, কর্ত্তব্য। কর্ম্ম। সন্ধ্যোপসানা করিয়া গুরুর অভিবাদন করিবে। ব্যত্যস্ত পাণি হইয়া তাঁহার পাদস্পর্শ করিবে, "ব্যত্যস্ত পাণি হইয়া" ইহার মর্ম্ম এই যে দক্ষিণ পাণি দ্বারা দক্ষিণ পাদ ও ইতর পাণি দ্বারা ইতর পাদযুগপৎ স্পর্শ করিবে। অভিবাদনান্তে স্বীয় নামোচ্চারণপূর্ব্বক ভোঃ শব্দ কীর্ত্তন করিবে (এইরূপ অভিবাদন বাক্য হইবে, যথা;—অভিবাদয়ে অমুকশর্ম্মাহমস্মি ভোঃ) দণ্ডায়মান থাকিয়া উপবিষ্ট থাকিয়া, শয়ান থাকিয়া, আহার করিতে করিতে, অথবা পরাঙ্মুখ থাকিয়া গুরুর অভিভাষণ করিবে না। গুরু আসীন থাকিলে স্বয়ং দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার অভিভাষণ করিবে, গুরু গমন করিতে থাকিলে স্বয়ং অনুগমন করত তাঁহার অভিভাষণ করিবে, গুরু আগমন করিতেছেন দেখিতে পাইলে, প্রত্যুদ্গমন করিয়া তাঁহার অভিভাষণ করিবে। গুরু ধাবমান হইলে,তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন পূর্ব্বক অভিভাষণ করিবে। গুরু পরাঙ্মুখ হইয়া থাকিলে অভিমুখ হইয়া তাঁহার অভিভাষণ করিবে, গুরু, দূরস্থ হইলে, তাঁহার নিকটে আসিয়া অভিভাষণ করিবে, গুরু শয়ন করিয়া থাকিলে, প্রণাম করিয়া তাঁহার অভিভাষণ করিবে। তাঁহার চক্ষু-গোচরে যথেচ্ছভাবে বসিয়া থাকিবে না, ইহাঁর নাম কেবল (অর্থাৎ নিরুপপদ উচ্চারণ করিবে না) ইহাঁর গমন চেষ্টা এবং কথনাদির অনুকরণ করিবে না। যেখানে ইহাঁর নিন্দা বা পরীবাদ হইবে—সেখানে থাকিবে না, শিলাফলকে, নৌকা ও রথাদি যান ব্যতীত ইহাঁর সহিত একাসনে উপবেশন করিবে না। গুরুর গুরু সন্নিহিত হইলে, তাঁহার প্রতি গুরুবৎ ব্যবহার করিবে। গুরুর অনুমতি ব্যতীত স্বীয় গুরুজনের অভিবাদন করিবে না। বয়ঃকনিষ্ঠ, বা সমান বয়স্ক, গুরুপুত্র—নিজের অধ্যাপক হইলে তাঁহার প্রতি গুরুবৎ ব্যবহার করিবে, কিন্তু ইহাঁর পাদ প্রক্ষালন করিবে না ও উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে না, এইরূপে এক বেদ, দুই বেদ বা তিন বেদ আয়ত্ত করিবে। অনন্তর বেদাঙ্গ সকল (আয়ত্ত করিবে)। যে ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন না করিয়া অন্য বিষয়ে পরিশ্রম করে, সে সসন্তানে শূদ্রতা প্রাপ্ত হয়। অগ্রে মাতার নিকট হইতে জন্মে; মৌঞ্জী-বন্ধন অর্থাৎ উপনয়ন দ্বিতীয় জন্ম; এই জন্মে, গায়ত্রী মাতা এবং আচার্য্য পিতা হন। এইজন্যই তাহাদিগের দ্বিজত্ব। মৌঞ্জীবন্ধনের পূর্ব্বে দ্বিজ—শূদ্রতুল্য থাকে, ব্রহ্মচারী—মুণ্ডিত-মুণ্ড, অথবা জটিল হইবে। বেদাধ্যয়নের পর গুরুর অনুজ্ঞা পাইয়া তাঁহাকে দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক স্নান করিবে; অথবা বেদগ্রহণানন্তর জন্ম শেষ গুরুকুলেই অতিবাহিত করিবে; তাহাতে আচার্য্য মৃত হইলে, আচার্য্য পুত্রের প্রতি আচার্য্যবৎ ব্যবহার করিবে; অথবা অর্থাৎ তদভাবে গুরুপত্নী বা গুরু সবর্ণের প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করিবে; তদভাবে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, অগ্নিসেবক হইবে।

যে বিপ্র আলস্য রহিত হইয়া এইরূপে ব্রহ্মচর্য্য করেন, তিনি উৎকৃষ্টলোকে গমন করেন; এবং পুনর্ব্বার তাঁহাকে ইহলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ব্রহ্মচারী-দ্বিজের কামতঃ রেতঃপাত,—ধর্ম্মজ্ঞ ব্রহ্মবাদিগণ কর্ত্তৃক ব্রত-লঙ্ঘন বলিয়া অভিহিত হয়। এই পাপ আচরিত হইলে, গর্দ্দভ-চর্ম্ম পরিধান করিয়া স্বীয়কর্ম্ম

কীর্ত্তন করত সপ্তগৃহে ভিক্ষা করিবে; সেই ব্যক্তি তত্তৎ স্থানে লব্ধ ভিক্ষার দ্রব্য (অহোরাত্রের মধ্যে) একবার ভোজন এবং ত্রৈকালিক স্নান করত, একবর্ষ অতিবাহিত করিলে শুদ্ধ হইতে পারিবে। (ইহা অবকীর্ণীব্রত)। আর ব্রহ্মচারীদ্বিজ, স্বপ্নাবস্থায় অনিচ্ছাবশতঃ স্খলিতবীর্য্য হইলে স্নানান্তে সূর্য্য পূজা করিয়া তিনবার "পুনর্ম্মামেত্বিন্দ্রিয়ম্" এই মন্ত্র জপ করিবে। বিনারোগে নিরবচ্ছিন্ন সাত দিন ভিক্ষাহার এবং অগ্নিকার্য্য না করিলে অবকীর্ণীব্রত করিবে। যদি কামকৃতনিদ্রা পরবশ ব্রহ্মচারীর অজ্ঞাতভাবে সূর্য্যদেব উদিত বা অস্তমিত হন, তাহা হইলে দিনমাত্র উপবাসী থাকিয়া গায়ত্রী জপ করিবে।

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

যে ব্যক্তি, উপনীত করিয়া ব্রহ্মচর্য্যাদেশপূর্ব্বক, বেদাধ্যাপন করেন, তাহাকে আচার্য্য বলিয়া—আর যিনি বৃত্তি গ্রহণ করিয়া সমগ্র বেদ, অধ্যপনা করেন (অথবা বিনা বৃত্তিতে) বেদৈকদেশ অধ্যাপনা করেন, তাঁহাকে উপাধ্যায় বলিয়া জানিবে; তিনি যাহার যজ্ঞে হোতৃত্বাদি কার্য্য করেন, তাঁহাকে তাহার ঋত্বিক্ বলিয়া জানিবে। কুলশীলাদি বিষয়ে অপরীক্ষিত ব্যক্তির যাজন করিবে না, অধ্যাপনা করিবে না, উপনয়ন দিবে না। (এবং তাদৃশ ব্যক্তি দ্বারা যজন করিবে না, তাহার নিকট অধ্যয়ন করিবে না, উপনীত হইবে না)। অন্যায়তঃ পৃষ্ট] হইয়াও যে উত্তর প্রদান করে এবং যে অন্যায়তঃ জিজ্ঞাসা করে, তাহাদিগের মধ্যে অন্যতরের মৃত্যু হয় বা পরস্পর বিদ্বেষাপন্ন হয়। যে শিষ্যের অধ্যাপনে ধর্ম্মসিদ্ধি বা ইষ্টসিদ্ধি হয় না, অথবা শিষ্য, অধ্যয়নানুরূপ শুশ্রূষা না করে, উষরক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট বীজ বপনের ন্যায়, সে পাত্রে বিদ্যাদান অকর্ত্তব্য। পূর্ব্বকালে বিদ্যা ব্রাহ্মণের নিকট আসিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন;—আমাকে রক্ষা কর; আমি তোমার সেবধি (গুপ্ত অক্ষয় ধন)। অসূয়াকারী, কুটিল এবং অসংযত ব্যক্তির নিকট আমাকে ব্যক্ত করিওনা। তাহা হইলেই আমি বীর্য্যবতী হইব। যাহাকে শুচি, সাবধান, মেধাবী, ব্রহ্মচর্য্য পরায়ণ, বলিয়া স্থির জানিবে এবং যে তোমার অপকার করে না ও করিবে না, আর যে তোমাকে কোনরূপ অপ্রিয় কথা বলে না, হে ব্রহ্মন্! নিধি পালক সেই ব্যক্তির নিকট আমাকে ব্যক্ত করিবে। (অর্থাৎ অসূয়াকারী দিগকে বিদ্যা দান করিবে না। শুচি এবং কথিত গুণযুক্ত ব্যক্তিকে বিদ্যা দান করিবে।

একোনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রাবণী পূর্ণিমা কিংবা ভাদ্রী পূর্ণিমাতে উপাকর্ম্ম নামক কর্ম্ম করিয়া সাড়েচারি মাস বেদাধ্যয়ন করিবে। অনন্তর উপাকৃত বেদের উৎসর্গ—গ্রাম বহির্ভাগে করিবে, অনুপাকৃতের উৎসর্গ করিতে হয় না। উৎসর্গ ও উপাকর্ম্মের মধ্যে বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিবে। চতুর্দ্দশী ও অষ্টমীতে অহোরাত্র অধ্যয়ন করিবে না; ঋতুশেষে অহোরাত্রে ও চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণে অধ্যয়ন করিবে না। ইন্দ্র-ধ্বজ-পতনে ও ইন্দ্রধ্বজোত্থানে (অহোরাত্র অধ্যয়ন করিবে) না; প্রচণ্ড পবন বহিতে থাকিলে (অধ্যয়ন করিবে) না; অকালে বর্ষণ বিদ্যুৎ ও মেঘগর্জ্জন হইলে (অধ্যয়ন করিবে) না, ভূমিকম্প, উল্কাপাত ও দিগ্দাহে (অধ্যয়ন করিবে) না; যে গ্রাম মধ্যে শব থাকে, তথায় (অধ্যয়ন করিবে) না, শস্ত্রসম্পাতে (অধ্যয়ন করিবে) না; কুকুর—শৃগাল—বা গর্দ্দভের ধ্বনি হইলে (অধ্যয়ন করিবে) না; বাদ্যশব্দ হইলে (অধ্যয়ন করিবে) না; শূদ্র বা পতিত ব্যক্তির সমীপে (অধ্যয়ন করিবে) না, দেবতায়ন, শ্মশান চতুষ্পথ এবং রথ্যাতে (অধ্যয়ন করিবে) না; জলমধ্যে (অধ্যয়ন করিবে) না; পীঠোপরি পদতল স্থাপন করিয়া (অধ্যয়ন করিবে) না, হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, নৌকা, বাণ এবং রথাদি যানে আরূঢ় হইয়া (অধ্যয়ন করিবে) না, বমন করিলে (অহোরাত্র অধ্যয়ন করিবে) না, বিরেচন হইলে, (অহোরাত্র অধ্যয়ন করিবে)

না, অজীর্ণ দোষ হইলে (অধ্যয়ন করিবে) না, পঞ্চনখ, (অধ্যয়ন সময়ে গুরুশিষ্যের) মধ্যস্থান দিয়া গমন করিলে (অধ্যয়ন করিবে) না, রাজা, এক শাখাধ্যায়ী শ্রোত্রিয়, গো, অথবা ব্রাহ্মণের বিপত্তি হইলে (অধ্যয়ন করিবে) না, উপাকর্ম্ম করিলে তিন দিন (অধ্যয়ন করিবে) না; উৎসর্গেও তিন দিন (অধ্যয়ন করিবে) না ; সামগান কালে ঋগবেদ যজুর্ব্বেদ (অধ্যয়ন করিবে) না, রাত্রিশেষে অধ্যয়ন করিবার পর আর শয়ন করিবে না ; অধ্যয়ন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইলেও অনধ্যায়ে অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিবে ; যেহেতু অনধ্যায়ে অধীত শাস্ত্র, ইহ পরলোকে ফলপ্রদ হয় না ; পরন্তু তাহাতে অধ্যয়ন করিলে গুরুশিষ্যের আয়ুক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব ব্রহ্মলোক গমনেচ্ছু গুরু, অনধ্যায় ব্যতীত, সৎশিষ্য-ক্ষেত্রে বিদ্যাবীজ বপন করিবে। শিষ্য, প্রত্যহ বেদাধ্যয়নের আরম্ভ ও অবসানে গুরুর পাদ গ্রহণ করিবে ; এবং প্রণব উচ্চারণ করিবে। ঋগ্‌বেদ অধ্যয়ন করিলে তদ্দ্বারা ইহার অর্থাৎ অধ্যয়নকারীর পিতৃলোক ঘৃত দ্বারা তৃপ্ত হন। যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিলে তাহাতে মধুদ্বারা, সামবেদ, অধীত হইলে তাহাতে দুগ্ধদ্বারা, অথর্ব্ববেদ অধীত হইলে, তাহাতে মাংসদ্বারা আর পুরাণ, ইতিহাস, বেদাঙ্গ ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধীত হইলে তাহাতে ইহার (পিতৃগণ) অন্নদ্বারা তৃপ্ত হ'ন। যে ব্যক্তি বিদ্যালাভ করিয়া ইহলোকে তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহা (অর্থাৎ বিদ্যা) তাহার পরলোকে ফল প্রদান করিবে না। আর যে নিজবিদ্যা প্রভাবে পরকীয় যশ বিনষ্ট করে, বিদ্যা তাহারও পরলোকে ফলদায়িনী হইবে না। সম্মতি না থাকিলে অপরের অধ্যয়ন শ্রবণ করিয়া বিদ্যা গ্রহণ করিবে না ; তথাবিধ গ্রহণ—বেদচৌর্য্য,—সুতরাং ইহা, ইহার (গ্রহীতার) নরক-জনক হয়। লৌকিক, বৈদিক, অথবা আধ্যাত্মিক জ্ঞান, যাহা হইতে লাভ করাযায় কদাচ তাঁহার দ্বেষ বা অপকার করিবে না, উৎপাদক এবং বেদাধ্যাপক এই দুই জনের মধ্যে বেদাধ্যাপক পিতা শ্রেষ্ঠ ; যেহেতু ব্রহ্মজন্মই ইহ পর উভয় লোকে স্থায়ী। মাতাপিতা পরস্পর কামবশে, যে ইহাকে (অর্থাৎ যে বালককে) উৎপাদন করে, তাহার যে মাতৃগর্ভে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি লাভ, তাহা পশ্বাদি-সাধারণ উৎপত্তি মাত্র। বেদপারগ আচার্য্য, যথাবিধি উপনয়নপূর্ব্বক সাবিত্রী-অনুবচন দ্বারা তাহার (অর্থাৎ বালকের) যে জন্ম উৎপাদন করে, সেই জন্মই সত্য অজর এবং অমর। যিনি, সুখবিতরণ ও অমৃত প্রদান করত বর্ণ-স্বর-বৈগুণ্য-রহিত সত্যস্বরূপ বেদ-মন্ত্র দ্বারা শ্রবণকুহরদ্বয় পরিপূর্ণ করেন, তাঁহাকেই পিতামাতা বলিয়া মানিবে, কৃতজ্ঞতার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার অপকার করিবে না।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একত্রিংশ অধ্যায়।

মাতা, পিতা এবং আচার্য্য—এই তিনজন পুরুষের মহাগুরু হইয়া থাকেন। সর্ব্বদা তাঁহাদিগের সেবা করিবে। তাঁহাদিগের প্রিয়-হিতকার্য্য আচরণ করিবে। তাঁহাদিগের অনুজ্ঞা ব্যতীত কিছুই করিবে না। ইঁহারাই তিন বেদ ; ইঁহারাই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিন দেবতা ; ইঁহারাই ত্রিলোক এবং ইঁহারাই এই তিন অগ্নি—পিতা গার্হপত্য অগ্নি ; মাতা দক্ষিণাগ্নি ; এবং আচার্য্য আহবনীয় অগ্নি ; এই তিনজন যাহার নিকট আদৃত ; সকল ধর্ম্মই তাহার আদৃত, আর ইঁহারা যাহার নিকট অনাদৃত, তাহার সকল কার্য্যই নিষ্ফল। মাতৃভক্তি দ্বারা এই লোক, পিতৃভক্তি দ্বারা মধ্যম লোক, (অর্থাৎ দেবলোক) এবং গুরুশুশ্রূষা দ্বারা ব্রহ্মলোক ভোগ করিতে পারে।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

রাজা, ঋত্বিক্‌, শ্রোত্রিয়, অধর্ম্ম-নিষেধক, উপাধ্যায়, পিতৃব্য, মাতামহ, মাতুল, শ্বশুর, জ্যেষ্ঠভ্রাতা এবং (বয়োজ্যেষ্ঠ—) বৈবাহিকাদি সম্বন্ধী—ইহারা আচার্য্যবৎ মান্য। ইহাদিগের সবর্ণা পত্নী, এবং পিতৃষ্বসা, মাতৃষ্বসা ও

জ্যেষ্ঠা ভগিনীও (ঐরূপ মান্য)। পিতৃব্য, মাতুল এবং ঋত্বিক্ বয়ঃকনিষ্ঠ হইলে তাহাদিগের প্রত্যুত্থানই অভিবাদন। হীনবর্ণা গুরুপত্নীদিগের অভিবাদন দূর হইতে করিবে; পাদস্পর্শ করিবে না। (সামান্যতঃ) গুরুপত্নীদিগের গাত্রোৎসাদন অর্থাৎ গাত্রমার্জ্জন হরিদ্রাদি ম্রক্ষণ ও তৈলমর্দ্দন, কজ্জলরঞ্জন, কেশ-সংযমন ও পাদপ্রক্ষালনাদি করিবে না। পর-স্ত্রী অপরিচিতা হইলেও তাহাকে, ভগিনী, কন্যা বা মাতা বলিয়া সম্বোধন করিবে। গুরুজনকে "তুমি" এইরূপ (যুষ্মৎশব্দ) বলিবে না, গুরুজনের (কোনরূপ) মান হানি করিলে, উপবাসী থাকিয়া দিনান্তে তাঁহার প্রসন্নতা সম্পাদন পূর্ব্বক আহার করিবে। গুরুর সহিত বিরোধপূর্ব্বক কথা কহিবে না অর্থাৎ জিগীষার বশবর্ত্তী হইয়া বিতণ্ডাদি করিবে না; ইঁহার (গুরুর) নিন্দা অথবা অনাভপ্রেত কার্য্য করিবে না, বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ হইলে (অর্থাৎ যৌবন-প্রাপ্ত গুণ-দোষাভিজ্ঞ) শিষ্য, যুবতী গুরুপত্নীর পাদগ্রহণপূর্ব্বক অভিবাদন করিবে না; পরন্তু যুবাশিষ্য, "অসাবহং" অর্থাৎ অমুক আমি, ইহা বলিয়া (অভিবাদনের বাক্য পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে) যুবতী গুরুপত্নীদিগকে ভূমিতে অর্থাৎ পাদগ্রহণ ব্যতীত যথাবিধি অভিবাদন করিবে। শিষ্টাচার অনুস্মরণ করত (যুবাশিষ্য ও) প্রবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া গুরুপত্নীদিগের পাদগ্রহণ, এবং প্রত্যহ ভূমিতে অভিবাদন করিবে। ধন, সহায়সম্পন্নতা, অধিক বয়ঃক্রম, শ্রৌত-স্মার্ত্তকর্ম্ম, এবং বিদ্যা, এই পাঁচটী মান্যতাকারণ; তবে যাহা যাহা পরবর্ত্তী, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব হইতে শ্রেষ্ঠ। ধনী-অপেক্ষা স্বজনসম্পন্ন; তদপেক্ষা, অধিকবয়স্ক; তদপেক্ষা ক্রিয়াবান্; তদপেক্ষা, বেদার্থতত্ত্বজ্ঞানী অধিক মান্য। দশ-বর্ষবয়স্ক ব্রাহ্মণ এবং শত-বর্ষ-বয়স্ক রাজাকে পিতা-পুত্র বলিয়া জানিবে, সেই দুইজনের মধ্যে ব্রাহ্মণই পিতা; ব্রাহ্মণদিগের জ্যেষ্ঠতা, জ্ঞানানুসারে; ক্ষত্রিয়দিগের কার্য্যানুসারে; আর বৈশ্যদিগের ধনধান্যঅনুসারে; কেবল, শূদ্রদিগেরই (জ্যেষ্ঠতা) জন্মানুসারে।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

মনুষ্যের—বহুলোক ও বহুদ্রব্যের সহিত সম্বন্ধ থাকায়, বিশেষতঃ গৃহস্থাশ্রমীর, কাম ক্রোধ লোভ নামক ঘোরতর তিনটী শত্রু আছে। সেই শত্রুত্রয়ে আক্রান্ত হইয়া এই ব্যক্তি অর্থাৎ মনুষ্য বা গৃহস্থ মনুষ্য, অতিপাতক, মহাপাতক, অনুপাতক, উপপাতক, জাতিভ্রংশকর, সংকরীকরণ অপাত্রীকরণ, মলাবহ এবং প্রকীর্ণক পাপে প্রবৃত্ত হয়। কাম, ক্রোধ এবং লোভ, নরকের দ্বার—এই ত্রিবিধ, ইহা আত্মাকে বিনষ্ট (অর্থাৎ সর্ব্ব সুখ-বঞ্চিত—অতীব নিকৃষ্ট) করে, অতএব এই তিনটীকে পরিত্যাগ করিবে।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

মাতৃগমন, কন্যাগমন এবং পুত্রবধূগমন—এই (ত্রিবিধ) অতি পাতক। এই সকল অতিপাতকিগণ, অগ্নি প্রবেশ করিবে, এতদ্ভিন্ন তাহাদিগের কোনরূপেই নিষ্কৃতি নাই।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, ব্রাহ্মণস্বামিক (অশীতি রত্তিকার অন্যূন) সুবর্ণচৌর্য্য, এবং গুরুপত্নীগমন (অর্থাৎ বিমাতৃগমন) এই চতুর্ব্বিধ এবং এতৎপাপীর সহিত বিশেষ সংসর্গ—এই পঞ্চবিধ মহাপাতক। এক যানারোহণ, একত্র ভোজন, একত্র অবস্থিতি এবং একত্র শয়ন ইত্যাদি লঘুসংসর্গ, পতিতদিগের সহিত (নিরবচ্ছিন্ন) এক বৎসর করিলে, পতিত হয়, যৌন সম্বন্ধ

অর্থাৎ বিবাহাদি, স্রৌব সম্বন্ধ অর্থাৎ যাজনাদি এবং মৌখ-সম্বন্ধ অর্থাৎ অধ্যয়নাদি; শুদ্ধ সংসর্গ করিলে সদ্য পতিত হয়। এই সকল মহাপাতকিগণ, অশ্বমেধযজ্ঞ অর্থাৎ তদীয় অবভৃথ স্নান বা পৃথিবীস্থ সর্ব্ব-তীর্থ পর্য্যটন করিলে শুদ্ধ হইতে পারে। ইহা অজ্ঞানকৃত মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

যজ্ঞদীক্ষিত ক্ষত্রিয়হত্যা, এবং বৈশ্যহত্যা, রজস্বলা হত্যা, গর্ভবতী হত্যা, অত্রিগোত্র-সম্ভূতা-হত্যা, স্ত্রী-পুংস্ত্ব বিষয়ে অনবধারিত গর্ভহত্যা এবং শরণাগত হত্যা,—এই সকল কর্ম—ব্রহ্মহত্যার তুল্য; কূটসাক্ষ্য এবং মিত্রহত্যা—এই দুই কার্য্য সুরাপানের তুল্য; ব্রাহ্মণভূমিহরণ, এবং গচ্ছিত বস্তু অপহরণ—সুবর্ণহরণের তুল্য; পিতৃব্য, মাতামহ, মাতুল, শ্বশুর এবং রাজা—এতদন্যতমের পত্নী-গমন, পিতৃস্বসৃ-গমন, মাতৃস্বসৃ-গমন, ভগিনী-গমন, শ্রোত্রিয়, ঋত্বিক, উপাধ্যায় এবং বন্ধু—এতদন্যতমের পত্নীগমন, ভগিনী-সখী-গমন, সগোত্রাগমন, উত্তমবর্ণাগমন, কুমারীগমন, অন্ত্যজাগমন রজস্বলাগমন, শরণাগতাগমন, প্রব্রজ্যাবলম্বিনী-গমন এবং ন্যাসীকৃতাগমন গুরুপত্নীগমনের তুল্য। এই সকল অনুপাতকিগণ, মহাপাতকিদিগের ন্যায় অশ্বমেধযজ্ঞানুষ্ঠান বা তীর্থ-পর্য্যটন দ্বারা পবিত্র হইবে; অজ্ঞানকৃত অগম্যাগমনের ও জ্ঞানকৃত অন্য অনুপাতকের ইহা প্রায়শ্চিত্ত।)

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

উৎকর্ষজনক মিথ্যাবাক্য (যথা শূদ্রের "আমি ব্রাহ্মণ" এইরূপ উক্তি) রাজগামী খলতা, (অর্থাৎ রাজার নিকট দুষ্কর্ম্মের অভিযোগ) গুরুর অলীক নিন্দা করা, বেদনিন্দা, অধীত বেদ-বিস্মরণ, আহিত অগ্নিত্যাগ, অপতিত মাতা পিতা-পুত্র-পত্নীত্যাগ, অভোজ্যান্ন-ভোজন, (অর্থাৎ চাণ্ডালাদির অন্ন ভোজন) অভক্ষ্য-ভক্ষণ (অর্থাৎ লশুনাদি ভক্ষণ) পরস্বাপহরণ, পরদার গমন, অনুচিত কর্ম্ম, যথা ব্রাহ্মণের পক্ষে ক্ষত্রিয়াদির কর্ম্ম অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা, অসৎ-প্রতিগ্রহ, ক্ষত্রিয়-হত্যা, বৈশ্য হত্যা, শূদ্র হত্যা, গোহত্যা, অবিক্রেয় (অর্থাৎ লবণাদির) বিক্রয়। অনুজকর্ত্তৃক জ্যেষ্ঠের পরিবিত্তিতা, পরিবেদন, তাহাকে অর্থাৎ পরিবিত্ত বা পরিবেত্তাকে কন্যাদান, তাহার অর্থাৎ পরিবিত্তির এবং পরিবেত্তার যাজন, ব্রাত্যতা, প্রতিনিয়ত বেতন গ্রহণপূর্ব্বক অধ্যাপনা, প্রতিনিয়ত বেতন দান পূর্ব্বক অধ্যয়ন রাজাজ্ঞাক্রমে সকল যোনিতে অধিকার গ্রহণ করা, মহা-যন্ত্র প্রবর্ত্তন অর্থাৎ জলপ্রবাহ প্রতিবন্ধ হেতু সেতু-বন্ধাদি, দ্রুম, গুল্ম, বল্লী, লতা, এবং ওষধির বিনাশন, স্ত্রীলোককে বেশ্যা করিয়া তদ্দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করা অভিচার কার্য্য অর্থাৎ শ্যেনাদি যজ্ঞ করিয়া নিরপরাধ ব্যক্তির মারণ, মন্ত্রৌষধাদি দ্বারা বশীকরণ; (দেবাদি উদ্দেশ না করিয়া) কেবল আপনার জন্য পাকাদি অনুষ্ঠান, অধিকার থাকিতে অগ্নি-আধান না করা, দেবঋণ, ঋষিঋণ এবং পিতৃ-ঋণ পরিশোধ না করা; (যজ্ঞাদি দ্বারা দেবঋণ, ব্রহ্মচর্য্যাদি দ্বারা ঋষিঋণ ও পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে হয়)। চার্ব্বাকাদি অসৎশাস্ত্র চর্চ্চা, নাস্তিকতা, নটবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ, এবং মদ্যপায়িনী ভার্য্যার সহিত সংসর্গ, এই সকল উপপাতক। (যাজ্ঞবল্ক্য ৬২।৬০ পত্র ২২৭ হইতে ২৪২ শ্লোক দেখিবে)। এই সকল উপপাতকী মনুষ্যবৃন্দ, চান্দ্রায়ণ, অথবা পরাক ব্রত করিবে, অথবা গোমেধ যজ্ঞ করিবে (এই প্রায়শ্চিত্তত্রয় স্থানভেদে ব্যবস্থা করিয়া লইবে)।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

দণ্ডাদি দ্বারা ব্রাহ্মণকে ব্যথা দেওয়া, লশুন পুরীষাদি অঘ্রেয় বস্তু এবং মদ্য আঘ্রাণ করা,

ক্ষুটিনতা, পশু মৈথুন, এবং পুং-মৈথুন ; এই সকল পাপ জাতিভ্রংশকর। এতদন্যতম জাতি-ভ্রংশকর কর্ম্ম জ্ঞানপূর্ব্বক করিলে সান্তপন ব্রত, ও অজ্ঞানপূর্ব্বক করিলে প্রাজাপত্য করিবে।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনচত্বারিংশ অধ্যায়।

(অনুক্ত) গ্রাম্য ও আরণ্য পশু হিংসা, সঙ্করী-করণ। সঙ্করীকরণ পাপ করিলে এক মাস যাবকাহার করিয়া থাকিবে অথবা কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র ব্রত করিবে।

একোনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

নিন্দিতের (অর্থাৎ ম্লেচ্ছাদির) নিকট হইতে ধন গ্রহণ (অর্থাৎ পারিতোষিকাদি গ্রহণ) * বাণিজ্য, কুসীদ জীবন, অসত্যভাষণ, এবং শূদ্র সেবা এই সকল অপাত্রীকরণ পাপ। অপাত্রীকরণ পাপ করিলে তপ্তকৃচ্ছ্র বা শীত-কৃচ্ছ্র অথবা অভ্যস্ত মহাসান্তপন (অর্থাৎ দুইটী মহাসান্তপন) দ্বারা শুদ্ধ হইবে।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

পক্ষী-হত্যা, জলচর-হত্যা এবং মৎস্যাদি জলজ প্রাণীহত্যা, কৃমি-হত্যা ও কীটহত্যা আর মদ্যানুগত (অর্থাৎ মদ্যের সহিত এক পেট-কাদিতে আনীত শাকাদি) ভোজন, এই সকল পাপ মলাবহ। তপ্তকৃচ্ছ্র মলিনীকরণ পাপে শুদ্ধিজনক, অথবা কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত শুদ্ধিজনক।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

যে সকল পাপ অনুক্ত রহিল, তাহা প্রকীর্ণক। প্রকীর্ণ পাতকে লাঘব গৌরব বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মণের অনুমতিক্রমে, অবশ্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

নরকের বিষয় উক্ত হইতেছে। তামিস্র, অন্ধতামিস্র, রৌরব, মহারৌরব, কালসূত্র, মহানরক, সঞ্জীবন, অবীচি, তাপন, সম্প্রতাপন, সংঘাতক, কাকোল, কুড্মল, কুট্টান, পূতি মৃত্তিক, লৌহ-শঙ্কু, ঋজীষ, বিষম পন্থান, কণ্টক শাল্মলি, দীপনদী, অসিপত্রবন, এবং লোহচারক, এই সমস্ত নরক। অকৃত প্রায়শ্চিত্ত অতি পাতকীগণ, পর্য্যায়ক্রমে এক কল্প, এই সকল নরক ভোগ করে। মহাপাতকিগণ, অনুপাতকিগণ এক মন্বন্তর (এক সপ্ততি দিব্য চতুর্যুগে এক মন্বন্তর) উপপাতকিগণ চতুর্যুগ, সঙ্করীকরণ-পাপী, জাতিভ্রংশকর পাপী, অপাত্রীকরণ পাপী এবং মলিনী-করণ পাপী-সকল, সংবৎসর সহস্র ; আর প্রকীর্ণ পাপীরা (পাপের গুরুত্ব লঘুত্ব অনুসারে) বহুবর্ষবৃন্দ নরক-ভোগ করে। সকল পাতকিগণ, প্রাণত্যাগের পর যাম্যপথে গমন করিয়া দারুণ দুঃখভোগ করে। তাহারা ভয়ঙ্কর যমকিঙ্করগণের কষ্টানুকারী বরবিশেষ দ্বারা যেখান সেখান দিয়া আকৃষ্ট হইয়া অতিকষ্টে নরকে যে প্রকারে উপনীত হয় ; সেই প্রকারে কুকুর, শৃগাল মাংসাশী কাক, কঙ্ক, বকাদি, অগ্নিতুণ্ড অর্থাৎ ভল্লূকাদি ভুজঙ্গ, এবং বৃশ্চিক কর্ত্তৃক লক্ষিত হইতে থাকে। তাহারা অগ্নিদগ্ধ, কণ্টকবিদ্ধ, ক্রকচপাটিত এবং তৃষ্ণাপীড়িত হইতে থাকে ; বারংবার ক্ষুধা-পীড়িত, ঘোর ব্যাঘ্রগণ তাড়িত এবং পূয়রক্ত-গন্ধে মূর্চ্ছিত হইতে থাকে। পরকীয় অন্নপানাদিতে সাভিলাষ হইলে, তাহারা ভীষণ কাক কঙ্ক বকাদির ন্যায় বিকটাস্য যমকিঙ্কর কর্ত্তৃক তাড়িত হয়। কোন স্থলে তাহারা তৈল-পক্ক হয়, কোন স্থলে মুষল তাড়িত

---

* তাদৃশ ব্যক্তির নিকট প্রতিগ্রহ উপপাতক বলিয়া গণ্য আর পারিতোষিকাদি গ্রহণ অপাত্রী করণ। অথবা অসৎপ্রতিগ্রহ শব্দে নিন্দিত বস্তুর গ্রহণ, তাহাই উপপাতক, যথা তিলাদি গ্রহণ, আর ম্লেচ্ছাদির নিকট প্রতিগ্রহ, অপাত্রীকরণ।

ক্ষয় এবং কোন স্থলে লৌহময় শিলায় পেষিত হইতে থাকে; এবং কোন স্থলে বান্ত, কোন স্থলে পূয, কোন স্থলে রক্ত, কোন স্থলে বিষ্ঠা এবং কোন স্থলে পূয়গন্ধযুক্ত দারুণ মাংস ভোজন করে; কোন স্থলে অগ্নিমুখ ভীষণ কৃমিগণের ভক্ষ্য দ্রব্য হইয়া সূচীভেদ্য অন্ধকারে অবস্থান করিতে থাকে। কোন স্থলে তাহারা শীতার্ত্ত হয়, কোন স্থলে বা বিষ্ঠাদি অপবিত্র বস্তুর মধ্যে অবস্থিতি করে, এবং কোন স্থলে সুদারুণ প্রেতমণ্ডলী পরস্পরে পরস্পরকে ভোজন করে, কোন স্থলে ভূতকর্ত্তৃক তাড়িত হয়, কোন স্থলে (বন্ধনে বদ্ধ হইয়া) লম্বমানভাবে থাকে; কোন স্থলে তাহারা শরনিকর-বিক্ষিপ্ত হয় কোন স্থলে ছিন্ন ভিন্ন হইতে থাকে। যম-কিঙ্করেরা তাহাদিগের গলায় পা দিয়া থাকে, এবং তাহারা সর্পদেহ রজ্জুতে আবদ্ধ যন্ত্রদ্বারা পীড়িত আর জানু ধরিয়া আকৃষ্ট হইতে থাকে;—ভগ্নপৃষ্ঠ, ভগ্নমস্তক, ভগ্নগ্রীব, ও সূচীকণ্ঠ হইয়া (যাহাদিগের সূচী পরিমিত কণ্ঠনাল) সুদারুণ ও বহু দুঃখভারাক্রান্ত সেই সকল পাপীরা কূটগৃহ প্রমাণ যাতনাক্ষম শরীরদ্বারা এইরূপ পাপ ফল ভোগ করিয়া তির্য্যগ্ জাতিতে বিবিধ দুঃখ ভোগ করে।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

সমস্ত নরকে দুঃখভোগ করিয়া পাপিগণের তির্য্যগ্ যোনিতে জন্ম হইয়া থাকে। অতিপাতকিগণের পর্য্যায়ক্রমে সকলস্থাবর-যোনিতে, মহাপাতকিগণের কৃমিযোনিতে, অনুপাতকিগণের পক্ষিযোনিতে; উপপাতকিগণের জলজযোনিতে; জাতিভ্রংশকর পাপিগণের জলচর যোনিতে; সঙ্করীকরণ পাপীদিগের মৃগযোনিতে; অপাত্রী-করণ পাপীদিগের পশুযোনিতে এবং মলিনী-করণ পাপীদিগের মনুষ্য মধ্যে অস্পৃশ্য জাতিতে জন্ম হয়। প্রকীর্ণ পাপে ব্যালাদি হিংস্রক্রব্যাদ হইয়া উৎপন্ন হয়। যাহারা অন্ন অথবা অভক্ষ্যদ্রব্য ভোজন করিলে কৃমি হয়; চোর,—শ্যেনপক্ষী হয়; উৎকৃষ্টপথ মারিয়া লইলে সর্প; ধান্যহরণ করিলে মূষিক; কাংস্য হরণ করিলে হংস; জলহরণ করিলে জলকুক্কুট;—মধুহরণ করিলে দংশ; দুগ্ধহরণ করিলে কাক; ইক্ষু প্রভৃতির রস হরণ করিলে কুক্কুর; ঘৃতহরণ করিলে নকুল; মাংসহরণ করিলে গৃধ্র; বসা হরণ করিলে মদ্গু; তৈল হরণ করিলে তৈলপায়িক; লবণ হরণ করিলে চীরী নামক পক্ষিবিশেষ; দধি হরণ করিলে বলাকা; এবং কৌশেয় হরণ করিলে তিত্তির হয়। ক্ষৌমবস্ত্র হরণ করিলে মণ্ডূক; কার্পাসসূত্রোৎপন্ন বস্ত্র হরণ করিলে ক্রৌঞ্চ; গো হরণ করিলে গোধা; গুড় হরণ করিলে বাল্গুদ নামক পক্ষী; গন্ধ হরণ করিলে ছুচ্ছুন্দরি; পত্রশাক হরণ করিলে ময়ূর; সিদ্ধান্ন পক্কান্ন হরণ করিলে শ্বাবিৎ; আমান্ন হরণ করিলে শল্লক; অগ্নি হরণ করিলে বক, গৃহোপকরণ সূর্প মুষলাদি হরণ করিলে, গৃহকারী অর্থাৎ ভিত্তি প্রভৃতি স্থানে মৃত্তিকাগৃহ নির্ম্মাতা সপক্ষ কীটবিশেষ; রক্তবস্ত্র সকল হরণ করিলে চকোর পক্ষী; গজ হরণ করিলে কচ্ছপ, ফল বা পুষ্প হরণ করিলে মর্কট; স্ত্রীহরণ করিলে ভল্লুক; রথাদি যান হরণ করিলে উষ্ট্র; পশু হরণ করিলে ছাগল হয়। মনুষ্য ছদ্মপূর্ব্বক পরকীয় যে যে দ্রব্য হরণ—বা অনুৎসৃষ্ট পুরোডাসাদি হবি ভোজন করিলে, অবশ্য তির্য্যক্‌যোনি প্রাপ্ত হয়। স্ত্রীলোকেরাও এই প্রকার অপহরণ করিলে পাপী হইবে এবং তাহারা এইসকল জন্তুর ভার্য্যাত্ব লাভ করিবে।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

সমস্ত নরকে দুঃখ ভোগ করিবার পর প্রাপ্ত তির্য্যগ্‌যোনি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া মনুষ্যজাতি হইলে, তাহাতেও এই চিহ্ন সমস্ত উৎপন্ন হয়;—অতিপাতকী কুষ্ঠরোগাক্রান্ত; ব্রহ্মহত্যাকারী যক্ষ্মাপীড়াগ্রস্ত; সুরাপায়ী শ্যাবদন্ত; স্বর্ণহারী কুনখী; বিমাতৃগামী অনাবৃতলিঙ্গ; পিশুনের নাসিকা দুর্গন্ধযুক্ত হয়; সূচকের মুখ দুর্গন্ধযুক্ত হয়। ধান্যচৌর অঙ্গহীন হয়; ধান্য-মিশ্র অতিরিক্তাঙ্গ হয়;

অন্নাপহারক আমযাবী হয়; বাগপহারক মূক হয়; বস্ত্রাপহারক শ্বিত্র রোগাক্রান্ত হয়; অশ্বাপহারক পঙ্গু হয়; দেবতা বা ব্রাহ্মণের প্রতি গালিগালাজ করিলে মূক হয়; বিষদাতা লোলজিহ্ব হয়; অগ্নিদাতা উন্মত্ত হয়; গুরুর প্রতিকূলতা করিলে অপস্মার রোগাক্রান্ত হয়; গোহত্যা বা (দেবাদিগৃহের) দীপহরণ করিলে অন্ধ হয়; দীপনির্ব্বাণকর্ত্তা কাণ (অর্থাৎ এক চক্ষুহীন) হয়; রাঙ বা চামর বা সীস বিক্রয় করিলে রজক হয়; অশ্বাদি এক শফ্ জন্তু বিক্রয় করিলে মৃগব্যাধ হয়; কুণ্ডের (জারজবিশেষের) অন্নভোজন করিলে ভগাস্য অর্থাৎ মুখে ভগাকার চিহ্ন উৎপন্ন হয়।* চুরি করিলে ঘাণ্টিক অর্থাৎ বৈতালিক —ঘড়িয়াল হয়। কুসীদজীবী ভ্রামর-রোগাক্রান্ত হয়; একাকী মিষ্টভোজী, বাতগুল্ম রোগী হয়; প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে খল্বাট হয়; অবকীর্ণী অর্থাৎ স্ত্রীসংসর্গ ব্রহ্মচারী শ্লীপদ রোগযুক্ত হয়; অন্যের বৃত্তিহন্তা দরিদ্র হয়; এবং পরপীড়ক ব্যক্তি দীর্ঘরোগাক্রান্ত হয়; এইরূপ কর্ম্মবিশেষবশে, দুষ্টচিহ্নযুক্ত—রোগান্বিত, অন্ধ, কুব্জ, খঞ্জ, একলোচন, বামন, বধির, মূক, দুর্ব্বল এবং অন্যপ্রকার অর্থাৎ ক্লীব হইয়া জন্মগ্রহণ করে; অতএব সবিশেষ যত্নসহকারে প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

নিম্নলিখিত সমস্ত কৃচ্ছ্র-পদবাচ্য হইয়া থাকে। তিন দিন উপবাসী থাকিবে, প্রতিদিন তিনবার স্নান করিবে। প্রতি স্নানেই তিনবার জলমধ্যে অবগাহন, মগ্ন হইয়া তিনবার অঘমর্ষণ-জপ করিবে। দিবসে দণ্ডায়মান হইয়া থাকিবে, রাত্রিতে উপবিষ্ট হইয়া থাকিবে, কর্ম্মের পর দুগ্ধবতী ধেনু দান করিবে। ইহা অঘমর্ষণ। তিনদিন রাত্রি-ভোজন অর্থাৎ নক্ত; তিন দিন দিবা-ভোজন অর্থাৎ একভক্ত; তিন দিন অযাচিত আহার এবং তিন দিন উপবাস করিবে।* ইহার অর্থাৎ এই দ্বাদশ দিন-সাধ্য কার্য্যের নাম প্রাজাপত্য। তিন দিন উষ্ণ জল, তিন দিন উষ্ণ ঘৃত, তিন দিন উষ্ণ দুগ্ধ পান করিবে ও তিন দিন উপবাস করিবে;—ইহা তপ্তকৃচ্ছ্র। উক্তরূপ শীতল দ্রব্য দ্বারা হইলে, ইহাই শীতকৃচ্ছ্র; অর্থাৎ তিন দিন শীতল জল পান, তিন দিন শীতল ঘৃত পান, তিন দিন শীতল দুগ্ধ পান, ও তিন দিন অনশন;—ইহা শীতকৃচ্ছ্র। দুগ্ধমাত্র পান করিয়া একবিংশতি দিন অতিবাহিত করার নাম কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র। এক মাস সক্তুমিশ্রিত জল-আহার—উদককৃচ্ছ্র; এক মাস মৃণাল-ভোজন—মূলকৃচ্ছ্র; এক মাস বিল্ব-ভোজন বা পদ্ম-বীজ-ভোজন—শ্রীফল-কৃচ্ছ্র; দ্বাদশ দিন উপবাস—পরাক। এক দিন গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত এবং কুশোদক, পান করিবে; দ্বিতীয় দিন উপবাসী থাকিবে;—ইহা সান্তপন। প্রত্যহ অভ্যস্ত গোমূত্রাদি দ্বারা মহা সান্তপন অর্থাৎ এক এক দিন গোমূত্রাদির এক একটী দ্রব্য আহার ও এক দিন উপবাস এই সাত দিন সাধ্য ব্রত মহাসান্তপন। ত্র্যহাভ্যস্ত হইলে, অতিসান্তপন অর্থাৎ এক একটী দ্রব্য তিন দিন করিয়া আহার;—এইরূপ আঠার দিন, ও তিন দিন উপবাস;—এই ব্রতের নাম অতিসান্তপন। পিণ্যাক, আচাম, তক্র, জল ও সক্তুর উপবাসান্তরিত আহার, তুলাপুরুষ-পদবাচ্য, অর্থাৎ এক দিন উপবাস, তৎপরে পিণ্যাক ভোজন, পরদিনে উপবাস তৎপরে আচাম আহার ইত্যাদি। কুশপত্র, পলাশ-পত্র, উড়ুম্বর-পত্র, পদ্মপত্র, বট পত্র, শঙ্খপুষ্পী-পত্র, ব্রাহ্মীশাক-পত্র; ইহাদিগের এক একটীর কথিত জল অর্থাৎ তাহার সহিত সিদ্ধ জল; এক এক দিন পান করিয়া থাকিলে, (সপ্তাহসাধ্য) পর্ণকৃচ্ছ্র হইবে। কৃতবাপন অর্থাৎ মুণ্ডিত ত্রিকালস্নায়ী, স্থণ্ডিলশায়ী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া এই সকল কৃচ্ছ্র করিবে। স্ত্রী-লোক, শূদ্র ও পতিতদিগের সহিত আলাপ করিবে

---

* নন্দপণ্ডিত বলেন, ভগাস্য হয় অর্থাৎ মুখে মৈথুন করিতে দেয়, তাদৃশ জঘন্য প্রবৃত্তির ঐ পাপ কারণ।

* অঘমর্ষণ বিধিতে তিন দিন উপবাসের বিধান আছে, তাহার অনুবৃত্তি করিয়া "তিন দিন উপবাস," ইহা নিবেশিত হইল। ইহা সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত।

না; এবং নিত্য পবিত্র প্রণব, জপ ও যথাশক্তি হোম করিবে।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

অথ চান্দ্রায়ণ। অবিকৃত গ্রাসে ভোজন করিবে, শুক্লপক্ষে চন্দ্রকলা-বৃদ্ধি-অনুসারে, ক্রমে সেই সকল গ্রাস বাড়াইবে। কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রকলাহানি অনুসারে কমাইবে অর্থাৎ শুক্ল-প্রতিপদে একগ্রাস ভোজন, দ্বিতীয়াতে দুই গ্রাস ইত্যাদিরূপে, পূর্ণিমাতে পঞ্চদশ গ্রাস হইবে, কৃষ্ণপ্রতিপদে চতুর্দশ গ্রাস ইত্যাদি অমাবস্যাতে উপবাস করিবে, ইহা চান্দ্রায়ণ। চান্দ্রায়ণ (দ্বিবিধ) যবমধ্য ও পিপীলিকা-মধ্য। যে চান্দ্রায়ণের মধ্যস্থলে অমাবস্যা হয়, তাহা পিপীলিকা মধ্য। যাহার পৌর্ণমাসী মধ্যস্থলে হয়, তাহা যবমধ্য। একমাস কাল প্রত্যহ আট গ্রাস করিয়া ভোজন করিলে, তাহা যতিচান্দ্রায়ণ; একমাস-কাল প্রতিদিন দিনের বেলা, চার গ্রাস, ও রাত্রিবেলা চার গ্রাস ভোজন করিবে; তাহা শিশু-চান্দ্রায়ণ। একমাসের মধ্যে যে কোন রূপে, অর্থাৎ কোনদিন একগ্রাস. কোনদিন বা পঁচিস গ্রাস ইত্যাদি এনিয়মিত রূপে বষ্টি ন্যূন তিনশত গ্রাস অর্থাৎ দুই শত চল্লিশ গ্রাস, ভোজন করিবে। ইহা সামান্য চান্দ্রায়ণ। হে ভূমি! পুরাকালে সপ্তর্ষিগণ, ব্রহ্ম ও রুদ্র এই ব্রত করায় সর্ব্বমল শূন্য হইয়া উৎকৃষ্ট স্থান লাভ করিয়াছেন।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

নিজকৃত কর্ম্ম দ্বারা আপনাকে গুরু-পাপভারাক্রান্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে। তৎক্ষয়ার্থ আপনার জন্য প্রসৃতি-পরিমাণ যাবক পাক করিবে। তৎকালে অগ্নিতে আহুতি প্রদান নিষিদ্ধ, এবং ইহাতে বলিকর্ম্ম, নাই, অপক্ক অপচ পচ্যমান, যাবক এবং, পক্ক যাবক মন্ত্রপূত করিবে। পচ্যমান যাবকের রক্ষা করিবে। তাহার মন্ত্র;—"ব্রহ্মাদেবানাং পদবীঃ কবীনাং ঋষির্বিপ্রাণাং মহিষো মৃগানাং শ্যেনো গৃধ্রাণাং স্বধিতি র্বনানাং সোমঃ পবিত্র মত্যেতি রেভন্" এই মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক চরুস্থালীকণ্ঠে, কুশবন্ধন করিবে। আর সেই পক্ব যাবক-চরু পাত্রান্তরেও ঢালিয়া ভোজন করিবে। "যে দেবা মনোজাতা মনোযুজঃ সুদক্ষা দক্ষপিতরঃ তে নঃ পান্তু তে নোহবন্তু তেভ্যো নমস্তেভ্যঃ স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক (ঐ চরু) আপনাতে আহুতি দিবে অর্থাৎ ভোজন করিতে অন্য মন্ত্র পাঠ করিবে না। অনন্তর আচমন করিয়া "মাতঃ প্রীতাভবত যুয়মাপোহস্মাক মুদরে যবঃ তা অস্মভ্যমনমীবা অযক্ষ্মা অনাগমঃ সন্তু দেবীরমৃতা ঋতাবৃধ" এই মন্ত্র দ্বারা নাভি স্পর্শ করিবে। মেধার্থী ব্যক্তি এইরূপ তিন দিন ভোজন করিবে, পাপকারী ব্যক্তি ছয় দিন, সাতদিন পান করিলে, মহাপাতকিগণেরও অন্তরাত্মা ও (আত্মাকে) পবিত্র করে। আর দ্বাদশ দিন পান করিলে পূর্ব্বপুরুষকৃত পাপকেও বিনষ্ট করে। একমাস পান করিলে নিজকৃত পূর্ব্বপুরুষকৃত সকল পাপ (বিনষ্ট করে। গোময়ের সহিত বহির্গত যবের যাবক ঐরূপে একবিংশতি দিন পান করিলে সকল পাপ 'বিনষ্ট হয়। যাবক-মন্ত্রপূত করিবার মন্ত্র;—তুমি যব,তুমি ধান্যরাজ; বরুণ তোমার দেবতা; তুমি মধুসংযুক্ত হইয়া সর্ব্ব-পাপ বিনাশ কর; অতএব পবিত্ররূপী ঋষিগণ ইহা স্মরণ করিয়াছেন। যবই ঘৃত বা মধু; যবই জল বা অমৃত। হে যবসকল! তোমরা আমার পাপ সকল এবং বাচিক, কায়িক ও মানসিক আমার যে কিছু দুষ্কর্ম্ম আছে; তাহা পবিত্র কর; অর্থাৎ তাহা হইতে আমাকে মোচিত কর। হে যবগণ! আমার অলক্ষ্মী এবং কালকর্ণী বিনষ্ট কর। হে যবগণ! আমার কুকুর-শূকরোচ্ছিষ্ট ভোজন, উচ্ছিষ্ট দূষিত-ভোজন, মাতা পিতার অশুশ্রূষা, পবিত্র কর; অর্থাৎ এই সকল কারণোৎপন্ন পাপ বিনষ্ট কর। হে যবগণ! আমার গণান্ন, গণিকান্ন, শূদ্রান্ন, জাতশ্রাদ্ধান্ন, চৌরান্ন ও নব

শ্রাদ্ধান্ন; এই সকল ভোজনজনিত পাপ বিশুদ্ধ কর। হে যবগণ! আমার বালধূর্ত্ত অর্থাৎ বালকের প্রতি ধূর্ত্ততা অথবা মূর্খতা ও ধূর্ত্ততা—তদুৎ কারণোৎপন্ন পাপ; রাজদ্বারকৃত অধর্ম্ম, স্বর্ণস্তেয়, অর্থাৎ সকল মহাপাতক; ব্রত সকলের অপরিপালন; অযাজ্যযাজন ও ব্রাহ্মণনিন্দা; এই সকল পাপ হইতে পবিত্র কর।

অষ্টচত্ত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনপঞ্চাশ অধ্যায়।

অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষীয় একাদশী তিথিতে উপবাসী থাকিয়া দ্বাদশী দিনে গন্ধ পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও ব্রাহ্মণ ভোজন দ্বারা ভগবান্ বাসুদেবের অর্চ্চনা করিবে। এই ব্রত এক বৎসর করিলে অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল দ্বাদশীতে আরম্ভ করিয়া কার্ত্তিকশুক্ল দ্বাদশী পর্য্যন্ত, ঐ নিয়মে ব্রত করিলে; পাপ রাশি হইতে মুক্তিলাভ করিবে। যাবজ্জীবন এই ব্রত করিলে, বিষ্ণুর অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র, পুরাণাদি প্রসিদ্ধ, শ্বেতদ্বীপ (ইংলণ্ড নহে) প্রাপ্ত হয়। উভয় পক্ষীয় দ্বাদশীতে এক বৎসর কাল এইরূপ করিলে স্বর্গলোক, এবং যাবজ্জীবন করিলে বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয়। পঞ্চদশীতেও এইরূপ; অর্থাৎ চতুর্দ্দশীতে উপবাসী থাকিয়া পূর্ণিমা অমাবস্যাতে ঐরূপ করিলে, দ্বাদশীর পক্ষে যে ফল উক্ত হইয়াছে, সেই ফলই প্রাপ্ত হয়। অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে যোগশায়ী কেশবের অর্চ্চনা করিলে সর্ব্বোত্তম ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হয়। যে পূর্ণিমাতে, গগনমণ্ডলে, চন্দ্র ও বৃহস্পতি এক নক্ষত্র বা এক রাশিস্থিত হইয়া দৃষ্টিগোচর হন; সেই পূর্ণিমা ও শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত শুক্লদ্বাদশী, বৎসরের মধ্যে মহতী; তাহাতে দান; উপবাস ইত্যাদি কার্য্য অক্ষয় ফলজনক, বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

একোনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চাশ অধ্যায়।

বনে পর্ণকুটীর করিয়া বাস করিবে। তিন বার স্নান করিবে। নিজদুষ্কর্ম্ম কীর্ত্তন করত গ্রামে ভিক্ষাচারণ করিবে, তৃণশায়ী হইবে। এই মহাব্রত (মহাব্রত) ব্রহ্মহত্যা বা যোগস্থ ক্ষত্রিয় (যাগস্থ বৈশ্য) গর্ভিণী, রজস্বলা, ক্ষেত্রিগোত্রসম্ভূতা নারী অথবা বন্ধুহত্যা করিলে দ্বাদশ বৎসর করিবে। কামতঃ নরপতি বধে এই মহাব্রতই দ্বিগুণ করিয়া করিবে। সামান্য ক্ষত্রিয় বধে পাদোন মহাব্রত করিবে; বৈশ্যবধে অর্দ্ধ; শূদ্রবধে তদর্দ্ধ। এই সকল বিষয়েই শবশিরোধ্বজী হইবে; অর্থাৎ স্বকরকল্পিত দণ্ডাগ্রে শবমুণ্ড স্থাপন করিয়া রাখিবে। সকল জীবের প্রতি ক্ষমা করিবে। মুণ্ডিতকেশাদি হইয়া একমাস গবানুগমন করিবে। গোগণ আসীন হইলে, উপবেশন করিবে; দণ্ডায়মান থাকিলে দণ্ডায়মান থাকিবে; অবসন্ন হইলে উদ্ধার করিবে; ভয় হইতে রক্ষা করিবে। তাহাদিগের শীতাদি নিবারণ না করিয়া আপনার শীতাদিনিবারণ করিবে না। গোমূত্র দ্বারা স্নান করিবে। দুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করিবে; এই গোব্রত, গোবধ করিলে করিবে। গুরুবধে পাঁচটী নীলবৃষ দান করিবে। তুরগবধে বস্ত্র; গর্দ্দভবধে, মেষবধে ও ছাগবধে এক বৎসরবয়স্ক বৃষ; উষ্ট্রবধে সুবর্ণ কৃষ্ণল প্রদান করিবে। কুক্কুর হত্যা করিলে তিনদিন উপবাসী থাকিবে। মূষিক, মার্জ্জার, নকুল, মণ্ডূক, ডুণ্ডুভ ও অজগর ইহাদিগের অন্যতম হত্যা করিলে উপবাসী থাকিয়া ব্রাহ্মণকে কৃসরান্ন ভোজন করাইয়া, লৌহদণ্ড দক্ষিণা দিবে। গোধা, পেচক, কাক বা মৎস্য হত্যা করিলে তিন দিন উপবাস করিবে। হংস, বক, বলাকা, মদ্গু, বানর, শ্যেন, ভাস ও চক্রবাক পক্ষী ইহাদিগের অন্যতম হত্যা করিলে ব্রাহ্মণকে গো দান করিবে। সর্পহত্যা করিলে লৌহময় খনিত্র দিবে। ব্রাহ্মণাদি ব্যতীত ক্লীবহত্যা করিলে এক ভার পলাল প্রদান করিবে বরাহ হত্যা করিলে, ঘৃতকুম্ভ; তিত্তিরি হত্যা করিলে একদ্রোণ তিল; শুক হত্যা করিলে দ্বিবর্ষবয়স্ক

বৎস; ক্রৌঞ্চ হত্যায় ত্রিহায়ণ বৎস ও মাংসাশী মৃগবধে দুগ্ধবতী গাভী, অমাংসাশী মৃগবধে বৎসতরী দান করিবে। অনুক্ত মৃগবধে তিন দিন দুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করিবে। অনুক্ত পক্ষী হত্যা করিলে রাত্রিতে আহার করিবে বা একমাস রজত দান করিবে। জলচর হত্যা করিলে উপবাসী থাকিবে। অস্থিযুক্ত সহস্র প্রাণী অর্থাৎ কৃকলাসাদি হত্যা করিলে ও পূর্ণ এক শকট অস্থিরহিত প্রাণী হত্যা করিলে, শূদ্রহত্যা-ব্রত করিবে অস্থিযুত প্রাণীবধে, ব্রাহ্মণকে যৎকিঞ্চিৎ প্রদান করিবে। অস্থিরহিত প্রাণীহিংসায় প্রাণায়াম দ্বারা শুদ্ধ হয়। ফলপ্রদ বৃক্ষ, গুল্ম, বল্লী, লতা ও পুষ্পিত শাখা, ইহাদিগের অন্যতম ছেদনে, গায়ত্রী প্রভৃতি শতমন্ত্র জপ করিবে। অন্নাদিজাত, রসজাত এবং ফলপুষ্পসম্ভূত সর্ব্বপ্রকার প্রাণীহত্যায় ঘৃতভোজন শুদ্ধিজনক। কৃষ্ণ ক্ষেত্রজাত অথবা বনে স্বয়ংজাত ঔষধি—বৃথা অর্থাৎ দেবকার্য্যাদির অনুদ্দেশ্যে ছেদন করিলে একদিন, দুগ্ধমাত্রাহারী হইয়া গবানুগমন করিবে।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একপঞ্চাশ অধ্যায়।

সুরাপায়ী ব্যক্তি, যজনযাজনাদি সর্ব্বকর্ম্মবর্জ্জিত হইয়া একবর্ষ কণমাত্র ভোজন করিয়া থাকিবে। মল ও মদ্য সকলের অন্যতম ভোজনে চান্দ্রায়ণ করিবে। লসুন, পলাণ্ডু, গৃঞ্জন, এতদ্গন্ধী (অর্থাৎ লসুনাদি গন্ধযুক্ত দ্রব্য) বিড়্বরাহ, গ্রাম্যকুক্কুট, বানর এবং গো (এতদন্যতমের) মাংসভোজনেও ঐ প্রায়শ্চিত্ত। এই সকল প্রায়শ্চিত্তেই দ্বিজগণের প্রায়শ্চিত্তান্তে পুনঃসংস্কার করিবে। পুনঃসংস্কারকার্য্যে বপন, মেখলা, দণ্ড ভৈক্ষ্যচর্য্যা, ও ব্রহ্মচর্য্য—করিবে না। শশক, শল্লক, গোধা গণ্ডার এবং কূর্ম্ম ব্যতীত অপর পঞ্চনখ জন্তুর মাংসাশনে সাত দিন উপবাস করিবে। গণ, গণিকা, চোর, বা গায়নের অন্ন ভোজন করিলে সাত দিন দুগ্ধপান করিয়া জীবন ধারণ করিবে। তক্ষকের (ছুতারের) অন্ন চর্ম্মকারের অন্ন, কুসীদজীবী, কদর্য্য, দীক্ষিত, নিগড়াদিবদ্ধ, অভিশস্ত, ক্লীব, ব্যভিচারিণী স্ত্রী, দাম্ভিক, চিকিৎসাজীবী, লুব্ধক, ক্রূর, নিষিদ্ধ উচ্ছিষ্ট-ভোজী, অবীরা স্ত্রী, স্বর্ণকার, শত্রু, পতিত, পিশুন * মিথ্যাবাদী, ধর্ম্মভ্রষ্ট, আত্মবিক্রয়ী, সোমরসবিক্রেয়ী, নট, তন্তুবায়, কৃতঘ্ন, রজক, কর্ম্মকার, নিষাদ, রঙ্গাবতারী, বেণজীবী, লৌহবিক্রয়ী, স্বজীবি, শৌণ্ডিক, তৈলিক, চেলনির্ণেজক, রজস্বলা, এবং সহোপপতি বেশ্যা; ইহাদিগের প্রত্যেকের অন্ন ভ্রূণঘাতীর দৃষ্ট, রজস্বলাস্পৃষ্ট, পক্ষীর উচ্ছিষ্ট, কুক্কুরস্পৃষ্ট, গবাঘ্রাত, জ্ঞানপূর্ব্বক পাদদ্বারা স্পৃষ্ট অবক্ষুত অন্ন মত্তক্রুদ্ধ, ও আতুর, ইহাদিগের প্রত্যেকের অন্ন অনর্চ্চিত; অন্নাদি অথবা বৃথামাংস ভোজন করিলেও সাতদিন দুগ্ধ আহারে জীবন ধারণ করিবে। (যাজ্ঞবল্ক্য ১১ পত্র। ১৬০—১৬৭ শ্লোক দেখ)। পাঠীন রোহিত, রাজীব, সিংহ তুণ্ড এবং শকুল ভিন্ন সকল প্রকার মৎস্য ভোজনেই তিন দিন উপবাস করিবে। অপর সকল জলজ প্রাণীর মাংস ভোজনেও ঐ প্রায়শ্চিত্ত। সুরাভাণ্ডস্থ জল পান করিলে, সাতদিন শঙ্খপুষ্পীর সহিত সিদ্ধজল পান করিয়া থাকিবে। মদ্যভাণ্ডস্থ জল পান করিলে পাঁচ দিন ঐ রূপ করিবে সোমপায়ী ব্যক্তি, সুরাপায়ীর মুখগন্ধ আঘ্রাণ করিলে জলমগ্ন অবস্থায় তিনবার অঘমর্ষণ জপ করিয়া ঘৃত ভোজন করিয়া একদিন থাকিবে। খরমাংস, উষ্ট্র, মাংস বা কাকমাংস ভোজন করিলে, চান্দ্রায়ণ করিবে। অজ্ঞাত মাংস, যাহা ভক্ষ্য কি অভক্ষ্য এ বিষয় নিশ্চয় নাই, সেই পশুপক্ষী প্রভৃতির মাংস, বধস্থানস্থিত মাংস ও শুষ্ক মাংস ভোজন করিলেও ঐ প্রায়শ্চিত্ত। মাংসাশী পশু-পক্ষীর মাংস ভোজনে তপ্তকৃচ্ছ্র। কলবিঙ্ক; জলকুক্কুট, চক্রবাক, হংস রজ্জুদাল, সারস, দাত্যুহ (অর্থাৎ কাক বিশেষ,) শুক, সারিকা, বক, বলাকা, কোকিল ও খঞ্জন, পক্ষী ভোজনে তিনদিন উপবাস করিবে। একশফ অর্থাৎ

* কুল্লুকভট্ট বলেন, পিশুন শব্দে অসাক্ষাতে পরনিন্দাকারী।

অশ্বাদি, ও উভয় দন্ত অর্থাৎ গজাদি ভোজনেও ঐ প্রায়শ্চিত্ত। তিত্তিরি, কপিঞ্জল লাবক বর্ত্তিকা ও ময়ূর ব্যতীত (অনুক্ত) সকল পক্ষীমাংস ভোজনেই অহোরাত্র উপবাস করিবে। কীট, ভোজনে একদিন (দিনমাত্র অহোরাত্র নহে) ব্রাহ্মীশাকের কাথজল পান করিবে। কুকুর মাংসাসনেও ঐ প্রায়শ্চিত্ত। ছত্রাক, ও কবক অর্থাৎ ছত্রাকবিশেষ ভোজনে সান্তপন। যববিকার, গোধূমবিকার, দুগ্ধবিকার, ঘৃতাদি স্নেহযুক্ত ভোজ্য, ও শুক্ত অর্থাৎ কালবশে অম্লভাব প্রাপ্ত; খাণ্ডব ব্যতীত যাহা পর্য্যুষিত, তদ্ভোজনে উপবাস করিবে। ছেদনোৎপন্ন নির্য্যাস, বিষ্ঠাদিজাত বস্তু, রক্তবর্ণ বৃক্ষ-নির্য্যাস, শালুক, দেবাদির উদ্দেশ ব্যতিরেকে প্রস্তুত, কৃসর * সংযাব, পায়স, অপূপ, শষ্কুলী, নৈবেদ্যার্থ-অন্ন (নিবেদনের পূর্ব্বে), পুরোডাসাদি হবি (হোমের পূর্ব্বে), গো, অজা, মহিষী ব্যতীত (অপর সকলের) দুগ্ধ, অনির্দ্দশাহ সেই সকল অর্থাৎ গো, অজা ও মহিষীর দুগ্ধ, সন্দিনী অর্থাৎ স্রবৎস্তনী, সন্ধিনী, ও বৎসহীনা গাভীর দুগ্ধ, বিষ্ঠাদিভোজী গাভী প্রভৃতির দুগ্ধ, এবং দধি ব্যতীত কেবল শুক্তভোজনেও ঐ প্রায়শ্চিত্ত। ব্রহ্মচারী শ্রাদ্ধভোজন করিলে প্রাজাপত্য করিবে ও একদিন জলে অবস্থান করিবে। মধুপান, মাংসভোজনেও প্রাজাপত্য করিবে। বিড়াল, কাক, নকুল, বা মূষিকের উচ্ছিষ্ট ভোজনে মাত্র ব্রাহ্মীশাকরস পান করিবে। কুকুরোচ্ছিষ্ট ভোজনে একদিন উপবাসী থাকিয়া পঞ্চগব্য পান করিবে। পঞ্চনখ জন্তুর বিষ্ঠামূত্র ভোজনে সাতদিন উপবাসী থাকিয়া পঞ্চগব্য পান করিবে। আমশ্রাদ্ধ ভোজন করিলে তিন দিন দুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করিবে, শূদ্রোচ্ছিষ্ট ভোজনে ব্রাহ্মণ সাতদিন, বৈশ্যোচ্ছিষ্ট ভোজনে পাঁচদিন, ক্ষত্রিয়োচ্ছিষ্ট ভোজনে তিনদিন, ব্রাহ্মণোচ্ছিষ্টভোজনে একদিন, দুগ্ধপান করিয়া জীবনধারণ করিবে।

* কুল্লূকভট্ট বলেন, তিলের সহিত সিদ্ধ ওদনের নাম কৃসর। বিজ্ঞানেশ্বর বলেন, তিল ও মুদ্গের সহিত সিদ্ধ ওদনের নাম কৃসর।

শূদ্রোচ্ছিষ্টভোজী ক্ষত্রিয় পাঁচ দিন, বৈশ্যোচ্ছিষ্টভোজী তিনদিন এবং শূদ্রোচ্ছিষ্টভোজী বৈশ্যও তিনদিন দুগ্ধপান করিয়া জীবন ধারণ করিবে। ক্ষত্রিয়োচ্ছিষ্টভোজী ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যোচ্ছিষ্টভোজী বৈশ্য এক দিন এইরূপ করিবে। চণ্ডালের অর্থাৎ চণ্ডাল প্রভৃতি জাতির আমান্ন ভোজনে তিন দিন উপবাস করিবে; আর সিদ্ধান্ন ভোজন করিলে পারক ব্রত। বিপ্র, মন্ত্র দ্বারা অসংস্কৃত পশু কোনরূপেই ভোজন করিবে না। পরন্তু সনাতন নিয়মের অনুগামী হইয়া মন্ত্র-সংস্কৃত পশু ভোজন করিতে পারিবে। পশুঘাতী ব্যক্তি ইহলোকে জাগাদি-উদ্দেশ ব্যতীত বৃথা পশু-হত্যা করিলে, পশুশরীরে যতগুলি রোম থাকে, ততদিন ইহলোকে এবং পরলোকে দুঃখানুভব ও নরক ভোগরূপ নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয়। স্বয়ং ব্রহ্মা যজ্ঞের জন্যই পশুগণের সৃজন করিয়াছেন। যজ্ঞও সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলার্থ, অতএব যজ্ঞে যে বধ হয়, তাহা বধের মধ্যেই গণ্য নহে, সুতরাং পাপজনক হইবে না। বৃথা মাংসভোজীর, পরলোকে যাদৃশ পাপভোগ হয়, ধনার্থী-মৃগ-ঘাতীর, তাদৃশ পাপভোগ হয় না। ওষধি, পশু, বৃক্ষ, তির্য্যক্, ও পক্ষীসকল, যজ্ঞার্থে নিধন প্রাপ্ত হইয়া, পুনর্ব্বার উন্নতি প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ গন্ধর্ব্বাদি-যোনি প্রাপ্ত হয়। মধুপর্ক, যজ্ঞ, পিতৃকার্য্য, ও দেবকার্য্য—এই সকল কর্ম্মেই পশুগণের হিংসা করিবে, অন্যকর্ম্মে কোন রূপেই হিংসা করিবে না, বেদার্থতত্ত্বাভিজ্ঞ দ্বিজ, যজ্ঞার্থে পশু হিংসা করিলে, আপনাকে ও পশুগণকে উত্তমা গতি লাভ করান। গৃহবাসী, গুরুকুলবাসী, বা অরণ্যবাসী আত্মবান্ দ্বিজ আপৎকালেও অবেদবিহিত হিংসা করিবে না। চরাচর যে বেদবিহিত হিংসা নিয়ত আছে, তাহাকে অহিংসা বলিয়াই জানিবে, কেন না বেদ হইতেই ধর্ম্মের প্রকাশ। যে ব্যক্তি নিজসুখ-অভিলাষে অহিংসক প্রাণীসকলের হিংসা করে, সে, জীবিত অবস্থায় বা মৃত্যুর পর কোন স্থানেই সুখলাভ করে না। যে ব্যক্তি প্রাণিগণের বধবন্ধন—ক্লেশ প্রদানে অনিচ্ছুক,

সর্ব্বহিতৈষী সেই ব্যক্তি অত্যন্ত সুখভোগ করে। যে ব্যক্তি কাহারও হিংসা করে না, সে ধর্ম্মবিষয়ক যাহা চিন্তা করে, ধর্ম্মসাধন যাহা করে, এবং যে সকল পরমার্থ জ্ঞানা দিতে মনোনিবেশ করে, অনায়াসে তাহা প্রাপ্ত হয়। প্রাণীহিংসা না করিলে কখনই মাংস হয় না, প্রাণীবধও স্বর্গজনক নহে অর্থাৎ নরক গমনের হেতু, অতএব মাংস পরিত্যাগ করাই বিধি। মাংসের উৎপত্তি ও প্রাণিগণের বধবন্ধন ক্লেশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সকল মাংসভক্ষণ হইতেই নিবৃত্ত হইবে। যে ব্যক্তি, পিশাচবৎ অবৈধ মাংস ভক্ষণ করে না অর্থাৎ পিশাচেরা যেমন অবৈধ মাংস ভোজন করে, যে ব্যক্তি তেমন করে না; সে ব্যক্তি, লোকের প্রীতিভাজন হয় এবং ব্যাধিপীড়িত হয় না। অনুমন্তা অর্থাৎ যাহার অনুমতিব্যতীত হত্যা হয় না; বিশসিতা অর্থাৎ যে হত পশুর অঙ্গসকল অস্ত্র দ্বারা বিচ্ছিন্ন করে—কর্ত্তন করে; হত্যাকারী, ক্রয়কারী, বিক্রয়কারী, পাচক, পরিবেশক ও ভক্ষক, ইহারা (সকলেই) ঘাতক অর্থাৎ পশু হিংসার পাপভাগী। যে ব্যক্তি পিতৃগণের ও দেবগণের পূজা না দিয়া পরকীয় মাংস দ্বারা কেবল স্বীয় মাংস বর্দ্ধিত করিতে ইচ্ছা না করে, তাহা অপেক্ষা আর পাপী নাই। যে ব্যক্তি একশত বর্ষকাল বর্ষে বর্ষে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে; তাহার এবং যে ব্যক্তি মাংস ভক্ষণ করে না, তাহার, পুণ্যফল সমান। মাংস পরিত্যাগে যে ফল পাওয়া যায়, দিব্য অর্থাৎ পবিত্র ফল মূল ভোজন বা বানপ্রস্থ ভোজ্য নীবারাদি অন্ন ভোজ্য দ্বারা সেফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, আমি ইহলোকে যাহার মাংস ভোজন করিতেছি, "মাংসঃ" আমাকে সে পরলোকে ভোজন করিবে। পণ্ডিতগণ, মাংস শব্দের ইহাই মাংসত্ব (মাংস নাম হইবার কারণ) বলিয়া থাকেন।

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়।

অশীতি রতিকার অন্যূন ব্রাহ্মণস্বামিক স্বর্ণাপহারী, রাজাকে আপনার দুষ্কর্ম্মের কথা বলিয়া একটী মুষল অর্পণ করিবে। রাজকৃত সেই মুষলাঘাতে হত হইয়া বা ত্যক্ত অর্থাৎ হত না হইয়া, পবিত্র হইবে। অথবা দ্বাদশ বৎসর মহাব্রত করিবে। গচ্ছিত ধন অপহরণ করিলেও দ্বাদশ বর্ষ মহাব্রত করিবে। ধন, ধান্য অপহরণ করিলে এক বৎসর প্রাজাপত্য করিবে। দাস, দাসী, কূপক্ষেত্র ও বাপী অপহরণে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। অল্প মূল্য দ্রব্যাপহরণে সান্তপন করিবে। মোদকাদি ভক্ষ্য, ওদনাদি ভোজ্য, পানীয়, শয্যা, আসন, পুষ্প, মূল ও ফলের অপহরণে পঞ্চগব্য পান। তৃণ, কাষ্ঠ, দ্রুম, শুষ্কান্ন, গুড়, বস্ত্র, চর্ম্ম ও আমিষের অপহরণে ত্রিরাত্র উপবাস করিবে। মণি, মুক্তা, প্রবাল, তাম্র, রজত, লৌহ ও কাংস্য, অপহরণে দ্বাদশ দিন তণ্ডুলাদির কণা ভোজন করিয়া থাকিবে। কার্পাস, কৌষেয় এবং ঊর্ণাদি অপহরণে তিন দিন দুগ্ধ পান করিয়া থাকিবে। গবাদি দ্বিশফ ও অশ্বাদি একশফ হরণে তিন দিন উপবাস করিবে। পক্ষী, চন্দনাদি গন্ধ, ওষধি, রজ্জু এবং বৈদল অর্থাৎ সূক্ষ্ম বেণুখণ্ড নির্ম্মিত সূর্প ব্যজনাদি অপহরণে একদিন উপবাস করিবে। অপহৃত দ্রব্য কোন উপায়ে প্রকৃত ধনাধিকারীকে দিয়াই তদনন্তর পাপক্ষয়ার্থ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। নিরঙ্কুশ অর্থাৎ শাস্ত্রীয় নিষেধাতিক্রমে পুরুষ যে যে দ্রব্য অপহরণ করিবে, যে যে জাতিতে জন্ম হউক না কেন, তাহাতে সেই সেই দ্রব্যের অভাব থাকিবে। যেহেতু জীবন, ধর্ম্ম এবং সমস্ত অভিলষিত বস্তু, ধনের উপর নির্ভর করে, অতএব যাহাতে কাহারও ধনহানি করা না হয়, তদ্বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিবে। যে ব্যক্তি প্রাণিহিংসাকারী, আর যে ব্যক্তি ধনহিংসাকারী অর্থাৎ চৌর; তাহাদিগের মধ্যে ধনহিংসাকারী অতিশয় দুঃখ পাইয়া থাকে।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়।

অগম্যাগমন করিলে, চীরবস্ত্র পরিধান করিয়া মহাব্রত বিধি অনুসারে এক বৎসর কাল প্রাজাপত্য করিবে। পরস্ত্রী গমনেও ঐ ব্রত। গো-গমনে গোব্রত করিবে। পুরুষে অযোনিতে, আকাশে, (করব্যাপারাদি দ্বারা) জলমধ্যে অথবা গো-যানে মৈথুন করিলে, সবস্ত্র স্নান করিবে। চাণ্ডালীগমনে তজ্জাতি সমানতা প্রাপ্ত হয়। অজ্ঞানতঃ চাণ্ডালী-গমনে চান্দ্রায়ণদ্বয় করিবে। পশুগমনে বা বেশ্যাগমনে প্রাজাপত্য করিবে; একবার ব্যভিচারিণী স্ত্রী পুরুষের পরদার গমনে যে ব্রত, তাহা করিবে। দ্বিজ একরাত্র বৃষলী সেবনে যে পাপ করে, তাহা বিনষ্ট করিতে, তিন বর্ষ নিত্য ভিক্ষান্ন ভোজন ও জপ করিতে হয়।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়।

যে পাপাত্মা, যাহার সহিত সংসৃষ্ট হইবে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত সে করিবে; অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে পাপীর সংসর্গী, সেই ব্যক্তি তদীয় প্রায়শ্চিত্ত করিবে। পঞ্চনখ মরণ দূষিত বা অত্যন্তোপহত কূপ হইতে জলপান করিলে ব্রাহ্মণ তিন দিন; ক্ষত্রিয় দুই দিন, ও বৈশ্য একদিন উপবাস করিবে। শূদ্র রাত্রিতে ভোজন করিবে। সকল দ্বিজই ব্রতান্তে পঞ্চগব্য পান করিবে। শূদ্র পঞ্চগব্য পান করিবে না। যদি শূদ্র পঞ্চগব্য পান করে এবং ব্রাহ্মণ সুরাপান করে, তাহা হইলে তাহারা উভয়েই মহারৌরব নামক নরকে গমন করে। পর্ব্ব এবং পীড়া ব্যতীত ঋতুকালে পত্নী গমন না করিলে, তিন দিন উপবাসী থাকিবে। কূটসাক্ষী ব্রহ্মহত্যা ব্রত করিবে। মূত্রত্যাগ বা বিষ্ঠাত্যাগ করিয়া জল শৌচ না করিলে, সবস্ত্র স্নান ও মহাব্যাহৃতি হোম কর্ত্তব্য। সূর্য্যোদয়ের পর মৈথুন করিলে সবস্ত্র স্নানান্তে অষ্টোত্তর শত বার গায়ত্রী জপ করিবে। কুক্কুর শৃগাল, বিড়, বরাহ, গর্দ্দভ, বানর, কাক, এবং বেশ্যাকর্ত্তৃক দষ্ট হইলে, নদীতে গিয়া ষোড়শবার প্রাণায়াম করিবে। অধীতবেদ বিস্মৃত হইলে, এবং আহিত অগ্নি ত্যাগ করিলে একবৎসর কাল ত্রিকালস্নায়ী ও স্থণ্ডিলশায়ী হইবে এবং ভিক্ষালব্ধ অন্ন একবারমাত্র ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করিবে। উৎকর্ষ প্রতিপাদনার্থ মিথ্যা কথাদি প্রয়োগ করিলে, গুরুর অলীক নিন্দা করিলে বা তাঁহাকে তিরস্কার করিলে, একমাস দুগ্ধ খাইয়া থাকিবে। নাস্তিক, নাস্তিকবৃত্তি, কৃতঘ্ন, কূটব্যবহারী ও ব্রাহ্মণবৃত্তিঘ্ন ইহারা ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিবে। পরিবিত্তি; পরিবেত্তা; যে কন্যার সহিত পরিবেদন হয় নাই সেই কন্যা; কন্যাদানকর্ত্তা এবং যাজক চান্দ্রায়ণ করিবে। গোমনুষ্যাদি প্রাণী, ভূমি, ধর্ম্ম ও সোমরস বিক্রয় করিলে, তপ্তকৃচ্ছ্র করিবে। আর্দ্রক, যবাদি ওষধি, গন্ধপুষ্প, ফল, মূল, চর্ম্ম, বেত্র, বৈদল, তুষ, কপাল, কেশ, ভস্ম, অস্থি, দুগ্ধ, পিণ্যাক, তিল ও তৈল বিক্রয় করিলে প্রাজাপত্য করিবে। শ্লেষ্মা, শুকফল, লাক্ষা, মধুচ্ছিষ্ট (মোম) শঙ্খ, শুক্তি, রাঙ্, সীস, কৃষ্ণ লৌহ (চুম্বক) তাম্র এবং গণ্ডার শৃঙ্গময় পাত্র বিক্রয় করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে। রক্তবস্ত্র, রাঙ, বস্ত্র, গন্ধ, গুড়, মধু, রস এবং ঊর্ণা বিক্রয় করিলে, ত্রিরাত্র উপবাস করিবে, (রাঙ ও গন্ধের পুনর্গ্রহণ, মিশ্রিত রাঙ্ ও মিশ্রিত গন্ধের বিক্রয়ে প্রায়শ্চিত্ত লাঘব জ্ঞাপনার্থ)। মাংস, লবণ, লাক্ষা ও ক্ষীর বিক্রয় করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে (লাক্ষার পুনর্গ্রহণ মিশ্রিত লাক্ষা-বিক্রয়েও প্রায়শ্চিত্ত সাম্য জ্ঞাপনার্থ)। এবং অবিক্রয় বিক্রয়ীর পুনরুপনয়ন দিতে হইবে। উষ্ট্র বা গর্দ্দভ আরোহণে গমন, নগ্ন-অবস্থায় স্নান, নিদ্রা বা ভোজন করিলে তিনবার প্রাণায়াম করিবে। একাগ্রচিত্তে তিন সহস্র গায়ত্রী জপ, একমাস গোষ্ঠে অবস্থিতি ও ৩ দিনমাত্র দুগ্ধ পান করিলে অসৎ প্রতিগ্রহজনিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। অযাজ্য যাজন, পরকীয় আবসানিক কার্য্য এবং সফল অভিচার করিলে, তিনি প্রাজাপত্য দ্বারা সেই পাপকে বিনষ্ট করিতে পারে। যে সকল দ্বিজের যথাবিধি সাবিত্রী অনুবচন হয় নাই (অর্থাৎ ব্রাত্য), তাহাদিগকে তিন প্রাজাপত্য করাইয়া যথাবিধি উপনীত করিবে। যে সকল

দ্বিজ, বিকর্ম্মস্থ এবং ব্রাহ্মণত্ব হইতে স্খলিত, তাহাদিগেরও এই প্রায়শ্চিত্ত উপদেশ দিবে। ব্রাহ্মণগণ নিন্দিত-কর্ম্ম করিয়া যে ধন উপার্জ্জন করেন, তাহার পরিত্যাগ গায়ত্রী প্রভৃতি জপ ও তপশ্চরণ দ্বারা সেই পাপ হইতে শুদ্ধি লাভ করিতে পারেন। বেদোক্ত নিত্যকর্ম্ম লঙ্ঘন ও স্নাতক ব্রত লোপে উপবাসই প্রায়শ্চিত্ত। ব্রাহ্মণের প্রতি দণ্ডোদ্যম করিলে প্রাজাপত্য, দণ্ডনিপাতনে অতিকৃচ্ছ্র, আর রক্তোৎপাদনে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র করিবে। অকৃত-প্রায়শ্চিত্ত পাপাচারীদিগের সহিত কোন কার্য্য করিবে না, আর ইহারা কৃতপ্রায়শ্চিত্ত হইলে, ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি ইহাদিগের আর নিন্দা করিবে না। বালঘ্ন, কৃতঘ্ন, শরণাগতঘাতী ও স্ত্রীঘাতিগণ ধর্ম্মতঃ বিশুদ্ধ হইলেও তাহাদিগের সহিত সংসর্গ করিবে না। যাহার বয়ঃক্রম অশীতিবর্ষ; সেই বৃদ্ধ ষোড়শবর্ষের ন্যূনবয়স্ক বালক; স্ত্রীলোক এবং রোগী অর্দ্ধপ্রায়শ্চিত্তভাগী হইবে। যে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইল না, তাহাদিগের ক্ষয়ার্থ,— পাপীর শক্তি ও পাপের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করিবে।

চতুঃপঞ্চাশত অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়।

অনন্তর রহস্য প্রায়শ্চিত্ত নিরূপিত হইতেছে। ব্রহ্মহত্যাকারী, একমাস কাল, প্রত্যহ নদীতে গিয়া স্নান, ষোড়শবার প্রাণায়াম ও একবার হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া পবিত্র হইবে। কর্ম্মের পর দুগ্ধবতী গাভী দান করিবে। সুরাপায়ী ব্যক্তি, অঘমর্ষণ ব্রত করিয়া পবিত্র হইবে, স্বর্ণাপহারী দশসহস্র বার সন্তাপ করিয়া পবিত্র হইবে। আর বিমাতৃগামী তিন দিন উপবাসী থাকিয়া, পুরুষসূক্ত মন্ত্র, জপ ও উক্ত মন্ত্র দ্বারা হোম করিলে পবিত্র হইবে। যেমন যজ্ঞশ্রেষ্ঠ অশ্বমেধ সকল পাপের নাশক, তেমনি অঘমর্ষণসূক্ত সর্ব্ব পাপনাশক। দ্বিজ সর্ব্ব পাপক্ষয়ার্থ প্রাণায়াম করিবে। দ্বিজের সকল পাপই প্রাণায়াম দ্বারা দগ্ধ হয়। নিশ্বাস প্রশ্বাস সংযম করিয়া সব্যাহৃতি (ভূঃ প্রভৃতি সপ্তব্যাহৃতি সহিত) সপ্রণবা গায়ত্রী মস্তকের সহিত (আপোজ্যোতিঃ ইত্যাদি মন্ত্র— মস্তক) তিনবার মনে মনে পাঠ করিবে। ইহা প্রাণায়াম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মা তিন বেদ হইতে (প্রণব-ঘটক) অকার, উকার ও মকার, এবং ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ; ইহা দোহন করিয়া লইয়াছিলেন; অর্থাৎ ইহাই তিনবেদের সার। পরমেষ্ঠি প্রজাপতি তৎ ইত্যাদি গায়ত্রী মন্ত্রের তিন পাদ, তিন বেদ হইতেই আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন। উভয় সন্ধ্যা সময়ে এই অক্ষর (অর্থাৎ প্রণব) এবং ব্যাহৃতি পূর্ব্বিকা এই গায়ত্রী জপ করিলে, বেদাভিজ্ঞ ব্যক্তির তিন বেদ অধ্যয়নে যে পুণ্য হয় সেই পুণ্য লাভ হয়। দ্বিজ, গ্রামবহির্ভাগে গায়ত্রী, প্রণব ও ব্যাহৃতি, এই তিন মন্ত্র সহস্রবার জপ করিলে এক মাসে, ত্বক হইতে সর্পের মত, মহাপাপ হইতে বিমুক্ত হয়, এই তিনমন্ত্র, ও যথাকালে, স্বীয় নিত্য কর্ম্ম দ্বারা বিযুক্ত হইলে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতি, সাধুসমাজে নিন্দাভাজন হয়। অবিনাশী ওঙ্কারপূর্ব্বিকা তিন মহাব্যাহৃতি, এবং ত্রিপদ গায়ত্রী, ব্রহ্ম-প্রাপ্তির উপায় বলিয়া জানিবে। যে ব্যক্তি অনলস হইয়া তিন বর্ষ প্রত্যহ এই গায়ত্রী জপ করে, সে ব্যক্তি, বায়ুর মত কামচারী, ও আকাশবৎ অবয়বশূন্য হইয়া পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়। একাক্ষর (অর্থাৎ ওঙ্কার) পরব্রহ্ম; প্রাণয়াম সর্ব্বাপেক্ষা পাপনাশক; সাবিত্রী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মন্ত্র নাই; মৌন অপেক্ষা সত্য কথা উৎকৃষ্ট। বেদোক্ত সকল হোমযোগাদি কার্য্যই নশ্বর, কিন্তু অক্ষর (প্রণব) ব্রহ্মপ্রাপ্তির হেতু বলিয়া, অবিনাশী বলিয়া বিজ্ঞেয়, যেহেতু প্রজাপতি ব্রহ্মাই ওঙ্কার। দর্শপৌর্ণমাসাদি বিধিযজ্ঞ হইতে জপযজ্ঞ দশগুণে— উপাংশুজপ শত গুণে ও মানসজপ সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। বিধি-যজ্ঞের সহিত হোম, বলি কর্ম্ম, নিত্যশ্রাদ্ধ, অতিথি ভোজন, এই যে

চতুর্ব্বিধ পাকযজ্ঞ, সেই সমস্ত, জপ যজ্ঞের ষোড়শী কলারও যোগ্য নহে; অর্থাৎ ষোড়শ ভাগের এক ভাগের সমানও নহে। যাগাদি অন্য কিছু করুক বা না করুক। ব্রাহ্মণ, জপ দ্বারাই নিঃসন্দেহ সিদ্ধি লাভ করে; যেহেতু, ঐ সর্ব্বপ্রাণিমিত্র ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মে লীন হয়; ইহা আগমে উক্ত হইয়াছে।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায়।

অনন্তর সর্ব্ববেদের মধ্যে যে কয়টী বিশেষ পবিত্র, তাহা নিরূপিত হইতেছে। এই সকল মন্ত্র-জপ ও এই সকল মন্ত্র দ্বারা হোম করিয়া দ্বিজগণ পূত হয়। অঘমর্ষণ, দেবকৃত, শুদ্ধবতী, তরৎসমন্দীয়, কুষ্মাণ্ডী, পাবমানী, দুর্গাসাবিত্রী, অতীষঙ্গ, পদস্তোভ, ব্যাহৃতি—সামগণ, ভারুণ্ড, চন্দ্রসাম, পুরুষব্রত—সামদ্বয়, অব্‌লিঙ্গ—আপোহিষ্ঠা ইত্যাদি, বার্হস্পত্য, গোসূক্ত, আশ্বসূক্ত, চন্দ্রসূক্ত—সামদ্বয়, শতরুদ্রিয়, অথর্ব্বশিরঃ, ত্রিসুপর্ণ, মহাব্রত, নারায়ণী এবং পুরুষসূক্ত আজ্য, দোহত্রয়, রথন্তর, অগ্নিব্রত, বামদেব এবং বৃহৎসাম; এই সকল মন্ত্র গীত হইয়া প্রাণী-দিগকে পবিত্র করে এবং গানকর্ত্তা যদি ইচ্ছা করে, ত জাতিস্মরত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়।

কাহারা ত্যাজ্য, ইহা কথিত হইতেছে, যথা ব্রাত্য, পতিত এবং তিন পুরুষ যাবৎ মাতা পিতা উভয় পক্ষই যাহাদিগের অপবিত্র, তাহারা পরিত্যাজ্য। ইহারা সকলেই অভোজ্যান্ন এবং অপ্রতিগ্রাহ্য ধন (অর্থাৎ) ইহাদিগের কাহারও অন্নভোজন করিবে না এবং প্রতিগ্রহ করিবে না। যাহাদিগের নিকট প্রতিগ্রহ করা অনুচিত, তাহাদিগের নিকট প্রতিগ্রহপ্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। ব্রাহ্মণদিগের ব্রহ্মতেজ প্রতিগ্রহ দ্বারা বিনষ্ট হয় এবং যে দ্রব্যসকলের প্রতিগ্রহবিধি না জানিয়া প্রতিগ্রহ করে, সে দাতার সহিত নরকমগ্ন হয়। প্রতিগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াও যে ব্যক্তি প্রতিগ্রহ না করে, সে দাতার লোক প্রাপ্ত হয়। কাষ্ঠ, জল, মূল, ফল, অভয়, আমিষ, মধু, শয্যা, আসন, গৃহ, পুষ্প, দধি ও শাক, এই সকল বস্তু দানার্থ উদ্যত হইলে, তাহা প্রত্যাখ্যান করিবে না। সম্মুখে আনীত ভিক্ষা, আহ্বানপূর্ব্বক দিতে চাহিলে, তাহা দুষ্কার্য্যকারীর নিকটেও লওয়া যায়, ইহা ব্রহ্ম নানিয়াছেন। যে ব্যক্তি সেই ভিক্ষা গ্রহণ না করে, পিতৃগণ তাহার দত্ত কব্য, পঞ্চদশ বর্ষ ভোজন করেন না, অগ্নিও (তৎপ্রদত্ত) হব্য দেবগণকে প্রদান করেন না। ক্ষুধার্ত্ত গুরুজন ও ভৃত্যবর্গের ক্ষুধা মোচনার্থ আর পিতৃলোক ও দেবগণের পূজনার্থ, সকলের নিকট হইতেই প্রতিগ্রহ করিতে পারিবে; কিন্তু তদ্দ্বারা নিজের তৃপ্তিসাধন করিবে না। তত্তৎ-প্রতিগ্রহ সমর্থ ব্যক্তি এই সমস্ত কার্য্যও কুলটা, ক্লীব, পতিত এবং শত্রুগণের নিকট প্রতিগ্রহ করিবে না। মাতা পিতা প্রভৃতি গুরুজনের মৃত্যু হইলে, অথবা তাঁহারা জীবিত থাকিতেও তদ্ব্যতীত গৃহে থাকিলে, আত্মবৃত্তি নির্ব্বাহার্থ সর্ব্বদা সাধুগণের নিকটেই প্রতিগ্রহ করিবে। আর্দ্ধিক অর্থাৎ অর্দ্ধসীরী, কুলমিত্র, নিজদাস, নিজ গোপালক নিজ নাপিত এবং যে আত্মসমর্পণ করে,শূদ্রদিগের মধ্যে ইহাদিগের অন্ন ভোজ্য * (যাজ্ঞ ১২ পত্র ১৬৫ শ্লোক)।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়।

গৃহাশ্রমীর অর্থ, তিনপ্রকার হইয়া থাকে,—শুক্ল শবল ও কৃষ্ণ। শুক্ল অর্থ দ্বারা ইহলোকে যে কর্ম্ম কৃত হয়, তাহা দৈবত্ব; শবল দ্বারা যাহা কৃত হয়, তাহা মনুষ্যত্ব এবং কৃষ্ণ

*পরাসর সংহিতাতে এই বচনের অর্থান্তর লিখিত হইবে, কিন্ত তাহা মিতাক্ষরার কুল্লুক ভট্টাদির অনুলিখিত বলিয়া এ স্থানে বিবৃত হইল না।

দ্বারা যাহা কৃত হয়, তাহা তিন্যক্ত। নিজ নিজ বৃত্তি অনুসারে উপার্জ্জিত সকল অর্থই শুক্ল অর্থ। অনন্তর বৃত্তি (যথা ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় বৃত্তি ইত্যাদি) অনুসারে উপার্জ্জিত ধন শবল অন্তরিত বৃত্তি (যথা ব্রাহ্মণের বৈশ্যবৃত্তি ইত্যাদি) অনুসারে উপার্জ্জিত ধন কৃষ্ণ। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত, প্রীতিদায় (অর্থাৎ বন্ধুত্ব সূত্রে প্রাপ্ত) এবং ভার্য্যার সহিত প্রাপ্ত (অর্থাৎ বিবাহ লব্ধ) ধন, অবিশেষে সকলেরই শুক্ল বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। উৎকোচপ্রাপ্ত শুল্ক প্রাপ্ত, অবিক্রেয়-বিক্রয়-প্রাপ্ত, উপকৃতের নিকট হইতে প্রাপ্ত ধন, শবল বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। পার্শ্বিক অর্থাৎ চামর চালনাদি দ্বারা লব্ধ দ্যূতপ্রাপ্ত, চৌর্য্য প্রাপ্ত, প্রতিরূপক অর্থাৎ কৃত্রিম সুবর্ণাদি প্রস্তুত করিয়া উপার্জ্জিত, দস্যুতাদি সাহস দ্বারা উপার্জ্জিত এবং ছলপূর্ব্বক উপার্জ্জিত ধন কৃষ্ণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। মনুষ্য, যাদৃশ ধন দ্বারা যে কোন কার্য্য করে, ইহলোক ও পরলোকে সেই কর্ম্মের তাদৃশ ফল লাভ করিয়া থাকে।

অষ্টপঞ্চাশত অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

গৃহস্থাশ্রমী বৈবাহিক অগ্নিতে বৈশ্বদেব হোমাদি পাকযজ্ঞ করিবে। সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে অগ্নিহোত্র করিবে। দেবগণের হোম করিবে, অমাবস্যা পূর্ণিমাতে দর্শপূর্ণ মাস যাগ করিবে। প্রতি অয়নে (দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণে) পশু দ্বারা (যাগ করিবে); শরৎকালে ও গ্রীষ্মকালে অগ্রয়ণ যাগ করিবে; অথবা ব্রীহিপাক সময়ে ও ধান্যপাক সময়ে (অগ্রয়ণ যাগ করিবে)। তিন বর্ষের অধিক চলিবার উপযুক্ত ধান্যসম্পন্নব্যক্তি প্রতিবর্ষে সোমযাগ করিবে, ধনাভাব হইলে বৈশ্বানর যাগ করিবে। যাগে শূদ্রলব্ধ অন্ন প্রদান করিবে না। যজ্ঞ উদ্দেশে ভিক্ষা করিয়া যে অর্থ পাওয়া যায়, তৎসমস্তই যজ্ঞে ব্যয় করিবে। সায়ংকাল ও প্রাতঃকালে, বৈশ্বদেব হোম করিবে। ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিয়া অর্চ্চিত ভিক্ষা-দান করিলে গোদান ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভিক্ষু অভাবে, ভিক্ষুদের অন্ন গাভীদিগকে দিবে। কিংবা বহ্নিতে প্রক্ষেপ করিবে। গৃহস্বামীর ভোজনের পরও অন্ন থাকিলে, তৎকালে উপস্থিত ভিক্ষুকে, ফিরাইয়া দিবে না। কণ্ডনী (উলুখলমুষল) পেষণী (শিল নোড়া) চুল্লী (আখা) জলাধার কলস, উপস্কর (সম্মার্জ্জনী প্রভৃতি) গৃহস্থের এই এই পাঁচটী সূনা অর্থাৎ জীবহত্যার স্থান। তৎপাপ নিষ্কৃতির জন্য, ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ ও মনুষ্যযজ্ঞ করিবে। ইহার নাম পঞ্চযজ্ঞ। বেদাধ্যয়ন-বেদাধ্যাপন ব্রহ্মযজ্ঞ; হোম দেবযজ্ঞ; বলিকর্ম্ম, (সর্ব্বভূতোদ্দেশে অন্নদান) ভূতযজ্ঞ, পিতৃতর্পণ পিতৃযজ্ঞ, অতিথিসংকার, মনুষ্যযজ্ঞ। যে, দেবত (ভূতবর্গ) অতিথি, পোষ্য, (অর্থাৎ বৃদ্ধ মাতাপিতা প্রভৃতি, পিতৃলোক এবং আত্মা এই পাঁচ ব্যক্তির নির্ব্বপণ (অন্নদান) না করে, সে জীবন্মৃত। ব্রহ্মচারী যতি এবং ভিক্ষু (অর্থাৎ বানপ্রস্থ)। ইহারা গৃহস্থাশ্রম হইতেই জীবিকা নির্ব্বাহ করে, অতএব ইহারা অভ্যাগত হইলে, গৃহস্থ ইহাদিগের অবমাননা করিবে না। গৃহস্থই যাগ করে, গৃহস্থই তপস্যা করে, গৃহস্থই দান করে, অতএব গৃহস্থাশ্রমীই শ্রেষ্ঠ। ঋষিগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, ভূতগণ ও অতিথিবর্গ গৃহস্থের মুখাপেক্ষী, অতএব গৃহস্থই শ্রেষ্ঠ। ত্রিবর্গ (অর্থাৎ ধর্ম্ম, ধর্ম্মাবিরোধী অর্থ এবং ধর্ম্মাবিরোধী কাম,) সেবা, সর্ব্বদা অন্নদান, দেবপূজা, ব্রাহ্মণ-সৎকার, স্বাধ্যায় সেবা (অর্থাৎ বেদাধ্যয়নাদি) এবং পিতৃতর্পণ যথাবিধি এই সকল কার্য্য করিলে, গৃহস্থ ইন্দ্রলোকে গমন করে।

একোনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে (রাত্রির শেষ চারিদণ্ড অরুণোদয় কাল, তাহার প্রথম দুই দণ্ড ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত) গাত্রোত্থান করিয়া রাত্রিকালে দক্ষিণ মুখ, দিবসে ও প্রাতঃ সায়ং উভয় সন্ধ্যাকালে,

উত্তর মুখ হইয়া। প্রস্রাব বিষ্ঠা ত্যাগ করিবে। তৃণাদিদ্বারা অনাবৃত ভূভাগে ফালকৃষ্ট ভূমিতে যজ্ঞীয়বৃক্ষ ছায়াতে ক্ষারযুক্ত ভূমিতে শাদ্বল স্থানে প্রাণীযুক্ত স্থানে গর্ত্তে বল্মীকে পথে রথ্যাতে উচ্চপথে পরকীয় বিষ্ঠাদি অশুচি বস্তুর উপরে উদ্যানে উদ্যান সমীপে বা জল সমীপে অঙ্গারে ভস্মে গোময়ে গোষ্ঠে আকাশে জলে বায়ু, অগ্নি চন্দ্র সূর্য্য স্ত্রীলোক গুরুজন এবং ব্রাহ্মণের সম্মুখে মস্তক অবগুণ্ঠিত না করিয়া মূত্র বিষ্ঠা ত্যাগ করিবে না। লোষ্ট্র ইষ্টকাদিদ্বারা মলদ্বার মার্জ্জনা করিয়া, শিশ্ন গ্রহণ পূর্ব্বক, উত্থান করিবে। তদন্তে উদ্ধৃত জল ও মৃত্তিকাদ্বারা গন্ধলেপক্ষয়কর শৌচ করিবে। প্রস্রাব দ্বারে একবার, মলদ্বারে তিনবার এবং হস্তে (অর্থাৎ বাম হস্তে) দশবার, দুই হাতে সাতবার, দুই পায়ে তিনবার তিনবার, মৃত্তিকা দিবে। ইহা গৃহস্থের শৌচ; ইহার দ্বিগুণ ব্রহ্মচারীর; ত্রিগুণ, বানপ্রস্থের এবং চতুর্গুণ যতিদিগের। এইরূপ শৌচে গন্ধাদি দূর না হইলে, গন্ধলেপক্ষয়কর শৌচ করিবে। ইহার ক্রমে গন্ধাদি দূর হইলেও উক্ত সংখ্যানুসারে শৌচ হইবে, ইহা বিধি। (রঘুনন্দনের মতে গন্ধলেপক্ষয়কর শৌচ অনুপনীতাদির পক্ষে)।

ইতি ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

পলাশের দন্তধাবন মুখে দেওয়া উচিত নহে। শ্লেষ্মাতক, অরিষ্ট, বিভীতক, ধব এবং ধম্বন বৃক্ষেরও নহে। বন্ধূক, নির্গুণ্ডী, শিগ্রু, তিষ এবং তিন্দুক বৃক্ষেরও নহে। কোবিদার, শমী, পীলু, পিপ্পল, ইঙ্গুদ, গুগ্গুল বৃক্ষেরও নহে। পারিভদ্রক, অম্লিকা, মোচক, শাল্মলী, এবং শণসম্ভূত নহে। মধুর অর্থাৎ যষ্টিমধু প্রভৃতির নহে। অম্ল অর্থাৎ আমলকী প্রভৃতির নহে। অর্থাৎ এই সকল বৃক্ষ-শাখার কাষ্ঠদ্বারা দন্তধাবন করিবে না। ঊর্দ্ধশুষ্ক কাষ্ঠ নহে, পিচ্ছিল (কাষ্ঠ) নহে, দক্ষিণ বা পশ্চিম মুখ হইয়াও নহে। উত্তরমুখ বা পূর্ব্বমুখ হইয়া বট, অসন, অর্ক, খদির, করঞ্জ, বদর, শাল, বিষ, অরিমেদ, অপামার্গ, মালতী, ককুভ এবং বিল্ব ইহাদিগের অন্যতম বৃক্ষ শাখাসম্ভূত, কষায়, তিক্ত, কিংবা কটু-রসযুক্ত, (দন্তধাবন কাষ্ঠ) মুখে দিবে। কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগের মত স্থূল, সত্বচ, এবং দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমিত দন্ত ধাবন কাষ্ঠ মৌনাবলম্বী হইয়া প্রাতঃকালে মুখে দিবে। সেই কাষ্ঠ প্রক্ষালণ পূর্ব্বক মুখে দিয়া অশুচি রহিত স্থানে যত্ন সহকারে পরিত্যাগ করিবে। আর অমাবস্যাতে কদাচ দন্তধাবন কাষ্ঠ মুখে দিবে না।

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

দ্বিজাতিদিগের কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূলদেশে প্রাজাপত্য নামক তীর্থ; অঙ্গুষ্ঠমূলে, ব্রাহ্মতীর্থ; অঙ্গুলিসকলের অগ্রভাগে দৈব এবং তর্জ্জনী মূলে পিত্র্যতীর্থ; জানুমধ্যে হস্ত রাখিয়া পবিত্র দেশে সুখাসীন, তন্মনস্ক, প্রশান্তচিত্ত এবং পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া—যাহা অগ্নি দ্বারা তাপিত নহে, ফেনিল নহে; শূদ্র কর্ত্তৃক বা এক হস্ত দ্বারা আনীত নহে, এবং অক্ষার, সেই জল দ্বারা আচমন করিবে। ব্রাহ্মতীর্থ দ্বারা তিনবার জল স্পর্শ করিবে। দুইবার মার্জ্জন করিবে। জলদ্বারা ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্র (নাসা চক্ষু, কর্ণ, হৃদয় ও মস্তক স্পর্শ করিবে)। দ্বিজাতিগণ (ব্রাহ্মণ) (১) ক্ষত্রিয় (২) ও বৈশ্য (৩),) যথাক্রমে হৃদয়গামী (১), কণ্ঠগামী (২) ও তালুগামী (৩) জলদ্বারা পবিত্র হ'ন। আর স্ত্রী শূদ্র, একবার মাত্র ওষ্ঠপ্রান্তস্পৃষ্ট জল দ্বারা শুদ্ধ হইবে।*

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

* তালুস্পৃষ্ট জল দ্বারা স্ত্রীশূদ্র ও শুদ্ধ হইবে। ইহা মিতাক্ষরা সম্মত।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

যোগক্ষেমের জন্য রাজার নিকট গমন করিবে। একাকী, পথ চলিবে না। অধার্ম্মিকদিগের সহিত, শূদ্রগণের সহিত না, শত্রুদিগের সহিত না, অতি প্রত্যূষে না, অতি সন্ধ্যাকালে না, সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে না, মধ্যাহ্নকালে না, জলের নিকট দিয়া না, অতিশীঘ্র না, রাত্রিকালে না, সর্ব্বদা বা হিংস্র, রোগী কিংবা পরিশ্রান্ত বাহন দ্বারা না, হীনাঙ্গ (বাহন) দ্বারা না, দুর্ব্বল (বাহন) দ্বারা না, বলীবর্দ্দ দ্বারা না, উদ্দাম (বাহন) দ্বারা না (অর্থাৎ যথাসম্ভব ইহাদিগের সহিত এসকল সময়ে এবং এই সকল যানে পথ চলিবে না)। বাহনদিগের ঘাস জল না দিয়া আপনার ক্ষুধা তৃষ্ণা শান্তি করিবে না, চতুষ্পথে অবস্থান করিবে না, রাত্রিতে বৃক্ষমূলে না, শূন্যগৃহে না, তৃণের উপর না, পশুদিগের বন্ধনাগারে না, কেশ, তুষ, কপাল, অস্থি ভস্ম বা অঙ্গারে না, কার্পাশবীজে না (অর্থাৎ এই সকল স্থানে অবস্থান করিবে না), চতুষ্পথ, দেবপ্রতিমা, প্রজ্ঞাতবনস্পতি অগ্নি, ব্রাহ্মণ, বেশ্যা পূর্ণকুম্ভ, আদর্শ, ছত্র ধ্বজ-পতাকা, শ্রী বৃক্ষ, শরাবক নন্দ্যাবর্ত্ত (অর্থাৎ রাজ গৃহবিশেষ), তালবৃন্ত চামর অশ্ব হস্তী ছাগ গাভী দধি দুগ্ধ মধু গৌর সর্ষপ বীণা চন্দন অস্ত্র আর্দ্র গোময় ফল পুষ্প আর্দ্রশাক গোরোচনা দূর্ব্বাঙ্কুর উষ্ণীষ অলঙ্কার রত্ন স্বর্ণ রৌপ্য বস্ত্র আসন যান এবং আমিষ প্রদক্ষিণ করিবে। ভৃঙ্গারোদ্ভূত সর্ব্ব শস্যাঢ্য মৃত্তিকা, রজ্জুবদ্ধ একাকী পশু, অনূঢ় কন্যা এবং পক্ক মৎস্য দর্শন করিয়া যাত্রা করিবে। অনন্তর মত্ত উন্মত্ত বিকলাঙ্গ বান্ত (জাতবমন) বিরিক্ত (জাতবিরেচন) মুণ্ডিত জটিল বামন কাষায়বস্ত্রধারী প্রব্রজিত কাপালিকাদি মলিন তৈল গুড় শুষ্ক-গোময় কাষ্ঠ তৃণ পলাশাদি পত্র ভস্ম অঙ্গার লবণ ক্লীব মদ্য নপুংসক (অর্থাৎ ক্লীববিশেষ) কার্পাস রজ্জু পাদশৃঙ্খলা ও মুক্ত-কেশ ব্যক্তি অবলোকন করিলে প্রতিনিবৃত্ত হইবে। বীণাববন্দন আর্দ্রশাক উষ্ণীষ অলঙ্কার ও কুমারীগিকে প্রস্থানকালে অভিনন্দন করিবে দেবপ্রতিমা, ব্রাহ্মণ, গুরুজন, কপিল বর্ণ ব্যক্তি, এবং যজ্ঞ দীক্ষিত ইহাদিগের ছায়া বেলা, নিষ্ঠীবন, বান্ত, রক্ত, বিষ্ঠা মূত্র, ও স্নান জল আক্রমণ করিবে না, বৎস বন্ধন রজ্জু লঙ্ঘন করিবে না, বৃষ্টি হইবার সময় দৌড়িবে না, বৃথা নদী পার হইবে না, দেবতা ও পিতৃলোককে সলিল দান না করিয়া (নদী পার হইবে) না, বাহু দ্বারা না অর্থৎ সাঁতার দিবে না। ভগ্ন নৌকা দ্বারা না, জলপ্রান্ত দেশে (তীরে) অবস্থান করিবে না, কূপের ভিতর দেখিবে না। বৃদ্ধ, ভারবাহী রাজা, স্নাতক ব্রাহ্মণ, স্ত্রীলোক, রোগী, বর এবং চক্রী (অর্থাৎ গাড়োয়ান) ইহাদিগকে পথ ছাড়িয়া দিবে। আবার ইহাদিগের মধ্যে রাজা মান্য (অর্থাৎ রাজার পথ ইহারা ছাড়িয়া দিবে স্নাতক ব্রাহ্মণ আবার রাজারও মান্য) তবেই হইল স্নাতক ব্রাহ্মণ ও রাজার পথ সকলে ছাড়িয়া দিবে। রাজা ঐ ব্রাহ্মণের পথ ছাড়িয়া দিবেন।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

পরকীয় জলাশয়ে স্নান করিবে না, তবে আপৎকালে (অর্থাৎ আত্ম জলাশয়ের অভাব দৃষ্ট হইলে) পঞ্চপিণ্ড উদ্ধরণ পূর্ব্বক স্নান করিতে পারিবে। অজীর্ণ হইলে, পীড়িত হইয়া, উলঙ্গ অবস্থায়, গ্রহণ ব্যতীত রাত্রিকালে উভয় সন্ধ্যাতে স্নান করিবে না। প্রাতঃস্নায়ী ব্যক্তি পূর্ব্বদিক্‌ অরুণ-কিরণ রঞ্জিত দেখিয়া স্নান করিবে। স্নানান্তে শিরঃ কম্পন করিবে না। (স্নানবস্ত্র বা হস্তদ্বারা) অঙ্গ হইতে জলাপনয়ন করিবে না। তৈলযুক্ত বস্ত্র স্পর্শ করিবে না *। পূর্ব্ব-পরিহিত বস্ত্র প্রক্ষালিত না হইলে, তাহা পরিধান করিবে না, স্নানান্তে উষ্ণীষ ধারণ করিয়া ধৌত বস্ত্র ও উত্তরীয় ধারণ করিবে। ম্লেচ্ছ, অন্ত্যজ,

---

* রঘুনন্দন ধৃত পাঠ—"ন তৈলং বা সংস্পৃশেৎ; তাহার অনুবাদ—তৈলস্পর্শ করিবে না।

এবং পতিতের সহিত সম্ভাষণ করিবে না; প্রস্রবণ দেবখাত ও সরোবরে স্নান করিবে। উদ্ধৃত জল (অর্থাৎ কুম্ভাদি জল) হইতে ভূমিস্থিত জল (অর্থাৎ কূপাদি জল) ঐ স্থাবর জল হইতে প্রস্রবণাদি ক্ষরিত জল; তাহা হইতে নদীজল; তাহা হইতেও বসিষ্ঠাদি সাধুগৃহীত; বসিষ্ঠপ্রাচী প্রভৃতির জল; সর্ব্বাপেক্ষা গঙ্গাজল পবিত্র। মৃত্তিকাজল দ্বারা গাত্রের মল অপনীত করিয়া জলে অবগাহন করিবে তৎপরে "অপোহিষ্ঠা" ইত্যাদি তিন মন্ত্র "হিরণ্য বর্ণ," ইত্যাদি চারমন্ত্র এবং "ইদমাপঃ প্রবহত" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা তীর্থকে মন্ত্রপূত করিবে। তদনন্তর জলে নিমগ্ন হইয়া তিনবার অঘমর্ষণ জপ করিবে, অথবা তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং; এই মন্ত্র, অথবা দ্রুপদাদিব ইত্যাদি মন্ত্র ও গায়ত্রী, অথবা যুঞ্জতে মনঃ এই অনুবাদক, অথবা পুরুষকে তিনবার জপ করিবে। স্নানান্তে আর্দ্র বস্ত্র হইলে জলে থাকিয়াই দেব পিতৃতর্পণ করিবে, বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলে, তীর্থে উঠিয়া তর্পন করিবে। দেবপিতৃতর্পণ না করিয়া স্নানবস্ত্র নিষ্পীড়িত করিবে না, বস্ত্র নিষ্পীড়ান্ত স্নানের পর আচমন করিয়া (পুনর্ব্বার) যথাবিধি আচমন করিবে। পুরুষ সূক্তের প্রতিমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পুরুষকে অর্থাৎ নারায়ণকে এক বন্ধকটী পুষ্প দিবে, তৎপশ্চাৎ এক অঞ্জলি জল, প্রথমেই দৈবতীর্থ দ্বারা দেবতর্পণ করিবে। তদনন্তর পিত্র্যতীর্থ দ্বারা তর্পণ করিবে। তাঁহার মধ্যে প্রথমে স্বীয় বংশোদ্ভবদিগের; পরে মাতামহাদি সম্বন্ধীগণের; তৎপরে বান্ধবদিগের; তদনন্তর সুহৃদগণের তর্পণ করিবে। (তর্পণের ক্রম যথা প্রথম পিত্রাদি তিন পুরুষ, পরে মাতামহাদি তিন পুরুষ, তৎপরে মাতৃ প্রভৃতি তিন জন, তৎপশ্চাৎ মাতামহী প্রভৃতি তিন জন, তদনন্তর সম্বন্ধের নৈকট্য অনুসারে পৌর্ব্বাপর্য্য স্থির করিয়া পিতৃব্যাদি শ্বশুরাদি সকলের তর্পণ কর্ত্তব্য)। এইরূপে নিত্যস্নায়ী হইবেন। স্নানান্তে,যথাশক্তি পবিত্র জপ করিবে,বিশেষতঃ গায়ত্রী ও পুরুষসূক্ত অবশ্য জপ করিবে, এই দুই হইতে (আর) অধিক নাই। স্নান করিলে তবে দৈব পিত্র্য কার্য্যে, পবিত্র জপে এবং বিধিবোধিত দানে অধিকারী হয়। অলক্ষ্মী, কালকর্ণী, দুঃস্বপ্ন ও দুশ্চিন্তা—মাত্র জল দ্বারা অভিষিক্ত হইলেই তাহার এই সকল বিনষ্ট হয়, ইহা ধারণা। নিত্যস্নায়ী ব্যক্তি যমালয়ের যাতনা ক্লেশ ভোগ করে না, কেননা যে সকল মনুষ্য পাপকারী, তাহারাও নিত্য স্নান-গুণে পূত হইয়া যায়।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

অনন্তর উত্তমরূপে স্নান, তদন্তে উত্তমরূপে হস্তপদ প্রক্ষালন ও তৎপরে উত্তমরূপে আচমন করিয়া, দেবপ্রতিমাতে কিংবা স্থলে (অর্থাৎ ঘটাদিতে) জন্ম মৃত্যুরহিত ভগবান্ বাসুদেবের পূজা করিবে। "আশ্বনোঃ প্রাণস্তোত" এই মন্ত্র দ্বারা জীব দান করিয়া—"যুঞ্জতেমনঃ" এই অনুবাক দ্বারা আবাহন করিয়া, জানুদ্বয়, পাণিদ্বয় ও মস্তক (এই পঞ্চাঙ্গ দ্বারা অর্থাৎ পঞ্চাঙ্গ ভূমিতে স্পর্শ করাইয়া) নমস্কার করিবে, "আপোহিষ্ঠা" ইত্যাদি তিন মন্ত্র দ্বারা অর্ঘ্য, "হিরণ্যবর্ণা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা পাদ্য, "শন্ন আপোধন্বন্যাঃ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা আচমনীয়, "ইদমাপঃ প্রবহত" এই আদি মন্ত্রদ্বারা স্নানীয় "রথেষ্ঠক্ষেষু বৃষভ রাজা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা গন্ধ অলঙ্কার, "যুবা সুবাসাঃ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা বস্ত্র, "পুষ্পাবতীঃ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা পুষ্প "ধূয়সি" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ধূপ, "তেজোঽসি শুক্রমসি" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা দীপ, "দধিক্রাব্ন? ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা মধুপর্ক এবং "হিরণ্যগর্ভঃ" ইত্যাদি অষ্ট মন্ত্রদ্বারা নৈবেদ্য নিবেদন করিবে চামর, ব্যজন, আদর্শ, ছত্র, পানীয়, জল এবং আসন—এতৎ সমস্ত, দেবকে গায়ত্রী দ্বারাই নিবেদন করিবে। যে ব্যক্তি নিত্য পদ ইচ্ছা করে। সে এইরূপে বাসুদেবের অর্চ্চনা করিয়া তৎপরে পুরুষ-সূক্ত জপ করিবে এবং তদ্দ্বারা ঘৃতাহুতি প্রদান করিবে।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট ষষ্টিতম অধ্যায়।

রাত্রিকালে উদ্ধৃত জল দ্বারা দেব কার্য্য ও পিতৃ কার্য্য করিবে না। চন্দন, মৃগনাভি, অগুরু, দেবদারু, কর্পূর, কুঙ্কুম ও জাতী-ফল ব্যতীত অনুলেপন প্রদান করিবে না, নীলী রক্ত বস্ত্র প্রদান করিবে না। মণি সুবর্ণের প্রতিরূপ অলঙ্কার অর্থাৎ তৎ সদৃশ কৃত্রিম অলঙ্কার প্রদান করিবে না। উগ্র গন্ধ, গন্ধশূন্য ও কণ্টকশালীবৃক্ষ-সম্ভূত পুষ্প প্রদান করিবে না। কণ্টকশালীবৃক্ষ-সম্ভূত পুষ্পও যদি শুক্লবর্ণ এবং সুগন্ধি হয় তাহা দিবে। রক্তবর্ণ হইলেও কুঙ্কুম এবং পদ্ম দিতে পারিবে। দীপের জন্য প্রাণী অঙ্গ দিবে না। ঘৃত তৈল ব্যতীত অন্য কোন বস্তু অর্থাৎ বসা প্রভৃতি দীপের জন্য দিবে না। নৈবেদ্যে অভক্ষ্য দ্রব্য দিবে না। ভক্ষ্য হইলেও ছাগী দুগ্ধ বা মহিষী দুগ্ধ পঞ্চ নখ, মৎস্য এবং বরাহ-মাংস দিবে না। পঞ্চ নখের মধ্যে শশ মাংস দিতে পারে। সংযত, পবিত্র, একাগ্র-চেতা, প্রশান্তচিত্ত, এবং ত্বরা-ক্রোধ শূন্য হইয়া সকল বস্তুই নিবেদন করিবে।

ষট্ ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্ত ষষ্টিতম অধ্যায়।

অনন্তর (যথাক্রমে) অগ্নি পরিসমূহন, পর্য্যুক্ষণ, পরিস্তরণ ও পরিষেচন করিয়া সকল চরুর অগ্রভাগ লইয়া বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ, পুরুষ, সত্য, অচ্যুত ও বাসুদেবের— অনন্তর অগ্নি সোম, মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, ইন্দ্রাগ্নি, বিশ্বদেব, প্রজাপতি, অনুমতি, ধন্বন্তরি, বাস্তোস্পতি এবং "অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে" অর্থাৎ স্বিষ্টি কৃত অগ্নির হোম করিবে। অনন্তর অবশিষ্ট অন্ন, ওদনাদি-ভক্ষ্য ও শাকাদি উপভক্ষ্যদ্বারা অগ্নির পূর্ব্বোত্তর কোণে, অম্বানামাসি দুলানামাসি নিতত্নীনামাসি চুপুণিকানামাসি এই সমস্ত উচ্চারণপূর্ব্বক নামকরণ আবাহনাদি করিয়া এই সকলের উদ্দেশে বলি দিবে। অগ্নির দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া নন্দিনি! সুভগে! সুমঙ্গলে! ভদ্র কালি! এই সকল বলিয়া আহ্বানাদি পূর্ব্বক প্রদক্ষিণক্রমে সকলের উদ্দেশে বলি দিবে। গৃহধারক সকর্ণস্তম্ভে হিরণ্যকেশীশ্রী, বনস্পতিগণ ও ধর্ম্মাধর্ম্মের,—গৃহদ্বারে, মৃত্যুর— জলাধারে বরুণের; উলূখলে বিষ্ণুর; শিলাতে মরুদ্গণের; অট্টালিকার উপরে রাজা বৈশ্রবণ এবং ভূতগণের, অগ্নির পূর্ব্বভাগে ইন্দ্র ও ইন্দ্র-পুরুষদিগের; দক্ষিণভাগে যম ও যমপুরুষদিগের; পশ্চিমভাগে বরুণ ও বরুণ-পুরুষদিগের; উত্তরভাগে সোম ও সোম পুরুষদিগের; মধ্যে ব্রহ্মা ও ব্রহ্মপুরুষদিগের; ঊর্দ্ধে আকাশের; স্থণ্ডিলে দিবাচর ভূতগণের; রাত্রিকালে রাত্রিচর ভূতগণের উদ্দেশে বলি দিবে। অনন্তর দক্ষিণাগ্রকুশে পিতা পিতামহ প্রপিতামহমাতা পিতামহী প্রপিতামহী—ইহাদিগের স্ব স্ব নাম গোত্র উল্লেখ করিয়া পিণ্ডদান করিবে। পিণ্ড সকলের অনুলেপন, পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য প্রভৃতি দিবে। পূর্ণকুম্ভ স্থাপন করিয়া স্বস্তিবাচন করিবে। কুক্কুর, কাক এবং শ্বপচ (পতিতাদির) উদ্দেশে ভূমিতে বলি দিবে। ভিক্ষা দিবে। অতিথিসৎকারে পরম ফল আছে; বৈশ্বদেবের পরেও অতিথি আসিলে যত্নপূর্ব্বক তাহার অর্চ্চনা করিবে। অভুক্ত অতিথিকে গৃহে রাখিবে না। যেমন সকল বর্ণের প্রভু ব্রাহ্মণ; স্ত্রীলোকের প্রভু স্বামী; তেমনি গৃহস্থের প্রভু অতিথি। গৃহস্থ তাহার আর্থাৎ অতিথির পূজা করিলে স্বর্গলাভ করে। অতিথি যাহার গৃহ হইতে নিরাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, (অতিথি) তাহার ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া (তদ্বিনিময়ে) স্বীয় পাপ অর্পণ করে। একদিনমাত্র স্থায়ী ব্রাহ্মণ অতিথি বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। যেহেতু স্থিতি অর্থাৎ অবস্থান অনিত্য, সেইজন্যই তাহাকে অতিথি বলা যায়। এক গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ বা সাঙ্গতিক ব্রাহ্মণ— (বিচিত্র আলাপাদি দ্বারা মিলিয়া মিশিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে যে তাহাকে "সাঙ্গতিক" বলে) যেস্থলে স্ত্রী এবং আহিত অগ্নি আছে, সেস্থানে উপস্থিত হইলেও তাহাকে অতিথি বলিয়া জানিবে না। ক্ষত্রিয়ও যদি অতিথি ধর্ম্মানুসারে গৃহে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণভোজনের পর তাহাকেও ইচ্ছা

মত ভোজন করাইবে। যদি গৃহে বৈশ্য, শূদ্রও অতিথি-ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া আগত হয়, তাহা হইলে, দয়াপরবশ হইয়া ভৃত্যবর্গের সহিত তাহাদিগকেও ভোজন করাইবে। সখাপ্রভৃতি অপরাপর ব্যক্তিও প্রীতিপূর্ব্বক গৃহে উপস্থিত হইলে ভার্য্যার সহিত বর্ত্তমান হইয়া তাহাদিগকেও প্রস্তুত অন্ন ভোজন করাইবে। নব-বিবাহিতা কন্যা ও পুত্রবধূ, কুমারী, রোগী এবং গর্ভবতী—নিঃশঙ্কচিত্তে ইহাদিগকে অতিথির অগ্রেই ভোজন করাইবে। যে মূঢ় ব্যক্তি ইহাদিগকে অন্নদান না করিয়া পূর্ব্বেই ভোজন করে, সে কুক্কুর, গৃধ্রকর্ত্তৃক তাহার নিজদেহ ভক্ষণ, ভোজন করিবার সময় বুঝিতে পারে না। ব্রাহ্মণগণ, ভৃত্যবর্গ, আত্মীয়গণ ভোজন করিলে পর তৎপশ্চাৎ স্বামী স্ত্রীতে অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিবে। দেবগণ, পিতৃগণ, মনুষ্যগণ, ভৃত্যগণ ও গৃহস্থিত দেবতাগণের পূজা করিয়া তৎপশ্চাৎ গৃহস্থ অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিবে। যে ব্যক্তি কেবল আপনার জন্য পাক করিয়া ভোজন করে অর্থাৎ দেবতাদিকে দান করে না, সে কেবল পাপ ভোজন করে (অন্ন নহে)। যাহা পাক যজ্ঞের অবশিষ্ট অন্ন, তাহাই সাধুগণের ভক্ষণীয় বলিয়া বিহিত হইয়াছে। গৃহস্থ অতিথিসৎকার ফলে যেরূপ লোক সকল প্রাপ্ত হয়, স্বাধ্যায়, অগ্নিহোত্র, যজ্ঞ ও তপস্যা দ্বারা সেরূপ প্রাপ্ত হয় না। অতিথিকে দিবসে ও রাত্রিতে, সমাদরপূর্ব্বক যথাবিধি, যথাশক্তি, আসন, পাদ-প্রক্ষালন-জল এবং অন্ন প্রদান করিবে। প্রতিশ্রয়, শয্যা, পাদাভ্যঙ্গ, (অর্থাৎ চরণে তৈল প্রদান), এবং দীপ,—অতিথিকে ইহাদিগের এক একটী দান করিলে গো দানের তুল্য ফল হয়।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ কালে ভোজন করিবে না। চন্দ্র সূর্য্যের মুক্তি হইলে স্নান করিয়া ভোজন করিবে। মুক্তি না হইলে অস্ত গমন করিলে, তৎপর দিন মুক্তি দর্শনান্তে স্নান করিয়া ভোজন করিবে। গো, ব্রাহ্মণের বিপত্তিদিনে ও রাজ-বিপত্তিদিনে ভোজন করিবে না (অগ্নিহোত্র করিতে প্রতিনিধি দিয়া) প্রবাসি-অগ্নিহোত্রী অগ্নিহোত্র কার্য্য করা হইয়াছে বলিয়া যখন বুঝিবে, বৈশ্বদেবও করা হইয়াছে বলিয়া যখন বুঝিবে এবং পর্ব্বে যখন পর্ব্বকার্য্য করা হইয়াছে বলিয়া বুঝিবে, তখন ভোজন করিবে। অজীর্ণ হইলে ভোজন করিবে না। অর্দ্ধ রাত্রে (ঠিক) মধ্যাহ্নকালে উভয় সন্ধ্যাতে আর্দ্র-বস্ত্র, হইয়া, একবস্ত্র হইয়া, উলঙ্গ হইয়া, জলে থাকিয়া উর্দ্ধজানু হইয়া ভগ্ন বা ছিন্ন আসনে বসিয়া শয্যায় থাকিয়া ভগ্ন-পাত্র ক্রোড়ে রাখিয়া, ভূমিতে রাখিয়া, হস্তে করিয়া ভোজন করিবে না। যে দ্রব্যে (পরে) লবণ দিবে তাহাও ভোজন করিবে না। স্বীয় পংক্তিতে উপবিষ্ট বালকদিগকে ভর্ৎসনা করিবে না। একাকী মিষ্ট ভোজন করিবে না। উদ্ধৃত স্নেহভোজন করিবে না। দিবসে ভৃষ্ট যব ভোজন করিবে না। রাত্রিতে তিল যুক্ত দ্রব্য, দধি, সক্তু, কোবিদার, বট, পিপ্পল, শণ ও শাক ভোজন করিবে না। দান না করিয়া হোম না করিয়া আর্দ্র পাদ না হইয়া আর্দ্র কর ও আর্দ্র মুখ না হইয়া ভোজন করিবে না। উচ্ছিষ্ট হইয়া ঘৃত লইবে না। অর্থাৎ খাইতে আরম্ভ করিয়া ঘৃত লওয়া অনুচিত। উচ্ছিষ্ট হইয়া চন্দ্র, সূর্য্য এবং নক্ষত্র দর্শন করিবে না। উচ্ছিষ্ট হইয়া মস্তক স্পর্শ করিবে না। উচ্ছিষ্ট হইয়া বেদোচ্চারণও করিবে না। পূর্ব্বমুখ বা দক্ষিণ মুখ হইয়া ভোজন করিবে। অন্নের অভিনন্দন করিয়া এবং প্রশান্তচিত্ত, মাল্যধারী ও অনুলিপ্ত হইয়া ভোজন করিবে। দধি, মধু, ঘৃত, দুগ্ধ, সক্তু, মাংস ও মোদক ব্যতীত অন্য দ্রব্য নিঃশেষ করিয়া খাইবে না। ভার্য্যার সহিত ভোজন করিবে না। আকাশে অর্থাৎ মঞ্চাদির উপরে ভোজন করিবে না। উত্থিত অর্থাৎ দণ্ডায়মান হইয়া ভোজন করিবে না। অনেকলোক দেখিতে থাকিলে ভোজন করিবে না। এবং এক ব্যক্তি মাত্র দেখিতে থাকিলে বহুলোকে ভোজন করিবে না। শূন্য-গৃহ, অগ্নিগৃহ এবং দেবগৃহে কখন ভোজন করিবে

না। অঞ্জলি দ্বারা জলপান করিবে না। অতিশয় তৃপ্ত হইবে না। অর্থাৎ অধিক অন্ন ভোজনে বিশিষ্ট রূপ উদর পূর্ত্তি করিবে না। তৃতীয় বার ভোজন করিবে না। অপথ্য কখনই ভোজন করিবে না, অতিপ্রাতঃকালেও ভোজন করিবে না। অতি সায়ংকালেও ভোজন করিবে না। দিবসে অতিতৃপ্তব্যক্তি রাত্রিকালে ভোজন করিবে না। ভাবদুষ্ট অর্থাৎ বিষ্ঠাদির ন্যায় দৃশ্যমান বস্তু ভোজন করিবে না। ভাবদূষিত ভাণ্ডে ভোজন করিবে না। শয়ন করিয়া প্রৌঢ়পাদ হইয়া অর্থাৎ আসনে পদতল স্থাপন করিয়া—(উপু) হইয়া বা অবসক্থিকা করিয়া অর্থাৎ জঙ্ঘাদ্বয় ও কটিদেশ—বেষ্টনীরূপে বন্ধন করিয়া—(বেটম) বাধিয়া ভোজন করিবে না।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, আমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে স্ত্রী সম্ভোগ করিবে না। শ্রাদ্ধীয়ান্ন ভোজন করিয়া শ্রাদ্ধ করিয়া শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া কাম্যস্নান বা কাম্যহোম করিয়া ব্রতাবলম্বী হইয়া উপবাস করিয়া স্ত্রীসম্ভোগ করিবে না। ভোজন করিয়াই তৎক্ষণাৎ স্ত্রী-সম্ভোগ করিবে না। যজ্ঞদীক্ষিত হইয়া স্ত্রীসম্ভোগ করিবে না। দেবায়তন, শ্মশান এবং শূন্যগৃহে স্ত্রীসম্ভোগ করিবে না। বৃক্ষমূলে দিবসে উভয় সন্ধ্যাতে স্ত্রীসম্ভোগ করিবে না। মলযুক্তাকে বা স্বয়ং মলযুক্ত হইয়া গমন করিবে না। অভ্যক্তাকে বা স্বয়ং অভ্যক্ত হইয়া গমন করিবে না। রোগার্ত্তাকে বা স্বয়ং রোগার্ত্ত হইয়া উপগমন করিবে না। দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিলে, হীনাঙ্গী অধিকাঙ্গী বয়োজ্যেষ্ঠা বা গর্ভবতী নারীতে উপগত হইবে না।

একোনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্ততিতম অধ্যায়।

আর্দ্রপাদ হইয়া নিদ্রা যাইবে না। উত্তর শিরা পশ্চিম শিরা, অধঃশিরা উলঙ্গ হইয়া নিদ্রা যাইবে না। আর্দ্রবংশোপরি আকাশে অর্থাৎ স্বল্পাবলম্ব উচ্চস্থানে পলাশশয্যাতে পঞ্চকাষ্ঠ-নির্ম্মিত পর্য্যঙ্কে গজভগ্নবৃক্ষের কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত পর্য্যঙ্কে বিদ্যুদ্দগ্ধ বৃক্ষ-নির্ম্মিত পর্য্যঙ্কে, ভগ্ন ও ছিন্ন পর্য্যঙ্কে, অগ্নিদগ্ধ পর্য্যঙ্কে, গজযূথের মদজলসিক্ত বৃক্ষ সম্ভূত পর্য্যঙ্কে নিদ্রা যাইবে না। শ্মশান, শূন্যালয় ও দেবগৃহে নিদ্রা যাইবে না। চঞ্চললোকদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের মধ্যে ধান্য গাভী, গুরুজন, অগ্নি ও দেবমূর্ত্তির উর্দ্ধে নিদ্রা যাইবে না। উচ্ছিষ্ট হইয়া নিদ্রা যাইবে না। দিবসে উভয় সন্ধ্যাতে ভস্মের উপরে অপবিত্র স্থানে আর্দ্রস্থানে এবং পর্ব্বতশৃঙ্গে নিদ্রা যাইবে না।

সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

কাহারও অবমাননা করিবে না, হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ, মূর্খ বা ধনহীন ব্যক্তিদিগকে উপহাস করিবে না। হীনসেবা করিবে না। স্বাধ্যায়-বিরুদ্ধ কার্য্য করিবে না। বয়স, পড়াশুনা, বংশ, ধন এবং দেশের অনুরূপ বেষভূষা করিবে। উদ্ধত হইবে না। প্রতিদিন শাস্ত্রা-লোচনা করিবে। বিভব থাকিলে, জীর্ণ বা মলিন বস্ত্র পরিবে না। নাস্তি অর্থাৎ নাই একথা বলিবে না। গন্ধহীন, উগ্রগন্ধ, অথবা রক্তবর্ণ মাল্য ধারণ করিবে না। রক্তবর্ণ হইলেও পদ্ম ধারণ করিবে। বেণুদণ্ড, জলপূর্ণ কমণ্ডলু, কার্পাস, যজ্ঞসূত্র এবং স্বর্ণকুণ্ডল ধারণ করিবে। উদয়স্ত অস্তগামী বস্ত্রাবৃত আদর্শ মধ্যগত জলমধ্যগত আদিত্য দর্শন করিবে না। এবং মধ্যাহ্নকালে আদিত্য দর্শন করিবে না। ক্রুদ্ধ গুরুর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না। তৈল, জল কিংবা মলযুক্ত আদর্শেও নিজ-প্রতিবিম্ব দেখিবে না। ভোজনপরায়ণ পত্নীকে, নগ্ন স্ত্রীলোককে, যে প্রস্রাব করিতেছে, এমন কোন ব্যক্তিকেও আলানভ্রষ্ট হস্তীকে দেখিবে না। বিষম স্থানে থাকিয়া বৃষাদি যুদ্ধ দেখিবে না। উন্মত্ত বা মত্তকে দেখিবে না। অগ্নিতে অশুচি দ্রব্য রক্ত বিষ

নিক্ষেপ করিবে না; এবং জলেও ঐ সকল দ্রব্য নিক্ষেপ করিবে না। অগ্নি-লঙ্ঘন করিবে না। পাদদ্বয় প্রতপ্ত করিবে না। কুশদ্বারা বা কুশোপরি পাদমার্জ্জনা করিবে না। কাংস্যপাত্রে পা দিবে না। পাদদ্বারা পাদমার্জ্জনা করিবে না। পাদদ্বারা মাটীতে দাগ দিবে না। হস্ত দ্বারা লোষ্ট্র মর্দ্দন করিবে না। নখদ্বারা তৃণচ্ছেদন করিবে না। দন্ত দ্বারা নখ লোম ছেদন করিবে না। দ্যূতক্রীড়া পরিত্যাগ করিবে। নূতন রৌদ্র সেবনও পরিত্যাগ করিবে। অন্যপরিহিত-বস্ত্র, উপানহ (পাদুকা) মাল্য এবং যজ্ঞ-সূত্র ধারণ করিবে না। শূদ্রকে উপদেশ দিবে না। দাস ব্যতীত শূদ্রকে উচ্ছিষ্ট এবং যে কোন শূদ্রকে হবিঃ প্রদান করিবে না। শূদ্রকে ধর্ম্মোপদেশ ও ব্রত-উপদেশ করিবে না। মিলিত পাণিদ্বয় দ্বারা মস্তক বা জঠর কণ্ডূয়ন করিবে না। দধি বা পুষ্প প্রত্যাখান করিবে না। আপনার মাল্য আপনি অপনীত করিবে না। সুপ্তব্যক্তিকে জাগাইবে না। রজস্বলার সহিত কথা কহিবে না। ম্লেচ্ছ বা অন্ত্যজের সহিতও কথা কহিবে না। অগ্নি, দেবতা ও ব্রাহ্মণ সন্নিধানে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিবে। পরক্ষেত্রে গাভী চরিলে তাহা ক্ষেত্রস্বামীকে বলিয়া দিবে না। বৎস দুগ্ধ পান করিলে তাহাও বলিয়া দিবে না। উদ্ধত ব্যক্তিদিগকে আনন্দিত করিবে না। শূদ্ররাজ্যে বাস করিবে না। অধার্ম্মিক জনাকীর্ণ স্থানে, বৈদ্যহীন স্থানে ও উপসর্গগ্রস্ত স্থানে বাস করিবে না। পর্ব্বতেও বহুকাল থাকিবে না। বৃথা চেষ্টা করিবে না। নৃত্যগীত করিবে না। আস্ফোটন (হস্তদ্বারা বাহুতে শব্দ করার নাম আস্ফোটন) করিবে না। অশ্লীল বাক্য, অনৃত বাক্য ও অপ্রিয় বাক্য কীর্ত্তন করিবে না। কাহারও মর্ম্মে হাত দিবে না। দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিলে নিজের প্রতি অবজ্ঞা করিবে না। দীর্ঘায়ুঃ ইচ্ছুক বহুক্ষণ সন্ধ্যোপাসনা করিবে। অকারণ সর্প বা শস্ত্র দ্বারা ক্রীড়া করিবে না। অকারণ ইন্দ্রিয় ছিদ্র স্পর্শ করিবে না। অপরের প্রতি দণ্ডোদ্যম করিবে না। তবে শাসনার্হ ব্যক্তিকে শাসনার্থ তাড়না করিতে পারিবে বটে কিন্তু তাহাকেও বংশখণ্ড বা রজ্জু দ্বারা পৃষ্ঠে তাড়না করিতে হইবে। দেবতা, ব্রাহ্মণ, শাস্ত্র এবং মহাত্মগণের নিন্দাবাদ করিবে না। ধর্ম্মবিরুদ্ধ অর্থকাম পরিত্যাগ করিবে। লোক বিদ্বিষ্ট ধর্ম্মও পরিত্যাজ্য। পর্ব্বে শান্তি হোম করিবে এবং পর্ব্বে তৃণ পর্য্যন্ত ছেদন করিবে না। অলঙ্কৃত হইয়া থাকিবে। এইরূপ আচার পালন করিবে। ধর্ম্মাভিলাষী ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া শ্রুতি স্মৃতি উপদিষ্ট, সাধু-গণের উত্তমরূপে সেবিত যে আচার তাহাই পালন করিবে। আচার হইতে দীর্ঘায়ুঃ লাভ হয়, আচার হইতে অভীষ্টগতি প্রাপ্তি হয়, আচার হইতে অক্ষয় ধন পাওয়া যায়, আচার হইতে দুর্লক্ষণ নষ্ট হয়, সর্ব্ব লক্ষণ বর্জ্জিত হইলেও যে মনুষ্য সদাচার-সম্পন্ন, শ্রদ্ধালু এবং অসূয়াশূন্য, সে শতবর্ষ জীবিত থাকে।

একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

দম যম অবলম্বন করিয়া থাকিবে। ইন্দ্রিয় দমনই দম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। অন্তঃকরণ (দমনের নাম দম, বাহ্যেন্দ্রিয় দমনের নাম যম, অন্তঃকরণ দমন হইলে, বাহ্যেন্দ্রিয় দমন স্বতঃ-সিদ্ধ অতএব এক দম শব্দদ্বারা উভয়ের সংগ্রহ হইতেছে। দমযুক্ত ব্যক্তির ইহলোক ও পরলোক আয়ত্ত। দমরহিত ব্যক্তির ঐহিক বা পারত্রিক, কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। দম পরম পবিত্র, দম পরম মাঙ্গল্য, যে কিছু মনে ইচ্ছা করা যায়, এক দম প্রভাবে সমস্ত লাভ হয়, চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ এবং জিহ্বা, এই পঞ্চেন্দ্রিয়যুক্ত, চিত্ত সারথির বশবর্ত্তী সৎপথানুযায়ী জ্ঞানরথে যিনি গমন করেন, তাঁহাকে কাম ক্রোধাদি শত্রুগণ পরাজয় করিতে পারে না, যদি পঞ্চেন্দ্রিয় অশ্বগণ, সেই রথকে অসৎপথে লইয়া না যায়। যেমন আপূর্য্যমান নিত্য-প্রতিষ্ঠ সমুদ্রে জলরাশি প্রবিষ্ট হয়; সেই রূপ

সকল কামনারাশি যাহাতে প্রবেশ করে, অর্থাৎ যাহার অন্তরেই লীন হয়, তিনিই শান্তি লাভ করেন, বিষয়াভিলাষী ব্যক্তি শান্তি লাভ করে না।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

শ্রাদ্ধ করিতে অভিলাষী ব্যক্তি, শ্রাদ্ধ পূর্ব্বদিনে, ব্রাহ্মণ সকলের নিমন্ত্রণ করিবে। দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ শ্রাদ্ধদিনে শুক্লপক্ষের পূর্ব্বাহ্নে এবং কৃষ্ণপক্ষের অপরাহ্নে অর্থাৎ শুক্লপক্ষ-কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ হইলে পূর্ব্বাহ্নে; কৃষ্ণপক্ষ-কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ হইলে অপরাহ্নে; উত্তমরূপে স্নাত, উত্তমরূপে কৃতাচমন ব্রাহ্মণদিগকে বয়োবাহুল্য ও বিদ্যাক্রমানুসারে কুশাস্তৃত আসনে উপবেশন করাইবে। দৈবপক্ষে পূর্ব্বমুখ করিয়া দুইজনকে ও পিতৃ পক্ষে উত্তর মুখ করিয়া তিন জনকে অথবা উভয় পক্ষেই এক এক জনকে উপবেশন করাইবে। আমশ্রাদ্ধ ও কাম্যশ্রাদ্ধে কঠশাখোক্ত পঞ্চদশ রক্ষোঘ্ন মন্ত্রের প্রথম পাচটী মন্ত্র দ্বারা; পশুশ্রাদ্ধে মধ্যম পঞ্চ মন্ত্র দ্বারা, অমাবস্যা শ্রাদ্ধে শেষ পঞ্চমন্ত্র দ্বারা, আগ্রহায়ণী পূর্ণিমার পরপবর্ত্তী কৃষ্ণপক্ষীয় তিন অষ্টমীতে কর্ত্তব্য অষ্টকা শ্রাদ্ধে ও অন্বষ্টকা শ্রাদ্ধে যথাক্রমে প্রথম পঞ্চ মধ্যম পঞ্চ ও শেষ পঞ্চমন্ত্রদ্বারা অর্থাৎ আগ্রহায়ণী পূর্ণিমার পরবর্ত্তী অষ্টমীকর্ত্তব্য অষ্টকা শ্রাদ্ধে প্রথম পঞ্চ, পৌষী পূর্ণিমার পরবর্ত্তী অষ্টমী কর্ত্তব্য অষ্টকা শ্রাদ্ধে মধ্যম পঞ্চ, মাঘী পূর্ণিমার পরবর্ত্তী কর্ত্তব্য অষ্টকা শ্রাদ্ধে শেষ পঞ্চ মন্ত্র দ্বারা; অন্বষ্টকা ত্রয়ের পক্ষেও ঐ রীতি অনুসারে অগ্নিতে আহুতি দিয়া তদনন্তর ঐ সকল ব্রাহ্মণানুজ্ঞাত হইয়া পিতৃগণের আবাহন করিবে। "অপবান্তসুরা" ইত্যাদি দুইমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক তিল দ্বারা রাক্ষসদিগকে দূর করিয়া দিয়া "এত পিতরঃ সর্ব্বাংস্তানগ্ন আ মে যন্ত্বেতদ্বঃ পিতরঃ" এই মন্ত্র দ্বারা আবাহন করিবে। তৎপরে কুশতিল মিশ্রিত গন্ধ জলদ্বারা "যান্তিষ্ঠন্ত্যমৃতাবাক্" ইত্যাদি মন্ত্র এবং "জন্মে মাতা" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক পাদ্যসম্পাদন নিবেদন অর্ঘ্য সম্পাদন নিবেদন এবং অনুলেপন সম্পাদনও নিবেদন করিয়া কুশ তিল বস্ত্র পুষ্প অলঙ্কার ধূপ দীপ দ্বারা যথাশক্তি ব্রাহ্মণগণের পূজা করিবে। অনন্তর ঘৃতসিক্ত অন্ন গ্রহণ করিয়া আদিত্যগণ, রুদ্রগণ এবং বসুগণের চিন্তা করত অন্নের প্রতি অবলোকন পূর্ব্বক "অগ্নৌকরবাণি" অর্থাৎ অগ্নিকার্য্য করি, এই কথা বলিবে। অনন্তর বিপ্রগণ "কুরু" অর্থাৎ কর সেই অগ্নিকার্য্য বিষয়ে এই উত্তর দিলে তিনবার আহুতি দিবে। "যে মামকাঃ পিতরএতদ্বঃ পিতরোঽয়ং যজ্ঞে" এই মন্ত্র উচ্চারণ করত হবিঃ মন্ত্রপূত করিয়া যথাপ্রাপ্ত পাত্রে বিশেষতঃ রজতময় পাত্রে "অন্নং নমোবিশ্বেভ্যোঃ দেবেভ্যঃ" এই বলিয়া পূর্ব্ব মুখ হইয়া আসীন ব্রাহ্মণদ্বয়কে প্রথমে,—নাম গোত্র উল্লেখ পূর্ব্বক পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ উদ্দেশে উত্তর মুখ হইয়া উপবিষ্ট ব্রাহ্মণত্রয়কে পরে নিবেদন করিবে। ব্রাহ্মণগণ তাহা ভোজন করিতে থাকিলে, "যন্মে প্রকামা অহোরাত্রৈর্য্যঃ ক্রব্যাৎ" এই মন্ত্র জপ করিবে; এবং ইতিহাস পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিবে। ব্রাহ্মণদিগের উচ্ছিষ্ট সমীপে দক্ষিণাগ্র কুশোপরি "পৃথিবী দর্ব্বি" ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক, পিতৃ উদ্দেশে একটী "অন্তরীক্ষং দর্ব্বি" ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক পিতামহ উদ্দেশে দ্বিতীয়, দ্বৌদ্য "দ্যৌ দর্ব্বি" ইত্যাদিমন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক প্রপিতামহ উদ্দেশে তৃতীয় পিণ্ডস্থাপন করিবে, "যে হত্র পিতরঃ" ইত্যাদি বলিয়া বস্ত্রদান করিবে "বিরায়ঃ পিতরঃ" ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া অন্নদান করিবে, "অত্র পতরো মাদয়ধ্বং" ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণ করত কুশমূলে কর ঘর্ষণ করিবে। "ঊর্জ্জং বহন্তীঃ," ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত জলদ্বারা পিণ্ড প্রদক্ষিণ, পিণ্ড বিকিরণ ও পিণ্ডাগ্র ভূমি সেচন করিয়া অর্ঘ্য পুষ্প, ধূপ অনুলেপন এবং অন্নাদি ভক্ষ্যভোজ্য আর মধু ঘৃত তিলযুক্ত উদকপাত্র নিবেদন করিবে। ব্রাহ্মণ, ভোজন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলে, "মামেক্ষেষ্ট" এই মন্ত্র পাঠ পুরঃসর কুশযুক্ত শ্রাদ্ধাবশিষ্ট অন্ন, ব্রাহ্মণদিগের উচ্ছিষ্টাগ্রভাগে বিকীর্ণ করিয়া "তৃপ্তা ভবন্তঃ সম্পন্নং" অর্থাৎ আপনারা তৃপ্ত হইয়াছেন ত? কার্য্য সম্পন্ন

হইয়াছে ত? জিজ্ঞাসা করিবে। অনন্তর তাহার উত্তর পাইয়া উত্তর মুখ তিন ব্রাহ্মণকে প্রথমে আচমন জল দিবে, পরে পূর্ব্বমুখ দুই ব্রাহ্মণকে আচমন জল দিবে। অনন্তর "সুপ্রোক্ষিতং' এই বলিয়া শ্রাদ্ধদেশ প্রোক্ষণ করিবে। কুশ-হস্ত হইয়া সকল কার্য্য করিতে হইবে। অনন্তর পূর্ব্বমুখ ব্রাহ্মণদিগের অগ্রে 'স্বস্মেরামঃ' এই মন্ত্র পাঠ করত প্রদক্ষিণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইবার পর যথাশক্তি দক্ষিণা দান দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর "অভিরমন্ত ভবন্ত" অর্থাৎ আপনারা অভিরত হউন এই কথা ব্রাহ্মণদিগকে বলিলে ব্রাহ্মণেরাও "অভিরতাঃ স্মঃ" অর্থাৎ অভিরত হইলাম, ইহা তাহাকে বলিবে। তখন শ্রাদ্ধকর্ত্তা "দেবাশ্চ পিতরশ্চ" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে। নামগোত্র উল্লেখ পূর্ব্বক, অক্ষয্যোদক দান করিয়া "বিশ্বেঃ দেবাঃ প্রীয়ন্তাম্" পূর্ব্বমুখ ব্রাহ্মণদিগকে এই কথা বলিবে, তৎপরে কৃতাঞ্জলিপুট, তদ্গত চিত্ত ও প্রশান্তচিত্ত হইয়া প্রার্থনা করিবে। আমাদিগের বংশে দাতা অধিক হউক, বেদ-জ্ঞান ও বংশ বিস্তার অধিক হউক, আমাদিগের বংশে সৎকার্য্য শ্রদ্ধা যেন বিগত না হয় এবং আমাদিগের বহু দেয় " হউক " ব্রাহ্মণেরা তথাস্ত এই কথা বলিবে। আমাদিগের বহু অন্ন হউক, আমরা যেন বহু অতিথি লাভ করি, আমাদিগের নিকট অনেকে প্রার্থনা করুক, আমরা যেন কাহারও নিকট যাচ্ঞা না করি, এই মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া আশীর্ব্বাদ লইবে। অনন্তর যথোচিত পূজা, অনুগমন ও অভি-বাদন পূর্ব্বক "বাজে বাজে" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ব্রাহ্মণ বিদায় করিবে।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

অষ্টকাত্রয়ে, যথাক্রমে শাক, মাংস ও পিষ্টক দ্বারা শ্রাদ্ধ করিয়া অন্বষ্টকাতেও দৈব-পূর্ব্ব উক্তরূপে অর্থাৎ প্রথম পাঁচ মন্ত্র ইত্যা-দিরূপে হোম করিয়া মাতা, পিতামহী, প্র-পিতামহী উদ্দেশে পূর্ব্ববৎ ব্রাহ্মণ ভোজনের পর দক্ষিণা দ্বারা তাঁহাদিগের পূজা ও অনুগমন করিয়া বিদায় দিবে। তাহাতে অর্থাৎ শ্রাদ্ধে কর্ষূত্রয় করিবে কর্ষূমূলে পূর্ব্ব উত্তরভাগে অগ্ন্যা-ধান করিয়া পিণ্ডদান—পুরুষদিগেরও কর্ষূত্রয় মূলে, স্ত্রীলোকদিগেরও কর্ষূত্রয় মূলে হইবে। পুরুষ-কর্ষূত্রয় অন্নসমেত জলদ্বারা স্ত্রীলোকদি-গের কর্ষূত্রয় অন্নসমেত দুগ্ধ দ্বারা পূর্ণ করিবে। তিনটী কর্ষূর প্রত্যেকটীই দধি, মাংস ও দুগ্ধ দ্বারা পূর্ণ করিয়াই যথা সম্ভব "ভবদ্ভ্যো, ভবতীভ্যোঽক্ষয়মস্ত" অর্থাৎ পিতা প্রভৃতি আপনাদিগের এবং মাতা প্রভৃতি আপনা-দিগের অক্ষয় হউক, ইহা পাঠ করিবে।

ইতি চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

যে ব্যক্তি, পিতা জীবিত থাকিতে শ্রাদ্ধ করিবে, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে তাহার অঙ্গ পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ ইত্যাদি, শ্রাদ্ধ পিতা জীবিত থাকি তেও করিতে পারে। সে, পিতা যাহাদিগের শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন, তাহাদিগের করিবে। পিতা ও পিতামহ জীবিত থাকিতে (ঐরূপ করিতে হইলে) পিতামহ যাহাদিগের করিয়া থাকেন; পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ জীবিত থাকিলে শ্রাদ্ধ করিবেই না। যাহার পিতা পিতামহ প্রপিতামহ এই তিন জনের মধ্যে পিতা মৃত, সে পিতাকে পিণ্ডদান করিয়া প্রপিতামহের উর্দ্ধতন দুই পুরুষকে পিণ্ড দিবে। যাহার পিতা এবং পিতামহ মৃত সে, ঐ দুই জনকে পিণ্ড দিয়া পিতামহের পিতামহকে পিণ্ড দিবে। যাহার পিতামহ মৃত, সে পিতা, মহকে পিণ্ড দিয়া প্রপিতামহের উর্দ্ধতন দুই জনকে পিণ্ড দিবে। যাহার পিতা এবং প্রপিতামহ মৃত সে পিতাকে পিণ্ড দিয়া পিতামহের উর্দ্ধ-তন দুইজনকে পিণ্ড দিবে; বিচক্ষণ ব্যক্তি যথা শাস্ত্র মন্ত্রের উহ করিয়া মাতামহ প্রভৃতিরও এইরূপ শ্রাদ্ধ করিবে। এতদ্ভিন্ন ভ্রাতা প্রভৃতির শ্রাদ্ধ মন্ত্র বর্দ্ধিত অর্থাৎ প্রকৃত্যাহ যোগ্য মন্ত্র বর্জ্জিত করিয়া করিবে।*

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

*অমুকার্য্যের ন্যায় অমুক কার্য্য হইবে, এইরূপ বিধি থাকিলে প্রথমোক্ত কার্য্যের কোন কোন লিঙ্গ বিভক্ত পদ বা মন্ত্র যদি শেষোক্ত কার্য্যের সহিত না মিলে, তবে সেই স্থলে পরিবর্ত্তন করিয়া যাহাতে মিলে, তাহা

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

অমাবস্যা সকল, তিন অষ্টকা, তিন অন্বষ্টকা, মাঘীপূর্ণিমা, ভাদ্রীপূর্ণিমার পরবর্ত্তী মঘাযুক্ত কৃষ্ণ ত্রয়োদশী, ব্রীহিপাককাল ও যবপাক কাল—শ্রাদ্ধের এই সকল কাল নিত্য, ইহা প্রজাপতি বলেন, এই সকল কালে শ্রাদ্ধ না করিলে নরকগামী হয়।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

সূর্য্য সংক্রমণ, বিষুবদ্বয়, বিশেষতঃ অয়নদ্বয় অর্থাৎ সংক্রান্তি, তাহার মধ্যে বৈশাখ মাসের ও কার্ত্তিক মাসের বিষুব সংক্রান্তি, আর শ্রাবণ ও মাঘ মাসের অয়নসংক্রান্তি ব্যতীপাত জন্ম নক্ষত্র এবং গর্ভাধান প্রভৃতি বৃদ্ধিকার্য্য, শ্রাদ্ধের এই সকল কাল কাম্য, প্রজাপতি এই কথা বলিয়াছেন। এইসকল কালে যে শ্রাদ্ধ কৃত হয়, তাহা অনন্ত ফলজনক হইয়া থাকে, বিচক্ষণ গণ সন্ধ্যা ও রাত্রি কালে শ্রাদ্ধ করিবে না। কিন্তু যদি গ্রহণ হয়, তাহা হইলে তৎকালেও করিতে পারিবে, গ্রহণ সময়ে কৃত শ্রাদ্ধ, বিশেষ ফলজনক; সর্ব্বকামপ্রদ হইয়া চন্দ্রতারকাস্থিতিকাল পর্য্যন্ত পিতৃগণের তৃপ্তি সাধন করে।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

রবিবারে শ্রাদ্ধ করিলে সর্ব্বদা আরোগ্যলাভ করে; সোমবারে সৌভাগ্য, মঙ্গলবারে যুদ্ধজয়; বুধবারে সর্ব্বকাম, বৃহস্পতিবারে অভীষ্টবিদ্যা; শুক্রবারে ধন ও শনিবারে আয়ুঃ লাভ করে। কৃত্তিকা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। রোহিণীতে অপত্য; সৌম্যে অর্থাৎ মৃগরাশিতে ব্রহ্মতেজ; রৌদ্রে অর্থাৎ আর্দ্রাতে কর্ম্মসিদ্ধি; পুনর্ব্বসুতে ভূমি; পুষ্যে পুষ্টি; সর্পে অর্থাৎ অশ্লেষাতে সম্পত্তি; পৈত্র্যে অর্থাৎ মঘাতে সর্ব্বকাম; ভগে অর্থাৎ পূর্ব্বফাল্গুনীতে সৌভাগ্য; আর্য্যমনে অর্থাৎ উত্তর ফল্গুনীতে ধন; হস্তানক্ষত্রে জ্ঞাতিশ্রেষ্ঠতা; ত্বাষ্টে অর্থাৎ চিত্রাতে রূপবান্ পুত্রগণ; স্বাতিতে বাণিজ্য সিদ্ধি; বিশাখাতে সুবর্ণ; মৈত্রে অর্থাৎ অনুরাধাতে বন্ধুগণ; শাক্রে অর্থাৎ জ্যেষ্ঠাতে রাজ্য; মূলানক্ষত্রে কৃষিফল; আপ্যে অর্থাৎ পূর্ব্বাষাঢ়াতে সমুদ্রযানজনিত ধনাগম; বৈশ্বদেবে অর্থাৎ উত্তরাষাঢ়াতে সর্ব্বকাম; অভিজিৎভাগে শ্রেষ্ঠতা; শ্রবণানক্ষত্রে সর্ব্বকাম; বাসবে অর্থাৎ ধনিষ্ঠাতে সর্ব্বকাম; বারুণ অর্থাৎ শতভিষাতে আরোগ্য; আজে অর্থাৎ পূর্ব্বভাদ্রপদে কুপ্য দ্রব্য; আহিব্রধ্নে অর্থাৎ উত্তরভাদ্রপদে গৃহ; পৌষ্ণে অর্থাৎ রেবতীতে গাভী; অশ্বিনীতে অশ্ব এবং যাম্যে অর্থাৎ ভরণীতে শ্রাদ্ধ করিলে আয়ুঃ লাভ হয়। প্রতিপদে শ্রাদ্ধ করিলে গৃহ; এবং সুরূপ ভার্য্যা, দ্বিতীয়াতে ইষ্টপ্রদ কন্যা; তৃতীয়াতে সর্ব্বকাম; চতুর্থীতে পশুগণ; পঞ্চমীতে সম্পত্তি; এবং সুরূপ পুত্রগণ; ষষ্ঠীতে দ্যূত জয়; সপ্তমীতে কৃষিফল; অষ্টমীতে বাণিজ্য লাভ; নবমীতে পশুগণ; দশমীতে অশ্বগণ; একাদশীতে ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন পুত্রগণ; দ্বাদশীতে আয়ুঃ, ধন, রাজ্যজয়, ও সুবর্ণ রৌপ্য। ত্রয়োদশীতে সৌভাগ্য; আর পঞ্চদশীতে অর্থাৎ পূর্ণিমা বা আমাবস্যাতে সর্ব্বকাম লাভ হয়; শস্ত্রহতদিগের শ্রাদ্ধকার্য্যে চতুর্দ্দশী—প্রশস্ত অর্থাৎ চতুর্দ্দশীতে অন্যের শ্রাদ্ধ করা নিষেধ; শস্ত্রহতদিগের শ্রাদ্ধ চতুর্দ্দশীতে কর্ত্তব্য। দুইটী পিতৃগীতাগাথাও আছে। বর্ষাকালে কৃষ্ণপক্ষীয় ত্রয়োদশীতে কুঞ্জর ছায়াযোগে * এবং সমস্ত

করিবে। এই পরিবর্ত্তনের নাম উহ, পদ বা মন্ত্রের উহকে প্রকৃত্যূহ বলে। মাতামহাদি শ্রাদ্ধে প্রকৃত্যূহ করিতে পারিবে। যথা পিতৃ প্রভৃতির শ্রাদ্ধে শুন্ধন্তাং পিতরঃ ইত্যাদি মন্ত্র আছে মাতামহাদি শ্রাদ্ধে শুন্ধন্তাং মাতামহাঃ ইত্যাদি রূপে পদ পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে কিন্তু ভ্রাতা প্রভৃতির শ্রাদ্ধে এ সকল প্রকৃত্যূহ যোগ্য মন্ত্র ত্যাগ করিবে; লিঙ্গাদির উহ যোগ্য মন্ত্র ত্যাগ করিবে না।

* মঘা ত্রয়োদশী দিনে হস্তা নক্ষত্রে সূর্য্য থাকিলে কুঞ্জর ছায়াযোগ হয়।

কার্ত্তিক মাস, যে ব্যক্তি অপরাহ্নে শ্রাদ্ধ করে তাদৃশ নরোত্তম যেন আমাদিগের কুলে উৎপন্ন হয়।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনাশীতিতম অধ্যায়।

রাত্রিকালে—আহৃত জল দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবে না। কুশাভাব হইলে কুশস্থানে কাশ বা দূর্ব্বা প্রদান করিবে। বস্ত্রাভাবে বস্ত্রের জন্য কার্পাস সূত্র দিবে। যদ্যপি দশা আহত বস্ত্রসম্ভূত হয়, তথাপি তাহা প্রদান করিবে না। উগ্রগন্ধ গন্ধহীন কণ্টকযুক্ত বৃক্ষসম্ভূত এবং রক্তবর্ণ এই সকল পুষ্প পরিত্যাজ্য। শুক্লবর্ণ এবং সুগন্ধি পুষ্প কণ্টকসম্পন্ন বৃক্ষসম্ভূত হইলেও এবং পদ্ম রক্তবর্ণ হইলেও তাহা দিবে, বসা এবং মেদ দীপার্থে দিবে না, ঘৃত বা তৈল দিবে, জীবজাত অর্থাৎ নখশৃঙ্গাদি ধূপার্থে—দিবে না, মধু ঘৃতাক্ত গুগ্‌গুলু দিবে, চন্দন 'কুঙ্কুম, কর্পূর, অগুরু এবং পদ্মকাষ্ঠ অনুলেপনার্থে দিবে। প্রত্যক্ষ লবণ (কৃত্রিম লবণ) দিবে না, হস্তে করিয়া ঘৃতব্যঞ্জনাদি দিবে না। তৈজস পাত্র, বিশেষতঃ রজঃ তম পাত্র দিবে, খড়্গ অর্থাৎ গণ্ডারশৃঙ্গপাত্র, কুতপ, কৃষ্ণাজিন, তিন গৌর সর্ষপ, আতপতণ্ডুল রাজতপাত্রাদি পবিত্র এবং রক্ষোঘ্ন বক্ষ্যমাণ বস্তু সকল স্থাপন করিবে—পিপ্পলী, মুচুন্দক, ভূস্তৃণ, শিগ্রু, সর্ষপ, সুরসা, সর্জ্জক, সুবর্চ্চল, কুষ্মাণ্ড, অলাবু; বার্ত্তাকু, পালক্য, উপোদকী, তণ্ডুলীয়ক, কুসুম্ভ, পিণ্ডালুক, মহিষীদুগ্ধ, রাজমাস, মসূর, পর্য্যুষিতভক্ষ্য এবং কৃত্রিম লবণ দিবে না, শ্রাদ্ধকালে ক্রোধ করিবে না, অশ্রুপাত করিবে না। ত্বরা করিবে না, ঘৃতাদিদানে তৈজসপাত্র, খড়্গপাত্র এবং ফল্গুপাত্র প্রশস্ত, এ বিষয়ে শ্লোক আছে।

সুবর্ণপাত্র, রজতপাত্র, খড়্গপাত্র, তাম্রপাত্র অথবা ফল্গুপাত্রে প্রদত্ত দ্রব্য অক্ষয়ত্বপ্রাপ্ত হয়।

একোনাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অশীতিতম অধ্যায়।

একবার দত্ত তিল, ব্রীহি, যব, মাষ ফল, শ্যামাক, প্রিয়ঙ্গু, নীবার, দুগ্ধ, জল, মূল এবং গোধূম দ্বারা পিতৃগণ একমাসকাল প্রীতিলাভ করেন, মৎস্যমাংস দ্বারা দুই মাস, হরিণমাংস দ্বারা তিন মাস, মেষমাংস দ্বারা চার মাস, পক্ষীমাংস দ্বারা ছয় মাস, রুরুমাংস দ্বারা সাত মাস, পৃষৎ মাংস দ্বারা আট মাস, গবয় মাংস দ্বারা নয় মাস, মহিষ মাংস দ্বারা, কূর্ম্মমাংস দ্বারা একাদশ মাস, গব্যদুগ্ধ বা তদ্বিকার অর্থাৎ দধি প্রভৃতি দ্বারা এক বৎসর প্রীতি ভোগ করেন। এ বিষয় পিতৃগীত গাথা আছে—কালসাক, মহাসল্ক, মৎস্য, বাধ্রীণস ছাগের মাংস এবং শৃঙ্গহীন গণ্ডার ইহাদিগকে নিত্য ভোজন করিয়া থাকি।

অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাশীতিতম অধ্যায়।

অন্ন আসনে রাখিবে না, পদ দ্বারা স্পর্শ করিবে না; অবক্ষুত করিবে না,—তিল অথবা সর্ষপদ্বারা রাক্ষসদিগকে দূর করিবে, সংবৃত স্থানে শ্রাদ্ধ করিবে না, শ্রাদ্ধকালে রজস্বলাকে দর্শন করিবে না, কুক্কুর বিড়্‌বরাহ ও গ্রাম্য কুক্কুটকে দর্শন করিবে না, যত্নপূর্ব্বক ছাগলকে শ্রাদ্ধ দেখাইবে, ব্রাহ্মণগণ মৌনাবলম্বী হইয়া আহার করিবে, বেষ্টিত মস্তক হইয়া, পাদুকা পরিয়া ও পীঠোপরি পাদতল রাখিয়া আহার করিবে না। হীনাঙ্গ এবং অধিকাঙ্গ ব্যক্তিগণ শূদ্র এবং পতিতেরাও শ্রাদ্ধ দর্শন করিবে না। তৎকালে ব্রাহ্মণ ভিক্ষুক বা পাত্রীয় ব্রাহ্মণগণের অনুমতিক্রমে অন্ন ভিক্ষুককে ভোজন করাইতে পারিবে। ভোক্তা ব্রাহ্মণগণ দাতা

---

† ঈষদ্ধৌত, নূতন, শুক্লবর্ণ দশাযুক্ত এবং অপরিহিত পূর্ব্ব বস্ত্রের নাম আহত বস্ত্র।

কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়াও ভোজ্যদ্রব্যের গুণ কীর্ত্তন করিবে না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্ন উষ্ণ থাকে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত মৌনাবলম্বী হইয়া ব্রাহ্মণগণ ভোজন করেন এবং যতক্ষণ ভোজ্য দ্রব্যের গুণকীর্ত্তিত না হয়, পিতৃগণ ততক্ষণ ভোজন করিতে থাকেন। সর্ব্বপ্রকার অন্নাদি মিলিত করিয়া এবং জলসিক্ত করিয়া কৃতাহার ব্রাহ্মণদিগের সম্মুখ-ভূমিস্থিত কুশোপরি নিক্ষেপ করত ত্যাগ করিবে। সংস্কারানর্হ অর্থাৎ উনদ্বিবার্ষিকাদি মৃত বালকদিগের এবং দোষ দর্শন না করিয়া যাহারা কুলস্ত্রী পরিত্যাগ করে তাহাদিগের প্রাপ্য ভাগ পাত্রস্থ উচ্ছিষ্ট ও কুশোপরি যাহা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে; তাহা। আর শ্রাদ্ধকার্য্যে যাহা ভূমিগত উচ্ছিষ্ট, তাহা অনলস এবং অকুটিল দাস বর্গের প্রাপ্য ভাগ—ইহা ঋষিগণ বলিয়া থাকেন

একাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

দৈবকার্য্যে ব্রাহ্মণ পরীক্ষা করিবে না, কিন্তু পিত্র্যকার্য্যে যত্নপূর্ব্বক পরীক্ষা করিবে। হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ, অনুচিত কর্ম্মকারী, বৈড়ালব্রতী বৃথা চিহ্নধারী অর্থাৎ যে ভণ্ডব্রহ্মচারী ইত্যাদি, নক্ষত্রজীবী দেবল চিকিৎসক, অপরিণীতা-পুত্র, তৎপুত্র, বহুযাজী, গ্রামযাজী শূদ্রযাজী, অযাজ্যযাজী. ব্রাত্য, ব্রাত্যযাজী পর্ব্বকার, সূচক, ভৃতকাধ্যাপক, ভৃতকাধ্যাপিত নিরক্ষর শূদ্রান্ন পুষ্ট, পতিত সংসর্গী, অনধীয়ান্ (অর্থাৎ বেদানধ্যায়ী) সন্ধ্যোপাসন ভ্রষ্ট, রাজ সেবক, দিগম্বর পিতার সহিত বিবাদমান পিতৃত্যাগী মাতৃত্যাগী, গুরুত্যাগী অগ্নিত্যাগী এবং স্বাধ্যায়ত্যাগী ইহাদিগকে ত্যাগ করিবে। ইহারা ব্রাহ্মণাধম এবং পঙক্তি দূষক বলিয়া কথিত হইয়াছে। সুতরাং বিচক্ষণ ব্যক্তি শ্রাদ্ধ কার্য্যে যত্নপূর্ব্বক ইহাদিগকে ত্যাগ করিবে।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

অথ পঙ্‌ক্তিপাবন। ত্রিকণাচিকেত, পঞ্চাগ্নি জ্যেষ্ঠসামগ, বেদপারগ, একবেদেরও পারগামী. পুরাণ-ইতিহাস-ব্যাকরণ-পারগ এবং ধর্ম্ম শাস্ত্রেরও পারগ তীর্থপূত যজ্ঞপূত তপঃপূত, সত্যপূত, মন্ত্রপূত, গায়ত্রীজপনিরত ব্রাহ্মদেয়ানুসন্তান অর্থাৎ ব্রাহ্ম বিবাহে বিবাহিতার সন্তান ত্রিসুপর্ণ জামাতা এবং দৌহিত্র ইহারা পাত্র, বিশেষতঃ যোগিগণ এ বিষয়ে পিতৃগীত একটী গাথা আছে। যদ্দ্বারা আমরা তৃপ্ত, হই, এইরূপ যোগী ব্রাহ্মণকে যে যত্নপূর্ব্বক শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে যেন সেই ব্যক্তি আমাদিগের বংশে উৎপন্ন হয়।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

ম্লেচ্ছ ভূমিতে শ্রাদ্ধ করিবে না। ম্লেচ্ছ দেশে গমন করিলেও শ্রাদ্ধ করিবে না। পরকীয় জলাশয়ে জল পান করিলে জলাশয় স্বামীর সমত্ব প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ পানকর্ত্তা যদি ব্রাহ্মণ আর জলাশয় স্বামী ক্ষত্রিয় হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় সদৃশ হইয়া যাইবে ইত্যাদি। যে দেশে চতুর্ব্বর্ণ-ব্যবস্থা নাই, তাহাকে ম্লেচ্ছ দেশ বলিয়া জানিবে, তদতিরিক্ত দেশ আর্য্যাবর্ত্ত।

চতুরশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

পুষ্করে কৃত শ্রাদ্ধ, জপ, হোম এবং তপস্যা অক্ষয়-ফল-জনক হয়। পুষ্করে স্নান মাত্র করিলে সকল পাপ হইতে পূত হয়; গয়াশীর্ষ অক্ষয় বট অমরকণ্টকপর্ব্বত, বরাহ-পর্ব্বত, নর্ম্মদাতীরে যে কোন স্থান, যমুনাতীর, বিশেষতঃ গঙ্গা কুশাবর্ত্ত, বিন্দুক, নীলপর্ব্বত, কনখল, কুব্জাম্র ভৃগুতুঙ্গ, কেদার, মহালয়, নড়ন্তিকা, সুগন্ধ্যা শাকম্ভরী, ফল্গুতীর্থ, মহাগঙ্গা, ত্রিহলিকাশ্রম কুমার, ধারা, প্রভাস, বিশেষতঃ সরস্বতীর যে কোন স্থান, গঙ্গাদ্বার, প্রয়াগ, গঙ্গাসাগর-সঙ্গম সকল সময়ে নৈমিষারণ্য, বিশেষতঃ বারাণসী

অগস্ত্যাশ্রম কণ্বাশ্রম কৌশিকী সরযূতীর শোণনদ ও জ্যোতিষানদীর সঙ্গমস্থল শ্রী- পর্ব্বত, কালোদক উত্তরমানস বড়বা মতঙ্গবাপী সপ্তার্ষ বিষ্ণুপদ স্বর্গমার্গপদ গোদাবরী গোমতী বেত্রবতী বিপাশা বিতস্তা শতদ্রুতীর চন্দ্রভাগা ঈরাবতী সিন্ধুতীর দক্ষিণপঞ্চনদ ঔসজ ইত্যাদি অন্যতীর্থ প্রধান প্রধান নদীসকল, স্বভাব অর্থাৎ শ্রীরাম প্রভৃতির জন্ম- স্থান পুলিন প্রস্রবণ পর্ব্বত নিকুঞ্জ বন উপবন গোময়োপলিপ্ত স্থান এবং মনোজ্ঞ অর্থাৎ তুলসী চত্বরাদি এই সকল স্থানে উক্তরূপ হয় অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদি করিলে তাহার অক্ষয়ফল হয়। এবিষয়ে কতকগুলি পিতৃগীত গাথা আছে। যে বহুতোয়া বিশেষতঃ শীতলা নদীতে আমা- দিগকে জলাঞ্জলি প্রদান করিবে, সেই প্রাণী যেন আমাদিগের বংশে উৎপন্ন হয়। যে, সমাহিত হইয়া গয়াশীর্ষে বা অক্ষয় বটে আমা- দিগের শ্রাদ্ধ করিবে, সেই নরোত্তম যেন আমাদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করে, বহুপুত্র প্রার্থনা করা উচিত, যদি তাহার মধ্যে এক জনও গয়া গমন করে বা অশ্বমেধ যাগ করে; অথবা নীল বৃষ উৎসর্গ করে।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

অথ বৃষোৎসর্গ। কার্ত্তিকী পূর্ণিমা বা আশ্বিনমাসের পূর্ণিমাতে বৃষোৎসর্গ হয়। তাহাতে প্রথমেই বৃষ পরীক্ষা করিবে, (যেন বৃষটী) জীবদ্বৎসা ও দুগ্ধবতী গাভীর পুত্র, সর্ব্বলক্ষণান্বিত, নীল-লোহিত বর্ণ শুক্ল-মুখ, শুক্ল-পুচ্ছ, শুক্ল-খুর ও শুক্ল শৃঙ্গ * এবং যূথশ্রেষ্ঠ হয়। অনন্তর গোষ্ঠে সুপ্রজ্জ্বলিত অগ্নি পরিস্তরণপূর্ব্বক দুগ্ধ দ্বারা পৌষ্ণ চরু অর্থাৎ যাহার দেবতা সূর্য্য—এইরূপ চরু পাক করিয়া "পূষা গা অন্বেতু" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা হোম করিলে পর লৌহকার, বৃষের এক পার্শ্বে চক্র ও অপর পার্শ্বে ত্রিশূল দ্বারা অঙ্কন করিবে (দাগ দিবে)। অঙ্কিত বৃষকে "হিরণ্য বর্ণা" ইত্যাদি চার ও "শন্নোদেবী" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা স্নান করাইবে, স্নাত এবং অলঙ্কৃত সেই বৃষকে স্নাত অলঙ্কৃত চারটী বৎস- তরীর সহিত আনয়ন করিয়া রুদ্রাধ্যায়, পুরুষসূক্ত ও কুষ্মাণ্ড মন্ত্র জপ করিবে। বৃষের দক্ষিণকর্ণে "পিতা বৎস" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে; এবং "বৃষোহি ভগবান্ ধর্ম্মশ্চতুষ্পাদ প্রকীর্ত্তিতঃ। বৃণোমি তমহং ভক্ত্যা সমে রক্ষতু সর্ব্বতঃ!" অর্থাৎ বৃষ সাক্ষাৎ ভগবান্ চতু- ষ্পাদধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত, তাঁহাকে ভক্তি- পূর্ব্বক বরণ করি; তিনি আমাকে সকল বিষয়ে রক্ষা করুন। আর "এনং যুবানং পতিং বোদদাম্যনেন ক্রীড়ন্তীশ্চরথ প্রিয়েণ। মাংশস্মহি প্রজয়া মাতনূভির্মারেধাম দ্বিষতে সোম রাজন্" ইহাও পাঠ করিবে। ঈশান কোণে বৃষকে বৎসতরী যুক্ত করিবে, হোতাকে এক যোড় বস্ত্র সুবর্ণ ও কাংস্য প্রদান করিবে; লৌহকারকে মনোমত বেতন ও বহুঘৃত ভোজন প্রদান করিবে, আর এ কার্য্যে কতক- গুলি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। উৎসৃষ্ট বৃষভ যে জলাশয়ে জলপান করে, সেই জলাশয় সমস্ত পিতৃগণের তৃপ্তিজনক হয়। দর্পিত হইয়া শৃঙ্গ দ্বারা যে কোন স্থানের ভূমি খুঁড়িলে তাহা প্রচুর অন্ন পানরূপে পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করে।

ষড়শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়

বৈশাখীপূর্ণিমাতে, কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্ম, স্বর্ণশৃঙ্গ, রৌপ্যখুর ও মুক্তালাঙ্গুল ভূষিত করিয়া মেষলোমসম্ভূত বস্ত্রে প্রসারিত করিবে; তৎপরে তাহা তিল দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। তাহার নাভিতে সুবর্ণ দিবে। আহত বস্ত্র যুগল দ্বারা আচ্ছাদন করিবে; সকল প্রকার গন্ধ ও রত্ন দ্বারা অলঙ্কৃত করিবে। যথাক্রমে ক্ষীর দধি ঘৃত ও মধুপূর্ণ চারটী তৈজসপাত্র চারিদিকে রাখিয়া বস্ত্রযুগল

* কেহ কেহ বলেন, নীল অর্থাৎ সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ, কিংবা রক্তবর্ণ অথচ শুক্ল মুখ ইত্যাদি—এই অর্থ। ইহা কিন্তু রঘুনন্দনধৃত শঙ্খবচনাদির অনুমত নহে।

ধারী আহিতাগ্নি অলঙ্কৃত ব্রাহ্মণকে ঐ কৃষ্ণাজিন প্রদান করিবে। এবিষয়ে কতকগুলি কারণ আছে। যে ব্যক্তি সখুর শৃঙ্গযুক্ত কৃষ্ণাজিন তিল ও বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত এবং সর্ব্বরত্নালঙ্কৃত করিয়া দান করে; সমুদ্রগুহা সপর্ব্বত বন-কানন; চতুঃসমুদ্র-বলয়িতা পৃথিবী দানে যে ফল, তাহার সেই ফল হয়, ইহাতে সংশয় নাই। কৃষ্ণাজিনে তিল, সুবর্ণ মধু এবং ঘৃত করিয়া যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে দেয় সে সকল পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

প্রসূয়মানা অর্থাৎ অর্দ্ধনিঃসৃত—বৎসা) গাভী পৃথিবী হয়। সেই গাভীকে অলঙ্কৃত করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিলে পৃথিবী দানের ফল প্রাপ্ত হয়। এবিষয়ে একটী গাথা আছে। শ্রদ্ধাযুক্ত ও সমাহিত হইয়া উভয়তোমুখী গো দান করিলে সবৎসা গাভীতে যত রোম থাকে, ততযুগ স্বর্গবাস করে।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একোননবতিতম অধ্যায়।

কার্ত্তিক মাসের অধিদেবতা অগ্নি; অগ্নি আবার সকল দেবতার মুখ; অতএব সম্পূর্ণ কার্ত্তিক মাস বহিঃ-স্নান-রত গায়ত্রী জপ-তৎপর একবার মাত্র হবিষ্যাশী হইয়া থাকিলে সম্বৎ-সরকৃত পাপ হইতে মুক্ত হয়।

সমস্ত কার্ত্তিকমাসে নিত্যস্নায়ী জিতেন্দ্রিয় গায়ত্রীজপরত হবিষ্যাসী ও দানশীল হইলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়।

একোননবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবতিতম অধ্যায়।

অগ্রহায়ণ মাসে মৃগশিরা নক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমাতে একপ্রস্থ চূর্ণিত লবণ সুবর্ণ-লাভ করিয়া [অর্থাৎ মধ্যভাগে সুবর্ণযুক্ত করিয়া চন্দ্রোদয়কালে ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে, এই কর্ম্মদ্বারা রূপবান্ এবং সৌভাগ্যবান্ হয়; পৌষী পূর্ণিমা যদি পুষ্যাদিনক্ষত্রযুক্তা হয়, তাহা হইলে তদ্দিনে গৌরসর্ষপ কল্ক অর্থাৎ শ্বেতসর্ষের তৈল দ্বারা উদ্বর্ত্তিত শরীর অর্থাৎ নির্ম্মলীকৃত দেহ গব্যঘৃতপূর্ণ কুম্ভ দ্বারা অভিষিক্ত এবং সর্ব্বৌষধি সর্ব্বগান্ধ ও সর্ব্ববীজ দ্বারা স্নাত হইয়া ঘৃত দ্বারা ভগবান্ বাসুদেবের স্নান করাইবে। অনন্তর গন্ধপুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া বৈষ্ণব মন্ত্র, ঐন্দ্রমন্ত্র এবং বার্হস্পত্য মন্ত্র এবং স্বিষ্টকৃত মন্ত্র দ্বারা অগ্নিতে আহুতি দিবে; তৎপরে সুবর্ণ সহিত ঘৃত দিয়া ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা স্বস্তিবাচন করিয়া লইবে। হোতাকে একযোড় বস্ত্র দান করিবে। এই কর্ম্ম দ্বারা পুষ্টিলাভ হয়, মাঘীপূর্ণিমা যদি মঘা নক্ষত্রাযুক্ত হয়; তাহা হইলে তদ্দিনে তিল দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পূত হয়, ফাল্গুণমাসের পূর্ণিমা উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রযুক্ত হইলে তদ্দিনে সুসংস্কৃত ও স্বাস্তীর্ণ শয্যা ব্রাহ্মণকে দান করিলে, রূপবতী ধনবতী এবং মনোজ্ঞা ভার্য্যা লাভ হয়; স্ত্রীলোক ঐরূপ করিলে ঐরূপ স্বামী প্রাপ্ত হয়। চৈত্র-পূর্ণিমা চিত্রা-নক্ষত্র যুক্তা হইলে তদ্দিনে চিত্রবস্ত্র প্রদান করিলে সৌভাগ্য লাভ হয়। বৈশাখী পূর্ণিমা বিশাখা নক্ষত্রযুক্তা হইলে তদ্দিনে সাতজন ব্রাহ্মণকে ক্ষৌদ্র মধু-যুক্ত তিল দ্বারা সন্তৃপ্ত করিয়া ধর্ম্মরাজকে প্রীত করিলে পাপ মুক্ত হয়, জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমা জ্যেষ্ঠানক্ষত্র যুক্তা হইলে তদ্দিনে ছত্র পাদুকা প্রদান করিলে গো-সম্পত্তিশালী হয়; উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রযুক্তা আষাঢ়ী পূর্ণিমাতে সান্ন বস্ত্রযুগাচ্ছাদিত জলধেনু দান করিলে স্বর্গলাভ হয়; উত্তর-ভাদ্রপদ-নক্ষত্রযুক্ত ভ পূর্ণিমাতে গোদান করিলে সর্ব্বপাপ মুক্ত হয়; আশ্বিনমাসের পূর্ণিমাতে চন্দ্র অশ্বিনী নক্ষত্র স্থিত হইলে সুবর্ণযুক্ত ঘৃতপূর্ণ পাত্র ব্রাহ্মণকে দিলে দীপ্তাগ্নি হয়; কার্ত্তিক মাসে পূর্ণিমা যদি কৃত্তিকানক্ষত্রযুক্ত হয়; তাহা হইলে তদ্দিনে চন্দ্রোদয় সময়ে দীপমধ্যস্থানে ব্রাহ্মণকে সর্ব্বশস্য গন্ধ রত্নযুক্ত শুক্লবর্ণ বা অন্য বর্ণ বৃষ দান করিলে তাহার কান্তার ভয় থাকে না। উপবাসী থাকিয়া বৈশাখ শুক্ল তৃতীয়া

অক্ষত দ্বারা বাসুদেব পূজা, অক্ষত গোমূত্র এবং অক্ষত দান করিলে মহাপাপমুক্ত হয়। এবং সে দিনে যাহা দান, করিবে, তাহাই অক্ষয় হইবে। উপবাসী থাকিয়া পৌষী পূর্ণিমার পরবর্ত্তী কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশীতে তিল দ্বারা স্নান, তিলোদক দান, তিল দ্বারা বাসুদেব পূজা, তিলহোম এবং তিল ভোজন করিলে সর্ব্বপাপ মুক্ত হয়; মাঘী পূর্ণিমার পরবর্ত্তী কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশীতে শ্রবণা নক্ষত্র পাইলে উপবাসী থাকিয়া তাহাতে বাসুদেবের অগ্রভাগে মহাবর্ত্তিদ্বয় দ্বারা দীপ দান করিবে; অষ্টোত্তর শত পল পরিমিত ঘৃত দিয়া মহারজন-রক্ত একখানি সম্পূর্ণ বস্ত্র দ্বারা একটি দীপ দক্ষিণ পার্শ্বে দিবে, আর অষ্টোত্তর শত পল পরিমিত তিল তৈল দিয়া সম্পূর্ণ একখানি শ্বেতবস্ত্র দ্বারা আর একটি দীপ বাম পার্শ্বে দিবে; এই করিয়া কৃতার্থ ব্যক্তি যে রাজ্যে যে দেশে যে বংশে উৎপন্ন হয়, তাহাতেই সে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। সম্পূর্ণ আশ্বিন মাসে ব্রাহ্মণদিগকে প্রত্যহ ঘৃত দান করিবে। তাহাতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে প্রীতি করিলে রূপবান্ হয়। সেই মাসেই প্রত্যহ দুগ্ধ দ্বারা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে রাজ্যভাগী হয়; চন্দ্র রেবতী নক্ষত্রে গমন করিলে প্রতি মাসে রেবতী প্রীত্যর্থ মধুঘৃত যুক্ত পরমান্ন ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া রেবতীকে প্রীত করিলে রূপবান্ হয়; মাঘ মাসে প্রত্যহ অগ্নিতে তিল হোম করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে সঘৃত কুষ্মাণ্ড ভোজন করাইলে দীপ্তাগ্নি হয়, সকল চতুর্দ্দশীতে নদীজলে স্নান করিয়া ধর্ম্মরাজের পূজা করিলে সর্ব্বপাপ মুক্ত হয়।

যদি চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ ভোগ্য বিপুল ভোগ ইচ্ছা কর, মাঘ ফাল্গুন দুই মাস প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করিবে।

নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

এক-নবতিতম অধ্যায়।

কূপকর্ত্তার অর্দ্ধেক পাপ কূপ হইতে জল নিঃসৃত হইলে বিনষ্ট হয়। তড়াগ-কারী নিত্য তৃপ্ত হইয়া বরুণলোক ভোগ করে; জলদাতা সর্ব্বদা তৃপ্তি লাভ করে; বৃক্ষগণ পরলোকে বৃক্ষরোপণকর্ত্তার পুত্রস্বরূপ উপকারী হয়; বৃক্ষদাতা বৃক্ষপুষ্প দ্বারা দেবগণকে; ফল দ্বারা অতিথিগণকে; ছায়া দ্বারা অভ্যাগতদিগকে; এবং বৃষ্টি সময়ে জলদ্বারা পিতৃগণকে প্রীত করে। সেতুকারী স্বর্গলাভ করে; দেবগৃহনির্ম্মাণকারী যে দেবতার গৃহ করে সেই দেবতার লোকে গমন করে। আর তাহা সুধা-সিক্ত অর্থাৎ চূণকাম করিলে তপস্বী হয়। পবিত্র করিলে গন্ধর্ব্বলোক প্রাপ্ত হয়; পুষ্প দান করিলে শ্রীমান্ হয়, অনুলেপন প্রদানে কীর্ত্তিমান্ হয়, দীপ প্রদানে চক্ষুষ্মান্ এবং সর্ব্বত্র উজ্জ্বল হয়, অন্ন প্রদানে বলবান্ হয়, ধূপ প্রদানে ঊর্দ্ধগমন করে; দেবনির্ম্মাল্য পরিষ্কার করিলে গোদানের ফল প্রাপ্ত হয়, দেবগৃহ মার্জ্জন, দেবগৃহোপলেপন, ব্রাহ্মণোচ্ছিষ্ট মার্জ্জন, ব্রাহ্মণ পাদপ্রক্ষালনাদি এবং ব্রাহ্মণের অসুস্থ-অবস্থায় পরিচর্য্যা এই সকল কার্য্যও গোদানের সম-ফল। কূপ, উপবন, তড়াগ এবং দেবগৃহের পুনঃ সংস্কারকর্ত্তা মৌলিক ফল অর্থাৎ নির্ম্মাতার অনুরূপ ফল লাভ করে।

একনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

অভয় দান,—সকল দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তাহা প্রদান করিলে অভীষ্টলোক গমন করে, ভূমি প্রদানেও ঐ ফল হয়। গোচর্ম্মমাত্র পৃথিবী দান করিলেও সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। গোদান করিলে স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। দশ ধেনু দান করিলে সুরভিলোক, শত ধেনু দান করিলে ব্রহ্মলোক এবং সুবর্ণ-শৃঙ্গ রৌপ্য-খুর মুক্তালাঙ্গুল কাংস্যক্রোড় এবং বস্ত্রোত্তরীয় ধেনু দান করিলে ঐ ধেনুতে যত রোম থাকিবে, ততবর্ষ স্বর্গভোগ করিবে—বিশেষতঃ কপিলাদান করিলে। ভারবহনক্ষম বিনীত বৃষ দান করিলে দশ ধেনু দানের ফল পায়। অশ্বদাতা সূর্য্য-সালোক্য; বস্ত্রদাতা চন্দ্রসালোক্য; সুবর্ণ দান করিলে

অগ্নি-সালোক্য পায়। রজত দান করিলে রূপবান্ হয়; তৈজসপাত্র প্রদান করিলে সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধির পাত্র হয়। ঘৃত মধু বা তৈল দান করিলে এবং ঔষধ দান করিলে অরোগী হয়। লবণ দান করিলে লাবণ্য, শ্যামাকাদি ধান্য দান করিলে এবং শস্য দান করিলে তৃপ্তি; অন্ন দান করিলে সকল ইষ্ট; কুলথ্যাদি ধান্য দান করিলে সৌভাগ্য, অনুক্ত অপরাপর দ্রব্য দান করিলে স্বর্গপ্রাপ্ত হয়। তিলদাতা বাঞ্ছিত সন্তান প্রাপ্ত হয়। কাষ্ঠ দান করিলে দীপ্তাগ্নি হয় এবং সমরে সকলের নিকট জয়লাভ করে; আসন প্রদান করিলে স্থান অর্থাৎ রাজ্য; শয্যা দান করিলে ভার্য্যা; পাদুকা দানে অশ্বতরী-যুক্ত রথ; ছত্রদানে স্বর্গ তালবৃন্ত বা চামর দানে কর্ম্ম সুখ; এবং গৃহ দান করিলে নগরাধিপত্য প্রাপ্ত হয়। লোকে যাহা যাহা অতিশয় অভীষ্ট বস্তু এবং গৃহে যাহা প্রিয় বস্তু আছে "ইহা আমার অক্ষয় হউক" এইরূপ ইচ্ছা করিলে তত্তৎ বস্তু গুণবান্ ব্রাহ্মণকে দিবে।

দ্বিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

অব্রাহ্মণে যাহা দান করা যায়, পরলোকে তাহার সমান অর্থাৎ ঠিক্ তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়; হীন ব্রাহ্মণের দ্বিগুণ, উত্তম অধ্যয়নসম্পন্ন ব্রাহ্মণে সহস্র গুণ; এবং বেদপাঠী ব্রাহ্মণে যাহা দান করা যায়, পরলোকে তাহার অনন্তগুণ পাওয়া যায়। আপনার পুরোহিতই দানপাত্র; ভগিনী, কন্যা এবং জামাতাও দানপাত্র বটে। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি বৈড়ালব্রতী ব্রাহ্মণকে এক বিন্দু জলও দিবে না, পাপিষ্ঠ-বকব্রতীকেও না; এবং বিদ্বান্ উপস্থিত থাকিতে বেদানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণকেও দিবে না। ধর্ম্মধ্বজী, অর্থাৎ যে ব্যক্তি বহুজনের সমক্ষে ধর্ম্ম আচরণ করিয়া স্বতঃ পরতঃ তাহা প্রকাশ করে সর্ব্বদা পর ধনাভিলাষী, কপট লোক, বঞ্চক, হিংস্র এবং বিশ্বনিন্দুক ব্যক্তিকে বৈড়ালব্রতী বলিয়া জানিবে। আপনার বিনীতভাব প্রদর্শনার্থ সর্ব্বদা অধোদৃষ্টি, নিষ্ঠুর, পরার্থ নাশ করিয়া স্বার্থসাধনে তৎপর কুটিল এবং কপট-বিনয়ী দ্বিজ—বকব্রতী। জগতে যাহারা বকব্রতী এবং যাহারা মার্জ্জার লিঙ্গী অর্থাৎ বিড়াল ব্রতী তাহারা সেই পাপফলে অন্ধতামিস্র নরকে পতিত হয়। পাপ করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত।—পাপ গোপন পূর্ব্বক ব্রতচর্য্যার দ্বারা স্ত্রী শূদ্রাদির ভ্রম জন্মাইয়া ধর্ম্মচ্ছল করিবে না। বেদাভিজ্ঞগণ ইহলোকে ও পরলোকে ঈদৃশ ব্রাহ্মণদিগের নিন্দা করিয়া থাকেন। অথবা যাহা কপট অবলম্বনে অনুষ্ঠিত, তাহা রাক্ষস ভাব প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ অলিঙ্গী অর্থাৎ অব্রহ্মচারী প্রভৃতি যে ব্যক্তি লিঙ্গীবেষ অর্থাৎ মেখলা অজিনাদি অবলম্বনে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সে ব্রহ্মচারী প্রভৃতির পাপ হরণ করে এবং কুক্কুরাদি তির্য্যক্ যোনিতে উৎপন্ন হয়। ধর্ম্মার্থদান যশোলিপ্সু হইয়া করিবে না, ভয়ক্রমে করিবে না, উপকারী ব্যক্তিকে করিবে না, নৃত্যগীতশীল ব্যক্তিদিগকেও করিবে না; ইহা নিশ্চয়।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

গৃহস্থ আপনার মাংসলোল এবং শুক্লকেশ দেখিলে অথবা অপত্যের অপত্য দেখিলে ভার্য্যাকে পুত্রাদিগের নিকট রাখিয়া কিংবা তৎকর্ত্তৃক অনুগম্যমান হইয়া বনে গমন করিবে। সেখানেও অগ্নির পরিচর্য্যা করিবে; অফালকৃষ্ট ফলাদি দ্বারা পঞ্চযজ্ঞ নির্ব্বাহ করিবে। স্বাধ্যায় পরিত্যাগ করিবে না, ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিবে, চর্ম্ম বা চীর বস্ত্র পরিধান করিবে। জটা, শ্মশ্রু, লোম ও নখ ধারণ করিবে। তিন বার স্নান করিবে। কপোতবৃত্তি অর্থাৎ যথালব্ধভোজী—সঞ্চয় হীন, মাসসঞ্চয়ী অথবা বৎসর-সঞ্চয়ী হইবে। যে বৎসরসঞ্চয়ী সে পূর্ব্বসঞ্চিত দ্রব্য আশ্বিনী পূর্ণিমাতে দান, করিয়া ফেলিবে।

বনে বাস করত পত্রপুট-একটী মাত্র পত্র, পাণিতল অথবা শরাবাদিখণ্ড করিয়া গ্রাম হইতে আহরণপূর্ব্বক আট গ্রাস ভোজন করিবে।

চতুর্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

বানপ্রস্থ, তপস্যা দ্বারা শরীর শোষিত করিবে; গ্রীষ্মে পঞ্চতপা হইবে। বর্ষাকালে অনাবৃত স্থানে শয়ন করিবে। হেমন্তকালে আর্দ্র বস্ত্রে থাকিবে, সকল সময়েই নক্ত-ভোজী হইবে। পুষ্পাশী, ফলাশী, শাকাশী পর্ণাশী মূলাশী হইবে অথবা এক এক পক্ষ অন্তে একবার করিয়া যবান্ন ভোজন করিয়া থাকিবে; অথবা চান্দ্রায়ণ দ্বারাই দিনপাত করিবে; অথবা অশ্মকুট্ট বা দন্তোলূখলিক হইবে, দেবজাতি মানুষাদিজাতি সমুদয়াত্মক এই সমস্ত জাতির মূল—তপস্যা, মধ্য—তপস্যা অন্ত-তপস্যা—এবং তপস্যাই ইহাকে ধারণ করিয়া আছে। যাহা দুশ্চর, যাহা দুর্লভ, যাহা দূরবর্ত্তী এবং যাহা দুষ্কর, তৎসমস্তই তপস্যা-সাধ্য; যেহেতু তপস্যা দুর্লঙ্ঘনীয়।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়।

এই রূপে তিন আশ্রমে আসক্তি নিবৃত্তি হইলে, প্রাজাপাত্য যাগ করিয়া সর্ব্ববেদ-দক্ষিণা অর্থাৎ সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দানপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা-শ্রমী হইবে। এই যাগাদির কথা যজুর্ব্বেদীয় উপাখ্যান গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে। আপনাতে অগ্নি আরোপিত করিয়া ভিক্ষার্থে গ্রামে প্রবেশ করিবে, সাত বাটীতে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবে, ভিক্ষা না পাইলে ব্যথিত হইবে না; ভিক্ষুকের নিকট ভিক্ষা করিবে না; লোকের আহার হইয়া গেলে এবং উচ্ছিষ্ট পাত্রসকল পরাকৃত হইলে মৃণ্ময়-পাত্র; দারুময়-পাত্র কিংবা অলাবু পাত্রে ভিক্ষা করিবে, তাহার সেই সকল পাত্র জলদ্বারা শুদ্ধ হইবে। পূজাপূর্ব্বক ভিক্ষা দিতে আসিলে তাহা হইতে উদ্বিগ্ন হইবে। অর্থাৎ তাহা স্বীকার করিবে না; শূন্য-স্থান-বাসী বা বৃক্ষমূলবাসী হইবে। গ্রামে দ্বিতীয় রাত্রি বাস করিবে না, কৌপীন আচ্ছাদন মাত্রই বস্ত্র গ্রহণ করিবে। দৃষ্টি পূতপাদ ক্ষেপণ করিবে; বস্ত্রপূত জল লইবে; সত্যপূত বাক্য ... করিবে; মনঃপূত আচরণ করিবে। মরণ অথবা জীবন আকাঙ্ক্ষা করিবে না। পরোক্ত অবমান-সূচক বাক্য সহ্য করিবে, কাহাকেও অবমাননা করিবে না, আশীর্ব্বাদক হইবে না, নমস্কার-শূন্য হইবে। যে এক বাহু কুঠার দ্বারা ছেদন করে এবং যে অপর একবাহু চন্দন দ্বারা লিপ্ত করে; তাহাদিগের দুই জনের অমঙ্গল এবং মঙ্গল চিন্তা করিবে না। প্রাণায়াম ধারণা ও ধ্যানে তৎপর হইবে। সংসারের অনিত্যতা শরীরের অশুচিতা, জরা দ্বারা রূপ-বিপর্য্যয়, শারীরিক ও মানসিক আগন্তুক ও স্বাভাবিক ব্যাধিদ্বারা উপতাপ, নিত্যান্ধকারাবৃত গর্ভে মূত্রপুরীষ মধ্যে অবস্থিতি, তাহাতে শীতোষ্ণ দুঃখানুভব, জন্ম দশায় যোনিসঙ্কট নির্গম হেতু বিশেষ যন্ত্রণা ভোগ, বাল্যকালে মূঢ়তা, গুরুজনের অধীন হইয়া থাকা, অধ্যয়নে বহুক্লেশ, যৌবনে বিষয় প্রাপ্তির জন্য বহু ক্লেশ, অসৎ কার্য্য করিয়া বিষয় লাভ হইলে পর তদীয় ভোগবশতঃ নরক গমন, অপ্রিয়ের সংসর্গ, প্রিয়গণের বিরহ, নরকে মহাদুঃখ, সংসার সংসরণ ক্রমে লক্ষ তির্য্যগ্ যোনিতে মহাদুঃখ, এই সকল আলোচনা করিবে। এইরূপ এই সতত-যায়ী সংসারে কিছুই সুখ নাই। দুঃখাপেক্ষা যাহা কিছু সুখ নামে আছে, তাহাও অনিত্য; সেই অনিত্য সুখ-ভোগে আশক্তি বা সুখের অভাবে মহাদুঃখ আলোচনা করিবে। আবার বসা রুধির মাংস মেদ অস্থি মজ্জা এবং শুক্রাত্মক সপ্তধাতুময় চর্ম্মাবৃত দুর্গন্ধ মলময় সুখ শতসংবৃত হইলেও বিকার যুক্ত, প্রযত্ন কৃত হইলেও বিনাশশীল, কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্যের আবাস ভূমি, পৃথিবী জল তেজ বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূতময়, অস্থি শিরা ধমনি ও স্নায়ু রজস্বল ষট্ত্বচ্ এবং ষষ্ট্য-ধিক ত্রিশত অস্থিদ্বারা ধার্য্যমাণ;—এই শরীরও দেখিবে; সেই সকল অস্থির বিভাগ যথা—সূক্ষ্ম দন্ত মূলাস্থির সহিতঅর্থাৎ দন্তাস্থি চতুঃষষ্টি বিংশতি, পাণিপাদ স্থিত শলাকা কৃতি অঙ্গুলি মূলাস্থি বিংশতি, অঙ্গুলি পর্ব্বাস্থি ষষ্টি, পার্ষ্ণিদ্বয় দুই, গুল্ফে চার, অরত্নি-বাহুতে দুই, জঙ্ঘাদ্বয়ে চার, জানু ও কপোলে দুই দুই, অক্ষ তালু শ্রোণী এবং শ্রোণীফলকে দুই দুই, ভগাস্থি এক, পৃষ্ঠাস্থি

পঞ্চচত্বারিংশৎ, গ্রীবাতে পঞ্চদশ অস্থি, জত্রু অস্থি, এক হনু অস্থিও ঐ, হনুমূলে দুই, ললাট চক্ষু ও গণ্ডে দুই দুই, নাসাতে ঘন নামক এক অস্থি, স্থালক এবং অর্ব্বুদের সহিত পার্শ্বাস্থি দ্বিসপ্ততি, বক্ষঃস্থলে সপ্তদশ, শঙ্খক দুই, এবং মাথার খুলি চার অস্থি। শরীরের সপ্তশত শিরা, নবশত স্নায়ু, দুইশত ধমনী, পঞ্চশত পেশী, ক্ষুদ্র ধমনী ও তদীয় প্রশাখা একোনত্রিংশৎ লক্ষ নবশত বটপঞ্চাশৎ শ্মশ্রু এবং কেশকূপ তিন লক্ষ একশত সাত; মর্ম্মস্থান দুই শত; সন্ধিস্থান চতুঃঃশত কোটি সপ্তষষ্টি লক্ষ রোম নাভি ওজ মলদ্বার শুক্র শোণিত শঙ্খক মস্তক কার্য্য এবং হৃদয় ইহা প্রাণায়তন; বাহুদ্বয় জঙ্ঘাদ্বয় মধ্য এবং মস্তক এই ষড়ঙ্গ বসা মাংস স্নেহ ফুস্ফুস নাভি ক্লোম যকৃৎ প্লীহা ক্ষুদ্রান্ত্র বৃক্কদ্বয় বস্তি বিষ্ঠাদ্বার আমাশয় হৃদয় স্থূলান্ত্র গুহ্যদ্বার উদর নাভির অধঃস্থিত গুহ্য মণ্ডলদ্বয় চক্ষুর তারাদ্বয় চক্ষু ও নাসিকার সন্ধিদ্বয় কর্ণ সস্কুলীদ্বয় কর্ণদ্বয় কর্ণপালীদ্বয় গণ্ডদ্বয় ভ্রূদ্বয় শঙ্খকদ্বয় দন্তাবেষ্টদ্বয় ওষ্ঠাধর জঘন, কূপকদ্বয় বংক্ষণদ্বয় বৃষণদ্বয় শ্লেষ্মসংঘাত, প্রবৃদ্ধ বৃক্কদ্বয় স্তনদ্বয় উপজিহ্বা কটিপ্রোথদ্বয় বাহুদ্বয় জঙ্ঘাদ্বয় উরুদ্বয় উরুস্থিত মাংসপিণ্ড তালু উদর বস্তি অর্থাৎ মূত্রাশয়ের শিরোভাগদ্বয় চিবুক হনুমূল ও কপোলের সন্ধিদ্বয় এবং শরীরস্থিত নিম্নদেশ—এই কুৎসিত দেহে এই কয়টী স্থান; শব্দ স্পর্শ রস রূপ এবং গন্ধ—বিষয়; নাসিকা চক্ষু ত্বক্ জিহ্বা এবং কর্ণ ইহা জ্ঞানেন্দ্রিয়; হস্ত পাদ পায়ু উপস্থ এবং জিহ্বা অর্থাৎ বাক্যযন্ত্র ইহা কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি আত্মা এবং প্রকৃতি ইন্দ্রিয়াতীত, হে বসুধে! এই শরীর—ক্ষেত্র নামে অভিহিত হয়, যিনি ইহা অবগত আছেন ক্ষেত্রাভিজ্ঞগণ তাঁহাকে "ক্ষেত্রজ্ঞ" বলিয়া থাকেন। হে ভাবিনি! সকল ক্ষেত্রে আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে; মুমুক্ষুগণের ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

উত্তান চরণদ্বয় উরুদ্বয়ে রাখিবে; দক্ষিণ কর বামকরে রাখিবে নিশ্চল জিহ্বা তালুদেশে স্থাপন করিবে; দন্ত দ্বারা দন্তস্পর্শ করিবে না; নিজ নাসিকাগ্রে দৃষ্টি স্থির রাখিবে, কোন দিকে দৃষ্টি করিবে না, নির্ভয় এবং প্রশান্তচেতাঃ হইয়া চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অতীত নিত্য ইন্দ্রিয়াতীত নির্গুণ শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধের অতীত সর্ব্বজ্ঞ অতিস্থূল সর্ব্বত্রগ নিরাকার সর্ব্বতঃপাণিপাদ অর্থাৎ সকল স্থানেই যাঁহার হস্তপদ রহিয়াছে সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখ অর্থাৎ সকল স্থানেই যাঁহার চক্ষু মস্তক ও মুখ আছে সর্ব্বতঃ সর্ব্বেন্দ্রিয় শক্তি অর্থাৎ সকল স্থানেই যাঁহার সর্ব্বেন্দ্রিয়ের শক্তি অপ্রতিহত পুরুষেরা তাঁহাকে চিন্তা করিবে এইরূপ ধ্যান করিবে; এক বৎসর ধ্যান নিরত হইয়া থাকিলে যোগের আবির্ভাব হয়; যদি নিরাকার বস্তুতে লক্ষবদ্ধ করিতে না পারে, তাহা হইলে পৃথিবী জল তেজ বায়ু আকাশ মন বুদ্ধি অর্থাৎ অহঙ্কার আত্মা অর্থাৎ বুদ্ধি অব্যক্ত এবং পুরুষ ইহাদিগের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধ্যান করিয়া তাহাতে লক্ষ্যলাভ করিবার পর তত্তৎ বস্তু পরিত্যাগপূর্ব্বক অপর অপর ধ্যান করিবে; এইরূপে পুরুষ-ধ্যান আরম্ভ করিবে, ইহাতে অসমর্থ হইলে অধোমুখ স্বীয় হৃৎপদ্মের মধ্যে দীপবৎ অবস্থিত পুরুষের ধ্যান করিবে; তাহাতে অসমর্থ হইলে কিরীটী কুণ্ডলধারী অঙ্গদধারী শ্রীবৎসলাঞ্ছিত বনমালা বিভূষিত বক্ষঃস্থল সৌম্যরূপ চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী এবং ধরণী-সেব্যমানপাদযুগল ভগবান্ বাসুদেবের ধ্যান করিবে; যাহার ধ্যান করিবে মৃত্যুর পর তাহা প্রাপ্ত হয় ইহা ধ্যান রহস্য। অতএব সকল ক্ষর অর্থাৎ অনিত্য ও বিকারী বস্তু ত্যাগ করিয়া অক্ষর অর্থাৎ নিত্য ও অবিকৃত বস্তুরই ধ্যান করা উচিত। পুরুষ ব্যতীত অক্ষর বস্তুও কিছু নাই। পুরুষ প্রাপ্তি হইলেই মুক্ত হয়, যেহেতু মহাপ্রভু সকল পুর অর্থাৎ পুত্রগ্রাম বা লিঙ্গ শরীর অধিকার করিয়া শয়ন অর্থাৎ অবস্থান করেন, সেই জন্ত

তত্ত্ববিদ্যাপরায়ণ ব্যক্তিগণ তাহাকে পুরুষ এই নামে অভিহিত করেন। যোগী প্রত্যহ নিরালস হইয়া প্রথম রাত্রি ও শেষ রাত্রিতে নির্গুণ পঞ্চবিংশ অর্থাৎ চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অনন্তর্গত সত্যরূপ এবং চক্ষুরাদির অগোচর বিষ্ণুরূপী পুরুষের ধ্যান করিবে এবং তাহা অর্থাৎ ব্রহ্ম—পুরুষ প্রকৃত্যাদি সর্ব্বতত্ত্বের বহির্ভূত অনাসক্ত সর্ব্বভৃৎ নির্গুণ অথচ ত্রিগুণকার্য্য জ্ঞান সুখাদির সাক্ষীস্বরূপ ভূত সকলের বহির্ভাগে এবং অন্তরে স্থিত স্থাবর ও জঙ্গম স্বরূপ নিরাকারত্ব প্রযুক্ত অবিজ্ঞেয়, অতএব দূরস্থ অথচ তিনি নিকটেও আছেন। প্রকৃত রূপে বলিতে গেলে, ভূতের সহিত অবিভক্ত অথচ বিভক্তের মত স্থিত, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান স্বরূপ সর্ব্বসংহারক এবং সর্ব্বোৎপাদক। তিনি জ্যোতিঃ সকলেরও জ্যোতিঃ আর অজ্ঞান নিবৃত্তির পর প্রাপ্য বলিয়া কথিত হইয়াছেন। তিনিই জ্ঞান স্বরূপ ঘট পটাদি, জ্ঞেয়স্বরূপ জ্ঞানগম্য এবং সকলের হৃদয়মধ্যে অবস্থিত। এইরূপে ক্ষেত্র যোগ এবং ব্রহ্ম সম্বন্ধে সংক্ষেপে কথিত হইল। আমার ভক্ত ইহা উত্তমরূপে বিদিত হইলে আমাকে পাইতে পারে।

সপ্তনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

ভগবান্ বিষ্ণু বসুমতীকে এই সমস্ত কথা বলিলে বসুমতী ভগবান্‌কে জানুদ্বয় এবং মস্তক ও করদ্বয় দ্বারা নমস্কার করিয়া অর্থাৎ উক্ত অঙ্গ সকল ভূতলে লুণ্ঠিত করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ;—ভগবন্! আকাশ শঙ্খরূপে, বায়ু চক্ররূপে, তেজ গদারূপে, এবং জল পদ্মরূপে—এইরূপ মহাভূতচতুষ্টয় তোমার নিকটে সর্ব্বদাই অবস্থিতি করিতেছে; আমি এইরূপে ভগবানের পাদদ্বয় মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করি। বসুমতী কর্ত্তৃক এই প্রকার কথিত হইয়া ভগবান্ "তথাস্তু" বলিলেন। পৃথিবী পূর্ণমনোরথা হইয়া তাহাই করিলেন।

"তোমাকে নমস্কার হে দেবদেব! বাসুদেব! আদিদেব! কামদেব! কামপাল! মহীপাল! অনাদিমধ্যান্ত! প্রজাপতি! মহাপ্রজাপতি! ঊর্দ্ধস্পতি! বাচস্পতি! জগৎপতি! দিবস্পতি! বনস্পতি! পয়স্পতি! পৃথিবীপতি! সলিলপতি! দিক্‌পতি! মহৎপতি! মরুৎপতি! লক্ষ্মীপতি! ব্রহ্মরূপ! ব্রহ্মণপ্রিয়! সর্ব্বগ! অচিন্ত্য! জ্ঞানগম্য! পুরুহূত! পুরুষ্টুত! ব্রহ্মণ্য! ব্রহ্মপ্রিয়! ব্রহ্মকায়িক! মহাকায়িক! মহারাজিক! চতুর্মহারাজিক! ভাস্বর! মহাভাস্বর! সপ্ত! মহাভাগ! স্বর! তুষিত! মহাতুষিত! প্রতর্দ্দন! পরিনির্ম্মিত! অপরিনির্ম্মিত! বশবর্ত্তিন্! যজ্ঞ! মহাযজ্ঞ! যজ্ঞযোগ! যজ্ঞগম্য! যজ্ঞনিধন! অজিত! বৈকুণ্ঠ! অপার! পর! পুরাণ! বেধা! প্রজাধর! চিত্রশিখণ্ডধর! যজ্ঞভাগহর! পুরোডাশহর! বিশ্বেশ্বর! বিশ্বধর! শুচিশ্রব! অচ্যুতার্চ্চিন! ঘৃতার্চ্চি! খণ্ডপরশু! পদ্মনাভ! পদ্মধর! পদ্মধরাধর! হৃষীকেশ! একশৃঙ্গ! মহাবরাহ! কপিল! অচ্যুত! অনন্ত! পুরুষ! মহাপুরুষ! কপিল! সাংখ্যাচার্য্য! বিশ্বক্‌সেন! ধর্ম্ম! ধর্ম্মদ! ধর্ম্মাঙ্গ! ধর্ম্মবসুপ্রদ! বরপ্রদ! বিষ্ণু! জিষ্ণু! সহিষ্ণু! কৃষ্ণ! পুণ্ডরীকাক্ষ! নারায়ণপরায়ণ! এবং জগৎপরায়ণ! তোমাকে বহুবার নমস্কার এই বলিয়া দেবদেবের স্তব করিলেন। পূর্ণমনোরথা বসুমতী পৃথিবী তখন এইরূপে ভগবানের স্তব করিয়া দেবসমক্ষে বলিতে লাগিলেন।

অষ্টনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবনবতিতম অধ্যায়।

দেবদেব বিষ্ণুর পাদসংবাহনে নিযুক্তা তপস্যা-তেজস্বিনী তপ্তকাঞ্চন-চারুবর্ণা লক্ষ্মীকে অবলোকন করিয়া, আনন্দিতা বসুমতী সেই দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। হে প্রফুল্ল-রক্তকমল-সুন্দর করতলে! সর্ব্বশ্রেষ্ঠে! হে প্রফুল্ল-পদ্মনাভ-পাদসংবাহন-কারিণি! (প্রফুল্ল-পদ্মনাভ শব্দে—বিষ্ণু)। হে প্রফুল্ল-রক্ত-কমল-মধ্য সমান-বর্ণে! প্রফুল্ল রক্তকমল গৃহে সর্ব্বদা তোমার বাস। হে ইন্দীবরলোচনে! হে সুবর্ণবর্ণে! হে শুক্লাম্বরধারিণি! হে রত্নবিভূষিতাঙ্গি! হে চন্দ্রাননে! হে সূর্য্যসদৃশ-দীপ্তিশালিনি! মহাপ্রভাবে! জগৎশ্রেষ্ঠে! তুমি নিদ্রা, তুমিই জগতের প্রধান, তুমি

শব্দ থাকাপ্রযুক্ত প্রতীয়মান হইতেছে যে, গৃহস্থ ব্যক্তির নিকটই প্রতিগ্রহ বিধের অন্যত্র নহে)। প্রতিদিন শুচিপ্রদেশে নিবিষ্ট চিত্তে বেদাভ্যাস করিবে। শুদ্ধমানস ব্রাহ্মণগণের সর্ব্বদা ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করা উচিত। ধর্ম্মশাস্ত্রও বেদের ন্যায় পাঠ করিতে হইবে এবং দিবারাত্র গুরুমুখ হইতে শ্রবণ করিতে হইবে। শ্রুতিস্মৃতিবিহীন ব্রাহ্মণকে দান করিলে, কিংবা ভোজন করাইলে, সেই দান ভোজনাদি কর্ম্ম, দাতার কুলকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। সেই হেতু ব্রাহ্মণ সর্ব্বপ্রকার প্রযত্নের সহিত ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিবেন। শ্রুতি এবং স্মৃতি, ব্রাহ্মণের দেবনির্ম্মিত চক্ষুর্দ্বয়। ইহার মধ্যে, শ্রুতি কিংবা স্মৃতিরূপ এক চক্ষু না থাকিলে কাণ এবং শ্রুতি ও স্মৃতিরূপ উভয় নেত্রহীন হইলে অন্ধ বলিয়া কীর্ত্তিত হন। (তাৎপর্য্য এই যে, প্রত্যক্ষতঃ দৃশ্যমান নেত্রদ্বয় থাকিলেই ব্রাহ্মণ চক্ষুষ্মান হন না; পরন্তু বেদ ও শাস্ত্রদ্বারা ব্রাহ্মণ চক্ষুষ্মান্ বলিয়া কথিত হন; বাহ্যপথে পরিভ্রমণ কালেই আমাদিগের এই বহিশ্চক্ষু উপকারে আসে; কিন্তু জ্ঞানমার্গে বিচরণ করিতে হইলে এই বহিশ্চক্ষুর্দ্বয় কোন উপকারেই আসে না; সেস্থলে শ্রুতি এবং স্মৃতি চক্ষুর্দ্বয়ই পথ প্রদর্শক, এবঞ্চ ব্রাহ্মণগণেরও সর্ব্বদাই বাহ্যমার্গ পরিত্যাগ করিয়া আন্তর (জ্ঞান) মার্গেই বিচরণ করিতে হয়; সুতরাং শ্রুতি ও স্মৃতিরূপ চক্ষু না থাকিলে ব্রাহ্মণকে প্রতি পদেই অন্ধের ন্যায় বিড়ম্বিত হইতে হয়)। নিরালস্য হইয়া গুরু-শুশ্রূষা করিবে ও প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে বিবাহাগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিবে। যথাবিধি স্নান সমাপনান্তে প্রতিদিনই বৈশ্যদেব-বলি প্রদান করিবে। যথাশক্তি অনুসারে গৃহাগত অতিথিগণকে, বিচার না করিয়া (অর্থাৎ নির্গুণ সগুণ আদি বিবেচনা না করিয়া) পূজা করিবে। অন্য অভ্যাগত ব্রাহ্মণকে, গৃহী, শক্তি অনুসারে পূজা করিবে। সর্ব্বকালেই স্বদাররত থাকিবে ও পরদার বর্জ্জন করিবে। উদারবুদ্ধি ব্যক্তি, সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে, হোম করিয়া ভোজন করিবে। সত্যবাদী ও জিতক্রোধ হইবে; অধর্ম্মে মতি করিবে না; শাস্ত্রবিহিত স্বকীয় কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিয়া, প্রমাদপ্রযুক্ত কখনই নিবৃত্ত হইবে না। পরের মঙ্গলজনক ও পরলোকহিতকারি সত্য বাক্য বলিবে। এই সংক্ষেপে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম কথিত হইল। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ধর্ম্মাচরণই করিয়া থাকেন, তিনি ব্রহ্মপদ অর্থাৎ মুক্তিলাভ করিতে পারেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! এই আপনাদিগের জিজ্ঞাসিত, অখিল পাপহারী ধর্ম্ম, আমি কহিলাম। এক্ষণে রাজন্যগণের ও পৃথক্ পৃথক্ বৈশ্য ও শূদ্রগণেরও ধর্ম্ম বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন।

ইতি প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

যথাক্রমে ক্ষত্রাদি বর্ণত্রয়ের ধর্ম্ম বলিতেছি, যে ধর্ম্মের আচরণ করিলে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয় উত্তমগতি লাভ করিতে পারেন। ক্ষত্রিয় রাজ্যস্থ হইলেও ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন করত সম্যক্ অধ্যয়ন করিবেন এবং যথাবিধি যজ্ঞ সকলও করিবেন। রাজা ধর্ম্মবুদ্ধি সমন্বিত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে ধনাদি দান করিবেন, নিয়ত স্বাধ্যায়নিরত হইবেন ও সর্ব্বকালেই ষড়্‌ভাগের একভাগ, কর গ্রহণ করিবেন। এবঞ্চ নীতিশাস্ত্রোক্ত অর্থে পটু, সন্ধিবিগ্রহাদির তত্ত্বজ্ঞ, দেব ব্রাহ্মণ-ভক্ত ও পিতৃকার্য্যে (অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মে) রত থাকিবেন। ধর্ম্মানুসারে যাজন অধর্ম্ম পরিবর্জ্জন, করিতে হইবে। ক্ষত্রিয় পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মাচরণ করিয়া উত্তম গতিলাভ করেন।

বৈশ্য যথাবিধি, গোপালন, কৃষি ও বাণিজ্য করিবে এবং যথাশক্তি দান ও ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। বৈশ্য, দম্ভ মোহবিহীন, বাক্যের দ্বারাও পরের অহিংসক, স্বদারনিরত, দান্ত ও পরদারবিহীন হইবে। বৈশ্য, ধন ব্যয়দ্বারা বিপ্র ও যজ্ঞকালে যাজকদিগকে ভোজন করাইবে। দেহ পতন (অর্থাৎ মৃত্যু) পর্য্যন্ত, ধর্ম্ম সমূহে অপ্রভুত্ব করিয়া কালক্ষয় করিবে। এবং নিরালস্য হইয়া সর্ব্বদাই যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান করিবে। এবং পিতৃকার্য্য-পর হইবে ও ভগবান্ নরসিংহদেবের পূজারত হইবে। ইহাই বৈশ্যের ধর্ম্ম। ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত যে বৈশ্য,এতদুক্ত ধর্ম্মাচরণ করিবে, সে অন্তে স্বর্গলাভ করিবে সন্দেহ নাই।

শূদ্র, যত্নপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেবা করিবে, বিশেষত ভৃত্যের ন্যায় ব্রাহ্মণগণের সেবা করিবে। অযাচিত প্রদাতা (অর্থাৎ প্রার্থনা না করিতেই প্রদানকারী) হইয়া, জীবিকা নির্ব্বাহার্থে কষ্ট স্বীকার করিবে। পাক যজ্ঞবিধানানুসারে আলস্যহীন হইয়া দেবপূজা করিবে। এবং ন্যায়পথাবলম্বী শূদ্রগণের বিলক্ষণ অর্চ্চনা করিবে। শূদ্র,—মন, বাক্য ও শরীর ক্রিয়া দ্বারা সর্ব্বকালে যথাযথ জীর্ণ বস্ত্রের ধারণ, বিপ্রের উচ্ছিষ্ট ভোজন, স্বকীয় দারে রতি, পরদার বিবর্জ্জন প্রভৃতি কার্য্য করিবে। এবং এই সকল কর্ম্ম করিলে পাপ নষ্ট হয় ও পুণ্যবলে শূদ্র ইন্দ্রত্ব লাভ করে। পূর্ব্বকালে যে প্রকার ব্রহ্মা বলিয়াছেন, আমি বর্ণ সকলের সেই নানাপ্রকার ধর্ম্ম কহিলাম। হে মুনিগণ! এক্ষণে আমি আদ্য আশ্রমধর্ম্ম বলিতেছি, ক্রমশঃ আপনারা শ্রবণ করুন।

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

ব্রাহ্মণাদিবর্ণত্রয়, উপনীত হইয়া গুরুকুলে বাস করিবে এবং কর্ম্ম মন ও বাক্য দ্বারা গুরুকুলের মঙ্গল করিবে। গুরুগৃহে বাসকালে ব্রহ্মচর্য্য, নিয়শয্যা ও বহ্নির উপাসনা করিবে। এবং গুরুর জলকুম্ভাহরণ, কাষ্ঠাহরণ ও গোগ্রাস প্রদান করিবে। ব্রহ্মচারী যথাবিধি বেদাধ্যয়ন করিবে। বিধি পরিত্যাগ করিয়া অধ্যয়ন করিলে অধ্যয়নের ফল লাভ হয় না। যে কোন ব্যক্তি, দুঃস্বভাববশতঃ বিধি পরিত্যাগ করিয়া বেদাধ্যয়নাদি ধর্ম্ম করে, সে অধ্যয়নাদির ফল লাভ করিতে পারে না। এবং বিধিবিরুদ্ধ কর্ম্মাচারী ব্যক্তি, বিধি অর্থাৎ মঙ্গলজনক পুণ্যাদি হইতে বিযুক্ত হন। সেই হেতু স্বাধ্যায়সিদ্ধির নিমিত্ত বেদবিহিত ব্রতাদির আচরণ করিবে। গুরুসন্নিধানে অশেষবিধ শৌচ শিক্ষা করিবে। সমাহিত ব্রহ্মচারী, প্রমাদরহিত হইয়া আহার্য্য বস্তু লাভের নিমিত্ত প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকালে, ভিক্ষাচরণ করিবে। ব্রহ্মচারী, স্নানকালীন আচমনের পরে কোন দিনও দন্তধাবন করিবেন না। ছত্র, পাদুকা, গন্ধমাল্যাদি নৃত্যগীত, নিরর্থক আলাপ ও মৈথুন—ব্রহ্মচারী এই সকল অতি যত্নের সহিত পরিত্যাগ করিবে। সংযতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী, হস্তী ও অশ্বে আরোহণ পরিত্যাগ করিবে। ব্রতস্থিত ব্রহ্মচারী নিয়মানুসারে সন্ধ্যোপাসনা করিবে। সন্ধ্যাকর্ম্ম সমাপনান্তে গুরুর পাদদ্বয়ের অভিবাদন করিয়া ভক্তিসহকারে পিতা ও মাতার বন্দনা করিবে। আচার্য্য, মাতা ও পিতা নষ্ট হইলে (অর্থাৎ অবজ্ঞাদি দ্বারা ক্ষুব্ধ হইলে), সকল দেবতা নষ্ট হন। এই হেতু ব্রহ্মচারী, মৎসরবিহীন হইয়া ইহাঁদিগের আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে। গুরুর নিকটে বেদত্রয়, বেদদ্বয় অথবা একবেদ অধ্যয়ন করিয়া গুরুকে দক্ষিণা দিবে। অনন্তর গ্রামে গিয়া সংযমী হইয়া বাস করিবে। যাঁহার জিহ্বা, উপস্থ, উদর এবং হস্ত সুগুপ্ত (অর্থাৎ বশীকৃত), তিনি সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বনপূর্ব্বক সেই আচার্য্যের নিকটে ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা কালযাপন করিবেন। আচার্য্যাভাবে তৎপুত্রের নিকট, তদভাবে বেদাধ্যাপক আচার্য্যের শিষ্যসমীপে, তদভাবে আচার্য্য কুলে পূর্ব্বোক্ত বিধিতে, বাস করিবে।

যিনি অধ্যয়নের পর এইরূপে গুরুকুলে বাস করেন, তাঁহাকে নৈষ্ঠিক বলা যায়। এই নৈষ্ঠিক ব্যক্তি, বিবাহ বা সম্পূর্ণ সন্ন্যাস করিবেন না। যিনি নিরালস্য হইয়া বিধি অনুসারে পূর্ব্বকথিত কর্ম্মানুষ্ঠান করত দেহত্যাগ করেন, সেই দৃঢ়ব্রত ব্রহ্মচারী এই সংসারে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করেন না, অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হন। যে সমাহিত ব্রহ্মচারী বিধিপূর্ব্বক গুরুসেবাপরায়ণ হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকেন, তিনি অতি দুর্ল্ভ শুভ বিদ্যা লাভ করেন ও তাদৃশজনসুলভ, বিদ্যার ফল, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রাপ্ত হন।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

বেদাধ্যয়ন সমাপনান্তে বেদ ও ধর্ম্ম শাস্ত্রাদির অর্থতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি, অসমানার্ষগোত্রা (অর্থাৎ যে কন্যার গোত্র ও প্রবর স্বকীয় গোত্র প্রবরের সহিত মিলে না) ভ্রাতৃমতী শুভলক্ষণসম্পন্না

সর্ব্বাবয়ব-সম্পূর্ণা ও সুচরিত্রা কন্যাকে বিবাহ করিবে। যদিও বর্ণ ধর্ম্মানুসারে গান্ধর্ব্বাদি নানা-প্রকার বিবাহ কথিত আছে, তাহা হইলেও প্রশস্ত (অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম) ব্রাহ্মবিধি (পাত্রকে যথাবিধি আমন্ত্রণান্তে পূজা করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে কন্যা প্রদানের নাম ব্রাহ্মবিবাহ বিধি) অনুসারে প্রাণিগ্রহণ করিবে। হে দ্বিজ-পুঙ্গবগণ! উপাসনোপযুক্ত কাষ্ঠ সকল আনয়ন করত তন্দ্রারহিত হইয়া প্রতিদিনই প্রভাত ও সায়ংসময়ে অগ্নিতে হোম করিবে। উষা-কালে উত্থান করত যথাবিধি শৌচ করিয়া প্রতিদিন দন্তধাবনপূর্ব্বক স্নান করিবে। মুখ, অধৌত থাকিলে মনুষ্য অপ্রয়ত হয়; এইজন্য আর্দ্র অথবা শুষ্ক দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিবে। করঞ্জ, খদির, কদম্ব, কুরব, সপ্তপর্ণি, প্রশ্নিপর্ণি, জম্বু, নিম্ব, অপামার্গ, বিল্ব, অর্ক ও উড়ুম্বর এই সকল কাষ্ঠ, দন্তধাবন কর্ম্মে প্রশস্ত। কণ্টকিবৃক্ষের ও ক্ষীর-যুক্ত বৃক্ষের দন্তধাবন কাষ্ঠ যথাক্রমে পুণ্য ও যশোদায়ক। এই সংক্ষেপে ব্যবহার্য্য দন্তকাষ্ঠ প্রকীর্ত্তিত হইল। অষ্টাঙ্গুল প্রমাণ অথবা দশাঙ্গুল প্রমাণ দন্তকাষ্ঠ এই স্থানে কথিত হইতেছে। প্রতিপদ্ অমাবস্যা পূর্ণিমা ষষ্ঠী ও নবমীতিথিতে দন্তের সহিত কাষ্ঠযোগ করিলে, সপ্তম কুল পর্য্যন্ত দগ্ধ হয়, এই জন্য ঐ সকল দিনে দন্ত-কাষ্ঠ ব্যবহার করিবে না। নিষিদ্ধ দিবসে দন্তকাষ্ঠের ব্যবহার না করিয়া, কেবল দ্বাদশ-গণ্ডূষ জল দ্বারা মুখ-শুদ্ধির আচরণ করিবে। পূর্ব্বে আচমন করিয়া, স্মৃত্যন্তরে কথিত মন্ত্রে স্নান করিয়া পুনর্ব্বার আচমন করিবে। অন্য স্মৃতিতে কথিত মন্ত্রে আপনাকে প্রোক্ষণ করিয়া জলাঞ্জলি নিক্ষেপ করিবে। অব্যক্ত-জন্মা ভগ-বান্ ব্রহ্মার বরদানে সবল, মন্দেহ নামে রাক্ষস-গণ প্রাতঃকালে সূর্য্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণনিক্ষিপ্ত, গায়ত্রী দ্বারা অভি-মন্ত্রিত জলাঞ্জলি, সেই সকল মন্দেহ নামক রাক্ষসগণকে বিনষ্ট করে। তৎপরে ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক অভিরক্ষিত হইয়া সূর্য্য, মহাভাগ মরীচ্যাদি ও সনকাদি যোগিগণের সহিত গমন করেন। সেইজন্য সায়ং ও প্রাতঃ-কালে সমাহিত হইয়া সন্ধ্যা উল্লঙ্ঘন করিবে না; যে ব্যক্তি মোহবশতঃ সন্ধ্যার উল্লঙ্ঘন করে, সে নিশ্চয়ই নরকে গমন করে। সায়ং কালে আচমনান্তে মন্ত্রের দ্বারা আপনাকে প্রোক্ষিত করত সূর্য্যকে জলাঞ্জলি দিয়া প্রদক্ষিণ করিবে। তদন্তে জলস্পর্শ করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে। যথাবিধি নক্ষত্র থাকিতেই প্রাতঃসন্ধ্যার উপাসনা করিবে এবং যতক্ষণ সূর্য্য সম্পূর্ণ দৃষ্ট না হয়, সেই পর্য্যন্ত গায়ত্রী অভ্যাস করিবে। সূর্য্যের অর্দ্ধাস্ত সময়েই সায়ং সন্ধ্যার উপাসনা করিবে এবং যে কাল পর্য্যন্ত নক্ষত্র দর্শন না হয়, সেই পর্য্যন্ত গায়ত্রী অভ্যাস করিবে। প্রাতঃসন্ধ্যার পর গৃহে গমন করিয়া পণ্ডিত দ্বিজোত্তম, স্বয়ং হোম করিয়া পোষ্যবর্গের ভরণের উপায় চিন্তা করিবেন, তাহার পর শিষ্য সকলের মঙ্গলের জন্য কিঞ্চিৎ-স্বাধ্যায় আচরণ করিবেন; তৎপরে কার্য্যের জন্য রাজার নিকট গমন করিবেন। দূরদেশে গমন করিয়া কুশ পুষ্প ও কাষ্ঠ আহরণ করিবেন। তৎপরে মনোরম, শুদ্ধদেশে যাইয়া মাধ্যাহ্নিক স্নান করিবেন। সংক্ষেপে পাপনাশক সেই স্নানের বিধি বলিতেছি। সেই বিধি অনুসারে স্নান করিলে, সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়। শুদ্ধ তণ্ডুল ও তিলের সহিত স্নানার্থ মৃত্তিকাগ্রহণপূর্ব্বক সুমনা হইয়া শুদ্ধ ও অধিক জলশালিনী নদীতে গমন করিবে। নদী বিদ্যমানা থাকিলে অল্প জলে স্নান করিবে না এবং বহুজলপূর্ণ সরোবরাদি থাকিলে অল্প জল কূপাদিতে স্নান করিবে না। নদীস্নানই প্রশস্ত, স্রোতের প্রতিকূলভাবে দণ্ডায়মান হইয়া নদী স্নান করিবে, নদী না থাকিলে তড়াগাদি জলে স্নান করিবে।

শুচিদেশে জল ছিটাইয়া বস্ত্র সকল স্থাপন করিবে। যত্নপূর্ব্বক মৃত্তিকা-জল দ্বারা স্বকীয় দেহ লিপ্ত করিবে। স্নানের পূর্ব্বকালে পণ্ডিত ব্যক্তি, আচমন করিবেন। এবং যথানিয়মে বাগ্যত হইয়া হরি স্মরণ করত উরু প্রমাণ জলে মগ্ন হইবেন। তৎপরে তীরে গমন করিয়া মন্ত্রের সহিত জলে আচমন করত বারুণমন্ত্র ও পাবমানী ঋকের দ্বারা প্রোক্ষণ করিবে। হে দ্বিজগণ! তৎপরে প্রযত্নপূর্ব্বক স্যোনা পৃথিবী ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা কুশাগ্র জলের দ্বারা প্রোক্ষণ করত ইদং বিষ্ণুঃ ইত্যাদি

মন্ত্র পড়িয়া শরীরে মৃত্তিকা লেপন করিবে। তৎপরে পুনর্ব্বার মজ্জন কালে নারায়ণদেবকে স্মরণ করিবে। তৎপরে জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া অঘমর্ষণ মন্ত্র পাঠ করিবে; তৎপরে স্নানান্তে তণ্ডুল ও তিলের দ্বারা দেবর্ষি ও পিতৃদিগের তর্পণ করিবে; তৎপরে বস্ত্র হইতে জল নিষ্পীড়ন করত তীর-প্রাপ্ত হইয়া তত্রস্থ বস্ত্রদ্বয় ও উত্তরীয় পরিধান করিবে ও কেশ সকল কম্পিত করিবে না। অতিশয় রক্ত ও নীল বস্ত্র প্রশস্ত নহে। মলযুক্ত ও গন্ধহীন বস্ত্র, সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে। তৎপরে বিচক্ষণ ব্যক্তি মৃত্তিকা জলের দ্বারা চরণদ্বয় প্রক্ষালন করিবে। তৎপরে আচমন করিবে; তাহার বিধান এইরূপ যে, দক্ষিণ করকে গোকর্ণ সদৃশ করিয়া, তাহার মধ্যস্থিত জল বীক্ষণ করিয়া, ত্রিবার পান করিবে; পরে দুইবার জল দ্বারা মুখ মার্জ্জন করিবে। তদন্তে পাদ ও মস্তক অভ্যুক্ষণ করিয়া, তিন অঙ্গুলি দ্বারা মুখ স্পর্শ করিবে। অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা চক্ষুর্দ্বয় স্পর্শ করিবে। এইরূপ বিধানানুসারে ধীমান্ নিরলস শুদ্ধমানস ব্রাহ্মণ, কুশহস্ত হইয়া পূর্ব্বমুখে অথবা উত্তরমুখে যথান্যায়ে প্রাণায়ামত্রয় করিবেন। তৎপরে বেদমাতা গায়ত্রীর উদ্দেশে জপ যজ্ঞ করিবে। এই জপ যজ্ঞ তিন প্রকার; আপনারা ইহার তত্ত্ব বুঝুন। বাচিক, উপাংশু ও মানস এই তিন প্রকার জপযজ্ঞ; ইহার মধ্যে পর পর জপযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ। যাহা উচ্চ ও নীচ উচ্চারিত স্পষ্ট পদাক্ষর শব্দের দ্বারা মন্ত্র পাঠ করা যায়, তাহাকে বাচিক বলা যায়। যাহাতে মন্ত্র শনৈঃ শনৈঃ উচ্চারিত হয় ও ওষ্ঠ দ্বয় কিঞ্চিৎ কম্পিত হয় অথচ, শব্দ কথঞ্চিৎ শ্রবণযোগ্য হয়, তাহাকে উপাংশু জপ বলা যায়। বুদ্ধি দ্বারা পদ ও অক্ষরশ্রেণী স্মৃত হইবে; বর্ণ ও পদাক্ষর শুনা যাইবে না; কেবল মাত্র শব্দ ও তাহার অর্থ চিন্তনা দ্বারা যে জপ হয় তাহার নাম মানস জপযজ্ঞ।

জপের দ্বারা স্তুত হইয়া দেবতা প্রসন্ন হন। দেবতা প্রসন্ন হইলে, মনীষিগণ বিপুল ভোগসমূহ প্রাপ্ত হন। জপ করিলে, ভীষণ রাক্ষসগণ—পিশাচগণ—ও মহাসর্পগণ নিকটে আসিতে পারে না, দূর হইতেই তাহারা পলায়ন করে। ছন্দঃ ও ঋষ্যাদি জানিয়া নিরালস্য হইয়া মন্ত্র জপ করিবে ও অর্থজ্ঞান করিয়া অহরহঃ গায়ত্রী জপ করিবে। সর্ব্বোত্তম সহস্রবার, মধ্যম শতবার, অন্ততঃ অধম দশবারও যিনি প্রতিদিন গায়ত্রী জপ করেন, তিনি পাপে লিপ্ত হন না। গায়ত্রী জপান্তে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া সূর্য্যকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া উদুত্যং জাতবেদসং ইত্যাদি সূক্ত ও তচ্চক্ষুঃ ইত্যাদি সূক্ত জপ করিবে। তৎপরে প্রদক্ষিণান্তে হস্তদ্বারা আবরণ করিয়া সূর্য্যকে নমস্কার করিবে। তাহার পরে দেব-তীর্থাদির দ্বারা জল লইয়া দেবাদির সন্তর্পণ করিবে, পরে স্নানবস্ত্র নিষ্পীড়ন করত পুনর্ব্বার আচমন করিবে, যেহেতুক এই স্থলে ভক্তজনের স্নান ও দান আচমনযুক্তই প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রদ্ধাযুক্ত, কুশাসনে উপবিষ্ট, কুশহস্ত ও পূর্ব্বমুখ হইয়া ব্রহ্মযজ্ঞ বিধানানুসারে ব্রহ্মযজ্ঞ করিবে। তৎপরে উত্থান করিয়া মস্তক পর্য্যন্ত অঞ্জলি লইয়া গিয়া হংসঃশুচিসদ্ ইত্যাদি ঋক্ উচ্চারণ করিয়া তিল, পুষ্প ও তণ্ডুলযুক্ত অর্ঘ্য, ভাস্করকে প্রদান করিবে। তৎপরে সূর্য্যকে নমস্কার করিয়া গৃহে গমন করিবে। তাহার পর পুরুষ সূক্তের বিধানানুসারে গৃহেতেই বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবে। তৎপরে বলিকর্ম্ম বিধানানুসারে বৈশ্যদেবকে বলি দিবে। যে কালের মধ্যে গো-দোহন হইতে পারে, সেই কাল পর্য্যন্ত অতিথির অপেক্ষা করিবে। যাঁহাকে কখনও দেখা যায় নাই এবং যাঁহার পরিচয়ও জানা না থাকে, তাদৃশ অতিথি গৃহাগত হইলে, গৃহী, স্বাগত আসন প্রদান দ্বারা পূজা করিবে। অতিথিকে স্বাগত প্রশ্ন করিলে গৃহমেধীর অগ্নি সকল তুষ্ট হন। আসন প্রদান করিলে দেবরাজ ইন্দ্র পরিতুষ্ট হন। পাদপ্রক্ষালনার্থ জল দিলে পিতৃগণ দুর্লভ প্রীতিলাভ করেন। যোগ্য অন্ন প্রদান করিলে প্রজাপতি তৃপ্ত হন। সেই জন্য বিষ্ণুপূজার পর, গৃহস্থ ভক্তি ও শক্তি অনুসারে অতিথির পূজা করিবেন। পরিব্রাজক ব্রহ্মচারি ভিক্ষুকে অনিবেদিত ব্যঞ্জনসমন্বিত অন্নযুক্ত ভিক্ষা প্রদান করিবে।

বৈশ্বদেব বলি সমাপ্ত না হইতেই যদি ভিক্ষু উপস্থিত হন, তাহা হইলে বৈশ্বদেবের অন্নাদি উদ্ধৃত করিয়া স্বতন্ত্র অন্ন তাঁহাকে দিয়া বিদায় করিবে। যেহেতু বৈশ্বদেব-কৃত দোষ-সমূহ ভিক্ষু দূর করিতে পারেন, কিন্তু ভিক্ষুকৃত দোষ বৈশ্বদেব দূর করিতে পারেন না। সেইজন্য গৃহে ভিক্ষু উপস্থিত হইলে সমাহিত হইয়া তাঁহাকে ভিক্ষা দিবে এবং যতিগণ বিষ্ণুস্বরূপ এইরূপ নিঃসন্দেহ ভাবনা করিবে। গৃহী অগ্রে সুবাসিনী কুমারী বালক ও বৃদ্ধ মনুষ্যদিগকে ভোজন করাইয়া পরে স্বয়ং আহার করিবেন। পূর্ব্বমুখ অথবা উত্তরমুখ হইয়া মৌন কিম্বা অল্পভাষিত্ব অবলম্বনপূর্ব্বক প্রহৃষ্টচিত্তে প্রথমে অন্নকে নমস্কার করত তৎপরে পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্রের দ্বারা প্রাণাদির আহুতি প্রদানান্তে সমাহিতচিত্তে স্বাদু অন্ন ভোজন করিবে। আহারান্তে আচমন করিয়া ইষ্টদেবতাকে স্মরণ পূর্ব্বক উদর স্পর্শ করিবে। পরে সায়ংসন্ধ্যার প্রাক্কাল পর্য্যন্ত ইতিহাস ও পুরাণের আলোচনা করিবে। দ্বিজাতিদিগের প্রাতঃ ও সায়ংকালে আহার বেদবিহিত। কিন্তু অগ্নিহোত্রীদিগের প্রাতঃকালে ভোজন করিবার বিধি নাই, তাঁহাদিগের সায়ংকালে ভোজন বিহিত। শিষ্যদিগকে অনধ্যায় কাল বর্জ্জন করিয়া পাঠ করাইবে। অনধ্যায় ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণোক্তই গৃহীত। মহানবমী, দ্বাদশী, ভরণী ও পর্ব্বসকল, অক্ষয়-তৃতীয়া, মাঘমাসের সপ্তমী ও রথ্যাখ্যা সপ্তমী এই সকল দিনে অধ্যয়ন করাইবে না। স্নানকালে তৈল মর্দ্দন করিয়া, অধ্যাপন করিবে না। শব, বাহিত হইতেছে অথবা মহীস্থ রহিয়াছে দেখিয়া কিম্বা রোদন শ্রবণ করিয়া পাঠ করিবে না। হে দ্বিজোত্তমগণ! গৃহস্থ,—হিরণ্য গো ও পৃথিবী দান যথাশক্ত্যনুসারে করিবেন। এই গৃহস্থের সারভূত ধর্ম্ম কথিত হইল। যিনি শ্রদ্ধার সহিত এই ধর্ম্মাচরণ করেন, তিনি ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। এবং নারসিংহের প্রসাদে তাঁহার উৎকৃষ্ট জ্ঞানলাভ হয় এবং সেই জ্ঞানের দ্বারা মুক্তিলাভ করেন। হে বিপ্রগণ! এই তোমাদিগের নিকট সংক্ষেপে শাশ্বত ধর্ম্মরাশি কথিত হইল; গৃহী প্রযত্নের সহিত গৃহস্থের পালনীয় এই ধর্ম্ম করিলে, ভগবান্ হরির সাক্ষাৎকার লাভ করেন।

ইতি চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

হে মহাভাগ সত্তমগণ! ইহার পর আমি বানপ্রস্থাশ্রমের ধর্ম্ম বলিতেছি আপনারা অবধান করুন। গৃহস্থ, পুত্র পৌত্রাদি ও আপনার পলিত মুণ্ড দেখিয়া, পুত্রগণের উপর ভার্য্যার রক্ষণের ভার প্রদান করত, কিম্বা ভার্য্যার সহিত বনে প্রবেশ করিবে। নখ রোম এবং শুভ্রবর্ণ গাত্রাবরণ ধারণ করত বনস্থ, যথাবিধি অগ্নিতে হোম করিবে। বনসম্ভূত ধান্য, অনিন্দিত নীবারাদি কিম্বা শাক মূল ফলের দ্বারা প্রযত্নানুসারে নিত্য আহুতি প্রদান করিবে। ত্রিসন্ধ্যা স্নানযুক্ত হইয়া তীব্র তপস্যার আচরণ করিবে। পক্ষান্তে কিম্বা মাসান্তে নিজ পাক করিয়া আহার করিবে। চতুর্থকালে * অথবা অষ্টমকালে কিম্বা ষষ্ঠকালে ভক্ষণ করিবে; অথবা কেবল বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নি-মধ্যস্থ, বর্ষাকালে নিরাশ্রয়, হেমন্তকালে জলমধ্যস্থিত হইয়া তপশ্চরণ করত কালযাপন করিবে। যিনি এই কর্ম্ম যথাক্রমে করিতে সমর্থ হন, তাদৃশ ধর্ম্মাত্মা স্বকীয় বৈবাহিক অগ্নি সঙ্গে লইয়া, উত্তরদিকে প্রব্রজন করিবেন। পরে বন গমন করিয়া দেহপাত পর্য্যন্ত মৌনী হইয়া অতীন্দ্রিয় (অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়-জন্য জ্ঞানের অবিষয়) ব্রহ্মকে স্মরণ করিলে, দেহান্তে ব্রহ্মলোকে পূজিত হন। যে ব্যক্তি বনে গমন করিয়া প্রশান্ত স্বভাব ও সমাধিযুক্ত হইয়া তপস্যা করেন, তিনি মলহীন প্রশান্ত ও বিমুক্ত-

* এস্থলে চতুর্থকাল শব্দের অর্থ এই;—যেরূপ ব্রাহ্মণের প্রাতঃ ও সায়ংকালে দুইবার ভক্ষণ করিবার বিধি হওয়ায়, প্রাতঃকালে আহারের প্রথম কাল বলা যায়। এইরূপ সায়ংকালকে দ্বিতীয়-কাল কহা গিয়া থাকে। কেহ যদি একদিন উপবাস করিয়া পর দিবস সায়াহ্নকালে আহার করে, তাহা হইলে তাহার চতুর্থ কালে আহার হইল,কেননা সেই আহারের পূর্ব্বে তাহার আর তিনবার আহার-কাল অতীত হইয়াছে। এইরূপ অষ্টম ও ষষ্ঠ কাল বুঝিতে হইবে।

পাপ হইয়া, দিব্য পুরাতন পরম পুরুষকে লাভ করিতে পারেন।

ইতি পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অতঃপর উত্তম চতুর্থ আশ্রম (অর্থাৎ সংন্যাস) বলিব; শ্রদ্ধার সহিত সেই আশ্রমানুষ্ঠান করিলে ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। পূর্ব্বাধ্যায় কথিত রীতিতে বানপ্রস্থাশ্রমে থাকিয়া সর্ব্বপ্রকার পাপ ধ্বংস করতঃ ব্রাহ্মণ সংন্যাসবিধি অনুসারে চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করিবেন। পিতৃগণ দেবগণ ও মনুষ্যগণ উদ্দেশ দান ও শ্রাদ্ধ করিয়া এবং আপনার অগ্নিক্রিয়া সমাপনানন্তর, পূর্ব্ব অথবা উত্তর দিক লক্ষ্য করত স্বীয় বৈবাহিক অগ্নি সঙ্গে লইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে। সেই সময় হইতে পুত্রাদির প্রতি স্নেহ ও আলাপাদি পরিত্যাগ করিবে। বন্ধু ও সর্ব্বভূতকেই অভয় প্রদান করিবে। চতুরঙ্গুল পরিমিত, কৃষ্ণগো-বাল-রজ্জু দ্বারা বেষ্টিত, সম-পর্ব্ব, প্রশস্ত, বেণুনির্ম্মিত, ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসীর বাহ্য ও মানস শৌচের জন্য প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে। আচ্ছাদন বাস কৌপীন, শীতনিবারিণী কন্থা ও পাদুকাদ্বয় সংগ্রহ করিবে, অন্য কোন প্রকার দ্রব্য সংগ্রহ করিবে না। এই সকল দণ্ড কৌপীনাদিই সন্ন্যাসীর চিহ্নরূপে উক্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সকল সংগ্রহ করিয়া সন্ন্যাস পূর্ব্বক উত্তম তীর্থে গমন করতঃ মন্ত্রপূত বারি-দ্বারা আচমন করিবে। তৎপরে দেবতাগণের তর্পণ করিয়া, সূর্য্যকে সমন্ত্রক প্রণাম করিবে। অনন্তর, পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট হইয়া, যথাশক্তি গায়ত্রী জপান্তে পরব্রহ্মের ধ্যান করিবে। প্রতি দিবস আপনার প্রাণধারণের জন্য ভিক্ষার্থ ভ্রমণ করিবে। সায়ংকালে ব্রাহ্মণগণের গৃহে উপস্থিত হইয়া দক্ষিণ হস্তের দ্বারা সম্যক্ কেবল প্রার্থনা করিবে। বামকরে পাত্র স্থাপন করিয়া দক্ষিণ হস্তের দ্বারা সংগ্রহ করিবে। যত অন্নের দ্বারা নিজের তৃপ্তির সম্ভাবনা,তৎপরিমাণ ভিক্ষা সংগ্রহ করিবে। তৎপরে সংযমী, সেই পাত্র অন্যত্র শুচি দেশে স্থাপন করিয়া সমাহিত চিত্তে চতুরঙ্গুল দ্বারা সর্ব্বব্যঞ্জনযুক্ত গ্রাসমাত্র অন্ন আচ্ছাদন করত পৃথক্ পাত্রে রাখিবে। পরে তাহা সূর্য্যাদি ভূতদেবগণকে প্রদান করিয়া পাত্রদ্বয়ে কিম্বা এক পাত্রেই যতি ভোজনারম্ভ করিবেন। বট কিম্বা অশ্বত্থপত্রে, অথবা কুম্ভী ও তৈন্দুক নির্ম্মিত পাত্রে যতি কখনই ভোজন করিবে না। কাংস্যপাত্রে ভোজনকারী যতিগণ মলাক্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হন, এই জন্য কদাচ কাংস্য পাত্রে যতিগণের ভোজন বিহিত নহে। যে ব্যক্তি কাংস্যপাত্রে পাক করে ও যে কাংস্য পাত্রে ভোজন করায় তাহার যে পাপ হয়, সেই পাপ কাংস্য পাত্রে ভোজনকারি-যতিগণ প্রাপ্ত হন। যতি, ভোজন করিয়া সেই পাত্রদ্বয় ধৌত করিবে; সেই পাত্র যজ্ঞের চমসের (যজ্ঞিয়পাত্র বিশেষের) ন্যায় কখনই দূষিত হয় না। অনন্তর আচমনান্তে নিদিধ্যাসন করত ভগবান্ ভাস্করের উপাসনা করিবে। বুধ, জপ ধ্যান ও ইতিহাস দ্বারা দিনাবশেষ অতিবাহিত করিবেন। সায়ংকালে সন্ধ্যাবন্দন করিয়া দেবগৃহাদিতে রাত্রিযাপন করিবে। এবং হৃদয়-পুণ্ডরীকভবনে অবিনাশি ব্রহ্মকে ধ্যান করিবে, যদি সন্ন্যাসী এপ্রকার ধর্ম্মাত্মা সর্ব্বভূতসমদর্শী জিতেন্দ্রিয় ও শান্ত হন, তাহা হইলে তিনি সেই পরম স্থান (মুক্তি) লাভ করেন যে স্থান পাইলে আর এ দুঃখময় সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না। যে ত্রিদণ্ডধারী সন্ন্যাসী, রূপরসগন্ধ স্পর্শাদি সম্বন্ধ হইতে ইন্দ্রিয় সমূহকে উদাসীন করিয়া ক্রমে ক্রমে নির্লিপ্তভাবে, এই প্রকার আচরণ করেন, তিনি সমস্ত সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করত অমৃতাত্মা ভগবান্ বিষ্ণুর পদ প্রাপ্ত হন।

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

বর্ণ ও আশ্রম সমূহের ধর্ম্ম লক্ষণ কথিত হইল। এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে দ্বিজাতিগণ স্বর্গ ও অপবর্গ লাভ করেন। এক্ষণে সংক্ষেপে সার উত্তম যোগ শাস্ত্র বলিতেছি, যাহা শ্রবণ করিলে মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন। যোগাভ্যাস বলেতেই সকল

প্রকার পাপ নষ্ট হয়। এই জন্য ক্রিয়ারত ব্যক্তি যোগরত হইয়া নিত্য ধ্যান করিবে। অগ্রে দুর্দ্ধর্ষ মনকে ধারণা দ্বারা বশ করিয়া, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার দ্বারা যথাক্রমে বচন ও ইন্দ্রিয়বর্গকে বশ করিবে। এইরূপ মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গকে বশ করিয়া জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার অভেদ জ্ঞান করত, জ্ঞানস্বরূপ জগদাধার বলিয়া কীর্ত্তিত অনাময় সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ব্রহ্মকে শনৈঃ শনৈঃ ধ্যান করিবে। নির্জ্জনে একান্তচিত্তে উপবেশন করিয়া, বাহির ও অন্তরস্থ নির্ম্মল সুবর্ণসদৃশ প্রভাশালী পরমাত্মাকে দেহপাতকাল পর্য্যন্ত চিন্তা করিবে। যিনি সকল প্রাণীর হৃদয়, যিনি সকলের হৃদয়স্থিত, যিনি সকল জ্ঞানের জ্ঞেয়, সেই পরমাত্মাই আমি এ প্রকার চিন্তা করিবে। আত্মসাক্ষাৎকার সুখ হইতে যাহা কিছু বেদ ও স্মৃতিকথিত, তপোধ্যানাদি ধর্ম্ম আছে, তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে না। যে প্রকার অশ্বহীন রথে কিংবা রথিহীন অশ্বে কোন ফল হয় না, সেইরূপ বিদ্যা ও তপস্যা একত্রে না থাকিলে কোন ফল নাই; পরস্পর মিলিত হইলেই উপকারে আইসে। পক্ষিগণ যেমন উভয় পক্ষে ভর দিয়া আকাশে গমন করে, সেইরূপ জ্ঞান ও কর্ম্মরূপ পক্ষদ্বয় দ্বারা নিত্য ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার সুখরূপ আকাশে যথেষ্ট সঞ্চরণ করা যায়। কর্ম্মবিহীন শুষ্ক জ্ঞান বা জ্ঞানহীন কেবল কর্ম্ম দ্বারা মোক্ষ হয় না। বিদ্যা ও তপস্যাযুক্ত ব্রাহ্মণ যোগপর হইয়া বাহ্য ও লিঙ্গশরীর পরিত্যাগ করত ভববন্ধন হইতে মুক্ত হন। যেমন দেহাদির বিনাশ হয়, সেইরূপ সম্পর্কবিহীন আত্মার বিনাশ কথনই হয় না। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আপনাদের নিকট বর্ণাশ্রম বিভাগানুসারে বর্ণাশ্রমস্থগণের সনাতন ধর্ম্ম সংক্ষেপে এই কথিত হইল। মুনিগণ ধর্ম্ম, মোক্ষফলপ্রদ এই প্রকার ধর্ম্ম শ্রবণ করত অতিশয় হর্ষযুক্ত হইয়া সেই হারীত ঋষিকে প্রণাম করিয়া নিজের নিজের আশ্রমে গমন করিলেন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হারীতমুখনিঃসৃত শাস্ত্রানুসারী এই ধর্ম্ম অধ্যয়ন করিয়া যিনি আচরণ করেন তিনি উৎকৃষ্ট গতি লাভ করেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের যে যে ধর্ম্ম কীর্ত্তিত হইয়াছে, উক্ত বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে যে কেহ সেই সেই ধর্ম্মের অন্যথা আচরণ করিবে, সে সদ্য জাতি হইতে পতিত হইবে।

যে প্রকার যাহার ধর্ম্ম অভিহিত হইল তাহার সেই প্রকার ধর্ম্মই অনুষ্ঠানযোগ্য। এইহেতু ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় অনাপদে (সাবধানে) স্ব স্ব ধর্ম্মাচরণ করিবেন। হে রাজেন্দ্র! এই চারিপ্রকার বর্ণ ও চারিপ্রকার আশ্রম। যাঁহারা এই বর্ণ ও আশ্রমের স্ব স্ব ধর্ম্ম পালন করেন, তাঁহারা পরমগতি লাভ করেন। ভগবান্ নরসিংহ যে প্রকার স্বধর্ম্মস্থ ব্যক্তির প্রতি প্রসন্ন হন, সে প্রকার স্বধর্ম্ম ভিন্ন অন্য কোন কর্ম্মাচারীর প্রতি প্রসন্ন হন্ না। এই হেতু নিরালস্য হইয়া যথাকালে স্বধর্ম্মাচারী মনুষ্যগণ, সহস্রাক্ষ ইন্দ্র ও ভগবান্ নরসিংহের পদ লাভ করিতে পারেন। উৎপন্ন বৈরাগ্য বলে ক্রিয়াবান্ যোগী, সর্ব্বদা পরব্রহ্মের ধ্যান করিবেন; তাহা হইলে দেহান্তে অনন্ত সত্য সুখস্বরূপ সনাতন বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইবেন।

ইতি সপ্তম অধ্যায়।

হারীতসংহিতা সম্পূর্ণ।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

বঙ্গানুবাদ।

ভট্টপল্লী নিবাসী

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন কর্ত্তৃক

অনুবাদিত।

কলিকাতা,

৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী ষ্টীম-মেসিন প্রেসে

শ্রীবিহারীলাল সরকার দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯৫ সাল।

মূল্য ৸৵০ চৌদ্দ আনা।

ভূমিকা।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা অতি সংক্ষিপ্ত, সারগর্ভ এবং বিস্তৃতার্থপূর্ণ। তাহার সমুদয় মর্ম্ম বুঝাইবার জন্য অনুবাদে স্থানে স্থানে টীকাকার বা সংগ্রহকারদিগের ভাষার অনুগমন করিয়া যাইতে হইয়াছে; ইহা না করিলে যাজ্ঞবল্ক্যের অনুবাদ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

কোন কোন স্থলে মূলের ভাষা ও টীকাকারদিগের ভাষার পার্থক্য জ্ঞাপনের জন্য ( ) এই চিহ্ন ব্যবহার করিয়াছি। কোন স্থলে বা অর্থবিশদ করিতেও ঐ চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে এবং শেষোক্ত স্থলে ঐ চিহ্নের মধ্যে একটী 'অর্থাৎ' পদ প্রদত্ত হইয়াছে।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার অনেকগুলি টীকা, তন্মধ্যে মিতাক্ষরাই প্রধান; এইজন্য প্রায়ই মিতাক্ষরার মতগ্রহণ করিয়াছি; তবে যে স্থলে অপরের ব্যাখ্যা উৎকৃষ্ট বোধ হইয়াছে, সেইস্থলে তাহা মূল-অনুবাদে সন্নিবেশিত করিয়া টীকায় মিতাক্ষরামত উদ্ধৃত করিয়াছি।

অনুবাদক
শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।
সাং ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

প্রথম অধ্যায়।

মুনিগণ (সামশ্রবা প্রভৃতি), যোগিশ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্যকে বিশেষরূপ অর্চ্চনা করিয়া বলিলেন,—চারি বর্ণ, চারি আশ্রম, এবং অনুলোম প্রতিলোমজাত অপরাপর জাতিসকলের ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে বলুন্ ॥ ১ ॥ মিথিলানগরীস্থ সেই যোগীন্দ্র যাজ্ঞবল্ক্য, ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সেই মুনিগণকে বলিলেন,—যেদেশে কৃষ্ণসারমৃগ ব্যক্তি বিশেষের পালিত না হইয়া বিচরণ করে, তাহাতেই বক্ষ্যমাণ ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, ইহা জানিবে ॥ ২ ॥ পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, ধর্ম্মশাস্ত্র, বেদাঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ, ছন্দ, এই ছয়প্রকার) এবং চারি বেদ,—এই চৌদ্দটী, পুরুষার্থ-সাধন জ্ঞান এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তির কারণ ॥ ৩ ॥ মনু, অত্রি বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গোতম, শাতাতপ, এবং বসিষ্ঠ, ইঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন ॥ ৪।৫ ॥ পূর্ব্বোক্তদেশে পুণ্যকালে শাস্ত্রোক্ত ইতিকর্ত্তব্যতার অনুষ্ঠান করিয়া, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক উপযুক্তপাত্রে যে ধনাদি প্রদান করা যায়, তাহা, এবং শাস্ত্রোক্ত অন্যান্যযাগযজ্ঞাদি, ধর্ম্মপ্রাপ্তির অসাধারণ উপায় ॥ ৬ ॥ শ্রুতি, স্মৃতি, মহাজনের আচার, আপনার প্রীতি এবং সম্যক্ সঙ্কল্পজনিত শাস্ত্রাবিরুদ্ধ কামনা, ইহাই ধর্ম্মজ্ঞানের মূল ॥ ৭ ॥ যাগ যজ্ঞ, আচার, দম, অহিংসা, দান, এবং স্বাধ্যায় এইসকল কর্ম্ম অপেক্ষা, চিত্তবিরোধদ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার করাই উৎকৃষ্টধর্ম্ম ॥ ৮ ॥ সন্দেহ হইলে, তাহার নিরাকরণ এইরূপে হইবে; যথা বেদ এবং ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ চারিজন ব্রাহ্মণ অথবা ত্রৈবিদ্যমণ্ডলীর নাম সভা। সেই সভা অথবা অধ্যাত্মজ্ঞানীদিগের মধ্যে অতিনিপুণ, বেদধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ এক ব্যক্তি, যাহা কহিবেন তাহাই ধর্ম্ম ॥ ৯ ॥ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এবং শূদ্র, এই চারিপ্রকার বর্ণ; তাহার মধ্যে প্রথমোক্ত বর্ণত্রয়—দ্বিজ। সেই দ্বিজগণেরই গর্ভাধান হইতে শ্রাদ্ধপর্য্যন্ত সকল ক্রিয়াকলাপ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥ বক্ষ্যমাণ ঋতুকালে গর্ভাধান, গর্ভস্পন্দনের পূর্ব্বে পুংসবন, ষষ্ঠ বা অষ্টমমাসে সীমন্তোন্নয়ন, বালক গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেই জাতকর্ম্ম, একাদশদিনে অর্থাৎ অশৌচান্ত দ্বিতীয়দিনে নামকরণ, জন্মের পর চতুর্থমাসে নিষ্ক্রমণ, ষষ্ঠমাসে অন্নপ্রাশন, এবং কুলাচারানুসারে অর্থাৎ কাহারও এক বৎসরে, কাহারও তিন বৎসরে,—এই দুই মুখ্য কালে বা পাঁচ বৎসর প্রভৃতি গৌণকালে, চূড়াকরণ হইয়া থাকে ॥ ১১।১২ ॥ এই সমস্ত কার্য্য করিলে শুক্রশোণিত-সম্ভূত পাপরাশি দূরীভূত হয়। এই সকল সংস্কারকার্য্য স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে মন্ত্রহীন; কেবল তাহাদিগের বিবাহ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক করিবে ॥ ১৩ ॥ ব্রাহ্মণকুমারের গর্ভাষ্টমে অথবা প্রকৃত অষ্টমবর্ষে, ক্ষত্রিয়দিগের গর্ভৈকাদশে এবং বৈশ্যদিগের গর্ভদ্বাদশে

উপনয়ন হওয়া বিধি। তবে বৈশ্যের উপনয়ন কুলাচারানুসারে হইবে ইহা কেহ কেহ বলেন ॥ ১৪ ॥ নিজ নিজ গৃহ্যোক্ত বিধিঅনুসারে উপনীত করিবার পর, গুরু, শিষ্যকে মহাব্যাহৃতি (ভূঃ ইত্যাদি) উচ্চারণ করিয়া বেদাধ্যাপনা করিবেন এবং উক্ত শিষ্যকে শৌচ এবং আচার শিক্ষা করাইবেন ॥ ১৫ ॥ দক্ষিণকর্ণে যজ্ঞোপবীত স্থাপন পূর্ব্বক, দিবা, প্রাতঃকাল, এবং সায়ংকালে উত্তরমুখ, ও যদি রাত্রি হয় ত দক্ষিণাভিমুখ হইয়া মূত্র বিষ্ঠা ত্যাগ করিবে ॥ ১৬॥ অনন্তর শিশ্নাগ্রহণ পূর্ব্বক উত্থান করিয়া মৃত্তিকা এবং উদ্ধৃত জল দ্বারা এইরূপ শৌচ করিবে, যাহাতে বিণ্মূত্রের লেপ, বা গন্ধ কিছুমাত্র না থাকে*॥১৭॥ পবিত্রস্থানে উপবেশন পূর্ব্বক উত্তরমুখ বা পূর্ব্বমুখ হইয়া হস্ত উভয়জানুর অন্তরালে রাখিয়া দ্বিজগণ ব্রাহ্মতীর্থ দ্বারা আচমন করিবেন ॥১৮॥ কনিষ্ঠামূল (১) তর্জ্জনীমূল (২) অঙ্গুষ্ঠমূল (৩) এবং করতলের অগ্রভাগ অর্থাৎ অঙ্গুল্যাগ্র (৪) এইকয় স্থানের নাম যথাক্রমে প্রজাপতিতীর্থ (১) পিতৃতীর্থ (২) ব্রহ্মতীর্থ (৩) এবং দেবতীর্থ, (৪) ॥ ১৯ ॥ তিনবার জলপানান্তে (অঙ্গুষ্ঠ মূলদ্বারা) দুইবার (মুখে) মার্জ্জন করিয়া ঊর্দ্ধদেহগতচ্ছিদ্রসকল অর্থাৎ নাসিকাদি, জলদ্বারা স্পর্শকরিবে। অবিকৃত ফেনবুদ্বুদরহিত শূদ্রকর্ত্তৃক অনাহৃত জল, (পানসময়ে) বক্ষঃ (১) কণ্ঠ (২) তালু (৩) পর্য্যন্ত গমনকরিলে, ব্রাহ্মণ (১) ক্ষত্রিয় (২) ও বৈশ্য (৩) গণ যথাক্রমে শুদ্ধ হইবেন। ওষ্ঠপ্রান্তে একবার মাত্র স্পৃষ্ট হইলেই স্ত্রীলোক এবং শূদ্রগণ শুদ্ধ হইবে ॥ ২০।২১ ॥ প্রাতঃস্নান, জলদৈবত মন্ত্র অর্থাৎ আপোহিষ্ঠা প্রভৃতি মন্ত্রদ্বারা মার্জ্জন, প্রাণায়াম, সূর্য্যোপস্থান এবং প্রত্যহ গায়ত্রী জপ করিবে ॥ ২২ ॥ প্রণবযুক্ত একএকটী ব্যাহৃতি যথাক্রমে পূর্ব্বে যোজনা করিয়া শিরঃ অর্থাৎ আপোজ্যোতিঃ ইত্যাদি মন্ত্রের সহিত তিনবার গায়ত্রীজপ করিবে (জপ করিবার সময় মুখনাসিকাদি হইতে নিয়মমত বায়ুনির্গম হইবেনা; রেচক পূরক এবং কুম্ভক করিয়া থাকিবে) ইহাই প্রাণায়াম ॥ ২৩ ॥ এইরূপ প্রাণায়াম করিয়া আপোহিষ্ঠাদি মন্ত্র দ্বারা আপনাকে প্রোক্ষিত করিবে, এবং সায়ংকালে পশ্চিমাস্য হইয়া নক্ষত্রদর্শন পর্য্যন্ত গায়ত্রী জপ করিতে থাকিবে, অর্থাৎ যাবৎ নক্ষত্রদর্শন না হয় তাবৎ সায়ংসন্ধ্যার বিহিত কাল। প্রাতঃকালে সূর্য্যদর্শনপর্য্যন্ত পূর্ব্বাস্য হইয়া ঐরূপ করিতে থাকিবে; অর্থাৎ যাবৎ সূর্য্যোদয় না হয় তাবৎ প্রাতঃসন্ধ্যার বিহিত কাল। সন্ধ্যোপাসনানন্তর প্রাতঃসন্ধ্যা এবং সায়ংসন্ধ্যায় নিজ নিজ গৃহ্যোক্ত বিধি অনুসারে অগ্নিতে সমিধাদি আহুতিপ্রদান করিবে। ২৪। ২৫। অনন্তর "আমি অমুক" এইরূপে নিজনাম উল্লেখ করিয়া গুরু প্রভৃতি বৃদ্ধবর্গকে অভিবাদন করিবে। ২৬। এবং অধ্যয়নসিদ্ধির নিমিত্ত একাগ্রচিত্তে গুরুর পরিচর্য্যা করিবে। গুরু, অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত অহ্বান করিলে পর অধ্যয়ন করিবে, ভিক্ষাদি করিয়া যাহা পাইবে, তৎসমস্ত গুরুকে অর্পণ করিবে, মনঃ, বাক্য, শরীর, এবং কর্ম্মদ্বারা তাঁহার হিতাচরণ করিবে ॥ ২৭ ॥ কৃতজ্ঞ, অদ্রোহী, মেধাবী, শুচি, আধিব্যাধিরহিত, অসূয়াশূন্য, সচ্চরিত্র, সেবাকুশল, বন্ধু, বিদ্যাদাতা, এবং ধনদাতা এই সকল ব্যক্তি ধর্ম্মতঃ অধ্যাপনীয় ॥ ২৮ ॥ (এই অধ্যয়নের সময়) দণ্ড, অজিন, যজ্ঞোপবীত এবং মেখলা ধারণ করিবে, এবং স্বীয় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য অনিন্দনীয় ব্রাহ্মণবাটীতে ভিক্ষা করিবে ॥ ২৯ ॥ ব্রাহ্মণ (১) ক্ষত্রিয় (২) এবং বৈশ্য (৩) যথাক্রমে আদি (১) মধ্য (২) এবং অন্তে (৩) ভবৎ শব্দপ্রয়োগ করিয়া ভিক্ষা করিবে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বলিবে "ভবতি! ভিক্ষাংদেহি" ক্ষত্রিয় বলিবে "ভিক্ষাংভবতি! দেহি" বৈশ্য বলিবে "ভিক্ষাংদেহিভবতি!" ॥ ৩০ ॥ অগ্নিকার্য্য করিবার পর, গুরুর অনুমতিঅনুসারে মৌনী হইয়া ভোজন করিবে। ভোজনস্থ-

* হস্তান্তরে হস্তমৃত্তিকা দিবার কার্য্য, যেরূপ সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাতে গন্ধলেপনাদি দূর না হইলে যতক্ষণ ঐরূপ শৌচ করিতে হইবে। যতক্ষণ গন্ধলেপ না যায় ইহা জানাইবার জন্যই "গন্ধলেপ" ইত্যাদিউক্ত হইয়াছে।

।ন্তর নিন্দা করিবে না, প্রত্যুত " এইরূপ প্রতিদিন হউক " ইত্যাদিরূপে পূজা ।রিবে। এবং ভোজনের পূর্ব্বে আপোশন ।র্থাৎ গণ্ডূষ করিতে হইবে॥ ৩১॥*

দ্বিজ, ব্রহ্মচারী-অবস্থায়, বিশেষ পীড়াদি ব্যতীত একস্থানাহৃত অন্ন, ভোজন করিবে না। এবং ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ (ক্ষত্রিয় বৈশ্য, শ্রাদ্ধে ভোজন করিতে অধিকারী নহে, এইজন্য স্বতন্ত্র-ভাবে ব্রাহ্মণপদের উল্লেখ) শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া, যাহাতে ব্রতভঙ্গ না হয়, এরূপ দ্রব্য ইচ্ছানুসারে ভোজন করিতে পারিবে॥ ৩২॥ ব্রহ্মচারী দ্বিজ, মধু অর্থাৎ মৌ, মাংস, অঞ্জন, গুরুভিন্ন অপরের উচ্ছিষ্ট, নিষ্ঠুরবাক্য, স্ত্রীসম্ভোগ, জীবহিংসা, উদয়াস্তসময়ে সূর্য্য দর্শন, অশ্লীল অর্থাৎ মিথ্যাবাক্য বা জুগুপ্সিত বাক্য, এবং পরিবাদ অর্থাৎ সত্য হউক মিথ্যা হউক পরের দোষ উল্লেখ করা, ইত্যাদি বিষয় পরিত্যাগ করিবে॥ ৩৩॥ যিনি গর্ভাধান হইতে উপনয়ন পর্য্যন্ত সকল সংস্কার করিয়া বেদ অধ্যাপন করেন, তিনি গুরু। যিনি কেবল উপনয়ন দিয়া বেদশিক্ষা দেন, তাঁহাকে আচার্য্য বলা যায়॥ ৩৪॥ যিনি বেদের এক-দেশ শিক্ষাদেন তিনি উপাধ্যায়, এবং যিনি যজ্ঞ করেন, তাঁহাকে ঋত্বিক বলা যায়। গুরু, আচার্য্য, উপাধ্যায়, এবং ঋত্বিক এই কয় মান্যের মধ্যে যদপেক্ষা পূর্ব্বে যাহার উল্লেখ হইয়াছে, তদপেক্ষা তিনি অধিক মান্য অর্থাৎ গুরু, সর্ব্বাপেক্ষা মান্য; আচার্য্য তাঁহা হইতে কিঞ্চিৎন্যূন ইত্যাদি; কিন্তু জননী ইঁহাদিগের অপেক্ষাও অধিকতর মাননীয়া॥ ৩৫॥ এক এক বেদঅধ্যয়নে দ্বাদশবর্ষ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য করিবে, ইহাতে অসমর্থ হইলে পাঁচবৎসর। কেহ কেহ বলেন মাত্র বেদগ্রহণসময় ব্রহ্মচর্য্য করিলেই চলিবে। গর্ভষোড়শবর্ষে কেশ-মুণ্ডন অর্থাৎ "গোদানাখ্য কর্ম্ম" করিবে †॥৩৬

(পূর্ব্বে গর্ভাষ্টমাদি উল্লেখ করিয়া ব্রাহ্মণাদির উপনয়নের মুখ্যকাল উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে উক্ত হইতেছে যে কতদিন পর্য্যন্ত উপনয়ন সংস্কার হইতে পারে।) ব্রাহ্মণ (১) ক্ষত্রিয় (২) এবং বৈশ্যের (৩) যথাক্রমে ষোড়শ (১) দ্বাবিংশ (২) এবং চতুর্ব্বিংশবর্ষ (৩) পর্য্যন্ত উপনয়নের কাল॥ ৩৭॥ এ পর্য্যন্ত উপন-য়ন না হইলে, তদুত্তর ইহারা যাবৎ ব্রাত্য-স্তোমযাগ না করে, তাবৎ দ্বিজোচিত সকল ধর্ম্মেই অনধিকারী, গায়ত্রী উপদেশের অযোগ্য, এবং সংস্কারহীন হয়। যেহেতু প্রথম উৎপত্তি জনকজননী হইতে, এবং দ্বিতীয় উৎপত্তি মৌঞ্জীবন্ধন হইতে, অতএব এই সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ দ্বিজ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হই-য়াছে॥ ৩৯॥ যজ্ঞ, তপস্যা, এবং উপনয়নাদি শুভকার্য্যবোধক বলিয়া একমাত্র বেদই দ্বিজগণের মুক্তিজনক॥ ৪০॥ যিনি প্রত্যহ ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করেন, সেই দ্বিজ, মধু ও দুগ্ধ-দ্বারা দেবগণের, এবং ঘৃত ও মধুদ্বারা পিতৃ-গণের তৃপ্তিসাধন করেন॥ ৪১॥ যিনি প্রত্যহ যথাশক্তি যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন, তিনি ঘৃত ও অমৃতদ্বারা দেবগণের এবং ঘৃত ও মধুদ্বারা পিতৃগণের প্রীতিসাধন করেন॥ ৪২॥ যিনি প্রত্যহ সামবেদ অধ্যয়ন করেন, তিনি সোম-রস ও ঘৃতদ্বারা দেবগণের এবং মধুঘৃতদ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করেন। অর্থাৎ ইহা অধ্যয়ন করিলে, দেবগণ ও পিতৃগণ অতিশয় তৃপ্তি হ'ন॥ ৪৩॥ আর প্রত্যহ যথাশক্তি অথর্ব্ববেদপাঠী দ্বিজ, মেদঃ দ্বারা দেবগণকে এবং মধুঘৃত দ্বারা পিতৃগণকে তৃপ্ত করেন॥ ৪৪ যিনি প্রত্যহ যথাশক্তি, বাকোবাক্য অর্থাৎ প্রশ্নোত্তররূপ বেদবাক্য, পুরাণ, ধর্ম্ম-শাস্ত্র, রুদ্রদৈবত্যমন্ত্র, যজ্ঞগাথাদি গাথা, ভারতাদি ইতিহাস, এবং বারুণী প্রভৃতি বিদ্যা অধ্যয়ন করেন, তিনি মাংস, ক্ষীর, ওদন ও মধুদ্বারা দেবগণকে তৃপ্ত করেন, এবং ঘৃত মধুদ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করেন॥ ৪৫। ৪৬॥ দেবগণও পিতৃগণ, পরি-তৃপ্ত হইয়া, অধ্যয়নকারিকে মঙ্গলজনক, অভি-লষিত সমস্তফল প্রদান করিয়া পরিতৃপ্ত

* পূর্ব্বোক্ত সময়ে অধিকারী না হইলে, এই সময় উক্ত কার্য্য করিতে হইবে, ইহা বুঝাইবার জন্য পুনর্ব্বার "কৃতাগ্নিকার্য্য" (অর্থাৎ অগ্নি কার্য্য করিবার পর) এই কথাটির উল্লেখ হইয়াছে।

† ষোড়শবর্ষে কেশমুণ্ডন ব্রাহ্মণের পক্ষে, ক্ষত্রিয়াদির পক্ষে মতমত বিবেচনা করিয়া লইবে।

করেন। আর যে যে যজ্ঞপ্রতিপাদক বেদৈক-দেশ অধ্যয়ন করিবেন, সেই সেই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফল প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৪৭ ॥ এবং এইরূপ নিত্যস্বাধ্যায়শীলদ্বিজ, তিনবার ধনপূর্ণ পৃথিবীদানের আর উত্তমতপস্যার ফল প্রাপ্ত হ'ন ॥ ৪৮ ॥ (সামান্য ব্রহ্মচর্য্য দ্বিজমাত্রের কর্ত্তব্য) নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, আচার্য্য সন্নিধানে, আচার্য্যের অভাবে আচর্য্য-পুত্রের নিকটে, তদভাবে আচার্য্য-পত্নীর সমীপে, এবং তিনি না থাকিলে অগ্নিহোত্রীয়-অগ্নির নিকটে যাবজ্জীবন বাস করিবেন ॥ ৪৯ ॥ জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী, উক্ত বিধি অবলম্বনে থাকিয়া ক্রমে দেহত্যাগ করিলে মুক্তিলাভ করেন; ইহ-সংসারে তাঁহার আর জঠরযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না ॥ ৫০ ॥

বেদাধ্যয়ন, অথবা ব্রহ্মচর্য্য, (এই একটী একটী) কিম্বা বেদাধ্যয়ন এবং ব্রহ্মচর্য্য উভয়ই সমাপন করিয়া গুরুদক্ষিণা দিবে। পশ্চাৎ গুরুর অনুমতিক্রমে স্নান করিবে ॥ ৫১ ॥ অস্খলিত-ব্রহ্মচর্য্য দ্বিজাতি, নপুংসকত্বাদি দোষ-শূন্যা অনন্যপূর্ব্বা (পূর্ব্বে পাত্রান্তরের সহিত যাহার বিবাহদিবার স্থিরতা পর্য্যন্ত হয় নাই এবং অপরের উপভুক্তা নহে, তাহাকে অনন্য-পূর্ব্বা কহে), কান্তিমতী, অসপিণ্ডা (পিতৃবন্ধু হইতে অধস্তন সপ্তম পর্য্যন্ত, এবং মাতৃবন্ধু হইতে অধস্তন পঞ্চম পর্য্যন্ত, সপিণ্ড কহে; তদ্ভিন্ন), বয়ঃ কনিষ্ঠা অরোগিণী,(অর্থাৎ যাহার দুশ্চিকিৎস্য রোগ নাই) ভ্রাতৃযুক্তা অসমান প্রবরা, অসগোত্রা, এবং মাতৃপক্ষ হইতে পঞ্চম পুরুষের ও পিতৃপক্ষ হইতে সপ্তম পুরুষের পরবর্ত্তিনী একটী সুলক্ষণা কন্যাকে বিবাহ করিবে ॥ ৫২ । ৫৩ ॥ মাতৃপক্ষের পাঁচপুরুষ, এবং পিতৃপক্ষের পাঁচপুরুষ এইদশ পুরুষের বিদ্যাদিগুণে অতিসুবিখ্যাত পুত্র-পৌত্রদাসদাসীধনধান্যাদি সমৃদ্ধ শ্রোত্রিয়দিগের অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্রাধ্যায়ীদিগের মহাকুল হই-তেই বিবাহ করা নিয়ম বটে, কিন্তু কুষ্ঠপ্রভৃতি সঞ্চারী রোগ, কিম্বা, হীনক্রিয়ত্বাদি দোষ থাকিলে ঐ কুল হইতেও কন্যা বিবাহ করা কর্ত্তব্য নহে ॥ ৫৪ ॥ (পুরুষসম্ভাব্য) এই সকল গুণযুক্ত, এবং দোষ বর্জ্জিত সবর্ণ * শ্রোত্রিয় পুংস্ত্ববিষয়ে বিশেষযত্নসহকারে পরীক্ষিত, অস্থবির, বুদ্ধিমান্ এবং জনপ্রিয় ব্যক্তি, বরপাত্র হইবার উপযুক্ত ॥ ৫৫ ॥ দ্বিজাতিগণ, শূদ্রজাতীয় কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবেন, বলিয়া যে একটা কথা আছে তাহা আমার সম্মত নহে, যেহেতু তাহাতে অর্থাৎ ভার্য্যাতে স্বয়ং আত্মাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে † ॥ ৫৬ ॥ যথাক্রমে, ব্রাহ্মণ (১) ক্ষত্রিয় (২) এবং বৈশ্য-দিগের (৩) বর্ণের ক্রমিকত্ব অনুসারে, তিনটী (১) দুইটী (২) এবং একটী মাত্র (৩) ভার্য্যা হইবে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী,ক্ষত্রিয়া,বৈশ্যা; ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা; বৈশ্যের একমাত্র বৈশ্যাই ভার্য্যা; আর শূদ্রজাতীয়ের স্বজাতীয়াই ভার্য্যা হইবে ॥ ৫৭ ॥ বরকে আহ্বান করিয়া তাহাকে যথাশক্তি অলঙ্কৃত কন্যাসম্প্রদান, যে বিবাহের নিষ্পাদক, তাহাই ব্রাহ্মবিবাহ। সেই ব্রাহ্মবিবাহে বিবাহিতা পত্নীর গর্ব্ভজাত সন্তান, দশজন পূর্ব্ব দশজন পর এবং আত্মা এই পূর্ব্বাপর একবিংশতি পুরুষকে পবিত্র করে ॥ ৫৮ ॥

যজ্ঞস্থ ঋত্বিক্কে, (দক্ষিণারূপে) যথাশক্তি অলঙ্কৃত কন্যা সম্প্রদান, যে বিবাহের নিষ্পাদক, তাহা দৈববিবাহ। গোমিথুন-গ্রহণ-পূর্ব্বক কন্যাদান-দ্বারা নিষ্পন্ন বিবাহ আর্ষবিবাহ। এই উভয় বিবাহের মধ্যে প্রথমোক্তবিবাহে বিবাহিতা পত্নীর গর্ব্ভজাত সন্তান, পূর্ব্বাপর চতুর্দ্দশ পুরুষ, এবং শেষোক্ত পত্নীর গর্ব্ভসম্ভূত পুত্র, পূর্ব্বাপর ছয় পুরুষ পবিত্র করে ॥ ৫৯ ॥ "তোমরা দুইজনে একত্র ধর্ম্ম আচরণ কর" এই কথা (কন্যা ও জামতার প্রতি) বলিয়া,

* সবর্ণ অর্থে উৎকৃষ্ট বর্ণ বা সমান বর্ণ।

† দ্বিজ পুত্রার্থী হইয়া শূদ্রাকে বিবাহ করিবে না। তবে পুত্রোৎপত্তির পর ভার্য্যাবিয়োগ হইলে, কেবল মাত্র রতিকাম হইয়া শূদ্রাকেও বিবাহ করিতে পারিবে, ইহাই বচনের তাৎপর্য্য। এইরূপ-বিবাহিত স্ত্রীতেও পুত্র জন্মিতে পারে বলিয়া শূদ্রাগর্ভসম্ভূত দ্বিজ-পুত্রের ধনাধিকারের কথা উল্লিখিত হইবে।

নিম্ন বর্ণোদ্ভব কন্যার সহিত উচ্চবর্ণীয় পুরুষের বিবাহ, পূর্ব্বকালে প্রচলিত ছিল; এক্ষণে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

বরকে কন্যাসম্প্রদান যে বিবাহের নিষ্পাদক, তাহা প্রাজাপত্য। এই প্রাজাপত্য-বিবাহে বিবাহিত পত্নীর গর্ভোৎপন্ন পুত্র, ছয়জন পূর্ব্ববংশ্য, ছয়জন পরবংশ্য, এবং আত্মা ইহাদিগকে পবিত্র করে॥ ৬০॥ শুল্ক-গ্রহণ-পূর্ব্বক কন্যাদান যে বিবাহের নিষ্পাদক তাহার নাম, আসুর বিবাহ। পরস্পর অনুরাগ প্রযুক্ত শপথপূর্ব্বক বিবাহের নাম গান্ধর্ব্ব-বিবাহ; সংগ্রামে অপহরণপূর্ব্বকবিবাহের নাম রাক্ষস বিবাহ, ছলক্রমে অর্থাৎ কন্যার নিদ্রাদি অবস্থায় হরণপূর্ব্বক বিবাহের নাম পৈশাচ বিবাহ। ৬১। সবর্ণ-বিবাহে পাণিগ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। আর উৎকৃষ্ট বর্ণের সহিত হীন-বর্ণার বিবাহ স্থলে, ক্ষত্রিয়া শর গ্রহণ করিবে, বৈশ্যা, প্রতোদ গ্রহণ করিবে। ৬২। পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, সকুল্য, এবং জননী, ক্রমো-পন্যস্ত এই কয় ব্যক্তির মধ্যে পূর্ব্ব-পূর্ব্বের অভাব হইলে, উন্মাদাদিদোষ-রহিত পরপর ব্যক্তি, কন্যাদানে অধিকারী। অর্থাৎ পিতার অভাবে, পিতামহ, তদভাবে ভ্রাতা ইত্যাদি। ৬৩। অধিকারী ব্যক্তি কন্যাদান না করিলে, ঐ অদত্ত-কন্যার প্রতিঋতুতে ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হইবে, আর দানাধিকারীর অভাব হইলে কন্যা স্বয়ং উপযুক্ত পাত্রে আত্মসমর্পণ করিবে। ৬৪। বাক্য দ্বারাই হউক, আর মনঃ দ্বারাই হউক,যে কন্যা একবার প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাকে হরণ করিয়া অর্থাৎ অপরকে দিলে ঐ কন্যাদাতা, চৌরের যে দণ্ড বিহিত আছে, সেই দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। কিন্তু যদি প্রথম-বর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বর মিলে, তাহা হইলে বাগ্‌দত্তাদি কন্যা উৎকৃষ্টবরকেই সম্প্রদান করিবে।৬৫। কন্যাকর্ত্তা, দুষ্টকন্যার দোষোল্লেখ না করিয়া দান করিলে, তাহার উত্তম সাহস দণ্ড হইবে। বস্তুতঃ অদুষ্টকন্যা গ্রহণ করিয়া পরিত্যাগ করিলেও, ঐ দণ্ড। আর যে ব্যক্তি ঐ কন্যার মিথ্যা দোষখ্যাপন করে তাহার শতপণ দণ্ড হইবে। ৬৬। পুনঃ-সংস্কৃতা-অক্ষতা এবং ক্ষতার নাম পুনর্ভূ। যে স্ত্রী স্বীয় পতিকে পরিত্যাগ করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন সবর্ণ পুরুষকে আশ্রয় করে তাহার নাম স্বৈরিণী (এই দ্বিবিধ স্ত্রী অন্যপূর্ব্বা)। ৬৭। দেবর, তদভাবে সপিণ্ড, তদভাবে সগোত্র পুরুষ ঘৃত-লিপ্ত হইয়া অজাতপুত্রাস্ত্রীতে, উহার পিত্রাদির অনু-মতিক্রমে, মাত্র পুত্রোৎপাদনমানসে, ঋতুকালে গমন করিবে। ৬৮। যতদিন গর্ভ না হয়, তত দিন উক্ত নিয়মে গমন করিবে; ইহার পর, কিম্বা নিয়ম ব্যতিক্রম করিয়া গমন করিলে পতিত হইবে। এই বিধি অনুসারে উৎপন্ন পুত্র, পূর্ব্বপরিণেতার ক্ষেত্রজ পুত্র হইবে। ৬৯। ভৃত্য-ভরণাদি-অধিকার হইতে চ্যুত করিবে, অলঙ্কারাদি পরিধান করিতে দিবে না, যাহাতে মাত্রজীবন থাকে এইরূপ আহার করিতে দিবে, অনবরত ধিক্কার দিবে, এবং ভূতলে শয়ন করাইবে এইরূপে ব্যভি-চারিণী স্ত্রীকে অকার্য্যে বিরক্ত করিবার জন্য নিজ গৃহেই রাখিবে। ৭০। স্ত্রীদিগকে, চন্দ্র শৌচ প্রদান করিয়াছেন; গন্ধর্ব্ব, মধুরভাষিতা দিয়াছেন এবং পাবক সমস্ত বস্তু-অপেক্ষা পবিত্র করিয়াছেন; অতএব স্ত্রীগণ পবিত্র।৭১। মানসব্যভিচার হইলে, রাজোদর্শনদ্বারা তাহার শুদ্ধি হইবে। আর যদি হীনবর্ণের সংসর্গে গর্ভ হয়, ভ্রূণহত্যা, স্বামীহত্যা, মহাপাতক, বা শিষ্য সংসর্গাদি করে, তাহাহইলে তাহাকে পরিত্যাগ করাই বিধেয়॥ ৭২॥ পূর্ব্বপরি-নীতাভার্য্যা, সুরাপায়িনী, দীর্ঘরোগগ্রস্তা, ধূর্ত্তা, বন্ধ্যা, অর্থনাশিনী, অপ্রিয়ভাষিণী, স্ত্রীপ্রসবিনী, "মেয়ে-বিউনী," অথবা পুরুষ-দ্বেষিণী হইলে অর্থাৎ এই অষ্টবিধ স্ত্রীলোকের মধ্যে একবিধ হইলেই দ্বিতীয়বার দারপরি-গ্রহ করিবে॥৭৩॥ অধিবিন্নস্ত্রীকে অর্থাৎ যে স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিতে পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়াছে সেই স্ত্রীকে, পূর্ব্ববৎ ভরণ পোষণ করিবে; অন্যথা অতিশয় পাপ হইবে। যেখানে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর আনুকূল্য থাকে, সেখানে ধর্ম্ম, অর্থ, এবং কাম এই ত্রিবর্গের বৃদ্ধি হয়॥ ৭৪॥ যে স্ত্রী, স্বামী বর্ত্তমানে বা অবর্ত্তমানে, অপরপুরুষে আসক্ত না হয়, সে, ইহলোকে যশস্বিনী হয় এবং (পরলোকে) উমার সহিত ক্রীড়া করিতে পায়॥ ৭৫॥ আজ্ঞাবর্ত্তিনী, কার্য্যদক্ষা, পুত্রবতী, এবং

মিষ্টভাষিণী, স্ত্রী থাকিতে পুনর্ব্বার বিবাহ করিলে,রাজা ঐ স্ত্রীকে স্বামীধনের তৃতীয়াংশের একাংশ দেওয়াইবেন। স্বামী নির্দ্ধন হইলে, গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র দেওয়াইবেন॥ ৭৬॥ স্ত্রী, স্বামীর বাক্যপালন করিবে, কারণ ইহাই স্ত্রীলোকের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। কিন্তু স্বামী মহাপাতকী হইলে, শুদ্ধিকাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিবে॥ ৭৭॥ যেহেতু, পুত্রপৌত্র প্রপৌত্র দ্বারা ইহলোকে বংশবিস্তার হয় এবং অগ্নিহোত্রাদি দ্বারা স্বর্গ লাভ হয়। অতএব সন্তানার্থ স্ত্রীসম্ভোগ করিবে এবং ধর্ম্মার্থ তাহাদিগকে উত্তমরূপে রক্ষা করিবে॥ * ৭৮॥ স্ত্রীদিগের ঋতুকাল ষোড়শ অহোরাত্র। তাহার মধ্যে যুগ্ম অর্থাৎ চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম ইত্যাদি অহোরাত্রীয়-রাত্রিকালে স্ত্রীসংসর্গ করিবে। ইহাতে ব্রহ্মচর্য্যচ্যুতি ঘটিবে না। পরন্তু চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, ও সংক্রান্তি এইসকল পর্ব্ব,এবং ঋতুর প্রথম চারি অহোরাত্র বর্জ্জন করিবে॥ ৭৯॥ এইরূপে পুরুষ, মঘা মূলা বর্জ্জন করিয়া চন্দ্রস্বাদি কালে রজস্বলাব্রত এবং স্বল্পাহারাদি দ্বারা কৃশীকৃত পত্নীতে গমন করতঃ লক্ষণাক্রান্ত পুত্রউৎপাদন করিবে॥ ৮০॥

"তোমাদিগের কাম-বিঘ্ন করিলে পাতকী হইবে" স্ত্রীলোকদিগের এই বর স্মরণ করতঃ তাহাদিগের কামানুসারে কামী হইয়া ঋতুভিন্ন কালেও গমন করিতে পারিবে, এবং নিজপত্নীর প্রতিই অনুরক্ত হইবে। কারণ, স্ত্রীগণের রক্ষা করা অতিআবশ্যক বলিয়া উক্ত হইয়াছে॥ ৮১॥ ভর্ত্তা, ভ্রাতা, পিতা, জ্ঞাতি, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, দেবর এবং অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণ, অলঙ্কার বস্ত্র ও ভোজ্য দ্রব্য দ্বারা স্ত্রীগণকে পরিতুষ্ট করিবেন॥ ৮২॥ স্ত্রীলোক, গৃহোপকরণ বস্তু গুছাইয়া রাখিবে, কাজ কর্ম্মে তৎপর হইবে, সর্ব্বদা হাস্যমুখে থাকিবে, অধিক ব্যয় করিবে না, শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের চরণ বন্দনা করিবে এবং সকল কার্য্যই স্বামীর বশবর্ত্তিনী হইয়া করিবে॥ ৮৩॥ স্বামী, বিদেশে যাইলে, স্ত্রী, ক্রীড়া, শরীর-সংস্কার, সভা-দর্শন, উৎসব-দর্শন, হাস্য-পরিহাস এবং পরগৃহে গমন, পরিত্যাগ করিবে॥ ৮৪॥ স্ত্রীজাতিকে, কন্যাকালে পিতা, বিবাহের পর ভর্ত্তা এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রগণ রক্ষা করিবে। যে সময়ে প্রকৃত রক্ষকের অভাব হইবে, সেই সময়ে বন্ধু বান্ধবগণ রক্ষা করিবেন। কোন সময়েই স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা থাকিবে না॥ ৮৫॥ পতিহীনা স্ত্রী, পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, শ্বশ্রূ, শ্বশুর বা মাতুলের আশ্রয়ে থাকিবে। অন্যথা নিন্দনীয় হইবে॥ ৮৬॥ যে স্ত্রী, স্বামীর প্রিয় এবং হিতকর কার্য্যে নিযুক্ত, উত্তম আচার সম্পন্ন এবং জিতেন্দ্রিয়, তিনি ইহকালে যশঃ ও পরকালে সর্ব্বোত্তমা গতি প্রাপ্ত হ'ন॥ ৮৭॥ বহুভার্য্য ব্যক্তি, সবর্ণা স্ত্রী থাকিতে অপর বর্ণীয় স্ত্রীকে ধর্ম্ম করাইবে না। এবং বহুতর সবর্ণা স্ত্রী থাকিলে, তাহার মধ্যে পূর্ব্ব-পরিণীতা স্ত্রী ব্যতীত অপর স্ত্রী ধর্ম্মকার্য্যে নিয়োজনীয় নহে॥ ৮৮॥ স্বামী, সচ্চরিত্রা স্ত্রীকে শ্রৌত অগ্নি, তদভাবে স্মার্ত্ত অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া অবিলম্বে, বিধিপূর্ব্বক পুনর্ব্বার বিবাহ ও অগ্নি আহরণ করিবেন *॥ ৮৯॥ পরিণীত সবর্ণা স্ত্রীতে পরিণেতা সবর্ণ হইতে উৎপন্ন পুত্র, পিতামাতার সবর্ণ হইবে। অনিন্দ্য অর্থাৎ ব্রাহ্মপ্রভৃতি বিবাহে বিবাহিত-পত্নীর গর্ত্তসম্ভূত পুত্র বংশবর্দ্ধন করিয়া থাকে॥ ৯০॥ বিপ্র হইতে ক্ষত্রিয় স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রের নাম মূর্দ্ধাভিষিক্ত। বৈশ্যজাতীয় স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রের নাম অম্বষ্ঠ, এবং শূদ্রজাতীয়া স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রের নাম নিষাদ, কিম্বা পারশব॥ ৯১॥ ক্ষত্রিয় হইতে, বৈশ্য (১) এবং শূদ্র (২) জাতীয় স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্র যথাক্রমে মাহিষ্য (১) এবং উগ্র (২) বলিয়া কথিত হইয়াছে। এবং বৈশ্যের ঔরসে, শূদ্রার গর্ভে উৎপন্ন পুত্রের নাম করণ, এই বিধি, বিবাহিত ভার্য্যাবিষয়েই জানিবে॥ ৯২॥ ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে পুত্র হয়, তাহার নাম

* বংশবিস্তার এবং অগ্নিহোত্রাধিকার, বিবাহের ফল।

* যাহাদিগের পুত্র উৎপন্ন হয় নাই, [illegible] হয় নাই, অথবা যে [illegible] অধিকারী, তাহাদিগের পক্ষে এই বিধি।

সূত। বৈশ্যের ঔরসে যে পুত্র হয় তাহার নাম বৈদেহক। শূদ্রের ঔরসে যে পুত্র হয়, তাহার নাম চাণ্ডাল; এই জাতি সর্ব্বধর্ম্ম-বহিষ্কৃত॥৯৩॥ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যসংসর্গে "মাগধ" এবং শূদ্র সংসর্গে "ক্ষত্তা" সংজ্ঞক আর বৈশ্যা,শূদ্রসংসর্গে আয়োগব সংজ্ঞক; পুত্র প্রসব করিয়া থাকে॥৯৪॥ মাহিষ্য জাতীয় পুরুষের ঔরসে করণজাতীয় স্ত্রীর গর্ভে "রথকার" জন্মগ্রহণ করে। এইরূপ প্রতিলোমজ অর্থাৎ হীনজাতীয় পুরুষসংসর্গে উচ্চজাতীয় স্ত্রীতে উৎপন্ন (১) এবং অনুলোমজ অর্থাৎ উচ্চ জাতীয় পুরুষের ঔরসে নীচ জাতীয় স্ত্রীর গর্ভে উৎপন্ন ব্যক্তিগণকে (২) যথাক্রমে অসৎ (১) এবং সৎ (২) বলিয়া জানিবে॥৯৫॥ জাতির উৎকর্ষ অর্থাৎ মূর্দ্ধাভিষিক্তত্বাদি হইতে বিপ্রত্বাদি লাভ, কোন স্থলে সপ্তম, কোন স্থলে ষষ্ঠ, কোন স্থলে বা পঞ্চম জন্মে হইতে পারে। আর জীবিকার অপকর্ষে সপ্তম,ষষ্ঠ, এবং পঞ্চজন্মে নীচজাতির সাম্য হইবে। অধর অর্থাৎ মূর্দ্ধাভিষিক্তাতে, ক্ষত্রিয়াদি কর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্র এবং উত্তর অর্থাৎ মূর্দ্ধাভিষিক্তাদি জাতীয় স্ত্রীতে ব্রাহ্মণাদি কর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্র, ইহাদিগের উচ্চনীচতা এবং জাত্যুৎকর্ষ পূর্ব্বোক্তরূপেই জানিবে*॥৯৬ গৃহস্থ ব্যক্তি প্রত্যহ বিবাহাগ্নিতে, কিম্বা বিভাগকালাহৃতঅগ্নিতে, স্মার্ত্তকর্ম্ম, এবং আহবনীয়াদি বৈতানিকঅগ্নিতে শ্রৌতকর্ম্ম করিবে॥৯৭॥ শরীরচিন্তা অর্থাৎ বিণ্মূত্রাদি পরিত্যাগ সমাপন করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে শৌচকার্য্য সমাহিত হইলে, দ্বিজ, দন্তধাবন পূর্ব্বক প্রাতঃসন্ধ্যা করিবে॥৯৮॥ আহবনীয়াদি অগ্নিতে আহুতিপ্রদান করিয়া একাগ্রচিত্তে সূর্য্য দৈবত্য মন্ত্র সকল জপ করিবে। আর বেদার্থজ্ঞান বিবিধশাস্ত্রাধ্যয়ন এবং অধীতশাস্ত্রের আলোচনা করিবে॥৯৯॥ অনন্তর অলব্ধদ্রব্যের লাভ, এবং লব্ধদ্রব্যের রক্ষার জন্য কোন রাজা বা জমীদারের নিকট উপস্থিত হইবেন, তৎপরে স্নান করিয়া দেবঋষি-পিতৃ-তর্পণ এবং দেবার্চ্চনা করিবে॥১০০ ঋগ্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব এই চারি বেদ, পুরাণ, ইতিহাস, এবং অধ্যাত্মিকাবিদ্যা, জপযজ্ঞসিদ্ধির জন্য পূর্ব্বোক্তবিধি অনুসারে যথাশক্তি অধ্যয়ন করিবে॥১০১॥ বলিকর্ম্ম (১), তর্পণ (২), হোম (৩), অধ্যয়ন অধ্যাপন (৪), ও অতিথি সৎকার (৫), যথাক্রমে (ইহাদিগের নাম), ভূতযজ্ঞ (১) পিতৃযজ্ঞ (২) দেবযজ্ঞ (৩) ব্রহ্মযজ্ঞ (৪) ও মনুষ্যযজ্ঞ (৫)। এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ, গৃহস্থের নিত্যকর্ত্তব্য॥১০২॥ স্ব স্ব গৃহ্যোক্তবিধি-অনুসারে বৈশ্বদেবের হোম করিবে, অবশিষ্ট অন্নদ্বারা সর্ব্বভূতোদ্দেশে বলি দিবে। অনন্তর কুকুর, চাণ্ডাল, বায়স, ও পতিতদিকে ভূমিতে অন্ন দিবে॥১০৩॥ পিতৃলোক ও মনুষ্য উদ্দেশে প্রত্যহ অন্ন (তদভাবে, ফলমূল, তদভাবে) জল দিবে, এবং প্রত্যহ সর্ব্বদা বেদাধ্যয়ন ও অধ্যাপন করিবে, আপনার জন্য ভোজ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিবে না। কিন্তু দেবতার জন্য প্রস্তুত করিবে॥১০৪॥ বালক, স্ববাসিনী অর্থাৎ বিবাহিতা হইয়া যে পিতৃগৃহে অবস্থিতি করে, বৃদ্ধ, গর্ব্ভিনী, পীড়িত, কুমারী, অতিথি এবং ভৃত্যগণকে ভোজন করাইয়া স্বামী-স্ত্রী অবশিষ্ট অন্নভোজন করিবে॥১০৫॥ দ্বিজাতি, ভোজনের প্রারম্ভে ও অন্তে আপোশন ক্রিয়াদ্বারা ভুজ্যমান অন্নকে, অনগ্ন এবং অমৃত করিবেন॥১০৬॥

ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিবে। ব্রহ্মচারী-ভিক্ষুককে স্বস্তিবাচনাদিপূর্ব্বক ভিক্ষা দিবে। এবং ভোজনকালে আগত সখিসম্বন্ধিবান্ধবদিগকে ভোজন করাইবে॥১০৭॥ শ্রোত্রিয়, গৃহাগত হইলে, তাঁহার প্রীতির জন্য "এ সকল আপনার" ইহা বলিয়া মহোক্ষ,অর্থাৎ বৃহৎবৃষ বা মহাজ অর্থাৎ বৃহৎ ছাগ, সম্মুখে রক্ষা করিবে। উহা শ্রোত্রিয়কে দান বা তাঁহার জন্য হত্যা করিতে হইবে না। তাঁহার স্বাগতপ্রশ্ন আসন দানাদি রূপসৎকার করিবে। তিনি উপবিষ্ট

* ইহার ব্যাখ্যা এই:—ব্রাহ্মণ বিবাহিত নিষাদীর গর্ভে যে কন্যা হইল তাহাকে ব্রাহ্মণে বিবাহ করিল এইরূপ বরাবর হইলে ব্রাহ্মণোঢ়া ষষ্ঠী নিষাদী বংশীয়া যে পুত্র প্রসব করিবে, সে ব্রাহ্মণ, এই স্থলে সপ্তম জন্মে জাত্যুৎকর্ষ হইল। এইরূপ ব্রাহ্মণ পরিণীতা পঞ্চমী অম্বষ্ঠা-বংশীয়া যে পুত্র প্রসব করে, সে ব্রাহ্মণ, এস্থলে ষষ্ঠ জন্মে জাত্যুৎকর্ষ, এইরূপ চতুর্থী মূর্দ্ধাভিষিক্তা যে পুত্র প্রসব করিবে, সে ব্রাহ্মণ, এস্থলে পঞ্চমজন্মে জাত্যুৎকর্ষ।

হইলে আপনি উপবেশন করিবে, তাঁহাকে সুস্বাদু বস্তু ভোজন করাইবে এবং "আপনার আগমনে ধন্য হইলাম" ইত্যাদি মধুর বাক্য বলিবে ॥ ১০৮ ॥

ত্রিবিধ স্নাতক, আচার্য্য, রাজা, মিত্র এবং জামাতা মাতুল-শ্বশুরাদি, গৃহে আগত হইলে, বৎসরে একবার করিয়া মধুপর্ক দ্বারা পূজনীয় এবং সাগ্নিককে প্রতিযজ্ঞে (যজ্ঞ যদি বৎসরে ৪টী হয় তাহাতেও) উক্তরূপে পূজা করিবে ॥১০৯॥ পথিক ব্যক্তিকে অতিথি বলিয়া এবং বেদপারগব্যক্তিকে শ্রোত্রিয় বলিয়া জানিবে, এই অতিথি ও শ্রোত্রিয় ব্রহ্মলোক গমনেচ্ছু গৃহীর বিশেষ মান্য * ॥ ১১০ ॥ অনিন্দনীয় ব্যক্তির নিমন্ত্রণ ব্যতীত, পরপক্ব বস্তুভোজনে অভিলাষী হইবে না। বাক্‌চাপল্য পাণিচাপল্য এবং পাদচাপল্যাদি পরিত্যাগ করিবে ॥ ১১১ ॥ শ্রোত্রিয় অতিথিকে উত্তম-ভোজনাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া সীমান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিবে। ইতিহাস-পুরাণাদিবেত্তা, কাব্যকথায় সুচতুর, সন্তোষ জনক আলাপে সুনিপুণ বন্ধুদিগের সহিত, অবশিষ্ট দিবাভাগ, অতিবাহিত করিবে ॥১১২॥ সায়ংসন্ধ্যোপাসনা, অগ্নিত্রয়ে আহুতি প্রদান, এবং ঐ সকল অগ্নির উপাসনান্তে ভৃত্যবর্গে পরিবৃত হইয়া অনতিতৃপ্তিজনক আহার করিবে; অনন্তর আয়ব্যয়াদিবিষয়কচিন্তা করিয়া শয়ন করিবে ॥ ১১৩ ॥ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ রাত্রির শেষ সময়ে শেষার্দ্ধে জাগরিত হইয়া নিজহিতচিন্তা করিবে। এবং যথাকালে শক্ত্যনুসারে ধর্ম্মার্থ কামের সেবা করিবে ॥১১৪ বিত্ত (১) বন্ধু (২) বয়স্ অর্থাৎ জ্যেষ্ঠতা বা সপ্ততির ঊর্দ্ধ বয়স্ (৩) কর্ম্ম অর্থাৎ শ্রৌতস্মার্ত্ত ক্রিয়াকলাপ (৪) এবং বিদ্যা (৫) প্রভাবে লোক যথাক্রমে অপেক্ষাকৃত মান্য হইয়া থাকে অর্থাৎ সাধারণের নিকট ধনশালী লোকমান্য. তাহার নিকটও বন্ধু সম্পন্ন ব্যক্তি মাননীয় ইত্যাদি। এই সকল গুলি বা ইহার অন্যতম, কোন একটি অধিক পরিমাণে থাকিলে, মান্য, অতএব অশীতি পর বৃদ্ধশূদ্রও সম্মান পাইয়া থাকে* ॥ ১১৫

বৃদ্ধ, ভারবাহী, রাজা, স্নাতক, স্ত্রীলোক, রোগী, বর ও চক্রী অর্থাৎ গাড়োওয়ান্ ইহাদিগকে সাধারণ লোক, পথ দিতে বাধ্য। স্নাতক ব্যতীত এই সকল লোকেরও রাজা সম্মাননীয় অর্থাৎ ইহারা রাজাকে পথ দিবে, কিন্তু স্নাতক, রাজারও মান্য ॥ ১১৬ ॥ যাগ, অধ্যয়ন, এবং দান, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যদিগের সাধারণ ধর্ম্ম; অধিকের মধ্যে ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহ যাজন এবং অধ্যাপনা অর্থাৎ ইহা কেবল ব্রাহ্মণেরই কার্য্য ॥ ১১৭ ॥ প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ের প্রধান কর্ম্ম। কুসীদভোগ (সুদখাওয়া), কৃষিকার্য্য, বাণিজ্য, এবং পশুপালন, বৈশ্যের, প্রধান কর্ম্ম বলিয়া স্মৃত হইয়াছে ॥ ১১৮ ॥ দ্বিজশুশ্রূষাই শূদ্রের প্রধান ধর্ম্ম, কিন্তু তাহার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ না হইলে দ্বিজাতিগণের শুশ্রূষাধিকার হইতে বিচ্যুত না হইয়া বাণিজ্য করিতে পারিবে; অথবা নানাবিধ শিল্পকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে (পরন্তু সকল সময়েই দ্বিজাতিগণের হিতে নিযুক্ত থাকিবে) ॥ ১১৯ ॥ নিজভার্য্যায় অনুরক্ত, শৌচাচার-যুক্ত, ভৃত্যপালক, ও শ্রাদ্ধকার্য্যে তৎপর, হইবে। "নমঃ" এই মন্ত্রমাত্র উচ্চারণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত ভূতযজ্ঞাদি পঞ্চযজ্ঞ করিবে ॥ ১২০ ॥ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ইন্দ্রিয়সংযম, দান, অন্তঃকরণসংযম, দয়া, এবং ক্ষমা ইহা সকলেরই ধর্ম্মসাধন ॥ ১২১ ॥ বয়স্, বুদ্ধি, ধন, বাক্য বেষ, বিদ্যা, বংশ এবং কর্ম্মের অনুরূপ, অথচ কৌটিল্য ও শঠতা বর্জ্জিত বৃত্তি আচরণ করিবে ॥ ১২২ ॥ যাহার ত্রিবর্ষভোগ্য বা তদধিক অন্নসংস্থান আছে, সেই দ্বিজ সোমপান করিবে। এবং যাহার বর্ষভোগ্য অন্নসংস্থান আছে, সেই দ্বিজ সোমপানের পূর্ব্বকর্ত্তব্য

* পথিক ব্যক্তিকে অতিথি বলিয়া জানিবে। শ্রোত্রিয় অর্থাৎ সর্ব্ববেদাধ্যায়ী এবং বেদপারগ অর্থাৎ একশাখাধ্যায়ী, এই দ্বিবিধ অতিথি, ব্রহ্মলোকগমনেচ্ছু গৃহীর মাননীয়। ইহা মিতাক্ষরাসম্মত ব্যাখ্যা।

* মিতাক্ষরা সম্মত ব্যাখ্যা এই:—
এই সমস্ত বা ইহার অন্যতম থাকিলে বৃদ্ধবয়সে শূদ্রও সম্মানিত হইয়া থাকে।

অগ্নিহোত্রদর্শপূর্ণমাসাদিক্রিয়াকলাপ করিবে ॥ ১২৩ ॥* প্রতিবর্ষে সোমযাগ, প্রতিঅয়নে অর্থাৎ প্রতি দক্ষিণায়ন উত্তরায়ণে বা প্রতিবর্ষে, পশুযাগ, শস্যোপত্তিসময়ে অগ্রয়ণ যাগ এবং প্রতিবর্ষে চাতুর্মাস্য যাগ করিবে ॥ ১২৪ ॥ † সোমযাগ প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান কোনরূপে অসম্ভব হইলে তত্তৎকালে, দ্বিজ, বৈশ্বানর যাগ করিবে; দ্রব্য থাকিতে, সোমযাগাদিস্থলে বৈশ্বানর যাগ এইরূপ ন্যূনকল্প কার্য্য অর্থাৎ করিবে না এবং যে কার্য্য ফলপ্রদ অর্থাৎ কাম্য তাহাও হীনকল্পে করিবে না ॥ ১২৫ ॥ শূদ্রের নিকট ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য দ্বারা যজ্ঞ করিলে পরজন্মে চণ্ডাল হয়। যজ্ঞ করিবার নামে যে দ্রব্য পাইয়াছে, যজ্ঞে তাহা না দিলে, ভাস পক্ষী অথবা কাক হইবে। ১২৬ ॥ নিপতিত বা অন্য পরিত্যক্ত শস্যাদির মঞ্জরী গ্রহণের নাম শিল, পরিত্যক্ত কণামাত্র গ্রহণের নাম উঞ্ছ, গৃহী এই উপায়দ্বয়ে কুশূলপরিমিত ধান্যযুক্ত অর্থাৎ দ্বাদশদিন কুটুম্ব-ভরণোপযুক্ত ধান্য সম্পন্ন, কুম্ভপরিমিত-ধান্যযুক্ত অর্থাৎ ছয় দিন কুটুম্ব ভরণোপযুক্ত ধান্যাদি সম্পন্ন, তিন দিন কুটুম্ব ভরণোপযুক্ত ধান্যাদিসম্পন্ন অথবা অশ্বস্তন (অর্থাৎ যাহার পরদিন খাইবার সংস্থান নাই) হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে; এই চতুর্বিধ জীবিকাবলম্বী গৃহীগণের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা পরপর প্রশস্ত; অর্থাৎ কুশূলপরিমিত ধান্যসম্পন্ন অপেক্ষা কুম্ভপরিমিত ধান্য সম্পন্ন গৃহী প্রশংসার পাত্র ইত্যাদি ॥ ১২৭ ॥ অপ্রতিবিদ্ধ ব্যক্তি হইতেও স্বাধ্যায়বিরোধী অর্থগ্রহণ করিবেনা। অজ্ঞাতকুলশীলব্যক্তির নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিবে না, বিরুদ্ধ অর্থাৎ অযাজ্যযাজন এবং প্রসঙ্গ অর্থাৎ নৃত্যগীতাদি তদ্দ্বারা অর্থোপার্জন করিবে না এবং সর্ব্বদা সন্তোষশীল হইবে ॥ ১২৮ ॥ ক্ষুধায় কাতর অর্থাৎ বিভাগলব্ধ ধন দ্বারা কুটুম্ব ভরণাদি করিতে অসমর্থ হইলে, বিজ্ঞাতকুলশীল রাজা, অন্তেবাসী এবং যাজনার্হ ব্যক্তির নিকট হইতে ধনগ্রহণ করিবে। দাম্ভিক অর্থাৎ লোকরঞ্জনের জন্য ধর্ম্মকার্য্যকারী, হৈতুক (কুতার্কিক), পাষণ্ডী অর্থাৎ শাস্ত্রবিরুদ্ধ-আশ্রমাদি-অবলম্বী, বকবৃত্তি অর্থাৎ বঞ্চক ইত্যাদি ব্যক্তিকে বৈদিক লৌকিক সকল কার্য্যে পরিত্যাগ করিবে ॥ ১২৯ শুক্লাম্বরধারী হইবে। শ্মশ্রু, কেশ, ও নখের ক্ষৌরকর্ম্ম করিবে। বাহ্য আভ্যন্তর শৌচযুক্ত এবং স্নানানুলেপন দ্বারা সদ্‌গন্ধশালী হইবে। ভার্য্যার সম্মুখে অথবা একবস্ত্রপরিধান করিয়া, কিম্বা উত্থিত হইয়া, ভোজন করিবে না ॥ ১৩০ ॥ প্রাণবিপত্তিসংশয়াবহকর্ম্ম অর্থাৎ ব্যাঘ্রাদিযুক্তদেশে গমনাদি করিবে না, হঠাৎ কাহাকেও অপ্রিয়, অহিত, কিম্বা অনৃতবাক্য বলিবে না। চৌর্য্য করিবে না এবং বার্দ্ধুষী হইবে না অর্থাৎ নিষিদ্ধ বৃদ্ধিগ্রহণ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে না ॥ ১৩১ ॥ সুবর্ণকুণ্ডল, যজ্ঞোপবীত, বেণুযষ্টি এবং জলপূর্ণ কমণ্ডলু ধারণ করিবে, (প্রথম দুইটী সর্ব্বদা, শেষ দুইটী সময় বিশেষে)। দেবপ্রতিমা, উদ্ধৃতমৃত্তিকা, গাভী, ব্রাহ্মণ এবং বনস্পতিকে প্রদক্ষিণ করিবে ॥ ১৩২ ॥ নদী, ছায়া, পথ, গোষ্ঠ, জল ও ভস্মাদিতে মূত্রপুরীষ ত্যাগ করিবে না। অগ্নি সূর্য্য ও চন্দ্রের অভিমুখীন হইয়া বা স্ত্রীলোক ও দ্বিজাতির সম্মুখে, কিম্বা সন্ধ্যাদ্বয়ে উক্ত কার্য্য করিবে না ॥ ১৩৩ ॥ (উদয়াস্তময়াদি কালে) সূর্য্যদর্শন করিবে না, নগ্ন, বা মৈথুনাসক্ত স্ত্রী দর্শন করিবে না। মূত্রপুরীষাদি দেখিবে না এবং অশুচি হইয়া গ্রহণনক্ষত্রাদি দর্শন করিবে না ॥ ১৩৪ ॥ বৃষ্টিপাত হইতেছে এমত সময়ে এই সমস্ত মন্ত্রপাঠ করতঃ "অয়ং মে বজ্রঃ" অনাবৃত হইয়া গমন করিবে এবং পশ্চিমদিগে মস্তক রাখিয়া অথবা নগ্নাদি অবস্থায় শয়ন করিবে না ॥ ১৩৫ ॥ নিষ্ঠীবন, রক্ত, বিষ্ঠা, মূত্র, এবং রেতঃ জলে নিক্ষেপ করিবে না। আগুনে চরণদ্বয় তপ্ত করিবে না এবং অগ্নিকে লঙ্ঘন করিবে না ॥ ১৩৬ ॥ অঞ্জলিদ্বারা জলপান করিবে না। নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগরিত করিবে না।

* ইহা সোমযাগাদির বিধান হইল। নিত্যকর্ত্তব্য সোমপানে ধনী দরিদ্র বিচার নাই।

† এই সকল কর্ম্ম নিত্যকর্ত্তব্য

দ্যূত বা ধর্ম্মযুদ্ধ অর্থাৎ পশুহিংসাদিদ্বারা ক্রীড়া করিবে না এবং রোগীর সহিত একত্র শয়ন করিবে না॥ ১৩৭॥

জনপদবিরুদ্ধ, কুলাচারবিরুদ্ধ এবং গ্রামবিরুদ্ধ কর্ম্ম, চিতাধূম স্পর্শ, বাহুদ্বারা নদীসন্তরণ, আর, কেশ, ভস্ম, তুষ, অঙ্গার কপাল ও অস্থিকার্পাসাদিতে অবস্থিতি এই সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিবে॥ ১৩৮॥ বৎস গাভীর স্তন্যপান করিতেছে, এমন সময়ে তৎস্বামীকে এ কথা বলিয়া দিবে না আপনিও নিবর্ত্তিত করিবে না। কুপথ দ্বারা নগর গ্রাম, মন্দির, ইত্যাদি কোন স্থলেই প্রবেশ করিবে না, কৃপণ ও শাস্ত্রাতিক্রমী রাজার নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিবে না॥ ১৩৯॥ সূনী, অর্থাৎ হিংসাপর, তৈলিক, সুরাবিক্রয়ী, বেশ্যা এবং পূর্ব্বোক্ত রাজা এই পঞ্চবিধ ব্যক্তির মধ্যে যথাক্রমে পর পর ব্যক্তি প্রতিগ্রহ বিষয়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা অধিক দশগুণ দুষ্ট। অর্থাৎ সূনী হইতে তৈলিক, তাহা হইতে সুরাবিক্রয়ী ইত্যাদি॥ ১৪০॥ ওষধি প্রাদুর্ভূত হইলে, শ্রাবণী পূর্ণিমা, শ্রবণা নক্ষত্রযুক্ত অন্য কোন দিন, অথবা হস্তা নক্ষত্রযুক্তা পঞ্চমীতে বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করিবে। উক্ত সময়ে ওষধি প্রাদুর্ভূত না হইলে ভাদ্র মাসে শ্রবণা নক্ষত্রযুক্ত দিনে বা তন্মাসীয় পূর্ণিমায় আরম্ভ করিবে॥ ১৪১॥ পৌষমাসীয় রোহিণী নক্ষত্রযুক্ত দিনে, অথবা অষ্টকা তিথিতে, গ্রামের বহির্ভাগে জলসমীপে বেদাধ্যয়নের যথাবিধি উৎসর্গ করিবে॥ ১৪২॥ শিষ্য, ঋত্বিক্, গুরু বন্ধু বা স্বশাখাধ্যায়ী শ্রোত্রিয়ের মৃত্যু হইলে, উপাকর্ম্মে ও উৎসর্গে, তিন দিন অনধ্যায়॥ ১৪৩॥

সন্ধ্যাগর্জ্জন, নির্ঘাত (অর্থাৎ আকাশে, উৎপাতসূচকধ্বনি বিশেষ) ভূমিকম্প, উল্কাপাত, বেদের মন্ত্রভাগ কিম্বা ব্রাহ্মণভাগের সমাপ্তি, এবং উপনিষদধ্যয়নে, অহোরাত্র অনধ্যায়॥ ১৪৪॥ অমাবস্যা, পূর্ণিমা, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণদিন, এবং ঋতুসন্ধির (অর্থাৎ এক ঋতুর অবসানে অন্য ঋতুর আরম্ভ সময়ে) অন্তর্গত প্রতিপদে (অর্থাৎ চৈত্র, শ্রাবণ, ও অগ্রহায়ণ মাসের প্রতিপদে*) অহোরাত্র অনধ্যায়। একোদ্দিষ্ট ভিন্ন অন্য শ্রাদ্ধিক অন্ন ভোজন অথবা শ্রাদ্ধিকদ্রব্য প্রতিগ্রহ দিনেও অহোরাত্র অনধ্যায়। (একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধিক অন্ন ভোজনাদিতে তিনদিন অনধ্যায়)॥ ১৪৫॥ গো, মেষ, ছাগ, অশ্ব, অশ্বতর গর্দ্দভ এবং মনুষ্য, এই সপ্তবিধ গ্রাম্য, মহিষ বানর, ভল্লুক, সরীসৃপ, রুরু, পৃষত এবং মৃগ এই সপ্তবিধ আরণ্য, সমষ্টিতে এই চতুর্দ্দশবিধ পশু, মণ্ডূক, নকুল, কুক্কুর, সর্প বিড়াল, মূষিক ইহাদিগের মধ্যে যে কোন একটী, অধ্যয়নপর ছাত্র এবং অধ্যাপনপর গুরু এই উভয়ের মধ্য দিয়া গমন করিলে, এবং শক্রধ্বজের পতন ও উত্থানদিনে অহোরাত্র অনধ্যায়॥ ১৪৬॥ কুক্কুর, শৃগাল, গর্দ্দভ বা পেচক শব্দ করিলে (১।২।৩।৪) সামগান হইলে (৫) বাণের (অর্থাৎ শর সম্পাতের কিম্বা বীণাদির) শব্দ অথবা আর্ত্তনাদ হইলে (৬।৭) অপবিত্র, শব, শূদ্র, অন্ত্য, (অর্থাৎ চাণ্ডালাদি নীচ জাতি) শ্মশান, এবং পতিত ব্যক্তির সন্নিধানে (৮।৯।১০।১১।১২।১৩) অশুচিদেশে (১৪) আপনার অশুচিঅবস্থায় (১৫) বর্ষাসময়ে অথচ সন্ধ্যাভিন্ন কালান্তরে) পুনঃ পুনঃ বিদ্যুৎ বা পুনঃ মেঘ নির্ঘোষ হইলে (১৬।১৭) ভোজন করিবার পর হস্ত আর্দ্র থাকিতে (১৮) জলমধ্যে (১৯), অর্দ্ধরাত্রে (২০), প্রবল বায়ু বহিলে (২১), ঔৎপাতিক ধূলিবর্ষে (২২) দিগ্দাহে (২৩), সায়ং ও প্রাতঃসন্ধ্যাকালে (২৪), কুজ্ঝটিকা হইলে (২৫), রাজা বা চোরাদির ভয় উপস্থিত হইলে (২৬), ধাবন করিতে করিতে (২৭), দুর্গন্ধ বা মদ্যাদি গন্ধ পাইলে (২৮), শিষ্ট ব্যক্তি গৃহে আগমন করিলে (২৯), গর্দ্দভ, উষ্ট্র, রথ, হস্তী, অশ্ব, নৌকা, বৃক্ষ, ঈরিণ, (অর্থাৎ ঊষর, বা মরুভূমি)

---

* এইস্থানে ঋতু শব্দ ষড়্ ঋতু বোধক নহে। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত এই প্রধান ঋতুত্রয়বোধক। বচনান্তরের সহিত একবাক্যতা দ্বারা ইহাই বুঝা গেল। এস্থলে যদে পুনর্ব্বার অহোরাত্র গ্রহণ পূর্ব্বোক্ত নির্ঘাতাদি উৎপাতাস্থ স্থলে আকালিকত্বজ্ঞাপনের জন্য। যে সময়ে এই সকল উপস্থিত হয়, পর দিন সেই সময় পর্য্যন্ত স্থায়ী কার্য্যাবিষ নাম আকালিক।

এই সকল স্থানে অবস্থিতি করিবার সময় (৩০।৩১।৩২।৩৩।৩৪।৩৫।৩৬।৩৭), অধ্যয়ন করিবে না। (অর্থাৎ কুকুর-শব্দাদি, অনধ্যায়ের নিমিত্ত) ঋষিগণ, এই সপ্তত্রিংশৎ প্রকার নিমিত্তাধীন অনধ্যায়কে, তাৎকালিক (অর্থাৎ নিমিত্ত যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্থায়ী) বলিয়া মানিয়া থাকেন (শয়নাদি আরও কতগুলি অনধ্যায়ের নিমিত্ত আছে), ॥১৪৭—৫০॥ দেবপ্রতিমা, ঋত্বিক্, স্নাতক, আচার্য্য, এবং পর স্ত্রীর ছায়া; রক্ত, বিষ্ঠা, মূত্র, নিষ্ঠীবন, এবং উদ্বর্ত্তন (অর্থাৎ যে সকল হরিদ্রাদি, গাত্রে মাখা হইয়াছিল তাহা), ইত্যাদি (অর্থাৎ স্নান জলাদি) কতগুলি দ্রব্য. ইহাতে দণ্ডায়মান হইবে না, এবং ইহা লঙ্ঘন করিবে না ॥ ১৫১ ॥ বিপ্র (অর্থাৎ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ), সর্প, রাজা, এবং আপনাকে কদাপি অবজ্ঞা করিবে না। মৃত্যু পর্য্যন্ত সম্পত্তির আকাঙ্ক্ষা করিবে। কাহারও মনে ব্যথা দিবে না ॥ ১৫২ ॥ উচ্ছিষ্ট, বিষ্ঠা, মূত্র এবং পাদোদক (অর্থাৎ যে জল দ্বারা পাদপ্রক্ষালন করা হইয়াছে তাহা), গৃহ হইতে দূরে পরিত্যাগ করিবে। শ্রুতি স্মৃতি কথিত আচার; নিত্য সম্পূর্ণরূপে আচরণ করিবে ।১৫৩॥ গো, ব্রাহ্মণ, অগ্নি এবং অন্ন, উচ্ছিষ্ট অবস্থায় স্পর্শ করিবে না। আর পাদ দ্বারা উহাদিগকে কখনই স্পর্শ করিবে না। কাহারও নিন্দা বা তাড়ন করিবে না। তবে শিক্ষার্থ পুত্র এবং শিষ্যকে (সামান্য রূপ) তাড়না করিবে ॥ ১৫৪ ॥ বাক্য, মন ও কর্ম্ম দ্বারা, যত্ন সহকারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে, কিন্তু শাস্ত্রবিহিত কার্য্যও লোকগর্হিত হইলে তাহা করিবে না। (যথা মধুপর্কে গোবধাদি)। কারণ,তাহা (লোকসম্মত অগ্নিষ্টোমাদির ন্যায়) স্বর্গসাধন নহে ॥১৫৫॥ জননী, জনক অতিথি, বৈমাত্রেয় ও সহোদর ভ্রাতা, সধবা স্ত্রী, সংবন্ধী (অর্থাৎ বৈবাহিক, শ্বশুর শ্যালকাদি) মাতুল, বৃদ্ধ, বালক, আতুর, আচার্য্য, বৈদ্য, আশ্রিত, বান্ধব (অর্থাৎ পিতৃপক্ষীয় ও মাতৃপক্ষীয় বন্ধু), ঋত্বিক্, পুরোহিত, পুত্র, কন্যা, ভার্য্যা, দাস এবং সনাভি (অর্থাৎ সহোদরা ভগিনী কিম্বা জ্ঞাতিগণ), ইহাদিগের সহিত গৃহস্থ ব্যক্তি,—বিবাদ বিসম্বাদ পরিত্যাগ করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিলে, প্রাজাপত্যাদি সমস্ত লোক প্রাপ্ত হ'ন ॥ ১৫৬। ১৫৭ ॥ পঞ্চপিণ্ড, উদ্ধৃত না করিয়া, পরকীয় জলাশয়ে স্নান করিবে না। নদী, দেবনির্ম্মিত খাত, হ্রদ এবং প্রস্রবণে স্নান করিবে (তাহাতে পঞ্চপিণ্ড উদ্ধার করিতে হইবে না) ॥ ১৫৮ ॥ শয্যা আসন উদ্যান গৃহ এবং রথাদি যান এই সকল বস্তু পরকীয় হইলে, অনুমতি ব্যতীত তাহা উপভোগ করিবে না। অগ্নিহীন ব্যক্তির (অর্থাৎ যাহাদিগের শ্রৌতস্মার্ত্ত অগ্নিতে অধিকার নাই তাহাদিগের—শূদ্রাদির, অথবা ঐ-অগ্নি-রহিত ব্রাহ্মণের) অন্ন, আপৎকাল ব্যতিরেকে ভোজন করিবে না ॥ ১৫৯ ॥ কদর্য্য (অর্থাৎ কৃপণ), নিগড়াদিবদ্ধ, চৌর, ক্লীব, রঙ্গাবতারী (অর্থাৎ নটচারণাদি), বৈণ (অর্থাৎ বেণুজীবী —ডোম) অভিশস্ত (অর্থাৎ "পাতিত্যজনক দুষ্কার্য্যকারী" বলিয়া যাহার অপবাদ রটিয়াছে) বার্দ্ধুষী, বেশ্যা, গণ, (অর্থাৎ বহুলোক) দীক্ষী (অর্থাৎ অগ্নীষোমীয় যজ্ঞের পূর্ব্বে যজ্ঞদীক্ষিত), * চিকিৎসাজীবী, আতুর, ক্রুদ্ধ, ব্যভিচারিণী স্ত্রী, মত্ত, শত্রু, ক্রুর, উগ্রকর্ম্মা (অর্থাৎ দারুণ কর্ম্মা) পতিত, ব্রাত্য, দাম্ভিক, (অর্থাৎ লোকরঞ্জনার্থ ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী) নিষিদ্ধ উচ্ছিষ্টভোক্তা, পতিপুত্ররহিতাস্ত্রী, স্বর্ণকার, স্ত্রীজিত, গ্রামযাজী অর্থাৎ বহুযাজী, লৌহবিক্রয়ী, লৌহকার, তক্ষাদি, তন্তুবায়, শ্বজীবী, নৃশংস (অর্থাৎ নির্দ্দয়), রাজা, রজক (অর্থাৎ বস্ত্রের রঙ করে যে), কৃতঘ্ন, বধজীবী (অর্থাৎ প্রাণিবধ দ্বারা জীবনধারণ করে যে) চেলনির্ণেজক (অর্থাৎ বস্ত্রের মলাপনয়নকারী), মদ্যবিক্রয়জীবী, সহোপপতিবেশ্যা (অর্থাৎ যাহার বাড়ীতে উপপতি, যাওয়া

* মনু ৪ অধ্যায় ২০৯—১০ শ্লোকে গণান্ন, এবং দীক্ষিতান্ন অভোজ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হওয়ায় মূলস্থ "গণদীক্ষিণাং" কথাটির এই অর্থ করিলাম। মিতাক্ষরায় গণদীক্ষী শব্দে বহুযাজী—বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এইজন্য উহাতে বক্ষ্যমাণ গ্রামযাজী শব্দে গ্রামের শান্তিকর্ত্তা কিম্বা বহুব্যক্তির উপনয়নদাতা এই অর্থ করিতে হইয়াছে নচেৎ ব্যর্থোক্তি হয়।

আসা করে), পিশুন (অর্থাৎ পরদোষ প্রকাশক), মিথ্যাবাদী, চাক্রিক (অর্থাৎ তৈলিক), বন্দী (অর্থাৎ স্তাবক) এবং সোমরস বিক্রেতা, ইহাদিগের অন্নভোজন করা নিষিদ্ধ ॥ ১৬০—১৬৪ ॥ (অগ্নিহীনের অন্ন অভোজ্য এই বিধানদ্বারা শূদ্রান্নভোজন নিষিদ্ধ হইয়াছে বটে কিন্তু) দাস, গোপালক, কুলমিত্র (অর্থাৎ যাহার পূর্ব্বপুরুষ হইতে আপনাদিগের মিত্রতা চলিতেছে) অর্দ্ধসীরী (অর্থাৎ যাহার সহিত একজমীতে আধাআধি করিয়া চাষ দেওয়া হয়,) নাপিত, এবং যে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করে,শূদ্রজাতির মধ্যে কেবল ইহাদিগের অন্ন ভোজ্য * ॥ ১৬৫ ॥ ইতিস্নাতকব্রতপ্রকরণ। এক্ষণে জাতিধর্ম্ম কথিত হইতেছে। অনর্চ্চিত (অর্থাৎ মাননীয় ব্যক্তিকে উপযুক্তসম্মান-সহকারে যাহা প্রদত্ত হয় নাই), বৃথা মাংস (অর্থাৎ দেবপূজাদির নিমিত্ত যাহার পাক হয় নাই), কেশযুক্ত, কীটযুক্ত, শুক্ত (অর্থাৎ যাহা বস্তুতঃ মধুর হইলেও দধ্যাদি সংযোগে অম্ল হয়), পর্য্যুষিত (একরাত্রি-অন্তরিত) উচ্ছিষ্ট, কুক্কুরস্পৃষ্ট, পতিতদৃষ্ট, রজস্বলাস্পৃষ্ট, সংঘুষ্ট, (অর্থাৎ এ অন্ন কে খাইবে এইরূপ ঘোষণাদ্বারা যাহা প্রদত্ত হয়), পর্য্যায়ান্ন (অর্থাৎ বস্তুতঃ একের অন্ন, অপরের বলিয়া প্রদত্ত হইলে উহাকে পর্য্যায়ান্ন কহে), গো-আঘ্রাত, পক্ষির উচ্ছিষ্ট, জ্ঞান পূর্ব্বক পদদ্বারা স্পৃষ্ট অন্ন ভোজন করিবে না॥ ১৬৬। ১৬৭ ॥ পর্য্যুষিত অদনীয় বস্তু ঘৃতাদিস্নেহযুক্ত হইয়া বহুদিন থাকিলেও তাহা ভোজ্য। বহুদিনের পর্য্যুষিত গোধূম চূর্ণ পিষ্টক, যবচূর্ণপিষ্টক ও দুগ্ধবিকার (অর্থাৎ শুষ্ক ক্ষীরাদি), স্নেহাক্ত না হইলেও (যদি বিস্বাদ না হয়) ভোজ্য ॥১৬৮॥ সন্ধিনী (অর্থাৎ যে বৃষসংসৃষ্টা, কিম্বা একবেলা অতিক্রম করিয়া যাহাকে দোহন করা হয়, অথবা অন্য বৎসের দ্বারা স্তন্যপান করাইয়া যাহার দোহন করিতে হয়) অনির্দ্দশা (অর্থাৎ যাহার প্রসবের পর দশদিন অতিবাহিত হয় নাই) এবং বৎসহীনা গাভীর দুগ্ধ, উষ্ট্র, একশফ (অর্থাৎ বড়বাদি) অজা ব্যতীত সকল দ্বিস্তনী স্ত্রী, মহিষী ব্যতীত সকল আরণ্য, এবং মেষ, ইহাদিগের দুগ্ধ,ও শকৃন্মূত্র, ব্যবহার করিবে না ॥ ১৬৯ ॥ দেবপূজার্থ প্রস্তুত হবিঃ (দেবপূজার পূর্ব্বে), শোভাঞ্জন, রক্তবর্ণবৃক্ষনির্য্যাস, ছেদনজাতবৃক্ষনির্য্যাস, যজ্ঞে অদত্ত পশুর মাংস, বিষ্ঠাস্থানে উৎপন্ন, অপানদেশ দ্বারা উদর-নিঃসৃত বীজ হইতে উৎপন্ন, কবক (অর্থাৎ পাতালকোঁড়,) মাংসাসী পক্ষী, দাত্যূহ অর্থাৎ (চাতক) শুক, প্রতুদ (অর্থাৎ শ্যেনাদি) টিট্টিভ, সারস, একশফ (অর্থাৎ অশ্বাদি) হংস, পারাবতাদি সকল গ্রাম্যপক্ষী, ক্রৌঞ্চ, জলকুক্কুট, চক্রবাক, বলাকা, বক, বিষ্কির (অর্থাৎ চকোরাদি,) দেবোদ্দেশ ব্যতিরেকে প্রস্তুত কৃসর (অর্থাৎ তিলমুদ্গসিদ্ধ ওদন,) সংযাব (অর্থাৎ ক্ষীরগুড়ঘৃতাদি দ্বারা নির্ম্মিত) পায়স, অপূপ (অর্থাৎ স্নেহাপক গোধূমবিকার) শষ্কুলী (অর্থাৎ স্নেহপক গোধূমবিকার) কলবিঙ্ক, দ্রোণকাক, কুরর, বৃক্ষকুট্টক, জালপাদ (অর্থাৎ যে সকল পক্ষীর পাদ জালাকৃতি, অজ্ঞাত পাদ হংসও আছে এইজন্য পূর্ব্বে হংসের পুনরুল্লেখ আছে,) খঞ্জন, অজ্ঞাত জাতিমৃগপক্ষী, চাষ, কলহংসাদিরক্তপাদ, (এই সকল পক্ষী) সৌন (অর্থাৎ বধস্থানসম্ভূতমাংস, শুষ্কমাংস, এবং মৎস্য, (ভোজন করিবে না।) যদি জ্ঞানপূর্ব্বক ভোজন করে ত, তিনদিন উপবাস করিয়া থাকিবে * ॥ ১৭০—১৭৪ পলাণ্ডু, গ্রাম্যশূকর, ছত্রাক, গ্রামকুক্কুট, লশুন, এবং গৃঞ্জন (অর্থাৎ গাঁজর) ইহা জ্ঞানপূর্ব্বক সকৃৎ ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে ॥ ১৭৫॥ পঞ্চনখের মধ্যে, শ্বাবিৎ,গোধা, কচ্ছপ, শল্লকী, এবং শশ, (আর গণ্ডার) মৎস্যের মধ্যে সিংহাস্য, রোহিত, পাঠীন, রাজীব, এবং সশল্ক (চিংড়িপ্রভৃতি মৎস্য), দ্বিজগণের ভক্ষ্য। (ইহা

* এ বিধিও এক্ষণে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

* এই প্রায়শ্চিত্ত বিধায়ক বচন অন্য স্মৃত্যুক্ত বচনের সহিত বিরুদ্ধ হইলে, জ্ঞানপূর্ব্বক, অজ্ঞানপূর্ব্বক, আপদে, নিরাপদে, বহুবার ভোজন, সকৃৎ ভোজন, সম্পূর্ণ ভোজন, অসম্পূর্ণ ভোজন, ইত্যাদি অবস্থা ভেদে মীমাংসা করিতে হইবে। আর এস্থলের পুনরুক্তি, প্রায়শ্চিত্তের আধিক্য সূচনাদির জন্য।

দ্বিজাতিদিগের ধর্ম্ম, এক্ষণে যাজ্ঞবল্ক্য চাতুর্বর্ণ্য-সাধারণধর্ম্ম বলিতেছেন),হে মুনিগণ! অতঃপর মাংসভক্ষণ ও মাংসবর্জ্জনবিষয়ে বিধান বলিতেছি, শ্রবণ কর॥ ১৭৭। ১৭৮॥ মাংসভক্ষণ অভাবে প্রাণত্যাগের সম্ভাবনা হইলে,(১) শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া, (২) প্রোক্ষিত (অর্থাৎ প্রোক্ষণনামক শ্রৌতসংস্কারসংস্কৃত যাগার্থ পশুর হুতাবশিষ্ট মাংস) (৩) এবং ব্রাহ্মণ, দেব, বা পিতৃগণকে অর্পণ করিয়া তদবশিষ্ট (৪—৬) মাংস ভোজন করিলে দোষী হইবে না॥ ১৭৮॥ যে দুরাচার; অবিধিপূর্ব্বক (অর্থাৎ যজ্ঞাদি উদ্দেশ ব্যতীত) পশুহত্যা করে, সে, সেই পশুর গাত্রে যতগুলি রোম থাকে, ততদিন ঘোর নরকে বাস করে॥ ১৭৯॥ (প্রোক্ষিতাদিব্যতীত মাংস ভোজন করিব না এইরূপ সঙ্কল্প পূর্ব্বক) মাংসভোজনপরিত্যাগ করিলে, অভিলষিত সকলবিষয় নির্ব্বিঘ্নে প্রাপ্ত হয়। (বর্ষে বর্ষে) অশ্বমেধ ফল লাভ করে। এবং সেই মাংসত্যাগী ব্রাহ্মণাদি যে কোন বর্ণ, গৃহস্থ হইলেও সকলের নিকট মুনির ন্যায় মান্য হইবে॥১৮০॥ ইতি ভক্ষ্যাভক্ষ্য প্রকরণ। সুবর্ণময় রজতময়, পাত্র অব্জ (অর্থাৎ শঙ্খ মুক্তাদি), যজ্ঞীয় উলূখলাদি ঊর্দ্ধপাত্র, ষোড়শি প্রভৃতি গ্রহ, অশ্ম (অর্থাৎ মণি প্রস্তর) শাক, রজ্জু, মূল, ফল, বস্ত্র, বিদল চর্ম্ম প্রভৃতি, প্রোক্ষণীপাত্র প্রভৃতি-পাত্র, এবং চমস (গোদোহনপাত্র বিশেষ) (এই সকল বস্তু মাত্র উচ্ছিষ্ট স্পৃষ্ট হইলে,) কেবল জল দ্বারা শুদ্ধ হইবে। চরুস্থলী, স্রুক্, স্রুব, ও প্রাশিত্রহরণাদি সস্নেহ পাত্র, স্ফ্য (অর্থাৎ বজ্র নামক যজ্ঞীয় পাত্র বিশেষ), শূর্প, যজ্ঞীয় অজিন, ধান্য, মুষল, উলূখল, এবং শকট এই সকল বস্তুর উষ্ণবারি দ্বারা শুদ্ধি (গৃহীতের পুনর্গ্রহণ, অপবিত্রতাধিক্যে শৌচ নির্ণয়ের জন্য) *। শয্যা প্রভৃতি সংহত দ্রব্য এবং রাশীকৃত ধান্য—বস্ত্র—শাকাদির প্রোক্ষণ দ্বারা শুদ্ধি॥১৮১—৮৩॥ দারুময়, শৃঙ্গময় এবং অস্থিময় পাত্রের তক্ষণ দ্বারা শুদ্ধি, বিল্ব-অলাবু-নারিকেলাদি-ফল-সম্ভূত-পাত্র, গোলাঙ্গূল-কেশ দ্বারা ঘর্ষণ করিলেই শুদ্ধ হইবে, এবং যথোক্তরূপে শোধিত যজ্ঞীয় পাত্রগণকে যজ্ঞকার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইলে দক্ষিণ করতল বা কুশাদি দ্বারা ঘর্ষণে শুদ্ধ করিয়া লইবে, (ইহা সংস্কারার্থ)॥ ১৮৪॥ মেষলোমজাত, এবং কৌশিকবস্ত্র—ক্ষার মৃত্তিকা, গোমূত্র, এবং জল দ্বারা, বল্কলতন্তু নির্ম্মিত অংশুপট্ট—বিল্বফল, গোমূত্র এবং জলদ্বারা, পার্ব্বতীয়-ছাগ-রোমনির্ম্মিত কম্বল—অরিষ্ট, গোমূত্র, এবং জলদ্বারা প্রক্ষালন করিলে শুদ্ধ হইবে। (অশুচি দ্রব্য লাগিয়া থাকিলে এইরূপ শুদ্ধি)॥ ১৮৫॥ ক্ষৌমবস্ত্র—গৌরসর্ষপ, গোমূত্র, এবং জলদ্বারা, মৃন্ময় পাত্র (বিশেষ অশুচি না হইলে) পুনঃ পাক দ্বারা শুদ্ধ হইবে। শিল্পীগণের হস্ত, বিপণিস্থ যবব্রীহ্যাদি বিক্রেয় দ্রব্য, ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য, এবং স্ত্রীমুখ, সর্ব্বদা পবিত্র॥ ১৮৬॥ মার্জ্জন, দাহন, কাল (অর্থাৎ যতদিনে সেই অপবিত্র বস্তুর চিহ্ন পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়), গোপ্রচার, সেক (অর্থাৎ গোময়াদি জলসেক বা বৃষ্টি), উল্লেখন (অর্থাৎ তক্ষণ, বা খনন) এবং গোময়াদি দ্বারা লেপন, (অপবিত্রতার ন্যূনাধিক-অনুসারে) এতৎ সমস্ত বা ইহার মধ্যে যে কোন একটী দ্বারা অশুচি ভূভাগ শুদ্ধ হইবে। মার্জ্জন ও লেপন দ্বারা গৃহ শুদ্ধি হইবে (গৃহের মার্জ্জন ও লেপন প্রত্যহ কর্ত্তব্য ইহা বুঝাইবার জন্য ইহা উক্ত হইল)॥১৮৭॥ ভক্ষণীয় বস্তু—গো, ঘ্রাত, কেশদূষিত কীট-দূষিত বা মক্ষিকা-দূষিত হইলে, শুদ্ধির জন্য তাহাতে ভস্ম বা মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিবে॥ ১৮৮॥ ত্রপু, সীসক এবং তাম্র-পিত্তলাদি (অপবিত্রতানুসারে) ক্ষারজল অম্লজল, এবং কেবল জলদ্বারা, আর, কাংস্য, লোহ, ভস্ম-জলদ্বারা, প্রস্থাধিক ঘৃতাদি দ্রব্য, অধিক ঘৃতাদির সহিত মিশ্রণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। (তৎপরিমিত বা তন্ন্যূন ঘৃতাদি দ্রব্য ছাকিয়া লইলে শুদ্ধ হইবে)॥ ১৮৯॥ মৃত্তিকা ও জল দ্বারা গন্ধলেপ দূর করিলে, মূত্র-

* কুল্লূক ভট্টের মতে, চরুস্থলী প্রভৃতি স্নেহযুক্ত হইলেই উষ্ণবারি দ্বারা তাহার শুদ্ধি, নচেৎ কেবল জল দ্বারা। নিঃস্নেহ উলূখলাদির শুদ্ধি পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, এ বচনে সস্নেহের শুদ্ধি উক্ত হইতেছে।

পুরীষাদি-অপবিত্র-দ্রব্য-লিপ্ত সুবর্ণরজতাদি, শুদ্ধ হইবে। বাকৃশস্ত (অর্থাৎ "ইহা শুচি" এইরূপ কথা দ্বারা প্রশংসিত) অথবা যথাসম্ভব প্রক্ষালিত সলিল প্রোক্ষিত অবিজ্ঞাত বস্তু (অর্থাৎ শুচি কি অশুচি বলিয়া যাহা জ্ঞাত হয় নাই) সর্ব্বদাই শুচি॥ * ॥১৯০॥ গোতৃপ্তি কৃৎ (অর্থাৎ যাহা পান করিলে গোর তৃপ্তি জন্মিতে পারে), প্রকৃতিস্থ এবং মহীগত (অর্থাৎ অশুদ্ধ ভূমিতে স্থিত হইলেও) জল, শুচি (অর্থাৎ আচমনাদি যোগ্য)। আর, কুক্কুর, চাণ্ডাল, ব্যাঘ্র রাক্ষসাদি মাংসাশী প্রাণী, এবং পুক্কসাদি ইহারা যে মাংস নিপাতিত করে তাহা পবিত্র॥১৯১॥ সূর্য্যাদির কিরণ, অগ্নি, অজাদিসংস্পৃষ্ট ব্যতীত অন্য ধূলী, ছায়া, গো, অশ্ব, পৃথিবী, বায়ু, হিমকণা, ও মক্ষিকা এই সকল বস্তু, চাণ্ডালাদিস্পৃষ্ট হইলেও স্পর্শকালে শুদ্ধ এবং বৎস, প্রস্রবণ (অর্থাৎ পানজনকব্যাপার দ্বারা, স্তন হইতে, দুগ্ধাকর্ষণ) কালে, শুচি (বালকের আচরণও পবিত্র) ॥ ১৯২॥ অজ এবং অশ্বের মুখ, পবিত্র, গোর মুখ পবিত্র নহে। বসা প্রভৃতি শারীর মল, অপবিত্র। চন্দ্র সূর্য্যের রশ্মি ও বায়ু দ্বারা পথসকল পরিশুদ্ধ হয়॥ ১৯৩॥ মুখচ্যুত বিন্দু, আচমনাবশিষ্টজলকণা, এবং মুখমধ্য প্রবিষ্ট শ্মশ্রু, অপবিত্র নহে। অপরিচ্যুত দন্তলগ্ন বস্তুও দন্তবৎ পবিত্র॥ ১৯৪॥ পূর্ব্বে আচমন করিয়া থাকিলেও, স্নান, পান, ক্ষবণ (হাঁচি), নিদ্রা, ভোজন, রথ্যোপসর্পণ (অর্থাৎ পথবেড়ান), এবং বস্ত্রপরিধানের পর, (আর রোদন অধ্যয়নাদির পর) পুনরাচমন করা কর্ত্তব্য॥ ১৯৫॥ পথস্থিত, পঙ্ক এবং জল, আর পক্কেষ্টকচিত ধবলগৃহাদি; চাণ্ডালাদি নীচজাতি, কুক্কুর এবং বায়সে স্পর্শ করিলে, তাহা বায়ু দ্বারা শুদ্ধ হইবে॥ ১৯৬॥ ইতি দ্রব্য শুদ্ধি প্রকরণ। ব্রহ্মা বিশুদ্ধ ধ্যান করিয়া বেদ রক্ষা পিতৃলোক দেবলোকের তৃপ্তি, এবং ধর্ম্মরক্ষার জন্য, ব্রাহ্মণ দিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন॥ ১৯৭॥ কর্ম্ম এবং জাতিদ্বারা ব্রাহ্মণগণ সকল জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণের মধ্যে শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ উৎকৃষ্ট। তাহার মধ্যে কর্ম্মীগণ প্রধান এবং তাহাদিগের মধ্যেও উত্তমআত্মতত্ত্বজ্ঞগণ শ্রেষ্ঠ॥ ১৯৮॥ কেবল বিদ্যা কেবল তপস্যা (কেবল কর্ম্ম, অথবা কেবল জাতি) দ্বারা সম্পূর্ণ পাত্র হয় না। কিন্তু যাহার (জাতি) কর্ম্ম এবং বিদ্যাতপস্যা এই উভয় আছে, পূর্ব্বে ঋষিগণ, তাহাকেই সম্পূর্ণপাত্র বলিয়াছেন॥ ১৯৯॥ গো, ভূমি, তিল এবং সুবর্ণাদি বস্তু অর্চ্চনাপূর্ব্বক (অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত উদক দানাদিরূপ ইতিকর্ত্তব্যতা পূর্ব্বক) পাত্রে (অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সম্পূর্ণপাত্রে, তদভাবে কেবল বিদ্যাদি সম্পন্ন অসম্পূর্ণ পাত্রে) দান করিবে কিন্তু আত্মহিতৈষী বিদ্বান্ ব্যক্তি অপাত্রে কিছুই অর্পণ করিবেন না॥ ২০০॥ বিদ্যাহীন বা তপোহীন ব্যক্তি, প্রতিগ্রহ করিবে না। কারণ, তাদৃশ ব্যক্তি প্রতিগ্রহ করিলে, দাতাকে এবং আপনাকে অধোগামী করে॥ ২০১॥ (অপতিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত পাত্রে প্রত্যহ যথাশক্তি যথাবিধি দান করিবে। চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহণাদি নিমিত্ত উপস্থিত হইলে ত বিশেষ যত্নপূর্ব্বক দিবে। এবং যাচিত হইয়াও শ্রদ্ধাসহকারে, যথাশক্তি দান করিবে। (তবে অযাচিত হইয়া দান, যাচিত হইয়া দানাপেক্ষা অধিক ফলজনক)॥ ২০২॥ স্বর্ণময় শৃঙ্গ, রৌপ্যময় খুর, বস্ত্র, কাংস্যপাত্র এবং যথাশক্তি দক্ষিণার সহিত সুশীলা দুগ্ধবতী গাভী দান করিবে॥ ২০৩॥ এই গাভীদাতা, দত্ত গাভীর যত রোম থাকে, ততবৎসর স্বর্গে বাস করেন, আর ঐ দত্তগাভী, যদি কপিলা হয়, তাহা হইলে আপনার উদ্ধার ত হয়ই অধিকন্তু পিত্রাদি ছয় পুরুষকেও উদ্ধার করে॥ ২০৪॥ যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে (অর্থাৎ স্বর্ণময় শৃঙ্গাদির সহিত) উভয়তোমুখী গো দান করে, সেই গাভীদাতা, বৎস এবং গাভীর

* মহানন্দ ব্যাখ্যা এই—বাকৃশস্ত (অর্থাৎ শৌচাশৌচ সন্দেহ হইলে, প্রামাণিক ব্যক্তি কর্ত্তৃক "শুচি" বলিয়া কথিত। অম্বুনির্ণিক্ত (অর্থাৎ অযুক্তশুদ্ধি-দ্রব্য এবং সন্দেহস্থলে বাকৃশস্ত না হইলে, যথা সম্ভব প্রক্ষালিত বা প্রোক্ষিত) এবং অবিজ্ঞাত (অর্থাৎ যে দ্রব্যের প্রতি অশুচি বলিয়া একেবারে সংশয় হয় নাই। এই সকল বস্তু সর্ব্বদাই শুচি।

রোমসমসঙ্খ্যক বর্ষ, স্বর্গে বাস করে॥ ২০৫॥ বৎসের সম্মুখস্থিত পদদ্বয় এবং মুখ, যে সময়ে মাতৃগর্ভনিক্রান্ত হইয়া দৃষ্টিপথবর্ত্তী হয় সেই সময় হইতে (প্রসূতি গাভীকে উভয়তোমুখী কহে) যে সময় পর্য্যন্ত বৎস ভূমিষ্ঠ না হয় তাবৎকাল ঐ গাভীকে পৃথিবী বলিয়া জানিবে॥ ২০৬॥ হেমশৃঙ্গাদি হউক বা না হউক, ধেনু (অর্থাৎ দুগ্ধদা) কিম্বা অধেনু (অর্থাৎ অবন্ধ্যা অথচ তৎকালে দুগ্ধদিতেছে না) গাভী কোনরূপে দান করিলে দাতা স্বর্গে আদৃত হ'ন। যদি দত্ত গাভীটী কেবল রুগ্না এবং বিশেষ দুর্ব্বলা না হয়॥ ২০৭। শ্রান্তের শ্রমাপনোদন, রোগীর পরিচর্য্যা, দেব দেবীর পূজা ও উপযুক্ত ব্যক্তির পাদপ্রক্ষালনা এবং উচ্ছিষ্ট মার্জ্জন, গোদানের তুল্য॥ ২০৮॥ ফলদায়িনী ভূমি, দেবালয়, অন্ন, বস্ত্র, জল, তিল, ঘৃত, প্রবাসিদিগের আশ্রয়, নৈবেশিক (অর্থাৎ কন্যা), সুবর্ণ এবং ভার-বাহীবলীবর্দ্দ প্রদান করিলে স্বর্গলোকে আদৃত হয়॥ ২০৯॥ গৃহ, ধান্য, অভয়, পাদুকা, ছত্র, মাল্য, কুঙ্কুমাদি অনুলেপন, রথাদি যান, আম্রাদি বৃক্ষ, প্রিয়-বস্তু (অর্থাৎ যাহার যে বস্তু প্রিয়, তাহাকে সেই বস্তু এমন কি ধর্ম্মাদি পর্য্যন্ত) এবং শয্যা দান করিলে অতিশয় সুখভোগ করে॥ ২১০॥ যে হেতু বেদ, সর্ব্বধর্ম্মময় অতএব ঐ বেদদান সর্ব্বদান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা দান করিলে অক্ষয় ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়॥ ২১১॥ যিনি প্রতিগ্রহ সমর্থ (অর্থাৎ সম্পূর্ণ পাত্র) হইয়াও প্রতিগ্রহ করেন না। যে সকল স্থান নিরন্তরদানকর্ত্তাদিগের প্রাপ্য, তিনি সেই সমস্ত স্থান প্রাপ্ত হ'ন॥ ২১২॥ কুশ, শাক, দুগ্ধ, মৎস্য, গন্ধ, পুষ্প, দধি, পৃথিবী, মাংস, শয্যা, আসন এবং ভ্রষ্টযব এই সকল বস্তু কেহ দান করিতে আসিলে তাহা ফিরাইয়া দিবে না॥ ২১৩॥ কারণ প্রার্থনা ব্যতিরেকে আনীত বস্তু দুষ্কার্য্য কারীর নিকট, হইতেও গ্রহণ করা যায়। কেবল কুলটা নপুংসক, পতিত এবং শত্রুর নিকট গ্রহণ করা যায় না॥ ২১৪॥ দেবতা ও অতিথির পূজা, মাতা পিতা প্রভৃতি গুরুজনের ও ভার্য্যা পুত্রাদি পোষ্যবর্গের পোষণ এবং নিজের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য পতিতাদি অত্যন্ত কুৎসিত ব্যক্তি ভিন্ন সকলের নিকট হইতেই প্রতিগ্রহ করিতে পারিবে॥ ২১৫॥ ইতিদান-প্রকরণ। অমাবস্যা, অষ্টকা, বৃদ্ধি (গর্ভধানাদি) অপরপক্ষ, দক্ষিণায়ন-সংক্রান্তি উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি, কৃষ্ণসারমাংসাদিপ্রাপ্তিকাল বক্ষ্যমাণ-ব্রাহ্মণসম্পত্তি-লাভ-কাল, মেষ সংক্রান্তি, তুলা সংক্রান্তি, সামান্য সংক্রান্তি, ব্যতীপাত-যোগ, গজচ্ছায়া, (চন্দ্র মঘা নক্ষত্রে, সূর্য্য হস্তা নক্ষত্রে থাকিতে ত্রয়োদশী তিথি হইলে গজচ্ছায়া হইয়া থাকে), চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ, এবং যে সময়ে শ্রাদ্ধ করিতে বিশেষ ইচ্ছা হয় এই সকল কাল শ্রাদ্ধকাল বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে॥ ২১৭। ২১৭॥ চতুর্ব্বেদাধ্যয়নক্ষম, (১) শ্রোত্রিয়, (২) ব্রহ্মজ্ঞ, (৩) বেদার্থবিৎ (অর্থাৎ মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক বেদের অর্থজ্ঞ (৪) জ্যেষ্ঠসামা (অর্থাৎ জ্যেষ্ঠসাম সামবিশেষ, যে ব্যক্তি যথোচিত ব্রতানুষ্ঠান পূর্ব্বক উহা অধ্যয়ন করে) (৫) ত্রিমধু (অর্থাৎ ত্রিমধু, ঋগ্বেদের একদেশ যিনি যথোচিত ব্রতচর্য্যা সহকারে উহা অধ্যয়ন করেন) (৬) ত্রিসুপর্ণ (অর্থাৎ ত্রিসুপর্ণ ঋগ্বেদ ও যজুর্ব্বেদের একদেশ, যিনি যথোচিত ব্রতচার্য্যা সহকারে উহা অধ্যয়ন করেন) (৭) স্বস্রীয় (৮) ঋত্বিক্ (৯) জামাতা (১০), যাজ্য (১১), শ্বশুর (১২), মাতুল (১৩), ত্রিণাচিকেত (অর্থাৎ ত্রিণাচিকেত—যজুর্ব্বেদৈকদেশ, যিনি যথোচিত ব্রতচর্য্যা সহকারে উহাঅধ্যয়ন করেন্) (১৪) দৌহিত্র (১৫), শিষ্য (১৬), সংবন্ধী (বৈবাহিক শ্যালকাদি (১৭), বান্ধব (১৮), কর্ম্মনিষ্ঠ, (১৯) তপোনিষ্ঠ (২০) পঞ্চাগ্নি (অর্থাৎ অগ্নিহোত্রী) (২১), উপকুর্ব্বাণক এবং নৈষ্ঠিক এই দ্বিবিধ ব্রহ্মচারী (২২) মাতা পিতৃ সেবানিরত (২৩), এই সকল মধ্যম বয়স্ক ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধের সম্পত্তি। (এই ব্রাহ্মণ সমাগমই ব্রাহ্মণ সম্পত্তি নামে অভিহিত হইয়াছে)* ॥২১৮—২০

* এই ত্রয়োবিংশতি প্রকার ব্রাহ্মণের মধ্যে, ১৪। ২১ ও ২২ সংখ্যোক্ত ব্রাহ্মণগণ প্রধান। কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন, যে প্রথমোক্ত চতুর্ব্বেদাধ্যয়নক্ষম, শ্রোত্রিয়, এবং ব্রহ্মজ্ঞ শব্দ, বিশেষ বিশেষ ব্রাহ্মণের পরিচায়ক

কুষ্ঠাদি রোগাক্রান্ত, হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ, এক নেত্রহীন, পুনর্ভূপুত্র, অবকীর্ণী (ব্রহ্মচর্য্য অবস্থাতে তদবস্থা নিষিদ্ধ কর্ম্ম করায় যাঁহার ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হইয়াছে) কুণ্ড (উপপতির ঔরসে সধবা স্ত্রীর গর্ভজাত), গোলক (ঐ রূপে বিধবার স্ত্রীর গর্ভজাত) কুনখী, শ্যাবদন্ত (স্বভাবতঃ কৃষ্ণদন্ত) ভৃতকাধ্যাপক (অর্থাৎ যে, বেতন গ্রহণ করিয়া অধ্যাপনা করে) ভৃতাধ্যেতা (অর্থাৎ বেতন দিয়া যে অধ্যয়ন করে) ক্লীব, কন্যাদূষী (অর্থাৎ সত্য হউক মিথ্যা হউক, যে ব্যক্তি অবিবাহিতা নারীর দোষ প্রকাশ করে) অভিশস্ত, মিত্রদ্রোহী, পিশুন, সোমবিক্রয়ী, পরিবিন্দক (অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে, কৃতবিবাহ বা জ্যেষ্ঠ অনাহিতাগ্নি থাকিতে কৃতাধান, কনিষ্ঠ,—পরিবিন্দক; সেই জ্যেষ্ঠ, পরিবিত্তি, তাদৃশ পাত্রকে কন্যাদাতা; এবং যাজক এই সকলগুলিও পরিবিন্দক শব্দের লক্ষিত অর্থ) যে ব্যক্তি উপযুক্ত কারণ ব্যতীত মাতা পিতা এবং গুরুকে (ও ভার্য্যা পুত্রকে) ত্যাগ করে, কুণ্ড গোলকের অন্নভোক্তা, অধার্ম্মিকের পুত্র, পুনর্ভূপতি, চৌর, শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্মকারী এবং কিতবাদি, শ্রাদ্ধকার্য্যে নিন্দনীয়। * ২২১।২২২।২২৩॥ শ্রাদ্ধচিকীর্ষু ব্যক্তি, পূর্ব্ব দিন পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিবেন এবং জিতেন্দ্রিয় ও পবিত্রভাবে থাকিবেন। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণও বাক্য, মনঃ, কায় ও কর্ম্ম দ্বারা সংযত হইবেন ॥ ২২৪॥ অপরাহ্ণ সময়ে আহ্বান করিয়া আনিবে সমাগত ব্রাহ্মণগণকে স্বাগত প্রশ্ন দ্বারা আদৃত করিবে, অনন্তর কৃত পাদপ্রক্ষালন, কৃতাচমন কুশহস্ত ঐ সকল ব্রাহ্মণকে, স্বয়ং কুশহস্ত হইয়া উপবেশন করাইবে ॥২২৫ উত্তমরূপে আচ্ছাদিত গোময়াদি লিপ্ত দক্ষিণাপ্রবণ (অর্থাৎ দক্ষিণদিকে ঈষৎ নিম্ন) স্থানে, দৈবে (অর্থাৎ আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে) যথাশক্তি সমব্রাহ্মণ এবং পৈত্র্যে (অর্থাৎ পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে) অযুগ্ম ব্রাহ্মণ উপবেশন করাইবে ॥২২৬ পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের মধ্যে (পিত্রাদি শ্রাদ্ধাঙ্গীভূত) দেবপক্ষে দুই জন ব্রাহ্মণকে পূর্ব্বমুখ করিয়া এবং পিতৃপক্ষে তিন জন ব্রাহ্মণকে উত্তর মুখ করিয়া বসাইবে অথবা অশক্ত হইলে একটী একটী করিয়া উভয় পক্ষে দুইটী মাত্র ব্রাহ্মণ বসাইবে। পার্ব্বণাঙ্গীভূত মাতামহাদি শ্রাদ্ধেও ঐরূপ (অর্থাৎ মাতামহাদি শ্রাদ্ধাঙ্গীভূত দেবপক্ষে দুই জন ব্রাহ্মণকে পূর্ব্বমুখ করিয়া এবং মাতামহাদি পক্ষে তিনজন ব্রাহ্মণকে উত্তর মুখ করিয়া বসাইবে। অশক্ত হইলে এক এক জন করিয়া উভয় পক্ষে দুই জন মাত্র) অথবা বৈশ্বদেবিক (অর্থাৎ দেবপক্ষ) সমুদায়ে একেবার করিলেই চলিবে (পিত্রাদি শ্রাদ্ধাঙ্গীভূত বৈশ্বদেবিক একবার এবং মাতামহাদি শ্রাদ্ধাঙ্গী ভূত বৈশ্বদেবিক আর একবার এরূপ না করিলেও চলিবে) ॥ ২২৭ ॥ অনন্তর ব্রাহ্মণ দিগকে হস্ত প্রক্ষালন জল এবং আসনার্থ কুশসমূহ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদিগের অনুমতিক্রমে "বিশ্বে দেবাস আগত" ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্র দ্বারা বিশ্বদেবগণের আবাহন করিবে॥ ২২৮॥ ব্রাহ্মণ সমীপে প্রদক্ষিণ ক্রমে ভূমিতে যবক্ষেপ করিয়া কুশদ্বয় যুক্ত তৈজসাদিপাত্রে, "শন্নোদেবী" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা জল দিবে, অনন্তর "যবোঽসি যবয়া" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক যব নিক্ষেপ করিবে এবং গন্ধপুষ্পাদিও দিবে ॥২২৯। ব্রাহ্মণগণের কুশ ও অর্ঘ্যপাত্রযুক্ত করতলে "যাদিব্যা" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা অর্ঘ্য সমর্পণ করিবে। অনন্তর করশৌচার্থ জল প্রদানপূর্ব্বক, গন্ধ পুষ্প মাল্য ধূপ দীপ প্রদান করিবে॥ ২৩০॥ এবং আচ্ছাদন দান করিয়া কর শৌচার্থ জল দিবে এ সমস্ত কার্য্যের পর বিকৃতোপবীত হইয়া বামভাগে পিত্রাদি পুরুষত্রয়ের দ্বিগুণাবর্জ্জিত কুশমুষ্টি প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণ গণের অনুমতি ক্রমে, "উশন্তস্ত্বা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা পিতৃগণের আবাহন করিবে, তৎপরে "আয়ান্তুনঃ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা উপাসনা করিবে॥ ২৩১।২৩ ব্রাহ্মণদিগের চতুষ্পার্শ্বে "অপহতা" ইত্যাদি ম

নহে কিন্তু বেদার্থবিৎ, জ্যেষ্ঠসামা ইত্যাদি শব্দই বিশেষ ব্রাহ্মণের পরিচায়ক; আর পূর্ব্বোক্ত তিনটী শব্দ ইহাদিগের একরূপ বিশেষণ।

* যদি শ্রাদ্ধকালে চতুর্ব্বেদাধ্যায়নক্ষম ইত্যাদি ব্রাহ্মণ না পাওয়া যায়, ত এই-সকল-দোষ-শূন্য ব্রাহ্মণও শ্রাদ্ধীয় পাত্র হইতে পারিবে ইহা জ্ঞাপনের জন্য এই সকল দোষের কথা উক্ত হইল।

চ্চারণ পূর্ব্বক তিলক্ষেপ করিবে। পূর্ব্বে যত যবসাধ্য কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে তৎসমস্তই তিলদ্বারা করিতে হইবে। অর্ঘ্য পাত্র হইতে আসনাচ্ছাদনান্ত সকল কর্ম্ম পূর্ব্ববৎ করিবে ॥ ২৩৩ ॥ অর্ঘ্য দানের পর তাহার সংস্রব (অর্থাৎ ব্রাহ্মণহস্ত-গলিত অর্ঘ্যোদক) পিতৃপাত্রে গ্রহণ করিয়া যথাবিধি (অর্থাৎ প্রপিতামহ পাত্রে আবৃত করিয়া কুশান্তরিত ভূমিতে) "পিতৃভ্যঃ স্থানমসি" এইমন্ত্রে ঐ পাত্র উল্টাইয়া অধোমুখে রাখিবে ॥ ২৩৪ অনন্তর অগ্নিতে আহুতি দিবার নিমিত্ত ঘৃতাক্ত অন্ন(অর্থাৎ শাকাদি রহিত)গ্রহণ করিয়া "অগ্নৌকরণমহং করিষ্যে" এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে,"কুরুষ্ব"এইরূপ তাঁহাদিগের অনুমতি পাইলে, পিতৃযজ্ঞবৎ অর্থাৎ সোমায় পিতৃমতে স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা অগ্নিতে, (নিরগ্নি ব্যক্তি, জলাদিতে) আহুতি দিয়া সমাহিতচিত্তে হুতাবশিষ্ট অন্ন মৃণ্ময় পাত্র ব্যতীত যথা-লব্ধ পাত্রে বিশেষতঃ রৌপ্যপাত্রে স্থাপন করিবে ॥ ২৩৫।২৩৬ ॥ অন্ন স্থাপনের পর "পৃথিবীতে পাত্রং দ্যৌঃ পিধানং" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা পাত্রাভিমন্ত্রণ করিয়া "ইদং বিষ্ণুর্ব্বিচক্রমে" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠান্তে অন্নোপরি ব্রাহ্মণের অঙ্গুষ্ঠ নিবেশিত করিবে। "ইদং বিষ্ণু" ইহার পূর্ব্বে দৈব ও পিত্র্যে যথাক্রমে "বিষ্ণোহব্যং রক্ষস্ব" এবং "বিষ্ণো কব্যং রক্ষস্ব" বলিবে ॥২৩৭॥ ব্যাহৃতি যুক্ত গায়ত্রী ও "মধুবাতা" ইত্যাদি মন্ত্র তিন বার পাঠ করিয়া "যথাসুখং জুষধ্বং" বলিবে। ব্রাহ্মণগণও মৌনাবলম্বী হইয়া ভোজন করিবে ॥ ২৩৮ ॥ ক্রোধ ও ত্বরা শূন্য হইয়া অভিলষিত হবিষ্য অন্ন, ব্রাহ্মণ দিগের তৃপ্তি হওয়া পর্য্যন্ত প্রদান করিবে, পুরুষসূক্ত পাবমানী প্রভৃতি মন্ত্র এবং ব্যাহৃতিযুক্ত গায়ত্রী প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র জপ করিবে ॥২৩৯॥ অনন্তর সকল অন্ন গ্রহণ করিয়া "তৃপ্তাঃস্থ" এই কথা ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করিবে। তৃপ্ত হইয়াছি এইরূপ উত্তর পাইয়া, এবং অবশিষ্ট দ্রব্য খাইতে অনুমতি পাইয়া উচ্ছিষ্ট সমীপে কুশান্তরিত ভূমিতে তিলোদক প্রক্ষেপপূর্ব্বক সেই অন্ন প্রক্ষেপ করিবে পরে গণ্ডূষার্থ ব্রাহ্মণ দিগের হস্তে এক বার জল দিবে ॥ ২৪০ ॥

পিণ্ডপিতৃযজ্ঞকল্লাতিদেশে চরুপাক হইলে হুতাবশিষ্ট চরুসহিত সকল অন্নগ্রহণ করিয়া অগ্নিসমীপে পিণ্ডপ্রদান-করিবে, তদভাবে ব্রাহ্মণার্থকৃত অন্নগ্রহণ পূর্ব্বক উহা তিলমিশ্র করিয়া উচ্ছিষ্ট সমীপে পিণ্ডপিতৃযজ্ঞকল্লাতিদেশে পিণ্ডরূপে দান করিবে। এবং তৎকালে দক্ষিণমুখ হইবে ॥ ২৪১ ॥ মাতামহাদি তিন পুরুষের শ্রাদ্ধও ঐরূপ (অর্থাৎ বৈশ্বদেবাবাহনাদি পিণ্ডদানপর্য্যন্ত) করিবে। পরে ব্রাহ্মণ দিগকে আচমন করিতে দিয়া স্বস্তিবাচন ও অক্ষয্যোদক করিবে (অর্থাৎ"অক্ষয্য মস্তু" তবে এই কার্য্যফল অক্ষয় হউক বলিয়া ব্রাহ্মণদিগের হস্তে জল দিবে এবং ব্রাহ্মণেরা বলিবেন "অক্ষয্য মস্তু" অক্ষয় হউক) ॥ ২৪২ ॥ অনন্তর যথাশক্তি দক্ষিণাদান করিয়া স্বধাং বাচয়িষ্যে এই প্রশ্নের পর "বাচ্যতাং" এইরূপে স্বধা বাচনে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃত অর্থাৎ পিত্রাদির "স্বধা" বলুন (পিতৃভ্যঃ স্বধোচ্যতাং পিতামহেভ্যঃ স্বধোচ্যতাং) ইত্যাদিরূপে স্বধাকার উচ্চারণ করিবে। ব্রাহ্মণগণও "অস্তুস্বধা" এইকথা বলিলে ভূমিতে জল সেচন করিবে, পরে বলিবে "বিশ্বেদেবাঃ প্রীয়ন্তাং" বিশ্বদেবগণ প্রীত হউন্ "প্রীয়ন্তাং" "আচ্ছাপ্রীত হউন্" ব্রাহ্মণেরা এই কথা বলিলে উচ্চস্বরে মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা "দাতারো নোভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃসন্ততিরেবচ। শ্রদ্ধা চ নো মাব্যগমৎ বহুদেয়ং চনোহস্তু। (অর্থাৎ আমাদিগের বংশে দাতৃ সংখ্যা বৃদ্ধি হউক, বেদজ্ঞান অধিক হউক্ এবং বংশ বিস্তৃত হউক্। যেন শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে শ্রদ্ধা বিদূরিত না হয়। এবং দেয় বস্তু আমাদিগের যেন প্রচুর হয়। এই সকল প্রার্থনা-মন্ত্র-পাঠান্তে ব্রাহ্মণদিগকে নানাবিধ প্রিয়বাক্য বলিয়া প্রণাম পূর্ব্বক "বাজে বাজে" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে এবং অগ্রে পিতৃব্রাহ্মণ পরে পিতামহ ব্রাহ্মণ ইত্যাদি ক্রমানুসারে তাঁহাদিগকে প্রীতমনে বিদায় দিতে হইবে ॥ ২৪৩—২৪৬ ॥ পূর্ব্বে

যে পিতৃ-অর্ঘ্য-পাত্রে সংস্রব-জল স্থাপিত হইয়াছিল (২৩৪ শ্লোকে ইহার বিধি উল্লেখ হইয়াছে) সেই পিতৃ-পাত্র খুলিয়া উত্তান করিয়া দিবার পর বিদায় দিবে ॥ ২৪৭ ॥ অনন্তর সীমান্ত পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণদিগের অনুগমন করিয়া উহাদিগের নিকট প্রতি নিবৃত্ত হইতে অনুমতি পাইলে, পিতৃদত্তাবশিষ্ট অন্ন, বন্ধুগণের সহিত একত্র হইয়া ভোজন করিবে। এবং সেই অহোরাত্র ভোক্তৃ-ব্রাহ্মণদিগের সহিত ব্রহ্মচর্য্য করিবে এবং দান প্রতিগ্রহাদি করিবে না ॥ ২৪৮ ॥ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে পার্ব্বণ বিধি-অনুসারে পিতৃগণের পূজা করিবে প্রভেদের মধ্যে এই যে তখন অবিকৃতোপবীত ও প্রদক্ষিণ-প্রচার হইবে (অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত যেমন সর্ব্বদা থাকে সেই ভাবে থাকিবে এবং মুখ পরিবর্ত্তন আসন পরিবর্ত্তনাদি প্রদক্ষিণক্রমে হইবে পিতৃগণকে নান্দীমুখ বিশেষণে বিশেষিত করিবে। এই পূজাতে দধি কর্কন্ধুমিশ্র পিণ্ড দিবে এবং তিলের পরিবর্ত্তে যবদ্বারা সমস্ত কার্য্য হইবে ॥ ২৪৯ ॥ একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে একব্যক্তি মাত্রই উদ্দিষ্ট হইবে দৈবপক্ষে আবাহন এবং অগ্নিতে আহুতি প্রদান থাকিবে না, অর্ঘ্য ও পবিত্র একটী মাত্র থাকিবে। এবং এই শ্রাদ্ধ বিকৃতোপবীত হইয়া করিবে ॥ ২৫০ ॥ আর এই শ্রাদ্ধে অক্ষয্যোদক-করণের পরিবর্ত্তে "উপতিষ্ঠতাং" ও ব্রাহ্মণ বিদায় কালে "বাজে বাজে" মন্ত্রের পরিবর্ত্তে "অভিরম্যতাং" বলিবে এবং ব্রাহ্মণেরাও "অভিরতাঃস্মঃ" বলিবে। অপর সমস্ত পূর্ব্ববৎ ॥ ২৫১ ॥ অর্ঘ্যের জন্য গন্ধ-জল-তিলযুক্ত চারিটী পাত্র করিবে। তন্মধ্যে প্রেতার্ঘ্য-পাত্রস্থজল চারিভাগ করিয়া তিনভাগ জল "যেসমানা" এই মন্ত্রদ্বয় পাঠ করতঃ পিতৃপাত্রত্রয়ে (অর্থাৎ পিতৃসপিণ্ডীকরণ স্থলে পিতামহ প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহের পাত্রে ইত্যাদি যথাসম্ভব) সেচন করিবে। এবং অন্যান্য অবশিষ্ট কার্য্য (অর্থাৎ বিশ্বদেবাবাহনাদি বিসর্জ্জনান্তকার্য্য পার্ব্বণবৎ, এবং অবশিষ্ট প্রেতার্ঘ্য পাত্রস্থ জল দ্বারা প্রেতস্থানীয় ব্রাহ্মণ হস্তে অর্ঘ্য দিয়া প্রেতশ্রাদ্ধ একোদ্দিষ্টবৎ সমাপ্ত করিবে) এই অর্থাৎ একোদ্দিষ্টত্ব ও পার্ব্বণত্ব উভয়-ধর্ম্মাক্রান্ত-সপিণ্ডীকরণ এবং একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ স্ত্রীলোকেও করিবে। * ২৫২ । ২৫৩ ॥ বৃদ্ধি শ্রাদ্ধের উপস্থিতি, কুলাচার (বা সংবৎসর মধ্যে অধিকারীর প্রাণনাশের অবধারণ) এই সকল কারণবশতঃ একবৎসরের মধ্যে যাহার সপিণ্ডীকরণ হইবে তদুদ্দেশেও পূর্ণ সংবৎসর প্রত্যহ ব্রাহ্মণকে জলপূর্ণ কুম্ভ এবং অন্ন প্রদান করিবে ॥ ২৫৪ ॥ মৃত্যুর পর সেই বৎসরের মাসে মাসে মৃততিথিতে, ও প্রতি বৎসর মৃত্যু মাসের মৃততিথিতে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। আর আদ্য একোদ্দিষ্ট অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনে কর্ত্তব্য ॥ ২৫৫ ॥ পিণ্ডসকলকে গো, অজ, যাচক-ব্রাহ্মণ, অগ্নি অথবা জলে নিক্ষেপ করিবে। ভোক্তৃ ব্রাহ্মণগণ ভোজনাসনে উপবিষ্ট থাকিলে উচ্ছিষ্ট মার্জ্জনা করিবে না ॥ ২৫৬ ॥ পিতৃগণ, শ্রাদ্ধকালে প্রদত্ত হবিষ্যান্ন অর্থাৎ তিলব্রীহ্যাদি দ্বারা একমাস, পায়স দ্বারা একবৎসর, আর ভক্ষ্যমৎস্য, তাম্রবর্ণ মৃগ, মেষ, ভক্ষ্য পক্ষী, ছাগ, চিত্রমৃগ, কৃষ্ণসার, রুরু, বন্যশূকর, এবং শশ ইহাদিগের মাংস দ্বারা যথাক্রমে এক এক মাস অধিক কাল তৃপ্ত হইবেন। (অর্থাৎ হবিষ্যাদি দ্বারা ১ মাস ভক্ষ্য মাংসে দুই মাস, তাম্রবর্ণ মৃগমাংসে তিন মাস ইত্যাদি) ॥ ২৫৭ । ২৫৮ ॥ শ্রাদ্ধে প্রদত্ত গণ্ডার মাংস, মহাশল্ক (মৎস্যবিশেষ) ক্ষৌদ্র মধু. নীবারাদি মুন্যন্ন, রক্তচ্ছাগ-মাংস, কালশাক বার্দ্ধীণসের (অর্থাৎ বৃদ্ধ শ্বেত ছাগের) মাংস, গয়াতে যাহা কিছু প্রদত্ত হয় তৎসমস্ত এবং ভাদ্র মাসের ত্রয়োদশীতে, বিশেষতঃ মঘাযুক্ত ঐ ত্রয়োদশীতে যাহা প্রদত্ত হয় তৎসমুদয়, অনন্তফলজনক হইয়া থাকে ॥ ২৫৯ ২৬০ ॥ যিনি একমাত্র চতুর্দ্দশী ত্যাগ করিয়া

* মিতাক্ষর সম্মত ব্যাখ্যা এই:—
সপিণ্ডীকরণ ও একোদ্দিষ্ট (অর্থাৎ সপিণ্ডীকরণের পূর্ব্বকর্ত্তব্য পঞ্চদশ শ্রাদ্ধ এবং মৃতাহনিমিত্তক শ্রাদ্ধ) মাতারও করিবে এই বচন দ্বারা পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে যে মাতৃপক্ষ নাই ইহা বোধিত হইল।

প্রতি প্রতিপৎ প্রভৃতি অমাবস্যান্ত চতুর্দ্দশ তিথিতে শ্রাদ্ধ করেন, তিনি যথাক্রমে রূপ-লক্ষণাদিসম্পন্ন কন্যা (১), উত্তম জামাতা (২), জাদি ক্ষুদ্র পশু (৩), সদাচারী পুত্র (৪), তে জয় (৫), কৃষিকর্ম্মে ফল (৬), বাণিজ্যে লাভ (৭), গবাদি দ্বিশফ পশু (৮), অশ্বাদি এক-শফ পশু (৯), ব্রহ্মতেজোযুক্ত পুত্র (১০), স্বর্ণ রৌপ্য (১১), ত্রপুসীসাদি ধাতু (১২), স্বজাতি প্রধানতা (১৩), এবং সর্ব্বাভীষ্ট (১৪), প্রাপ্ত হন। (অর্থাৎ প্রতিপদে শ্রাদ্ধ করায় উত্তম কন্যা লাভ, দ্বিতীয়াতে শ্রাদ্ধ করায় উত্তম জামাতৃ লাভ ইত্যাদি) যাহারা শস্ত্রহত, চতুর্দ্দশীতে তাহাদিগের শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ২৬১—২৬৩॥ যিনি বিশ্বাসী আদরাতিশয়যুক্ত এবং গর্ব্ব-ঈর্ষ্যাদি-রহিত হইয়া কৃত্তিকা প্রভৃতি ভরণী পর্য্যন্ত সপ্তবিংশতি নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করেন তিনি স্বর্গ (১), অপত্য (২), নিজ সামর্থ্যের আতি-শয্য (৩), নির্ভীকতা (৪), ফলবৎ ক্ষেত্র (৫), শারীরিক বল (৬), গুণবান্ পুত্র (৭), স্বজাতি প্রাধান্য (৮), জনপ্রিয়তা (৯), ধনাদি সম্পত্তি (১০), শ্রেষ্ঠতা (১১), মঙ্গল (১২), অপ্রতি-হতাজ্ঞতা (১৩), বাণিজ্য কৃষি কুসীদ পশু-পালন (১৪), অরোগিতা (১৫), যশঃ (১৬), শোকশূন্যতা (১৭), ব্রহ্মলোক (১৮), সুবর্ণাদি (১৯), বেদজ্ঞান (২০), ভিষক্ সিদ্ধি অর্থাৎ ঔষধ ফল প্রাপ্তি (২১), ত্রপুসীসাদিকুপ্য (২২), গো (২৩), ছাগ (২৪), মেষ (২৫), অশ্ব (২৬), এবং আয়ুঃ (২৭), এই সপ্তবিংশতি প্রকার অভিলষিত বস্তু যথাক্রমে প্রাপ্ত হন ॥২৬৪—২৬৭॥ বসু, রুদ্র এবং আদিত্য—পিতা পিতা-মহ এবং প্রপিতামহ শব্দবাচ্য, সুতরাং কেবল রাম, শ্যাম, যদু, শ্রাদ্ধের সম্প্রদানীয় দেবতা নহে। মনুষ্যদিগের পিত্রাদিপদবাচ্য বসু প্রভৃতি, শ্রাদ্ধ দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া মনুষ্য-গণের রাম শ্যাম যদু নামক পিতৃ-পিতা-মহ প্রপিতামহকে পরিতৃপ্ত করেন এবং প্রীত হইয়া শ্রাদ্ধকারিব্যক্তিকে আয়ুঃ প্রজা, ধন, বিদ্যা, স্বর্গ, মোক্ষ, সুখ এবং রাজ্য ইত্যাদি সকল বিষয় প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ২৬৮। ২৬৯ ॥ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, বিনায়ককে কর্ম্মবিঘ্নের জন্য এবং গণ-দিগের আধিপত্যে নিযুক্ত করিয়াছেন ॥ ২৭০ ॥ তিনি যাহার উপর উপসর্গ করেন তাহার লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর। সে ব্যক্তি যেন জলে অবগাহন করিতেছে, কাষায়বাসা মুণ্ডিতমুণ্ড ব্যক্তিগণকে দেখিতেছে, আম-মাংসাশী মৃগাদিতে আরোহণ করিতেছে, এবং চাণ্ডালাদি অন্ত্যজ জাতি, গর্দ্দভ ও উষ্ট্রের সহিত একত্র অবস্থান করিতেছে, দৌড়িতে চেষ্টা করিতেছে কিন্তু ইচ্ছামত দৌড়িতে না পারায় পশ্চাদনুগামিশত্রুর কর-কবলিত হইতেছে এই সকল স্বপ্ন দেখিতে পায়। আর সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক থাকে, আরব্ধ কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না, এবং বিনা কারণে বিষণ্ণ হয় ॥ ২৭১—২৭৩ ॥ তাঁহার (বিনায়ক) উপসর্গ হইলে রাজকুমার রাজ্যলাভ করিতে পারে না। কুমারী অভিলষিত স্বামী প্রাপ্ত হয় না। গর্ভবতী স্ত্রী অপত্য লাভে বঞ্চিত থাকে ঋতুমতী স্ত্রীর গর্ভ হয় না ॥ ২৭৪ ॥ শ্রোত্রিয়—আচার্য্যতা, শিষ্য—অধ্যয়ন, বণিক্—লাভ, এবং কর্ষক—কৃষিফল প্রাপ্ত হয় না ॥ ২৭৫ ॥ এই উপসর্গগ্রস্ত বা উপসর্গভীত ব্যক্তিকে শুভদিনে যথাবিধি স্নান করাইবে। (স্নান বিধি যথা) প্রথমে ঘৃতাপ্লুত গৌর-সর্ষপের কল্ক, গাত্রে; এবং সর্ব্বৌষধি ও সর্ব্বগন্ধ, মস্তকে মাখাইবে। অনন্তর ভদ্রাসনে উপ-বেশন করাইয়া চারিজন সুব্রাহ্মণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করিবে। (ভদ্রাসন যথা,) এক-বর্ণ চারিটী উত্তম নবকুম্ভ দ্বারা অশোষ্য হ্রদ বা নদীসঙ্গম হইতে যে জল উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে অশ্বস্থান, হস্তিস্থান, বল্মীক, নদী-সঙ্গমস্থল এবং অশোষ্য হ্রদ এই সকল স্থান হইতে আনীত পঞ্চবিধ মৃত্তিকা, গোরোচনা, কুঙ্কুমাদি গন্ধ ও গুগ্‌গুলু নিক্ষেপ করিবে। (এবং সেই জলপূর্ণ চূতাদিপল্লবশোভিত, চন্দনচর্চ্চিত, মাল্যভূষিত নববস্ত্রান্বিত চারিটী কুম্ভ বেদীর পূর্ব্বাদি চারিদিকে স্থাপিত করিবে) অনন্তর (পঞ্চবর্ণ-চূর্ণদ্বারা নির্ম্মিত মণ্ডলে সংস্থাপিত) রক্তবর্ণ বৃষচর্ম্মে স্থাপনীয় (শ্বেতবস্ত্র প্রচ্ছাদিত শ্রীপর্ণীনির্ম্মিত আসনের নাম) ভদ্রাসন ॥ ২৭৮

২৭৯॥ যে অনন্তশক্তি বহু-প্রবাহ পাবন উদক, মন্বাদি-ঋষিগণ কর্ত্তৃক উৎপাদিত হইয়াছে তাহার দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করিতেছি, সেই পবিত্রতা জনক উদক তোমাকে পবিত্র করুন্ (প্রথম কলসস্থ জলদ্বারা স্নান করাইবার এই মন্ত্র) ॥২৮০॥ বরুণ রাজা তোমাকে কল্যাণ প্রদান করিয়াছেন। সূর্য্য ও বৃহস্পতি শুভ অর্পণ করিয়াছেন ইন্দ্র এবং বায়ু মঙ্গল দিয়াছেন সপ্তর্ষিগণ ক্ষেমপ্রদান করিয়াছেন (ইহা দ্বিতীয় কলসস্থ জলদ্বারা স্নান করাইবার মন্ত্র) ॥২৮১ তোমার কেশে, সীমন্তে, মস্তকে, ললাটে, কর্ণদ্বয়ে এবং নেত্রদ্বয়ে যে দৌর্ভাগ্য আছে, জল, তৎ সমস্ত বিদূরিত করুন্ (ইহা তৃতীয় কলসস্থ জলদ্বারা স্নান করাইবার মন্ত্র; এই তিন মন্ত্র পাঠ করিয়া চতুর্থকলসস্থ জলদ্বারা স্নান করাইবে) ॥২৮২॥ আচার্য্য এইরূপে অভিষিক্ত ব্যক্তির মস্তক বামপাণিগৃহীত কুশগুচ্ছে আচ্ছাদিত করিয়া তাহাতে, অন্তে স্বাহাযুক্ত মিত, সংমিত, শাল, কটঙ্কট, কুষ্মাণ্ড, এবং রাজপুত্র এই মন্ত্র (অর্থাৎ ওঁ মিতায় স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্র) উচ্চারণ পূর্ব্বক উডুম্বর বৃক্ষজাত স্রুব দ্বারা সার্ষপতৈলের আহুতি প্রদান করিবে ॥ ২৮৩।২৮৪ ॥ (অনন্তর যজমান স্বয়ং স্থালীপাকবিধিঅনুসারে লৌকিকাগ্নিতে চরুপাক করিয়া ঐ সকল মন্ত্রোচ্চারণ করতঃ সেই চরুদ্বারা উক্ত অগ্নিতে হোম করিবে, অন্তে "নমঃ" পদযুক্ত বলিমন্ত্রনাম দ্বারা অর্থাৎ ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নিঋতি, বরুণ, বায়ু, সোম, ঈশান, ব্রহ্মা, এবং অনন্তের চতুর্থ্যন্তনাম ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা) হুতাবশিষ্টবলি ইন্দ্রাদিকে অর্পণ করিবে পরে বিনায়ক এবং বিনায়ক-জননী অম্বিকাকে সকৃদবহত তণ্ডুল, তিলপিষ্ট মিশ্রিত ওদন, পক্ক এবং আম এই উভয়বিধ মৎস্য ও উভয়বিধ মাংস, নানাবর্ণের পুষ্প, কুঙ্কুমাদি সুগন্ধ দ্রব্য, গৌড়ী, পৈষ্টী, এবং মাধ্বী এই ত্রিবিধ সুরা, মূলক (অর্থাৎ মূলাকার ভক্ষ্যবিশেষ) পুরী, স্নেহপক্ক গোধুমবিকার, পিষ্টাদিময় মাল্য, দধিমিশ্রিত অন্ন, পায়স, গুড়পিষ্ট (অর্থাৎ গুড়পিঠা,) এবং মোদক এই সকল বস্তু উপহার দিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিবে অনন্তর শূর্পে কুশ আস্তীর্ণ করিয়া তাহাতে উপহারাবশিষ্ট বলি স্থাপন করিবে এবং ঐ বলিযুক্ত শূর্প (বলিং গৃহ্নন্তু ইত্যাদি মন্ত্রে) সর্ব্বভূতোদ্দেশে চতুষ্পথে স্থাপন করিবে। ২৮৫—৮৮। পরে, বিনায়ক, ও বিনায়ক-জননী অম্বিকাকে, অর্ঘ্য ও দূর্ব্বা, তথা সর্ষপ এবং পুষ্পের পূর্ণাঞ্জলি, প্রদান করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্বারা তাঁহাদিগের নিকট প্রার্থনা করিবে। ২৮৯। হে ভগবতি! আমাকে রূপ দাও, যশ দাও ভাগ্য দাও পুত্র দাও (অধিক কি বলিব) আমাকে সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান কর। (গণেশের নিকট প্রার্থনা কালে ভগবতির পরিবর্ত্তে ভগবন্ বলিতে হইবে) ॥ ২৯০ ॥ অনন্তর স্নানানন্তর যজমান শুক্ল বস্ত্র, শুক্ল মাল্য এবং শুক্ল চন্দনাদি ধারণ করিয়া * ব্রাহ্মণভোজন, করাইবে এবং গুরুকে বস্ত্রদ্বয় ও দক্ষিণা দিবে ॥ ২৯১ ॥ এইরূপে যথাবিধি বিনায়কের পূজা এবং বক্ষ্যমাণ রূপে গ্রহগণের পূজা করিলে, নির্ব্বিঘ্নে কর্ম্মফল প্রাপ্ত হয় এবং সর্ব্বোত্তম সম্পত্তি লাভ করে ॥ ২৯২ ॥ প্রতিদিবস, সূর্য্যদের কার্ত্তিকেয় এবং মহাগণপতির পূজা করিলে মোক্ষ লাভ করে এবং উক্ত দেবগণকে স্বর্ণরৌপ্যাদিময় তিলক প্রদান করিলে অভীষ্ট সিদ্ধি হয় ॥২৯৩॥ ধন ধান্যাদি সম্পত্তি, শান্তি, বৃষ্টি, আয়ুঃ অথবা পুষ্টিকামনায়, কিম্বা অভিচার করিবার জন্য গ্রহপূজা করিবে ॥২৯৪॥ সূর্য্য, সোম, কুজ (মঙ্গল), সৌম্য (বুধ), বৃহস্পতি শুক্র, শনি, রাহু এবং কেতু ইঁহারা "গ্রহ" বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন ॥ ২৯৫ ॥ তাম্র স্ফাটিক ও রক্তচন্দন হইতে (এক একটী), সুবর্ণ হইতে দুইটী, রৌপ্য, লৌহ, সীস ও কাংস্য হইতে (এক একটী) এইরূপ যথাক্রমে নবগ্রহের প্রতিমূর্ত্তি করিবে

* শুক্ল বস্ত্রাদি ধারণ স্নানের পরই কর্ত্তব্য। হোম পর্য্যন্ত আচার্য্যের কার্য্য। যজমান উপহার দান ও প্রার্থনা করিলে আচার্য্য চতুষ্পথে শূর্প স্থাপন করিবেন। তদন্তে ব্রাহ্মণ ভোজনাদি যজমানের আচরণীয়।

র্থাৎ তাম্র হইতে রবির, স্বর্ণ হইতে বুধ ও হস্পতির ইত্যাদি; যথাক্রমে ইঁহাদিগের বর্ণ, ন, শুক্ল, রক্ত, পীত, পীত, শুক্ল, আনীল, নীল বং ধূম্র) ॥ ২৯৬ ॥ তদভাবে; গ্রহদিগের নিজ নজ বর্ণানুসারে পটে, অথবা রক্তচন্দনাদি দ্বারা মণ্ডলে চিত্রিত করিবে। এবং ঐ কল গ্রহকে তাঁহাদিগের নিজ নিজ বর্ণানুরূপ স্ত্র, পুষ্প ও গন্ধ অর্পণ করিতে হইবে ॥ ২৯৭ ॥ কলকেই ধূপদীপ গুগ্‌গুলু ও নৈবেদ্য । প্রতি দেবতার পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্র করিয়া চরুপাক করিতে হইবে। আকৃষ্ণেন (১), ইমং দেবাঃ (২), অগ্নির্মূর্দ্ধা-বঃককুৎ (৩), উদ্বুধ্যস্ব (৪), বৃহস্পতে অতি-যঃ (৫), অন্নাৎ পরিস্রুতঃ (৬), শন্নোদেবীঃ (৭), কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ (৮), কেতুং কৃণ্বন্নিমান্(৯), বগ্রহের এই নয়টি মন্ত্র যথাক্রমে কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ২৯৯ । ৩০০ ॥ অর্ক (অর্থাৎ আকন্দ) (১), পলাশ (২), খদির (৩), অপামার্গ (অর্থাৎ আপাঙ্) (৪), অশ্বথ (৫), উদুম্বর (অর্থাৎ যজ্ঞডুমুর) (৬), শমী (৭), দূর্ব্বা (৮) এবং কুশ (৯), যথাক্রমে নবগ্রহের এই নববিধ সমিধ, ॥ ৩০১ ॥ এক একবিধ সমিধ মধু, ঘৃত, দধি বা ক্ষীর যুক্ত করিয়া আদিত্যাদি নবগ্রহের প্রত্যেক গ্রহ উদ্দেশে, অষ্টোত্তর শত বা অষ্টাবিংশতি-সংখ্যক আহুতি প্রদান করিবে ॥ ৩০২ ॥ গুড়মিশ্রিত ওদন (১), পায়স (২), নীবারাদি অন্ন (৩), ক্ষীর মিশ্রিত ষাষ্টিকৌদন (৪), দধি মিশ্রিত ওদন (৫), ঘৃতৌদন (৬), তিলচূর্ণমিশ্রিত ওদন (৭), ভক্ষ্যমাংসমিশ্রিত ওদন (৮), নানা রকম ওদন (৯), এই নববিধ ভোজ্য যথাক্রমে সূর্য্যাদি প্রীতি উদ্দেশে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করিতে দিবেন অথবা শক্ত্যনুসারে যে ওদন মিলিবে যথাবিধি-সম্মানসহকারে তাহাই দিবেন ॥৩০৩। ৩০৪॥ ধেনু (অর্থাৎ দুগ্ধবতী গাভী), শঙ্খ, বৃষ, সুবর্ণ, বস্ত্র, শুভ্রবর্ণ অশ্ব, কৃষ্ণা গাভী লৌহ নির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্রাদি এবং ছাগ এই নববিধদ্রব্য যথাক্রমে সূর্য্যাদি নবগ্রহ যাগের দক্ষিণা বলিয়া স্মৃত হইয়াছে ॥ ৩০৫ ॥ যে পুরুষের যে সময় যে গ্রহ বিরুদ্ধ হয়, সেই পুরুষ তৎকালে যত্ন পূর্ব্বক সেই গ্রহের পূজা করিবে। ব্রহ্মা গ্রহগণকে এই বর দিয়াছিলেন যে, যে তোমাদিগকে পূজা করিবে তোমরাও তাহার ইষ্টসিদ্ধি ও অনিষ্ট শান্তিদ্বারা মনে রাখিবে ॥ ৩০৬ ॥ রাজাদিগের উন্নতি ও অবনতি এবং সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও নিরোধ, গ্রহেরই অধীন, অতএব গ্রহগণ সকলেরই পূজ্যতম ॥ ৩০৭ ॥ বিশেষ উৎসাহ-সম্পন্ন, বহুদর্শী, কৃতজ্ঞ, বৃদ্ধসেবী, বিনয়ী, গাম্ভীর্য্যযুক্ত, সদ্বংশোদ্ভব, সত্যবাদী, পবিত্র, অদীর্ঘসূত্র (অর্থাৎ অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মের আরম্ভে এবং আরব্ধ কার্য্যের সমাপনে আলস্যশূন্য), মেধাবী, প্রশস্তমনা, অপরুষ (অর্থাৎ যিনি পরদোষ কীর্ত্তনে রত নহেন), ধার্ম্মিক, ব্যসন-শূন্য, দুর্ব্বোধ-অর্থ-অবধারণে সক্ষম, নির্ভীক, রহস্যবেত্তা (অর্থাৎ গোপনীয়ার্থ গোপনে চতুর), স্বরন্ধ্রগোপ্তা (অর্থাৎ স্বীয় সপ্তাঙ্গ রাজ্যের মধ্যে কোনস্থানে যদি কোন বিশৃঙ্খলা থাকে তাহার প্রচ্ছাদনে তৎপর), এবং আন্বীক্ষিকী (অর্থাৎ তর্কশাস্ত্র) দণ্ডনীতি (অর্থাৎ অর্থশাস্ত্র) বার্ত্তা (অর্থাৎ কৃষিবাণিজ্যাদিবিষয়ক শাস্ত্র) ও ত্রয়ী (অর্থাৎ ঋগ্ যজুঃ সাম) এই সকল শাস্ত্রে বিশেষরূপে শিক্ষিত ব্যক্তি রাজ্যে অভি-ষিক্ত হইবেন ॥ ৩০৮—৩১০ ॥ সেই রাজা, হিতাহিত বিবেচনশীল মৌল (অর্থাৎ যাহারা বংশানুক্রমে ঐ রাজবংশের মন্ত্রিত্ব করিয়া আসিতেছে), গম্ভীর প্রকৃতি এবং পবিত্র ব্যক্তিগণকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করি-বেন ॥ ৩১১ ॥ গ্রহোৎপাতও তাঁহার শান্তির উপায়-বেত্তা শাস্ত্রোক্ত ও বিধান্ সদ্বংশীয় অনুষ্ঠানাদি-সম্পন্ন এবং দণ্ডনীতি ও অথর্ব্বাঙ্গি-রসোক্ত-শান্ত্যাদি-কর্ম্মে সুনিপুণ ব্যক্তিকে পৌরোহিত্য কর্ম্মে ব্রতী করিবে ॥ ৩১২ ॥ শ্রৌত ও স্মার্ত্ত ক্রিয়া করিবার জন্য কতকগুলি ঋত্বিক্ বরণ করিবে, এবং যথাবিধি প্রচুর-দক্ষিণক যজ্ঞ করিবে ॥ ৩১৩ ॥ রাজা, ব্রাহ্মণ-দিগকে নানাবিধ ভোগসাধনদ্রব্য এবং বিবিধ ধন দান করিবেন। কারণ ব্রাহ্মণকে যাহা অর্পিত হয় তাহা রাজাদিগের অক্ষয় নিধিস্বরূপ ॥ ৩১৪ ॥ অগ্নিসাধ্য রাজসূয়াদি

অপেক্ষা ব্রাহ্মণাগ্নিতে আহুতি প্রদান শ্রেষ্ঠ- ইহা কথিত আছে। কারণ এ আহুতিদানে অঙ্গ হীনতা নাই, পশু হিংসা নাই এবং প্রায়শ্চিত্তক্লেশ নাই॥ ৩১৫॥

অলব্ধ বস্তু লাভ করিতে ধর্ম্মানুসারে চেষ্টা করিবে। লব্ধবস্তু যত্নপূর্ব্বক পালন করিবে। পালিত বস্তু নীতিশাস্ত্রানুসারে বাড়াইবে। ঐ বর্দ্ধিত বস্তু উপযুক্ত পাত্রে দান করিবে। কিম্বা ধর্ম্মার্থক সেবায় নিযুক্ত করিবে॥ ৩১৬॥ রাজা, ভূমিদান, বা নিবন্ধ (কোন বিষয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত) করিলে ভাবী সাধু-রাজার পরিজ্ঞানার্থ—লেখ্য করাইবেন॥ ৩১৭॥ রাজা কার্পাসাদি পটে, বা তাম্র ফলকে, নিজ-বংশ্য পিত্রাদি পুরুষত্রয়ের, আপনার ও প্রতি-গ্রহীতার নাম, প্রতিগ্রহের (অর্থাৎ-নিবন্ধের) পরিমাণ, এবং গ্রামক্ষেত্রাদি প্রদত্তভূমির চতুঃসীমা ও পরিমাণ নির্দ্দেশ এইসকল বিষয় লিখিবেন, উক্তপত্রে আপন হস্তাক্ষর (দস্তখত) থাকিবে কালের (অর্থাৎ সন মাস তারিখ) উল্লেখ থাকিবে এবং উহা নিজ মুদ্রায় চিহ্নিত করিয়া দৃঢ় শাসন (পাকাদলিল) করিয়া দিবেন॥ ৩১৮। ৩১৯॥ রাজা—সুরম্য, পশুবৃদ্ধিকর, আজীব্য (অর্থাৎ যেখানে সহজে জীবিকা নির্ব্বাহ হয়) তরুগিরি নদী শোভিত দেশে রাজধানী স্থাপন করিবেন। সেখানে প্রজাবর্গ—সৈন্যসামন্ত—ধনরত্নও আত্মরক্ষার্থে দুর্গ নির্ম্মাণ করিবেন॥ ৩২০॥ অনন্ত ব্যাপারা-সক্ত তত্তদ্বিষয়ে সুচতুর পাত্র এবং আয় ব্যয়াদি-কার্য্যে অনলসব্যক্তিগণকে তত্তৎকার্য্যে (অর্থাৎ যে কার্য্য যাহার উপযুক্ত, ধর্ম্মকার্য্যে ধার্ম্মিক-দিগকে ইত্যাদি) অধ্যক্ষ করিবেন॥ ৩২১॥ ব্রাহ্মণগণকে যুদ্ধার্জ্জিত দ্রব্য বিতরণ এবং প্রজাগণকে সর্ব্বদা অভয়দান ইহা হইতে রাজাদিগের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর নাই॥ ৩২২॥ যাঁহারা রাজ্য রক্ষার্থ সম্মুখরণ করিতে করিতে অকূট (অর্থাৎ যাহা বিষাদিলিপ্ত নহে) অস্ত্রা-ঘাতে নিহত হন্ তাঁহারা যোগিদিগের ন্যায় স্বর্গে গমন করেন॥ ৩২৩॥ নিজ সৈন্যসামন্ত বিমুখ হইলেও যাঁহারা শত্রুসৈন্য অভিমুখে অগ্রসর হন্ তাঁহারা তৎকালে প্রতিপদক্ষেপে—অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করেন। আর যাহারা পলায়ন করিয়া জীবনরক্ষা করিতে চেষ্টা করে, রাজা তাহাদিগের পুণ্যহরণ করেন॥ ৩২৪॥ তবাহংবাদী (অর্থাৎ যে ব্যক্তি, তোমারি আমি এই কথা বলে), ক্লীব (নপুংসক বা অত্যন্ত ভীরু,) নিরস্ত্র, অপরের সহিত যুদ্ধে আসক্ত, যুদ্ধ হইতে বিরত, যুদ্ধ দর্শী এবং বাদ্যকর চারণাদি, এই সকল ব্যক্তিকে মারিবে না॥ ৩২৫॥ আপনার এবং রাজ্যের রক্ষাবিধান পূর্ব্বক প্রত্যহ প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া স্বয়ং আয়ব্যয় পরিদর্শন করিবেন। তৎপরে বিচারকার্য্য পরিদর্শনা-নন্তর স্নানকরিয়া ইচ্ছানুসারে ভোজন করিবেন॥ ৩২৬॥ তত্তৎকার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তি-গণের আনীত হিরণ্যাদি আপনি দেখিয়া কোষাগারে রাখিতে অনুমতি দিবেন। অনন্তর চারগণের (অর্থাৎ গোপনীয়রূপে পররাজ্যাদির বিবরণ জানিবার জন্য প্রেরিত ছদ্মবেশী পুরুষদিগের) সহিত সাক্ষাৎ করি-বেন এবং মন্ত্রির সহ একত্র হইয়া দূতগণের (অন্য রাজার নিকট প্রেরিত ব্যক্তিগণের) সকল কথা শুনিবেন ও তাহাদিগকে পুনঃ প্রেষিত করিবেন॥ ৩২৬। ৩২৭॥ অনন্তর একাকী অথবা কলাকুশল বিশ্বাসী মন্ত্রীবর্গে পরিবৃত হইয়া ইচ্ছামত বিহার করিবেন, পরে বেশভূষাবিভূষিত হইয়া চতুরঙ্গ সৈন্য পরিদর্শন করিবেন, এবং সেনাপতির সহিত তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণের উপায়াদি চিন্তা করিবেন॥ ৩২৮॥ পরে সায়ংকালে সন্ধ্যাউপাসনা পূর্ব্বক পূর্ব্বসাক্ষাৎকৃত চরদিগের নিকট গোপনীয় বিবরণ শুনিবেন তৎপরে নৃত্যগীতাদি ক্রীড়ায় কিছুক্ষণ অতি-বাহিত করিয়া ভোজন করিবেন, অনন্তর যথাশক্তি স্বাধ্যায় পাঠ করিবেন॥ ৩২৯॥ অনন্তর শয়ন করিবেন এবং যথাকালে নিদ্রা ত্যাগ করিবেন। এই উভয় সময় তূর্য্যাদিবাদ্যধ্বনি হইবে। নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াই মনে মনে শাস্ত্র ও কর্ত্তব্য কার্য্যের চিন্তাকরিবেন॥ ৩৩০॥ অনন্তর বিশ্বস্ত চরদিগকে দানমানাদি দ্বারা সৎকৃত করিয়া

নিজ সামন্তমণ্ডলের এবং অন্য রাজবর্গের নিকট প্রেরণ করিবেন। পরে ঋত্বিক্ পুরোহিত এবং আর্য্যগণের আশীর্ব্বাদে অভিনন্দিত হইয়া জ্যোতির্ব্বিদ এবং বৈদ্য গণকে দর্শন করিবেন, তাঁহাদিগকে সুবর্ণ, ভূমি প্রদান করিবেন পরে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ-গণকে কন্যালঙ্কারাদি গার্হস্থ্যোপযুক্ত দ্রব্য এবং উত্তম উত্তম গৃহ প্রদান করিবেন ॥ ৩৩১।৩৩২ ॥ রাজা ব্রাহ্মণদিগর প্রতি ক্ষমা, ভালবাসার পাত্রে সরলতা, শত্রুর প্রতি ক্রোধ, এবং ভৃত্যবর্গ ও প্রজার প্রতি পিতার ন্যায় ব্যবহার, করিবেন ॥ ৩৩৩ ॥ (প্রজার প্রতি পিতার ন্যায় ব্যবহার করিবার কারণ এই যে) ন্যায়ানুসারে প্রজাপালন করিলে প্রজাকৃত পুণ্যের ষড়ভাগৈক ভাগ গ্রহণ করিতে পান। এবং প্রজাপালন, ভূম্যাদি সমস্ত দান হইতে অধিক ফলজনক ॥ ৩৩৪ ॥ প্রতারক—তস্কর—দুর্ব্বৃত্ত—দস্যুগণ—ইত্যাদি বিবিধ ব্যক্তি বিশেষতঃ কায়স্থগণ দ্বারা নিরন্তর উৎপীড়িত প্রজাবর্গকে রক্ষা করিবেন ॥ ৩৩৫ ॥ অরক্ষিত প্রজাগণ যে কিছু অসৎ-কর্ম্ম করে তাহার অর্দ্ধভাগী রাজা, কারণ তিনি, রক্ষা করিবেন বলিয়াই প্রজাদিগের নিকট কর গ্রহণ করেন ॥ ৩৩৬ ॥ রাজা যাহাদিগকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, (জজ্ মাজিষ্ট্রেট্ ইত্যাদি) গোয়েন্দা দ্বারা তাহাদিগের আচরণ জানিয়া যাহারা সাধু বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে তাহাদিগকে সম্মানিত এবং যাহারা অসাধু বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে তাহাদিগকে অপরাধানুসারে দণ্ডিত করিবেন ॥ ৩৩৭ ॥ উৎকোচজীবী (অর্থাৎ ঘুষখোর) দিগকে সর্ব্বস্ব হইতে বঞ্চিত করিয়া নির্ব্বাসিত করিবেন। এবং শ্রোত্রিয়দিগকে সর্ব্বদা দান, মান ও সৎকারের সহিত নিজরাজ্যে বাস করাইবেন ॥ ৩৩৮ ॥ যে রাজা নিজরাজ্য হইতে অন্যায় পূর্ব্বক অর্থসংগ্রহ করিয়া ধন বৃদ্ধি করে সে, অচিরকালের মধ্যে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া সবান্ধবে বিনষ্ট হয় ॥ ৩৩৯ ॥ প্রজা-পীড়ন-সন্তাপ-সম্ভূত কৃশানু রাজার বংশ, লক্ষ্মী এবং প্রাণ পর্য্যন্ত দগ্ধ না করিয়া নিবৃত্ত হয় না ॥ ৩৪০ ॥ রাজার ন্যায়ানুসারে স্বরাজ্য পালনে যে ধর্ম্ম হয়, বক্ষ্যমাণ নীতি-ক্রমে পররাজ্যগ্রহণ করিলেও সেই ধর্ম্ম লাভ হয় ॥ ৩৪১ ॥ যে সময়ে পরদেশ নিজবশে আসিবে, তখন ঐ দেশের আচার ব্যবহার এবং কুলাচার, পূর্ব্বরাজার অধিকারে যেরূপ ছিল তদ্রূপই রাখিবে ॥ ৩৪২ ॥ মন্ত্রণা এইরূপ ভাবে গোপন রাখিবে, যাহাতে মন্ত্রণাকার্য্যের যে পর্য্যন্ত ফল নিষ্পত্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি মন্ত্রণা না জানিতে পারে। কারণ মন্ত্রণাই রাজ্য-স্থিতির মূল ॥ ৩৪৩ ॥ অনন্তরবর্ত্তী রাজা—শত্রু, তৎপরবর্ত্তী রাজা—মিত্র, এতদ্ব্যতীত রাজা উদাসীন, সেই অরি মিত্র উদাসীন মণ্ডলের চেষ্টাদি বিশেষরূপে জানিয়া যথাযোগ্য সামাদি উপায় প্রয়োগ করিবে ॥ ৩৪৪ ॥ সাম, (প্রিয়-বাক্যকথন) দান, ভেদ (পরস্পর বিচ্ছেদ করান), এবং দণ্ড (বধাদি), এই চতুর্ব্বিধ উপায় দেশকালপাত্রাদি অনুসারে সম্যক্ প্রযুক্ত হইলে তাহার দ্বারা অভিলষিত ফল সিদ্ধি হইবে। গত্যন্তর না থাকিলেই কিন্তু দণ্ড উপায় প্রয়োগ করিবে ॥ ৩৪৫ ॥ সন্ধি, বিগ্রহ, দান, আসন, সংশ্রয় দ্বৈধীভাব, এই ষড়্‌বিধ গুণ যথাযোগ্য স্থানে প্রয়োগ করিবে ॥ ৩৪৬ ॥ যৎকালে, পররাজ্য শস্যাদি সম্পন্ন, শত্রু হীনবল এবং আপনার অশ্বগজরথ পদাতি অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে তখনই তদ্দেশজয়ের জন্য যাত্রা করিবে। ৩৪৭। দৈব এবং পুরুষকার এই উভয়ের সাহায্যে ফল সিদ্ধি হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে আবার পূর্ব্বজন্ম-কৃত অভিব্যক্ত পুরুষকারই দৈব। ৩৪৮। কেহ দৈব, কেহ স্বভাব, কেহ কাল এবং কেহ পুরুষকারকে ফলসিদ্ধির প্রতি কারণ বলেন। আর কুশলবুদ্ধিগণ এই সকলের মিলনে ফল-সিদ্ধি হয়, ইহা বলেন। ৩৪৯। যেমন এক-চক্র দ্বারা রথের গতি হইতে পারে না। এইরূপ পুরুষকার ব্যতীত কেবল মাত্র দৈব, ফল সাধক হইতে পারে না। ৩৫০। যেহেতু হিরণ্য এবং ভূমিলাভ অপেক্ষা মিত্র লাভই

শ্রেষ্ঠ, অতএব মিত্র লাভের জন্য সবিশেষ যত্ন করিবেন এবং সাবধান হইয়া "সত্য" পালন করিবেন। ৩৫১। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণান্বিত রাজা, অমাত্য (অর্থাৎ মন্ত্রি পুরোহিতাদি), ব্রাহ্মণাদি প্রজা, দুর্গ, কোশাগার, হস্ত্যশ্বরথ পদাতি এই চতুরঙ্গ সৈন্য, এবং মিত্র-এই সকলই রাজ্যের মূল কারণ, রাজ্য, এই সপ্তাঙ্গ সম্পন্ন বলিয়া কথিত হয়। ৩৫২। রাজা তাদৃশ রাজ্য পাইয়া দুর্ব্বৃত্তগণকে দণ্ড প্রদান করিবেন; যেহেতু ব্রহ্মা পূর্ব্বকালে ধর্ম্মকেই দণ্ড, রূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ৩৫৩। লুব্ধ, এবং অকৃত বুদ্ধি ব্যক্তি ন্যায়ানুসারে উক্ত দণ্ড পরিচালনে সমর্থ হয় না। তবে সত্যপ্রতিজ্ঞ, শুচি, সুসহায়-সম্পন্ন এবংকৃত বুদ্ধি ব্যক্তি, উহা ন্যায়তঃ পরিচালন করিতে পারেন। ৩৫৪। সেই দণ্ড, যথা শাস্ত্র প্রযুক্ত হইলে, সুরাসুর-মনুজ-পরিবৃত ভুবনমণ্ডলকে আনন্দিত করে, নচেৎ সকলকেই ক্রোধান্বিত করিয়া তুলে ৩৫৫। শাস্ত্রব্যতিক্রমে দণ্ডপ্রদান, স্বর্গ কীর্ত্তি এবং-ভুরাদি-সমস্ত-লোক-প্রাপ্তি বিনষ্ট করে। এবং শাস্ত্রানুসারে দণ্ডদান রাজার স্বর্গ, কীর্ত্তি, এবং জয়ের কারণ হয়। ৩৫৬। সহোদর ভ্রাতা, পুত্র, আচার্য্যাদি পূজ্যতম-ব্যক্তি, শ্বশুর কিম্বা মাতুল, যিনিই কেন হউন না, স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইলে, কেহই রাজার দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন না ॥ ৩৫৭ ॥ যে রাজা দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে উপযুক্ত রূপে দণ্ডিত করেন্, বধ্যব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড আদেশ করেন্, তিনি প্রচুর-দক্ষিণ সুসম্পূর্ণ যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল প্রাপ্ত হ'ন ॥ ৩৫৮। রাজা এইরূপ অপরাধীগণের প্রতি দণ্ড দানে যজ্ঞফল প্রাপ্তি এবং বৈপরীত্যে স্বজনাদি নাশ বিচিন্তা করিয়া প্রত্যহ সভ্যবর্গ সমভিব্যাহারে পৃথক্ পৃথক্ বর্ণানুসারে ব্যবহার কার্য্য স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিবেন ॥ ৩৫৯ ॥ কুল, জাতি, শ্রেণী, গণ এবং জানপদগণ, স্বধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইলে, তাহাদিগকে অপরাধানুসারে দণ্ড করিয়া পুনর্ব্বার ধর্ম্মপথে স্থাপিত করিবেন ॥ ৩৬০ ॥ গবাক্ষচ্ছিদ্রাগত সূর্য্যকিরণে উড্ডীয়মান ধূলিকণা, ত্রসরেণু বলিয়া স্মৃত হইয়াছে, সেই অষ্টত্রসরেণু—একলিক্ষা তিন লিক্ষাকে একরাজসর্ষপ বলে, তিন রাজসর্ষপে এক গৌর-সর্ষপ, ছয় গৌরসর্ষপে একমধ্যযব, তিন মধ্য-যবে এক কৃষ্ণল, পঞ্চকৃষ্ণলে একমাষ, ষোড়শ মাষে এক সুবর্ণ, চার বা পাঁচ সুবর্ণ, একপল বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। (ইহা সুবর্ণের পরিমাণ) ॥ ৩৬১। ৩৬২ ॥ পূর্ব্বোক্ত দুই কৃষ্ণলে এক রৌপ্য মাষ, ষোড়শ রূপ্য-মাষে এক ধরণ। দশ ধরণে এক পল বা এক শতমান। পূর্ব্বোক্ত চার সুবর্ণে এক রৌপ্য নিষ্ক। (ইহা রজতের পরিমাণ) (সুবর্ণ পর্য্যায়) কর্ষপরিমিত তাম্রে একপণ ॥ ৩৬৩। ৩৬৪ ॥ অশীত্যধিক সহস্রপণ উত্তমসাহস-দণ্ড। তাহার অর্দ্ধ মধ্যমসাহস। এবং তাহারও অর্দ্ধভাগ, অধমসাহস বলিয়া স্মৃত হইয়াছে ॥ ২৬৫ ॥ ধিক্কার দণ্ড, বাগ্‌যন্ত্রণা দণ্ড, অর্থ দণ্ড, এবং শারীরিক দণ্ড, অপরাধানুসারে এই সকল গুলি, বা ইহার মধ্যে কোন একটী, অপরাধীর প্রতি প্রযোজ্য ॥ ৩৬৬ ॥ অপরাধ, দেশ, কাল, বল, কর্ম্ম এবং ধনাদি বিবেচনা করিয়া, তদনুসারে অপরাধীকে দণ্ড দিবেন ॥ ৩৬৭ ॥

ইতি শ্রীযাজ্ঞবল্ক্যীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে
আচারাধ্যায় সমাপ্ত।

অথ দ্বিতীয় অধ্যায়।

নরপতি, ক্রোধও লোভশূন্য হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণদিগের সহিত ব্যবহার অর্থাৎ মোকর্দ্দমা, স্বয়ং বিচার করিবেন ॥ ১ ॥ মীমাংসা ব্যাকরণাদি এবং বেদশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ, ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, এবং যাহারা শত্রু এবং মিত্রে পক্ষপাত বর্জ্জিত, রাজা সেই সকল ব্রাহ্মণকে, এবং কতকগুলি বণিককে সভাসদ্ করিবেন ॥ ২ ॥ অলঙ্ঘনীয় কার্য্যবশতঃ নরপতি স্বয়ং ব্যবহার দর্শনে অশক্ত হইলে পূর্ব্বোক্ত সভ্যগণের সহিত একজন সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ব্যবহার দর্শনে নিযুক্ত করিবেন ॥ ৩ ॥ পূর্ব্বোক্ত

সভ্যগণ, স্নেহ, লোভ অথবা ভয় প্রযুক্ত ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ বা আচারবিরুদ্ধ বিচার করিলে, সেই বিবাদে পরাজিত ব্যক্তির যে দণ্ড বিহিত, রাজা তাহাদিগের প্রত্যেকের তাহার দ্বিগুণ দণ্ড করিবেন্ ॥ ৪ ॥ স্মৃতি ও আচার বিরুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে শত্রুকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া ব্যবহার দর্শকের নিকট উৎপীড়নের বিবরণ নিবেদন করে, তাহা ব্যহারের বিষয় হইবে, উক্ত নিবেদন এবং প্রতিবাদী সমক্ষে লেখনের নাম ভাষা, পক্ষ কিম্বা প্রতিজ্ঞা।৫। বাদী মোকর্দ্দমা রুজু করিবার সময়ে যাহা বলিয়াছিল, প্রতিবাদীর সম্মুখে তাহাই লেখ্য, এবং সেই লেখ্যে (যথাযোগ্য) বৎসর মাস পক্ষতিথি বারাদি ও বাদী প্রতিবাদীর নামজাত্যাদি উল্লিখিত থাকিবে ॥৬॥ অপ্রসিদ্ধ(যথা আমার আকাশকুসুম গ্রহণ করিয়াছে দিতেছেনা ইত্যাদি) নিরাবাধ (যথা আমার ঘরের দীপালোকে ইহারা কার্য্য করে ইত্যাদি) নিরর্থ (যথা যাহা বোধগম্য হয় না কডমুবচুনরিচ ইত্যাদি) নিষ্প্রয়োজন (যথা এই ব্যক্তি আমাদিগের পাড়ায় অধ্যয়ন করে ইত্যাদি) অসাধ্য (যথা শ্যাম আমাকে দেখিয়া হাসিয়াছিল ইত্যাদি) এবং বিরুদ্ধ (যথা অমুক মূক আমাকে গালিগালাজ করিয়াছে ইত্যাদি) এসকল পক্ষ নহে পক্ষাভাস সুতরাং ব্যবহারের বিষয় নহে ॥৭॥ ভাষার্থ শ্রবণ করিয়া প্রতিবাদী যাহা যাহা বলিবে তৎসমস্ত বাদীর সমক্ষে লেখাইতে হইবে। অনন্তর বাদী তৎক্ষণাৎ আত্মপক্ষের প্রমাণ লিখাইবে ॥ ৮ ॥ প্রমাণ ঠিক হইলে জয়লাভ করিবে। অন্যথা বিপরীত ফল। ঋণদানাদিবিবাদে এই চতুষ্পাদ ব্যবহার প্রদর্শিত হইল। ("অর্থী, যাহা নিবেদন করিয়াছে প্রত্যর্থীর সমক্ষে ঠিক তাহাই লিখিবে'' এইরূপ প্রথম ভাষাপাদ, "ভাষার্থ শ্রবণ করিবার পর প্রতিবাদী যাহা বলিবে বাদীর সমক্ষে তৎসমস্ত লেখাইতে হইবে" এইরূপে, দ্বিতীয় উত্তরপাদ, "বাদী—তৎক্ষণাৎ আত্মপক্ষের প্রমাণ লিখাইবে'' এইরূপে তৃতীয় ক্রিয়াপাদ, এবং "প্রমাণ ঠিক হইলে, জয়লাভ অন্যথা বিপরীত ফল" এরূপ চতুর্থ সাধ্যসিদ্ধিপাদ উক্ত হইয়াছে) ॥ ৯ ॥ যতদিন নিজের প্রতি আরোপিত দোষের একটা মীমাংসা না হয়, ততদিন, এবং উহা মীমাংসা হইলেও অপরে যদি বাদীর নামে কোন অভিযোগ করিয়া থাকে তাহাহইলে যতদিন ঐ অভিযোগের শেষ না হয় ততদিন, প্রতিবাদী, বাদীর নামে, পাল্টা অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারিবে না। আর প্রতিবাদী, ভাষার্থ শ্রবণ করিয়া যে উত্তর দিবে তাহা যেন পরস্পর বিরুদ্ধ না হয়। * ॥ ১০ ॥ তবে বাক্‌পারুষ্য (অর্থাৎ গালি গালাজ) দণ্ড পারুষ্য (মারামারি,) এবং সাহস (অর্থাৎ বিষশস্ত্রাদিদ্বারা প্রাণনাশাদি) এই সকল স্থলে, পাল্টা অভিযোগও উপস্থিত করিতে পারে। মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তির পর জরীমানার টাকা বা ডিক্রীর টাকা যাহাতে সহজে আদায় হয় সেই জন্য বিচারক সকল বিবাদেই বাদী প্রতিবাদী উভয়পক্ষ হইতে উপযুক্ত প্রতিভূ গ্রহণ করিবেন ॥ ১১ ॥ অভিযুক্তব্যক্তি, অভিযোগ অপলাপ করিলে পর, বাদী যদি সাক্ষী প্রভৃতি দ্বারা অপলাপিত অভিযোগ সপ্রমাণ করাইয়া দেয়, তাহা হইলে উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি, বাদীর কথিত ধন—বাদীকে, এবং তত্তুল্যধন রাজদণ্ড দিবে। আর বাদী যদি উহা সপ্রমাণ করিতে না পারে, তাহাহইলে মিথ্যাভিযোগী বাদী, নিজ উল্লিখিত ধনের দ্বিগুণধন রাজদণ্ড দিবে ॥ ১২ ॥ সাহস, চৌর্য্য, বাক্‌পারুষ্য, দণ্ডপারুষ্য, এবং দোগ্ধ্রী—গো এই সকল ঘটিত অভিযোগে, পাতকাভিযোগে, ও কালবিলম্বে প্রাণ নাশ বা ধনক্ষতির সম্ভাবনা হইলে, কুল স্ত্রীর চরিত্র ঘটিত এবং দাসীর স্বত্বঘটিত অভিযোগে, যাহাতে প্রতিবাদী ভাষার্থ শ্রবণের পরই কালবিলম্ব না করিয়া উত্তর

* কোনব্যক্তির প্রতি এক বাদীর আরোপিত অপরাধ মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত অপর বাদী তাহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারিবে না, এবং বাদী, আপনার কথা, আবেদন সময়ে এবং প্রতিবাদীর সম্মুখে লেখন সময়ে, ঠিক রাখিবেন। শেষাংশটুকুর, ষষ্ঠ শ্লোকের সহিত পুনরুক্তি, বিষয় ভেদে মীমাংসনীয়। ইহা মিতাক্ষরা সম্মত ব্যাখ্যা।

দেন, তাহা করিবেন অন্য স্থলে বিলম্ব অবিলম্ব সভ্যাদির ইচ্ছানুসারে, ইহা স্মৃত হইয়াছে॥ ১৩॥ একস্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না, সৃক্কণী লেহন করে, ললাটে ঘর্ম্ম হইতে থাকে, মুখ বিবর্ণ হয়, কণ্ঠস্বর ক্ষীণ এবং বদ্ধ হইয়া আইসে, পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ বহুতর কথা কহে, সুমিষ্ট কথা কহিতে পারে না, প্রীতিস্নিগ্ধ অবলোকনে অসমর্থ হয়, ওষ্ঠাধর বক্র করে, এইরূপ যে ব্যক্তি স্বভাবতঃ (অর্থাৎ অন্য কোন ভয়াদি নিমিত্ত ব্যতীত) বিকৃতভাব প্রাপ্ত হয়, অভিযোগেই হউক, আর সাক্ষ্যেই হউক, সে ব্যক্তি দুষ্ট বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে॥ ১৪—১৬॥ যে প্রৌঢ়বাদমাত্র পরায়ণ হইয়া অধমর্ণের অস্বীকৃতধন বিনাপ্রমাণে সিদ্ধ করিতে চেষ্টা পায়, যে অভিযুক্ত হইয়া পলায়ন করে এবং যে অভিযুক্ত, উত্তর লেখনাদির জন্য বিচারকের আহ্বানে সভায় উপস্থিত হইয়া কোন উত্তর না দেয়, তাহারা, বিবাদে হীন এবং দণ্ডনীয় হয়॥ ১৭॥ (ভাবার্থ শ্রবণের পর প্রতিবাদী যাহা বলিবে, তৎসমস্ত বাদীর সম্মুখে লেখ্য; অনন্তর বাদী সাক্ষী প্রভৃতিদ্বারা আত্মপক্ষ সপ্রমাণ করিবেন; ইহা অষ্টম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে এক্ষণে সন্দেহ হইতে পারে যে প্রতিবাদীর সপ্রমাণ উত্তর লেখনের পর, বাদী, আত্ম পক্ষ সমর্থন করিবে, না—বাদীর ভাষার ন্যায় কেবল মাত্র প্রতিবাদীর উত্তর লেখনের পর, বাদী সাক্ষী প্রভৃতি দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থন করিবে। এই সন্দেহ নিরাকরণার্থ যোগীশ্বর বলিতেছেন) উভয় পক্ষের সাক্ষী উপস্থিত থাকিলে, প্রথম বাদীর সাক্ষীগণকে জিজ্ঞাসা করিবে, বাদীপক্ষ দুর্ব্বল হইলে, প্রতিবাদীর সাক্ষীগণকেই প্রথমে জিজ্ঞাসা করিবে। * ॥ ১৮॥

যদি পণবন্ধ পূর্ব্বক (অর্থাৎ আমি যদি পরাজিত হই তাহা হইলে এতটাকা হারিব এইরূপ বাজি রাখিয়া) বিবাদ হয় তাহা হইলে রাজা পরাজিত ব্যক্তির নিকট হইতে রাজসরকারে উচিত মত অর্থদণ্ড ও পণোল্লিখিত অর্থ এবং জেতাকে সাধিত অর্থ দেওয়াইবেন॥ ১৯॥ বিচারক, বাদী প্রতিবাদীর প্রমাদাদি কথিত বিষয় নিরাকরণ পূর্ব্বক ব্যবহার কার্য্যকে উদ্‌ঘাটিত-সত্যের সহিত যোজিত করিবেন, কারণ প্রকৃত-সত্য-বিষয়ও অনুপযুক্ত থাকিলে ব্যবহারে হীন হইয়া পড়ে॥ ২০॥ প্রতিবাদী যদি বাদীর লিখিত সমস্ত বস্তুর অপলাপ করে অর্থাৎ ঋণগ্রহণ-বিচারে বাদী বলিল আমার ৫০ স্বর্ণমুদ্রা ৫০ রজত মুদ্রা উত্তম উত্তম বস্ত্রযুগ্ম গ্রহণ করিয়াছে, প্রতিবাদী যদি তদুত্তরে বলে আমি কিছুই লই নাই; কিম্বা লইয়াছিলাম বটে কিন্তু সমস্তই পরিশোধ করিয়াছি এমত স্থলে যদি অপলাপিত বস্তু সকলের মধ্যে অন্ততঃ একটি বস্তুও প্রতিবাদীর নিকট প্রাপ্য বলিয়া প্রমাণিত, হয় তাহা হইলে, রাজা, বাদী-লিখিত সকল বস্তুই প্রতিবাদীর নিকট হইতে দেওয়াইবেন। কিন্তু বাদী ভাষাকালে যে বস্তুর উল্লেখ করে নাই, অথচ তৎপরে উল্লেখ করিয়াছে তাহা আর দেওয়া যাইবেনা॥ ২১॥ স্মৃতিদ্বয়ের বিরোধ উপস্থিত হইলে প্রাচীন আচার দৃষ্টে স্থিরীকৃত ন্যায়ই প্রধান (অর্থাৎ যাহা ন্যায় বলিয়া বোধ হইবে তাহা করিবে) এবং অর্থশাস্ত্র হইতে ধর্ম্মশাস্ত্র বলবান্ (অর্থাৎ এতদ্দুয়ের বিরোধে ধর্ম্মশাস্ত্রই গ্রাহ্য) ইহাই নিয়ম॥ ২২॥ লিখিত দলিল, ভোগ, এবং সাক্ষী, প্রমাণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে; ইহার একটীও না থাকিলে বক্ষ্যমাণ দিব্য সকলের মধ্যে যে কোন একটী দিব্য প্রমাণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে॥ ২৩॥ বাদী প্রতিবাদীর উভয় পক্ষ সপ্রমাণ হইলে অর্থঘটিত সকল বিবাদেই উত্তর পক্ষ জয়ী হইবে (যথা বাদী বলিবে অমুক ব্যক্তি আমার ১০ টাকা ঋণগ্রহণ করিয়াছে, সেই ব্যক্তি বলিল করিয়াছিলাম

* এসম্পত্তি আমার; বেশ!! এ সম্পত্তি আমার এইরূপ বিবাদী-উভয়-পক্ষের সাক্ষীগণ উপস্থিত থাকিলে যিনি বলিতেছেন এতকাল পূর্ব্বে আমাকে অমুক দান করিয়াছে এতদিন ভোগ করিয়াছি—তাঁহার সাক্ষীগণকেই প্রথমে জিজ্ঞাসা করিবে, অপর ব্যক্তি যদি পূর্ব্বেই বলিয়া থাকেন, যে পূর্ব্বে এ সম্পত্তি বিবাদীর ছিল, এক্ষণে এই এই কারণে আমার হইয়াছে, তাহা হইলে এই-ব্যক্তির সাক্ষীগণকেই প্রথম জিজ্ঞাসা করিবে। ইহা মিতাক্ষরা সম্মত ব্যাখ্যা।

বটে পরিশোধ করিয়াছি, এইস্থলে অর্থগ্রহণ এবং প্রতিশোধ উভয় পক্ষ প্রমাণিত হইলে প্রতিশোধ পক্ষের জয়) আধি, প্রতিগ্রহ এবং ক্রয়স্থলে পূর্ব্ব পক্ষই জয়ী হইবে; (যেথা স্থলে নিজের তাম্রাসন বাটী এক জনের নিকট বন্ধক রাখিয়া আর এক জনের নিকট বন্ধক রাখিল; পরে উক্ত ব্যক্তি খালাস করিতে না পারায় বাটী দখল করিবার জন্ত দুই মহাজনেই বিবাদে প্রবৃত্ত হইল, উভয় পক্ষই সপ্রমাণ হইলে, যে প্রথম বন্ধক রাখিয়াছিল, তাহারই জয় হইবে। আধিশব্দে বন্ধক। প্রতিগ্রহ এবং ক্রয়ের সম্বন্ধও ঐরূপ উদাহরণ)। ২৪। স্বামী, আপনার স্থাবর সম্পত্তি, নিঃসম্বন্ধ-অপর লোকে ভোগ করিতেছে দেখিতে পাইয়াও নিবারণ না করিলে, বিংশতি বর্ষ পরে ঐ সম্পত্তিতে আর স্বত্ব থাকিবে না। অস্থাবর সম্পত্তি হইলে দশবর্ষ পরেই আর স্বত্ব থাকিবে না। ২৫। তবে বন্ধকী দ্রব্য, সীমা স্থান, উপনিক্ষেপ (অর্থাৎ সংখ্যা ও নামাদিকীর্ত্তন-পূর্ব্বক গচ্ছিতদ্রব্য), জড় ও বালকের সম্পত্তি, উপনিধি (অর্থাৎ অভ্যন্তরস্থ দ্রব্যের কথা প্রকাশ না করিয়া যে মুদ্রাঙ্কিত পোটিকাদি গচ্ছিত রাখা হয়, তাহার নাম উপনিধি) রাজস্ব, দাতাদি স্ত্রী এবং শ্রোত্রিয়ের ধন পরে ভোগ করিতেছে দেখিতে পাইয়াও নিষেধ না করিলে ঐ সকল সম্পত্তির স্বামী বিংশতি বৎসর বা দ্বাদশ বৎসর পরে নিঃস্বত্ব হইবে-না। ২৬। যে ব্যক্তি আধি প্রভৃতি শ্রোত্রিয়ের সম্পত্তি পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য, তত্তৎস্বামীর বিনানুমতিতে ভোগ করে, বিচারক, তাহার নিকট হইতে ঐ সকল বস্তু, প্রকৃত স্বামীকে এবং তৎপরিমিত বা তদীয়-শক্ত্যনুরূপ অর্থদণ্ড রাজ সরকারে দেওয়াইবেন। ২৭। আগম (অর্থাৎ ক্রয় প্রতিগ্রহাদি), ভোগ হইতে বলবৎ প্রমাণ; কিন্তু পিত্রাদি-পুরুষত্রয়-ক্রমাগত ভোগ হইতে বলবৎ প্রমাণ নহে, কারণ এই ভোগ প্রমাণিত আগম অপেক্ষা বলবৎ প্রমাণ; (সুতরাং বুঝা গেল, প্রথম স্বত্বাধিকারী পুরুষের পক্ষে আগম এবং চতুর্থ পুরুষের পক্ষে ভোগ বলবৎ প্রমাণ) আর দ্বিতীয় তৃতীয় পুরুষের পক্ষে প্রমাণিত আগমও প্রমাণ নহে, যদি তাহার সহিত অল্প মাত্রও ভোগ না থাকে (অর্থাৎ একেবারে ভোগ নাই কেবল আগম আছে, ইহা অপেক্ষা স-ভোগ আগম বলবৎ প্রমাণ)। ২৮। যে ব্যক্তি, ক্রয় প্রতিগ্রহাদি করিয়াছে, সেই যদি অভিযুক্ত হয়, তাহা হইলে ক্রয় প্রতিগ্রহাদি সপ্রমাণ করিয়া দিবেন, তাহার পুত্র কি পৌত্র অভিযুক্ত হইলে, সাগম ভোগ প্রমাণিত করিবে, কারণ তাহাদিগের পক্ষে বিশিষ্ট ভোগই বলবৎ প্রমাণ। ২৯। যে ক্রয়-প্রতিগ্রহাদি-কারী অভিযুক্ত হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হয়, তাহার উত্তরাধিকারী সেই আগম প্রমাণিত করিবে। সেই ব্যবহারে আগম সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত না হইলে প্রমাণিত (রাজা), ভোগমাত্র, প্রামাণ্য জনক হইবে না* আগম, যদি বিশুদ্ধ হয়, অথ প্রমাণিত ভোগ প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু আগম বিশুদ্ধ না হইলে প্রমাণিত ভোগও স্বত্বের কারণ হইবে না। ৩০। রাজনিযুক্ত, গ্রামবাসী বা নগরবাসী সমস্ত লোক, নানাজাতীয় জনসমূহ এবং নিজ নিজ বন্ধু-বান্ধববর্গ, ব্যবহারার্থী মনুষ্যদিগের ব্যবহার কার্য্যে এই সকলের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব উল্লিখিত ব্যক্তি পর পর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ বন্ধুবর্গ-দৃষ্ট ব্যবহারের পুনর্দর্শনজন্ত নানাজাতীয় জনসমূহের নিকট, তাহার দৃষ্ট ব্যবহারের পুনর্দর্শন জন্ত গ্রামবাসী বা নগরবাসী সমস্ত লোকের নিকট যাইতে পারিবে—ইত্যাদি; কিন্তু রাজনিযুক্ত-লোকদৃষ্ট ব্যবহারের পুনর্দর্শন জন্ত গ্রাম বা নগরবাসী জনসমূহের নিকট যাইবে না—ইত্যাদি। এখন যেমন মুন্সেফ হইতে জজ, জজ হইতে হাইকোর্ট আপিল হয়; কিন্তু হাইকোর্ট হইতে জজের নিকট আপিল হয় না। সেইরূপ, ভাব এই—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি-দৃষ্ট ব্যবহার পরিবর্ত্তিত হইবে না।) ৩১। তবে বল বা ভয় দিলায়, স্ত্রীকৃত, নিশাকাল কৃত, গৃহাভ্যন্তর কৃত, গ্রাম-বহির্দেশকৃত

* ২৮—৩০ শ্লোকেরব্যাখ্যান্তর-উল্লেখ অনর্থক।

এবং শক্রকৃত ব্যবহার, শ্রেষ্ঠব্যক্তি কর্তৃক দৃষ্ট হইলেও পরিবর্তিত করিবে ॥ ৩২ ॥ মত্ত, উন্মত্ত, পীড়িত, ব্যসনাসক্ত, বালক, ভীত, নগরাদি বিরুদ্ধ এবং অনিযুক্ত সম্বন্ধ শূন্য ব্যক্তি, এই সকল লোকে যে ব্যবহার উত্থাপিত করে, তাহা অসিদ্ধ ॥ ৩৩ ॥ রাজা শৌল্কিকাদি দ্বারে কাহারও প্রনষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হইলে যে উক্ত বস্তুর বিশেষ বিশেষ চিহ্ন বিবৃত করিয়া ঐ বস্তুতে নিজের স্বত্ব জানাইবে, তাহাকে তাহা প্রত্যর্পণ করিবেন। আর যে চিহ্ন বলিতে না পারিয়াও আত্মস্বত্ব জানাইবে, তাহার প্রার্থিত বস্তুর মূল্য-পরিমিত অর্থ দণ্ড হইবে ॥ ৩৪ ॥ রাজা নিধিপ্রাপ্ত হইলে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণদিগকে তাহার অর্দ্ধভাগ প্রদান করিবেন, বিদ্বান্-ব্রাহ্মণ নিধি প্রাপ্ত হইলে তিনি স্বয়ংই সমস্ত ভাগ গ্রহণ করিবেন, যেহেতু তিনিই সমস্ত জগতের প্রভু ॥ ৩৫ ॥ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপরে নিধি প্রাপ্ত হইলে, রাজা তাহাকে ছয় ভাগের এক ভাগ দিয়া অবশিষ্ট সকল ভাগ স্বয়ং গ্রহণ করিবেন। আর রাজাকে নিধি-প্রাপ্তি-সমাচার না জানাইয়া গোপনে সমস্ত লইবার চেষ্টা করিলে, রাজা তাহা জানিতে পারেন ত সমস্ত নিধি গ্রহণ করিবেন এবং উহার শক্ত্যনুরূপ দণ্ড করিবেন ॥ ৩৬ ॥ রাজা, চৌরাপহৃত দ্রব্য পাইলে, যাহার বস্তু অপহৃত হইয়াছে, তাহাকে দিবেন। না দিলে, যে অপহরণ করিয়াছিল, তাহার অর্থাৎ চৌরের কলুষরাশি প্রাপ্ত হ'ন ॥ ৩৭ ॥ সবন্ধক ঋণে, প্রতিমাসে শতকরা অশীতি ভাগের এক ভাগ বৃদ্ধি (অর্থাৎ সুদ) বন্ধক শূন্য ঋণ হইলে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্র এই বর্ণানুসারে যথাক্রমে শতকরা শতভাগের দুই ভাগ, তিন ভাগ, চারি ভাগ এবং পাঁচ ভাগ বৃদ্ধি (অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে শতপণ ধার দিলে তাহার নিকট প্রতিমাসে ২ পণ, ক্ষত্রিয়কে দিলে তাহার নিকট ৩ পণ ইত্যাদি বৃদ্ধি লইবে) ॥ ৩৮ ॥ যাহারা বাণিজ্যার্থ কান্তারে গমন করে, তাহারা শতকরা শতভাগের দশ ভাগ, এবং সমুদ্রগামীরা শতভাগের বিংশতিভাগ সুদ দিবে। অথবা সকল বর্ণ, সকল জাতিকে ঋণগ্রহণ সময়ে নিজ নিজ নির্দিষ্ট বৃদ্ধি দিবে ॥ ৩৯ ॥ (বহুকাল ঋণ থাকিলে, অথচ মধ্যে মধ্যে সুদ গ্রহণ না করিলে, যতদূর পর্য্যন্ত সুদ বাড়িতে পারে, তাহা বলিতেছেন) স্ত্রী-পশু (অর্থাৎ গাভী প্রভৃতি), ধার করিলে, তাহার বৎসের মূল্য পর্য্যন্ত সুদ হইলে, আর সুদ বাড়িবে না। রসের (অর্থাৎ তৈল ঘৃতাদির) সুদ, মূল ধন অপেক্ষা আটগুণ পর্য্যন্ত বাড়িবে, বস্ত্র ধান্য এবং সুবর্ণের যথাক্রমে দুইগুণ তিনগুণ এবং চারগুণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইবে। (উদাহরণ শ্যাম ঘোষ, রাম ঘোষের নিকট পঞ্চবর্ষীয় গাভী ধার করিয়াছে, তদনুরূপ আর একটী গাভী দ্বারা ঐ ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে, কিন্তু অনেক দিন গত হইল, ঋণ পরিশোধ করিতে পারিতেছে না,—রাম ঘোষ ভদ্রলোক, সুদ চাহিতে পারে নাই, ক্রমে লইলে এত সুদ লইতে পারিত, যে তদ্দ্বারা আর একটী গাভী ক্রয় করা যায়। তাহার পর, শ্যাম ঘোষ, যদি ঋণ পরিশোধ করে' ত একটী বৎস বা বৎস মূল্য মাত্র সুদ দিবে, আর অধিক দিতে হইবে না—ইত্যাদি) * ॥ ৪০ ॥ যে অর্থ ঋণ বা কোন অধর্ম্ম উপায়ে গ্রহণ করিয়াছে, সেই ধনস্বামী গ্রহীতার নিকট হইতে যে কোনরূপে তাহা আদায় করিতে চেষ্টা করিবে, রাজা নিবারণ করিতে পারিবেন না। পরন্তু সেই অবস্থায় গ্রহীতা যদি রাজার নিকট বিচারার্থ গমন করে, তাহা হইলে রাজা ঐ গ্রহীতার নিকট হইতে গৃহীত ধন আদায় করিয়া দিবেন এবং উহার শক্ত্যনুরূপ অর্থদণ্ড করিবেন ॥ ৪১ ॥ এক অধমর্ণের সমান জাতীয় অনেক উত্তমর্ণ অভিযোগ উপস্থিত করিলে, রাজা ঐ অধমর্ণ দ্বারা ঋণ গ্রহণের পৌর্ব্বাপর্য্য অনুসারে এক এক জন উত্তমর্ণের ঋণ পরিশোধ করাইবেন। ভিন্নজাতীয় অনেক উত্তমর্ণ অভিযোগ উপস্থিত করিলে, প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ উত্তমর্ণের, দ্বিতীয়তঃ

* গাভী প্রভৃতি পোষাণি ছিল, পালক, একটী বৎস লইয়া স্বামীকে গাভী প্রত্যর্পণ করিবে এই ব্যাখ্যা মিতাক্ষরা সম্মত। অপর সকল অংশের ব্যাখ্যা সমান।

কত্রিম উত্তমর্ণের ইত্যাদি ক্রমে পরিশোধ করাইবেন। ৪২। অধমর্ণের নামে নালিশ করিয়া দ্রব্য আদায় করিতে হইলে যত দ্রব্য উত্তমর্ণ পাইবে, তাহার শতকরা শতভাগের দশভাগ রাজা অধমর্ণকে দণ্ড করিবেন। আর উত্তমর্ণ দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া সন্তোষসহকারে রাজাকে শতকরা শত ভাগের পাঁচ ভাগ দ্রব্য দিবেন (শতভাগের দশ ভাগ বা শত ভাগের পাঁচ ভাগ শব্দের অর্থ, উক্ত দ্রব্যের দশমাংশ এবং বিংশতিতম অংশ, ইহা কেহ কেহ বলেন)। ৪৩। হীনজাতি (অর্থাৎ উত্তমর্ণ হইতে নিকৃষ্ট জাতি এবং সমজাতি ব্যক্তি) নির্দ্ধন হইলে ঋণ পরিশোধনার্থ রাজা তাহার দ্বারা যথাযোগ্য উত্তমর্ণের কর্ম্ম করাইয়া দিবেন। এবং ব্রাহ্মণ (অর্থাৎ উৎকৃষ্ট জাতি এবং সমজাতির মধ্যে উত্তম ব্যক্তি) নির্দ্ধন হইলে, উহার আয় অনুসারে ক্রমে পরিশোধ করাইয়া দিবেন। ৪৪। অধমর্ণ ঋণ পরিশোধ করিতে আসিলেও যদি উত্তমর্ণ সুদ বৃদ্ধি লোভে উহা গ্রহণ না করে এবং অধমর্ণ ঐ ধন মধ্যস্থের নিকট রাখে, তাহা হইলে ঐ সময় হইতে আর সুদ দিতে হইবে না। ৪৫। পরিবার ভরণার্থ অবিভক্ত অবস্থায় যে ঋণ করা যায়, তাহা অভিভাবক কর্ত্তা, পরিশোধ করিবে, তাহার মৃত্যু হইলে বা তিনি দীর্ঘ প্রবাসী হইলে, ঐ পরিবারের অন্তর্গত সকল অংশীদার উহা পরিশোধ কবিবে ॥ ৪৬ ॥ পতিকৃত ঋণ স্ত্রীকে, পুত্রকৃত ঋণ মাতা পিতাকে এবং স্ত্রীকৃত ঋণ পতিকে, পরিশোধ করিতে হইবে না; তবে যদি ঐ ঋণ পরিবার প্রতিপালনার্থ কৃত হয়, তাহা হইলে দিতে হইবে ॥ ৪৭ ॥ মদের ঋণ, বেশ্যার জন্য ঋণ, দ্যূতক্রীড়ার্থ কৃত ঋণ, রাজদণ্ড বা শুল্কের অবশিষ্ট ঋণ এবং বৃথাদানের (অর্থাৎ নট গায়কাদি উদ্দেশে দানের) ঋণ, পিতৃপিতামহ-কৃত হইলেও পুত্র পৌত্রকে পরিশোধ করিতে হইবে না ॥ ৪৮ ॥ গোপ, শৌণ্ডিক, শৈলূষ, রজক এবং ব্যাধ এই সকল জাতীয় স্ত্রী, যে ঋণ করিবে, উহাদিগের পতিকে ঐ ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে; যে হেতু, উক্ত জাতীয়দিগের জীবিকা স্ত্রীর উপরেই নির্ভর করিতেছে ॥ ৪৯ ॥

যে ঋণ পরিশোধে অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়াছে, তাহা, যে ঋণ স্বামীর সহ একত্রে করিয়াছে, তাহা এবং নিজকৃত যে ঋণ, তাহাই স্ত্রীলোক পরিশোধ করিতে বাধ্য, তাহাকে অন্য ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে না ॥ ৫০ ॥ পিতৃ পিতামহ, দূরদেশস্থিত, মৃত, কিংবা দুশ্চিকিৎস্যরোগাদি ব্যসনে অভিভূত হইলে পুত্র পৌত্রগণ ঐ ঋণ পরিশোধ করিবে। যদি অপলাপ করে, তাহা হইলে উত্তমর্ণগণ সাক্ষী দ্বারা প্রমাণ করিয়া দিলে উহা দিতে হইবে ॥ ৫১ ॥ যে ধনাধিকারী (অর্থাৎ যেমন চারিটী পুত্রের মধ্যে উইলসূত্রে একটী পুত্র ধনাধিকারী হয়, সেইরূপ), তাহাকেই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। তদভাবে ভার্য্যাগ্রাহী, (অর্থাৎ বিবাহিতা অথচ অক্ষতা স্ত্রীকে পূর্ব্ব স্বামীর অবর্ত্তমানে অপরে বিবাহ করিলে শেষ বিবাহ কর্ত্তা (১); একজনের বিবাহিতা যুবতী পত্নী বিশেষ বিপৎপাতে যদি অপরকে আত্মসমর্পণ করে তাহা হইলে ঐ আত্মসমর্পণের পাত্র (২); এবং বহুধনসম্পন্না বা অপত্যবতী স্ত্রী যে-পরপুরুষকে আশ্রয় করে সে (৩); এই ত্রিবিধ ভার্য্যাগ্রাহী) তদভাবে অনন্যাশ্রিতদ্রব্য (অর্থাৎ পৈতৃকধনে অধিকারী হইবার উপযুক্ত অথচ পিতার ধনাভাববশতঃই হউক, অন্য কারণেই হউক, ধনাধিকারে বঞ্চিত) পুত্র ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য; ঋণ পরিশোধ উত্তমর্ণের নিকটেই করিতে হইবে, তদভাবে তাহার পুত্র পৌত্রাদির নিকটে; উত্তমর্ণ পুত্রাদি হীন হইলে যে কেহ তাহার উত্তরাধিকারী থাকিবে, তাহার নিকটে করিবে। (ব্যাখ্যান্তর উল্লেখ নিরর্থক) ॥ ৫২ ॥ ভ্রাতৃগণ, স্বামী স্ত্রী, পিতা-পুত্র, ইহাদিগের ধন যত দিন অবিভক্ত অবস্থায় থাকে, ততদিন পরস্পর অনুমতি ব্যতীত ইহাদিগের মধ্যে কেহই প্রতিভূ হইতে পারিবে না; ঋণদান, ঋণগ্রহণ বা সাক্ষ্য প্রদান করিতেও পারিবেন না ॥ ৫৩ ॥ "আপনি ইহাকে ছাড়িয়া দিউন্ আবশ্যক মতে ইহাকে

দেখাইয়া দিব” এইরূপে দর্শনের—“ইহাকে আপনি ঋণদান করিতে পারেন, আপনাকে ঠকাইবে না লোকটা বিশ্বাসী” এইরূপে বিশ্বাস করিবার “ঐ ব্যক্তি ইহা না দিলে আমি দিব, আপনি স্বচ্ছন্দে ঋণ দিউন” এইরূপে দানের এই ত্রিবিধ প্রতিভূত্ব (অর্থাৎ জামিন হওয়া) বিহিত আছে, দর্শনের এবং বিশ্বাস করিবার প্রতিভূদিগের কথা ঠিক না হইলে, রাজা উত্তমর্ণের প্রদত্ত অর্থ, তাহাদিগের দ্বারা দেওয়াইবেন; কিন্তু ইতিমধ্যে পরলোক-প্রাপ্তি হইলে তাহাদিগের পুত্র দ্বারা আর দেওয়াইতে পারিবেন না। এবং যাহার জন্য প্রতিভূ হইয়াছিলেন, সে না দিলে, দানের প্রতিভূ, তদভাবে তৎপুত্রাদিগণ দ্বারা উত্তমর্ণের প্রদত্তধন দেওয়াইবেন ॥ ৫৪॥ দর্শনের এবং বিশ্বাসের প্রতিভূর মৃত্যু হইলে তৎপুত্রগণ উত্তমর্ণের ঐ ঋণ পরিশোধ না করিলে পাপী হইবে না; কিন্তু দান প্রতিভূর পুত্রগণ, ঐ ঋণ পরিশোধ না করিলে পাপী হইবে ॥ ৫৫ ॥ যদি অনেক ব্যক্তি, অংশ নির্দ্দেশ করিয়া এক জনের প্রতিভূ হয়, তাহা হইলে, যে, যেরূপ অংশের প্রতিভূ, সে সেইরূপ দিবে। আর যদি এক ছায়াশ্রিত (অর্থাৎ বিশেষ অংশ নির্দ্দেশ না করিয়া সকলে মেলিয়া অধমর্ণের সদৃশ) হয়, তাহা হইলে প্রতিভূগণ উত্তমর্ণের অভিপ্রায়ানুসারে অর্থ দিতে বাধ্য ॥ ৫৬ ॥ প্রতিভূ, সর্ব্বজন সমক্ষে উত্তমর্ণকে যাহা দিবে, অধমর্ণ, প্রতিভূকে তাহার দ্বিগুণ অর্পণ করিবে ॥৫৭॥ তবে স্ত্রী-পশুর অধমর্ণ, স্ত্রী-পশু-দায়ী প্রতিভূকে সবৎস স্ত্রী পশু দিবে, ধান্যের অধমর্ণ, তাহাকে তিনগুণ ধান্য দিবে, বস্ত্রের অধমর্ণ চতুগুণ বস্ত্র দিবে এবং রসের অধমর্ণ আটগুণ রস দিবে ॥ ৫৮ ॥

ইতি প্রতিভূ প্রকরণ।

দ্বিগুণ বৃদ্ধিহইলেও যদি মোচন না করা হয়, তাহা হইলে, বন্ধকী দ্রব্য নষ্ট হইবে (অর্থাৎ পূর্ব্ব স্বামীর স্বত্ব-বহির্ভূত হইবে)। যে বন্ধক দ্রব্যের মোচন সময় নির্দ্ধারিত করা থাকে, তাহা, নির্দ্ধারিত সময় অতীত হইলেই নষ্ট হইবে। আর যে সব বন্ধক বস্তুর ফলভোগ হয় (অর্থাৎ ক্ষেত্রাদি), তাহা কখনই না হইবে না ॥৫৯॥ অপ্রকাশ্য আধি ভোগ করি এবং প্রয়োজনীয় আধি, ব্যবহারাক্ষম করি দিলে, সুদ পাইবে না। অথবা ব্যবহারাক্ষ হইলে, পূর্ব্ববৎ করিয়া দিবে। আর যদি বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে উক্ত বস্তুর মূল্যা দিতে হইবে। কিন্তু দৈবকৃত বা রাজকৃ উপদ্রবে বিনষ্ট হইলে, দিতে হইবে না ॥ ৬০ উপভোগেই আধিগ্রহণ সপ্রমাণ হয়। আ যত্নপূর্ব্বক রক্ষিত হইলেও যদি অসার হই পড়ে (অর্থাৎ সুদ সমেত মূল্যের তুলনা অল্প বলিয়া বোধ হয়), তাহা হইলে অন্য আ রাখিবে অথবা ধনীকে কিছু অর্থ দিবে ॥ ৬১ অধমর্ণ উত্তমর্ণকে নির্ম্মল চরিত্র জানিয়া য বহুমূল্য দ্রব্য বন্ধক রাখিয়া অল্প ধন লই আইসে, তাহা হইলে দ্বিগুণ সুদ সমেত মূল ধন দিয়া বন্ধক দ্রব্য মোচন করিয়া লইতে পারিবে। (নষ্ট হইবে না)। আর যদি এরূ সত্য করা থাকে যে, “দ্বিগুণ সুদ হইলে ও আ তাহা দিয়া লইব, কিন্তু যেন আধিনাশ ন হয়” তাহা হইলেও সত্যমত দ্বিগুণ দিয় আধি মোচন করিয়া লইবে ॥ ৬২ ॥ অধমর্ণ সুদ সমেত মূলধন লইয়া উপস্থিত হইলে, উত্ত মর্ণ তাহার বন্ধক বস্তু ছাড়িয়া দিবে; অন্যথ চৌরবৎ দণ্ডনীয় হইবে। উত্তমর্ণ উপস্থিত ন থাকিলে, উত্তমর্ণের বিশ্বস্ত লোকের নিকট ঐ ধন দিয়া আধি লইয়া আসিবে ॥ ৬৩॥ (উত্তম পক্ষে, অধমর্ণ-প্রদত্ত ধন গ্রহণ করিবার উপযুক্ত লোক উপস্থিত না থাকিলে, কিম্বা অধমর্ণ আ বিক্রয় দ্বারা ঋণ পরিশোধ করিতে ইচ্ছা করি য়াছে, কিন্তু উত্তমর্ণ উপস্থিত নাই, তখন বি করা উচিত তাহা, কথিত হইতেছে)। তৎ কালে ঐ আধির যেরূপ মূল্য হইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া যাবৎ উত্তমর্ণ উপস্থিত হইয়া ধনগ্রহণ পূর্ব্বক আধি মোচন না করে বা আধিমূল্য দ্বারা নিজদত্ত ঋণের কিয়দংশ পরিশোধিত না করে, তাবৎ উত্তমর্ণের নিকট যেমন আছে, তেমনি রাখিবে। পর আর বৃদ্ধি হইবে না। যদি ঋণ গ্রহণকালে এরূ সত্য থাকে যে, মূলধন সুদে বৃদ্ধি পাইয়া

দ্বিগুণ হইলে, দ্বিগুণ ধনই গ্রাহ্য; আধি নাশ না হয় এবং মূলধন বৃদ্ধি পাইয়া দ্বিগুণ হইয়া উঠে, তাহাহইলে তৎকালে অধমর্ণ সন্নিহিত না হইলে, উত্তমর্ণ সাক্ষী রাখিয়া আধি বিক্রয় করিতে পারিবে ॥ ৬৪ ॥ যখন বিনা বন্ধক ঋণ বৃদ্ধি পাইয়া দ্বিগুণ হইয়া দাঁড়াইবে; তখন ক্ষেত্রাদি বন্ধক রাখিলে তদুৎপন্ন দ্রব্য দ্বারা যদি উত্তমর্ণের উক্ত ঋণ পরিশোধিত হয়, তাহা হইলে উত্তমর্ণ ঐ আধি ছাড়িয়া দিবেন। "এই আধি হইতে অধিক উৎপন্ন হয়, তোমার লাভ, অল্প উৎপন্ন হয়,তোমার ক্ষতি," উত্তমর্ণের অঙ্গীকার মতে অধমর্ণের এরূপ কিছু বলা না থাকে, এবং দ্বিগুণ ফল উৎপন্ন হয় ত আধি ছাড়িয়া দিবেন অন্যথা নহে ॥৬৫

ইতি ঋণাদান প্রকরণ।

বিশেষ বিবরণ না বলিয়া যে সকল বস্তু করণ্ডপেটিকাদির মধ্যে রাখিয়া অপরের হস্তে ন্যস্ত হয়, তাহার নাম "ঔপনিধিক" ইহা যাহার নিকট ন্যস্ত করিবে, সে ব্যক্তি, ন্যাসকারীকেও তদ্রূপে প্রত্যর্পণ করিবে ॥ ৬৬ ॥ রাজা, দৈব বা তস্করের উপদ্রবে বিনষ্ট হইলে, প্রত্যর্পণ করিতে হইবে না। কিন্তু যদি ন্যাসকারী উক্ত দ্রব্য প্রার্থনা করিলে না দেয় এবং তাহার পরে রাজাদি উপদ্রবে বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে, তাহার মূল্য দিতে হইবে। এবং রাজা তন্মূল্য পরিমিত অর্থ দণ্ড করিবেন ॥ ৬৭ ॥ যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছাক্রমে ঐ দ্রব্য উপভোগ করে, বা বাণিজ্য দ্বারা বৃদ্ধি করে, তাহার শক্ত্যনুরূপ দণ্ড হইবে। উপভোগ করিলে, মাসে শতকরা শত ভাগের পাঁচ ভাগ বৃদ্ধি সমেত, বাণিজ্য করিলে ইহার অতিরিক্ত লভ্যাংশ সমেত সমস্ত মূল্য দিতে হইবে। যাচিত (অর্থাৎ বিবাহাদি উৎসবে পরিধান করিবার জন্য অপরের নিকট হইতে যে সকল বস্ত্রালঙ্কারাদি চাহিয়া লওয়া হয়), অবাহিত (অর্থাৎ যে দ্রব্য গচ্ছিত অবস্থায় অপরের নিকট গচ্ছিত হয়), ন্যাস অর্থাৎ প্রথমে কোন বস্তু গৃহস্বামীকে দেখাইয়া "গৃহস্বামীর নিকটে দিবে" এই বলিয়া সেই পরিবারের অন্তর্ভূক্ত এক ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করা), নিক্ষেপ (অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, কোন ব্যক্তির নিকট কোন বস্তু অর্পণ করা) ইত্যাদি বিষয়েরই এই নিয়ম জানিবে ॥ ৬৮ ॥ তপোনিষ্ঠ, দানশীল, সদ্বংশীয়, সত্যবাদী, ধর্ম্মপ্রধান, সরল-স্বভাব, পুত্রবান্, সম্পত্তিশালী, যথাসম্ভব শ্রৌত স্মার্ত্ত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠায়ী, এবং ব্যবহর্ত্তার সজাতি বা সবর্ণ এইরূপ অন্ততঃ তিন জন সাক্ষী দিতে হইবে, সজাতি বা সবর্ণ সাক্ষী না মিলিলে, সকল জাতীয় সকল বর্ণীয় ব্যক্তিরই সকল জাতীয় সকল-বর্ণীয় ব্যক্তি সাক্ষী হইতে পারে, ইহা স্মৃত হইয়াছে (জাতি—মূর্দ্ধাভিষিক্তাদি, বর্ণঃ—ব্রাহ্মণাদি) ॥৬৯।৭০॥ স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, কিতব (অর্থাৎ দ্যূতকর) শ্রোত্রিয়বৃদ্ধ, তাপসবৃদ্ধ এবং পরিব্রাজকাদি, ইহারা শাস্ত্রীয় বচনানুসারে সাক্ষিমধ্যে পরিগণিত নহে। কিন্তু এতদ্বিষয়ে কোন কারণ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই ॥ ৭১ ॥

সুরাদি সেবনে মত্ত, উন্মত্ত, অভিশপ্ত, রঙ্গাবতারী, পাষণ্ডী, কূটকারী, বিকলেন্দ্রিয়, পতিত, বন্ধু, অর্থসম্বন্ধী (অর্থাৎ যাহার সহিত বিবাদী বিষয়ের স্বার্থ-সম্বন্ধ আছে), সহায়, শত্রু, চৌর, সাহসী (অর্থাৎ গোঁয়ার), দৃষ্ট-দোষ, বন্ধু পরিত্যক্ত, ইত্যাদি ব্যক্তিগণ, সাক্ষী হইবার অযোগ্য ॥ ৭২ । ৭৩ ॥ উভয় পক্ষ সম্মত, ধর্ম্মজ্ঞ এক ব্যক্তিও সাক্ষী হইতে পারিবে। স্ত্রীসংগ্রহ, বাক্‌-পারুষ্য, দণ্ড-পারুষ্য, চৌর্য্য এবং সাহসে স্ত্রী বালক প্রভৃতি সকলেই সাক্ষী হইতে পারিবে ॥ ৭৪ ॥ বাদী প্রতিবাদীর সমক্ষে সাক্ষীদিগকে এই সকল কথা শুনাইবে "যে সকল স্থান উপপাতকী মহাপাতকীদিগের গন্তব্য ও যে সকল স্থান অগ্নিপ্রদ স্ত্রীঘাতী শিশুঘাতীদিগের গন্তব্য—সেই ব্যক্তি সেই সকল স্থানে গমন করে, যে সাক্ষী হইয়া মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করে। শত শত জন্মান্তরে যাহা কিছু পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছ, তৎসমস্ত তাহার "সঞ্চিত বলিয়া জানিবে, যাহাকে নিরর্থক পরাজয় করিতে চেষ্টা পাইতেছ" ॥৭৫—৭৭ ॥ ঋণগ্রহণের ব্যবহারে সাক্ষীগণ কোন কথা না বলিলে, রাজা ষট্‌চত্বারিংশৎ

দিনে সাক্ষীদিগের নিকট হইতে সুদ সমেত টাকা আদায় করিয়া দিবেন এবং তাহার সহিত সাধিত ধনের শতকরা শতভাগের দশ ভাগ গ্রহণ করিবেন ॥ ৭৮ ॥ যে পাপিষ্ঠ, নরাধম বিবাদ বিষয় অবগত থাকিয়াও সাক্ষ্য দান না করে, তাহার পাপ এবং দণ্ড কূট সাক্ষীর তুল্য ॥ ৭৯ ॥

দুই পক্ষ হইতে সাক্ষ্য প্রদান করিলে বহুলোকে যে কথা বলে, তাহাই গ্রাহ্য ; দুই পক্ষে সমান লোক হইলে গুণবান্ ব্যক্তিগণের ; দুই পক্ষেই সমান গুণবান্ লোক থাকিলে, যাহারা অধিক গুণবান্ তাহাদিগেরই কথা গ্রাহ্য ॥৮০ ॥ সাক্ষিগণ, যাহার লিখিত প্রতিজ্ঞাকে সত্য বলিয়া প্রকাশ করে, সে জয়ী হয় এবং যাহার লিখিত প্রতিজ্ঞার অনুরূপ বলে তাহার পরাজয় নিশ্চিত ॥ ৮১ ॥ কতিপয় সাক্ষী একরূপ বলিয়া গেলেও যদি অন্যপক্ষীয় বা স্বপক্ষীয় অপরাপর অতিশয় গুণবান্ ব্যক্তি কিংবা বহুলোক অন্যরূপ সাক্ষ্য প্রদান করে তাহা হইলে পূর্ব্বসাক্ষিগণ কূটসাক্ষী হইবে ॥ ৮২ ॥ এই সকল কূটসাক্ষীদিগের প্রত্যেক ব্যক্তিকে, এই বিবাদ-পরাজিত ব্যক্তির যে দণ্ড হইবে, তাহার দ্বিগুণ দণ্ড করিবে এবং ব্রাহ্মণ, কূটসাক্ষী হইলে, তাহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে ॥ ৮৩ ॥

যে ব্যক্তি প্রথমে সাক্ষ্য প্রদানে অঙ্গীকার করিয়া "যে সকল স্থান উপপাতকী" ইত্যাদি ৭৫—৭৭ বচনোক্ত সাক্ষ্য, শ্রবণ করিয়াছে, পরে ভয়-লোভাদি-অভিভূত হইয়া "আমি সাক্ষী হইব না" বলিয়া অপর সাক্ষীর নিকটে নিজের সাক্ষিত্ব অপলাপ করিলে, তাহাকে ঐ বিবাদে পরাজিত ব্যক্তির যে দণ্ড তদপেক্ষা অষ্টগুণ অধিক দণ্ড করিবেন এবং ব্রাহ্মণ হইলে তাহাকে নির্ব্বাসিত করিবেন ॥ ৮৪ ॥ যে-বিবাদে সত্য কথা বলিলে, ব্রহ্মচারীর প্রাণদণ্ড হয়, সেখানে সাক্ষী মিথ্যা কথা বলিতে পারিবে, দ্বিজসাক্ষিগণ প্রত্যেকে তজ্জনিত পাপলেশ ক্ষয়ার্থ সারস্বতচরু নির্ব্বপণ করিবে ॥ ৮৫ ॥

উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ পরস্পর সম্মতিক্রমে বৃদ্ধি-সময়াদি-বিষয়ের যে ব্যবস্থা করিবেন ভবিষ্যতে বিস্মৃত্যাদি-নিবন্ধন তাহার বৈপরীত্য না ঘটে, এই জন্য সেই সকল বিচার ঘটিত সাক্ষিযুক্ত লেখ্য-পত্র প্রস্তুত করিবে। তাহাতে প্রথমেই ধনীর নাম লিখিত হইবে ॥৮৬ ॥ এবং ঐ লেখ্য—বর্ষ, মাস, পক্ষ, দিন, নাম, জাতি, গোত্র সব্রহ্মচারিক (অর্থাৎ মাধ্যন্দিন প্রভৃতি শাখাধ্যয়ন প্রযুক্ত সংজ্ঞা বিশেষ ; যথা—অমুক মাধ্যন্দিন ইত্যাদি) ও নিজ-পিতৃ-নামাদি দ্বারা চিহ্নিত হওয়া আবশ্যক ॥ ৮৭ ॥ অনন্তর তাহাতে ব্যবস্থিত বিষয় লিখিত হইলে, অধমর্ণ, "আমি অমুকের পুত্র অমুক, ইহার উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা আমার সম্মত" এই কয়েকটী কথা স্বহস্তে সন্নিবেশিত করিবে ॥৮৮॥ এবং তাহাতে সাক্ষিগণ পিতৃনাম লেখনপূর্ব্বক ইহা লিখিবে যে, "আমি অমুক এ বিষয়ে সাক্ষী থাকিলাম।" সাক্ষিগণ সংখ্যায় ও গুণে সমান হইবে ॥ ৮৯ ॥ অনন্তর "আমি অমুকের পুত্র অমুক ঋণী ও ধনীর প্রার্থনানুসারে ইহা লিখিলাম" সর্ব্বশেষে লেখক ইহা লিখিবে ॥ ৯০ ॥ সাক্ষিব্যতীতও স্বহস্তে লিখিত লেখ্য প্রমাণ হইবে, কিন্তু বলাৎকার বা লোভ প্রদর্শন ও ক্রোধাদি প্রকাশ দ্বারা নিষ্পাদিত কৃত হইলে প্রমাণ হইবে না ॥ ৯১ ॥ লেখ্য-লিখিত ঋণও তিন পুরুষের দেয়। আধি ততদিন ভোগ করিতে পারিবে, যত দিন না ঋণ পরিশোধিত হয় (অর্থাৎ এ ঋণ পরিশোধ চতুর্থ পঞ্চম পুরুষেরও কর্ত্তব্য ॥ ৯২ ॥ লেখ্য, দেশান্তরস্থ, কদক্ষর, লিখিত নষ্ট, লুপ্তাক্ষর, অপহৃত, অর্দ্দিত বিদলিত, দগ্ধ, কিংবা ছিন্ন হইলে অন্য লেখ্য পত্র করিতে পারিবে ॥ ৯৩ ॥ নিজ নিজ হস্তাক্ষর, যুক্তি, তত্তৎসাক্ষি নির্দ্দেশাদি ক্রিয়া, অসাধারণ "শ্রী" কারাদি চিহ্ন, অর্থী প্রত্যর্থীর চিরাগত ঋণদানগ্রহণরূপ সম্বন্ধ ও এতৎসংখ্যক অর্থপ্রাপ্ত্যুপায়, এইসকল হেতু দ্বারা সংদিগ্ধলেখ্য পত্রের শুদ্ধি হইবে ॥ ৯৪ ॥ অধমর্ণ সময়ে সময়ে যে ধন অর্পণ করিবে, তাহা ঐ লেখ্যের পৃষ্ঠে লিখিয়া রাখিবে, অথবা উত্তমর্ণ ঐ লেখ্যের পৃষ্ঠে নিজ হস্তাক্ষরে প্রাপ্তিস্বীকার করিয়া রাখিবে

॥ ৯৫ ॥ সমস্ত ঋণ পরিশোধ হইলে, ঐ লেখ্য পত্র ছিন্ন করিয়া ফেলিবে, কিংবা শুদ্ধির নিমিত্ত পরিশোধসূচক আর একখানি লেখ্য পত্র প্রস্তুত করিবে, যে ঋণ গ্রহণ লোকের সমক্ষে তাহার পরিশোধও লোক-সমক্ষে করিবে ॥ ৯৬ ॥ তুলা, অগ্নি, জল, বিষ এবং কোষ এই পাঁচ প্রকার দিব্য বিশুদ্ধির জন্য এই স্থানে নির্দ্দিষ্ট হইল; অভিযোক্তা শীর্ষকস্থ হইলে (অর্থাৎ অভিযোগ প্রমাণ না হইলে যদি অভিযোক্তা, দণ্ড গ্রহণে সম্মত হয়, তবে) প্রধান প্রধান অভিযোগে অভিযুক্তের প্রতি এই সকল দিব্য প্রয়োগ কর্ত্তব্য ॥ ৯৭ ॥ অর্থী প্রত্যর্থীর পরস্পর সম্মতিক্রমে প্রত্যর্থীকে দিব্য করিতে হইবে, অথবা পরাজয় দণ্ডগ্রহণ করিতে হইবে * রাজদ্রোহ বা ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতক সংশয় শীর্ষক ব্যতিরেকেও দিব্য করিতে হইবে ।৯৮। প্রাড়্‌বিবাক, পূর্ব্বদিবস হইতে উপবাসী কৃতস্নান আর্দ্রবাসা দিব্যার্থী ব্যক্তিকে সূর্য্যোদয় সময়ে আহ্বান করিয়া রাজা এবং সভ্য ব্রাহ্মণদিগের সমীপে সমস্ত দিব্য করাইবেন ॥ ৯৯ ॥ স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ, অন্ধ, পঙ্গু, ব্রাহ্মণ এবং যোগিদিগের পক্ষে তুলা, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অগ্নি, বৈশ্যের পক্ষে জল, এবং শূদ্রের পক্ষে সপ্তযব পরিমিত বিষ, প্রশস্ত দিব্য ॥ ১০০ ॥ সহস্র পণের ন্যূন ধন গ্রহণ শঙ্কায় অগ্নি, বিষ, তুলা কিংবা জল দিব্য হইতে পারিবে না। তবে রাজদ্রোহ কি মহাপাতক বিষয়ে অভিযোগ হইলে, শুদ্ধ্যর্থিগণ অর্থাদি সংখ্যা মনে না করিয়া পবিত্রভাবে দিব্য করিতে প্রবৃত্ত হইবেন ॥ ১০১ ॥ (অথ তুলা বিধি)

তুলা ধারণজ্ঞ (অর্থাৎ সুবর্ণকারাদি) তুলা রূঢ় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রতিমান পাষাণ খণ্ডাদি দ্বারা সমান করিবে, পরে অভিযোক্তা, কৃত্রিম ন্যূনাধিক্য পরিহারার্থ প্রতিমান পাষাণাদিকে এবং অভিযুক্ত পুরুষকে চিহ্নিত করিবে, অভিযুক্ত পুরুষ তুলা হইতে অবতারিত হইয়া "হে তুলে! তুমি সত্য, সত্যের আবাস ক্ষেত্র দেবগণ তোমার নির্ম্মাতা, অতএব হে কল্যাণি! সত্য প্রকাশ কর। আমার প্রতি লোকের সন্দেহ দূর কর। হে মাতঃ! যদি আমি পাপী হই, তাহা হইলে আমাকে গুরুভারাক্রান্ত করিয়া প্রতিমান হইতে নিম্নগামী কর। আর যদি শুদ্ধ হই ত প্রতিমান হইতে ঊর্দ্ধে উত্থাপিত কর।" এই বলিয়া তুলাকে মন্ত্রপূত করিবে ॥ ১০২—১০৪ ॥ আর অভিযুক্ত ব্যক্তি, হস্তদ্বয় দ্বারা ব্রীহি মর্দ্দন করিলে, তাহার তিলাদিযুক্ত স্থান অলক্তক-রসাদি দ্বারা চিহ্নিত করিয়া হস্তে সপ্ত অশ্বত্থ-পত্র স্থাপন করিবে। যতগুলি অশ্বত্থপত্র, ততগাছি সূত্র দ্বারা অশ্বত্থপত্রাচ্ছাদিত হস্ত বেষ্টন করিবে ॥ ১০৫ ॥

হে অগ্নে! তুমি সর্ব্বভূতের অন্তরে বিচরণ করিতেছ। হে পাবক! হে কবে! সাক্ষীর ন্যায় আমার পুণ্য পাপ পরিদর্শন করিয়া যাহা সত্য হয়, তাহা প্রকাশ কর ॥ ১০৬ ॥ অভিযুক্ত এই মন্ত্র পাঠ করিলে প্রাড়্‌বিবাক তাহার অশ্বত্থ-পত্রাচ্ছাদিত হস্তদ্বয়ে পঞ্চাশৎপল-পরিমিত সমতল জ্বলন্ত লৌহপিণ্ড স্থাপন করিবে ॥ ১০৭ ॥ সেই অভিযুক্ত, লৌহপিণ্ড গ্রহণ করিয়া সপ্তমণ্ডল অতিক্রম করিবে। ষোড়শ অঙ্গুলি অন্তর বিরচিত এক একটী মণ্ডলের পরিমাণ ষোড়শ অঙ্গুলি ॥ ১০৮ ॥ পরে উক্ত লৌহপিণ্ড পরিত্যাগ করিয়া হস্তে ব্রীহি মর্দ্দন করিবে, যদি হস্ত দগ্ধ না হইয়া থাকে ত শুদ্ধি লাভ করিবে। সপ্তমণ্ডল অতিক্রম করিতে না করিতে যদি পিণ্ড পতিত হয়, কিংবা দগ্ধ হইয়াছে, কি-না হইয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ হয়, তাহা হইলে পুনর্ব্বার ঐ রূপে অগ্নি গ্রহণ করিবে ॥ ১০৯ ॥ (অথ জলবিধি) "হে বরুণ! তুমি আমাকে সত্য দ্বারা রক্ষা কর" এই বলিয়া জলকে মন্ত্রপূত করিয়া নাভিপ্রমাণ-জলে অবস্থিত পুরুষান্তরের ঊরু অবলম্বন পূর্ব্বক জলে ডুব দিবে ॥ ১১০ ॥ যে সময়ে ডুব দিবে, ঠিক সেই সময়ে এক ব্যক্তি, পূর্ব্বনিক্ষিপ্ত বাণ যে স্থলে নিপতিত হইয়াছিল, সেই স্থানে যাইবে। অনন্তর তৎস্থানস্থিত পতিত-শরগ্রাহী এক বেগবান্

* অভিযুক্ত ব্যক্তি, নিজের ইচ্ছানুসারে, অথবা অভিযোক্তা বিশেষ পণ বদ্ধ করিলে, দিব্য করিবে, এই ব্যাখ্যা বহু সম্মত।

ব্যক্তি আসিয়া যদি দেখে অভিযুক্ত এখনও ডুব দিয়া আছে, তাহা হইলে ঐ অভিযুক্ত শুদ্ধি লাভ করিবে॥ ১১১॥ (অথ বিষবিধি) হে বিষ! তুমি ব্রহ্মার পুত্র এবং সত্য ধর্ম্মে অবস্থিত, এই অপবাদ হইতে আমাকে পরিত্রাণ কর, সত্য প্রকাশ করিয়া আমার পক্ষে অমৃত স্বরূপ হও॥ ১১২॥

এই বলিয়া হিমালয়জাত শৃঙ্গোৎপন্ন (সপ্ত যব পরিমিত ঘৃতাক্ত) বিষ ভোজন করিবে বিনা শারীরবিকারে যাহার বিষ জীর্ণ হয় তাহার শুদ্ধি হইবে॥ ১১৩॥ (অথ কোশ বিধি) প্রাড্‌বিবাক দুর্গা প্রভৃতি উগ্রদেবতা পূজা করিয়া ঐ সকল দেবতার স্নানীয় জল লইয়া মন্ত্রপূত করিবে, অনন্তর তাহা হইতে তিন প্রসৃতি জল অভিযুক্তকে পান করাইবে॥ ১১৪॥ চতুর্দ্দশ দিনের মধ্যে যাহার রাজকৃত বা দেবকৃত ঘোর বিপদ না হয় সে, শুদ্ধি লাভ করিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই॥১১৫॥ যোগমূর্ত্তি ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য, মানুষ ও দৈব এই দ্বিবিধ প্রমাণ, ভিন্ন ভিন্ন রূপে বর্ণন করিলেন, এক্ষণে দায়ভাগ বিধি কীর্ত্তন করিতেছেন॥ ১১৬॥ যদি পিতা বিভাগ করিয়া দেন, তাহা হইলে পুত্রদিগকে (স্বোপার্জ্জিত ধন) ইচ্ছামত অংশ করিয়া দিতে পারিবেন। অথবা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে (সকল ধনেরই) প্রধান ভাগী কিংবা সকলকেই সমভাগী করিবেন। ॥১১৭॥ যদি সমভাগ করেন, তাহা হইলে ভর্ত্তা, বা শ্বশুর যাহাদিগকে স্ত্রীধন প্রদান করেন নাই, সেই সকল পত্নীদিগকেও পুত্রদিগের সমান অংশ দিবেন॥ ১১৮॥ যে ব্যক্তি স্বয়ং উপার্জ্জনক্ষম এবং পিতৃধন গ্রহণে অভিলাষী নহে, তাহাকে যৎসামান্য ভাগ দিয়াও বিভাগ করিতে পারেন। আর ন্যূনাধিক বিভক্ত পুত্রগণের পিতৃকৃত ভাগ (অর্থাৎ ন্যূনাধিক ভাগ) ধর্ম্ম্য (অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত) হইলে (যেমন পূর্ব্বকালে জ্যেষ্ঠের বিংশতিতম ভাগ অধিক ছিল, সেইরূপ) অপরিবর্ত্তিত থাকিবে, (নচেৎ পৈতৃক ধনের ইচ্ছামত ভাগ করিলে পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে) ইহা স্মৃত হইয়াছে॥ ১১৯॥ (বিভাগের কালান্তর উক্ত হইতেছে) পিতা মাতার মৃত্যুর পর, পুত্রগণ, পরস্পর সমবেত হইয়া পৈতৃক ধন এবং ঋণ সমভাবে বিভক্ত করিয়া লইবে। এবং কন্যাগণ মাতার ঋণ-পরিশোধাবশিষ্ট স্ত্রীধন বিভাগ করিয়া লইবে, কন্যা না থাকিলে পুত্রগণই উহা গ্রহণ করিবে॥ ১২০॥ পিতৃ মাতৃ দ্রব্য উপহত না করিয়া যাহা নিজের উপার্জ্জিত, মিত্র সকাশে প্রাপ্ত এবং বিবাহ-লব্ধ, তাহা অপর অংশীদারের হইবে না॥ ১২১॥ যে পিতৃ-পৈতামহ ধন অপরে হরণ করিয়াছিল, তাহাও পুনরুদ্ধার করিলে উদ্ধর্ত্তা, অপর অংশীদার-দিগকে ভাগ দিবে না, বিদ্যালব্ধ ধনেরও ভাগ দিতে হইবে না (এ সমস্তই পিতৃ-মাতৃ-ধন-উপঘাত ব্যতিরেকে হইলে, অবিভাজ্য জানিবে॥১২২॥ কৃষি বাণিজ্যাদি দ্বারা সাধারণ ধন বর্দ্ধিত করিলে সকল অংশীরই সমভাগ। (এক্ষণে পিতামহ ধনে পৌত্রদিগের বিভাগ প্রকার বর্ণিত হইতেছে) বিভিন্ন পিতৃক পৌত্র-গণের পিতা হইতে অংশ কল্পনা হইবে। (মূল-ধনীর চারিটী পুত্র, ঐ পুত্রগণের মধ্যে একজন এক পুত্র, আর একজন দুই পুত্র রাখিয়া পরলোক গত হয়। মূল ধনীর মৃত্যুকালে দুই পুত্র এবং তিনটী মৃতপিতৃক পৌত্র বর্ত্তমান থাকে, এমত অবস্থায় ঐ ধন পাঁচ অংশ না হইয়া চারি অংশ হইবে। দুই অংশ পুত্রদ্বয়, এক অংশ এক পৌত্র এবং এক অংশ দুই পৌত্র গ্রহণ করিবে; তবেই হইল পৌত্রগণের অংশ পুত্রগণের ন্যায় নহে, তাহাদিগের পিতা হইতে ভাগ; পুত্রগণের ন্যায় হইলে, কথিত স্থলে চার ভাগ না হইয়া পাঁচ ভাগ হইত এবং সকলেই সমভাগী হইত)॥ ১২৩॥ যাহা পিতামহের ভূমি, নিবন্ধ বা দ্রব্য হইবে, তাহাতে আপনার এবং পিতার তুল্য স্বত্ব॥ ১২৪॥ পিতা, পুত্রদিগকে বিভক্ত করিয়া দিলে তৎপরে যদি সবর্ণাগর্ভে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ঐ বিভাগের পর জাত পুত্রই অংশের অধিকারী হইবে। আর পিতার পরলোক প্রাপ্তির পর বিভাগ করিলে, তৎকালে মাতৃগর্ভস্থ বালক বর্ষাকালে ভ্রাতৃগণ যে ধন গ্রহণ করিয়াছে, তাহা হইতে আয়ের ও ব্যয়ের

অবধারণপূর্ব্বক উপযুক্ত অংশ গ্রহণ করিবে ॥ ১২৫ ॥ পিতা মাতা পুত্রগণকে যে সকল বস্ত্রালঙ্কারাদি প্রীতিপূর্ব্বক দান করিবেন, তাহা তাহারি ধন। পিতার পরলোক প্রাপ্তির পর বিভাগ করিলে, স্ত্রীধন রহিত মাতাও পুত্রদিগের সমান অংশ প্রাপ্ত হইবেন, তৎকালে অসংস্কৃত ভ্রাতা থাকিলে, পূর্ব্বসংস্কৃত ভ্রাতৃগণ সাধারণ ব্যয়ে, তাহার সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিবেন। সবর্ণাভগিনীগণ অসংস্কৃত থাকিলে নিজাংশের চতুর্থাংশ প্রদান করিয়া সংস্কার কর্ম্ম সমাধা করিবেন ॥ ১২৬ । ১২৭ ॥ চারি জন (ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা এই চতুর্ব্বর্ণীয় পত্নীর গর্ভজাত) ব্রাহ্মণ-পুত্র বর্ণানুক্রমে সমস্ত পৈতৃক ধনের চারি ভাগ, তিন ভাগ, দুই ভাগ এবং এক ভাগ, তিন জন (ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা এবং শূদ্রা এই ত্রিবর্ণীয় পত্নীর গর্ভজাত) ক্ষত্রিয়পুত্র বর্ণানুক্রমে তিন ভাগ, দুই ভাগ, এক ভাগ ও দুই জন (বৈশ্যা ও শূদ্রার গর্ভজাত) বৈশ্য-পুত্র দুই ভাগ এবং একভাগ প্রাপ্ত হইবে। (ব্রাহ্মণের সম্পত্তি দশ অংশ হইবে, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণীপুত্র চারি ভাগ, ক্ষত্রিয়া-পুত্র তিন, বৈশ্যাপুত্র দুই, শূদ্রাপুত্র একভাগ পাইবে ইত্যাদি) ॥ ১২৮ ॥ বিভাগের পূর্ব্বে কোন অংশীদার সাধারণ ধন হইতে কিছু অপহরণ করিলে, তাহা যদি বিভাগের পর দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা হইলে, সেই দ্রব্য সকল অংশীদার সমভাগ করিয়া লইবেন, ইহাই নিয়ম ॥ ১২৯ ॥ অপুত্র ব্যক্তি গুরুনিয়োগক্রমে (উৎপৎস্যমান অপত্য উভয়েরই হইবে, এই অভিসন্ধিপূর্ব্বক) যে পুত্র উৎপাদিত করে, সেই পুত্র উভয়েরই (অর্থাৎ জনয়িতা এবং জননীস্বামীর) ধর্ম্মতঃ উত্তরাধিকারী এবং পিণ্ডদাতা ॥ ১৩০ ॥ (বিবাহ সংস্কৃতা ভার্য্যার নিয়োগ হইবে না, তবে) যে কন্যার কোন পাত্রের সহিত বিবাহ দেওয়া সত্যবদ্ধ হইয়া গিয়াছে, পাণিগ্রহণ মন্ত্র পাঠ না হইলেও সেই পাত্রই ঐ কন্যার পতি। এই পতির মৃত্যু হইলে, অগৃহীত-পাণি পূর্ব্বোক্ত কন্যাকে মৃতপতির সহোদর ভ্রাতা বিবাহ করিবে; যথাবিধি বিবাহ করিয়া ঘৃতাভ্যঙ্গ মৌনাবলম্বনাদি নিয়মানুসারে শুক্লবস্ত্রপরিধানা শুদ্ধব্রতচারিণী ঐ স্ত্রীর যে পর্য্যন্ত গর্ভ না হয়, তাবৎ অতি নির্জ্জনে প্রতি ঋতুকালে এক একবার উপগত হইবে ॥ ১৩১ । ১৩২ ॥ ধর্ম্মপত্নীর গর্ভসম্ভব ঔরসপুত্রই শ্রেষ্ঠ, পুত্রিকা-পুত্র তৎসদৃশ। সগোত্র বা তদিতর (অর্থাৎ সবর্ণ, এবং দেবর) কর্ত্তৃক স্বক্ষেত্রে (পূর্ব্বোক্তরূপে) উৎপাদিত পুত্র—ক্ষেত্রজ, ভর্ত্তৃগৃহে প্রচ্ছন্নভাবে পরপুরুষের সংসর্গে উৎপাদিত পুত্র—গূঢ়জ, কন্যাবস্থায় উৎপন্ন পুত্র—কানীন-ইহাকে মাতামহের পুত্র বলিয়া জানিবে ॥ ১৩৩ । ১৩৪ ॥ অক্ষতা অথবা ক্ষতা পুনর্ভূ নারীর গর্ভে উৎপন্ন পুত্র পৌনর্ভব, মাতা পিতা যে পুত্র অপরকে প্রদান করেন সে দত্তকপুত্র (এ পুত্র গ্রহীতার উত্তরাধিকারী) ॥ ১৩৫ ॥ পিতৃ-মাতৃ-বিক্রীত পুত্র—ক্রীত, (ক্রেতার উত্তরাধিকারী)। নিজ কৃত (অর্থাৎ পুত্র বলিয়া সম্ভাবিত এবং পালিত) পুত্র—কৃত্রিম, যে পিতৃ-মাতৃ-হীন শিশু স্বয়ং আত্মসমর্পণ করে, সে স্বয়ং-দত্ত পুত্র, জননীর পরিণয়াবস্থায় গর্ভস্থ পুত্র—সহোঢ়জ ॥ ১৩৬ ॥ যে শিশু, মাতৃ-পিতৃ-পরিত্যক্ত অবস্থায় অপরের গৃহীত হয়, সে অপবিদ্ধ পুত্র। (গ্রহীতার উত্তরাধিকারী) পুত্রের মধ্যে প্রথমোল্লিখিত এক এক জনের অভাব হইলে পর পর উল্লিখিত পুত্র পিণ্ডদ এবং ধনাধিকারী ॥ ১৩৭ ॥ পূর্ব্বোক্ত বিধি, সজাতীয় তনয়গণের প্রতিই বিহিত হইল। আর শূদ্র দাসীতে যে পুত্র উৎপাদিত করে, সে, উৎপাদকের ইচ্ছা থাকিলে অংশ পাইতে পারে ॥ ১৩৮ ॥ পিতার মৃত্যুর পর উহার ভ্রাতৃগণ (অর্থাৎ শূদ্রের পরিণীতাপত্নীর গর্ভজাত পুত্রগণ) উক্ত দাসীপুত্রকে, সবর্ণ ভ্রাতা থাকিলে, তাহাকে যে অংশ দিতে হইত, তাহার অর্দ্ধাংশ দিবে। ঐ সকল ভ্রাতা এবং উৎপাদকের দুহিতা বা দৌহিত্র না থাকিলে, সকল অংশই গ্রহণ করিতে পারিবে ॥ ১৩৯ ॥ পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র রহিত ধনী স্বর্গলাভ করিলে, পত্নী, দুহিতা, পিতা, মাতা, কনিষ্ঠ-

সহোদর, জ্যেষ্ঠসহোদর, কনিষ্ঠ, বৈমাত্রেয়, জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয়, ভ্রাতুষ্পুত্র, আপেক্ষিক কনিষ্ঠ গোত্রজ, বন্ধু, আচার্য্য, শিষ্য, ব্রহ্মচারী ইহাদিগের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব উল্লিখিত ব্যক্তির অভাবে উত্তরোত্তর উল্লিখিত ব্যক্তি, উত্তরাধিকারী হইবে, সকল বর্ণেই এই নিয়ম॥ ১৪০। ১৪১॥ বানপ্রস্থ, যতি এবং নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারীদিগের পুস্তক বস্ত্র প্রভৃতি যাহা কিছু দ্রব্য থাকিবে, তাহাতে আচার্য্য, সৎশিষ্য, ধর্ম্মভ্রাতা এবং একাশ্রমী ইঁহারা যথাক্রমে (অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব উল্লিখিতের অভাবে পর পর উল্লিখিত ব্যক্তি) অধিকারী হইবেন ॥১৪২॥ (বিভক্ত নিজধন, পিতা ভ্রাতা বা পিতৃব্য ধনের সহিত মিশ্রিত করিয়া অবিভক্তবৎ ব্যবহার করিলে উহাদিগকে সংসৃষ্টী বলা যায়) সংসৃষ্টী হইবার পূর্ব্বে যখন ধনবিভাগ করিয়া লয়, তখন পত্নীর অবিজ্ঞাত গর্ভ থাকে, পশ্চাৎ সংসৃষ্টী হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হইলে ঐ গর্ভোদ্ভব পুত্রকে, যাহার সহিত সংসৃষ্টী হইয়াছিল সেই সংসৃষ্টী, অংশ দিতে বাধ্য, আর যদি অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হয় ত সংসৃষ্টী তাহার ধনাধিকারী হইবে। সহোদর ভ্রাতা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা পিতৃব্য ইত্যাদি পাঁচ জনে মিলিয়া সংসৃষ্টী হইলে, ঐরূপ পুত্রকে সহোদর সংসৃষ্টীই অংশ দিবেন, আর অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হইলে, সহোদর সংসৃষ্টীই উত্তরাধিকারী হইবেন ॥১৪৩॥ পুত্রাদিরহিত পরলোকগত বৈমাত্রেয় ভ্রাতার ধনে সংসৃষ্টী বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অধিকারী হইবে,কিন্তু অসংসৃষ্টী বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হইবে না। সংসৃষ্ট অর্থাৎ সহোদর অসংসৃষ্টী হইলেও সহোদরের ধনে অধিকারী, আর সংসৃষ্টী বলিয়া একমাত্র বৈমাত্রেয় ভ্রাতাই যে ধনাধিকারী হইবে, তাহা নহে (পরন্তু সংসৃষ্টী বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এবং অসংসৃষ্টী সহোদর উভয়ে সেই ধনে অধিকারী) ॥ ১৪৪ ॥ ক্লীব, পতিত, পতিত-পুত্র, জন্মাবধি পঙ্গু, উন্মত্ত, বেদগ্রহণে অসমর্থ, জন্মান্ধ, যক্ষ্মাদি অচিকিৎসনীয় রোগাক্রান্ত এবং পিতৃদ্বেষী প্রভৃতি ব্যক্তিগণকে, ধনাধিকারীগণ ভরণ পোষণ করিবে, কিন্তু অংশ দিবে না ॥ ১৪৫ ॥ ইহাদিগের যথাসম্ভব ঔরস এবং ক্ষেত্রজ পুত্রগণ পিতৃবৎ দোষাক্রান্ত না হইলে, পিতা নির্দোষ হইলে যে প্রকার ভাগ পাইতে পারিত, তদনুসারে ভাগ পাইবে। এবং পূর্ব্বোক্ত ক্লীবাদির কন্যাগণ যত দিন না বিবাহিত হইবে, ততদিন ইহাদিগের ভরণ পোষণ করিতে হইবে, পরে বিবাহ দিতে হইবে ॥ ১৪৬ ॥ এই সকল ক্লীবাদির পুত্রহীন পত্নী সচ্চরিত্রা হইলে, দায়াদগণ তাহাদিগকে ভরণ পোষণ করিতে বাধ্য, কিন্তু যদি ব্যভিচারিণী হয়, তাহা হইলে ভরণ করিবে না, প্রত্যুত নির্ব্বাসিত করিবে, আর প্রতিকূলা হইলে ভরণ করিবে বটে, কিন্তু স্থানান্তরিত করিয়া দিবে ॥ ১৪৭ ॥ পিতা, মাতা, পতি এবং ভ্রাতা যাহা প্রদান করেন তাহা, বিবাহ-সময় যাহা লব্ধ হয় তাহা, আধিবেদনিক (স্বামী দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিবার সময় পূর্ব্ব পত্নীর সন্তোষার্থ যাহা প্রদান করেন, তাহার নাম "আধিবেদনিক)" ইত্যাদি ধন, মাতৃবন্ধুদত্ত, পিতৃ-বন্ধু-দত্ত ধন শুল্ক অর্থাৎ যাহা গ্রহণ করিয়া কন্যার আসুর বিবাহ দেয় এবং অন্বাধেয়ক অর্থাৎ বিবাহের পর লব্ধ ধন স্ত্রীধন বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, পুত্র কন্যা না রাখিয়া মরিলে বান্ধবগণ তাহা প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৪৮।১৪৯ ॥ ব্রাহ্ম প্রভৃতি চারি বিবাহ অর্থাৎ ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য এই কয় বিবাহে বিবাহিত স্ত্রী নিঃসন্তান হইয়া মরিলে তাহার ধনে ভর্ত্তা অধিকারী, তদভাবে আপেক্ষিক নিকট-সম্বন্ধী সপিণ্ডাদি, অপর চার বিবাহে বিবাহিত স্ত্রীর ধনে মাতা, তদভাবে পিতা ইত্যাদি অধিকারী। যে বিবাহে বিবাহিত হউক না কেন, কন্যা পুত্রবতী হইলে কন্যাগণ মাতৃ-ধনে অধিকারী, তাহার মধ্যে বিশেষ এই; —প্রথম কুমারী,তদভাবে দত্তা ইত্যাদি ॥১৫০॥ বাগ্দত্তা কন্যাকে বস্ত্রালঙ্কারাদি অর্পণ করিয়া পুনর্গ্রহণ করিলে উহার শক্ত্যনুরূপ দণ্ড হইবে এবং ঐ কন্যাকে অভিযোগ ব্যয় ও প্রথম দত্ত দ্রব্য সবৃদ্ধিক দিবে। আর কন্যার বাগ্দত্ত অবস্থায় মৃত্যু হইলে, স্বপক্ষ ও

ন্যাপক্ষের উপচারার্থ বর যাহা ব্যয় করিয়া-ন, তাহা পরিশোধ করিয়া স্বপ্রদত্ত অলঙ্কা-াদি গ্রহণ করিতে পারিবে * ॥১৫১॥ দুর্ভিক্ষ ময়ে পারিবার পালনার্থ, অবশ্য-কর্তব্য নুষ্ঠানের জন্য, ব্যাধিকালে চিকিৎসাদির মিত্ত এবং বন্ধনাদি-মোচনার্থ ভর্ত্তা স্ত্রীধন াহণ করিলে, আর প্রত্যর্পণ করিতে হইবে ।॥১৫২॥ দ্বিতীয়বার বিবাহে যাবৎ—পরি-াণ অর্থ ব্যয়িত হইবে, অধিবিন্ন স্ত্রীকে তাবৎ-রিমাণ আধিবেদনিক অর্থ দিবে, পূর্ব্বে াহাকে স্ত্রীধন প্রদত্ত হয় নাই, তাহার পক্ষেই ই নিয়ম, স্ত্রীধন প্রদত্ত হইলে পূর্ব্বোক্তের র্দ্ধাংশ প্রদান কীর্ত্তিত হইয়াছে॥ ১৫৩॥ বিভাগের অপলাপ করিলে, জ্ঞাতি, বন্ধু, সাক্ষী এবং পৃথক্কৃত গৃহক্ষেত্রাদি দ্বারা বিভাগের নির্ণয় করিবে॥ ১৫৪॥ এই দায়ভাগপ্রকরণ॥ ক্ষেত্রের সীমা-বিবাদ উপস্থিত হইলে, চতু-পার্শ্বের গ্রামস্থ ব্যক্তি, বৃদ্ধ, মৌল, উদ্ধৃত, গোচারক, নিকটবর্ত্তী ক্ষেত্রকর্ষক এবং সকল প্রকার বনচারী মনুষ্য, ইহারা উন্নতভূমি, অঙ্গার, তুষ, ন্যগ্রোধাদি বৃক্ষ, সেতু, বল্মীক স্তূপ, তড়াগাদি, অস্থি এবং চৈত্য প্রভৃতি দ্বারা চিহ্নিত দেখিয়া সীমা নিশ্চয় করিয়া দিবে॥ ১৫৫। ১৫৬॥ পূর্ব্বোক্ত কোন চিহ্ন না পাইলে সাক্ষী দ্বারা সীমা নিশ্চয় করিবে, অভাবে পার্শ্ববর্ত্তী সমসংখ্যক গ্রামের অর্থাৎ দুইখানি গ্রাম কি চারখানি গ্রামের ইত্যাদি) চারি জন, আট জন কিংবা দশজন লোক রক্তমাল্য রক্তবস্ত্র এবং মস্তকে মৃত্তিকাখণ্ড ধারণ করিয়া সীমা নিশ্চয় করিয়া দিবে॥ ১৫৭॥ উক্ত সীমা-নির্ণয় কোনরূপে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ হইলে, রাজা, সাক্ষিগণের বা সামন্তগণের প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যম সাহস দণ্ড করিবেন। পূর্ব্বোক্ত চিহ্ন এবং অন্যান্য সাক্ষী ও সামন্তাদি জ্ঞাতা লোক না থাকিলে, রাজাই সীমাপ্রবর্ত্তক হই-বেন॥ ১৫৮॥ আরাম (অর্থাৎ ফলপুষ্প হেতু ভূখণ্ড) আয়তন (অর্থাৎ খামার প্রভৃতি) গ্রাম বাপী কূপাদি পানীয় স্থান উদ্যান (অর্থাৎ ক্রীড়াবন) গৃহ এবং নালা নর্দ্দমা প্রভৃতির বিবাদেও এই বিধি জানিবে॥ ১৫৯॥ মর্য্যাদা প্রভেদে, (অর্থাৎ আল ভাঙ্গিয়া দিলে), সীমা অতিক্রম করিয়া কর্ষণ করিলে এবং ভয়াদি প্রদর্শনপূর্ব্বক ক্ষেত্রাদি অপহরণ করিলে যথা-ক্রমে অধম সাহস, মধ্যম সাহস এবং উত্তম সাহস দণ্ডভোগ করিতে হইবে॥ ১৬০॥ কোন ব্যক্তি পরকীয় ভূমিতে সেতু বা কূপাদি জলাশয় করিয়া দিতে চাহিলে উক্ত ভূস্বামীর যৎকিঞ্চিৎ ভূমি বিনষ্ট হইলেও তাহা নিষেধ করিবে না কারণ কূপাদি জলাশয় স্বল্প স্থান ব্যাপী, সুতরাং বিশেষ অপকার করে না প্রত্যুত বহুজল পূর্ণ বলিয়া অনেক মঙ্গলসাধন করিয়া থাকে এইরূপ সেতুতেও কাহারও বিশেষ অপকার হয় না, অথচ প্রভূত মঙ্গল সাধিত হয়॥ ১৬১॥ যে ব্যক্তি ক্ষেত্র স্বামীকে তদভাবে রাজাকে না জানাইয়া পরকীয় ক্ষেত্রে সেতু নির্ম্মাণ করে, সেতু নির্ম্মাণ সম্ভূত অদৃষ্টে তাহার অধিকার হয় না, কিন্তু ক্ষেত্র-স্বামীর এবং তদভাবে রাজার অধিকার হয়॥ ১৬২॥ যে ক্ষেত্রকর্ষণে স্বীকৃত হইয়া পশ্চাৎ সেই ক্ষেত্র নিজেও কর্ষণ না করে বা অপরের দ্বারাও কর্ষণ না করায় অথচ ক্ষেত্র লাঙ্গলদ্বারা ঈষন্মাত্র বিদারিত হইয়া থাকে অর্থাৎ বীজবপনের উপযুক্ত না হয়, উহা কর্ষণ করিলে যে পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইত, ঐব্যক্তি তাহা প্রদান করিতে বাধ্য এবং স্বামী তাহার নিকট হইতে ক্ষেত্র আচ্ছিন্ন করিয়া অন্যদ্বারা কর্ষণ করাইবে॥১৬৩॥

ইতি সীমা বিবাদ প্রকরণ।

মহিষী অপরের শস্য বিনাশ করিলে আট মাষ অর্থদণ্ড হইবে। গো, শস্য বিনাশ করিলে তদর্দ্ধ, ছাগ বা মেষ শস্য বিনাশ করিলে তদর্দ্ধ অর্থাৎ দুই মাষ অর্থদণ্ড হইবে॥ ১৬৪॥ যদি মহিষ্যাদি পশু শস্য ভক্ষণ করিয়া উপবিষ্ট থাকে অর্থাৎ ইচ্ছামত শস্য ভক্ষণ করিয়া

* একের প্রতি বাগ্দত্তকন্যা অপরকে প্রদান রিতে উদ্যত হইলে তাহার শত্যমুরূপ দণ্ড হইবে, ং বর যাহা ব্যয় করিয়াছিল তাহা সুদসমেত দিবে, র তাহার মৃত্যু হইলে, বর যাহা কন্যাকে দিয়াছিল, হা আপনার এবং কন্যাদাতার ব্যয় হিসাব করিয়া ? ভাগ গ্রহণ করিবে। ইহা টীকা সম্মত ব্যাখ্যা।

স্বয়ং তাহা হইতে বিরত হয়, তাহা হইলে উক্ত দণ্ড অপেক্ষা দ্বিগুণ দণ্ড হইবে, বিবীত অর্থাৎ প্রচুর তৃণ কাষ্ঠময় রক্ষিত ভূভাগ বিনষ্ট করিলে আটমাষ প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত দণ্ড হইবে। গর্দ্দভ এবং উষ্ট্রের পক্ষে মহিষীর তুল্য দণ্ড॥ ১৬৫॥ ক্ষেত্রস্বামীর যাবৎ শস্য বিনষ্ট হইবে, তদনুরূপ ফল দিতে হইবে; এই দণ্ড এবং পূর্ব্বোক্ত রাজদণ্ড পশু স্বামীকেই বহন করিতে হইবে আর যদি পালকের দোষে এইরূপ হয় তাহা হইলে পালককে তাড়না করিবে এবং পূর্ব্বোক্ত রাজদণ্ড বহন করিতে হইবে॥ ১৬৬॥ পথ এবং গ্রামের সমীপবর্ত্তী ও গ্রাম এবং বিবীতের সমীপবর্ত্তী ক্ষেত্রে পালক বা স্বামীর অনিচ্ছা সত্ত্বে যদি শস্যাদি বিনষ্ট করে ত দোষ হইবে না, কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক বিচরণ করাইলে চৌরের ন্যায় দণ্ড হইবে॥ ১৬৭॥

মহাবলীবর্দ্দ (অর্থাৎ যাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা অতীব দুঃসাধ্য এবংবিধ বৃষ), উৎসৃষ্ট পশু, সূতিকা (অর্থাৎ যাহার প্রসবের পর দশদিন অতিক্রান্ত হয় নাই) আগন্তুক (অর্থাৎ যূথপরিভ্রষ্ট হইয়া দেশান্তরাগত এবং অন্ধ খঞ্জাদি এই সকল পশুকে, আর যে সকল পশুর পালক আছে কিন্তু দৈবোপদ্রব ও রাজোপদ্রবে উৎপীড়িত হইয়া আসিয়াছে তাহাদিগকে মোচন করা উচিত॥১৬৮॥ প্রত্যহ প্রাতঃকালে স্বামী যেরূপ গণনাদি করিয়া অর্পণ করে, পালকও ঠিক সেইরূপভাবে সায়ংকালে পশুদিগকে প্রত্যর্পণ করিবে, পালকের অনবধানতাক্রমে মৃত বা বিনষ্ট হইলে, যথানিয়মে কৃত-বেতন ঐ পালকই ঐ পশু বা ঐ পশুর মূল্য দিবে॥১৬৯॥ পালকের দোষে বিনষ্ট হইলে, পালকের সার্দ্ধত্রয়োদশপণ দণ্ড হইবে, এবং স্বামীর দ্রব্য অর্থাৎ বিনষ্ট পশু মূল্য দিতে হইবে॥ ১৭০॥ গ্রামস্থ লোকের আগ্রহে ভূমির অল্লাধিক্য এবং রাজার ইচ্ছানুসারে "গোপ্রচার" করিবে, (অর্থাৎ গোচারণার্থ খানিকটা ভূভাগ অকৃষ্ট অবস্থায় রাখিবে)। দ্বিজাতি তৃণ কাষ্ঠ এবং পুষ্প সকল স্থান হইতে নিজ দ্রব্যের ন্যায় আহরণ করিবেন॥ ১৭১॥ গ্রাম এবং ক্ষেত্রের মধ্যে চারিদিকে, শতধনু, বহু কণ্টকাকীর্ণ গ্রাম ও ক্ষেত্রের মধ্যে দ্বিশতধনু, নগর ও ক্ষেত্রের মধ্যে চতুঃশত ধনু পরিমিত স্থান ব্যবধান রাখিবে॥ ১৭২॥

ইতি স্বামিপালবিবাদপ্রকরণ।

অন্য বিক্রীত নিজ দ্রব্য দেখিতে পাইলেই, স্বামী উহা গ্রহণ করিবে। সর্ব্বজন সমক্ষে ক্রয় না করিলে ক্রেতার দোষ হইবে, যে দ্রব্য, কোন সদুপায়ে যাহার পাইবার সম্ভব নাই, তাহা সেই ব্যক্তির নিকট ক্রয় করিলে, অতি গোপনে ক্রয় করিলে, অতি অল্পমূল্যে ক্রয় করিলে অথবা অসময়ে (অর্থাৎ রাত্র্যাদিকালে) ক্রয় করিলে, ঐ ক্রেতাও তস্করের মধ্যে গণ্য॥ ১৭৩॥ বিনষ্ট বা অপহৃত পরকীয় দ্রব্য ক্রয়াদি দ্বারা হস্তগত হইলে, ক্রেতা বিক্রেতাকে ধরাইয়া দিবে। যদি বিক্রেতা, কোন অজ্ঞাত দেশে গিয়া থাকে বা মরিয়া থাকে, তবে ক্রেতা স্বয়ং উক্ত ধন লইয়া গিয়া প্রকৃত স্বামীর হস্তে অর্পণ করিবে॥ ১৭৪॥ বিক্রেতাকে দেখাইয়া দিলেই অপহৃত-দ্রব্য-ক্রেতা দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। আর যে বিক্রেতা তাহার নিকট হইতে প্রকৃত স্বামী নিজ দ্রব্য এবং ক্রেতা মূল্য প্রাপ্ত হইবেন, রাজা তাহাকে দণ্ড করিবেন॥ ১৭৫॥ স্বামী ক্রয় কিম্বা উপভোগের প্রমাণ দিয়া নষ্ট বা অপহৃত দ্রব্যকে নিজের বলিয়া সপ্রমাণ করিবে, আর যদি স্বামী ঐরূপ প্রমাণ না দিতে পারে, তাহা হইলে রাজা তাহার উক্ত দ্রব্যের পঞ্চমাংশের একাংশ অর্থ দণ্ড করিবেন॥ ১৭৬॥ যে ব্যক্তি রাজাকে না জানাইয়া হৃত কি প্রণষ্ট নিজ দ্রব্য গ্রহণ করে তাহার ষোল পণ দণ্ড হইবে॥ ১৭৭॥ শুল্কাধিকারী কিম্বা স্থান রক্ষী নষ্ট বা অপহৃত দ্রব্য আহরণ করিয়া রাজার নিকট স্থাপন করিলে, স্বামী তখন হইতে একবৎসর পর্য্যন্ত ঐ দ্রব্য গ্রহণে অধিকারী থাকে ইহার পর হইলে রাজাই গ্রহণ করিবেন॥ ১৭৮॥ স্বামী, প্রনষ্ট দ্রব্য প্রাপ্ত হইলে, তাহার রক্ষণের জন্য রাজাকে দ্রব্য বিশেষে অর্থ বিশেষ

দিতে হইবে। যথা একশফ (অর্থাৎ অশ্বা-ত) চারপণ, মনুষ্যে পাঁচপণ, মহিষ, উষ্ট্র ও গোতে দুই দুই পণ, ছাগ ও মেষে পণপাদ করিয়া দিবে ॥ ১৭৯ ॥ পরিবার প্রতিপালনের অবিরোধে, আত্মীয় দ্রব্য দান করিতে পারিবে। আত্মীয় দ্রব্য হইলেও স্ত্রীকে পুত্রকে দান করিতে পারিবে না, পুত্র পৌত্রাদি থাকিতে, সর্ব্বস্ব দান করিবে না এবং পূর্ব্বে অপরকে যাহা দান করিতে প্রতিশ্রুতহইয়াছে, তাহাও অন্য ব্যক্তিকে দিবে না ॥ ১৮০ ॥ প্রতিগ্রহ প্রকাশ্য ভাবেই করা উচিত বিশেষতঃ স্থাবর বস্তুর প্রতিগ্রহ। যাহা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে তাহা দান করিবে। দান করিয়া তাহা পুনর্গ্রহণ করিবে না ॥ ১৮১ ॥ ইতি দত্তা প্রদানিক প্রকরণ।

ধান্যাদি বীজ, (১) লৌহ, (২) বলীবর্দ্দাদি বাহ্য, (৩) মুক্তা প্রবালাদি রত্ন, (৪) দাসী, (৫) গাভী প্রভৃতি দোহ্য, (৬) এবং দাসের, (৭) যথাক্রমে দশদিন, (১) একদিন, (২) পাঁচদিন, (৩) সপ্তাহ, (৪) একমাস, (৫) তিনদিন, (৬) এবং একপক্ষ, (৭) পরীক্ষা কাল (অর্থাৎ ক্রয় করিয়া অনুতাপ হইলে যথাক্রমে ঐসকল বস্তু নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষাকালের মধ্যে ফিরাইয়া দিতে পারিবে) ॥১৮২॥ সুবর্ণ, অগ্নিতে গলাইলে কিছুমাত্র ক্ষয় হয় না। রজতের শতপলে দুইপল ত্রপু এবং সীসের আটপল, তাম্রের পঞ্চপল এবং লৌহের দশপল ক্ষয় হয় ॥ ১৮৩ ॥ স্থূল উর্ণাসূত্রে নির্ম্মিত কম্বলাদি এবং স্থূল কার্পাস সূত্রে নির্ম্মিত বস্ত্রাদিতে প্রতি শতপলে উর্ণা এবং সূত্র অপেক্ষা দশপল, নাতিসূক্ষ্ম উর্ণাদি নির্ম্মিত কম্বলাদি এবং বস্ত্রাদিতে পাঁচ পল এবং সূক্ষ্ম নির্ম্মিত হইলে তিন পল মাত্র বৃদ্ধি হইবে ॥ ১৮৪ ॥ চিত্রিত বস্ত্রাদি ও কৃত্রিম রোম ভূষিত বস্ত্রাদিতে, ন সূত্রাদির পরিমাণাপেক্ষা ত্রিংশৎ ভাগের একভাগ ক্ষয় হইবে। কৌশেয় বস্ত্র এবং বল্কলে উপাদান অপেক্ষা ক্ষয়ও নাই বৃদ্ধিও নাই তাৎপর্য্য এই কথিত সুবর্ণাদি বস্তু ভূষণাদি নির্ম্মাণার্থ শিল্পীর হস্তে অর্পণ করিলে পরে নির্ম্মিত বস্তু ওজন করিয়া লইবে ইহা অপেক্ষা অধিক ক্ষয় বৃদ্ধি হইলে শিল্পীর দণ্ড হইবে ॥ ১৮৫ ॥ শাণক্ষৌমাদি বস্ত্র, ক্ষীণ হইলে, দেশ, কাল, উপভোগ এবং দ্রব্যের সারাসারতা নির্ণয় করিয়া কুশল ব্যক্তিগণ যেরূপ বলিয়াদিবেন শিল্পীগণ নিশ্চয়ই সেইরূপ অর্থদিতে বাধ্য ॥ ১৮৬ ॥ যাহাকে বলপূর্ব্বক দাসত্ব অবলম্বন করাইয়াছে রাজা তাহাকে দাস্য হইতে মোচন করিবেন, চৌরগণ অপহরণ করিয়া যাহাকে বিক্রয় করিয়াছে সেই ক্রীতদাসকে মোচন করা রাজার কর্ত্তব্য। যে স্বামীর প্রাণদান করে, সেই দাস, মুক্তি পাইবার যোগ্য, যে দুর্ভিক্ষ কালে দাস্য বৃত্তি অবলম্বন করায় পোষিত হইয়াছে সেই অনাকাল ভৃতদাস এবং ভক্তদাস (অর্থাৎ খাইতে পাইবার জন্যই যে দাস্য অবলম্বন করিয়াছে) দাস্যের প্রথম দিন হইতে স্বামীর যাহা যাহা উপভোগ করিয়াছে তৎসমস্ত প্রত্যর্পণ করিলে মুক্তি পাইতে পারিবে, আহিতদাস (অর্থাৎ সুবর্ণাদির ন্যায় পূর্ব্বস্বামী যাহাকে বন্ধক দিয়াছে, সেই দাস,) এবং ঋণ-দাস (অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন বলিয়া যে ব্যক্তি তাঁহার দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে) সেই অর্থ সুদ সমেত প্রদান করিলে মুক্ত হইবে ॥ ১৮৭ ॥ প্রব্রজ্যাচ্যুত হইলে, আমরণান্ত রাজার দাস হইয়া থাকিবে অনুলোম বর্ণানুসারেই দাস্য হইবে প্রতিলোমবর্ণক্রমে হইবে না ॥ ১৮৮ ॥ "আমি আয়ুর্ব্বেদাদি শিক্ষার্থ আপনার নিকট এতদিন থাকিব" এইরূপ কৃত হইলে, নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে যদি শিক্ষা সমাপ্ত হয় তথাপি তৎকাল গুরু গৃহে বাস করিবে। গুরুর অন্নে প্রতিপালিত অবস্থায় ঐ বিদ্যাদ্বারা যাহা অর্জ্জিত হইবে তাহা গুরুরই ॥ ১৮৯ ॥ রাজা নিজ নগরে ধবলগৃহাদি নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে ব্রাহ্মণ বাস করাইবেন, ঐসকল ব্রাহ্মণবৃন্দ যাহাতে বেদত্রয়জ্ঞ হ'ন তাহা করিবেন, তাঁহাদিগের বৃত্তিনির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন এবং বলিবেন "স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান করুন" ॥ ১৯০ ॥ নিজ নিত্য কর্ম্মের অবিরোধে যাহা অবসর-নিষ্পাদ্য ধর্ম্ম এবং যাহা রাজাদিষ্ট ধর্ম্ম তাহাও যত্নপূর্ব্বক পালন

করিবে ॥ ১৯১ ॥ যেব্যক্তি গ্রামাদি জন সমূহের ধন অপহরণ করে, অথবা রাজস্থাপিত কি সমাজ-স্থাপিত নিয়ম লঙ্ঘন করে, সর্ব্বস্বহরণ করিয়া তাহাকে দল হইতে নির্ব্বাসিত করিবে ॥ ১৯২ ॥ যাহারা দলের হিতজনক বাক্য বলে, দলের অন্তর্গত সকলেই তাহাদিগের কথামত কার্য্য করিবে। যে তাহার প্রতিকূলাচারী হইবে, তাহার প্রথম সাহস দণ্ড ॥ ১৯৩ ॥ রাজা সাধারণের কার্য্য সাধনোদ্দেশে সমাগত ব্যক্তিগণের কার্য্যসাধন করিয়া দিয়া পশ্চাৎ দান, মান এবং বহুবিধ সৎকারে আপ্যায়িত করিয়া বিদায় দিবেন। ১৯৪। সাধারণের কার্য্যার্থ প্রেরিত ব্যক্তি, যাহা প্রাপ্ত হইবে, তৎসমস্তই সাধারণের প্রতি অর্পণ করিবে; আর এই ব্যক্তি যদি স্বয়ং তাহা অর্পণ না করে, তবে রাজা উহার নিকট তদপেক্ষা একাদশ গুণ অর্থ আদায় করিয়া দিবেন। ১৯৫। ধর্ম্মজ্ঞ, শুচি, অলোভী, ব্যক্তিগণ সাধারণের কার্য্য বিচার করিবেন, (আবার বলি) সেই সকল সাধারণের হিতবাদীগণ যাহা বলিবেন, তদনুসারে সকলেরই কার্য্য করা উচিত। ১৯৬। শ্রেণী (অর্থাৎ একপণ্য শিল্পোপজীবী), নৈগম (অর্থাৎ পাশুপতাদি), পাষণ্ডী (অর্থাৎ সৌগতাদি) এবং সৈন্য প্রভৃতি এক কার্য্যোপজীবীদিগের পক্ষেও এই নিয়ম। রাজা ইহাদিগের ধর্ম্ম ব্যবস্থা রক্ষা করিবেন এবং পূর্ব্বানুবৃত্ত বৃত্তি যাহাতে বজায় থাকে, তাহা করিবেন। ১৯৭।

ইতি সংবিদ্ব্যতিক্রম প্রকরণ।

বেতন গ্রহণ করিয়া অঙ্গীকৃত কর্ম্ম না করিলে, বেতন অপেক্ষা দ্বিগুণ অর্থ স্বামীকে দিতে হইবে। আর, বেতন গ্রহণ না করিয়া ঐরূপ করিলে বেতনের সমপরিমাণ অর্থ দিতে হইবে। এবং ভৃত্যগণ উপকরণদ্রব্যসামগ্রী রক্ষা করিবে। ১৯৮। যে স্বামী, বেতন নির্দ্ধারিত না করিয়া ভৃত্যদ্বারা কর্ম্ম করায়, রাজা সেই স্বামীর, বাণিজ্য, পশু অথবা শস্য হইতে (অর্থাৎ ঐ ভৃত্য যে কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে, তাহা হইতে) লভ্যধনের দশমাংশের একাংশ ভৃত্যকে দেওয়াইবেন। ১৯৯। যে ভৃত্য, বিক্রয়যোগ্য দেশকাল অতিক্রম করে, কিংবা সেই দেশে এবং সেই কালে বিক্রয় করিয়াও ব্যয়বাহুল্যাদিবশতঃ লভ্যাংশ কমাইয়া ফেলে, সেই ভৃত্যের বেতন দান স্বামীর ইচ্ছাধীন। আর যদি ভৃত্য অধিক লাভ করাইয়া দেয়, তাহা হইলে বেতন অপেক্ষা কিছু অর্থ অধিক দিবে। ২০০। কোন একটী কার্য্য দুইজনে বা বহুজনে সম্পন্ন করিতে না পারিলে, উহাদিগের মধ্যে যে যতটুকু কার্য্য করিবে, তাহাকে তদনুসারে ন্যায্য বেতন দিবে, সম্পন্ন করিয়া উঠে ত অবধারিত বেতনই দিবে। ২০১। রাজোপদ্রব এবং দৈবোপদ্রব ব্যতীত বাহিতভাণ্ড বিনষ্ট হইলে, বাহক সেই ভাণ্ডের মূল্য দিবে। আর; বিবাহাদ্যর্থ প্রস্থানোপযুক্ত কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইয়া পশ্চাৎ লাভ সময়ে ঐ কার্য্য না করায় প্রস্থানের বিঘ্নজনক হইলে, নিজের নির্দ্দিষ্ট বেতনাপেক্ষা দ্বিগুণ অর্থ দিবে। ২০২। প্রস্থান করিবার উপক্রমে অথচ ভৃত্যান্তর প্রাপ্তির সময় থাকিতে, যে, অঙ্গীকৃতকার্য্য পরিত্যাগ করে, সে, নিজ বেতনের সপ্তমাংশের একাংশ; কিঞ্চিদ্দূর গমন করিয়া, যে, ঐরূপ কর্ম্ম পরিত্যাগ করে, সে, নিজ বেতনের চতুর্থভাগের একভাগ এবং অ পথে যে, কর্ম্ম পরিত্যাগ করে, সে, সম্পূর্ণ নিজ বেতন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য—এবং ঐ সকল সময়ে যে স্বামী কর্ম্ম পরিত্যাগ করায়, সে, সপ্তমাংশের একাংশ ইত্যাদি অর্থ ভৃত্যকে প্রদান করিবে। ২০৩। যে ধূর্ত্ত কিতব, প্রতিবারে শতপণের ন্যূন পণ রাখে না, সভিক, তাহার জয়লব্ধ দ্রব্যের প্রতি শতে বিংশতিভাগের একভাগ দ্রব্য গ্রহণ করিবে, এবং অপর ধূর্ত্ত-কিতবের জয় লব্ধ দ্রব্য হইতে প্রতিশতে দশভাগের একভাগ গ্রহণ করিবে। ২০৪। রাজা সেই সভিককে ধূর্ত্ত-কিতবের হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ করিবেন, সভিকও, রাজাকে অঙ্গীকৃত অংশ প্রদান করিবে, দ্যূতকরদিগের জয়লব্ধ বস্

জিতে ধনিকট আদায় করিয়া দিবে এবং ক্ষমাবান্ হইয়া সত্য কথা কহিবে। ২০৫। যেখানে রাজা নির্দ্দিষ্ট অংশ পাইয়া থাকেন, সেই সভিক-যুক্ত প্রসিদ্ধ ধূর্ত্ত সমাজে রাজা পরাজিত দ্রব্য জেতাকে দেওয়াইবেন; এইরূপ ধূর্ত্ত সমাজ না হইলে, রাজার দেওয়াইতে হইবে না। ২০৬। রাজা, কতকগুলি কিতবকেই দ্যূতক্রীড়ার জয় পরাজয় নির্ণেতা সভ্যরূপে এবং ঐরূপ কতকগুলিকে সাক্ষীরূপে নিযুক্ত করিবেন। যাহারা কাপট্য অবলম্বনে কিংবা বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে মন্ত্রৌষধাদির সাহায্যে দ্যূতক্রীড়া করে, তাহাদিগকে শ্বপদাদি চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিবেন। ২০৭। চোরের সন্ধান লওয়া বিশেষ আবশ্যক, (অথচ চোর প্রভৃতি বদ-মাইস লোকেরই জুয়ার আড্ডায় গতিবিধি) এইজন্য রাজা, এক ব্যক্তিকে, দ্যূতসভার অধ্যক্ষ করিবেন। সমাহ্বয় নামক প্রাণিদ্যূতে (অর্থাৎ উভয় পক্ষের মেষাদি প্রাণিদ্বারা যুদ্ধাদি প্রদর্শনে) এই বিধিই উক্ত হইয়াছে। ২০৮।

ইতি সমাহ্বয় প্রকরণ।

সত্য ভাবেই হউক, অসত্য ভাবেই হউক, আর শ্লেষ ভাবেই হউক, সবর্ণ ও সমগুণের প্রতি ন্যূনাঙ্গ (অর্থাৎ হস্তাদিরহিত), ন্যূনেন্দ্রিয় (অর্থাৎ নেত্রাদি রহিত) এবং রোগী এই সকল বলিয়া গালি দিলে সার্দ্ধত্রয়োদশ পণ দণ্ড হইবে ॥২০৯॥ মাতৃ উচ্চারণ বা ভগিনী উচ্চারণপূর্ব্বক গালি দিলে তাহার (রাজা) বিংশতি পণ দণ্ড করিবেন ॥ ২১০ ॥ স্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তির প্রতি পূর্ব্বোক্ত গালিগালাজ করিলে উক্ত দণ্ডের অর্দ্ধ দণ্ড হইবে, পরস্ত্রী এবং স্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্যক্তিকে ঐরূপ করিলে দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। পরস্পর বিবাদে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ এবং মূর্দ্ধাবসিক্তাদি জাতি ইহাদিগের উচ্চতা নীচতা অনুসারে দণ্ড কল্পনা করিয়া লইবেন ॥২১১॥ উচ্চবর্ণের প্রতি গালিগালাজ করিলে দ্বিগুণ ত্রিগুণ দণ্ড হইবে। ব্রাহ্মণের প্রতি ক্ষত্রিয়, গালিগালাজ করিলে, তাহার স্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া দ্বিগুণ এবং উচ্চবর্ণ বলিয়া তাহার দ্বিগুণ এই চতুর্গুণ দণ্ড অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি পণ স্থলে শত পণ, বৈশ্য ঐরূপ করিলে, বৈশ্যের স্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া দ্বিগুণ এবং উচ্চবর্ণ বলিয়া তাহার ত্রিগুণ দণ্ড; শূদ্র গালিগালাজ করিলে তাহার দণ্ড—তাড়ন জিহ্বাচ্ছেদনাদি অপর স্মৃতি হইতে জ্ঞাতব্য। নীচবর্ণের প্রতি গালিগালাজ করিলে অর্দ্ধার্দ্ধ হানিক্রমে দণ্ড হইবে। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে গালিগালাজ করিলে তাহার শত পণ দণ্ড প্রতিপাদিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে ঐরূপ করিলে তাহার অর্দ্ধ, বৈশ্যের প্রতি ঐরূপ করিলে তদর্দ্ধ অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি পণ, শূদ্রকে ঐরূপ করিলে দ্বাদশ পণ দণ্ড ॥ ২১২ ॥ সমর্থ ব্যক্তি বাক্য দ্বারা সমর্থ ব্যক্তির বাহু, গ্রীবা, নেত্র কিংবা সক্‌থির বিনাশ করিলে (অর্থাৎ তোর বাহু ছেদন করি ইত্যাদি বলিলে) তাহার শত পণ দণ্ড, পাদ, নাসা, কর্ণ বা কর প্রভৃতির ঐরূপ বিনাশ করিলে তদর্দ্ধ অর্থাৎ পঞ্চাশৎ পণ দণ্ড। ২১৩। কার্য্যে পরিণত করিতে অশক্ত ব্যক্তি, উক্তরূপ বলিলে তাহার দশপণ দণ্ড। এবং সমর্থ ব্যক্তি, অসমর্থ ব্যক্তিকে ঐরূপ বলিলে শত পণ অর্থদণ্ড অর্পণ করিয়া, (যদুদ্দেশে ঐ বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে) তাহার মঙ্গলের জন্য এক জনকে জামিন দিবে ॥ ২১৪ ॥ আর সুরাপায়ী ইত্যাদি পাতিত্যসূচক গালি দিলে মধ্যমসাহস, আর শূদ্রযাজী ইত্যাদি উপপাতকসূচক গালি দিলে প্রথমসাহস দণ্ড হইবে ॥ ২১৫ ॥ বেদত্রয়বেত্তা, রাজা এবং দেবতাকে গালি দিলে উত্তমসাহস দণ্ড, জাতিসমূহের প্রতি গালি দিলে মধ্যমসাহস দণ্ড, গ্রাম এবং দেশের উল্লেখপূর্ব্বক গালি দিলে প্রথমসাহস দণ্ড হইবে ॥ ২১৬ ॥

ইতি বাক্‌পারুষ্য প্রকরণ।

আঘাত চিহ্ন ও প্রয়োজনাদি পর্য্যালোচনা এবং জনপ্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া সাবধান ভাবে সাক্ষিরহিত মারপিটের মোকর্দ্দমা বিচার করিতে হইবে। কৃত্রিম চিহ্ন করিয়া মারপিটের মিথ্যা মোকদ্দমাও

সাজাইতে পারে, বিচারক এই আশঙ্কা মনে রাখিবেন। ২১৭। গাত্রে ভস্ম, পঙ্ক কিংবা ধূলি প্রদান করিলে, দশপণ দণ্ড। অপবিত্র বস্তু, পাদপার্ষ্ণি বা নিষ্ঠীবনজল স্পর্শ করাইলে পূর্ব্বোক্ত দণ্ড অপেক্ষা দ্বিগুণ দণ্ড (অর্থাৎ বিংশতিপণ দণ্ড) স্মৃত হইয়াছে। ২১৮। সমব্যক্তির প্রতি এই নিয়ম, উৎকৃষ্ট ব্যক্তি এবং পরস্ত্রীর প্রতি ঐ রূপ করিলে দ্বিগুণ দণ্ড, হীনব্যক্তির প্রতি ঐ রূপ করিলে অর্দ্ধ দণ্ড হইবে। চিত্তবৈকল্য বা মত্ততাদি বশতঃ উহা করিলে দণ্ড হইবে না। ২১৯। হীনবর্ণ, যে অঙ্গদ্বারা উচ্চবর্ণের পীড়া দিবে, সেই অঙ্গ ছেদনই তাহার দণ্ড। আঘাত করিবার নিমিত্ত শস্ত্রাদি উদ্যত করিলে প্রথমসাহস দণ্ড (শূদ্রের হস্ত চ্ছেদন), আর উদ্যত করিবার নিমিত্ত স্পর্শ করিলে, প্রথমসাহসের অর্দ্ধ দণ্ড হইবে, ইহা জ্ঞাতব্য। ২২০। সজাতিকে প্রহার করিলে(১) বা তদুদ্দেশে পাদ উত্তোলিত করিলে (২) যথাক্রমে দশপণ (১) এবং বিংশতি পণ (২) দণ্ড হইবে। পরস্পর হননার্থ শস্ত্র উদ্যত করিলে, সকলেরই উত্তমসাহস দণ্ড হইবে। ২২১। পাদ, কেশ, বস্ত্র, কিংবা হস্ত গ্রহণ করিয়া আকর্ষণ করিলে, দশপণ দণ্ড, আর বস্ত্রদ্বারা বন্ধন, গাঢ়-মর্দ্দন এবং আকর্ষণপূর্ব্বক পাদপ্রহার করিলে শতপণ দণ্ড হইবে। ২২২। কাষ্ঠাদি প্রহারে, আহত ব্যক্তির রক্ত পাত না হইলে, ঐ প্রহর্ত্তাব্যক্তির দ্বাবিংশতিপণ, আর রক্ত পাত হইলে তাহার দ্বিগুণ অর্থদণ্ড হইবে। ২২৩। হস্ত, পাদ কিংবা দন্ত ভাঙ্গিয়া দিলে, কর্ণ কি নাসা চ্ছেদন করিলে, পূর্ব্ব ব্রণ অধিক বাড়াইয়া দিলে, আর যাহাতে মানুষ মৃতকল্প হয়, সেই রূপ তাড়ন করিলে, মধ্যম সাহস দণ্ড হইবে* । ২২৪। গমন ভোজন এবং কথা কওয়া বন্ধ করিলে, চক্ষু জিহ্বা কুঁড়িয়া দিলে ও গ্রীবা, বাহু কিংবা উরু ভাঙ্গিয়া দিলে, মধ্যমসাহস দণ্ড হইবে। ২২৫। যে অপরাধে একজনের যে দণ্ড উক্ত হইয়াছে, বহুলোকে মিলিয়া একজনকে প্রহার করিলে সেই অপরাধে তদপেক্ষা দ্বিগুণদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। কলহ কালে যাহার যাহা অপহরণ করিবে, তাহাকে তাহা প্রত্যর্পণ করিতে হইবে এবং তজ্জন্য অপহর্ত্তা, অপহৃত বস্তুর মূল্যাপেক্ষা দ্বিগুণ অর্থদণ্ড বহন করিতে বাধ্য। এইরূপে যে ব্যক্তি মনুষ্যের দুঃখ উৎপন্ন করিবে, সে তাহাদিগের ব্রণ রোপণাদি ব্যয় দিবে এবং যাদৃশ কলহে যে দণ্ড উদাহৃত, তাহা দিবে।২২৬।২২৭। পরের ভিত্তি মুদ্গরাদিদ্বারা অভিহত (১), বিদারিত (২), দ্বিধাকৃত (৩) এবং ভূমিশায়িত (৪) করিলে, তাহার যথাক্রমে পঞ্চপণ (১), দশপণ (২), বিংশতিপণ (৩) এবং এই তিনটী (অর্থাৎ পঞ্চ ত্রিংশৎ পণ) (৪) দণ্ড হইবে (এবং গৃহস্বামীকে পুনঃসংস্কারোপযুক্ত ধন দিবে)।২২৮। যে ব্যক্তি পরকীয় গৃহে দুঃখজনক কণ্টকাদি দ্রব্য নিক্ষেপ করে এবং যে পরকীয় গৃহে বিষ সর্পাদি প্রাণহর দ্রব্য নিক্ষেপ করে, তাহাদিগের মধ্যে প্রথমোক্ত ব্যক্তির ষোড়শপণ, দ্বিতীয় ব্যক্তির মধ্যমসাহস দণ্ড। ২২৯। ছাগাদি ক্ষুদ্রপশুর তাড়ন (১), রক্তপাত (২), শৃঙ্গাদিচ্ছেদন (৩) এবং করচরণাদি অঙ্গ চ্ছেদন (৪) করিলে, যথাক্রমে দ্বিপণ (১), চতুষ্পণ (২), ষট্‌পণ (৩) এবং অষ্টপণ (৪) দণ্ড হইবে। ২৩০। উহাদিগের লিঙ্গচ্ছেদন কিংবা হত্যা করিলে মধ্যমসাহস দণ্ড হইবে এবং স্বামীকে পশুমূল্য দিতে হইবে। গবাদি মহাপশুর এই সকল করিলে যথাযথ উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। ২৩১। প্ররোহিশাখী অর্থাৎ বটাদি বৃক্ষ এবং আম্র পনসাদি উপজীব্য বৃক্ষের শাখাচ্ছেদন (১), স্কন্ধচ্ছেদন (২) এবং সমূল ছেদন (৩) করিলে, যথাক্রমে বিংশতি পণ (১), চত্বারিংশৎ পণ (২) এবং অশীতি পণ (৩) দণ্ড হইবে। ২৩২। চৈত্য-সমীপ, শ্মশান, সীমা, পুণ্যস্থান ও সুরালয় সন্নিধানে সম্ভূত বৃক্ষ এবং পিপ্পল পলাশাদি বিখ্যাত বৃক্ষের শাখাবিচ্ছেদন করিলে, যথোক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। ২৩৩। পূর্ব্বোক্ত

* ইহার মধ্যে অভ্যাসাদি বিবেচনায় বিষয়ের বিষমশিষ্টতা দোষ পরিহর্ত্তব্য।

স্থানোৎপন্ন মালতী প্রভৃতি গুল্ম, কুরন্ট-কাদি গুচ্ছ, করবীরাদি ক্ষুপ, মাধবী প্রভৃতি লতা, সারিবাদি প্রতান, শালি প্রভৃতি ওষধি এবং গুড়ূচী প্রভৃতি বীরুধ ছেদনে উক্ত দণ্ডের অর্দ্ধ দণ্ড হইবে।২৩৪।

ইতি দণ্ড পারুষ্য প্রকরণ।

সাধারণের দ্রব্য অথবা পরকীয় দ্রব্যের বলপূর্ব্বক হরণের নাম সাহস (দস্যুতা প্রভৃতি)। যে সাহস করে, তাহার, হৃত দ্রব্যের মূল্যাপেক্ষা দ্বিগুণ দণ্ড, আর যে সাহস করিয়া অপলাপ করে, "কৈ আমিত এমন কার্য্য করি নাই," তাহার চতুর্গুণ অর্থ দণ্ড হইবে।২৩৫। যে ব্যক্তি সাহস কার্য্য করিতে আদেশ করে, তাহার দ্বিগুণ দণ্ড, আর যে, আমি ধন দিব, এইরূপ অর্থের লোভ দেখাইয়া সাহস কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে, তাহার চতুর্গুণ দণ্ড।২৩৬। যে, পূজনীয় লোককে গালি দেয় এবং তাঁহাদিগের আজ্ঞালঙ্ঘন করে, যে ভ্রাতৃ ভার্য্যাকে প্রহার করে, যে দানে প্রতিশ্রুত হইয়া দান না করে, যে মুদ্রিত গৃহ (গৃহস্বামীর বিনা অনুমতিতে) উদ্ঘাটিত করে এবং যে, নিজক্ষেত্রাদি-সন্নিহিত-ক্ষেত্রাদি-স্বামী স্ববংশোব এবং গ্রামবাসী প্রভৃতির অপকার করে, তাহাদিগের পঞ্চাশৎ পণ দণ্ড হইবে, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত।২৩৭।২৩৮। যে বিনা নিয়োগে নিজের ইচ্ছামত বিধবা স্ত্রীতে উপগত হয়, যে বিক্রুষ্ট (অর্থাৎ চৌরাদিভীত ব্যক্তিকর্ত্তৃক পরিত্রাণার্থ আহূত) হইয়া সামর্থ্য থাকিতেও তদর্থে যত্ন না করে, যে বিনা কারণে আর্ত্তনাদ করে, যে চণ্ডাল হইয়া উত্তম বর্ণকে স্পর্শ করে, যে শূদ্র প্রব্রজিত দিগম্বরাদিকে দৈব-পিত্র্যকার্য্যে ভোজন করায়, যে অযুক্ত শপথ করে, যে অযোগ্য হইয়া যোগ্যোপযুক্ত কর্ম্ম করে (যথা শূদ্রের বেদাধ্যয়ন), যে, বৃষ এবং ছাগাদি ক্ষুদ্র পশুর পুংস্ত্ব বিনষ্ট করে, যে সাধারণ বস্তুর অপলাপ করে, যে দাসীর গর্ভ বিনষ্ট করে এবং যে ত্যাগের উপযুক্ত কারণ ব্যতীত পিতা, পুত্র, ভগিনী, ভ্রাতা, স্বামী, স্ত্রী, আচার্য্য, শিষ্য, ইহাদিগের পরস্পরের মধ্যে কাহাকেও পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার শতপণ দণ্ড হইবে।২৩৯—২৪২। রজক, শোধনার্থ সমর্পিত পরকীয় বস্ত্র পরিধান করিলে তিন পণ আর বিক্রয় করিলে, ভাড়া দিলে, বন্ধক রাখিলে, অথবা যাচিত হইয়া উৎসবাদি দর্শনার্থ বন্ধুবান্ধবাদিকে পরিধান করিতে দিলে, দশপণ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।২৪৩। যাহারা পিতা পুত্রের বিরোধে সাক্ষ্য প্রদান করিতে অঙ্গীকার করে, তাহাদিগের তিনপণ দণ্ড। আর যে, পিতা পুত্রের সপণ বিবাদে প্রতিভূ হয় অথবা কলহ বাধাইয়া দেয়, তাহার ত্রিপণের আটগুণ অর্থাৎ চতুর্ব্বিংশতি পণ দণ্ড।২৪৪। যে তুলাদণ্ড, শাসন পত্র, দ্রোণ প্রস্থ প্রভৃতি মান এবং নাণক অর্থাৎ মুদ্রাচিহ্নিত নিষ্কাদি, এই সকল বস্তু কূট করে (অর্থাৎ অসদুপায়ে প্রস্তুত বা ন্যূনাধিক করে) তাহাকে এবং যে কৃত-কূট এই সকল বস্তু ব্যবহার করে, তাহার উত্তমসাহস দণ্ড।২৪৫। যে নাণক-পরীক্ষক প্রকৃত অকূটকে কূট বলে অথবা কূটকে অকূট বলে, তাহার উত্তম সাহাস দণ্ড।২৪৬। আয়ুর্ব্বেদ না জানিয়া কেবল জীবিকা-নির্ব্বাহার্থ কোন পশু পক্ষীকে মিথ্যা চিকিৎসা করিলে চিকিৎসকের প্রথমসাহস দণ্ড, সাধারণ মনুষ্যকে ঐরূপ করিলে, মধ্যমসাহস, রাজপুরুষকে উহা করিলে, উত্তম সাহস দণ্ড হইবে ২৪৭। যে, বন্ধনের অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে বন্ধন করে এবং যে ব্যবহার পরিদর্শন না হইতেই বদ্ধ ব্যক্তিকে মোচন করে, তাহার উত্তমসাহস দণ্ড।২৪৮। যে ব্যক্তি, মান বা তুলা দ্বারা তোলন করিতে করিতে কোন কৌশলে ধান্যাদি পণ্য বস্তুর অষ্টম ভাগের এক ভাগ হরণ করে, তাহার দ্বিশত পণ দণ্ড। অপহৃত বস্তুর হ্রাস বৃদ্ধিতে দণ্ডেরও হ্রাস বৃদ্ধি হইবে।২৪৯। ঔষধ, ঘৃত তৈলাদি স্নেহ দ্রব্য লবণ, কুঙ্কুমাদি গন্ধ, ধান্য, গুড় প্রভৃতিপণ্য দ্রব্যে ভেজাল মিশ্রিত করিলে, ষোড়শ পণ, দণ্ড হইবে।২৫০। অপকৃষ্ট সুতরাং হীন মূল্য মৃত্তিকা, চর্ম্ম, স্ফটিকাদি মণি, সূত্র, লৌহ, বল্কল এবং বস্ত্রের বহুমূল্যতার জন্য কৃত্রিম

উৎকর্ষ সম্পাদন করিলে, বিক্রেয় দ্রব্যের মূল্য অপেক্ষা আট গুণ অর্থ দণ্ড হইবে। ২৫১। পরিবর্ত্তিত-মুদ্রিত পেটিকা (মনে কর একটী মুক্তাপূর্ণ পেটিকা আছে, আর একটী কাচপূর্ণ পেটিকা আছে, তন্মধ্যে মুক্তাপূর্ণ পেটিকা দেখাইয়া মূল্যাদি নির্দ্ধারণ করিয়া দিবার সময় কৌশলে প্রদত্ত কাচপূর্ণ পেটিকা) কিংবা কৃত্রিম-প্রস্তুত কস্তুরিকাদি সারভাণ্ড বন্ধক রাখিলে, বা বিক্রয় করিলে নিম্নলিখিত রীতিক্রমে দণ্ড নির্ণয় জানিবে। ২৫২। যথা,—এক পণের ন্যূন মূল্যে বিক্রয়াদি করিলে পঞ্চাশৎ পণ, এক পণ মূল্যে উহা করিলে শত পণ, দুই পণ মূল্যে করিলে দ্বিশত পণ দণ্ড। ইহার অতিরিক্ত মূল্যে করিলে উক্ত রীতি অনুসারে দণ্ডেরও বৃদ্ধি হইবে। ২৫৩। যে সকল বণিক্-বৃন্দ, রাজ-নিরূপিত মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি জানিয়াও জোট বাঁধিয়া, কারু এবং শিল্পীদিগের কষ্টকর মূল্য বৃদ্ধি করে, তাহাদিগের উত্তমসাহস দণ্ড হইবে। ২৫৪। যে সকল বণিক্, জোট বাঁধিয়া, দেশান্তরাগত পণ্য হীনমূল্যে লইবার জন্য অবরুদ্ধ করে, অথবা দেশান্তরাগত পণ্য এক মূল্যে গ্রহণ করিয়া তদপেক্ষা বহুমূল্যে বিক্রয় করে, তাহাদিগের প্রত্যেকের উত্তমসাহস দণ্ড হইবে। ২৫৫। রাজা বিশেষ পরিদর্শন পূর্ব্বক যেরূপ মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন, প্রত্যহ তদনুসারে ক্রয় বিক্রয় হইবে, সেই মূল্য হইতে অবশিষ্ট ভাগই লভ্যাংশ বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। ২৫৬। আর যে বণিক্ ক্রয় করিয়া সদ্যই বিক্রয় করে, সে, স্বদেশজাত পণ্য দ্রব্য হইতে প্রতিশত-পণে পাঁচ পণ লাভ করিবে, আর পরদেশীয় পণ্যে দশপণ গ্রহণ করিবে। ২৫৭। রাজা পণ্যের প্রকৃত মূল্য এবং আনয়নাদি ব্যয় হিসাব করিয়া এইরূপ মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন যাহাতে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই ক্ষতি না হয়। ২৫৮। যে বণিক্, মূল্য গ্রহণ করিয়া, ক্রেতা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও তাহাকে বিক্রীত দ্রব্য অর্পণ না করে, সে, পরে ক্রেতাকে তাহা বৃদ্ধি সমেত প্রদান করিতে বাধ্য, অর্থাৎ বিক্রয়াদি দ্বারা যাহা লাভ হইবে তৎসমেত কিংবা সুদ সমেত ক্রেতার ইচ্ছানুসারে দিতে হইবে, স্বদেশীয় ক্রেতার পক্ষে এই নিয়ম; আর দেশান্তর-সমাগত ক্রেতাকে, তদ্দেশে বিক্রয় করিলে যে লাভ হয় তৎ-সমেত দিতে হইবে। ২৫৯। বিক্রেতা প্রদান করিতে চাহিলেও ক্রেতা যদি ক্রীত পণ্য দ্রব্য গ্রহণ না করে, অথচ দৈবোপদ্রব কি রাজোপদ্রবে তাহা বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে সে হানি ক্রেতারই হইবে, কেন না ক্রেতা গ্রহণ করে নাই বলিয়াই ত হানি হইয়াছে। ২৬০। পক্ষান্তরে ক্রেতা গ্রহণ করিতে চাহিলেও বিক্রেতা যদি বিক্রীত দ্রব্য প্রদান না করে, এমত অবস্থায় রাজোপদ্রব বা দৈবোপদ্রবে ঐ দ্রব্য বিনষ্ট হইলে, সে হানি বিক্রেতারই জানিবে। ২৬১। অন্যের নিকট বিক্রীত দ্রব্য অপরের নিকট বিক্রয় করিলে, কিংবা সদোষদ্রব্য নির্দ্দোষ বলিয়া বিক্রয় করিলে, বিক্রীত দ্রব্যের মূল্যাপেক্ষা দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। ২৬২। ক্রেতা, দ্রব্যক্রয়ের পর তাহার মূল্য অধিক হইয়াছে কিনা, ইহা না জানিয়া এবং বিক্রেতা দ্রব্য বিক্রয়ের পর তা মূল্য অল্প হইয়াছে কিনা, ইহা না জানিয়া ক্রয় বিক্রয় নিবন্ধন অনুতাপ করিতে পারিবে না। যদি করে তাহা হইলে যথাসম্ভব ক্রীত বিক্রীত-দ্রব্য-মূল্যের ষষ্ঠাংশের একাংশ দণ্ড হইবে। ২৬৩।

ইতি বিক্রীয়াসংপ্রদান প্রকরণ।

যে সকল বণিক্ মিলিত হইয়া, লাভের জন্য ব্যবসায় করে (অর্থাৎ কোম্পানি) তাহাদিগের, যে যেমন অংশ প্রদান করিয়াছে, তদনুসারে কিংবা পরস্পরের যেরূপ স্বীকার করা থাকিবে, তদনুসারে লাভালাভ জানিবে। ২৬৪। এই কোম্পানির অন্তর্গত যে ব্যক্তি সাধারণের নিষিদ্ধকার্য্য করিয়া দ্রব্য ক্ষতি করে, সাধারণের অনুমতি বিনা কার্য্য করিয়া দ্রব্য ক্ষতি করে অথবা যে নিজের অসাবধানতায় ক্ষতি করে, সে, ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবে, আর যে, বিপৎকালে পরি

ত্রাণ করে, সে, সাধারণ লভ্যাংশের দশভাগের একভাগ অধিক লাভ পাইবে। ২৬৫। রাজা, মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দেন বলিয়া পণ্যদ্রব্যের লভ্যাংশ * হইতে বিংশতি ভাগের একভাগ শুল্ক গ্রহণ করিবেন। রাজা, যাহা বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন এইরূপ দ্রব্য এবং রাজোচিত উৎকৃষ্ট দ্রব্য বিক্রীত হইতে আসিলে, রাজা তাহা গ্রহণ করিবেন। ২৬৬। যে বণিক্ শুল্ক বঞ্চনার্থ পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ বিষয়ে মিথ্যা কথা কহে, যে, শুল্ক-গ্রহণ-স্থান হইতে পার্শ্বকর্ত্তন করিয়া অপসৃত হয় এবং যে, বিবাদি-দ্রব্য ক্রয় বা বিক্রয় করে, তাহাদিগের পণ্যদ্রব্যাপেক্ষা আটগুণ দণ্ড হইবে।২৬৭। নৌশুল্ক গ্রহণে নিযুক্ত ব্যক্তি, স্থলজশুল্ক গ্রহণ করিলে, দশপণ দণ্ড। প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ পরিত্যাগ করিয়া অপর ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিলে † তাহারও, এই দণ্ড। ২৬৮। সম্ভূয়-বণিকের (অর্থাৎ কোম্পানির) অন্তর্গত কোন ব্যক্তি দেশান্তরে দেহত্যাগ করিলে, সেই সমবেত বাণিজ্যে, তাহার যে ধন থাকিবে, তাহা, তৎপুত্রাদি, মাতুলাদি বন্ধু, জ্ঞাতি, প্রত্যাগত অপর বণিকগণ (অর্থাৎ কোম্পানির অন্যান্য অংশীদারগণ) অথবা রাজা গ্রহণ করিবেন **। ২৬৯। ইহার মধ্যে যে বঞ্চক হইবে, তাহাকে লাভ-রহিত করিয়া বহিষ্কৃত করিবে। এই কোম্পানির মধ্যে ভারপ্রাপ্ত যে ব্যক্তি, স্বয়ং ভাণ্ড পর্য্যবেক্ষণ আয় ব্যয়পরিদর্শন করিতে অশক্ত হইবে, সে অপরের দ্বারা উহা করাইবে, কোম্পানির পক্ষে যে নিয়ম, ঋত্বিক্, কর্ষক এবং শিল্পকর্ম্মোপজীবীদিগেরও তদ্দ্বারাই নিয়ম কীর্ত্তন করা হইল। ২৭০।

ইতি সম্ভূয়সমুত্থান প্রকরণ।

রাজপুরুষগণ, কোন এক স্থানে চৌর্য্য হইলে, যাহার নিকট অপহৃত বস্তু পাওয়া যাইবে, যাহার বিশেষ কোন চৌর্য্যচিহ্ন থাকিবে, পূর্ব্বে অন্ততঃ একবার যাহার চৌর্য্যাপরাধ প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, অথবা যাহার অবস্থিতি, সাধারণের সম্পূর্ণ জ্ঞাত নহে, তাহাদিগকে চোর বলিয়া ধরিতে পারিবে। ২৭১। সন্দেহ হইলে এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি ব্যক্তিকে ধরিতে পারে; যথা,—যাহারা জাতি, নাম, বংশাদির অপলাপ করে, যাহারা দ্যূত, বারাঙ্গনা মদ্য পানাদি ব্যসনে অত্যাসক্ত, রক্ষিগণ জিজ্ঞাসা করিলে যাহাদের মুখ শুষ্ক হয় বা স্বর পরিবর্ত্ত হয়, যাহারা বিনা কারণে পরধন এবং পর গৃহের বিবরণ জিজ্ঞাসা করে, যাহারা প্রচ্ছন্ন ভাবে বিচরণ করে, যাহাদিগের আয় নাই ব্যয় আছে এবং যাহারা প্রায়শঃ ভগ্ন ভিন্ন স্ফুটিত দ্রব্য বিক্রয় করে। ২৭২। ২৭৩। চৌর্য্যাশঙ্কায় ধৃতব্যক্তি আত্ম-বিশুদ্ধি-প্রমাণ দিতে না পারিলে, বিচারক, তাহার নিকট হইতে স্বামীকে অপহৃত দ্রব্য দেওয়াইবেন এবং তাহাকে চৌর দণ্ডে দণ্ডিত করিবেন। ২৭৪। (চৌর দণ্ড যথা) অপহৃত বস্তু চৌরের নিকট হইতে স্বামীকে দেওয়াইয়া শূলারোহণাদি বিবিধ উপায়ে তাহার বধদণ্ড করিবেন (দশকুম্ভাধিক ধান্য, শত পলাধিক সুবর্ণাদি হরণেও এই দণ্ড)। আর ব্রাহ্মণ চৌরের ললাটে চিহ্ন দিয়া রাজ্য হইতে নির্ব্বাসন দণ্ড করিবেন। ২৭৫। গ্রাম মধ্যে, নরহত্যা বা দ্রব্যাপহরণ হইলে, সে দোষ গ্রাম-রক্ষকের, অতএব চৌর ধরিতে না পারিলে, হৃতধন ধনীকে অর্পণ করিয়া সেই দোষ পরিহার করা কর্ত্তব্য। চৌরের নির্গমন চিহ্ন দেখাইতে না পারিলে, উক্ত নিয়ম জানিবে; বিবীত স্থলে অপহরণাদি হইলে, সে দোষ বিবীত-পালকের, পথ বা বিবীত ভিন্ন অপর কোন ক্ষেত্রাদিতে অপহরণাদি হইলে, সে দোষ রক্ষীদিগের (দোষ পরিহার পূর্ব্বোক্তরূপে করিতে হইবে)। ২৭৬। গ্রামসীমান্তভাগে অপহরণাদি হইলে গ্রামবাসিগণকেই চৌর ধরিয়া দিতে হইবে অথবা ধনীকে অপহৃত বস্তু দিতে হইবে।

---

* পণ্যদ্রব্যের মূল্য হইতে বিংশতি ভাগের একভাগ, ইহা মিতাক্ষরাসম্মত ব্যাখ্যা।

† ক্ষমতা থাকিতে শ্রাদ্ধাদিকালে প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ না করিলে, ইহা মিতাক্ষরা ব্যাখ্যা।

** অধিকারীক্রম পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে জানিবে, অপরাপর অংশীদারগণের অধিকার বিধান এবং ব্রাহ্মণাদির অধিকার নিষেধই এই বচনের উদ্দেশ্য।

নির্গমন পদ চিহ্ন গ্রামান্তরে প্রবিষ্ট হইলে, সেই গ্রামপালক প্রভৃতিকেই উহা করিতে হইবে। বহু গ্রামের মধ্যস্থলে এক ক্রোশ মাত্র তফাতে অপহরণাদি হইলে, পঞ্চ গ্রামের লোক, বা দশ গ্রামের লোক, উহার উক্তরূপে প্রতিবিধান করিবে। (কোনরূপে কোন উপায় না হইলে, রাজা নিজ কোশাগার হইতে, ধনীকে অপহৃত ধন দিবেন)। ২৭৭। বন্দিগ্রাহী, অশ্বগজাপহারী এবং বলপূর্ব্বক হত্যাকারী, এই সকল লোককে, শূলে আরোপিত করিবেন। ২৭৮। উৎক্ষেপক (অর্থাৎ ছিঁচকে চোর) গ্রন্থিভেদক (অর্থাৎ গাঁইটকাটা) ইহাদিগের যথাক্রমে করচ্ছেদ, এবং অঙ্গুষ্ঠ-তর্জ্জনীচ্ছেদ কর্ত্তব্য। ইহারা দ্বিতীয়বার এইরূপ অপরাধ করিলে, এক এক হস্ত ও এক এক পাদচ্ছেদন করিবে। ২৭৯। ক্ষুদ্র দ্রব্য (মধ্যম দ্রব্য) এবং মহাদ্রব্য হরণে অপহৃত দ্রব্যের মূল্যানুসারে দণ্ড কল্পনা করিয়া লইবে এবং এই কল্পনা করিবার পূর্ব্বে দেশ, কাল, বয়ঃ, শক্তি, জাতি প্রভৃতিও চিন্তা করিয়া দেখিবে। ২৮০। যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া, চোরকে অথবা হত্যাকারীকে, আহার, থাকিবার স্থান, শীতাপনোদনাদির জন্য অগ্নি, তৃষ্ণার জল, অকার্য্যে মন্ত্রণা, তাহার উপকরণ ও সেই কার্য্যের ব্যয় প্রদান করে, তাহার উত্তমসাহস দণ্ড। ২৮১। পরগাত্রে শস্ত্রাঘাত করিলে, কিংবা দাসী ও ব্রাহ্মণী ভিন্ন অপরের গর্ভ পাতিত করিলে, উত্তমসাহস দণ্ড। পুরুষ বা স্ত্রী হত্যা করিলে, হত ও ঘাতকের গুণাদি অনুসারে, উত্তমসাহস ও অধমসাহস দণ্ড হইবে। ২৮২। অতিশয় দোষান্বিতা, স্বগর্ভপাতিনী, পুরুষহন্ত্রী, এবং সেতু-ভঙ্গকারিণী স্ত্রীকে গলায় প্রস্তর বাঁধিয়া দিয়া জলে নিমজ্জিত করিবে, যদি তৎকালে তাহার গর্ভ না থাকে। ২৮৩। যে, পর-বধার্থ বিষপ্রয়োগ করে, যে, দাহার্থ গৃহাদিতে অগ্নি প্রদান করে এবং যে, স্বামী, গুরুজন অথবা নিজ কন্যাপুত্র হত্যা করে, তাহাকে কর্ণ, নাসা, হস্ত ও ওষ্ঠ ছেদনপূর্ব্বক বলীবর্দ্ধ দ্বারা মারিয়া ফেলিবে। ২৮৪। কাহারও গুপ্তহত্যা হইলে, (রাজনিযুক্ত রক্ষিগণ) হতব্যক্তির পুত্র এবং অপরাপর বন্ধুবান্ধবগণকে জিজ্ঞাসা করিবে "ইহার সহিত কাহারও কলহ ছিল কি না?" ইহা বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, "এ ব্যক্তির কোন স্ত্রী ব্যভিচারিণী কি না?* । ২৮৫। (আর জিজ্ঞাসা করিবে) এ ব্যক্তি পরস্ত্রীতে আসক্ত ছিল কি না? পরদ্রব্যে অভিলাষী ছিল কি না? কোন বৃত্তি অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক ছিল? (যদি স্থানান্তরে গুপ্তহত্যা হইয়া থাকে ত জিজ্ঞাসা করিবে) কাহার সহিত গিয়াছিল? যেস্থানে হত্যা হইবে তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানের লোককে তাহাদিগের বিশ্বাসী হইয়া সুশান্ত ভাবে নানাপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে। ২৮৬। যাহারা পক্ক শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র, গৃহ, বন, গ্রাম, বিবীত, অথবা খল দগ্ধ করে এবং রাজভার্য্যায় উপগত হয়, তাহাদিগকে বীরণবহ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া মারিবে। ২৮৭।

ইতি স্তেয়প্রকরণ।

পরস্ত্রীর সহ কেশ গ্রহণপূর্ব্বক ক্রীড়া, বা পরস্পরের দেহে অভিনব নখ ক্ষতাদি চিহ্ন দর্শন করিলে অথবা ঐ স্ত্রী ও ঐ পুরুষ উভয়ে যদি নিজ মুখে স্বীকার করে, তাহা হইলে পুরুষকে পরস্ত্রীগমনে প্রবৃত্ত বলিয়া গ্রহণ করিবে। ২৮৮। (সানুরাগ পরস্ত্রীর) নীবি, স্তনাবরণবস্ত্র, জঘন এবং কেশাদি স্পর্শ, নির্জ্জনাদি প্রদেশে এবং নিশীথাদিকালে, পরস্ত্রীর সহিত সম্ভাষণ এবং উহার সহিত একাসনোপবেশন, ইত্যাদি লক্ষণে কর্ত্তা-পুরুষকে পরস্ত্রীগমন প্রবৃত্ত বলিয়া জানিবে। ২৮৯। স্ত্রীলোক, যাহার সহিত সম্ভাষণাদি করিতে পতিপুত্রগণের নিষেধ থাকে, তাহার সহিত নিষিদ্ধ কার্য্য করিলে শতপণ দণ্ড দিবে, নিষিদ্ধ পুরুষ ঐরূপ করিলে দ্বিশত পণ দণ্ড দিবে, উভয়েই নিজ নিজ বন্ধু-

* আর ইহার পত্নীগণকে এবং যে সকল ব্যভিচারিণী নারী আছে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে যে,— অনন্তর পর লোকের সহ ঝগড়া। ইহা মিতাক্ষরা সম্মত ব্যাখ্যা।

কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়া ঐরূপ কার্য্য করিলে সংগ্রহণে (পরস্ত্রীগমনে) যে দণ্ড, সেই দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। ১৯০। পুরুষ সবর্ণা স্ত্রীতে উপগত হইলে, উত্তমসাহস দণ্ড, হীনবর্ণা স্ত্রীতে হইলে মধ্যম সাহস, উৎকৃষ্ট বর্ণাস্ত্রীতে গমন করিলে বধ দণ্ড, স্ত্রীলোক সবর্ণ ও উৎকৃষ্ট পুরুষে রত হইলে যথাসম্ভব কর্ণাদি কর্ত্তন (হীনবর্ণে রত হইলে বধ) *। ২৯১। বিবাহাভিমুখী-ভূত অলঙ্কৃত কন্যা হরণ করিলে উত্তম সাহস দণ্ড। সামান্যত কন্যাহরণে প্রথমসাহস দণ্ড। কন্যা সবর্ণা হইলেই ঐরূপ দণ্ড দিবে, উচ্চবর্ণা কন্যা হরণ করিলে বধ-দণ্ড স্মৃত হইয়াছে। ২৯২। স্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট-বর্ণীয় কন্যা যদি সকামা হয়, তাহা হইলে তাহাকে হরণ করিলে দোষ নাই, সকামা না হইলে প্রথমসাহস দণ্ড দিতে হইবে। অকামা কন্যাকে নখ-ক্ষতাদি দ্বারা দূষিত করিলে, করচ্ছেদন দণ্ড হইবে, আর যদি ঐ কন্যা উচ্চজাতীয় হয়, তাহা হইলে বধ দণ্ড হইবে। ২৯৩। কুমারীর অপ্রকাশিত যথার্থ দোষ প্রকাশ করিলে শতপণ দণ্ড দিবে, আর মিথ্যা দোষ রটনা করিলে দুই শতপণ দণ্ড দিবে। পশুগমন করিলে শতপণ দণ্ড, হীনাস্ত্রী (অর্থাৎ নিকৃষ্টবর্ণীয় স্ত্রী) এবং গো-গমন করিলে মধ্যমসাহস দণ্ড, (অর্থাৎ নিকৃষ্টবর্ণীয় স্ত্রীগমনে যেরূপ মধ্যম সাহস দণ্ড উক্ত হইয়াছে, গোগমনেও সেইরূপ) †। ২৯৪। অবরুদ্ধা (অর্থাৎ স্বামীর নিকট হইতে স্থানান্তর গমনের অনুমতি না পাওয়ায় পুরুষোপভোগবঞ্চিতা) এবং ভুজিষ্যা (অর্থাৎ নিয়মত কোন পুরুষের পরিগৃহীতা) দাসী ও ভুজিষ্যা স্বৈরিণী প্রভৃতি নাম্নী সাধারণী বলিয়া গম্য হইলেও, তাহাতে গমন করিলে, সেই পুরুষের পঞ্চাশৎ পণ দণ্ড হইবে। ২৯৫। অভুজিষ্যা এবং অনবরুদ্ধা দাসী প্রভৃতিতে বলপূর্ব্বক উপগত হইলে, দশপণ দণ্ড হইবে, ইহা স্মৃত হইয়াছে, ইহাদিগের অনিচ্ছা সত্বেও বহু লোকে গমন করিলে, প্রত্যেকের চতুর্বিংশতি পণ করিয়া দণ্ড হইবে। ২৯৬। বেশ্যা, শুল্ক-গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ সহবাসে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, শুল্ক দাতা পুরুষকে গৃহীতশুল্কের দ্বিগুণ ধন প্রত্যর্পণ করিবে, আর শুল্ক গ্রহণ না করিয়া বাচিক অঙ্গীকার করিলে শুল্কসম অর্থ প্রদান করিতে হইবে। পুরুষকেও, এইরূপ দণ্ড ভোগ করিতে হইবে (অর্থাৎ পুরুষ শুল্ক প্রদান করিয়া সহবাসে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, সে শুল্ক আর ফিরিয়া পাইবে না) । ২৯৭। নিজ পত্নীর যোনী-ভিন্ন স্থানে অর্থাৎ মুখাদিতে গমন করিলে, পুরুষের অভিমুখে প্রস্রাবত্যাগ করিলে, অথবা প্রব্রজিতার প্রতি উপগত হইলে, চতুর্ব্বিংশতি পণ দণ্ড। ২৯৮। চাণ্ডালাদি স্ত্রীগমন করিলে, তাহাকে (সহস্র পণ দণ্ড ও) ভগাকার চিহ্নে অঙ্কিত করিয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবে। শূদ্র, চাণ্ডালাদি অন্ত্যাগমনে তজ্জাতি প্রাপ্ত হয়, আর চাণ্ডালাদি নিকৃষ্টজাতির, শ্রেষ্ঠজাতীয় স্ত্রীগমন করিলে, তাহার বধ দণ্ড হইবে। ২৯৯।

ইতি স্ত্রীসংগ্রহ প্রকরণ।

যে, রাজশাসন ন্যূনাধিক করিয়া লিখে এবং যে, পরদার-গামী, অথবা চোরকে গ্রহণ করিয়া মোচন করে, ইহাদিগের উত্তমসাহস দণ্ড। ৩০০। যে, ব্রাহ্মণকে ভক্ষ্যদ্রব্যাদি ব্যপদেশে, তাঁহার অজ্ঞাতে মূত্র, পুরীষাদি অভক্ষ্যদ্রব্য ভোজন করায়, তাহার উত্তমসাহস দণ্ড। ক্ষত্রিয়কে ঐরূপ করিলে মধ্যমসাহস, বৈশ্যকে উহা করিলে প্রথমসাহস এবং শূদ্রকে ঐরূপ করিলে তাহার অর্দ্ধ ভাগ দণ্ড হইবে। ৩০১। যে স্বর্ণকারাদি, ভাল স্বর্ণ বলিয়া কৃত্রিম স্বর্ণ বিক্রয়াদি করে এবং যে, কুকুরাদি-সম্বন্ধ কুৎসিত

* হীনবর্ণ পুরুষে রত হইলে, কর্ণাদিচ্ছেদন, এবং অপর স্থলে দণ্ড কল্পনীয়, ইহা মিতাক্ষরা সম্মত ব্যাখ্যা।

† মিতাক্ষরাকার বলেন, হীনা শব্দের অর্থ অত্যাধমা-[illegible] স্ত্রী তাহা সর্ব্ববাদ সিদ্ধ নহে। সামান্য পশুগমন জাতিভ্রংশকর পাপের মধ্যে গণিত হইলেও উপপাতকের মধ্যে অগণিত গো-গমন, পরদারগমনের ন্যায় উপপাতকের মধ্যেই গণ্য। গো গমন দণ্ডে এবং হীনবর্ণীয় স্ত্রীগমন দণ্ডে উপমান উপমেয় ভাব প্রদর্শনের ইহাই উদ্দেশ্য।

মাংস বিক্রয় করে, (রাজা) তাহাদিগের অঙ্গ চ্ছেদন করিয়া দিবেন। এবং উত্তমসাহস দণ্ড করিবেন। ৩০২। যথাযথ চালক এবং উৎক্ষেপক, "সরিয়া যাও সরিয়া যাও" এইরূপ উচ্চৈঃস্বরে সাবধান করিয়া দিবার পর তাহার চালিত-বৃষ-গজাদি-চতুষ্পদ-কৃত কিংবা উৎক্ষিপ্ত কাষ্ঠ, লোষ্ট্র, বাণ, প্রস্তরখণ্ড, আন্দোলিত বাহু বা যুগবাহী অশ্বকৃত নর-হত্যাদি অপরাধ, উক্ত মনুষ্যের হইবে না। ৩০৩। যে যানবাহী বলীবর্দ্দের নাসা-রজ্জু ছিন্ন হইয়াছে তদ্দ্বারা, যাহার অক্ষযুগাদি ভগ্ন হইয়াছে, সেই যান দ্বারা, অথবা ভূম্যাদি দোষে প্রতিকূলগত যানদ্বারা প্রাণিহিংসা হইলে স্বামী দোষী হইবে না। ৩০৪। স্বামী, সমর্থ হইয়াও যদি অনুপযুক্ত চালক-পরি-চালিত গজবৃষাদির উপদ্রব হইতে মুক্ত না করে, তাহা হইলে (অনুপযুক্ত চালক-নিয়োজনাপরাধে) প্রথমসাহস-দণ্ডভাগী হইবে, আর রক্ষার্থ আহূত হইয়াও রক্ষা না করিলে তাহার দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। ৩০৫। নিজ কুলকলঙ্কভয়ে পরদারগামীকে চৌর বলিয়া ধরাইয়া দিলে, পঞ্চশতপণ দণ্ড। আর পর-দারগামীর নিকট উৎকোচরূপে ধন গ্রহণ করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলে, গৃহীত ধনের আট গুণ অর্থ দণ্ড হইবে। ৩০৬। যে, বারম্বার রাজার অনিষ্ট বিষয় বর্ণনা করে, যে, রাজনিন্দক এবং যে, রাজার গুপ্ত মন্ত্রণা শত্রু-নিকটে ব্যক্ত করে, তাহাদিগকে জিহ্বাচ্ছেদন করিয়া নির্ব্বাসিত করিবে। ৩০৭। যে, মৃত-শরীর-সংবদ্ধ বস্ত্র বিক্রয় করে, যে গুরুকে তাড়না করে এবং যে, রাজার যান বা আসনে আরোহণ করে, তাহাদিগের উত্তমসাহস দণ্ড। ৩০৮। যে, কাহারও দুই চক্ষু বিনষ্ট করিয়াছে, যে, রাজার দ্বিষ্ট বিষয় আদেশ করে এবং যে প্রকৃত শূদ্র হইয়াও ভোজনাদির জন্য যজ্ঞোপবীতাদি ব্রাহ্মণ চিহ্ন প্রদর্শন করে, তাহাদিগের অষ্টশত পণ দণ্ড হইবে। ৩০৯। রাজা, কুদৃষ্ট ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বিচার করিয়া সেই বিবাদে পরাজিতের যে দণ্ড হইয়াছে, বিচারক, সভ্য-গণ ও জেতা, ইহাদিগের প্রত্যেক ব্যক্তির তাহার দ্বিগুণ দণ্ড করিবেন। ৩১০। যে ন্যায্য বিচারে পরাজিত হইয়াও ঔদ্ধত্যাদি-ক্রমে পরাজিত হই নাই বিবেচনা করিয়া, পুনর্ব্বিচারার্থ উপস্থিত হয়, সেই ব্যক্তিকে ধর্ম্মানুসারে পুনর্ব্বার পরাজিত করিয়া তাহার দ্বিগুণ দণ্ড করিবেন। ৩১১। রাজা লোভের বশবর্ত্তী হইয়া অন্যায় ক্রমে যে, অর্থ দণ্ডগ্রহণ করেন, তাহা ত্রিংশৎগুণ করিয়া "বরুণায় ইদং" এইরূপ সংকল্পপূর্ব্বক নিবে-দনান্তে ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবে (আর অন্যায় পূর্ব্বক যাহার নিকট দণ্ডরূপে যাহা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাকে তৎসমস্ত প্রত্যর্পণ করিবেন)। ৩১২।

ইতি যাজ্ঞবল্ক্যধর্ম্মশাস্ত্রে ব্যবহারাধ্যায়ে দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

দুই বর্ষের ন্যূনবয়স্ক বালকের মৃত্যু হইলে, তাহাকে মৃত্তিকায় প্রোথিত করিবে; তদুদ্দেশে উদকাঞ্জলি প্রদান করিতে হইবে না। (ইচ্ছা করিলে, নামকরণের পর অগ্নি সংস্কার এবং উদকদানও করিতে পারে।) ইহা অপেক্ষা অধিকবয়স্ক হইলে, জ্ঞাতি-গণ শ্মশান পর্য্যন্ত সেই শবের অনুগমন করিবেন, যমসূক্ত ও যমগাথা পাঠ করিতে করিতে (জাতাগ্নি অভাবে) লৌকিকাগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিবেন। যদি উপনীত ও আহি-তাগ্নি হয়, তবে গৃহোক্ত আহিতাগ্নি-দাহন-প্রকরণ-মতে, আর আহিতাগ্নি না হইলে, লৌকিকাগ্নিদ্বারা সম্পত্তি অনুসারে (মৃতকে বহুমূল্য বা অল্প মূল্য বস্ত্রাদি শোভিত করিয়া চন্দনাদি কাষ্ঠ বা সাধারণ কাষ্ঠদ্বারা) দাহ করিবে। ১।২। জ্ঞাতিগণ, সপ্তম বা দশম দিনের মধ্যে, (অযুগ্মদিনে) দক্ষিণাস্য হইয়া 'অপনঃ শোশুচদঘ" এই মন্ত্র দ্বারা মৃত-ব্যক্তিকে জলদানার্থ জলসমীপে গমন করিবে। ৩। মৃত মাতামহ এবং আচার্য্যকেও এইরূপ জলদান করিবে (না করিলে পাপ হইবে)

ইচ্ছা করিলে, সখা, বিবাহিতা কন্যা ভগিনী প্রভৃতি, ভাগিনেয়, শ্বশুর এবং ঋত্বিক্ উদ্দেশে জলদান করিতে পারিবে। ৪। উক্ত উদকদান, বাক্য সংযম করিয়া প্রেতের নাম গোত্র উচ্চারণপূর্ব্বক করিতে হইবে। ব্রহ্মচারী, সমাবর্ত্তন পর্য্যন্ত এবং পতিত ক্লীবাদি ব্যক্তি জলদানে অনধিকারী। ৫। ...ণ্ডী, অনাশ্রিত (অর্থাৎ যে, অধিকার সত্ত্বেও কোন আশ্রম অবলম্বন না করে), ...বর্ণাদি উত্তম দ্রব্য চৌর, পতিঘাতিনী কুলটা, ভ্রূণঘাতিনী সুরাপায়িনী এবং আত্মঘাতিনী প্রভৃতির মৃত্যুতে অশৌচ হইবে এবং ইহাদিগের জলদানাদি পারলৌকিক কার্য্য করিবে না *। ৬। উদকদানান্তে ...নোত্তীর্ণ সেই সকল বন্ধুমণ্ডলী, কোমল-...ণময় ভূভাগে উপবেশন করিলে, বৃদ্ধগণ প্রাচীন ইতিবৃত্ত দ্বারা তাহাদিগের শোকাপ-...য়ন করিবেন। ৭। যে ব্যক্তি, প্রাণি-...গণের—কদলীস্তম্ভসদৃশ নিঃসার জলবুদ্বুদের ...ায় ক্ষণভঙ্গুর অস্তিতার উপর স্থিরতা ...দ্ধি করে, সে অতিশয় মূঢ়। ৮। ...র্বজন্ম পরিগৃহীত শরীর সাহায্যে উপা-...র্জ্জিত কর্ম্মফলে—ভূমি, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূত নির্ম্মিত দেহ, আবার ...দি পঞ্চভূতে মিশাইয়া যায়, যদি মৃৎপিণ্ড মৃত্তিকায় নিপতিত হয়, যদি গণ্ডূষজল ...মুদ্রজলে নিক্ষিপ্ত হয়, যদি ক্ষীণ দীপা-...লোক চন্দ্রালোকে মিশে, যদি ক্ষুদ্র-তাল-...ন্ত-বায়ু মলয়ানিলের সহিত সঙ্গত হয়, ...দি ঘটাদির অভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্র আকাশ ...নন্ত বিস্তৃতিময় মহাকাশে বিলীন হয়, তাহাতে আবার শোক কি ? । ৯। যখন ...কসময়ে এই অচলা বসুমতীকেও বিনষ্ট হইতে হইবে, উত্তুঙ্গতরঙ্গমালাসঙ্কুল অগাধ জলরাশিকেও কালসাগরে নিমগ্ন হইতে হইবে, অজর অমর দেবগণও কালের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন না! তখন কোন্ ছার পার্থিব প্রাণীবৃন্দ! ইহারা কি নষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে। ১০। বিশেষতঃ বন্ধুবান্ধবগণ রোদন সময়ে যে কফ ও নয়ন জল বিসর্জ্জন করে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রেতকে তাহা ভোজন করিতে হয়, অন্তত এই ভয়েও রোদন করা উচিত নহে, কেবল তাহার যাহাতে সদ্গতি হয়, নিজশক্তি অনু-সারে এইরূপ পারলৌকিক কার্য্য করাই কর্ত্তব্য। ১১। ইত্যাদি নানাবিধ উপদেশ শ্রবণ করিয়া, কনিষ্ঠানুক্রমে গৃহাভিমুখে গমন করিবে, অনন্তর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া সংযত চিত্তে নিম্বপত্র দংশন করিবে, অনন্তর আচমনান্তে অগ্নি, দূর্ব্বাঙ্কুর, বৃষভ, জল, গোময় এবং গৌর সর্ষপ স্পর্শ করিয়া প্রস্তরখণ্ডে পদন্যাসপূর্ব্বক শনৈঃ শনৈঃ গৃহ প্রবেশ করিবে। ১২। ১৩। জ্ঞাতি ভিন্ন অপরে প্রেতস্পর্শ করিলে, তাহারও গৃহপ্রবেশাদি কার্য্য করিতে হইবে এবং তৎক্ষণাৎ শুদ্ধি ইচ্ছা করিলে, স্নান ও প্রাণায়াম করিতে হইবে।১৪। (ব্রহ্মচারীর পক্ষে মৃত-অপরের সৎকার করা নিষিদ্ধ বটে) কিন্তু আচার্য্য, মাতা, পিতা এবং উপা-ধ্যায়ের সৎকার করিলেও ব্রহ্মচারীর ব্রহ্ম-চর্য্য চ্যুতি হইবে না, তবে যাহাদিগের অশৌচ তাহাদিগের অন্ন ভোজন করিবেন না এবং তাহাদিগের সহবাস করিবেন না। ১৫। (সপিণ্ডদিগের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ হইতেছে) সপিণ্ডগণ, তিন দিন যাবৎ ক্রীত অথবা অযা-চিতলব্ধ অন্ন ভোজন করিবে এবং পৃথক্ পৃথক্ শয়ন করিবে, পিণ্ড পিতৃযজ্ঞের রীত্যনু-সারে (অর্থাৎ বিকৃতোত্তরীয়াদি হইয়া) আকাশে (অর্থাৎ ত্রিপদিকার উপরে) মৃণ্ময় পাত্রে একদিন নীরক্ষীর প্রদান করিবে, (পরে প্রথমাদি দিনে, অস্থি সঞ্চয় করিবে) "যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র হোম করিবে" ইত্যাদি বৈদের আদেশ, আছে বলিয়া বৈতান কার্য্য (অর্থাৎ ত্রেতাগ্নি-সাধ্য অগ্নিহোত্রাদি) এবং ঔপাসন কার্য্য (অর্থাৎ গৃহ্যাগ্নিতে সায়ংপ্রাতঃকালে আহুতি দান) অশৌচকালেও করিতে পারিবে।১৬।১৭।

---

* লিঙ্গ, অবিবক্ষিত ; সুতরাং সুরাপায়ী ও আত্মঘাতী পুরুষ এবং সুবর্ণাদি অপহর্ত্রী প্রভৃতি স্ত্রীর মৃত্যুতেও অশৌচ হইবে না ও তাহাদিগকে জলদান করিবে না।

সপিণ্ড জ্ঞাতির মৃত্যু ও জন্মে (দশরাত্র অশৌচ, আর সপ্তমের পর দশম পুরুষের অন্তর্গত জ্ঞাতির জন্ম মৃত্যুতে, ত্রিরাত্র অশৌচ, ইহা মন্বাদি ঋষিগণ ইচ্ছা করেন। যেমন পুত্রজন্মে কেবলমাত্র মাতার স্থায়ী অস্পৃশ্যতা হয়, সেইরূপ দুই বর্ষের ন্যূনবয়স্ক বালকের মৃত্যুতে কেবলমাত্র পিতা মাতারই অস্পৃশ্যত্ব হইবে। ১৮ পুত্রজন্মে মাতা পিতার অস্পৃশ্যত্ব হয় বটে কিন্তু (পিতার অস্পৃশ্যত্ব অশৌচ অস্থায়ী, স্নানাপনেয় মাত্র) শোণিতদর্শন হেতু মাতার অস্পৃশ্যত্ব-অশৌচই বিংশতি দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী, পূর্ব্বপুরুষগণ পুত্ররূপে উৎপন্ন হ'ন বলিয়া পুত্রের জন্মদিন, দানাদি পক্ষে প্রতিবন্ধক নহে। ১৯। জনন-মরণাশৌচ-মধ্যে (সজাতীয়) অশৌচান্তর হইলে, পূর্ব্বাশৌচাবশিষ্ট দিন দ্বারা শুদ্ধি হইবে (ইহা স্থূল ব্যবস্থা) গর্ভস্রাবে মাসতুল্য অহোরাত্র (অর্থাৎ যৎ সংখ্যক মাসে গর্ভস্রাব হইবে, তৎসমসংখ্যক অহোরাত্র) অশৌচকাল, তদন্তে শুদ্ধি ॥২০॥ যাহারা—অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজা, গবাদি পশু, ব্রাহ্মণ (এবং অন্ত্যজ) কর্ত্তৃক বিনাশিত ও যাহারা আত্মঘাতী তাহাদিগের মরণে সদ্যঃশৌচ। প্রবাসী জ্ঞাতি অশৌচ শুনিলে, প্রকৃত পক্ষে অশৌচ কালের যে কয় দিন অবশিষ্ট থাকে, সেই কয় দিন তাহার অশৌচ থাকিবে, তদন্তে শুদ্ধি; অশৌচকাল পরিপূর্ণ হইয়া যাইবার পর শুনিলে স্নান ও উদকদানে শুদ্ধি হইবে* ॥২১॥ ক্ষত্রিয়ের পূর্ণাশৌচ দ্বাদশ দিন, বৈশ্যের পঞ্চদশ দিন, শূদ্রের একমাস এবং পাকযজ্ঞ-দ্বিজ-শুশ্রূষাদিকর্ম্মে নিরত শূদ্রের মাসার্দ্ধ ।২২। দন্তোদ্গমনকালের পূর্ব্বে মরিলে, তৎসপিণ্ডদিগের সদ্যঃশৌচ, তদুত্তর, চূড়াকালের পূর্ব্বে মরিলে, তৎসপিণ্ডদিগের এক অহোরাত্রমাত্র অশৌচ স্মৃত হইয়াছে, তদুত্তর উপনয়ন কালের পূর্ব্বপর্য্যন্ত ত্রিরাত্র অশৌচ, অনন্তর দশরাত্র অশৌচ ॥২৩॥ অপ্রদত্ত সপিণ্ড কন্যা (কন্যাসপিণ্ডতা চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত) অগ্নি সংস্কৃত অজাতদন্ত সপিণ্ড বালক, উপাধ্যায়, শিষ্য বেদাঙ্গশিক্ষক, মাতুল এবং একশাখাধ্যায়ীর মৃত্যু হইলে এক অহোরাত্র অশৌচ।২৪। ক্ষেত্রজাদি পুত্রের জন্ম মরণে—পিতার, অন্যাসক্ত ভার্য্যা মরণে—পতির, এক অহোরাত্র অশৌচ; স্বদেশাধিপতির মৃত্যুতে এক দিন অথবা একরাত্রি অশৌচ। ২৫। ব্রাহ্মণ, শূদ্র শবের অনুগমন করিবে না, বিপ্রশবের অনুগমনও নিষিদ্ধ, তবে যদি স্নেহাদিপ্রযুক্ত কখন বিপ্র শবের অনুগমন করে, ত জলাবগাহন, অগ্নিস্পর্শ এবং ঘৃত ভোজন করিয়া শুচি হইবে। ২৬। রাজাদিগের রাজকার্য্যে অশৌচ, প্রতিবন্ধক নহে, যাহারা বিদ্যুৎপাতে বিনষ্ট হয়, তাহাদিগের যাহারা গোব্রাহ্মণ রক্ষার্থ বিনষ্ট হয়, তাহাদিগের এবং যাহারা সম্মুখযুদ্ধে বিনষ্ট হয়, তাহাদিগের মরণজনিত অশৌচ হইবে না। এবং রাজা অনন্যসাধ্য মন্ত্রণা বা অভিচারাদি কার্য্যের জন্য মন্ত্রী পুরোহিতাদির মধ্যে) যাহার অশৌচ না হওয়া ইচ্ছা করিবেন, তাহারও অশৌচ হইবে না। ২৭। সমাপ্তবরণ ঋত্বিক্ ও দীক্ষিত যজমানের যজ্ঞীয় কার্য্যে সদ্যঃশৌচ, অন্নসত্রীর অন্নসত্রে ও আরব্ধ চান্দ্রায়নাদি ব্রতের তত্তৎকার্য্যে, সদ্যঃশৌচ। নৈষ্ঠিক উপকুর্ব্বাণক ব্রহ্মচারী, নিত্যদাতা অপ্রতিগ্রাহী বৈখানস, এবং যতি ইহাদিগের সর্ব্বত্র সদ্যঃশৌচ ২৮। পূর্ব্ব সংকল্পিত দ্রব্য দানে, জাতাভ্যুদয়িক বিবাহাদি সংস্কার কার্য্যে সংকল্পিত বৃষোৎসর্গ প্রভৃতি যজ্ঞে, যুদ্ধ বা দেশবিপ্লব উপস্থিত হইলে তাৎকালিক শান্তি হোমাদিতে এবং অতি কষ্ট জনক বিপৎকালে, তৎসূচিত জন্মান্তরীণ দুরদৃষ্ট শান্তিকামনায় দানাদি কার্য্যে সদ্যঃ শৌচ বিহিত হইয়াছে। ২৯। রজস্বলা-স্পৃষ্ট এবং কুক্কুরাদি-অপবিত্র-স্পৃষ্ট ব স্নান করিবে, অকৃত-স্নান ঐ ব্যক্তি যাহাদিগকে স্পর্শ করিবে, তাহারা আচমন করিয়া আপোহিষ্ঠাদি মন্ত্রত্রয় পাঠ এবং একবার

* অশৌচ প্রকরণ সংক্ষেপে বলা যায় না। বচনান্তরের সহিত একবাক্যতা করিয়া মীমাংসা করিতে হয়। এ সকল বচনও মীমাংসনীয়।

মানসগায়ত্রী জপ করিবে। ৩০। দশাহাদি কাল, অগ্নি, অবভৃথ স্নানাদি কর্ম্ম, মৃত্তিকা, বায়ু, মন, অধ্যাত্মজ্ঞান, চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা, জল, অনুতাপ এবং উপবাস,এই সমস্ত শৌচের প্রতি কারণ। ৩১। দান—অকার্য্যকারীকে, স্রোতঃ—নদীকে, মৃত্তিকা ও জল—শোধনীয় দ্রব্যকে, প্রব্রজ্যা—দ্বিজগণকে, বেদাভ্যাসাদি তপস্যা—বেদজ্ঞগণকে, শান্তি—বেদার্থবেত্তাকে, জল—শরীরকে, অঘমর্ষণাদি জপ—প্রচ্ছন্নপাপিগণকে, এবং সত্য—মনকে পবিত্র করিয়া থাকে, ইহা উক্ত হইয়াছে।৩২। ৩৩। দেহেন্দ্রিয়াভিমানী আত্মা,তপস্যা এবং "অস্থূলং অনণু" ইত্যাদি উপনিষদ-বাক্য-জনিত জ্ঞান দ্বারা বিশুদ্ধ হয়। বুদ্ধি, প্রমাণ দ্বারা শুদ্ধি লাভ করে, "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য জনিত ঈশ্বর জ্ঞান, জীবাত্মার সর্ব্বোৎকৃষ্ট শোধক, ইহা বিজ্ঞাত হইয়াছে। ৩৪।

ইতি অশৌচপ্রকরণ।

ব্রাহ্মণ, আপৎকালে (অর্থাৎ নিজ-বৃত্তি অবলম্বনে পরিবার প্রতিপালন করিতে অসমর্থ হইলে), ক্ষত্রিয়-বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবে, অথবা (তাহাতেও জীবিকা নির্ব্বাহ না হইলে) বৈশ্যবৃত্তি আশ্রয় করিবে। (এইরূপ সকল উৎকৃষ্ট জাতিই নিজ নিজ বৃত্তিদ্বারায় জীবিকা নির্ব্বাহে অসমর্থ হইলে স্বাপকৃষ্ট জাতির জীবিকা আশ্রয় করিবে) ক্রমে সেই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা আত্মশোধনপূর্ব্বক বিশুদ্ধপথে বিচরণ করিবে। ৩৫। কদলী প্রভৃতি ফল, মণিমাণিক্য, ক্ষৌমাদিবস্ত্র, সোমলতা, মনুষ্য, অপূপ, বীরুধ, তিল, ওদনাদিভোজ্য, গুড়াদিরস, যবক্ষারাদিক্ষার, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, জল খড়্গাদি অস্ত্র, মদ্য, মোম, দ্রাক্ষা, মধু, লাক্ষা, কুশ, মৃত্তিকা, চর্ম্ম, পুষ্প, কম্বলবিশেষ, কেশ, তক্র, ভূমি, কৌশেয়বস্ত্র, নীলী, লবণ, মাংস, অশ্বাদিএকশফ, সীস, (লৌহ), শাক, আর্দ্র ওষধি, পিন্যাক, আরণ্য পশু ও চন্দনাদিগন্ধ—ব্রাহ্মণ, বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেও, এই সকল বস্তু বিক্রয় করিবে না। তবে ধর্ম্ম সাধনোদ্দেশে, ধান্য গ্রহণ করিয়া তৎপরিমিত তিল বিনিময় করিতে পারিবে। ৩৬—৩৯। লাক্ষা, লবণ ও মাংস বিক্রয় করিলে পতিত হইবে, দধি, দুগ্ধ এবং মদ্য বিক্রয় করিলে, শূদ্রতুল্য হইবে। ৪০। ব্রাহ্মণ, ঐরূপ বিপন্ন হইয়াও ক্ষত্রিয়াদি বৃত্তি অবলম্বন না করিয়া, যার-তার নিকট প্রতিগ্রহ বা যেখানে সেখানে ভোজন করিলেও পাপ ভাগী হইবে না। কেন না ব্রাহ্মণ, অগ্নি ও সূর্য্যের তুল্য। ৪১। (বক্ষ্যমাণ বৃত্তি সকলের মধ্যে যেটি যাহার পক্ষে নিষিদ্ধ, আপৎকালে সে, তাহাও অবলম্বন করিবে) কৃষি, শিল্প, প্রেষ্যতা বিদ্যা (অর্থাৎ বেতনগ্রহণপূর্ব্বক অধ্যাপনাদি) কুসীদ, শকট (অর্থাৎ ভাড়া লইয়া শকট দ্বারা ধান্যবহন) গিরি (অর্থাৎ পার্ব্বতীয় তৃণ কাষ্ঠাদি দ্রব্য ব্যবহার) সেবা, জলপ্রায় দেশ (অর্থাৎ তদ্দেশজাত দ্রব্য ব্যবহার) রাজাকে আশ্রয় করা এবং ভিক্ষা, আপৎ-কালের জীবনোপায়।৪২। (কোনরূপ জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় না হইলে) তিন দিন উপ-বাসী থাকিয়া অব্রাহ্মণের (অর্থাৎ শূদ্রের তদ-ভাবে বৈশ্যের তদভাবে নিকৃষ্ট কর্ম্মা ক্ষত্রিয়ের) (এক দিনোপযোগী) ধান্য অপহরণ করিবে। যদি অপহরণান্তে অভিযুক্ত হইয়া জিজ্ঞাসিত হয় ত ধর্ম্মতঃ সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিবে। ৪৩। অনন্তর, রাজা সেই অপহর্ত্তার আচার, কুলশীল, শাস্ত্র শ্রবণ, বেদাধ্যয়ন, তপোনিষ্ঠা এবং পোষ্যবর্গ ইত্যাদি বিবরণ জ্ঞাত হইয়া তাহার ধর্ম্মানুসারে জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় করিয়া দিবেন * । ৪৪।

ইতি আপদ্ধর্ম্ম প্রকরণ।

পুত্রের প্রতি পত্নীর ভরণ পোষণের ভারা-র্পণ করিয়া অথবা (পতিশুশ্রূষার্থ বনগমনে পত্নীর বিশেষ আগ্রহ থাকিলে) তাহার সহিত মিলিত হইয়া,বানপ্রস্থ,স্থিরব্রহ্মচর্য্য অব-

---

* ইহার সহিত পূর্ব্ব শ্লোকের সম্বন্ধ না রাখিয়া "রাজা যে ব্রাহ্মণ জীবিকা নির্ব্বাহে অসমর্থ, তাহার" এই রীতি অনুসারে অর্থ করিলে মিতাক্ষরাসম্মত হইবে।

লম্বনপূর্ব্বক ত্রেতাগ্নি ও গৃহাগ্নি সমভিব্যাহারে বনগমন করিবেন। ৪৫। অকৃষ্ট-ক্ষেত্র-সম্ভূত শস্য (অর্থাৎ নীবার-শ্যামাকাদি) দ্বারা অগ্নির তৃপ্তিসাধন (অর্থাৎ অগ্নিসাধ্য কর্ম্ম) করিবে, তদ্দ্বারাই ভিক্ষা দিবে। পিতৃগণ, দেবগণ, অতিথি, ভৃতগণ, ভৃত্যবর্গ ও আশ্রমাগত অভ্যাগতগণকে তদ্দ্বারা তৃপ্ত করিবেন; নখলোমজটাশ্মশ্রুধারী এবং আত্মোপাসনা-নিরত হইবেন। ৪৬। ভোজন যজনাদি কার্য্যের জন্য এক দিন এক মাস, ষণ্মাস অথবা এক বৎসরের ব্যয়োপযোগী অর্থ সঞ্চয় করিবেন, ইহা হইতে অধিক অর্থ সঞ্চিত, আশ্বিন মাসে তৎসমস্ত দান করিয়া ফেলিবেন। ৪৭। দর্পশূন্য, ত্রিকালস্নায়ী, প্রতিগ্রহ-যাজনাদি-বিমুখ, বেদাভ্যাসরত, ফলমূলাদি-ভিক্ষা-দান-শীল এবং অনুক্ষণ সকল প্রাণিগণের হিতানুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিবেন। ৪৮। দন্তোলূখলিক (অর্থাৎ যে, ধান্যকে দন্ত দ্বারা তুষ শূন্য করে), কালপকাশী (অর্থাৎ যে, যথাকালে পক্ক ফলাদি দংশন করিয়া ভোজন করে) (অগ্নি-পক্কাশী), অথবা অশ্মকুট্টক (অর্থাৎ যে প্রস্তরদ্বারা ধান্য কুট্টিত করিয়া লয়) হইবে এবং শ্রৌত স্মার্ত্ত কর্ম্ম ও ভোজনভক্ষণাদি কার্য্য, ফল স্নেহ দ্বারাই নির্ব্বাহ করিবে (ঘৃতাদি ব্যবহার করিবে না)। ৪৯। অনবরত চান্দ্রায়ণ ব্রতানুষ্ঠান দ্বারা সময়াতিপাত করিবে, অথবা প্রাজাপত্য আচরণেই জীবন কাটাইতে থাকিবে। এক পক্ষ অন্তর বা এক মাস অন্তর ভোজন করিবে। অথবা সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া রাত্রিকালে আহার করিবে। ৫০। রাত্রিকালে পবিত্রভাবে অনাস্তৃত ভূমিতে শয়ন করিবেন, পর্য্যটন অবস্থিতি উপবেশনাদি ব্যাপার অথবা যোগাভ্যাসে সমস্ত দিন অতিবাহিত করিবেন। ৫১। গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নির মধ্যে থাকিয়া, বর্ষাকালে বর্ষ-ধারাসিক্ত স্থণ্ডিলে শয়ন করিয়া, হেমন্ত কালে দিনযামিনী আর্দ্র বসন পরিধান করিয়া, অথবা আপনার শক্তি অনুসারে তপস্যা করিবেন। ৫২। যে, কণ্টক দ্বারা বিদ্ধ করে, তাহার উপরেও ক্রোধ করিবেন না এবং যে, ... দ্বারা লিপ্ত করে, তাহার প্রতিও ... হইবেন না। কিন্তু তাহাদিগের উ... প্রতিই সমান ব্যবহার করিবেন অথবা অগ্নি পরিচরণে অক্ষম ব্যক্তি ... আপনাতে অন্তর্হিত করিয়া বৃক্ষতল... (অর্থাৎ কুটীর শূন্য) হইবে এবং স্বল্প আহার করিবে, অভাবে যদ্দ্বারা কেবল প্রাণ ধারণ হইতে পারে, রস সঞ্চয়াদি না, অন্যান্য কুটীরবাসী বানপ্রস্থদিগের তাবন্মাত্র ভিক্ষা করিবে। ৫৪। তদসম্ভ... গ্রাম হইতে ভিক্ষা করিয়া মৌনাবলম্বনপূ... আট গ্রাস মাত্র ভোজন করিবে, অনুপশম... রোগাদি উৎপন্ন হইলে বায়ুভোজী হইয়া... পাত না হওয়া পর্য্যন্ত সমানে ঈশানকোণা... মুখে গমন করিবে। ৫৫।

ইতিবানপ্রস্থপ্রকরণ।

সর্ব্ববেদ-দক্ষিণাযুক্ত প্রাজাপত্য যজ্ঞ... ষ্ঠানের পর যথানিয়মে সেই সকল বৈ... ঔপাসন অগ্নি আপনাতে আরোপিত ক... বানপ্রস্থ আশ্রম হইতে অথবা (বৈরা... উপস্থিত হইলে) গৃহস্থাশ্রম হইতেই আশ্রমে প্রবেশ করিবে। যে ব্যক্তি বেদাধ্য... ও সূক্তজপ করিয়াছে, যে পুত্রবান্, যে ... পঙ্গু প্রভৃতিকে যথাশক্তি অন্ন দান ক... য়াছে, যে আহিতাগ্নি এবং যে যথাশ... নিত্য নৈমিত্তিক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া... তাহারই চতুর্থ আশ্রমে প্রবেশাধিকার আ... অন্যথা ইহাতে প্রবেশাধিকার নাই। ৫৬। ইষ্টানিষ্টকর সমস্ত প্রাণিগণের প্রা... ঔদাসীন্য করিবে। শান্তিগুণাবলম্বী হই... তিন গাছ দণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণ করি... একাকী থাকিবে। অভিমান মূলক শ্রৌ... স্মার্ত্ত ক্রিয়া কলাপ পরিত্যাগ করিবে কেবল মাত্র ভিক্ষার জন্য গ্রামে প্রবেশ ক... । ৫৮। কোন গুণের পরিচয় না দিয়া ... নেত্রাদির চাপল্য এবং লোভ পরিত্যাগপূ... ভিক্ষুকান্তর-বর্জ্জিত-গ্রামে কেবল প্রাণ ধার্থ অষ্টভাগে বিভক্ত দিবসের পঞ্চমভা... ভিক্ষাচরণ করিবে। ৫৯। মৃণ্ময়, বেণু...

য় এবং অলাবুময় পাত্র, যতিদিগের গোলাঙ্গুল-কেশ এবং জল, এই পাত্রকে শুদ্ধ করে। ৬০। ইন্দ্রিয় ক বিষয় হইতে নিবর্ত্তিত করিবে। ও দ্বেষ পরিত্যাগ করিবে। যাহাতে গণের অন্তঃকরণে ভীতি উৎপন্ন হয়, সকল ব্যবহার করিবে না। চতুর্থাশ্রমী এইরূপে ক্রমে মুক্তি লাভ করিতে রিবে। ৬১। ভিক্ষু, বিষয়-কামনাদিজনিত-কলুষিত অন্তঃকরণকে বিশেষরূপে দ্ধ করিবে। কেননা অন্তঃকরণ বিশুদ্ধিই জ্ঞানোৎপত্তির এবং ধ্যান-ধারণাদি কর্ম্মে ক্ষণ সামর্থ্য লাভের কারণ। ৬২। ধ গর্ভযন্ত্রণা, জন্মমৃত্যু, নিষিদ্ধাচরণাদি ত-নরক-গমনাদিগতি, আধি, ব্যাধি, দ্যা, অস্মিতা, রাগদ্বেষ ও অভিনিবেশ পঞ্চ ক্লেশ, জরা, অন্ধত্ব পঙ্গুত্বাদিজনিত বিপর্য্যয়, সহস্র সহস্র জাতিতে উৎপত্তি, বস্তুর অপ্রাপ্তি এবং অনিষ্ট প্রাপ্তির য় পর্য্যালোচনা করিয়া (যাহাতে আর রে না আসিতে হয় এই জন্য) নিদি-সন দ্বারা ব্রহ্মের সহিত অভিন্নভাবে শরী-দ ব্যতীত সূক্ষ্ম আত্মার সাক্ষাৎকার করিবে ৩।৬৪। কোন একটা আশ্রমাবলম্বন, ধর্ম্মের তকারণ নহে, কেননা আশ্রমাবলম্বন ত রিলেই হইল, অতএব অপকার (অর্থাৎ রে যে ব্যবহার করিলে আপনকার ক্ষোভ বা হইত, পরের প্রতি সে ব্যবহার) করা সত্যবাদিতা, অস্তেয়, অক্রোধ, লজ্জা, , বুদ্ধি, ধৈর্য্য, দর্প, শূন্যতা, ইন্দ্রিয়সংযম ৎ আধ্যাত্মিক জ্ঞান, ইহাই সমস্ত ধর্ম্মের তু বলিয়া কথিত হইয়াছে (অর্থাৎ এ সকল তীত কেবল মাত্র আশ্রমাবলম্বন অর্থাৎ কমণ্ডলু ধারণ করিলেই ধর্ম্মানুষ্ঠান হয় । আশ্রমাবলম্বনও করিতে হইবে, এ সকল র্য্যও করিতে হইবে)। ৬৫। ৬৬। যেমন প্ত লৌহপিণ্ড হইতে স্ফুলিঙ্গ সকল নিঃসৃত বস্তুতঃ এক বস্তু হইলেও ইহা লৌহপিণ্ড এবং এই সকল স্ফুলিঙ্গ, এইরূপ থক্ ভাবে ব্যবহার হয়। সেইরূপ পরমাত্মার নিকট হইতে এই সকল জীবাত্মা নিঃসৃত হইয়াছে (অথচ ফলতঃ এক বস্তু হই-লেও পৃথক্ পৃথক্ ব্যবহার হইতেছে)। ৬৭। তাহার মধ্যে প্রত্যেক জীবাত্মাই পাপ বা পুণ্যজনক কিছু কিছু কর্ম্ম—স্বয়ং (অর্থাৎ প্রবৃত্তি পূর্ব্বক), কিছু কিছু—যদৃচ্ছাক্রমে (যথা পীপিলিকাদি ভোজন) এবং কিছু কিছু—জন্মান্তরীণ অভ্যাস বশতঃ করিয়া থাকেন। (তাহাই ভাবি-জন্মাদির কারণ)। ৬৮। আত্মা ব্রহ্মাণ্ডের কারণ স্বরূপ (কার্য্য নহে); কেননা তিনি নিত্য, আত্মা জগতের কর্ত্তা; কেননা তিনিই চেতন (অচেতন বস্তু কর্ত্তা হইতে পারে না) আত্মা সর্ব্ব ব্যাপক, গুণবান্ (অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের নিয়ন্তা) এবং কাহারও অধীন নহেন, তিনি বস্তুতঃ জন্ম-রহিত হইলেও শরীর ধারণ বশতঃ জাত বলিয়া ব্যবহৃত হ'ন। (প্রকৃত জীবাত্মা এবং পরমাত্মা উভয়ই এক, পরমাত্মার যে সকল অংশ বিশেষ অনাদি বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া শরীর ধারণ করিতেছে, তাহাই জীবাত্মা)। ৬৯। প্রলয়ের পর সৃষ্টির আদিতে সেই ঈশ্বর বা আত্মা যেরূপ আভাস বায়ু, তেজ, জল, পৃথীবী উত্তরোত্তর এক এক অধিক গুণযুক্ত (যথা আকাশ শব্দ গুণযুক্ত বায়ু শব্দ ও স্পর্শ গুণযুক্ত ইত্যাদি) এই সমস্ত পদার্থ সৃজন করিয়াছেন সেইরূপ তিনি স্বয়ং অংশাংশবিশেষে উৎপন্ন হইবার সময় ঐ সকল পদার্থকে গ্রহণ করেন ॥ ৭০ ॥ সূর্য্য আহুতি দ্বারা পরিতৃপ্ত হন, সূর্য্য হইতে বর্ষণ হয়, অনন্তর ধান্যাদি-ওষধি-রূপ অন্ন উৎপন্ন হয়, সেই অন্ন রসরূপে পরিণত হইয়া ক্রমে শোণিত ও বীর্য্য ভাব প্রাপ্ত হয় ॥৭১॥ ঋতুকালে স্ত্রী-পুরুষ-সংসর্গ-সম্ভূত বিশুদ্ধ শুক্র শোণিত অবলম্বন করিয়া, ষষ্ঠ ধাতু রূপী প্রভু চেতন, আকাশাদি পঞ্চ ধাতু বা পঞ্চ ভূতকে শরীরারম্ভে সহকারী করিয়া থাকেন ॥ ৭২ ॥ জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় মন, প্রাণাদি পঞ্চ শারীর বায়ু, জ্ঞান, আয়ু, সুখ, ধৃতি ধারণা (অর্থাৎ বুদ্ধি ও মেধা) প্রেরণ (অর্থাৎ ইন্দ্রিয় পরিচালন) দুঃখ, ইচ্ছা, অহঙ্কার, প্রযত্ন, আকার বর্ণ, স্বর, দ্বেষ, মঙ্গল এবং অমঙ্গল এই সকল

পদার্থ শরীর গ্রহণেচ্ছু অনাদি আত্মার পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্ম ফলের কার্য্য ॥ ৭৩।৭৪ ॥ গর্ভের প্রথম মাসে সেই ষষ্ঠ ধাতু, অপর ধাতু সহযোগে তরল ভাবাক্রান্ত হইয়া দ্রবরূপে থাকে, দ্বিতীয় মাসে ঈষৎ কঠিন মাংস পিণ্ডাকারে পরিণত হইয়া থাকে। তৃতীয় মাসে তাহার অপরিস্ফুট অঙ্গ এবং ইন্দ্রিয় সমুদয় উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৭৫ ॥ আত্মা তৃতীয়মাসে আকাশ হইতে লাঘব, সূক্ষ্ম দর্শিতা ভোগ্য শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয় এবং বলাদি— বায়ু হইতে ত্বক্ ইন্দ্রিয় গমনাদিচেষ্টা ব্যূহন (অর্থাৎ হস্ত পদাদি অবয়বের নানাবিধ আকুঞ্চন প্রসারণ) কাঠিন্য এবং স্পর্শ—তেজ হইতে চক্ষুরিন্দ্রিয়, পরিপাক শক্তি উষ্ণতা, রূপ এবং লাবণ্য—জল হইতে, রসনেন্দ্রিয়, রস, অঙ্গের স্নিগ্ধতা, কোমলতা এবং ক্লেদ— পৃথিবী হইতে গন্ধ, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, গুরুতা এবং দৃশ্যমান জড়দেহ—সংগ্রহ করেন। অনন্তর চতুর্থ মাসে স্পন্দন হইয়া থাকে ॥ ৭৬—৭৮ ॥ গর্ভাবস্থায় যে সকল বস্তুতে অভিলাষ হয় গর্ব্ভিণীকে তাহা প্রদান না করিলে, গর্ভ বৈরূপ্য এবং মরণ ইহার অন্যতর দোষ প্রাপ্ত হইবে। অতএব গর্ব্ভিণী স্ত্রীর প্রিয় আচরণ করিবে ॥ ৭৯ ॥ চতুর্থ মাসে অবয়ব সকলের দৃঢ়তা হয়, পঞ্চম মাসে রক্ত সঞ্চার হইয়া থাকে। ষষ্ঠ মাসে বল বর্ণ, নখ এবং রোম উৎপন্ন হয় ॥ ৮০ ॥ সপ্তম মাসে ঐ গর্ভ—মন, চৈতন্য, নাড়ী এবং স্নায়ু যুক্ত হয়। অষ্টম মাসে দৃঢ় ত্বক, মাংস ও স্মৃতি শক্তি সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ৮১ ॥ অষ্টম মাসিক গর্ভের ওজ (অর্থাৎ হৃদয়স্থিত ঈষদ্রক্ত শুদ্ধ এবং পীত বর্ণ পদার্থ বিশেষ) গর্ভধারিণীর এবং গর্ভের প্রতি বারংবার প্রধাবিত হয়। তজ্জন্য অষ্টমমাসে ভূমিষ্ঠ বালকের প্রায়শঃই মৃত্যু হয় (ফলতঃ ওজস্থিতিই জীবনের প্রতি কারণ, জনক জননীর দৃঢ়তায় ওজস্থিতি হইয়া থাকে, তাহার আরম্ভ সময় সপ্তম মাস; তজ্জন্য সপ্তমমাসের পূর্ব্বে জন্মিলে কোন মতেই জীবিত থাকিবে না ॥ ৮২ ॥ (জীব) নবম কিম্বা দশম মাসে, স-জর অবস্থায়, প্রবল প্রসব-বায়ুবেগে ধনুর্ম্মুক্ত বাণের মত যন্ত্র-চ্ছিদ্র দ্বারা নিষ্কাশিত হয় ॥ ৮৩ ॥ তাহার শরীর ষড়্-বিধ (অর্থাৎ রস হইতে রক্ত-কর অগ্নি (১) রক্ত হইতে মাংস-কর অগ্নি (২) মাংস হইতে মেদস্কর অগ্নি (৩) মেদ হইতে অস্থিকর অগ্নি (৪) অস্থি হইতে মজ্জাকর অগ্নি (৫) মজ্জা হইতে শুক্রকর অগ্নি (৬) এই ষড়্-বিধ অগ্নি-যুক্ত রক্তাদি ষড়্-বিধ ত্বক, সেই শরীরের অবলম্বন। আর (তাহার) করদ্বয় চরণদ্বয় মস্তক এবং গাত্র এই ছয় ও অঙ্গ, ৩৬০ তিন শত ষাট খান অস্থি ॥ ৮৪ ॥ (যথা) দন্ত মূলাস্থি ও দন্তাস্থি সমষ্টিতে এই চতুঃষষ্টি— নখ, বিংশতি—পাণি পাদস্থিত শলাকাকৃতি অঙ্গুলি মূলাস্থি বিংশতি এই চত্বারিংশ অস্থি খণ্ডের স্থানচারিটি অর্থাৎ দুইটী পদ এবং দুইটী হস্ত। একএক অঙ্গুলি অস্থি-ত্রয়-ঘটিত এইত্রি বিংশতিঅঙ্গুলির ষাটখানি পার্ষ্ণিদ্বয়ের দুইখান, দুই দুই চার গুল্‌ফে চারখান, বাহুদ্বয়ে অরত্নি পরিমিত চারখান, অস্থি জঙ্ঘাদ্বয়েও চারখান, জানু, কোপল উরু উরু-পীঠ, স্কন্ধ অক্ষ (অর্থাৎ চক্ষু ও কর্ণের মধ্যভাগ) তালু শ্রোণী এবং শ্রোণী-পীঠ এই সকল স্থানে দুইখান দুইখান করিয়া নির্দ্দিষ্ট হই য়াছে, গুহ্যস্থানে একখান অস্থি, পৃষ্ঠদেশে পঞ্চচত্বারিংশত খান, গ্রীবাদেশে পঞ্চ দশ খান অস্থি থাকিবে, প্রতি জক্রুতে (বক্ষ এবং স্কন্ধের সন্ধির নাম জক্রু) এক একখান অস্থি, হনুদেশেও একখান, হনুমূল, ললাট, চক্ষু এবং গণ্ডে (অর্থাৎ কপোল এবং অক্ষের মধ্য বর্ত্ত স্থানে) দুই দুইখান অস্থি, নাসিকাতে ঘনসং-জ্ঞক একখান অস্থি থাকে, পার্শ্বাস্থি স্থালকাস্থি অর্থাৎ (পার্শ্ব পীঠাস্থি) এবং অর্ব্বুদ (অর্থাৎ তদন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি) এইরূপ সমষ্টিতে দ্বি সপ্ততিখান, শঙ্খকে (অর্থাৎ ভ্রূ এবং কর্ণের মধ্যদেশে) দুইখান অস্থি, কপালাস্থি (অর্থাৎ মাথার খুলি) চারখান এবং বক্ষস্থলে সপ্তদশ অস্থি, মনুষ্যের এই (তিনশ ষাটখান) অস্থি-সঞ্চয় কথিত হইল ॥ ৮৫—৯০ ॥ গন্ধ, রূপ, রস, স্পর্শ এবং শব্দ এই পাঁচটি,—বিষয় বলিয়া স্মৃত হইয়াছে, নাসিকা চক্ষু জিহ্বা ত্বক এবং কর্ণ

এই পাঁচটীকে জ্ঞানেন্দ্রিয়, হস্তদ্বয় গুহ্য উপস্থ বাক্য এবং পাদদ্বয় এই পাঁচটীকে স্পর্শেন্দ্রিয়, আর মনকে জ্ঞান কর্ম্ম উভয় ইন্দ্রিয়াত্মক বলিয়া জানিবে ॥ ৯১।৯২ ॥ নাভি ওজ পায়ু শুক্র শোণিত শঙ্খদ্বয় মস্তক অংস কণ্ঠ এবং হৃদয় এই দশটি প্রাণস্থান। (ইহা সংক্ষিপ্ত রূপ কথিত হইল) বসা মাংস স্নেহ নাভি ফুস্‌ফুস প্লীহা ক্ষুদ্র-অন্ত্র বৃক্কদ্বয় (অর্থাৎ হৃদয় সমীপস্থিত মাংসপিণ্ড দ্বয়) মূত্রাশয় বিষ্ঠাশয় আমাশয় হৃৎপিণ্ড স্থূল-অন্ত্র গুহ্য উদর এবং নাভির-অধঃপ্রদেশস্থ গুহ্য-মণ্ডলদ্বয় (এই সকল প্রাণস্থান) ইহা বিস্তারিতরূপে কথিত হইল ॥ ৯৩--৯৫ ॥ চক্ষুর তারাদ্বয়, চক্ষু ও নাসিকার সন্ধিদ্বয়, কর্ণশস্কুলিদ্বয়, কর্ণপালীদ্বয়, কর্ণদ্বয় শঙ্খদ্বয় ভ্রূদ্বয় দন্তবেষ্ট দ্বয়, ওষ্ঠাধির, জঘন-কূপকদ্বয় বঙ্ক্ষণ (অর্থাৎ জঘন এবং উরু-দেশের সন্ধিদ্বয়), অন্তদ্বয়, বৃক্কদ্বয়, শ্লেষ্ম সংঘাতজ, স্তনদ্বয়, উপজিহ্বা (অর্থাৎ আলজিব) কটিপ্রোথদ্বয় বাহুদ্বয় জঙ্ঘা ও উরুদেশস্থিত মাংসপিণ্ড, তালু, উদর, মূত্রাশয়, বস্তি, মস্তক, চিবুকদ্বয়, হনুমূল ও কপোলেরসন্ধি দ্বয় এবং শরীর স্থিত নিম্নদেশ—কুৎসিত জড়পিণ্ড দেহস্থিত এই সকল স্থান, চক্ষুতারার দুই দুই শুক্র পার্শ্ব আর পদ হস্ত হৃদয় চক্ষুদ্বয় কর্ণদ্বয় নাসিকা-ছিদ্রদ্বয় আস্য পায়ু এবং উপস্থ এই নবচ্ছিদ্র—প্রাণের স্থান ইহাও বিস্তারিত-রূপে বলা হইল ॥ ৯৬—৯৯ ॥ এই শরীরে সপ্তশতশিরা নবশত স্নায়ু দুইশত ধমনী এবং পঞ্চশত পেশী আছে ॥ ১০০ ॥ শাখা উপশাখা ভেদে, শিরা ও ধমনী ঊনত্রিংশত লক্ষ নবশত ষট পঞ্চাশৎ সংখ্যক জানিবে ॥ ১০১ ॥ মনুষ্যাদিগের শ্মশ্রু ও কেশ তিন লক্ষ মর্ম্মস্থান একশত সপ্ত এবং সন্ধিস্থিত স্থান দুই শত বলিয়া জানিবে ॥ ১০২ ॥ স্বেদক্ষরণ-ছিদ্রের সহিত যাবদীয় রোমের সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর অংশ বায়বীয় পরমাণু দ্বারা বিভক্ত হইয়া চতুঃপঞ্চাশৎ কোটি, সপ্তষষ্টি লক্ষ, পঞ্চাশৎ সহস্র বলিয়া গণিত হইয়াছে। হে মুনিগণ! তোমাদিগের মধ্যে যে এইরূপ সংখ্যা এবং সংস্থান জানিতে পারিবে সেই শ্রেষ্ঠ ॥ ১০৩। ১০৪ ॥ নয় অঞ্জলি রস দশ অঞ্জলি জল সপ্তাঞ্জলি বিষ্ঠা এবং অষ্ট অঞ্জলি রক্ত ইহা কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ১০৫ ॥ ছয় অঞ্জলি শ্লেষ্মা পঞ্চ অঞ্জলি পিত্ত চার অঞ্জলি মূত্র তিন অঞ্জলি বসা দুই অঞ্জলি মেদ এক অঞ্জলি মজ্জা, মস্তকে আর অর্দ্ধ অঞ্জলি মজ্জা, শ্লেষ্মার এবং শুক্রেরও সেই পরিমাণ, ইহা সমধাতু পুরুষের পক্ষে উক্ত হইল, বিষম ধাতুর পক্ষে বিশেষ নিয়ম নাই, এই মল-মূত্র-অস্থি-স্নায়ু-ময় দেহ ক্ষণ-ভঙ্গুর যাহাদিগের এইরূপ জ্ঞান জন্মে সেই প্রকৃত পণ্ডিত ॥ ১০৬।১০৭ ॥ হৃদয় হইতে নির্গত দ্বিসপ্ততি সহস্র হিতাহিত নামক নাড়ী আছে তাহার মধ্যে চন্দ্রসদৃশ মণ্ডল আছে তাহার মধ্যে নিশ্চলদীপবৎ প্রকাশমান আত্মা বিরাজ করিতেছেন তাঁহাকে এইরূপে জানিতে পারিলে ইহসংসারে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ।১০৮।১০৯। যোগ করিতে অভিলাষী ব্যক্তিকে যাহা আমি আদিত্যের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি সেই বৃহদারণ্যক অধ্যয়ন করিতে হইবে এবং মৎকথিত যোগশাস্ত্র জানিতে হইবে ॥ ১১০ ॥ মন (সংকল্প বিকল্পাত্মক) বুদ্ধি (অধ্যবসায়াত্মিকা) স্মরণ এবং ইন্দ্রিয় সকলকে, আত্ম ভিন্ন বিষয়ান্তর হইতে আচ্ছিন্ন করিয়া, যে প্রভু দীপবৎ হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন সেই আত্মার ধ্যান করিতে হইবে ॥ ১১১ ॥ ইহাতে অসমর্থ হইলে সম্পূর্ণরূপ একাগ্রচিত্ত হইয়া যথাবিধি সামগীতি পাঠ করিতে করিতে ক্রমে উহার অভ্যাস জনিত ফলে, পরব্রহ্ম লাভ করিবে ॥ ১১২ ॥ অপরান্তক, উল্লোপ্য মদ্রক, মকরী, ঔবেণব, সরোবিন্দু এবং উত্তর এই সকল গীত ঋগগাথাগীতি পাণিকাগীতি দক্ষ বিহিতাগীতি এবং ব্রহ্মগীতি, এই সমস্ত গীত অধ্যাত্ম ভাবের সহিত মিলিত করিয়া গান করিবে, তাহার অভ্যাসে মোক্ষলাভ হয় ॥ ১১৩। ১১৪ ॥ বীণাবাদন মর্ম্মবেত্তা, দ্বাবিংশতি শ্রুতি শুদ্ধ সপ্ত বিধ এবং সঙ্কীর্ণ একাদশ বিধ এই অষ্টাদশবিধ জাতি—তদ্বিষয়ে সুদক্ষ ও তালজ্ঞ ব্যক্তি (উহার সহিত পরমাত্মভাব মিশ্রিত থাকিবে ও তালভাঙ্গাদি ভয়ে চিত্তের একাগ্রতা ত থাকিবেই সুতরাং) অনায়াসেই

মুক্তি লাভ করিতে পারে॥ ১১৫॥ গীতজ্ঞ ব্যক্তি অন্য কোন বিঘ্নবশতঃ যদি এইরূপ চিত্তৈকাগ্রতাদ্বারা ও পরম পদ লাভ করিতে না পারে তথাপি রুদ্রের অনুচর হইয়া রুদ্রের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে পারিবে॥ ১১৬॥ ফলতঃ আত্মা অনাদি, শরীর ধারণই তাঁহার জন্ম বলিয়া ব্যপদিষ্ট হয়। আত্মা হইতে জগতের উৎপত্তি এবং জগৎ হইতে আত্মাধিষ্টিত শরীরের উদ্ভব কথিত হইয়াছে। ১১৭। (হে যোগীশ্বর!) সুরাসুর মনুজ পরিবৃত জগন্মণ্ডল, আত্মা হইতে কিরূপে উৎপন্ন হইল আত্মাই বা কিরূপে নানাবিধ শরীর গ্রহণ করেন এ বিষয়, আমরা বিশেষরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। আমাদিগের নিকট বিস্তারিতরূপে বলুন্ (ইহা শ্রোতৃবর্গের প্রশ্ন) । ১১৮। (মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন) দেহাদির প্রতি আত্মাভিমান পরিহার করিলে তদ্ভিন্ন যে সহস্রকর সহস্রচরণ সহস্রনেত্র সূর্য্যসম-তেজস্বী, সহস্রশীর্ষ পুরুষের সাক্ষাৎ করা হয় সেই আত্মাই যজ্ঞ এবং প্রজাপতি স্বরূপ, কেননা তিনি সর্ব্বাত্মক, এই পুরুষ অন্নরূপে যজ্ঞ ভাব প্রাপ্ত হ'ন (যজ্ঞের প্রভাবে বৃষ্ট্যাদির দ্বারা প্রজা সৃষ্টি হয়) ইহাই সর্ব্বাত্মক হইবার কারণ। ১১৯। ১২০। দেবতাউদ্দেশে দ্রব্য ত্যাগ করায় অদৃষ্টরূপ যে উত্তমরস সম্ভূত হয়, তাহা দেবতাদিগকে প্রীত করিয়া, যজমানকে বাঞ্ছিত ফল প্রদান করে, অনন্তর পবনচালিত হইয়া চন্দ্র অভিমুখে নীত হয়, আবার চন্দ্ররশ্মির সাহায্যে, চন্দ্রমণ্ডল হইতে ঋগযজুঃ সামময় সূর্য্য রশ্মিতে উপনীত হইয়া থাকে, তৎপরে এই সূর্য্য স্বীয় মণ্ডল হইতে বৃষ্টিরূপ উত্তম অমৃতরস সৃষ্টি করেন যাহা হইতে (সাক্ষাৎ বা পরম্পরায়) এই চরাচরাত্মক জগতের উৎপত্তি, (জগতের উৎপত্তির সহিত অন্নও উৎপন্ন হয়,) সেই অন্ন হইতে যজ্ঞ, যজ্ঞ হইতে পুনর্ব্বার উক্তরূপে অন্ন উৎপন্ন হয়। এইপ্রকার প্রবাহরূপে, অনাদি অনন্ত সংসারচক্র নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ১২১—১২৪। যদিচ আত্মা অনাদি এবং সেই শরীর ব্যাপী পুরুষের উৎপত্তি নাই, তথাপি শরীরের সহিত আত্মার একটি বিশেষ সম্বন্ধ জন্মে, যাহার প্রভাবে আত্মা শরীরগত সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। সেই সম্বন্ধ, মোহ-ইচ্ছা-দ্বেষ-জনিত কর্ম্মফলে হইয়া থাকে (অর্থাৎ ইহা নৈমিত্তিক সম্বন্ধ) স্বভাবিক নহে সেই নিমিত্ত দূরিভূত হইলেই নৈমিত্তিক সম্বন্ধ বিনষ্ট হয়। ১২৫। আমি তোমাদিগের নিকট, যে সহস্রাত্মা আদিদেবের কথা বলিয়াছি তাঁহার, মুখ বাহু উরু এবং পাদ হইতে যথাক্রমে চতুর্ব্বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে।১২৬। তাঁহার পাদ হইতে পৃথিবী, মস্তক হইতে স্বর্গ, নাসিকা হইতে প্রাণাদি বায়ু, কর্ণ হইতে দিঙ্মণ্ডল, স্পর্শ (অর্থাৎ ত্বক্) হইতে বায়ু এবং মুখ হইতে হুতাশন উৎপন্ন হইয়াছিল। ১২৭। মন হইতে চন্দ্র, বক্ষ হইতে সূর্য্য, জঘন (অর্থাৎ নাভিদেশ) হইতে আকাশ এবং সচরাচর ত্রৈলোক্য উৎপত্তি লাভ করিয়াছিল। ১২৮। (শ্রোতা মুনিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন) হেব্রহ্মন্! যদি এইরূপই হইল তবে তিনি পশুপক্ষী প্রভৃতি অধম জাতিতে জন্মগ্রহণ করেন কেন, মোহাদি জনিত কর্ম্ম ফলেই তাদৃশ জন্মের প্রতিকারণ ইহাও বলিতে পারেন না, কেননা তিনি স্বয়ং ঈশ্বর, মোহাদি অনিষ্ট পদার্থ দ্বারাই বা আক্রান্ত হইবেন কেন। ১২৯। অপিচ, জ্ঞানসাধন মন প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলে পূর্ব্বজন্ম সম্ভূত জ্ঞান ইহ জন্মে না থাকে কেন? এবং কেনই বা তিনি সর্ব্বত্রগ হইলেও অপরাপর প্রাণীর সুখ দুঃখাদি অনুভব করিতে পারেন না। ১৩০। (প্রথম প্রশ্নের উত্তর) এই জীব, ফলতঃ ঈশ্বর হইলেও অবিদ্যাবশে মোহ রোগাদিদ্বারা অভিভূত হইয়া, মানসিক বাচিক এবং কায়িক কর্ম্ম জনিত দোষে চাণ্ডালাদি অন্ত্যযোনি পক্ষ্যাদি যোনি এবং স্থাবর যোনি প্রাপ্ত হ'ন আর অন্যান্য শত শত জন্মেও বহুবিধ ভয় পাইয়া থাকেন। ১৩১। গৃহীতদেহ দেহীর সত্ত্ব রজ তম গুণের অল্পাধিক্যে অশুভ বা শুভ যেরূপ প্রবৃত্তি হয়, ইহকালে তদনুসারে দেহীর সকল জন্মেই উৎকৃষ্ট অপকৃষ্টরূপ অর্থাৎ সৌন্দর্য্যাদি এবং অন্ধত্ব কুষ্ঠিত্বাদি হইয়া থাকে।১৩২। কোন কোন কর্ম্মের

ফল জন্মান্তরে, কোন কোন কর্ম্মের ফল ইহ জন্মেই হইয়া থাকে, আর কোন কোন কর্ম্মের ফল ইহ জন্মে বা পরজন্মে হয়, বিশেষ স্থিরতা নাই। শুভাশুভ ফলজনক কর্ম্মের প্রতি সত্ত্বাদি-গুণ-নিয়মিত প্রবৃত্তিই হেতু। ১৩৩। আগ্রহসহকারে পরধন অপহরণ চিন্তা, ব্রহ্মহত্যাদি অনিষ্ট চিন্তা এবং অযথার্থ বিষয়ে অভিনিবেশ করিলে চাণ্ডালাদি অন্ত্যজ জাতিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। ১৩৪। মিথ্যাবাদী, খল, দুর্ম্মুখ এবং অসঙ্গতবাদী ব্যক্তি মৃগ পক্ষী যোনীতে জন্মগ্রহণ করে। ১৩৫। পরধনাপহারী পরদাররত এবং অবৈধ প্রাণিঘাতক,—স্থাবরযোনি প্রাপ্ত হয়। ১৩৬। বিদ্যাদি-অভিমান বর্জ্জিত, শৌচসম্পন্ন, দান্ত, তপস্বী, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং বেদবিদ্যা-বিশারদ সাত্ত্বিক ব্যক্তি,দেবত্ব প্রাপ্ত হন।১৩৭। যে,নৃত্য গীত প্রভৃতি অসৎকার্য্যে নিরত ব্যগ্রচেতা সর্ব্বদা কার্য্যাকুল এবং বিষয়াসক্ত সেই রাজোগুণপ্রধান ব্যক্তি মৃত্যুর পর মনুষ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করে॥১৩৮॥ যে, নিদ্রালু, প্রাণিপীড়াকর, লুব্ধ, নাস্তিক, যাচক, কার্য্যাকার্য্য বিবেচনা শূন্য এবং বিরুদ্ধাচারী,সেই তামসপ্রকৃতি-ব্যক্তির তির্য্যগ্ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় ॥ ১৩৯ ॥ সেই অবিদ্যাক্রান্ত আত্মা, রজ এবং তমোগুণের আবেশে সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করতঃ নানাবিধ অনিষ্টজনক প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া পুনর্ব্বার ভবযন্ত্রণা ভোগ করিতে বাধ্য হন্॥ ১৪০ ॥ (দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর) যেমন মলাবৃত আদর্শ, প্রতিবিম্ব গ্রহণে সমর্থ হয় না সেইরূপ তৎকালে তিনিও অবিপককরণ (অর্থাৎ আত্মা ও পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত জ্ঞান লাভে সমর্থ হন্ না কেননা তৎসংসৃষ্ট জ্ঞান-সাধন চিত্তাদিও রাগাদিমলে অভিভূত থাকে) ॥১৪১॥ যেরূপ অপক্ব তিক্ত কর্কটীফলে মধুররস থাকিলেও তাহার উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ, অবিপককরণ আত্মাতে, জ্ঞান শক্তি, স্বরূপত থাকিলেও তাহার উপলব্ধি হইতে পারে না॥১৪২ সুখ দুঃখ,সকল শরীরী পুরুষের ভোগ্য হইলেও দেহাভিমানী পুরুষমাত্র নিজ শরীরেই তাহা লাভ করিবে। আর অভিমানশূন্য যোগী পুরুষ সকলের সুখ দুঃখ জানিতে সমর্থ হ'ন ॥ ১৪৩ ॥ যেমন আকাশ এক হইলেও ঘটাকাশ পটাকাশ ইত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ রূপে ব্যবহৃত হয়, কিম্বা যেমন সূর্য্য এক হইলেও বহু জলাশয়ে প্রতিবিম্ব নিপতিত হইয়া বহুবৎ প্রতীয়মান হ'ন্, তদ্রূপ আত্মা এক হইলেও উপাধিবশে নানা বলিয়া বোধ হয় ॥ ১৪৪ ॥ আত্মা, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল এবং পৃথিবী এই ষড়ধাতু; ইহার মধ্যে শেষ পঞ্চধাতু জড়, আর প্রথম ধাতু আত্মা চেতন এই সকল হইতে স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ১৪৫ ॥ কুম্ভকার যেমন, মৃত্তিকা দণ্ড-চক্রাদি সংযোগে ঘট নির্ম্মাণ করে কিম্বা গৃহনির্ম্মাতা যেমন, তৃণ মৃত্তিকা কাষ্ঠাদি দ্বারা গৃহ প্রস্তুত করে। অথবা স্বর্ণকার যেমন কেবল স্বর্ণ সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা কনককুণ্ডলাদি গঠন করে, কিম্বা কোশকারী কীট বিশেষ নিজ লালাযোগে আত্মবদ্ধ হেতু কোশ রচনা করে, সেইরূপ আত্মা পৃথিব্যাদি কারণ এবং চক্ষুরাদি কারণ সঞ্চয় করিয়া তদ্দ্বারা ইহসংসারে সেই-সেই-দেব-মনুষ্যাদি-জাতিতে নিজ কর্ম্মবন্ধ-বদ্ধ দেহ সৃজন করেন্।১৪৬-১৪৮। যেরূপ পৃথিব্যাদি পঞ্চ মহাভূত প্রমাণসিদ্ধ, আত্মাও সেইরূপ,ইন্দ্রিয়াদি ব্যতীত স্বতন্ত্র আত্মা না থাকিলে এক ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষীকৃত পদার্থকে অপর ইন্দ্রিয় দ্বারা "এই সেই পূর্ব্ব প্রত্যক্ষীকৃত পদার্থ" এবং পূর্ব্বশ্রুত বাক্য পুনর্ব্বার শ্রবণ করিয়া "সেই বাক্য" বলিয়া কাহার জ্ঞান হইত? (মনেকর দেহকে আত্মা বলা যায় না, দেহ যদি আত্মা হইত তাহা হইলে মৃত্যুর পর জ্ঞান থাকিত, কেননা তখন দেহ থাকে, ইন্দ্রিয়কে আত্মা বলিলে সেই ইন্দ্রিয় বিনষ্ট হইবার পর আর জ্ঞান থাকিত না সুতরাং স্বতন্ত্র একটী আত্মা না থাকিলে পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান কাহারও হইত না এইরূপে আত্মার অস্তিতা সিদ্ধ হইল। এবং ঐ আত্মা ক্ষণভঙ্গুরও নহেন ক্ষণভঙ্গুর হইলে) অতীত বিষয়ের স্মৃতি কাহার হইত? কেই বা স্বপ্ন দর্শন করিত? (ভাবার্থ এই আত্মা স্থায়ী হইলেই স্মরণ এবং স্বপ্ন হইয়া থাকে, কারণ কোন

বস্তুর জ্ঞান হইলে জ্ঞাতা-আত্মাতে তজ্জনিত সংস্কার থাকে, কালবিশেষে সেই সংস্কার হইতে যে জ্ঞান হয় তাহার নাম স্মরণ, আত্মা ক্ষণভঙ্গুর হইলে, জ্ঞানের পরক্ষণেই সে আত্মার ধ্বংস হইত; সুতরাং সংস্কার থাকিতে পারিত না। সংস্কার না থাকিলে স্মরণ হইবারও সম্ভাবনা নাই। অপিচ, জাগ্রদবস্থায় অনুভূত বস্তুর নিদ্রাকালিক জ্ঞানের নাম স্বপ্ন, জাগ্রদবস্থার আত্মা এবং নিদ্রাকালিক আত্মার পার্থক্যবশত স্মরণের ন্যায় স্বপ্নও হইত না কিম্বা ইন্দ্রিয়কে আত্মা বলিলে কে স্বপ্ন দর্শন করিত কারণ তখন ইন্দ্রিয় নিঃসংজ্ঞ)॥ ১৪৯। ১৫০॥ এবং জাতি-রূপ-বয়স্ চরিত্র ও বিদ্যাদি জনিত অভিমান কাহার হইত, বাক্য মন এবং কর্ম্ম দ্বারা শব্দাদি বিষয় ভোগের জন্য কে উদ্‌যোগ করিত— (যদি ইন্দ্রিয়াদি ব্যতীত স্থায়ী আত্মা না থাকিত)॥ ১৫১॥ সেই আত্মা, অহঙ্কার-দূষিত হইয়া কর্ম্মে ফল আছে কি নাই এইরূপ সন্দিগ্ধ বুদ্ধি হইয়া থাকে, বস্তুতঃ অকৃতকার্য্য হইলেও আপনাকে কৃতকার্য্য বলিয়া বিবেচনা করে॥ ১৫২॥ আমার পুত্র আমার স্ত্রী আমার অমাত্য, ইহাদিগের আমি এইরূপ নিশ্চয় করে এবং সর্ব্বদা ভিতকর কার্য্যকে অহিতকর এবং অহিতকর কার্য্যকে হিতকর বলিয়া বুঝে আত্মা, প্রকৃতি এবং প্রকৃতি-কার্য্য বুদ্ধি-অহঙ্কারাদিতে ভেদ জ্ঞান থাকে না। অনশন হুতাশন-প্রবেশ জল-প্রবেশ এবং উচ্চস্থান হইতে পতনে যত্ন করিয়া থাকে॥ ১৫৩। ১৫৪॥ এইরূপ বিবিধ-অকার্য্য-প্রবৃত্ত, অসংযতাত্মা পুরুষ অযথার্থ বিষয়ে অভিনিবেশ করিয়া স্বকৃত কর্ম্ম-ফল-জনিত রাগ দ্বেষ এবং মোহে সংসার কারাগারে বদ্ধ হয়॥ ১৫৫॥ আচার্য্য-সেবা, বেদান্ত এবং পাতঞ্জলাদি যোগশাস্ত্রের অর্থ বিবেচনা, তত্তৎশাস্ত্র প্রতিপাদিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান, সাধুসঙ্গ, প্রিয়হিত কথন, স্ত্রীলোকের-দর্শন-স্পর্শ-পরিত্যাগ, সকল প্রাণী-কেই আপনার মত দেখা, পুত্র কলত্র যে ঐশ্বর্য্যাদি-পরিগ্রহের পরিত্যাগ, জীর্ণ-কাষায় বস্ত্র পরিধান, বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়কে নিবর্ত্তিত করা, তন্দ্রা এবং আলস্যবর্জ্জন, জড়দেহের অশু চিতাদি অনুসন্ধান, গমনপ্রভৃতি সকল প্রবৃত্তিতেই যতটুকু পাপাংশ আছে তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা, রজগুণ ও তমোগুণে অনাসক্তি, প্রাণায়ামাদি দ্বারা ভাবশুদ্ধি, নিস্পৃহতা এবং বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের সংযম, এই সকল উপায় দ্বারা পবিত্র হইয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বযুক্ত পুরুষ মুক্তিলাভ করিতে পারে॥১৫৬—১৫৯॥ আত্মার স্বরূপস্মৃতি আত্মোপাসনা, শুদ্ধসত্ত্বযোগ, কর্ম্মবীজের (অবিদ্যাদির) ক্ষয় এবং সাধুসঙ্গে, সমাধি-প্রবৃত্তি হইয়া থাকে॥ ১৬০॥ দেহ নাশ কালে যাহার মন একাগ্রভাবে ঈশ্বরে আসক্ত থাকে, সেই নিরভিমান যোগী (সম্পূর্ণ যোগসিদ্ধ না হইলেও) তৎপর জন্মে সম্পূর্ণ জাতিস্মরত্ব প্রাপ্ত হইবে॥১৬১॥ যেমন নট, নানাপ্রকাররূপ করিবার জন্য নিজ শরীরকে শ্বেত কৃষ্ণাদি নানা-বর্ণে চিত্রিত করে সেইরূপ আত্মা, কর্ম্মফল-ভোগার্থ নানাবিধ শরীর ধারণ করেন॥ ১৬২॥ কাল ও কর্ম্মানুসারে, স্বীয় পিতৃবীজ দোষে এবং মাতৃশোণিত দোষে, জন্মাবধি গর্ব্ভের অঙ্গহীনতাদি দোষ দৃষ্ট হয়॥ ১৬৩॥ যত দিন পর্য্যন্ত মুক্তি না হয় ততদিন, অহঙ্কার, মন, গতি (অর্থাৎ সংসার-হেতু-ভূত দোষ রাশি) কর্ম্মফল এবং লিঙ্গ শরীর আত্মাকে কখনই পরিত্যাগ করে না॥ ১৬৪॥ যেরূপ বর্ত্তি বার্ত্তপাত্রে এবং তৈলের সাহায্যে দীপ প্রজ্বলিত থাকে, কখন বা (বর্ত্তি প্রভৃতি উপকরণ থাকিতেও) প্রবল বায়ুবেগে দীপনির্ব্বাণ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, প্রাণহানিও তদ্রূপ (ভাবার্থ এই—উপকরণ বিনষ্ট হইলে দীপও বিনষ্টহয়, সেইরূপ আয়ু যত দিন থাকে প্রাণও ত[illegible]দিন থাকে আয়ু ফুরাইলেই প্রাণনাশ। আবার সকল উপকরণ থাকিতেও ঝড় হইলে দীপ নির্ব্বাণ হয় সেইরূপ আয়ু থাকিলেও বিশেষ আগন্তুক নিমিত্ত প্রাণ হানি করে)॥ ১৬৫॥ যিনি হৃদয়ে দীপবৎ অবস্থান করিতেছেন তাঁহার শুক্ল, কৃষ্ণ, কদ্রু, নীল, কপিল এবং নীলরক্ত ইত্যাদি নানাবর্ণের নানাবিধ রশ্মি আছে তাহার মধ্যে একটী রশ্মি সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া ব্রহ্মলোক অতি-ক্রমপূর্ব্বক উর্দ্ধভাবে অবস্থিত রাখিয়া জীব,

তদবলম্বনেই মুক্তিমার্গে গমন করেন ॥ ১৬৬॥ ১৬৭ ॥ ইহাঁর অপর যে শতসংখ্যক রশ্মি ঊর্দ্ধ-ভাবে অবস্থিত, তদ্দ্বারা তেজোময় দেবশরীর লাভ করেন ॥১৬৮॥ যে সকল নানারূপ মৃদুপ্রভ রশ্মি অধোভাগে আছে, তদ্দ্বারা কর্ম্মফল-ভোগের জন্য সেই কর্ম্মপরবশ জীব ইহসংসারে উপস্থিত হন ॥ ১৬৯ ॥ হে মুনিগণ জগতের কারণ আত্মা,দেহ হইতে বিভিন্ন,ইহা জানিবে। শ্রুতি স্মৃতি, "আমার শরীর" ইত্যাদি অনুভব,জন্মান্তর-কৃত-ধর্ম্মাধর্ম্ম-জনিত জন্ম—মৃত্যু—ব্যাধি, জ্ঞান ইচ্ছাদি প্রবর্ত্তিত গমনাগমন, সত্য মিথ্যাজ্ঞান, মুক্তি, শুভকর্ম্মাচরণজনিত পারলৌকিক সুখ, অশুভ-কর্ম্মাচরণজনিত পারলৌকিক দুঃখ এবং আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, ভূমি ও অন্ধকারাদি ভোগ্যবস্তু, এই সকল হেতু দেখিয়াশুনিয়া আত্মাকে দেহ হইতে পৃথক্‌ভাবে বুঝিবে (অর্থাৎ শ্রুতি স্মৃতির প্রমাণে আত্মা যে দেহ হইতে ভিন্ন, তাহা জানা যায়, দেহ এবং আত্মা ভিন্ন ভিন্ন বলিয়াই "আমার দেহ" এই রূপ ব্যবহার আছে ; দেহ,মৃত্যুর পর ও পূর্ব্বে বর্ত্তমান থাকে না,সুতরাং পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল থাকা অসম্ভব, তাহা না থাকিলেও জন্ম মৃত্যু প্রভৃতির নিয়ম থাকে না, ইহার দ্বারাও পৃথক্ আত্মা সিদ্ধ হইল। দেহ, পঞ্চভূত নির্ম্মিত পঞ্চভূতের জ্ঞান ইচ্ছাদি শক্তি নাই, অতএব ঘটাদির ন্যায় দেহেরও জ্ঞানাদি থাকিতে পারে না, অথচ অমুক স্থানে গমন করিলে আমার কার্য্য সিদ্ধ হইবে, এই প্রকার জ্ঞানের র গমনাদি প্রবৃত্তি হয়, ইহাও দেহভিন্ন ার প্রমাপক, এবং জড়বস্তু জড়বস্তুর ভাক্তা হইতে পারে না, সুতরাং দেহভিন্ন এক চেতন পদার্থ, পৃথিব্যাদি বস্তু ভোগ করিতেছে, ইত্যাদি প্রমাণে আত্মার পার্থক্য সিদ্ধ হইল) ভূমি কম্পাদি নিমিত্ত,কপোত পতনাদি শাকুন, সূর্য্যাদিগ্রহ সংযোগ, অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্র সঞ্চার, সামান্য নক্ষত্র সঞ্চার, শুভাশুভসূচক জাগ্রদবস্থাসম্ভূত অঙ্গস্ফুরণাদি, স্বপ্নদৃষ্ট যানারোহণাদি, মন্বন্তর,যুগপরিবর্ত্তন, মন্ত্রৌষধিশক্তি এবং আকাশাদি সৃষ্টি, এই সকল হেতু দর্শনে আত্মাকে দেহ হইতে পৃথক্‌ভাবে জানিবে (অর্থাৎ ঈশ্বর ও জীব একই পদার্থ ইহা উক্ত হইয়াছে, দেহভিন্ন আত্মা অস্বীকার করিলে ঈশ্বরেরও অস্বীকার করা হইল, তাহা হইলে, জিজ্ঞাসা করি,ঐ সকল বস্তু কাহার ইচ্ছায় সম্পন্ন হয় ?—সুতরাং দেহাতিরিক্ত আত্মা আছেন) ॥ ১৭০—১৭৩॥ অহঙ্কার স্মৃতি, মেধা, দ্বেষ, বুদ্ধি, সুখ, ধৈর্য্য, ইন্দ্রিয়ান্তর সঞ্চার (অর্থাৎ এক ইন্দ্রিয়-গৃহীত বিষয়ের অন্য ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ), ইচ্ছা, দেহধারণ, প্রাণধারণ,স্বর্গভোগ,স্বপ্ন, বুদ্ধি প্রভৃতিকে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করণ,মনের গতি, নিমেষ এবং ভোজনাদিদ্বারা পঞ্চভূতের গ্রহণ, ইহা চৈতন্যের আয়ত্ত (চৈতন্যমূর্ত্তি আত্মার সহিত দেহের বিশেষ সম্বন্ধ থাকিলেই উক্ত কার্য্য সকল ঘটিয়া থাকে, সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে কোন কার্য্যই থাকে না) যেহেতু পরমাত্মার (চেতনের) এই সকল চিহ্ন (যাহা পঞ্চভূতাদি জড়পদার্থের হইতে পারে না) দেখা যাইতেছে ; সুতরাং দেহ ভিন্ন স্বতন্ত্র আত্মা আছেন, তিনি সর্ব্বত্রগ এবং ঈশ্বর * ॥ ১৭৪—১৭৬ ॥ সবিষয় জ্ঞানেন্দ্রিয় (অর্থাৎ শব্দ,স্পর্শ, রূপ, রস,গন্ধ,এই পাঁচটী বিষয় এবং শ্রোত্রাদি পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়), মন, কর চরণাদি পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়, অহঙ্কার, বুদ্ধি, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্র এবং প্রকৃতি, এতৎ সমুদায়ের নাম ক্ষেত্র ইহার যিনি অধিপতি, তিনি সর্ব্বভূতস্থিত, প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া সৎ, তাঁহার স্বরূপদর্শন দুঃসাধ্য বলিয়া অসৎ, এই সদসদাত্মক সেই আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত হ'ন ॥ ১৭৭।১৭৮॥ প্রকৃতি হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র, (অর্থাৎ শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র রূপতন্মাত্র রসতন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র) তাহাদিগের গুণ প্রথম হইতে পঞ্চম পর্য্যন্ত একটী একটী করিয়া বাড়িয়াছে (যথা,—প্রথম তন্মাত্রের একটী গুণ, দ্বিতীয় তন্মাত্রের দুইটী ইত্যাদি) তাহা হইতে যথাক্রমে আকাশাদি পঞ্চভূত উৎপন্ন হইয়াছে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, ইহা (প্রথম তন্মাত্রের একটী গুণ ইত্যাদি

* পূর্ব্বের সহিত পৌনরুক্ত্য পরিহার করিতে হইলে সামান্য-বিশেষ ন্যায় অবলম্বন করিতে হইবে।

উক্ত রীত্যনুসারে) তন্মাত্রের গুণ (তবে তন্মাত্রে যে শব্দাদি আছে, তাহা সূক্ষ্ম; ভূতে যে শব্দাদি আছে, তাহা স্থূল, এই মাত্র ভেদ); ইহার মধ্যে যে বস্তু যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই বস্তু তাহাতেই বিলীন হইবে। (অর্থাৎ সৃষ্টি,—অনুক্রমে, এবং ধ্বংস,—প্রতিক্রমে হইয়া থাকে) ॥১৭৯।১৮০॥ আত্মা স্বয়ং ঈশ্বর হইলেও কায়িক, বাচিক এবং মানসিক কর্ম্মের বিপাকে,যেরূপে আত্ম-সৃষ্টি করেন,তাহা তোমাদিগকে বলিয়াছি, সত্ত্ব,রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ,—সেই অবিদ্যাসম্পন্ন জীবেরই,ইহা উক্ত হইয়াছে। এবং তিনি রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা অভিভূত হইয়া ইহ সংসারে চক্রবৎ ঘূর্ণিত হইতেছেন ॥ ১৮১। ১৮২ ॥ সেই অনাদি পরম পুরুষই, শরীরধারণ দ্বারা আদিমান্ এবং কুব্জত্বাদি বিকারসম্পন্ন হ'ন, এবং সেই জন্যই তাঁহাকে পদ শব্দাদি চিহ্ন দ্বারা জানা যায় এবং সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহার রূপ দর্শনাদি করিতে পারা যায়, ইহা কথিত হইয়াছে ॥ ১৮৩॥ অজবীথী (অর্থাৎ অগস্ত্যের উত্তর দিগ্‌বর্ত্তী তারকাশ্রেণি) এবং অগস্ত্য, ইহার মধ্য স্থলের নাম পিতৃযান, স্বর্গাভিলাষী অগ্নিহোত্রিগণ সেই স্থান দিয়া স্বর্গাভিমুখে গমন করেন ॥ ১৮৪॥ এবং যাঁহারা দানাদি স্মার্ত্ত কর্ম্ম পরায়ণ, দম্ভশূন্য, দয়া ক্ষান্তি অনসূয়া শৌচ অনায়াস মঙ্গল অকার্পণ্য ও অস্পৃহা এই অষ্টবিধ আত্মগুণে সমন্বিত, আর যাঁহারা সত্যনিষ্ঠ, তাঁহারা সেই পথ দিয়াই স্বর্গে গমন করেন ॥ ১৮৫ ॥ অষ্টাশীতি সহস্র গৃহমেধী মুনিগণ সেই পথ দিয়া স্বর্গে গমন করেন, তাঁহারা পুনর্ব্বার ইহসংসারে আসেন, এবং তাঁহারা ধর্ম্মবৃক্ষের আবির্ভাবে বীজস্বরূপ, কেননা খণ্ডপ্রলয়কালে শাস্ত্র লোপের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মলোপ হইলে তৎপরে সৃষ্টির আদিতে তাঁহারাই অগ্নিহোত্রাদি ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন ॥ ১৮৬॥ সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং নাগবীথী (অর্থাৎ অজবীথীর উত্তর ও সপ্তর্ষিমণ্ডলের দক্ষিণ দেশবর্ত্তী তারকাপুঞ্জ ইহার মধ্যস্থল দিয়া অষ্টাশীতি সহস্র সর্ব্বারম্ভ-বিবর্জ্জিত অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানী মুনিগণ তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য, সঙ্গ-পরিত্যাগ এবং অধ্যাত্মবিদ্যা-অনুশীলন-প্রভাবে দেবলোক আশ্রয় করিয়া প্রাকৃত প্রলয় পর্য্যন্ত সেই স্থানে অবস্থিতি করেন। (পরে সৃষ্টির আদিতে তাঁহারাই অধ্যাত্মবিদ্যা প্রবর্ত্তিত করেন) ॥ ১৮৭।১৮৮॥ যে সকল মুনিগণ হইতে বেদ, পুরাণ, শিক্ষাকল্পাদি অঙ্গবিদ্যা, উপনিষদ্, ইতিহাস, সূত্র, ভাষ্য এবং অন্যান্য যে কিছু শাস্ত্র, তৎসমস্তই ছাত্র পরম্পরা ক্রমে চলিয়া আসিতেছে ॥১৮৯॥ (এক্ষণে প্রতিপন্ন হইল যে, বেদ নিত্য; সুতরাং বেদ প্রমাণ্যে ইহাও সিদ্ধ হইল যে) বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, দম, শ্রদ্ধা, উপবাস এবং সঙ্গত্যাগ, এই সকল কার্য্য ভাবশুদ্ধি সম্পাদন দ্বারা আত্মজ্ঞানের হেতু ॥ ১৯০। সকল আশ্রমাবলম্বী দ্বিজাতিগণ সেই আত্মাকে এইরূপে জানিতে চেষ্টা করিবে; যথা,—প্রথম বেদান্তবাক্যদ্বারা তাঁহার কথা শ্রবণ করিবে নানাযুক্তি দ্বারা বিচার করিবে, ক্রমে সাক্ষাৎকার করিতে পাইবে ॥ ১৯১ ॥ পরম শ্রদ্ধালু যে সকল দ্বিজ নির্জ্জন প্রদেশ আশ্রয় করিয়া কথিত পদ্ধতি-অনুসারে একমাত্র সত্য আত্মার উপাসনা করেন, তাঁহারাই আত্মলাভে সমর্থ হ'ন ॥ ১৯২ ॥ সেই সকল আত্মজ্ঞগণ ক্রমে ক্রমে বহ্নি, দিন, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ,দেবলোক সূর্য্য এবং বৈদ্যুততেজ, এই সকলের অধিষ্ঠাতৃদেব সমীপে গমন করেন (কারণ সেই সকল স্থান মুক্তিমার্গ) ॥ ১৯৩॥ অনন্তর মানস পুরুষ উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়,আর তাঁহাদিগের ইহ সংসারে পুনরাগমন হয় না ॥ ১৯৪ ॥ আর যাঁহারা যজ্ঞ তপস্যা এবং দানদ্বারা স্বর্গ-ভোগে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা ক্রমে ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন, পিতৃলোক এবং চন্দ্রমা, এই সকলের অধিষ্ঠাতৃ-দেব-লোকে অবস্থান করিয়া পুনরপি ক্রমে ক্রমে বায়ু, বৃষ্টি, জল এবং পৃথিবী প্রাপ্ত হইয়া ইহসংসারে পুনরাগমন করেন ॥ ১৯৫।১৯৬ ॥ যে ব্যক্তি অপ্রমত্ত ভাবে এই পথদ্বয়ের বিবরণ না জানে, সে পরজন্মে সর্প, পতঙ্গ, কীট, কিংবা কৃমি হইয়া জন্ম গ্রহণ করে ॥ ১৯৭॥ উরুদ্বয়ে চরণদ্বয় উত্তান

করিয়া স্থাপন করিবে, উত্তান বাম করতলে উত্তান দক্ষিণকরতল রাখিবে, মুখ ভাগ বক্ষ-স্থলের সাহায্যে স্তম্ভিত করিয়া কিঞ্চিৎ উন্নত করিবে, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিবে, রজস্তমোগুণ-সম্ভূত কামক্রোধাদি রিপু-সমূহ দূর করিবে, ঊর্দ্ধ দন্তদ্বারা অধোদন্তপংক্তি স্পর্শ করিবে না, রসনাকে নিশ্চলভাবে তালু-দেশে স্থাপিত করিবে, মুখ বুজিয়া থাকিবে, চাঞ্চল্য অবলম্বন করিবে না, ইন্দ্রিয়-সমূহকে বিষয়ান্তর হইতে নিবৃত্ত করিবে, অতি নিম্ন বা অত্যুচ্চ আসনে উপবিষ্ট হইবে না। (অর্থাৎ যাহাতে চিত্ত অন্যদিকে না যায়, এইরূপ ভাবে উপবিষ্ট হইবে।) দুইবার কি তিনবার করিয়া প্রাণায়াম করিবে, অনন্তর যে প্রভু হৃদয় মন্দিরে দীপবৎ অবস্থিতি করি-তেছেন তাঁহাকে ধ্যান করিবে। জ্ঞানী ব্যক্তি সেই হৃদয়ে আত্মাকে ধারণা করিবে এবং ঐ জ্ঞানী ব্যক্তি তৎকালে ধারণা-ধারণা (অর্থাৎ যোগাবলম্বন) করিবে, (কোন এক বিষয়ে গাঢ় মনোনিবেশের নাম ধারণা, উচ্চতম প্রাণায়ামের তিনবারে এক ধারণা হয়) ॥১৯৮—২০১॥ অন্তর্হিত হওয়া,ব্যাদি ঋষির ন্যায় অতীন্দ্রিয় বিষয়ের স্মরণ, কান্তি, অতীত অনাগত ব্যবহিত এবং বিপ্রকৃষ্ট বিষয়ের দর্শন,অতীত অনাগত এবং বিপ্রকৃষ্ট শব্দ শ্রবণ, নিজদেহ ত্যাগ করিয়া পর দেহ প্রবেশ, এবং ইচ্ছামত বস্তু সৃজন করিবার ক্ষমতা—যোগ সিদ্ধির সূচক। যোগ-সিদ্ধ হইবার পর শরীর পরিত্যাগ করিলে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়॥ ২০২।২০৩॥ অথবা কামনা-পরিহারপূর্ব্বক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে, যে কোন একটী বেদ অভ্যাস করিবে, নির্জ্জনে থাকিবে, অযাচিত এবং স্বল্প ভোজন করিবে, অনন্তর ক্রমে সত্ত্বশুদ্ধি হইলে আত্মোপাসনা দ্বারা মুক্তিরূপ পরম সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে (বনবাসী হইয়া যজ্ঞাদি করিতে না পারিলে, তাহার পক্ষে এই বিধি) ॥২০৪॥ ন্যায়ানুসারে ধনোপার্জ্জক, তত্ত্বজ্ঞান-নিষ্ঠ, অতিথি-পূজা-রত, শ্রাদ্ধকর্ত্তা, এবং সত্য-বাদী ব্যক্তি, গৃহস্থ হইলেও মুক্তিলাভ করিতে পারে॥ ২০৫ ॥ ইতি অধ্যাত্ম প্রকরণ।

(বক্ষ্যমাণ) মহাপাতকিগণ, মহাপাতক-জনিত তীব্রদুঃখাবহ দারুণ নরক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ভোগকাল অতীত হইলেই ইহসংসারে জন্মগ্রহণ করে। ২০৬। ব্রহ্মঘাতী ব্যক্তি,—হরিণাদি মৃগ, কুক্কুর, শূকর, অথবা উষ্ট্র-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিবে, এবং সুরাপায়ী ব্যক্তি,—গর্দ্দভ, পুক্কস (নিষাদের ঔরসে তদুচ্চ জাতীয় শূদ্রার গর্ভ উৎপন্ন জাতিকে পুক্কস বলে), এবং বেন (অর্থাৎ বৈদেহকের ঔরসে অম্বষ্ঠ জাতীয় স্ত্রী লোকের গর্ভজাত জাতির নাম বেন) দিগের জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিবে, কোন সংশয় নাই। ২০৭। অশীতি রত্তিকা পরিমিত ব্রাহ্মণ-স্বামিক সুবর্ণ হর্ত্তা,—কৃমি, কীট এবং পতঙ্গ হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, এবং বিমাতৃগামী পুরুষ, যথাক্রমে তৃণ, গুল্ম, এবং লতা হইয়া উৎপত্তি লাভ করে। ২০৮। এইরূপ অপকৃষ্ট যোনি-প্রাপ্তির পর ক্রমে মনুষ্য রূপে জন্ম গ্রহণ করিলে, তাহাতে বিশেষ বিশেষ চিহ্ন হইয়া থাকে ; যথা,—ব্রহ্ম-ঘাতীর ক্ষয় রোগ হয়, সুরাপায়ীর শ্যাবদন্ত হয়, যথোক্ত স্বর্ণহারী, কুনখী হইয়া থাকে এবং বিমাতৃগামী পুরুষের অঙ্গ-বিশেষ স্বাভাবিক অনাবৃত থাকে। ২০৯। যে ব্যক্তি, এই চতু-র্ব্বিধ পাপিগণের মধ্যে যেরূপ পাপীর সহিত যাজনাদি সংসর্গ করিবে, (সে ব্যক্তিও ঐরূপ পাপীর মধ্যে গণ্য) সেই মূল পাপীর যে প্রকার চিহ্ন থাকিবার কথা উক্ত হইয়াছে, তাহাকেও দেহ-ধারণে সেই চিহ্ন ভোগ করিতে হইবে। অন্নচোর,—আমযাবী (অর্থাৎ অজীর্ণ রোগাক্রান্ত) হইয়া থাকে, বাগপহারক (অর্থাৎ যে ব্যক্তি অপরের অধীয়মান বিদ্যা, গুরুর অনুমতি ব্যতীত শ্রবণ করিয়া শিক্ষা করে, অথবা যে, পুস্তক অপহরণ করে) মূক হইয়া থাকে। ২১০। ধান্য মিশ্র,—(অর্থাৎ যে ব্যক্তি ধান্যরাশি হইতে কিয়দংশ অপহরণ করিয়া তৎপূরণার্থ উক্ত রাশিতে অপর কোন দ্রব্য বা অপকৃষ্ট ধান্যাদি মিশ্রিত করে) অধিকাঙ্গ (অর্থাৎ একুশ আঙ্গুলে ইত্যাদি) হইবে। পিশুনের (অর্থাৎ যে, পরদোষো-দ্ঘাটন করে, তাহার) নাসিকা দুর্গন্ধযুক্ত হয়।

তৈলহর্ত্তা,—তৈলপায়ী (তেলাপোকা বা আর্সলা) হয়, সূচকের (অর্থাৎ যে পরের দোষ ঘোষণা করিয়া বেড়ায় তাহার) মুখে দুর্গন্ধ হয়। ২১১। পরস্ত্রী হরণ বা ব্রহ্মস্ব অপহরণ করিলে তাহাকে জলশূন্য অরণ্য প্রদেশে ব্রহ্ম-রাক্ষস হইতে হয়। ২১২। পরকীয় রত্নাপহর্ত্তা,—হেম-কারনামক পক্ষী জাতিতে জন্ম গ্রহণ করে, পত্রশাক হরণ করিলে, ময়ূর এবং উত্তমগন্ধ অপহরণ করিলে ছুচ্ছুন্দরী হইয়া থাকে। ২১৩। ধান্য হরণ করিলে মূষিক, রথাদি যান হরণ করিলে উষ্ট্র, ফল হরণ করিলে বানর, জল হরণ করিলে শাকটবিল নামক পক্ষী, দুগ্ধ হরণ করিলে কাক, মুষলাদি গৃহোপকরণ দ্রব্য হরণ করিলে চটকাপক্ষী, মধু হরণ করিলে দংশ (ডাঁশ), মাংস হরণ করিলে গৃধ্র, গো হরণ করিলে গোধা, অগ্নি হরণ করিলে বক, বস্ত্র হরণ করিলে শ্বিত্ররোগাক্রান্ত, ইক্ষু প্রভৃতির রস হরণ করিলে কুক্কুর, এবং লবণ হরণ করিলে চিরী নামক কীট হইতে হয়। ২১৪ ২১৫। চৌর্য্য কার্য্যের বিপাক প্রদর্শনার্থ ইহা কিঞ্চিন্মাত্র (নাম করিয়া) বলিলাম। (অন্যান্য দ্রব্য সম্বন্ধে সামান্যত ইহা জানিবে যে) অপহৃত দ্রব্য যে প্রকার, তদনুসারে প্রাণি-জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে (যথা কাংস্য হরণ করিলে হংস ইত্যাদি)। ২১৬। কর্ম্মফলানুসারে নরক ভোগান্তে তির্য্যক্‌যোনি প্রাপ্ত হইয়া কালক্রমে যে জন্ম গ্রহণ করে, তাহাতে অলক্ষণ, দরিদ্র, এবং পুরুষের মধ্যে অপকৃষ্ট হইয়া থাকে। ২১৭। অনন্তর নরকাদি ভোগে পাপক্ষয় হইলে, অতি উৎকৃষ্ট বংশে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং ঐ জন্মে ভোগসম্পন্ন, বিদ্বান্ এবং ধনধান্যে সমৃদ্ধ হয়। ২১৮। কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করা, নিষিদ্ধ কার্য্য করা এবং ইন্দ্রিয়ের অসংযম, এই সকল কারণেই মনুষ্য নরকে গমন করে। ২১৯। অতএব সেই (অর্থাৎ পাপী) ব্যক্তি বিশুদ্ধির জন্য ইহলোকেই প্রায়শ্চিত্ত করিবে। এইরূপ হইলে তাহার অন্তরাত্মা এবং ইহ পরলোক প্রসন্ন হইয়া থাকে। ২২০। পাপপরায়ণ ব্যক্তিগণ, অনুতাপ রহিত—অকৃত-প্রায়শ্চিত্ত হই[লে] কষ্টকর ঘোর নরকে গমন করে। ২২১ মহাপাতকী এবং উপপাতকী প্রভৃতি পা[পী] নরাধমেরা প্রায়শ্চিত্ত না করিলে এই সক[ল] নরকে গমন করে; যথা,—তামিস্র, লোহশ[ঙ্কু] মহানিরয়, শাল্মলি, রৌরব, কুট্মল, পূতি মৃত্তিক, কালসূত্র, সংঘাত, লোহিতোদ, সবিষ, সংপ্রতাপন, মহানরক, কাকোল, সংজীবন, মহাপথ, অবীচি, অন্ধতামিস্র, কুম্ভীপাক, অসিপত্রবন, (এই বিংশতি) এবং তাপন একবিংশ। ২২২—২২৫। অজ্ঞানকৃত (অর্থাৎ দ্বাদশবার্ষিক ব্রত-ন্যূনপ্রায়শ্চিত্তনাশ্য) পাপ, যথোক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিলেই বিদূরিত হইবে, জ্ঞানকৃত পাপও বিনষ্ট হইবে বটে, কিন্তু জ্ঞান-পাপী (অর্থাৎ যে ব্যক্তি দ্বাদশবার্ষিক বা তদধিক ব্রত নাশ্য পাপ জ্ঞানপূর্ব্বক করে, সে) ব্যবহার্য্য হইতে পারিবে না; বচনের সামর্থ্যেই এই নিয়ম হইল *। ২২৬। ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী, ব্রাহ্মণ-স্বামিক অশীতি-রত্তিকা-পরিমিত স্বর্ণাপহারী, বা গুরুতল্পগ (অর্থাৎ বিমাতৃগামী), ইহারা এবং ইহাদিগের সহিত যে সাক্ষাৎ সংসর্গ করিবে, সে মহাপাতকী। ২২৭। গুরুর নামে মিথ্যা নিন্দা করা, বেদনিন্দা, ব্রাহ্মণ জাতীয় বন্ধুহত্যা এবং অধীতবেদ বিস্মৃত হওয়া, এই সকল দুষ্কর্ম্ম ব্রহ্মহত্যার তুল্য। ২২৮। লশুনাদি অভক্ষ্য ভক্ষণ, জৈহ্ম্য (অর্থাৎ রাজদ্বারে কোন ব্যক্তির নামে অপ্রকৃত গুরুতর দুষ্কর্ম্মের অভিযোগ) জাত্যুৎকর্ষ প্রতিপাদনার্থ মিথ্যা কথা বলা এবং রজস্বলার মুখামৃত পান,—সুরাপানের তুল্য। ২২৯। ব্রাহ্মণস্বামিক অশ্ব, রত্ন, দাস, দাসী প্রভৃতি, ভূমি, ধেনু এবং সুবর্ণ ব্যতীত সকল গচ্ছিত বস্তু চুরি করা, সুবর্ণাপহরণের তুল্য। ২৩০। মিত্রের পত্নী, উত্তম জাতীয় কুমারী, সহোদরা, চাণ্ডালী প্রভৃতি অন্ত্যজ স্ত্রী, সপিণ্ড, সগোত্রা এবং সুতস্ত্রী (অর্থাৎ পুত্রের

* অজ্ঞানকৃত অর্থাৎ ঐরূপ পাপ প্রায়শ্চিত্ত করিলে বিনষ্ট হইবে, জ্ঞানকৃত অর্থাৎ ঐরূপ পাপ প্রায়শ্চিত্ত করিলেও বিনষ্ট হইবে না। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তফলে পাপী সমাজে চলিতে পারিবে। ইহা মিতাক্ষরার মত।

অবিবাহিত বা অসবর্ণ পত্নী) ইহাদিগের সহিত সংসর্গ গুরুতল্প গমনের তুল্য ।২৩১। পিতৃ-ষ্বসা, মাতৃষ্বসা, মাতুলানী, পুত্রবধূ, অসবর্ণা বিমাতা, ভগিনী, আচার্য্যকন্যা, আচার্য্যপত্নী বা আত্মকন্যাতে গমন করিলে তাহাকেও গুরুতল্পগ বলা যায়। লিঙ্গচ্ছেদনপূর্ব্বক বধ উহাদিগের দণ্ড এবং ঐরূপ মৃত্যুই প্রায়শ্চিত্ত। ঐ কার্য্যে অভিলাষবতী ঐসকল স্ত্রীলোকেরও বধ দণ্ড এবং ঐ প্রকার মরণ প্রায়শ্চিত্ত* ।২৩২। ।২৩৩। গোহত্যা, ব্রাত্যতা (অর্থাৎ যথাকালে উপনয়ন না হওয়া), সামান্যত চৌর্য্য, ঋণ পরিশোধ না করা, অধিকার থাকিতে সাগ্নিক না হওয়া, লবণাদি অবিক্রেয় বস্তুর বিক্রয়, পরিবেদন, প্রতিনিয়ত বেতন প্রদানপূর্ব্বক অধ্যয়ন, প্রতিনিয়ত বেতন গ্রহণপূর্ব্বক অধ্যাপনা, পরদারগমন, পরিবিত্তিতা, শাস্ত্রনিষিদ্ধ-কুশীদোপজীবন, লবণ উৎপন্ন করা, আত্রেয়ী ব্যতীত স্ত্রীহত্যা, শূদ্রহত্যা, অদীক্ষিত বৈশ্য-হত্যা, অদীক্ষিত ক্ষত্রিয় হত্যা, নাস্তিকতা, ব্রতলোপ (অর্থাৎ ব্রহ্মচারীর স্ত্রীসংসর্গ), অপত্য বিক্রয়, ধান্যহরণ, তাম্রাদি কুপ্যহরণ, গবাদি পশুহরণ, পতিত প্রভৃতি অযাজ্য যাজন, বিনা উপযুক্ত কারণে পিতা, মাতা, বা পুত্রাদিকে পরিত্যাগ করা, উত্তম জলাশয় আরাম বা উদ্যানাদি বিক্রয় করা, কুমারীর অপকলঙ্ক ঘটনা করা বা অঙ্গুলি দ্বারা তাহার স্থান বিশেষ দূষিত করা, পরিবেত্ত-যাজন, পরিবেত্তাকে কন্যাদান (পরিবিত্তি-যাজন, পরিবিত্তিকে কন্যাদান) পরক্ষতিকর কৌটিল্য, সঙ্কল্পিত ব্রত ভঙ্গ, কেবল আত্ম-উদর ভরণার্থ রন্ধন করা, মদ্যপ নিজ পত্নীর সহ সংসর্গ, স্বাধ্যায় পরিত্যাগ, আহিত অগ্নি পরিত্যাগ, পুত্রের সংস্কার না করা, পিতৃব্য মাতুলাদি বান্ধবাদিকে অকারণ পরিত্যাগ করা, রন্ধন নির্ব্বাহার্থ জীবন্ত বৃক্ষের ছেদন, পত্নী প্রভৃতি স্ত্রীকে বেশ্যা করিয়া তদীয় অর্থে জীবিকা-নির্ব্বাহ, প্রাণিবধ দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ, বশী-করণাদি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ, তিল ইক্ষু প্রভৃতি-দ্রব্য-মর্দ্দক যন্ত্র পরিচালিত করা, মৃগয়া প্রভৃতি ব্যসনাসক্তি, আত্মবিক্রয়, শূদ্রসেবা, অপকৃষ্ট ব্যক্তির সহিত মিত্রতা, সবর্ণাবিবাহ না করিয়া পরিণীত হীনবর্ণা স্ত্রীর সহ সংসর্গ, অনাশ্রমী হইয়া থাকা, পরান্ন-পুষ্টতা, চার্ব্বা-কাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন, রাজার আজ্ঞাক্রমে সুব-র্ণাদি খনিতে নিযুক্ত হওয়া, এবং ভার্য্যাবিক্রয়, এই সকলের প্রত্যেকটীই উপপাতক মধ্যে গণ্য ।২৩৪—২৪২। ব্রহ্মঘাতী, দ্বাদশবর্ষ এইরূপ করিবে; যথা,—নাশিত ব্রাহ্মণের অভাবে অন্য ব্রাহ্মণশবের মাথার খুলী উর্দ্ধোত্থাপিত দণ্ডাগ্রে স্থাপিত করিয়া ঐ দণ্ড ঐরূপেই হস্তে ধারণ করিবে (বনে বাস করিবে, বন্যফলে জীবন ধারণ করিতে অসমর্থ হইলে গ্রামে গিয়া নিজকৃত দুষ্কর্ম্ম কীর্ত্তন করতঃ দ্বিজাতিগণের নিকট হইতে সায়ংকালে অপর হস্ত নিহিত মৃণ্ময় লোহিত খণ্ডসরাবে) ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাহাই ভোজন করিবে ও পরিমিত-ভোজী হইবে (ব্রহ্মচর্য্যাদি করিবে) তৎপশ্চাৎ শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে।২৪৩। অথবা ব্যাঘ্রাদি-মুখ-নিপতিত ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিলে, বা ঐরূপ দ্বাদশ গাভী রক্ষা করিলে, কিংবা অশ্বমেধ যজ্ঞান্তে অবভৃথ স্নান করিলেও শুদ্ধিলাভ করিবে।২৪৪। অথবা বহুকালব্যাপী দুঃসহ রোগগ্রস্ত ব্রাহ্মণ বা গাভীকে নিরাশ্রয় অবস্থায় দেখিয়া তাহাকে রোগমুক্ত করিলেও ব্রহ্মঘাতী শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে।২৪৫। অথবা ব্রাহ্মণের অপহৃত সর্ব্বস্ব প্রত্যাহরণ করিতে পারিলে কিংবা প্রত্যাহরণ করিতে গিয়া নিহত হইলে, অথবা তদর্থ যুদ্ধ করিতে করিতে শস্ত্রাঘাতে মৃত কল্প হইয়া পশ্চাৎ জীবন লাভ করিলেও শুদ্ধ হইবে। (ইহা অজ্ঞানকৃত

* পুত্রবধূ বা কন্যাগমন, অতিপাতক, এই পাপ মহাপাতক হইতে গুরুতর, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত; মাতৃষ্বস্ প্রভৃতি গমনের গুরুতর পাপজনকতা প্রতিপাদনার্থ উক্ত অতিপাতকও ইহার সহিত উল্লিখিত হইয়াছে, আর সহোদরা ভগিনী ও বৈমাত্রেয়াদি ভগিনীগমনে পাপের অবান্তর ভেদ প্রদর্শনার্থ 'সহোদরা' ও 'ভগিনী' পদের পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত নানাপ্রকার, তাহা বিবৃত হইবে। উহার মধ্যে ভগিনীগমনাদি পাপের গুরুতল্পগমন প্রায়শ্চিত্ত অথবা এই প্রায়শ্চিত্ত আচরণীয়, ইহা জ্ঞাপনের জন্য ভগিনী প্রভৃতির পুনর্গ্রহণ।

ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত)।২৪৬। "লোমভ্যঃ স্বাহা" এইপ্রকার সেই মন্ত্র সকল উচ্চারণ পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে লোম, ত্বক্, শোণিত, মাংস, মেদ, স্নায়ু, অস্থি, ও মজ্জা দ্বারা মৃত্যু উদ্দেশে লৌকিক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া তদন্তে ঐ অগ্নিতে দেহক্ষেপ করিবে (ইহা জ্ঞানকৃত ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত)।২৪৭। অথবা আত্ম-প্রায়শ্চিত্তার্থে ধনুর্ব্বিদ্যা-বিশারদ ব্যক্তির সহিত স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সংগ্রামে শরপাতপথবর্ত্তী হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে, কিংবা প্রহার-পীড়া-বশতঃ মৃতকল্প হইয়া পশ্চাৎ জীবন লাভ করিলেও বিশুদ্ধ হইতে পারিবে।২৪৮। অথবা নির্জ্জন প্রদেশে আহার সংযম করিয়া তিন বার মন্ত্র-ব্রাহ্মণাত্মক সম্পূর্ণবেদের সংহিতা পাঠ করিলে, (সংহিতা পাঠ শব্দ বেদের অংশ বিশেষের পাঠ নহে, কিন্তু মাত্র হস্ত সঙ্কেত এবং উদাত্ত অনুদাত্ত প্রভৃতি স্বর যোগে যথা-বিহিত বেদ পাঠের নাম সংহিতা-পাঠ, এতদ্ভিন্ন পদ ক্রম, ঘন, জটা ইত্যাদি বিবিধ পাঠ প্রণালী আছে) কিংবা মিতাহারী হইয়া প্লাক্ষ-প্রস্রবণ হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত সরস্বতী নদীর প্রত্যেক প্রবাহ পর্য্যটন* করিলে শুদ্ধিলাভ করিবে।২৪৯।উপযুক্তপাত্রে তাহার জীবনোপযোগী ধন প্রদান করিলে কিংবা সর্ব্বস্বাদি দান করিলে শুদ্ধিলাভ করিবে, তবে গ্রহীতা নিজ বিশুদ্ধ্যর্থ বৈশ্বানর-যাগ করিবে (গ্রহীতা সাগ্নিক না হইলে বৈশ্বানর দেবতার চরু করিতে হইবে)।২৫০। ব্রহ্মঘাতীর প্রতি যে প্রায়শ্চিত্ত উপদিষ্ট হইয়াছে, সোমযাগ-দীক্ষিত ক্ষত্রিয় বৈশ্যহন্তা ও সেই প্রায়শ্চিত্ত করিবে। অনবধারিত পুংস্ত্রীত্ব ভ্রূণ হত্যা করিলে, অথবা আত্রেয়ী (অর্থাৎ ঋতুমতী স্ত্রী বা অত্রিগোত্রসম্ভূতা স্ত্রী) হত্যা করিলে বর্ণানুসারে ব্রহ্মহত্যাদি প্রায়শ্চিত্ত করিবে (অর্থাৎ ঐ প্রকার ব্রাহ্মণী-গর্ভ কিংবা ব্রাহ্মণী-আত্রেয়ী বিনষ্ট করিলে ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য ইত্যাদি) মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদানাদিতেও এই প্রায়শ্চিত্ত।২৫১। যদি মারিবার জন্য সমাগত হয় (অর্থাৎ মারিবার জন্য শস্ত্রাদি প্রহার করে, অথচ কোনরূপে ঐ প্রহৃত ব্যক্তি জীবন লাভ করে) তাহা হইলে, প্রকৃত প্রস্তাবে হত্যা না হইলেও, ব্রাহ্মণাদি বর্ণের হত্যার যে ব্রত নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই ব্রতই করিবে। আর সোমযাগ-দীক্ষিত ব্রহ্মহত্যা করিলে উপদিষ্ট ব্রতের দ্বিগুণ ব্রত করিবে।২৫২।

ইতি ব্রহ্মহত্যা-প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণ।

সুরাপায়ী দ্বিজাতি, সুরা, জল, ঘৃত, গোমূত্র, এবং দুগ্ধ ইহাদিগের মধ্যে যে কোন একটী বস্তু অগ্নি সদৃশ উত্তপ্ত করিয়া তাহা পান করিবে, তদ্দ্বারা মৃত্যু হইলে শুদ্ধ হইবে, ইহা জ্ঞানকৃত সুরাপানের প্রায়শ্চিত্ত।২৫৩। ছাগাদি লোম নির্ম্মিত বস্ত্র—বা বল্কল পরিধান ও জটাধারণ করিয়া ব্রহ্মহত্যাব্রত (অর্থাৎ দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত) করিবে (ইহা অজ্ঞানকৃত সুরাপানের প্রায়শ্চিত্ত) তিন বৎসর রাত্রি-কালে পিণ্যাক-পিণ্ডই হউক, আর তণ্ডুল কণাই হউক ভোজন করিবে (অজ্ঞানপূর্ব্বক সুরাপান করিয়া পশ্চাৎ উহা বমন করিয়া ফেলিলে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত এই)।২৫৪। দ্বিজপদ বাচ্য তিনবর্ণ অজ্ঞানবশত মদ্য, শুক্র, বা মূত্র পান কিংবা বিষ্ঠা ভোজন করিলে (তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত করিয়া) পুনঃসংস্কারার্হ হইবে*।২৫৫। যে দ্বিজপত্নী সুরাপান করিবে, সে পতিলোক-গমনে বঞ্চিতা হইবে এবং সে ইহলোকে কুক্কুরী, গৃধ্রী, এবং শূকরী হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে।২৫৬।

ইতি সুরাপান প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ।

ব্রাহ্মণ-স্বামিক অশীতিরত্তিকা-পরিমিত সুবর্ণাপহারী ব্যক্তি, নিজের দুষ্কর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়া রাজার হস্তে এক মুষল অর্পণ করিবে। রাজা, সেই মুষল দ্বারা তাহাকে নির্দ্দয়রূপে

* অনেকে বলেন, সরস্বতী নদীর স্রোতের বিপরীত-দিকে অর্থাৎ সাগরসঙ্গম স্থান হইতে উৎপত্তি স্থান পর্য্যন্ত প্রতিক্রমে পর্য্যটন।

* কেহ কেহ বলেন অজ্ঞানবশতঃ সুরাদি পান করিলে যথোক্ত দ্বাদশবার্ষিকাদি প্রায়শ্চিত্তান্তে পুনরুপ-নয়নার্হ হইবে।

আঘাত করিবেন, তাহাতে হত আর হত নাই হউক, শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে (ইহা জ্ঞানকৃত স্বর্ণস্তেয়ের প্রায়শ্চিত্ত)।২৫৭। সুরাপায়ীর ব্রত আচরণ করিলে, রাজাকে নিবেদন না করিয়াও শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। (ইহা অজ্ঞানকৃত সুবর্ণ-স্তেয়ের প্রায়শ্চিত্ত) অথবা নিজ দেহ-তুল্য-পরিমাণ সুবর্ণ দান করিবে, তাহাতে অশক্ত হইলে ব্রাহ্মণ যাহাতে পরিতুষ্ট হয়, এইরূপ (অর্থাৎ তাহার জীবিকানির্ব্বাহক) সুবর্ণ প্রদান করিবে। ২৫৮। ইতি সুবর্ণস্তেয় প্রায়শ্চিত্ত।

গুরুতল্পগ ব্যক্তি তপ্ত লৌহময় শয্যায় (তপ্ত) লৌহময়ী নারীর সহিত শয়ন করিবে, অথবা সলিঙ্গ-কোষ-চ্ছেদন পূর্ব্বক অঞ্জলিদ্বারা গ্রহণ করিয়া নৈঋতকোণে (যতক্ষণ দেহ পতন না হয়, ততক্ষণ সরল ভাবে গমন করিয়া, দেহ-ত্যাগ করিবে (ইহা জ্ঞানকৃত গুরুতল্প গমনের প্রায়শ্চিত্ত)। ২৫৯। অথবা তিন বৎসর প্রাজাপত্য ব্রত আচরণ করিবে (ইহা ব্রাহ্মণী-পুত্র শূদ্রজাতীয় গুরুপত্নী গমন করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত)। অথবা তিনমাস বেদের সংহিতা-পাঠ ও চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। (ব্যভিচারিণী সবর্ণা গুরুপত্নীতে অজ্ঞানবশত উপগত হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত এই)। ২৬০। এই সকল মহাপাতকীদিগের সঙ্গে এক বৎসর কাল সংবাস করিলে তত্তুল্য হইবে অর্থাৎ মহা-পাতকি-প্রায়শ্চিত্তের মত তাহারও দ্বাদশ-বার্ষিক প্রায়শ্চিত্ত হইবে; অপতিত অবস্থায় উৎপন্ন-পতিতকন্যা সংসর্গ-জনিত পাপক্ষয়ার্থ বিবাহের পূর্ব্বে অহোরাত্র উপবাসী থাকিলে, এবং বস্ত্রালঙ্কারাদি পিতৃদ্রব্য গ্রহণ না করিলে বর, তাহাকে স্বয়ং বিবাহ করিতে পারিবে, অর্থাৎ পতিতের নিকট প্রতিগ্রহ করিবেন না। ২৬১। সূত মাগধ প্রভৃতি সকল প্রতিলোমজ-জাতি হত্যা করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। গায়ত্রী প্রভৃতি বেদাদি মন্ত্রে অনধিকারী স্ত্রী শূদ্রাদিও, নমস্কার মন্ত্র জপ পূর্ব্বক এই সকল দ্বাদশ-বার্ষিকাদি ব্রতদ্বারা শুদ্ধ হইবে। ২৬২। গোহত্যাকারী ব্যক্তি, একমাসকাল পঞ্চগব্য পান করিবে ও সংযমী হইয়া থাকিবে। গোষ্ঠে শয়ন করিবে, বিচরন্তী গাভীর অনুগমন করিবে, তৎপশ্চাৎ গোদান করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে। ২৬৩। অথবা (পঞ্চগব্য পানের পরিবর্ত্তে) সমাহিত হইয়া কৃচ্ছ্রব্রত বা অতি-কৃচ্ছ্রব্রত করিবে। অথবা ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া একটী বৃষ সহিত দশটী গাভী প্রদান করিবে *। ২৬৪। গোষ্ঠে শয়ন গবানুগমন ব্যতীত উক্ত ব্রত (অর্থাৎ একমাস পঞ্চগব্য পানাদি) কিংবা চান্দ্রায়ণ, অথবা এক মাস পয়ঃ-পান বা পরাক ব্রত দ্বারা অন্যান্য উপ-পাতকিগণেরও শুদ্ধি লাভহ ইবে। †। ২৬৫। (বিশেষ বিশেষ উপপাতকীর প্রায়শ্চিত্ত এই) কোন ব্যক্তি ক্ষত্রিয় বধ করিলে, তৎপাপক্ষ-য়ার্থ সহস্র গাভী এবং একটী বৃষ দান করিবে অথবা তিন বৎসর ব্রহ্ম-হত্যাব্রত করিবে (অর্থাৎ যে যে ইতিকর্ত্তব্যতাদি পূর্ব্বক দ্বাদশবার্ষিক ব্রত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তদনুসারে ত্রৈবার্ষিক ব্রত করিবে)। ২৬৬। বৈশ্যঘাতী একবৎসর এইব্রত করিবে অথবা একটী বৃষ ও শত গাভী দিবে এবং শূদ্রঘাতী ছয় মাস এই ব্রত করিবে কিংবা দশটী অচিরপ্রসূতা সবৎসা গাভী দান করিবে। **। ২৬৭। প্রতিলোম ক্রমে নীচ জাতি হইতে সম্ভূতা, ব্রাহ্মণ—(১) ক্ষত্রিয়—(২) বৈশ্য—(৩) এবং শূদ্রদিগের—(৪) স্বৈরিণী স্ত্রীকে (অজ্ঞানত) হত্যা করিলে, তৎপাপক্ষয়ার্থ যথাক্রমে দৃতি (অর্থাৎ চর্ম্ম-নির্ম্মিত জলপাত্র) (১) ধনু (২) ছাগ (৩) এবং মেষ (৪) প্রদান করিবে। ২৬৮। ঈষদ্-ব্যভিচারিণী ব্রাহ্মণজাতীয়াদি স্ত্রী বধে শূদ্র-হত্যা-ব্রত করিবে (অর্থাৎ অজ্ঞানকৃত ব্রাহ্মণী-বধে যাণ্মাসিক ব্রত করিবে, জ্ঞানকৃত ক্ষত্রিয়া-বধেও ঐ ব্রত, বৈশ্যাবধে দশধেনু এবং শূদ্রাবধে একমাস পঞ্চগব্যপানাদি সামান্য উপপাতক প্রায়শ্চিত্ত করিবে।) ইতি স্ত্রীবধ প্রকরণ।

* এই বচনদ্বয়ে যে চতুর্ব্বিধ প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইল তাহা একরূপ গোহত্যায় নহে, ইহা বিষয় ভেদে মীমাংসনীয়।

† এস্থলেও পূর্ব্ববৎ বিষয় ভেদ ইত্যাদিরূপে মীমাংসা করিতে হইবে।

** ব্যক্তির স্বধর্ম্ম নিষ্ঠত্ব এবং হত্যায় জ্ঞান কৃতত্ব অজ্ঞানকৃতত্বভেদে প্রায়শ্চিত্তের গুরুলাঘব হইবে।

কৃকলাসাদি অস্থি-যুক্ত সহস্র প্রাণী হত্যায় এবং মৎকুণাদি অনস্থি-প্রাণী একশকট পরিমিত হত্যা করিলে শূদ্রহত্যা প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ২৬৯। বিড়াল, গোধা, নকুল, মণ্ডূক এবং কাকাদি পক্ষী হত্যা করিলে, (তৎপাপক্ষয়ার্থ) তিন দিন কেবল দুগ্ধপান করিয়া থাকিবে, অথবা পাদকৃচ্ছ্রব্রত করিবে। ২৭০। হস্তী হত্যা করিলে পাঁচটী নীলবৃষ, শুকপক্ষী হত্যা করিলে একটী দুই বৎসরের বৎস, গর্দ্দভ—ছাগল—বা মেষ—হত্যা করিলে একটী বৃষ এবং ক্রৌঞ্চপক্ষী হত্যা করিলে একটি তিন বৎসরের বৎস প্রদান করিবে। ২৭১। হংস, শ্যেন, (গৃধ্র) বানর, ব্যাঘ্র শৃগালাদি মাংসাশী পশু জলস্থলচর বকাদি পক্ষী, ময়ূর বা ভাস পক্ষী হত্যা করিলে, একটী গো দান করিবে। অমাংসাশী পশু হত্যা করিলে বৎসতরী দান করিবে। ২৭২। সরীসৃপ হত্যা করিলে লৌহময় দণ্ড, নপুংসক (পশুপক্ষী) হত্যা করিলে (মাষপরিমিত) ত্রপু এবং সীসক, শূকর হত্যা করিলে ঘৃত-পূর্ণ কুম্ভ, উষ্ট্র হত্যা করিলে গুঞ্জা এবং অশ্ব হত্যা করিলে শুকপক্ষী প্রদান করিবে। ২৭৩। তিত্তিরি পক্ষী হত্যা করিলে দ্রোণ (অর্থাৎ প্রায় এক মণ ২৪ সের) পরিমিত তিল প্রদান করিবে। পূর্ব্বোক্ত হস্তী প্রভৃতি বধে যথোক্ত দান করিতে অশক্ত হইলে প্রত্যেক পাপের পরিশুদ্ধি নিমিত্ত ব্রত করিবে। ২৭৪। যে সকল প্রাণী, উড়ম্বরাদিফল, মধূকাদি পুষ্প, চিরপর্য্যুষিত অন্নাদির প্রান্তভাগ বা গুড়াদি রসে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাদিগকে বধ করিলে মাত্র কিঞ্চিৎ ঘৃতাহার করিবে, এক একটী অস্থিযুক্ত প্রাণিবধে কিঞ্চিৎ দান করিবে অস্থি রহিত প্রাণীবধে প্রাণায়াম করিবে। ২৭৫। (অদৃষ্টার্থ সিদ্ধি ব্যতীত) বৃক্ষ—গুল্ম—লতা—বা বীরুধ ছেদন করিলে গায়ত্রী প্রভৃতি মন্ত্র শতবার জপ করিবে। (শূদ্রের মন্ত্র জপে অধিকার নাই বলিয়া তাহার পক্ষে দুই দিন উপবাসাদি কল্পনা করিতে হইবে) বৃথা ওষধি ছেদন করিলে এক দিন পরিচর্য্যার্থ গবানুগমন করিয়া মাত্র দুগ্ধপান করিয়া থাকিবে। ২৭৬। ব্যভিচারিণী—বানর—খর-উষ্ট্র—কাক—শৃগালাদি কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে, জ[ল] প্রাণায়াম করিয়া মাত্র ঘৃতাহার করিবে, তাহ[া]তেই শুদ্ধ হইবে (ইহা অসমর্থ পক্ষে)। ২৭৭ (গৃহস্থ) স্ত্রীসম্ভোগ ব্যতীত অকামত স্খলি[ত] নিজ বীর্য্যের উপর "যন্মেঽদ্য রেতঃ পৃথিবী[ং] ইত্যাদি মন্ত্র দ্বয় জপ করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলি গৃহী[ত] সেই মন্ত্রপূত বীর্য্যদ্বারা স্তন মধ্য এবং ভ্রম[ধ্য] স্পর্শ করিবে। ২৭৮। নিজ প্রতিবিম্ব জ[ল] মধ্যে অবলোকন করিলে "ময়িতেজ ইন্দ্রিয়[ং] এই মন্ত্র জপ করিবে অশুচি দ্রব্য দর্শন, বা পাণিপাদাদি চাপল্য এবং অনৃত বচনে সাবি[ত্রী] জপ করিবে। ২৭৯। ব্রহ্মচারী স্ত্রীসংস[র্গ] করিলে, "অবকীর্ণী হইয়া থাকে, সেই ব্যক্তি নির্ঋতি দেবতা উদ্দেশে গর্দ্দভ পশুদ্বারা যা[গ] করিলে বিশুদ্ধ হইবে। ২৮০। ব্রহ্মচারী পীড়ি[ত] না হইয়া (গুরুপরিচর্য্যাদি গুরুতর কার্যে ব্যগ্রতা বশতঃ) সাতদিন ভিক্ষা এবং অ[গ্নি] কার্য্য (অর্থাৎ হোম) পরিত্যাগ করি[লে] "কামাবকীর্ণোঽস্ম্যবকীর্ণোঽস্মি" ইত্যাদি ম[ন্ত্র] দ্বয় দ্বারা দুইটী আহুতি প্রদান করিবে। অনন্ত[র] "সমাসিঞ্চন্তু মরুতঃ সমিন্দ্রঃ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বার[া] অগ্নির উপাসনা করিবে, আর অজ্ঞানতঃ ক্ষৌ[দ্র] মধু বা (অন্যের পক্ষে অনিষিদ্ধ-) মাংস ভোজ[ন] করিলে কৃচ্ছ্রব্রত করিবে, পরে (আশ্রমোচিত) অবশিষ্ট ব্রত আচরণ করিবে। ২৮১। ২৮২ গুরুর আদেশ প্রতিপালনাদি না করিলে তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়াই শুদ্ধ হইবে, আর গু[রু] শিষ্যকে বিষয় স্থানে পাঠাইলে, শিষ্য যদি সে[ই] স্থানে বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে গুরু প্রাজা[পত্য] প্রভৃতি তিনটী ব্রত করিবেন। ২৮৩ ব্রাহ্মণাদি-প্রাণীর প্রতি চিকিৎসাদি উপকা[র] করিতে গিয়া যদি ঐ উপকার-পাত্র দৈবা[ৎ] বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে উপকারকের পা[প] হইবে না। দ্বেষবশতঃ কাহারও উপর কো[ন] পাপের মিথ্যা আরোপ করিলে আরোপি[ত] পাপ অপেক্ষা দ্বিগুণ পাপ, আরোপয়িতার হইবে, আর অপ্রকাশিত পাপ দ্বেষ বশতঃ প্রকাশ করিয়া দিলে, প্রকাশিত পাপের সম পাপ, প্রকাশকের হইবে। ২৮৪। এবং যে

কাহারও উপর কোন পাপের মিথ্যা আরোপ করে, সে যে কেবল উক্ত পাপেরই দ্বিগুণ পাপে লিপ্ত হয়, এমত নহে; পরন্তু যাহার উপর আরোপ করে, সেই মিথ্যাভিশস্তের যাবদীয় পাপরাশি, তাহাকে গ্রহণ করিতে হয়; যে ব্যক্তি, অপরের উপর মহাপাতক উপপাতকাদি, অলীক আরোপিত করে, সে একমাস ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক "শুদ্ধবতী" মন্ত্র জপ করিবে এবং মাত্র জলাহারী হইয়া থাকিবে (এই প্রায়শ্চিত্ত সবর্ণের পক্ষে জানিবে, হীন বা উৎকৃষ্ট বর্ণের পক্ষে যথাসম্ভব গুরু লঘু প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করিয়া লইতে হইবে)। ২৮৫। যাহার প্রতি মিথ্যা অপরাধ আরোপিত হইবে, সে ব্যক্তি প্রাজাপত্য করিবে, অথবা অগ্নিদেবতাক পুরোডাশ দ্বারা অথবা বায়ুদেবতাক পুরোডাশ দ্বারা অথবা বায়ুদেবতাক পশুদ্বারা যাগ করিবে। ২৮৬। যে ব্যক্তি নিয়োগ ব্যতীত ভ্রাতৃজায়া গমন করে, তাহাকে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিতে হইবে (ভ্রাতার বাগ্‌দত্তা পত্নীতে অজ্ঞানত একবার মাত্র গমন করিলে এই প্রায়শ্চিত্ত জানিবে)। ২৮৭। যে ব্যক্তি, রজস্বলা ভার্য্যাতে উপগত হয়, সে, তিন দিন উপবাসান্তে ঘৃত ভোজন করিয়া শুদ্ধিলাভ করিবে। ২৮৮। ব্রাত্যযাজন করিলে, অথবা অভিচার করিলে প্রাজাপত্য প্রভৃতি তিনটী ব্রত করিবে, বেদ বিপ্লাবক (অর্থাৎ অনধ্যায়াদিতে বেদাধ্যায়ী) এবং তস্করাদি ব্যতীত শরণাগত পরিত্যাগী, এক বৎসর মাত্র যবৌদন ভোজন করিয়া থাকিবে ২৮৯। ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক, গোষ্ঠে বাস করতঃ একমাস (প্রত্যহ তিন সহস্র) গায়ত্রী জপ করিবে এবং দুগ্ধমাত্র পান করিয়া থাকিবে, এইরূপে অসৎপ্রতিগ্রহ-জনিত পাপ হইতে শুদ্ধি লাভ করিবে। (চাণ্ডালাদির নিকট প্রতিগ্রহ, তীর্থে প্রতিগ্রহ চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহণাদি কালে প্রতিগ্রহ এবং সুরাদি-প্রতিগ্রহকে অসৎপ্রতিগ্রহ কহে, চাণ্ডালাদি অসৎ ব্যক্তির নিকট সুরাদি অসৎ বস্তু প্রতিগ্রহ করিলে, তাহার এই প্রায়শ্চিত্ত)। ২৯০। গর্দ্দভযানে বা উষ্ট্রযানে গমন করিলে, উলঙ্গ অবস্থায় স্নান বা ভোজন করিলে এবং দিবসে স্ত্রী সম্ভোগ করিলে, জলাবগাহনান্তে প্রণায়াম করিবে। ২৯১। পিতা প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি ক্রোধ পূর্ব্বক হুঙ্কার করিলে বা "তুমি" শব্দ ব্যবহার করিলে অথবা কোন ব্রাহ্মণকে বাদবিতণ্ডাদি দ্বারা পরাজিত করিলে অথবা ব্রাহ্মণের কণ্ঠে বস্ত্র দ্বারা কোমলভাবে বন্ধন করিলে, (অর্থাৎ গলায় গামছা দিলে) ঐ গুরু বা ব্রাহ্মণকে প্রণামাদি দ্বারা প্রসন্ন করিয়া একদিন উপবাস করিবে। ২৯২। ব্রাহ্মণকে মারিতে দণ্ড উদ্যত করিলে—প্রাজাপত্য ব্রত, আঘাত করিলে অতিকৃচ্ছ্র, আঘাত দ্বারা রক্ত পাত হইলে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র, এবং যে আঘাত দ্বারা রক্ত বিকৃতভাবে ত্বকের অভ্যন্তরেই থাকে (অর্থাৎ কালশিরা পড়ে) তাহাতে প্রাজাপত্য করিতে হইবে (এই শেষোক্ত বিষয়ের তাৎপর্য্য এই যে, আঘাত করিলে যে অতিকৃচ্ছ্র করিতে হয়, তাহা ত করিবেই, তদ্বাদে পূর্ব্বোক্ত বিশেষ আঘাতের জন্য আরও একটী প্রাজাপত্য করিবে; মোট একটী অতিকৃচ্ছ্র আর প্রাজাপত্য এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত) *। ২৯৩। দেশ, কাল, প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তার বয়ঃক্রম, শক্তি এবং পাপ, এই সকল বিষয় যত্নপূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করিবে। আর যে যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হয় নাই, তৎসমস্তেরও প্রায়শ্চিত্ত কল্পনা করিতে পারিবে। ২৯৪। (পতিত ব্যক্তি বারংবার প্রায়শ্চিত্ত করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াও তাহা না করিলে) পতিত ব্যক্তির বন্ধুবান্ধবগণ

* বৃহস্পতির বচনের সহিত একবাক্যতা করিলে এই বচনের ব্যাখ্যা নিম্নলিখিতরূপ হইবে। যথা,—ব্রাহ্মণকে আঘাত করিতে দণ্ড উদ্যত করিলে (উদ্যতদণ্ড পুরুষ, যেরূপ আঘাত করিতে সঙ্কল্প করিবে, তদনুসারে ব্রাহ্মণোপদিষ্ট গুরু লঘু যৎকিঞ্চিৎ) প্রায়শ্চিত্ত তাহাকে করিতে হইবে, অস্থিভেদক আঘাতে অতিকৃচ্ছ্র, অঙ্গচ্ছেদজনিত রক্তপাতে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র, আর রক্তপাত-শূন্য ত্বক্‌ভেদে প্রাজাপত্য করিবে। (১ ম); মূলস্থিত দুইটী কৃচ্ছ্র শব্দের প্রাজাপত্য অর্থ নহে, কিন্তু প্রথমটীর অর্থই প্রাজাপত্য, দ্বিতীয়টীর অর্থ যথাসম্ভব ব্রত। (২ য়); এই ব্যাখ্যা ত্রিলোচনাচার্য্য সম্মত।

গ্রামের বহির্দ্দেশে (দক্ষিণমুখ বিকৃতোত্তরীয় হইয়া) নিক্ষেপ করিবে (ঐ ব্যক্তি জীবিত থাকিতেই প্রেতোচিত উদকপিণ্ডদানাদি করিয়া এই কার্য্য করিতে হইবে) অনন্তর ঐ ব্যক্তিকে সকল কার্য্যেই বহির্ভূত করিয়া রাখিবে (অর্থাৎ যাহাতে কোনরূপে সংসর্গ না হয়, তাহা করিবে)। ২৯৫। (এইরূপে বন্ধু-বান্ধবকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াই হউক, বা অন্য কোন কারণেই হউক, অনুতপ্ত হইয়া উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, বান্ধবগণ তাহার সহিত পবিত্র জলাশয়ে স্নান করিয়া) জলপূর্ণ নূতন কুম্ভ নিক্ষেপ করিবে, কৃতপ্রায়শ্চিত্ত ব্যক্তিকে (পূর্ব্ব পাপ উল্লেখ করিয়া) কোনরূপ নিন্দা করিবে না এবং সকল কার্য্যেই ইহাকে লইয়া ব্যবহার করিবে। ২৯৬। পতিত স্ত্রীলোকের পক্ষেও এইরূপ বিধি কীর্ত্তিত হইয়াছে, (তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে বন্ধুবান্ধবগণ পূর্ব্বোক্তরূপে গ্রামের বহির্দ্দেশে পূর্ণকুম্ভ নিক্ষেপ করিলেও) আপনাদিগের গৃহের নিকটে থাকিবার জন্য সামান্য কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন, জীবন ধারণার্থ একমুষ্টি অন্ন দিবেন এবং লজ্জা নিবারণার্থ জীর্ণ মলিন বস্ত্রখণ্ড দিবেন, আর সেই অবস্থাতেও পরপুরুষ-সঙ্গ নিবারণ করিবেন। ২৯৭। হীনবর্ণ-পুরুষ-সম্ভোগ গর্ভপাতন এবং স্বামিহত্যা, এই সকল কার্য্যও স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্র-পাতিত্যজনক, ইহা নিশ্চয় (তদ্ভিন্ন জাতিমাত্রের যাহাতে পাতিত্য নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাও স্ত্রীলোকের পাতিত্যজনক)। ২৯৮। শরণাগতঘাতী, শিশুঘাতী, স্ত্রীঘাতী এবং কৃতঘ্ন, এই সকল ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পবিত্র হইলেও ইহাদিগের সহিত ব্যবহার করিবে না। ২৯৯। জলপূর্ণ নূতন কুম্ভ নিক্ষিপ্ত হইবার পর (কৃতপ্রায়শ্চিত্ত ব্যক্তি, জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া কতিপয় গাভীকে তৃণাদি (অর্থাৎ গোকল) প্রদান করিবে, প্রথমে ঐ সকল গাভীগণ তদ্দত্ত তৃণাদি-গ্রাস ভোজন করিয়া তাহাকে সম্মানিত করিলে পশ্চাৎ জ্ঞাতিগণ তাহাকে গ্রহণ করিয়া সম্মানিত করিতে পারিবেন। ৩০০। পাপ উহার দাসী দ্বারা আনীত জল-পূর্ণ কুম্ভ প্রকাশ হইলে, পাপী, সভার * অনুমত প্রায়শ্চিত্ত করিবে, আর পাপ প্রকাশ না হইলে, রহস্য প্রায়শ্চিত্ত করিলেই হইবে। ৩০১। ব্রহ্মহত্যাকারী, ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিয়া জলমধ্যে অঘমর্ষণসূক্ত জপ করিবে, (তিন দিনের পর) দুগ্ধবতী গাভী প্রদান করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে (ইহা ব্রহ্মহত্যার রহস্য প্রায়শ্চিত্ত)। ৩০২। অথবা সমস্ত অহোরাত্র বাতাহারী হইয়া থাকিবে এবং সেই রাত্রে জলে অবস্থিতি করিবে, অনন্তর (প্রাতঃকালে জল হইতে উত্থিত হইয়া) "লোমভ্যঃ স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা অগ্নিতে চত্বারিংশৎ আহুতি প্রদান করিবে। ৩০৩। সুরাপায়ী, ত্রিরাত্র উপবাসী হইয়া "যদ্দেবাদেবহেড়নম্" ইত্যাদি কুষ্মাণ্ডী ঋক্ পাঠ করিয়া চত্বারিংশৎ বার ঘৃতাহুতি প্রদান করিলে শুদ্ধিলাভ করিবে। অশীতিরক্তিক ব্রাহ্মণস্বামিক সুবর্ণাপহারী ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া জলমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক "নমস্তে রুদ্রমন্যবে" এই শতরুদ্রীয় জপ করিলে শুদ্ধ হইবে। ৩০৪। গুরুতল্পগামী, ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিয়া চত্বারিংশৎ বার করিয়া "সহস্রশীর্ষা" ইত্যাদি পুরুষ সূক্ত মন্ত্র জপ করিলে সেই পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবে, যথোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানের পর ইহারা এক একটী দুগ্ধবতী গাভী প্রদান করিবে (এই সকল রহস্য-প্রায়শ্চিত্ত, অজ্ঞানকৃত পাপের পক্ষে বিহিত হইয়াছে)। ৩০৫। যাহার রহস্য প্রায়শ্চিত্ত কথিত হয় নাই, সেই জাতিভ্রংশকরাদি পাপ, সকল উপপাতক এবং অন্যান্য সকল পাপ অপনোদন করিবার জন্য (যথাসম্ভব পাপের তারতম্য অনুসারে) শত (দ্বিশত ইত্যাদি এবং এতন্ন্যূন এতদধিক) প্রাণায়াম করিবে। ৩০৬। দ্বিজ (অজ্ঞানবশতঃ) রেতঃ-পান বিষ্ঠা-ভোজন বা মূত্রপান করিলে সোমরসের উপর প্রণব জপ করিয়া শুদ্ধিজনক সেই রস পান করিবে। ৩০৭। রাত্রিতে বা দিবসে অজ্ঞানপূর্ব্বক যে সকল প্রকীর্ণক পাপ অনুষ্ঠিত হয় (অথবা মানস

* ঋগ্‌যজুঃসামবেদজ্ঞ, পূর্ব্বোত্তর মীমাংসাবেত্তা, ন্যায়শাস্ত্রকুশল, নিরুক্তাভিজ্ঞ, ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ এবং তিনজন আশ্রমী, এইরূপ অন্যূন দশজনের নাম সভা।

উপপাতক হয়) তৎসমস্ত ত্রৈকালিক সন্ধ্যা উপাসনা দ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে।৩০৮। "বিশ্বানিদেবঃ সবিতঃ" ইত্যাদি শুক্রিয় মন্ত্র জপ, আরণ্যক মন্ত্রজপ, এবং বিশেষতঃ গায়ত্রী জপ, আর একাদশরুদ্রানুবাকজপ (অঘমর্ষণ সূক্ত জপ) এই সমস্ত জপ (যথাযোগ্য সংখ্যা-ক্রমে আচরিত হইলে, যথা মহাপাতকে লক্ষ উপপাতকে সহস্র ইত্যাদি) সকল পাপ বিনষ্ট করে॥ ৩০৯॥ দ্বিজ আপনাকে যে যে বিষয়ে পাপে আক্রান্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে তত্তৎ বিষয়ে (বিহিত সংখ্যা অনুসারে) গায়ত্রী উচ্চারণ পূর্ব্বক তিলদ্বারা হোম করিবে, অথবা ব্রাহ্মণ হস্তে তিল প্রক্ষেপ পূর্ব্বক ঐ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা আপনার শুদ্ধি বা ধর্ম্মরাজের প্রীতি বাচন করিয়া লইবে॥ ৩১০॥ (বেদাধ্যয়ন, বেদবিচার, বেদানুশীলন, তাৎকালিক ব্রহ্মচর্য্য এবং বেদাধ্যাপন—বেদাভ্যাস এই পাঁচপ্রকার) এইরূপ বেদাভ্যাস-পরায়ণ তিতিক্ষাযুক্ত অথচ পঞ্চযজ্ঞকর্ত্তা মহাত্মাকে ব্রহ্মবধাদি-মহাপাতক-সম্ভূত পাপ-রাশিও স্পর্শ করিতে পারে না, উপপাতকাদির ত কথাই নাই॥ ৩১১॥ দিবসে বাতাহারী হইয়া থাকিবে এবং সমস্ত রাত্রি জলে অতিবাহিত করিবে, অনন্তর সূর্য্যোদয়ের পর সহস্র গায়ত্রী জপ করিলে ব্রহ্মবধ ব্যতীত সকল পাপ হইতে শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। ৩১২।

ইতি রহস্য প্রায়শ্চিত্ত।

ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, ক্ষান্তি, দান, সত্য, অকুটিলতা, অহিংসা, অস্তেয়, মধুরতা এবং দম (অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম,এই সকল যম নামে স্মৃত হইয়াছে॥ ৩১৩॥ স্নান, মৌন, উপবাস, যাগ, স্বাধ্যায়, উপস্থসংযম গুরুসেবা, শৌচ, অক্রোধ এবং অপ্রমাদ এই সকলের নাম নিয়ম (প্রায়শ্চিত্ত করিবার সময়ে এই যমনিয়ম, অবশ্য আশ্রয় করিবে। ইহার মধ্যে কতকগুলি ধর্ম্ম সকল সময়েই আশ্রয়ণীয় বটে, তথাপি তাহাদিগের পুনর্গ্রহণ প্রায়শ্চিত্তের অঙ্গত্ব প্রতিপাদনার্থ ইত্যাদি) ॥৩১৪॥ গোমূত্র, গোময়, গব্য দুগ্ধ, গব্য দধি, গব্য ঘৃত এবং কুশজল পান করিয়া পরদিবস উপবাস করিবে, এই ব্রতের নাম সান্তপন, উৎকৃষ্ট ব্রত। ৩১৫। সান্তপনব্রতে গোমূত্রাদি যে ছয়টী দ্রব্য উক্ত হইয়াছে তাহার একএকটী মাত্র আহার করিয়া ক্রমে ছয় দিন অতিবাহিত করিবে এবং সপ্তমদিনে উপবাসী থাকিবে, এই ব্রত মহাসান্তপন নামে স্মৃত হইয়াছে। ৩১৬। পলাশ পত্রের কাথ, উড়ুম্বর পত্রের কাথ, পদ্মপত্রের কাথ, বিল্বপত্রের কাথ এবং কুশজল এই পাঁচ প্রকার জলের মধ্যে প্রত্যেক দিন এক এক রকম জল পান দ্বারা (পাঁচদিন অতিবাহিত করিলে) যে ব্রত হয়, তাহা পর্ণকৃচ্ছ্র নামে উদাহৃত। ৩১৭। তপ্তদুগ্ধ, তপ্তঘৃত এবং তপ্তজল, এই তিন রকম পেয় প্রত্যহ এক একটী করিয়া (তিন দিন) পান করিবে ও একদিন অর্থাৎ চতুর্থ দিন উপবাস করিবে, ইহা তপ্তকৃচ্ছ্র নামে বিখ্যাত। ৩১৮। একদিন একভক্ত, একদিন নক্ত, একদিন অযাচিত-ভোজন এবং এক দিন উপবাস দ্বারা যে ব্রত আচরিত হয়, তাহার নাম পাদকৃচ্ছ্র। ৩১৯। এই ব্রত (যথাক্রমে তিন দিন এক-ভক্ত তিন দিন নক্ত, তিন দিন অযাচিত-ভোজন এবং তিন দিন উপবাস কিংবা এক একদিন করিয়া চার দিনে উপবাসান্ত কার্য্য করিয়া আবার এক একদিন করিয়া ঐরূপ কার্য্য, এই প্রকারে দ্বাদশ দিন অতিবাহিত করিলে) ইত্যাদি যে কোনরূপে তিনগুণ হইলে প্রাজাপত্য নামে কথিত হয়। এই প্রাজাপত্য ব্রতই "অতিকৃচ্ছ্র" পদবাচ্য হইবে; তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে, যে কয় দিন আহার করা নিয়ম, অতিকৃচ্ছ্রে সেই কয়দিন পাণি পূরণমাত্র (অর্থাৎ যতগুলি অন্নে দক্ষিণ করতল পূর্ণ হয়, মাত্র ততগুলি) অন্ন আহার করিবে (প্রাজাপত্য ব্রতে দ্বাবিংশত্যাদি গ্রাস আহার করিতে মনু আদেশ করিয়াছেন) ।৩২০। একবিংশতিদিন দুগ্ধমাত্র পান করিয়া থাকিলে "কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র" ব্রত হয়, দ্বাদশাহ উপবাসসাধ্য ব্রত পরাক নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে ।৩২১। পিণ্যাক, আচাম, তক্র, জল এবং শক্তু এই সকল বস্তুর এক একটী করিয়া প্রত্যহ ভোজন এবং অনন্তর একদিন উপবাস এই

(ষড়হঃসাধ্য ব্রত) সৌম্যকৃচ্ছ্র নামে অভিহিত হয়। ৩২২। পিণ্যাকাদি পঞ্চ দ্রব্যের এক একটী দ্রব্য যথাক্রমে তিনদিন করিয়া ভোজন করিবে, এই পঞ্চদশাহ-সাধ্য ব্রত তুলাপুরুষ নামে জ্ঞাতব্য। ৩২৩। চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ করিতে হইলে; ময়ূরাণ্ড-প্রমিত নিজ-ভোজ্য পিণ্ড শুক্লপক্ষ তিথি বৃদ্ধিঅনুসারে এক একটী করিয়া বাড়াইয়া ভোজন করিবে, কৃষ্ণপক্ষে এক একটী করিয়া কমাইবে (অর্থাৎ শুক্লপক্ষের প্রতিপদে একটী, দ্বিতীয়ায় দুইটী, এইরূপ পূর্ণিমাতে পঞ্চদশটী পিণ্ড ভোজন করিবে; আবার কৃষ্ণ প্রতিপদে চতুর্দ্দশটী দ্বিতীয়ায় ত্রয়োদশটী এইরূপে কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীতে একটীমাত্র পিণ্ড ভোজন করিয়া থাকিয়া অমাবস্যাতে উপবাস করিবে) ।৩২৪।(অথবা) একমাসে মোট ২৪০ দুই শত চল্লিশটী পিণ্ড, যে কোনরূপে (অর্থাৎ কোন দিন ১৬টী পিণ্ড ভোজন, কোন দিন উপবাস, কোন দিন বা ১টী মাত্র পিণ্ড ভোজন, ইত্যাদি অনির্দ্ধারিতরূপে) ভোজন করিবে, ইহা অন্যবিধ চান্দ্রায়ণ ।৩২৫। (তপ্তকৃচ্ছ্র ব্যতীত) প্রাজাপত্যাদি কৃচ্ছ্র এবং চান্দ্রায়ণ করিবার সময় ত্রিকালস্নায়ী হইবে এবং স্নানান্তর অঘমর্ষণাদি পবিত্রজপ করিবে এবং ভক্ষ্য পিণ্ডের উপর গায়ত্রী জপ করিবে। ৩২৬। যে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, সেই সকল পাপের চান্দ্রায়ণ দ্বারা শুদ্ধি হইবে এবং যে সকল ব্যক্তি,—ধর্ম্মার্থ এই ব্রত আচরণ করে, সে চন্দ্রের সালোক্য প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ চন্দ্রলোকে বাস করিতে পায়) ।৩২৭। যে ব্যক্তি সুসমাহিত হইয়া ধর্ম্মকামনায় প্রাজাপত্যাদি কৃচ্ছ্র আচরণ করে, সে মহতী লক্ষ্মী লাভ করে এবং রাজসূয়াদি প্রধান প্রধান যজ্ঞফল পাইয়া থাকে ।৩২৮। সামশ্রব প্রভৃতি ঋষিগণ, এই সকল যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া অমিততেজা মহাত্মা যোগীন্দ্র যাজ্ঞবল্ক্যকে এই কথা বলিতে লাগিলেন। ৩২৯। যাঁহারা নিরালস্য হইয়া এই ধর্ম্মশাস্ত্র ধারণা করিবেন, তাঁহারা ইহলোকে যোগ লাভ করিয়া অন্তকালে স্বর্গ গমন করিবেন। ৩৩০। বিদ্যার্থী বিদ্যা, ধনার্থী ধন, আয়ুঃ প্রার্থী আয়ুঃ এবং শ্রীপ্রার্থী মহতী শ্রী প্রাপ্ত হ'ন। ৩৩১। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে এই ধর্ম্ম শাস্ত্র হইতে অন্ততঃ তিনটী শ্লোক শ্রবণ করাইবে, তাহার পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি হইবে, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৩৩২ ॥ এই শাস্ত্র ধারণ করিয়া রাখিতে পারিলে, ব্রাহ্মণ পাত্রত্ব (অর্থাৎ বিদ্যাতপঃসম্পন্নত্ব) প্রাপ্ত হইবেন, ক্ষত্রিয় বিজয়ী হইবে, এবং বৈশ্য ধনধান্য সম্পত্তিশালী হইবে ॥ ৩৩৩ ॥ যে পণ্ডিত প্রতিপর্ব্বে দ্বিজগণকে এই শাস্ত্র শ্রবণ করাইবেন, তাঁহার অশ্বমেধ ফল হইবে, তাহা অর্থাৎ আমাদিগের এই বাক্য আপনি অনুমোদন করুন ॥ ৩৩৪ ॥ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও ঋষিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে স্বয়ম্ভূব্রহ্মাকে প্রণামপূর্ব্বক 'তাহাই হউক' (অর্থাৎতোমাদিগের কথা অনুমোদন করিলাম, কথিত ফল সমস্ত সম্পূর্ণ হউক) ইহা বলিলেন ॥৩৩৫॥

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা সম্পূর্ণ।

উশনঃ-সংহিতা।

প্রথম অধ্যায়।

শৌনকাদি মুনিগণ, ভৃগুবংশীয় ঔশন (উশনা'র পুত্র) মুনিকে প্রণাম করিয়া—ধর্ম্মশাস্ত্রের নিশ্চিত তত্ত্ব সকল জিজ্ঞাসা করিলেন। ১। পূর্ব্বকালে ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ উশনা—শ্রোতা ঋষিমণ্ডলীর নিকটে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের হেতু পাপনাশক যে ধর্ম্ম—বলিয়াছিলেন, আমি আজ তাহা বলিতেছি,—তোমরা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর; ইহা বলিয়া, স্বীয় পিতা ভার্গব উশনাকে প্রণামপূর্ব্বক ধর্ম্ম বলিতে লাগিলেন। ২। ৩। গর্ভাষ্টম বর্ষে অথবা প্রকৃত অষ্টমবর্ষে স্বীয় গৃহ্য সূত্রবিধি অনুসারে (যথা সাম বেদীর গোভিলসূত্র স্বীয় গৃহ্য সূত্র) উপনীত হইয়া দ্বিজোত্তম বেদসকল অধ্যয়ন করিবে।৪। (বেদাধ্যয়ন কালে) ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক দণ্ড, মেখলাসূত্র ও কৃষ্ণাজিন ধারণ করিবে ও গুরুহিতে নিরত থাকিবে। ভিক্ষাহারী হইবে এবং গুরুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবে। ৫। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে কার্পাসকেই উত্তম উপবীত করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উপবীত সূত্র ত্রিগুণিত হইবে। (এবং ক্ষত্রিয়ের শণসূত্রময় ও বৈশ্যের মেষলোমনির্ম্মিত উপবীত হইবে। মূলে"কৌশিবাদাস্ত্র"স্থলে"শোণমাবিক"হইবে।) দ্বিজ, সর্ব্বদা উপবীত ধারণ করিয়া থাকিবে। এবং সর্ব্বদা শিখা বন্ধন করিয়া রাখিবে; কার্পাস নির্ম্মিতই হউক আর কাষায়ই হউক পূর্ব্বাবস্থা হইতে পরিবর্ত্তন করিয়া উপনয়নকালে যেরূপ বস্ত্র পরিহিত হইবে, সেইরূপ শুক্লবর্ণ, অচ্ছিদ্রবস্ত্রই (অধ্যয়ন অবস্থায়) পরিধান করিয়া থাকিবে। ৭। উৎকৃষ্ট কৃষ্ণাজিন বস্ত্রই উত্তরীয় বলিয়া কথিত হইয়াছে—তদভাবে উত্তম রৌরবচর্ম্ম উত্তরীয় হইবে, ইহাই বিধি। ৮। বাম বাহুর উর্দ্ধভাগ হইতে অর্থাৎ বাম স্কন্ধ হইতে দক্ষিণ বাহুর অধোভাগ পর্য্যন্ত বিলম্বিত যজ্ঞসূত্রের নাম উপবীত, সর্ব্বদা এইরূপ উপবীতী হইয়া থাকিবে, কণ্ঠদেশ হইতে মালাকারে দোদুল্যমান যজ্ঞসূত্রের নাম নিবীত। (মূলে "কণ্ঠলম্বনং" হইবে)। ৯। হে দ্বিজগণ! বামবাহু উদ্ধৃত করিয়া (তাহার অধোদেশ হইতে) দক্ষিণ স্কন্ধে ধৃত যজ্ঞসূত্র প্রাচীনাবীত নামে কথিত হইয়াছে—পিত্র্য—কর্ম্মে—এইরূপ প্রাচীনাবীতী হইবে। ১০। অগ্নিগৃহে (সাগ্নিকদিগের হোমগৃহে), গাভীর গোষ্ঠে, হোমকালে, জপকালে, অবশ্য কর্ত্তব্য স্বাধ্যায়ভোজনকালে, ব্রাহ্মণদিগের নিকটে, গুরুর উপাসনা সময়েও উভয় সন্ধ্যাতে অবশ্যই উপবীতী হইবে, ইহা চিরপ্রচলিত নিয়ম। ১১।১২। ব্রাহ্মণের যেটী মেখলা হইবে, তাহা মুঞ্জাতৃণ দ্বারা নির্ম্মিত—ত্রিবৃৎ (তেহারা) সমান অর্থাৎ একহারা ছোট; আর একহারা বড় এইরূপ বৈষম্যদোষশূন্য এবং মসৃণ করিবে; মুঞ্জাভাবে কুশ দ্বারাই নির্ম্মাণ করিবে; ইহা উক্ত হইয়াছে। এবং ঐ মেখলা গ্রন্থিত্রয়যুক্ত বা একগ্রন্থিযুক্ত হইবে। ১৩। দ্বিজ কেশ পর্য্যন্ত উচ্চ সৌম্য ও বৃষ—বিল্বশাখাসম্ভূত দণ্ড বা পালাশদণ্ড কিংবা যাজ্ঞোডুম্বর শাখার দণ্ডধারণ করিবে। ১৪। দ্বিজ একাগ্রচিত্ত হইয়া সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে সন্ধ্যোপাসনা করিবে।

কাম, লোভ, ভয় বা মোহপ্রযুক্ত কদাপি তাহা পরিত্যাগ করিবে না।১৫। সন্ধ্যোপাসনার পর সায়ংকালেও প্রাতঃকালে প্রসন্নচিত্তে অগ্নিকার্য্য করিবে। স্নান করিয়া দেব, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ করিবে।১৬। অনন্তর পুষ্প, পত্র ও জল দ্বারা দেবপূজা করিবে এবং প্রতিদিন ধর্ম্মানুসারে নম্রতা সহকারে "অসাবহং ভো অভিবাদয়ে" অর্থাৎ অমুক দেবশর্ম্মা আমি আপনাকে অভিবাদন করি—বলিয়া পূজ্য ব্যক্তিবর্গকে অভিবাদন করিবে,তাহাতে দীর্ঘায়ুঃ, অরোগী, এবং ধনধান্যাদিসম্পন্ন হইবে।১৬ মূলে "বৃদ্ধেষ্ট" না হইয়া "বৃদ্ধেষু" হইবে।১৭ ১৮। ব্রাহ্মণ অভিবাদন করিলে তাহাকে "আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্য (শ্রী অমুক দেবশর্ম্মন্)" অর্থাৎ হে সৌম্য অমুক তুমি দীর্ঘায়ুঃ হও এই কথা বলিবে।১৯। যে দ্বিজ অভিবাদনের পর কর্ত্তব্য প্রত্যভিবাদন করিতে না জানে, বিচক্ষণ ব্যক্তি তাহাকে প্রণাম করিবে না; কেননা শূদ্র যেরূপ অনভিবাদ্য সে ও তদ্রূপ।২০। গুরুজনকে অভিবাদন করিবার সময়ে তাঁহার পাদ গ্রহণ, সব্য অর্থাৎ বাম কিম্বা দক্ষিণ পাণিদ্বারা অকর্ত্তব্য। কিন্তু এককালেই বাম পাণিদ্বারা গুরুর বামপাদ স্পর্শ এবং দক্ষিণ পাণিদ্বারা গুরুর দক্ষিণপাদ স্পর্শ করিবে।২১। লৌকিক, বৈদিক, বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান যাঁহার নিকট হইতে লাভ করা যায়, (পূজ্য বহু ব্যক্তি উপস্থিত হইলে) তাঁহাকে অগ্রে অভিবাদন করিবে।২২। (অভিবাদক ও অভিবাদ্য) জল, ভিক্ষালব্ধ অন্নাদি, পুষ্প, সমিধ এবং বিব অপর বস্তু এবং যে কিছু দেব দেয় দ্রব্য, তাহা (অভিবাদন সময়ে) স্পর্শ করিয়া থাকিবে না।২৩। উপাধ্যায়, পিতা জ্যেষ্ঠভ্রাতা এবং মহীপতি এবং অন্যান্য মান্য ব্যক্তি সমাগত হইয়া ব্রাহ্মণকে-কুশল, ক্ষত্রিয়কে—অনাময়, বৈশ্যকে—ক্ষেম এবং শূদ্রকে আরোগ্য প্রশ্ন করিবে।২৪।২৫। মাতুল, শ্বশুর, জ্যেষ্ঠভ্রাতা; মাতামহ, পিতামহ, বর্ণক-জ্যেষ্ঠ, এবং পিতৃব্য এই সপ্তবিধ ব্যক্তি পিতা বলিয়া স্মৃত হইয়াছে।২৬। মাতা, মাতামহী গুরুর অর্থাৎ আচার্য্যাদির পত্নী, পিতৃষসা, মাতৃষসা ইত্যাদি অর্থাৎ মাতুলানী প্রভৃতি শ্বশ্রূ, পিতামহী, এবং জ্যেষ্ঠা-ভগিনী—ইহারা পূজ্য স্ত্রীলোক।২৭। এইরূপে মাতৃক্রমে ও পিতৃক্রমে স্ত্রী-পুরুষ-ভেদে যে যে গুরু, তাহা কথিত হইল; কায়মনোবাক্য এবং কর্ম্মদ্বারা ইহাদিগের অনুবৃত্তি করা উচিত।২৮। গুরুজনকে অবলোকন করিবামাত্র গাত্রোত্থান করিবে, অনন্তর অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিবে; তাঁহাদিগের সহিত একত্র উপবেশন করিবে না এবং কোন প্রয়োজনবশতঃই তাঁহাদিগের সহিত বিবাদ করিবে না (মূলে "বিবাদেনা" না হইয়া "বিবদেন্ন হইবে")। ২৯। প্রাণরক্ষার্থও তাঁহাদিগের প্রতি দ্বেষ করিবে না এবং নিন্দা করিবে না। শত শত অন্য গুণ থাকিলেও গুরুদ্বেষী ব্যক্তি অধোগামী হয়।৩০। সকল গুরুর মধ্যে পাঁচটী গুরুজন বিশেষ; পূজ্য; যথা মাতা (১) গুরু পিতা (২) অথবা আচার্য্য (৩) উপাধ্যায় (৪) ঋত্বিক্ (৫) ইহার মধ্যে আবার শ্রেষ্ঠ প্রথমোক্ত তিনজন মহাগুরু; এবং জননী ইহাদিগের মধ্যেও সুপূজিতা (শ্রেষ্ঠা)।৩১। যে এক দিনের তরেও বাসস্থান দেয় যাহার নিকট এক ক্ষণও উপদিষ্ট হওয়া যায় অর্থাৎ জ্ঞান লাভ করা যায় (২) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (৩) ভর্ত্তা অর্থাৎ প্রতিপালক এবং স্ত্রী লোকের পক্ষে—স্বামী (৪) এবং পূর্ব্বোক্ত পঞ্চগুরু, (৫)—কল্যাণাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি, এই পঞ্চবিধ গুরুকে, আপনার অশেষ বিশেষ যত্নে এমন কি জীবন পর্য্যন্ত পাত করিয়াও পূজা করিবে।৩২।৩৩। পিতা ও মাতা এই দুই জন যতদিন বর্ত্তমান থাকিবেন, ততদিন, নির্ব্বিকারভাবে অন্য সকল বিষয় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগের সেবায় নিযুক্ত থাকিবে। পিতা এবং মাতা, যদি পুত্রগণে অতিশয় প্রীতিলাভ করেন, তাহা হইলে, পুত্র, সেই পিতামাতার প্রীতিউৎপাদনরূপ সৎকর্ম্ম দ্বারা সকল সৎকর্ম্মফল প্রাপ্ত হন। মাতার ন্যায় দৈব নাই, পিতার মতও গুরু নাই এবং তৎকৃত উপকারের প্রত্যুপকারও কিছু নাই। কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা সর্ব্বদা তাঁহাদিগের প্রিয়কার্য্য করিবে। তাঁহাদিগের বিনা অনুমতিতে মুক্তিজনক কার্য্য এবং নিত্য নৈমি-

ত্বিক কার্য্য ভিন্ন কোন ধর্ম্ম-কর্ম্ম—করিবে না। পিতৃ-মাতৃ-পরায়ণতাই শ্রেষ্ঠধর্ম্ম অতএব পরকালে নিরতিশয় আনন্দজনক। ৩৪-৩৬। সম্পূর্ণরূপে শৌচাচারশিক্ষক আচার্য্যকে প্রীত করিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া শিষ্য, ইহকালে বিদ্যাফল (সম্মানাদি) প্রাপ্ত হ'ন এবং পরকালে স্বর্গধামে সেই বিদ্যাফল অসীম আনন্দ লাভ করেন। ৩৭। যে মূঢ়, পিতৃতুল্য মাননীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অবজ্ঞা করে, সে, মৃত্যুর পর সেই পাপে নরকে গমন করে। ৩৮। ইহলোকে, প্রতিপালক ব্যক্তির যে উপকারকতা, ও শ্রেষ্ঠতা আছে, তাহার উপর দৃষ্টি করিবে। প্রতিপালক,—সকল পুরুষেরই মনোনিবেশপূর্ব্বক পূজ্য বলিয়া সম্মত। ৩৯। ভর্ত্তার উপকারার্থ যাঁহারা প্রাণত্যাগ করে, তাহাদিগেরই উত্তমলোক প্রাপ্তি হয়; ইহা ভগবান্ ভৃগু (উশনা) বলিয়াছেন। মাতুল, পিতৃব্য, শ্বশুর এবং ঋত্বিক্ এই সকল গুরুজন, বয়ঃ কনিষ্ঠ হইলে, প্রত্যুত্থান করিয়াই "অসাবহং" (এই আমি) ইহা তাঁহাদিগকে বলিবে। ৪১। বয়ঃকনিষ্ঠ ব্যক্তি, যজ্ঞে দীক্ষিত হইলে, বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিও তৎকালে তাহাকে নাম ধরিয়া আহ্বান করিবে না, কিন্তু ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি, "ভোঃ" এই কথা উচ্চারণ করিয়া কথোপকথনাদি করিবে। ।৪২। শ্রীকামী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ; জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে মস্তকদ্বারা সাদরে সর্ব্বদা অভিবাদন করিবে তাহাতে তাহাদিগের পাপ নাশ হয়। ৪৩।

জ্ঞানী, ক্রিয়াবান্, গুণবান্ এবং বহু শাস্ত্রবেত্তা হইলেও ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ, কখনই ব্রাহ্মণদিগের নমস্য নহে। ৪৪। ব্রাহ্মণ, অসবর্ণকুল বর্ণকে এবং কনিষ্ঠ সবর্ণকে আশীর্ব্বাদ করিবে, আর জ্যেষ্ঠ সবর্ণকে অভিবাদন করিবে ইহা নিয়ম। ৪৫। অগ্নি,—দ্বিজাতিগণের গুরু, ব্রাহ্মণ,—সকল জাতির গুরু, স্বামী—পত্নীর গুরু এবং অতিথি,—সকলেরই গুরু। ৪৬। যাহার বিদ্যা, সৎকার্য্য, বয়ঃ, সহায় এবং ধন, (যদপেক্ষা অধিক, সে, তাহার নিকটে মান্য সুতরাং) উক্ত পাঁচটী জিনিস্,—মান্যতার কারণ, এবং ইহার মধ্যে পর পর অপেক্ষা পূর্ব্বপূর্ব্বের আদর বেশী। ৪৭। ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের মধ্যে যে গুণবান্—যাহাতে উক্ত পাঁচটীর মধ্যে অন্ততঃ একটীও থাকে; সে, অপেক্ষাকৃত কোন বিষয় ক্ষুদ্র হইলেও সম্মান পাইবার উপযুক্ত। ৪৮। পিণ্ডদ অর্থাৎ শ্রাদ্ধের পাত্ররূপে ভোজনে উপযুক্ত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ স্নাতক ব্রাহ্মণ, স্ত্রীলোক, রাজা, রাজদূত, বৃদ্ধ, ভারাবনত ব্যক্তি, রোগী এবং দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের মান রাখিবে অর্থাৎ ইহাদিগের অন্যতম ব্যক্তি উপস্থিত হইলে পথ ছাড়িয়া দিবে। ৪৯। শিষ্ট ব্যক্তিদিগের গৃহ হইতে প্রত্যহ পবিত্রভাবে ভিক্ষা করিয়া ভিক্ষালব্ধ সমস্ত অন্ন গুরুকে নিবেদন; করিবে অনন্তর গুরুর অনুমতিক্রমে, মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক তাহা ভোজন করিবে। ৫০। উপনীত ব্রাহ্মণ, অগ্রে ভবৎশব্দের প্রয়োগ করিয়া ভিক্ষাচরণ করিবে অর্থাৎ "ভবতি ভিক্ষাং দেহি" বলিবে। ক্ষত্রিয়, মধ্যে ভবৎ শব্দ দিয়া ভিক্ষা করিবে অর্থাৎ "ভিক্ষাং ভবতি দেহি" বলিবে; এবং বৈশ্য অন্তে ভবৎ শব্দ উচ্চারণ করিয়া ভিক্ষা করিবে, অর্থাৎ "ভিক্ষাং দেহি ভবতি" বলিবে। ৫১। মাতার নিকট, ভগিনীর নিকট, মাতৃষ্বসার নিকট কিংবা যে নারী ইহাকে (উপনীত বালককে) অবমান (প্রত্যাখ্যানাদি) না করিবে, তাহার নিকট প্রথমে ভিক্ষা করা বিধি। ৫২। ভিক্ষা, সজাতীয়দিগের নিকট অথবা সকল বর্ণের নিকট করিতে পারিবে, ইহা উক্ত হইয়াছে; কিন্তু পতিতাদির নিকট হইতে ভিক্ষা করিবে না ৫৩। ব্রহ্মচারী,—যাহারা বেদাধ্যয়ন, বেদবিহিত যজ্ঞাদি, নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য করিয়া থাকে, ও নিজ নিজ বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মে তৎপর, তাহাদিগের গৃহ হইতে প্রত্যহ পবিত্রভাবে ভিক্ষাচরণ করিবে। (মূলে "বেদযজ্ঞাদি," এইস্থলে "বেদযজ্ঞাদ্য" ও "গৃহহঃ" এই স্থলে "গৃহেভ্যঃ" হইবে। ৫৪। গুরুবংশ, সপিণ্ড জ্ঞাতি এবং মাতুলাদি আত্মীয় ব্যক্তির নিকট ভিক্ষা করিবে না। ভিক্ষাযোগ্য অপর গৃহ না থাকিলে, পূর্ব্ব পূর্ব্বস্থান পরিত্যাগ করিবে। অর্থাৎ মাতুলাদি আত্মীয়ের গৃহে ভিক্ষা করিবে, তদভাবে সপিণ্ড জ্ঞাতি গৃহে,

তদভাবে গুরুবংশেও ভিক্ষা করিবে। পূর্ব্বোক্ত অর্থাৎ ৫৪ শ্লোকোক্ত সজ্জনদিগের অসম্ভব হইলে, পবিত্র ও মৌনী হইয়া এবং কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া উক্ত গুণ রহিত গ্রামবাসী সকলের নিকটেও ভিক্ষা করিবে (কিন্তু মহাপাতকাদি দোষে দূষিত ব্যক্তির নিকট যাইবে না)।৫৫। এইরূপ ভিক্ষা করিয়া তাহার মধ্যে যে পর্য্যন্ত আহারে জীবন রক্ষা হইতে পারে তাহা, ভোজন বিষয়ে গুরুর আজ্ঞা পাইলে, শুচি, মৌনী ও একাগ্রচিত্ত হইয়া ভোজন করিবে।৫৬। ব্রহ্মচারী প্রত্যহ ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে এবং কামাদি রিপু জয় করিবে। মুনিগণ স্মরণ করিয়াছেন, যে ব্রহ্মচারীর ভিক্ষান্নদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ উপবাসের তুল্য। (মূলে "বৃত্তিনঃ" না হইয়া "ব্রতিনঃ" হইবে। ৫৭। প্রত্যহ অন্নের পূজা (জীবন স্থিতির কারণ বলিয়া ধ্যান) করিবে। অন্নের নিন্দা না করিয়া ভোজন করিবে। নিজ ভোজনার্থ স্থাপিত অন্ন দর্শন মাত্রেই হৃষ্ট ও প্রসন্ন হইবে, অর্থাৎ অন্য কারণেও কোন খেদ উপস্থিত হইলেও তৎকালে তাহা পরিত্যাজ্য। অন্নকে সর্ব্বতোভাবে প্রতিনন্দন করিবে অর্থাৎ নিত্য আমাদিগের ইহা (অন্ন) জুটুক্ বলিয়া স্তব স্তুতি করিবে। ৫৮। কুৎসিৎ ভোজন অর্থাৎ অতিভোজনাদি আরোগ্যকর নহে, আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকর নহে, স্বর্গজনক নহে, পুণ্যজনকও নহে, অধিকন্তু সমাজ বিদ্বিষ্ট—অতএব তাহা পরিত্যাজ্য। ৫৯। প্রত্যহ পূর্ব্ব মুখ বা দক্ষিণ মুখ হইয়া চির-প্রচলিত বিধি অনুসারে অন্ন ভোজন করিবে, কিন্তু উত্তর মুখ হইয়া ভোজন করিবে না। ৬০। হস্ত পাদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক পবিত্র স্থানে উপবিষ্ট হইয়া ভোজন করিবার পূর্ব্বেই দুইবার আচমন করিবে। এবং ভোজন করিয়া পরেও দুইবার আচমন করিবে। ৬১। পূর্ব্বে মণ্ডল লিখিয়া তদুপরি ভোজন পাত্র রাখিয়া শেষ গণ্ডূষের পূর্ব্বে অমৃতাপিধান না হওয়া পর্য্যন্ত ভোজন করিবে। এই সময়ে মৌনাবলম্বন করা বিধি।৬২।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আচমন করিয়া থাকিলেও ভোজন, পান, স্নান, রথ্যোপসর্পণ (পথ বেড়ান), ওষ্ঠদ্বয়ের লোমশূন্য স্থানস্পর্শে, বস্ত্র পরিবর্ত্তন, রেতঃস্খলন, মূত্রত্যাগ, বিষ্ঠাত্যাগ, অন্ত্যজ জাতির সহিত কথাবার্ত্তা বলা, কাস-উদ্গার, দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ এবং চত্বর বা শ্মশানে গমন,—এই সকল কার্য্যের পরে, অধ্যয়ন আরম্ভ করিবার সময়ে, আর উভয় সন্ধ্যার উপাসনা কালে, পুনর্ব্বার আচমন করিবে। ১—৩ চণ্ডাল বা ম্লেচ্ছের সহিত আলাপ, উচ্ছিষ্ট শূদ্রের সহিত কথা কহা, উচ্ছিষ্ট সবর্ণ স্পর্শ, উচ্ছিষ্ট-ভোজ্য-স্পর্শ, অশ্রুপাত, অনৃত বাক্য প্রয়োগ, ভোজনারম্ভ, ভোজনান্ত সন্ধ্যোপাসন সময়ে এবং স্নান, পান, মূত্র ত্যাগ ও বিষ্ঠাত্যাগের পর একবার আচমন করিলেও পুনর্ব্বার আচমন করিবে। অর্থাৎ দুইবার আচমন করিবে। এতদ্ভিন্ন রথ্যোপসর্পণাদি কার্য্যে এক একবার আচমন করিলেই হইবে। (অথবা আচমন জলাভাবে অগ্নি স্পর্শ; গোস্পর্শ বা পুণ্ডরীকাক্ষ স্মরণ পূর্ব্বক দক্ষিণ কর্ণস্পর্শ করিলে শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। ৪—৬ ॥ মনুষ্য স্পর্শ, সামান্য প্রস্তর স্পর্শ, এবং শিথিলনীবির পুনর্ব্বন্ধন করিবার পর, শুষ্ক জল, শুষ্ক তৃণ, বা শুষ্ক ভূমি স্পর্শ করিবে। ৭। আত্মকেশ স্পর্শে শৌচাভিলাষী ব্যক্তি, (মূলে নবম শ্লোকে "গীতে চ" না হইয়া "শৌচেপ্সু" হইবে) প্রক্ষালিত বস্ত্রেরও প্রক্ষালন জলস্পর্শে সুখাসনে আসীন থাকিয়া এবং পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া অনুষ্ণ, অফেণ এবং অদুষ্ট জল দ্বারা আচমন করিবে। মস্তক বা কর্ণ আবরণ ক থাকিলে, মুক্ত-কচ্ছ বা মুক্তশিখ হইলে এবং পাদ শৌচ না করা থাকিলে, আচমন করার পরেও অশুচি হইবে। পণ্ডিত ব্যক্তি, পাদুকা পরিয়া উষ্ণীষ মাথায় দিয়া কোন কর্ম্মের জন্যই আচমন করিবে না। ৮—১০। বৃষ্টিধারা-জল দ্বারা আচমন করিবে না, দণ্ডায়মান থাকিয়া আচমন করিবে না, ঘৃতনিশ্রিত জল দ্বারা আচমন করিবে না, একহস্তাহৃত

দ্বারা আচমন করিবে না। শূদ্রানীত জল জল ব্যতীত অন্য জলদ্বারা আচমন করিবে। পাদুকাসনে থাকিয়া অর্থাৎ খড়ম পরিয়া আচমন করিবে না। জানুর বহির্ভাগে হস্ত রাখিয়া আচমন করিবে না, কথা কহিতে কহিতে আচমন করিবে না। হাসিতে হাসিতে আচমন করিবে না। ইতস্ততো দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে করিতে আচমন করিবে না। অত্যন্ত নম্রকায় হইয়া আচমন করিবে না। জল না দেখিয়া আচমন করিবে না। উষ্ণ বা ফেণিল জলে আচমন করিবে না।১২। শূদ্রপ্রদত্ত, অপবিত্র ব্যক্তি কর্তৃক আহৃত ও প্রদত্ত জল দ্বারা আচমন করিবে না। ক্ষার জল দ্বারা আচমন করিবে না। অঙ্গুলি গৃহিত জল দ্বারা আচমন করিবে না। আচমনের জল পান করিবার সময়ে মুখে শব্দ করিবে না। তৎকালে অন্যমনস্ক হইবে না। বিকৃত বর্ণ বা বিকৃত রস জল দ্বারা আচমন করিবে না। প্রদর জল দ্বারা আচমন করিবে না, প্রাণিজনিত জল অর্থাৎ প্রাণিদিগের ঘর্ম্মাদি জল বা গোষ্পদাদি জল দ্বারা আচমন করিবে না এবং বাংকালে অর্থাৎ যে যে সময়ে আচমন বিহিত হইয়াছে তদতিরিক্ত কালে আচমন করিবে না।১৩।১৪ ব্রাহ্মণ হৃদয়গামী জল দ্বারা পূত হইবেন। ক্ষত্রিয় কণ্ঠমাত্র অর্থাৎ কণ্ঠগামী জল দ্বারা পবিত্র হইবেন। বৈশ্য পীত মাত্র অর্থাৎ মুখ মধ্যে প্রবিষ্ট জল দ্বারা এবং স্ত্রী ও শূদ্র ওষ্ঠপ্রান্ত-স্পর্শী জল দ্বারা শুদ্ধ হইবে। অর্থাৎ যতটুকু জল পান করিলে, ঐ জল হৃদয় পর্য্যন্ত গমন করিতে পারে, আচমন সময় ততটুকু জল পান করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। যতটুকু জল পান করিলে ঐ জল কণ্ঠ পর্য্যন্ত গমন করে তাহা পান করা ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য। যতটুকু জল কেবল মুখমধ্য পর্য্যন্ত গমন করিতে পারে, তাহা পান করা বৈশ্যের কর্ত্তব্য। এবং পান না করিয়া ওষ্ঠপ্রান্তে জল স্পর্শনই স্ত্রীলোক ও শূদ্রের কর্ত্তব্য।১৫। অঙ্গুষ্ঠ মূলস্থিত রেখাতে ব্রহ্ম আছেন, ইহা উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ ঐ স্থান ব্রাহ্মতীর্থ; অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী অঙ্গুলির মধ্য স্থান, উত্তম পিতৃতীর্থ। এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূল-দেশকে প্রাজাপত্য (বা কায়) তীর্থ বলা যায়। অঙ্গুলিসমূহের অগ্রভাগ দৈবতীর্থ বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। অঙ্গুলিসমূহের মূলদেশ আর্ষতীর্থ বলিয়া কথিত; এইরূপে ঐ স্থানদ্বয় যথাক্রমে দৈবতীর্থ ও আর্ষতীর্থ হইবে। ইহার মধ্যস্থল আগ্নেয় তীর্থ; ইহা স্মৃত হইয়াছে; এবং তাহাই সৌমিক তীর্থ—ইহা (এই তীর্থভেদ) জানা থাকিলে, আর এ বিষয়ে মোহ থাকে না। হে দ্বিজগণ! দ্বিজ প্রত্যহ ব্রাহ্মতীর্থ দ্বারাই আচমন জল পান করিবে। কিংবা কায়তীর্থ বা দৈবতীর্থ দ্বারা করিবে। কিন্তু পিতৃতীর্থ দ্বারা পান করিবে না।১৬।১৮। ব্রাহ্মণ, পবিত্র হইয়া প্রথমে তিনবার জল পান করিবে। ইহা স্মৃত হইয়াছে। মুখ অর্থাৎ ওষ্ঠাধর সংবৃত করিয়া অঙ্গুষ্ঠ মূল দ্বারা তাহা দুইবার উপস্পর্শ অর্থাৎ মার্জ্জনা করিবে অনন্তর তর্জ্জনী এবং অঙ্গুষ্ঠ যোগে নাসাপুট স্পর্শ করিবে, পরে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা নেত্রদ্বয় স্পর্শ করিবে। কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ যোগে কর্ণদ্বয় স্পর্শ করিবে; সকল অঙ্গুলি একত্র করিয়া দ্বারা কিংবা তল দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবে; অনন্তর সেইরূপ অঙ্গুষ্ঠ ও মস্তক স্পর্শ করিবে অথবা হৃদয় ও মস্তক দুই স্থানে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা স্পর্শ করিবে (অনন্তর সকল অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা বাহুমূলদ্বয় স্পর্শ করিবে। ইহা দক্ষ বলিয়াছেন এবং সেইরূপই আচার আছে)। তিনবার জল পান করিলে তদ্দ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও মহেশ্বর এই সকল দেবতা ইহার (আচমনকারীর) উপর প্রীত হ'ন—এই কথা শুনা যায়। ওষ্ঠাধর মার্জ্জনা দ্বারা গঙ্গা ও যমুনা প্রীতি লাভ করেন। নাসাপুট স্পর্শে অশ্বিনী-কুমারদ্বয় প্রীত হ'ন নেত্রদ্বয় স্পর্শে চন্দ্র সূর্য্যের প্রীতি হয়। সেইরূপ কর্ণস্পর্শে অগ্নি বায়ু প্রীতিলাভ করেন ও হৃদয় স্পর্শে সকল দেবতা প্রীত হ'ন এবং মস্তকস্পর্শে আত্মার প্রীতি হইয়া থাকে। যে সকল মুখ নির্গতবিন্দু অঙ্গে পতিত হয়, তাহারা উচ্ছিষ্টজনক নহে।১৯—২১। আহারাদি করিবার সময়ে কাহারও দন্তে যদি কোন বস্তু লাগিয়া যায় এবং তাহা যদি

জিহ্বাস্পর্শে চ্যুত হয়, তাহা হইলে যতক্ষণ আচমনাদি না করিবে, তাবৎ ঐ ব্যক্তি অশুচি হইবে। (মূলে "অন্তবদন্ত সলিল জিহ্বাস্পর্শে" না হইয়া "অন্তবদ্দন্ত সংলিপ্ত জিহ্বাস্পর্শোহ" হইবে, ইহার টীকা—অন্তবৎ চ্যুতিমৎ দন্তসংলিপ্তং যস্মাৎ স জিহ্বাস্পর্শো যস্য; যস্য দন্তলগ্নমন্নাদিকং; জিহ্বাস্পর্শেন দন্তাচ্চ্যুতং ভবতি। স গণ্ডূষ চমনাদিরূপ যথোক্তশৌচং ন যাবৎ কুরুতে তাবদেবাশুচিঃ স্যাদিত্যর্থঃ)। আচমন করাইবার জন্য অপরকে জল দিতে দিতে ঐ জলের যে সকল বিন্দু নিজ পদ স্পর্শ করে, তাহারা বিশুদ্ধ ভূমিস্থিত জলের তুল্য, তদ্দ্বারা অপবিত্রতা হইবে না। (মূলে "বিপ্রিয়োগং" না হইয়া "বিপ্রুষোহঙ্গং" হইবে)। মধুপর্ক, সোমরস, তাম্বূল ভক্ষণ ফল, মূল ও ইক্ষুদণ্ড—এই সকলে কোন দোষ নাই অর্থাৎ উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিয়া মধুপর্কাদি স্পর্শ করিলে বা তদবস্থায় তাম্বূল ভক্ষণ করিলে ঐ মধুপর্কাদি, এবং মুখ মধ্যস্থ তাম্বূল পরিত্যাগ করিতে হইবে না। ইহা উশনা বলিয়াছেন। দ্বিজ, পথাদিতে ভোজন-পানস্থলে বিচরণ করিতে করিতে যদি উচ্ছিষ্ট-স্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে নিজ গাত্রস্থ ঐ সকল দ্রব্য ভূমিতে রাখিয়া আচমন করিবে এবং দ্রব্যসকলকে প্রোক্ষণ করিয়া লইবে। আর তৈজস দ্রব্য গ্রহণ করিয়া ঐরূপ উচ্ছিষ্টস্পৃষ্ট হইলে, উহা ভূমিতে না রাখিয়া কেবল স্বয়ং আচমন করিলেই শুদ্ধিলাভ করিবে। তাহাতেই দ্রব্য শুদ্ধও হইবে। বস্ত্রাদি ও তৈজস সদৃশ বলিয়া উহা লইয়া উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিলেও ঐরূপ কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে অর্থাৎ ভূমিতে না রাখিয়া কেবল আপনি আচমন করিলে আত্মশুদ্ধি ও বস্ত্রাদি শুদ্ধি হইবে। পথে চৌর ভীতি ও ব্যাঘ্র ভীতি থাকিলে, রাত্রিকালে বিনা জলশৌচে মূত্র বিষ্ঠা ত্যাগ করিয়াও অশুচি হইবেন না। তাহার হস্তস্থিত দ্রব্যও দুষ্ট হইবে না। যজ্ঞোপবীত দক্ষিণ কর্ণে সংযোজিত করিয়া উত্তর-মুখ হইয়া বিষ্ঠা ত্যাগ ও মূত্রত্যাগ করিবে। রাত্রিতে দক্ষিণ-মুখ হইয়া করিবে। ২৮—৩৩। কাষ্ঠ, পত্র, লোষ্ট্র বা তৃণ দ্বারা ভূমিকে আচ্ছাদিত করিয়া অবনত-মস্তকে ঐ ভূমিতে বিষ্ঠা ও মূত্র ত্যাগ করিবে। (মূলে "রুচ্ছ" স্থলে "শকৃৎ" হইবে)। ৩৪

ছায়া, কূপ, নদী, গাভীযুক্ত গোষ্ঠ, চৈত্য (যজ্ঞস্থান), জল, পথ অগ্নি এবং শ্মশানে বিষ্ঠা মূত্র ত্যাগ করিবে না। ৩৫। বিষ্ঠা মূত্র ত্যাগ কখনই গোময়ে করিবে না; ভিত্তির উপর করিবে না; গাভীশূন্য গোষ্ঠে করিবে না; শাদ্বল স্থানে করিবে না; দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া করিবে না; উলঙ্গ হইয়া করিবে না; পর্ব্বতের উপর করিবে না; জীর্ণ অর্থাৎ শূন্য; দেবালয়ে করিবে না; বল্মীকস্তূপে করিবে না; প্রাণিযুক্ত গর্ত্তের মধ্যে করিবে না; গমন করিতে করিতে করিবে না; তুষ অঙ্গার ও নরকপালে করিবে না; রাজপথে করিবে না; ফালকৃষ্ট ক্ষেত্রে করিবে না; প্রয়োজনীয় গর্ত্তে করিবে না; তীর্থে অর্থাৎ জল সমীপে এবং তীর্থস্থানে ও চতুষ্পথে, করিবে না; উদ্যান-সন্নিহিত স্থানে করিবে না; উষর স্থানে করিবে না; পরকীয় বিষ্ঠাদি অশুচি দ্রব্যের উপর করিবে না; জুতা পায়ে দিয়া করিবে না; ছাতি মাথায় দিয়া করিবে না; আকাশ উদ্দেশে করিবে না; স্ত্রীলোক, গুরুজন, ব্রাহ্মণ এবং গাভীর সম্মুখে করিবে না; দেবতা, ও দেবালয় সম্মুখে করিবে না; জলসম্মুখে করিবে না; নদী বা অগ্নি নক্ষত্রাদিজ্যোতিঃ অবলোকন করত করিবে না; নদী প্রভৃতির দিকে অভিমুখ বা বহির্দ্দিশ বিমুখ হইয়া করিবে না। সূর্য্য লক্ষ্য করিয়া, বায়ু লক্ষ্য করিয়া ও চন্দ্র লক্ষ্য করিয়া করিবে না। ৩৬—৪০ অতন্দ্রিত হইয়া মৃত্তিকা আহরণ পূর্ব্বক ঐ মৃত্তিকা এবং উদ্ধৃত বিশুদ্ধ জল দ্বারা গন্ধ-লেপ দূরীকৃত হওয়া পর্য্যন্ত শৌচ করিবে। ৪১। ব্রাহ্মণ, ধূলি হইতে মৃত্তিকা আহরণ করিবে না, কর্দ্দম হইতে মৃত্তিকা আহরণ করিবে না, পথ হইতে মৃত্তিকা আহরণ করিবে না, উষর দেশ হইতে মৃত্তিকা আহরণ করিবে না, অপরের শৌচাবশিষ্ট মৃত্তিকা আহরণ করিবে না, দেবালয় হইতে মৃত্তিকা আহরণ করিবে না ও ভিত্তি (দেয়াল) হইতে বা গ্রাম হইতে কখনই মৃত্তিকা আহরণ করিবে না, অনন্তর নিত্য পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে আচমন

করিবে। ৪২—৪৪। প্রণব, ব্যাহৃতি ও গায়ত্রীর বর্ণসমূহ ক্রমশঃ উচ্চারণপূর্ব্বক, মন্ত্রপূত জল পান করার নাম মন্ত্রাচমন, ইহা কথিত হইয়াছে। এই গায়ত্র্যাচমন কথন দ্বারা শ্রুত্যাচমন বলা হইল। ৪৫।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

এইরূপ শৌচাচারপরায়ণ ও দেহাদি বিষয়যুক্ত হইয়া অর্থাৎ দেহ, বাক্য, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও মনকে সংযত করিয়া গুরুর মুখ অবলোকন করত যত্নসহকারে অধ্যয়ন করিবে। ১। সর্ব্বদা, উত্তরীয় মধ্য হইতে দক্ষিণ বাহু বহিষ্কৃত করিয়া রাখিবে, সদ্বোপাসনাবেশ, সদাচার-সম্পন্ন ঐ ব্যক্তি "আস্যতাং" উপবেশন কর এইরূপ গুরুর আজ্ঞা পাইলে গুরু সম্মুখে উপবেশন করিবে। ২। গুরুর আজ্ঞা পালনে স্বীকার বা গুরুর সহিত সম্ভাষণ, শয়ন থাকিয়া আসনোপবিষ্ট থাকিয়া, ভোজন নিরত থাকিয়া, দণ্ডায়মান থাকিয়া এবং পরাঙ্মুখ হইয়া করিবে না। ৩। গুরুসমীপে ইহার (শিষ্যের) শয্যা এবং আসন—গুরুর শয্যাসন অপেক্ষা নিম্ন হইবে। গুরুর দৃষ্টিপাতযোগ্য স্থানে সাবধান হইয়া উপবেশন করিবে। ইচ্ছামত উপবেশন করিবে না। ৪। গুরুর অসাক্ষাতেও এই গুরুর নামে উপাধ্যায় আচার্য্যাদি উপপদ না দিয়া উচ্চারণ করিবে না। এবং ইঁহার (গুরুর) গমন কথনাদি চেষ্টার অনুকরণ— করিবে না। ৫। যে স্থানে গুরুর যথার্থ দোষ বা অযথার্থ দোষ কীর্ত্তিত হয়, (শিষ্য) সেস্থানে থাকিলে, কর্ণে অঙ্গুলি দিবে, অথবা সেস্থান হইতে অন্য যে দিকে হয় গমন করিবে। ৬। দূরস্থ হইয়া অপরের দ্বারা ইঁহাকে (গুরুকে) অর্চ্চনা করিবে না; ক্রুদ্ধ হইয়া অর্চ্চনা করিবে না; স্ত্রীলোকের সমীপে পূজা করিবে না; ইঁহার সহিত উত্তর প্রত্যুত্তর করিবে না; এবং ইনি সন্নিহিত হইলে উপবেশন করিয়া থাকিবে না। ৭। প্রত্যহ জলপূর্ণ কুম্ভ, কুশ, পুষ্প এবং সমিধ আহরণ করিবে। এবং প্রত্যহ আবশ্যক হইলেই (শৌচার্থে) অঙ্গ মার্জ্জন ও মৃত্তিকাদি দ্বারা অঙ্গ লেপন করিবে। ৮। ইঁহার গুরুর পরিত্যক্ত পুষ্পাদি, শয্যা, পাদুকা (খড়ম) ও উপানহ (জুতা), তাঁহার আসন এবং ছায়া—কদাপি আক্রমণ করিবে না। ৯। দন্ত কাষ্ঠাদি প্রাপ্ত হইয়া ইঁহাকে আর নিবেদন করিতে হইবে না, অনুমতি না লইয়া কোনস্থানে গমন করিবে না এবং গুরুর অপ্রিয় কার্য্য ও অহিতকর কার্য্যে নিযুক্ত হইবে না। ১০। ইঁহার নিকটে কখনই পাদদ্বয় স্থাপিত করিবে না, জৃম্ভণ, হাস্য ক্ষুত (হাঁচি) ও প্রাবরণ পরিত্যাগ করিবে। ১১। গুরুসমীপে নখস্ফোটন করিবে না, যতক্ষণ গুরু অধ্যাপন কার্য্য হইতে বিরত না হন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত, যথাকালে অধ্যয়ন করিবে ১। কোন রূপেই গুরুর আসনে, গুরুশয্যায় গুরুর যানে অবস্থান করিবে না। গুরু শীঘ্র গমন করিলে শিষ্যও তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ শীঘ্র গমন করিবে। গুরু গমন করিলে শিষ্য তাঁহার অনুগমন করিবে। ১৩। তরী, উষ্ট্রযান, গর্দ্দভযান, প্রাসাদ, সস্তর, কট শিলা ও ফলকতল অর্থাৎ দারুঘটিত দীর্ঘাসন এইসকল স্থানে গুরুর সহিত একত্র উপবেশন করিতে পারিবে। ১৪। সর্ব্বদা জিতেন্দ্রিয় হইবে; আত্মাকে, (মনকে) বশীভূত করিবে। ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে, পবিত্র থাকিবে এবং সর্ব্বদা হিতজনক সুমধুর বাক্য প্রয়োগ করিবে। ১৫। গন্ধদ্রব্যের অনুলেপনাদি মাল্যধারণ, রস অর্থাৎ গুড়াদি ভক্ষণ, গ্রাম্যভোগ শুক্ত অর্থাৎ দৃষ্টিপাতের অযোগ্য প্রাণিদিগেরও হিংসা, অভ্যঙ্গ, অঞ্জন, উপানহ পরিধান, ছত্রধারণ, কাম, ক্রোধ, ভয়, নিদ্রা দিবা, গীত, বাদ্য, নৃত্য, দ্যূতক্রীড়া, পরনিন্দা, অনুরাগসহকারে স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত ও স্পর্শ, পরানিষ্টসাধন এবং পরবশ্য—যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। জলপূর্ণ কুম্ভ, পুষ্প, গোময়, মৃত্তিকা এবং কুশ নিজের প্রয়োজনানুসারে আহরণ করিবে এবং প্রত্যহ লবণ ও পর্য্যুষিত দ্রব্য ভিন্ন সকল ভক্ষ্য (ব্রহ্মচারীর উপযুক্ত খাদ্য)

চিন্তা করিবে। (মুলে "যাবদন্যানি" স্থলে "যাবদর্থানি" ও "মন্বেৎ" স্থলে "নবৎ" হইবে। ।১৬—১৯। সর্ব্বদা অনন্যদর্শী হইবে। গীত-বাদ্যাদিতে স্পৃহাশূন্য হইবে।—দর্পণে মুখাদি অবলোকন করিবে না, দন্তধাবন করিবে না, অত্যন্ত অশুচি ব্যক্তি, স্ত্রীলোক এবং শূদ্র প্রভৃতির সহিত সম্ভাষণ করিবে না, জ্ঞানপূর্ব্বক ঔষধার্থ—গুরুর উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে না। ।২০। মলাকর্ষণ স্নান কদাচ করিবে না। গুরুগৃহস্থিত শিষ্য, গুরুর নিয়োগ না পাইলে স্বীয় মাতাপিতা প্রভৃতি গুরুজনকে অভিবাদন করিবে না ।২১। উপাধ্যায়াদি বিদ্যা-গুরু ও পিতৃব্যাদি স্বযোনিগণের প্রতিও এইরূপ নিয়মিত ব্যবহারসম্পন্ন হইবে এবং অধর্ম্মনিবারক ব্যক্তি ও হিতোপদেশক ব্যক্তির প্রতিও ঐরূপ হইবে ২২। গুরুতে যেরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, বিদ্যাশ্রেষ্ঠ তপঃশ্রেষ্ঠ—ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের, গুরু স্ত্রীর, গুরু পুত্রের এবং গুরুর পিতৃব্যাদি বন্ধুর প্রতি সেইরূপ ব্যবহারসম্পন্ন হইয়া যথাকর্ত্তব্য আচরণ করিবে। গুরুপুত্র, যদি অধিক বয়স্ক এবং আপনার শিষ্য না হয়, তবেই এই নিয়ম ।২৩। বয়ঃকনিষ্ঠ বা সমবয়স্ক শিষ্য-গুরুপুত্র, শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করার পর ঋত্বিক্ হইয়াই হউক বা ঋত্বিক্ না হইয়াই হউক যজ্ঞকার্য্যে উপস্থিত হইলেই গুরুবৎ সম্মান লাভ করিবে।২৪। কিন্তু গুরুপুত্রের গাত্রে হরিদ্রাদি মাখাইয়া দেওয়া, স্নান করান, তাঁহার উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ এবং পাদ প্রক্ষালন করিয়া দেওয়া অকর্ত্তব্য।২৫। সবর্ণ গুরুপত্নীগণ সর্ব্বতোভাবে গুরুবৎ মাননীয়। আর অসবর্ণা গুরু-পত্নীগণকে প্রত্যুত্থানাভিবাদন দ্বারা সম্মান করিবে।২৬। তবে তৈল মাখাইয়া দেওয়া, স্নান করান, গাত্রে হরিদ্রাদি মাখান এবং কেশ প্রসাধন,—গুরুপত্নীর এই সকল কার্য্য করা নিষিদ্ধ।২৭। যুবা শিষ্য, যুবতি গুরুপত্নীর পাদ গ্রহণপূর্ব্বক অভিবাদন করিবে না, কিন্তু "অসাবহং" অর্থাৎ অমুক শর্ম্মা আমি আপনাকে ভূমিতে অভিবাদন করিতেছি বলিয়া ভূমিতে মস্তক রাখিবে (যুবাদিগের পক্ষে যুবতি গুরুপত্নীদিগকে এইরূপ অভিবাদন করাই উচিত)।২৮। প্রবাস হইতে প্রত্যাগত হইয়া যুবা শিষ্য সর্ব্বদা ধর্ম্মস্মরণ করত গুরুপত্নীর পাদ গ্রহণ করিবে ও প্রত্যহ ভূমিতে অভিবাদন করিবে।২৯। মাতৃষসা, মাতুলানী, শ্বশ্রূ, পিতৃষসা এবং অন্যান্য গুরুজন-পত্নী পূজ্যা; কেননা তাঁহারাও গুরুপত্নীর তুল্য।৩০। ভ্রাতৃজায়ার পাদ গ্রহণপূর্ব্বক নমস্কার প্রত্যহ কর্ত্তব্য। প্রবাস হইতে আসিয়া, বয়োজ্যেষ্ঠ ও সম্বন্ধজ্যেষ্ঠ জ্ঞাতি পত্নীকে এবং মাননীয় সম্পর্কিত ব্যক্তির পত্নীকেও ঐরূপ অভিবাদন করিবে। পিতৃষসা, মাতৃষসা, পিতৃপত্নী (বিমাতা) এবং জ্যেষ্ঠা ভগিনীর উপরেও মাতৃবৎ ব্যবহার করা বিধি। ফলতঃ মাতা তাঁহাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা। শিষ্য এক বৎসর গুরুর গৃহে বাস করিলে পর গুরু তাহাকে এইরূপ আচার-সম্পন্ন, মনস্বী এবং সর্ব্বদা হিতকারী জানিতে পারিয়া উহাকে বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞান প্রদান করিবেন।৩১—৩৩। গুরু এক বৎসরে সেই শিষ্যের সমস্ত দুষ্কার্য্য অপনোদন করেন, এই জন্য এক বৎসর বিনা অধ্যয়নে গুরুগৃহে বাস করিতে হয়। আচার্য্যপুত্র, শুশ্রূষু, জ্ঞানদ অর্থাৎ যিনি অন্য কোন বিষয়ে জ্ঞান দিয়াছেন, ধার্ম্মিক, শৌচসম্পন্ন, আত্মীয়, শক্ত, (শাস্ত্রধারণা করিতে সমর্থ) ধনদাতা, সাধুব্যক্তি এবং জ্ঞাতি এই দশবিধ ব্যক্তিকে ধর্ম্মতঃ অধ্যাপনা করিবে, কৃতজ্ঞ, অদ্রোহী, মেধাবী ও শুভকারী ক্ষত্রিয় (১) তাদৃশ বৈশ্য (২) কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ, (৩) অদ্রোহী ব্রাহ্মণ (৪) মেধাবী ব্রাহ্মণ, (৫) এবং শুভকারী ব্রাহ্মণ (৬), দ্বিজোত্তমগণ এই ষড়্‌বিধ ব্যক্তিকেও অধ্যাপিত করিবেন; অধিক কি বিধিবৎ না হইলেও অর্থাৎ অন্যের নিকট উপনীত হইলেও যদি আচার্য্য পুত্রাদি ষোড়শ-বিধ ব্যক্তির মধ্যে যে কেহ আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে তাহাকে অধ্যাপনা করিতে হইবে। বেদ শিক্ষা প্রদান করা ইহাদিগকেই কর্ত্তব্য, অন্যকে বেদ শিক্ষা দেওয়া উচিত বলিয়া কথিত হয় নাই।৩৪—৩৬। প্রত্যহ আচমন-পূর্ব্বক সংযত ও উত্তরমুখ হইয়া গুরুর মুখাবলোকন করত অধ্যয়ন করিবে এবং

অধ্যয়ন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে গুরুর পাদ গ্রহণ করিবে। ৩৭। গুরু শিষ্যকে "অধীষ ভোঃ" অর্থাৎ অহে অধ্যয়ন কর বলিবে (তৎপরে শিষ্য অধ্যয়নারম্ভ করিবে) অনন্তর "বিরামোহস্তু" অর্থাৎ বিরাম হউক ইহা বলিবে, শিষ্যও তখন অধ্যয়ন সমাপ্তি করিবে। উপনীত বেদাধ্যায়ী শিষ্য, প্রাগগ্র কুশাসনে উপবিষ্ট এবং হস্ত দ্বারা কুশ ধারণে পূত হইয়া অধ্যয়ন করিবার পূর্ব্বে তিনবার প্রাণায়াম করিয়া পূত হইবে এবং ওঙ্কার উচ্চারণ করিবে। অধ্যয়নান্তেও যথাবিধি ওঙ্কার উচ্চারণ করিবে। ৩৮।৩৯। কৃতাঞ্জলি পুটে অবস্থিত হইয়া প্রত্যহ বেদাধ্যয়ন করিবে। কেননা সকল ভূতেরই বেদ অবিনশ্বর চক্ষু। ৪০। প্রত্যহ যথাবিধি অধ্যয়ন করিবে অন্যথা ব্রহ্মণ্য হইতে ভ্রষ্ট হইবে। যে ব্যক্তি প্রত্যহ ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করে, সে দেবতাদিগকে ক্ষীরাহুতি দ্বারা তৃপ্ত করে। তৃপ্তিযুক্ত দেবতাগণও সেই অধ্যয়নকারীকে সর্ব্বদা অভীষ্ট পূরণ দ্বারা তর্পিত করেন। যে ব্যক্তি প্রত্যহ যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করে, সে প্রত্যহ দেবতাদিগকে দধি দ্বারা প্রীত করে। ৪১—৪২। যে ব্যক্তি সামবেদ অধ্যয়ন করে, সে দেবতাদিগকে ঘৃতাহুতি দ্বারা প্রীত করে। প্রত্যহ অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করিলেও দেবগণ তৃপ্ত হ'ন। ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ ও মীমাংসা অধ্যয়নেও দেবগণ তৃপ্তিলাভ করেন। বিশেষ অশক্ত হইলে প্রত্যহ সংযত হইয়া, একাগ্র চিত্তে জল সমীপে বা অরণ্যে গমন করিয়া অন্ততঃ গায়ত্রী পাঠও করিবে; সহস্র গায়ত্রী জপ উৎকৃষ্ট; শত গায়ত্রী জপ মধ্যম; এবং দশধা গায়ত্রী জপ অধম—শক্তি অনুসারে প্রত্যহ এক প্রকার গায়ত্রী জপ করিবেই এবং এই গায়ত্রী জপ তিনবার অর্থাৎ ত্রৈকালিক। প্রভু ব্রহ্মা, তুলাদণ্ড দ্বারা গায়ত্রী ও চতুর্ব্বেদের মধ্যে এক দিকে চার বেদ ও অপরদিকে গায়ত্রীকে ওজন করিয়াছিলেন অর্থাৎ এক গায়ত্রী চারবেদের তুল্য। প্রথমে ওঙ্কার তদনন্তর ব্যাহৃতি (ভূর্ভুবঃ স্বঃ) উচ্চারণ করিয়া একাগ্র মনে গায়ত্রী পাঠ করিবে। তদ্দ্বারা পরমসৌভাগ্যসম্পন্ন হইবে। গুরু গায়ত্রীপর বুদ্ধিদ্বারা অর্থাৎ গায়ত্রীর অর্থ চিন্তা করত অধ্যাপনা করিবে। ৪৩—৪৮। তিন ব্যাহৃতিই প্রকৃতি, পুরুষ ও কাল ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর; এবং ভূত ভবিষৎ বর্ত্তমান এই তিন কাল। ৫০। কল্পারম্ভে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ নামে, নিখিল-অশুভবিনাশী তিন মহাব্যাহৃতি উৎপন্ন হইয়াছিল। ৪৯। ওঁকার,—সেই পরমব্রহ্ম; গায়ত্রীও সেই অক্ষয় ব্রহ্ম; এই মন্ত্র (গায়ত্রীমন্ত্র) মহাযোগ (অসম্প্রজ্ঞাতযোগ) সাক্ষাৎকারের উপায় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ৫১। যে ব্রহ্মচারী প্রতিদিন অর্থজ্ঞানপূর্ব্বক এই বেদমাতা গায়ত্রী অধ্যয়ন করে, সে পরম গতি প্রাপ্ত হয়। ৫২। গায়ত্রী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জপ্য আর নাই—ইহাই তত্ত্বজ্ঞানের কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। হে দ্বিজোত্তমগণ! শ্রাবণ মাসের পৌর্ণমাসী, আষাঢ় মাসের পৌর্ণমাসী অথবা ভাদ্রমাসের পৌর্ণমাসীতে বেদোপক্রমণ অর্থাৎ বেদারম্ভের পূর্ব্ব কর্ত্তব্য উপাকর্ম্ম নামক কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য ইহা স্মৃত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, অর্দ্ধ পঞ্চ মাস অর্থাৎ সাড়ে চারমাস কাল শুচিদেশে সমাহিত হইয়া ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় বেদাধ্যয়ন করিবে। হে দ্বিজগণ! অনন্তর পুষ্য নক্ষত্রে গ্রাম ও নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক বহির্ভাগে গমন করিয়া বেদ সকলের উৎসর্গাখ্য কর্ম্ম বিশেষ করিবে। যে ব্যক্তি ভাদ্র মাসের পৌর্ণমাসীতে উপকর্ম্ম করিবে, সে মাঘ মাসের (শুক্লপক্ষীয়) প্রথম দিন পূর্ব্বাহ্নে (উৎসর্গাখ্য কর্ম্ম বিশেষ) করিবে। হে দ্বিজগণ! ইহার পর মনুষ্য (দ্বিজ) কেবল শুক্ল পক্ষে বেদাধ্যয়ন করিবে, এবং কৃষ্ণ পক্ষে বেদাঙ্গ (শিক্ষা প্রভৃতি ছয়টী) কিংবা পুরাণ অধ্যয়ন করিবে। এই সকল অনধ্যায়কালে অধ্যয়নকর্ত্তা, অধ্যাপনকর্ত্তা এবং যে অধ্যয়ন করিবে, ইহারা যত্নপূর্ব্বক ইহা অবশ্য অবশ্য পরিত্যাগ করিবে অর্থাৎ এই কালে কদাচ অধ্যয়ন করিবে না। রাত্রিকালে অতিশয় শব্দজনক বায়ুবহন, দিবসে ধূলিপটলের উৎসারণ সমর্থ-বায়ুবহন; (ইহা বর্ষাকালে অনধ্যায়জনক) বিদ্যুৎস্ফুরণ, মেঘগর্জ্জন ও বর্ষণের এককালে মহোল্কাপতন,

এই সকল বিষয়েই আকালিক অনধ্যায় প্রজাপতি বলিয়াছেন। ৫৩—৫৯। যখন প্রাদুষ্কৃতাগ্নি সময় অর্থাৎ সায়ং প্রাতঃ সন্ধ্যাকালে সাগ্নিক ব্রাহ্মণেরা হোমার্থ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন, এইজন্য সেই সময়ের নাম প্রাদুষ্কৃতাগ্নি এই বিদ্যুৎ প্রভৃতিকে যুগপৎ উত্থিত হইতে দেখিবে, (বর্ষাকালে) তখনই অনধ্যায় জানিবে (বর্ষাকালে, অন্য সময় বিদ্যুদাদি হইলে অনধ্যায় হইবে না,) এবং অনৃতু সময় অর্থাৎ বর্ষাতিরিক্ত সময়ে সায়ং প্রাতঃ সন্ধ্যাকালে, মেঘ দর্শন হইলেই অনধ্যায় হইবে। ৬০। নির্ঘাত অর্থাৎ উৎপাত সূচক আকাশভব শব্দ ভূকম্প, চন্দ্রসূর্য্য ও তারাদির উপ গর্জন—এই সকল কারণে ঋতুকালেও অর্থাৎ বর্ষাকালেও আকালিক অনধ্যায় হইবে, ইহা জানিবে। ৬১। বর্ষাতিরিক্ত ঋতুতে অগ্নি প্রাদুষ্কৃত হইলে অর্থাৎ সায়ং প্রাতঃ সন্ধ্যা সময়ে বিদ্যুৎ ও মেঘ গর্জ্জন হইলে সদ্য; অর্থাৎ এক দিনমাত্র—সায়ংকালে হইলে সমস্ত রাত্রি ও প্রাতঃকালে হইলে সমস্ত দিন অনধ্যায় হইবে। ইহা মুনি (উশনা) বলিয়াছেন। ৬২। যাহারা সৎকর্ম্মের ধর্ম্মের আতিশয্য কামনা করে, তাহাদিগের গ্রাম ও নগরে নিত্য অনধ্যায়। যাহারা বিদ্যার আতিশয্য কামনা করে, তাহারা কদাচিৎ অধ্যয়ন করিতে পারে। কুৎসিত গন্ধ আসিলে অবশ্যই অনধ্যায় হইবে। ৬৩। যে গ্রামে অন্ত্যজাতি বাস করে, সেই গ্রামে (যে গ্রামের মধ্যে শব আছে বলিয়া জানা যায়, সেই গ্রামে ইহা পাঠান্তরের অর্থ), এবং শূদ্র ও অধার্ম্মিকের সন্নিধানে, অধ্যয়ন নিষিদ্ধ, রোদন শব্দ হইলে, বা বহুজন সমাগমেও অনধ্যায়। ৬৪। জল মধ্যে থাকিয়া অধ্যয়ন করিবে না, মধ্য রাত্রি এবং যখন বিমূত্র বিসর্জ্জন করিবে, তৎকালে মনদ্বারাও বেদ চিন্তা করিবে না, উচ্ছিষ্ট হইয়া মনদ্বারাও বেদ চিন্তা করিবে না; এবং শ্রাদ্ধে পাত্রীয়ায় ভোজন করিয়া ভোজন সময় হইতে পর দিন সেই সময় পর্য্যন্ত মনদ্বারাও বেদ চিন্তা করিবে না। ৬৫। একোদ্দিষ্ট অর্থাৎ নবশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলে;

ক্ষত্রিয় জনপদেশ্বরের পুত্র উৎপন্ন হইলে, এবং রাহুসূতকে অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ হইলে, বিদ্বান্ দ্বিজ, তিন দিন বেদাধ্যয়ন করিবে না। ৬৬। একানুদিষ্ট অর্থাৎ নবশ্রাদ্ধে উৎসৃষ্ট কুঙ্কুমাদির গন্ধ বা লেপ, যতদিন বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের দেহে থাকিবে, তত দিন বেদাধ্যয়ন করিবে না। ৬৭। শয়ান হইয়া প্রৌঢ়পাদ (আসনে পদতল স্থাপন করিয়া উপবিষ্ট ব্যক্তিকে প্রৌঢ়পাদ বলে) হইয়া, অবসক্থিকা করিয়া (অর্থাৎ বেটম বাঁধিয়া) বসিয়া আমিষ ভোজন করিয়া এবং জনন-মরণাশৌচায় অন্ন ভোজন করিয়া অধ্যয়ন করা অকর্ত্তব্য। ৬৮। নীহার (কুজ্ঝটিকা) হইলে বা বাণ শব্দ—(শর সম্পাত শব্দ বা বীণাবিশেষের শব্দ) হইলে অধ্যয়ন নিষেধ। সায়ং প্রাতঃ এই উভয় সন্ধ্যা, অমাবস্যা, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা ও অষ্টমীতে অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। ৬৯। উপাকর্ম্ম ও উৎসর্গ হওয়ার পর তিন দিন অধ্যয়ন বর্জ্জন করিবে। ইহা স্মৃত হইয়াছে। অষ্টকাতে অহোরাত্র অনধ্যায় এবং ঋতু শেষ অহোরাত্রেও অধ্যয়ন করিবে না। ৭০। অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ মাসের তিনটী কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমীকে পণ্ডিতগণ অষ্টকা বলিয়াছেন। ৭১। শ্লেষ্মাতক, শাল্মলি, মধুক, কোবিদার ও কপিত্থ—এই সকল বৃক্ষের ছায়ায় কখনই অধ্যয়ন করিবে না। ৭২। সমান-বিদ্য বা সব্রহ্মচারীর মৃত্যু হইলে কিংবা আচার্য্য পরলোকগত হইলে ত্রিরাত্র অধ্যয়ন বাদ দিবে; ইহ স্মৃত হইয়াছে ৭৩। এই সকল ছিদ্রে বিপ্রদিগের অনধ্যায় কথিত হইয়াছে। যেহেতু অধ্যয়নশীল ব্যক্তিগণকে সেই সমস্ত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ রাক্ষসগণ, বিনষ্ট করে, সেই জন্য উক্ত অনধ্যায়বশতঃ অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিবে। ৭৪। সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্য কর্ত্তব্য কার্য্যে—উপাকর্ম্মে—উৎসর্গে, এবং হোমমন্ত্রে অনধ্যায় নাই। ৭৫। অষ্টকা, অতিশয় বায়ু বহন, বা অন্য কোন বিপৎ সময়ে ও একটী ঋগ্বেদীয় মন্ত্র বা একটী যজুর্মন্ত্র অথবা একটী সামমন্ত্র উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিবে। ৭৬। বেদাঙ্গে অনধ্যায় নাই, ইতিহাস পুরাণে অনধ্যায় নাই, এতদ্ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রেও অনধ্যায় নাই, তবে পর্ব্বে

এই সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে না। (মূলে "বিনাশেচ" স্থলে "নচান্যেষু" হইবে) ।৭৭। ব্রহ্মচারীর এই ধর্ম্ম সংক্ষেপে বলিলাম। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ঋষিদিগের নিকট ইহা বলিয়াছিলেন। ৭৮। যে দ্বিজ, শ্রুতি অধ্যয়ন না করিয়া অন্য শাস্ত্র অধ্যয়নে যত্ন করে, সেই বেদবাহ্য মূঢ়ব্যক্তি, দ্বিজগণের সম্ভাষণীয় নহে।৭৯। দ্বিজগণ কেবল বেদপাঠ করিয়াই আত্মাকে চরিতার্থ ভাবিয়া সন্তুষ্ট থাকিবেন না। কারণ, পাঠ মাত্রাবসান অর্থাৎ অনুশীলন ব্যতীত বেদ, পঙ্কপতিত বৃষভের ন্যায় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।৮০। যে ব্যক্তি যথাবিধি বেদাধ্যয়ন করিয়া পশ্চাৎ বেদান্ত (উপনিষৎ) আলোচনা না করে, সে সবংশে শূদ্রবৎ হইবে, এবং পাদপ্রক্ষালন জল বা প্রাপ্য পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারিবে না।৮১। যদি কেহ গুরুগৃহে আত্যন্তিক বাস অর্থাৎ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে (সেই ব্যক্তি) যত দিন শরীর পতন না হয়,তত দিন সাবধানে ইঁহার (গুরুর) পরিচর্য্যা করিবে।৮২। অথবা (গুরু প্রভৃতির অভাবে) বন-গমন-পূর্ব্বক (যথাবিধি) যথাকালে অগ্নিতে আহুতি দিবে। প্রত্যহ ভস্মস্নানপরায়ণ হইয়া সর্ব্বদা বেদাভ্যাস করিবে; বিশেষতঃ একাগ্রচিত্তে বেদের অন্তর্গত ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান প্রতিপাদক বিদ্যা—গায়ত্রী এবং শতরুদ্রীয় (রুদ্রাধ্যায়) পাঠ করিবে।৮৩—৮৪। হে দ্বিজমণ্ডলী! দ্বিজোত্তম (স্ব স্ব শক্তি অনুসারে) এক বেদ, দুই বেদ, তিন বেদ, কিংবা চার বেদ অধ্যয়ন করিয়া বিধিপূর্ব্বক তাহার অর্থ অবগত হইয়া গুরুদক্ষিণা দানাদির পর তদনন্তর (ব্রহ্মচর্য্য সমাপনসূচক) স্নান করিবে। আলস্যরহিত হইয়া বেদোক্ত নিজ নিজ বর্ণোচিত নিত্যকর্ম্ম করিবে; না করিলে, শীঘ্রই অতি ভীষণ নরকে নিপতিত হইবে। শীঘ্র শব্দ ব্যবহার করায় জানা যাইতেছে, নিত্য কর্ম্ম না করিলে আয়ুঃক্ষয়ও হইয়া থাকে)।৮৬। পবিত্র হইয়া বেদাভ্যাস করিবে। পঞ্চ মহাযজ্ঞ পরিত্যাগ করিবে না; সন্ধ্যোপাসনা, এবং গৃহোক্ত সমস্ত কর্ম্ম করিবে।৮৭। প্রত্যহ স্বাধ্যায়শীল হইবে, সর্ব্বদা যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া থাকিবে। সত্যবাদী হইবে এবং ক্রোধাদি রিপু জয় করিবে। তাহা হইলে সেই ব্রহ্মচারী মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।৮৮। গৃহস্থ, প্রত্যহ সন্ধ্যারত,স্নানরত, ব্রহ্মযজ্ঞপরায়ণ, অসূয়াশূন্য, কোমল-প্রকৃতি এবং দান্ত হইলে, সংসার অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। মূলে "গৃহস্থঃ প্রতি" না হইয়া "গৃহস্থোঽহন্যতি" হইবে।৮৯। যে দ্বিজ, সংযত হইয়া স্বয়ং ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করে, পাঠ করায় বা শ্রবণ করায় সে, ব্রহ্মলোকে আদৃত হইয়া থাকে। ৯০। উত্তমরূপ আত্মভাবনা করিবার পর বৈশ্বদেব পর্য্যন্ত প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া মধ্যাহ্নকালে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে।৯১। পূর্ব্বমুখ সূর্য্যাভিমুখ হইয়া শুদ্ধ আসনে উপবেশনপূর্ব্বক অন্নভোজন করিবে, তৎকালে পাদতল ভূমিতে রাখিবে অর্থাৎ আসনে রাখিবে না। মূলে "প্রাঙ্মুখোঽন্নানি" হইবে। ৯২। পূর্ব্বমুখ হইয়া ভোজন করিলে আয়ুর্বৃদ্ধি হয়, দক্ষিণমুখ হইয়া ভোজন করিলে, যশোবৃদ্ধি হয়, পশ্চিম মুখ হইয়া ভোজন করিলে, শ্রীবৃদ্ধি হয়, উত্তরমুখ হইয়া ভোজন করিলে সত্যবাদিতার ফললাভ করে। (মনু এই বচনটী ব্রহ্মচর্য্য প্রকরণে বলিয়াছেন বলিয়া এই নিয়ম ব্রহ্মচারীর পক্ষে এবং পূর্ব্বোক্ত প্রথম অধ্যায়ে ৬০ শ্লোকোক্ত নিয়ম গৃহস্থের পক্ষে জানিবে)। গৃহস্থ ব্রাহ্মণাদিভোজনের পর স্বয়ং ভোজন করিবে এবং ভোজনাবশিষ্ট বস্তু ভূমিতে স্থাপিত করিবে অর্থাৎ উচ্ছিষ্ট বস্তু কাহাকেও দিবে না।৯৩। এতাদৃশ ভোজন উপবাসের সদৃশ অর্থাৎ তত্তুল্যফলজনক, এই কথা উশনা বলেন। পরে রাত্রিকালে আবার হস্তপদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক, আচমন করিয়া এবং ক্রোধাদিশূন্য হইয়া উপলেপ দ্বারা পবিত্রীকৃত স্থানে ভোজন করিবে। এই অন্নভোজন সময়ে ব্যাহৃতি উচ্চারণপূর্ব্বক জলদ্বারা ভোজ্য অন্ন বেষ্টন করিয়া তদনন্তর পরিষেচন-মন্ত্র-পাঠান্তে পরিষেচন করিয়া চিত্রগুপ্তকে কিছু অন্ন বলি (উপহার) দিবে। পরে সেই অন্ন পরিষেক করিয়া "অমৃতোপস্তরণমসি" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক আপোশন কার্য্য করিবে। অনন্তর স্বাহা ও প্রণবযোগ, প্রাণ

বায়ুতে ওঁ প্রাণায় স্বাহা আহুতি দিয়া ঐরূপে অপান বায়ুতে, আহুতি প্রদান করিবে, অনন্তর ব্যান বায়ুতে, তৎপরে উদান বায়ুতে, সর্ব্বশেষে সমান বায়ুতে, পঞ্চাহুতি করিয়া এবং ইহাদিগের তত্ত্বভাবনা করিয়া দ্বিজ, আত্মাতে আহুতি দিবে। প্রজাপতি আত্মাদেবকে মনে মনে ধ্যান করিয়া অবশিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জনের সহিত ইচ্ছামত ভোজন করিবে। ৯৪—৯৯। ভোজনান্তে, "অমৃতাপিধানমসি" বলিয়া জলপান করিবে এবং আচান্ত হইয়া পুনরাচমন করিবে। অনন্তর "অয়ং গৌঃ" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণকরত অথবা তিনবার সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী ত্রিপদা অর্থাৎ গায়ত্রী পাঠ করিয়া "প্রাণানাং গ্রন্থিরসি" বলিয়া হৃদয়স্পর্শ করিবে। ১০০—১০১। আত্মযাগই সকল যাগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া আচমনের পর পদাঙ্গুষ্ঠের সহিত দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ সম্মিলিত করিয়া উর্দ্ধহস্ত ও সমাহিতভাবে হস্তজল নিঃসারিত করিবে। ১০২। হবনান্তে "স্বধায়াং" ইত্যাদি মন্ত্রে অনুমন্ত্রিত করিয়া "যোজপেদ্ স্কণ" ইত্যাদি মন্ত্রে আপনাকে প্রোক্ষিত করিবে। ১০৩। স্মৃত হইয়াছে। আর দ্বিজোত্তমগণ, অমাবস্যাকর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ করিবে। ১০৪। দ্বিজাতিগণের কর্ত্তব্য পিণ্ডান্বাহার্য্যক শ্রাদ্ধ।—(অমাবস্যা কর্ত্তব্য) চন্দ্রক্ষয়ে অপরাহ্নে প্রশস্ত আমিষ দ্বারা প্রশস্ত; অর্থাৎ সাগ্নি ও নিরগ্নি দ্বিজাতি। প্রতি অমাবস্যাতেই অপরাহ্নে শ্রাদ্ধ করিবে। ঐ অমবস্যা কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধের নাম পিণ্ডান্বাহার্য্যক। সাগ্নিকেরা পিণ্ড পিতৃযজ্ঞ নামক কর্ম্মবিশেষ করিয়া ঐ শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে, তাই উহার নাম পিণ্ডান্বহার্য্যক। অথবা পিণ্ডশব্দে পিতৃলোক তাহাদিগের অন্বাহার্য্যক অর্থাৎ একমাস তৃপ্তিজনক। দুইদিন অপরাহ্নে মুহূর্ত্তন্যূন অমাবস্যা থাকিলে, যেদিন বস্তুক্ষয়—সেই দিনে অর্থাৎ পূর্ব্বদিনে ঐ শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। বিহিত মৎস্য মাংস দ্বারা করিলে বিশেষ ফল হয়। ১০৫। কৃষ্ণপক্ষে প্রতিপৎ প্রভৃতি অন্ত যে (পঞ্চদশটী) তিথি আছে, তাহার মধ্যে চতুর্দ্দশী পরিত্যাগ করিয়া উত্তরোত্তর পঞ্চমীতে (শ্রাদ্ধ করা প্রশস্ত) অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষে যে পঞ্চদশটী তিথি আছে, তাহাকে পঞ্চমী পর্য্যন্ত এক ভাগ দশমী পর্য্যন্ত একভাগ এবং অমাবস্যা পর্য্যন্ত এক ভাগ এই তিন ভাগে বিভক্ত করিলে, প্রথম ভাগের শেষ তিথি পঞ্চমী, দ্বিতীয় ভাগের শেষ তিথি দশমী এবং তৃতীয় ভাগের শেষ তিথি অমাবস্যা হইয়া থাকে, পাঁচের পূরণ বলিয়া ঐ তিন তিথিকেই পঞ্চমী বলা যায়। বেশ কথা! এক্ষণে দেখ কৃষ্ণপক্ষে একমাত্র চতুর্দ্দশী ত্যাগ করিয়া সকল তিথিতেই শ্রাদ্ধ করিবে। তবে প্রথম পঞ্চমী অর্থাৎ পঞ্চমীঘটিত-তিথি-সমষ্টি অপেক্ষা, তদুত্তরবর্ত্তী দ্বিতীয় পঞ্চমী ঘটিত তিথি সমষ্টি শ্রাদ্ধকার্য্যে প্রশস্ত; তদপেক্ষা তদুত্তরবর্ত্তী তৃতীয় পঞ্চমী ঘটিত তিথি-সমষ্টি—একাদশী দ্বাদশী ত্রয়োদশী এবং অমাবস্যা শ্রাদ্ধকার্য্যে প্রশস্ত)। ১০৬। এই পৌর্ণমাস্যাদি অর্থাৎ কৃষ্ণ প্রতিপৎ প্রভৃতি ত্রিভাগবিভক্ত তিথিগণের মধ্যে অমাবস্যা এবং তিনটী অষ্টকা (অর্থাৎ অগ্রহায়ণের পৌষের ও মাঘের তিনটী কৃষ্ণাষ্টমী) সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। পুণ্যজনক তিনটী অষ্টকা, প্রতি মাসের অমাবস্যা ও বর্ষাকালের (ভাদ্র মাসের) মঘাযুক্ত কৃষ্ণাত্রয়োদশী—শ্রাদ্ধে বিশেষ ফলজনক। আর এই সকল তিথিতে, চন্দ্র সূর্য্যগ্রহণে এবং শিশুদিগের মৃত্যু হইলে, নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। তাহার অন্যথা হইলে নরকগামী হইবে। (পিতৃলোকের অপ্রসন্নতা ব্যতীত শিশুপুত্রাদির মৃত্যু ঘটে না সুতরাং তাঁহাদিগের প্রসন্ন রাখা উচিত বিবেচনায় শিশুমরণের পর শুচি অবস্থায় পিতৃ লোককে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য শ্রাদ্ধ করা বিহিত হইল; কোন পুস্তকে মূলে "মরণে" এইস্থলে "জননে' এই পাঠ আছে। অর্থাৎ (পুত্র জন্মে) গ্রহণাদি কালে কাম্য শ্রাদ্ধ প্রশস্ত। ১০৮। ১০৯। উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি জলবিষুব মহাবিষুব সংক্রান্তি অর্থাৎ শ্রাবণ মাঘ, কার্ত্তিক বা বৈশাখ মাস পড়িতেই যে যে সংক্রান্তি এবং ব্যতীপাত যোগে কৃত শ্রাদ্ধ অনন্ত ফল জনক, অপরাপর সংক্রান্তি, এবং জন্মদিনেও শ্রাদ্ধ করিলে তাহার ফল অক্ষয়। ১১০। (নিষেধ ব্যতীত যে কোন) তিথি, নক্ষত্র ও বারে বিশেষ ফলের জন্য কাম্য

র্ব্য (শ্রাদ্ধ) করিতে পারে। হে দ্বিজোত্তমগণ! ত্তিকাতে শ্রাদ্ধ করিলে, স্বর্গলাভ হয় (ইহা ক্ প্রদর্শন মাত্র প্রায় সম্পূর্ণ বিবরণ যাজ্ঞবল্ক্য ধর্মাধ্যায়ে ২৬১ হইতে ২৬৭ শ্লোকে উক্ত য়ছে)। ১১১। কৃষ্ণসার মাংসাদি দ্রব্য জুটিলে উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ জুটিলেই শ্রাদ্ধ করিতে রিবে, তাহাতে কাল নিয়ম নাই। পুত্রজন্ম ভৃতি (জাতেষ্টি প্রভৃতি) সকল কর্ম্মের সংস্কারাদি কর্ম্মের) আরম্ভ হইলে তাহাতে াভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিবে। পর্ব্বকর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ, । বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। প্রতিদিন কর্ত্তব্য াদ্ধ, নিত্য; স্বর্গাদি কামনা করিয়া যে শ্রাদ্ধ রা যায়, তাহা কাম্য এবং অষ্টকাদি নিমিত্ত পস্থিত হইলে যে শ্রাদ্ধ করা যায়, তাহা নৈমিত্তিক। ১১২।১১৩। যে ব্যক্তি নিকটবর্ত্তী শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া অপরকে পাত্রীয়ান্ন) প্রদান করে অর্থাৎ পাত্রীয় াহ্মণ করে, সে সেই কর্ম্ম দ্বারা পাপভাগী ইয়া সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত দগ্ধ করে। ১১৪। দূরবর্ত্তী ব্রাহ্মণের নিকটবর্ত্তী ব্রাহ্মণ ক্ষা শীল বিদ্যা প্রভৃতি গুণ অধিক রিমাণে থাকে, তাহা হইলে শ্রাদ্ধকর্ত্তা বং নিকটবর্ত্তী ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করিয়াও ত্নপূর্ব্বক তাহাকেই পাত্রীয়ান্ন দিবে। 'অতি ক্রম্যাগ্নি" না হইয়া "অতি ক্রম্যাপি" হইবে। ১১৫। অবিদ্বান্ ব্রাহ্মণ,—শ্রাদ্ধীয় পিষ্টক সুবর্ণ, গো, অশ্ব, ভূমি বা তিল (যাহা কিছু) প্রতিগ্রহ করিবে তৎসমস্তই কাষ্ঠবৎ ভস্মীভূত হইয়া যাইবে (ফল জনক হইবে না)। ১১৬।

পতিব্রতা, ভর্ত্তার চিতারোহণ করে, তাহার মৃত তিথি উপস্থিত হইলে দুইটী পিণ্ড পৃথক্ পৃথক্ করিবে। অর্থাৎ একদিনে দুইটী শ্রাদ্ধ করিবে। ১১৭। মৃত ব্যক্তির ধর্ম্মানুসারে পিণ্ডোদকদান (যাজ্ঞবল্ক্য ৩য় অধ্যায় ।১৬১৭। শ্লোক) শ্রাদ্ধ ও পার্ব্বণ কর্ত্তব্য; সপিণ্ডগণ মস্তকাদি মুণ্ডন করিবে। মৃত ব্যক্তির (প্রথম তৃতীয়াদির সপ্তম দিনে) অস্থি সঞ্চয় নামক কর্ম্ম করিবে এবং দশম দিনে পূরক পিণ্ড দিবে। ১১৮। অশৌচের শেষ দিন-জাতসজাতীয় অশৌচান্তরের সম্বন্ধে পূর্ব্বাশৌচের বৃদ্ধি হইলে, দশম দিন কর্ত্তব্যকর্ম্ম—ঊর্দ্ধে অর্থাৎ অশৌচান্ত দিনে হইবে, অস্থি সকল, নষ্ট বা অপহৃত হওয়ায় যদি অস্থি সঞ্চয় কার্য্য পরবর্ত্তী হইয়া দশাহাদিতে হয় কিংবা পুনর্দ্দাহ হয়, তাহা হইলে পিণ্ডোদক নবশ্রাদ্ধ যদি পূর্ব্বে হইয়া থাকে, তথাপিও পুনর্ব্বার তাহা করিবে অর্থাৎ অস্থি খুজিয়া না মিলিলে, বা মৃতপগণ, অর্থ পাইবার প্রত্যাশায় অস্থি অপহরণ করিয়া রাখিলে, (বৈধদিনে অস্থি সঞ্চয় হয় নাই কিন্তু নবশ্রাদ্ধ ও পিণ্ডোদকপূর্ব্বক পিণ্ড প্রদত্ত হইয়াছে) দশম দিনে তৎপরে অস্থি প্রাপ্তি হইলে পুনর্ব্বার পিণ্ডোদক দান ও শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। এবং পূর্ব্বে দাহ হইয়া গিয়াছে কিন্তু পশ্চাতে যদি জানা যায় যে, দাহ অবৈধ হইয়াছে তাহা হইলে পুনর্দ্দাহ করিবে এবং পিণ্ডোদক দান ও নবশ্রাদ্ধ, পূর্ব্বে কৃত হইলেও পুনর্ব্বার করিবে। ১১৯—১২০। সাগ্নিক বা নিরগ্নি দ্বিজ, পিতৃমৃত্যুর পর প্রত্যহ শ্রাদ্ধ করিবে। বিশেষতঃ তীর্থে শ্রাদ্ধ ইহার (মৃতপিতৃক ব্যক্তির) কর্ত্তব্য। ১২১। যদি পিতৃপাত্র উত্তান অর্থাৎ উচু হইয়া থাকে কিংবা বিবর্ত্ত অর্থাৎ বক্রভাবে স্থাপিত হয়, তাহা হইলে পিতৃগণ ক্রুদ্ধ হইয়া সেই অন্ন ভোজন করেন না। ১২২। যাহা অন্নহীন, ক্রিয়াহীন বা মন্ত্রহীন হইবে, তৎসমস্ত নির্দ্দোষ হউক, এই কথা বলিয়া তৎপরে যত্নপূর্ব্বক ভোজন করাইবে। ১২৩। একোদ্দিষ্ট, একোদ্দিষ্ট-বিধিক, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, পার্ব্বণ এবং পার্ব্বণ-বিধিক, এই পঞ্চবিধশ্রাদ্ধ ভৃগুপুত্রকর্ত্তৃক সূচিত হইয়াছে, ইহা জ্ঞাতব্য। এক্ষণে গোবলীবর্দ্দ ন্যায়ে অবান্তর ভেদোক্ত হইতেছে। যাত্রাকালে, প্রযত্নপূর্ব্বক কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ—ষষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে। শুদ্ধির নিমিত্ত কর্ত্তব্য ব্রহ্মকীর্ত্তিত পাবন শ্রাদ্ধ—সপ্তম। ১২৫। দেবোদ্দেশে কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ,—অষ্টম। যাহা করিলে ভয় হইতে মুক্ত হওয়া যায়। বেদে প্রমাণ নাই ও আচার নাই বলিয়া দিবা রাত্রের মধ্যে সন্ধ্যাকালে ও রাত্রিতে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য নহে। মূলে 'অহোরাত্রমদর্শনাৎ" স্থলে "অন্যত্র রাহুদর্শনাৎ" এই পাঠ কোন পুস্তকে আছে, ইহাই সঙ্গত; তাহার অর্থ—গ্রহণ ব্যতীত সন্ধ্যা বা রাত্রিতে শ্রাদ্ধ করিবে না আর দেশবিশেষে অর্থাৎ

স্থান মাহাত্ম্য অনন্ত পুণ্য হইয়া থাকে। ১২৬। যথা গয়াতে শ্রাদ্ধ করিলে তাহা অক্ষয় হয়, প্রয়াগে মরণাদি হইলে, অনন্তফল হয় ও সেই সকল মহাত্মা মনীষিগণ এই গাথা পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করেন। সচ্চরিত্র ও সদ্‌গুণসম্পন্ন বহুপুত্র কামনা করা উচিত; কেন না সেই সমবেত পুত্রগণের মধ্যে যদ্যপি এক জনও গয়াতে গমন করে। ১২৭—১২৮। (যত্ন পূর্ব্বক না হউক) অনুষঙ্গ ক্রমেও গয়ায় গমন করিয়া যদি শ্রাদ্ধ করে, তাহা হইলে, তৎকর্ত্তৃক পিতৃগণ তারিত হ'ন এবং সেও পরম গতি প্রাপ্ত হয়। ১২৯। বরাহ পর্ব্বতে বিশেষতঃ গয়াতে এবং এইরূপ অপরাপর স্থানে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইলে, তৎক্ষণাৎ পিতৃগণ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। ১৩০। ব্রীহি, যব, মাষ, জল, ফল, মূল, শ্যামাক, (নানাবিধ অনিষিদ্ধ) শাক, নীবার, প্রিয়ঙ্গু, গোধূম, তিল, মুদ্গ ও মাষ-বিশেষ দ্বারা পিতৃলোককে পরিতৃপ্ত করিবে। মিষ্ট, ফল, রস, ইক্ষু, কোমল দাড়িম শস্য, বিদার্য্যা, ও কণ্ড (এই সকল বস্তু) শ্রাদ্ধকালে প্রদান করিবে। মধুমিশ্রিত লাজ, দধি ও শর্করার সহিত প্রদান করিবে। ১৩১—১৩৩। শ্রাদ্ধে যত্নপূর্ব্বক হরিণ, অজ প্রভৃতি পশু এবং কূর্ম্ম প্রদান করিবে। মৎস্য মাংস দ্বারা (শ্রাদ্ধ করিলে) পিতৃগণের দুই মাস প্রীতি থাকে, হরিণমাংস দ্বারা করিলে তিন মাস, মেষ মাংস দ্বারা করিলে চার মাস, প্রশস্ত পক্ষি মাংস দ্বারা করিলে পাঁচ মাস, ছাগ মাংস দ্বারা করিলে ছয় মাস, রুরুমৃগ মাংস দ্বারা করিলে নয় মাস, বরাহ মহিষ মাংস দ্বারা করিলে দশ মাস, শশক ও কূর্ম্ম মাংসে একাদশ মাস, গব্য দুগ্ধ ও তদীয় পরমান্নে এক বৎসর এবং বাধ্রীণসের মাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ হইলে পিতৃগণের দ্বাদশবার্ষিকী তৃপ্তি হয়। ১৩৪—১৩৭। কাল শাক, মহা শাক (শাক বিশেষ) "মহাশাক" স্থলে "মহাশল্কাঃ" হওয়াই সঙ্গত, মহাশল্ক (মৎস্য বিশেষ) গণ্ডার ও রক্তবর্ণ ছাগ—ইহাদিগের মাংস, মধু, মূল এবং নীবারাদি সকল প্রশস্ত অন্ন পিতৃগণের অনন্ততৃপ্তিজনক হইয়া থাকে। ১৩৮। দ্বিজ, (উঞ্ছশিল বা অযাচিত বৃত্তি দ্বারা সমাবেশ করিতে না পারিলে অথবা উক্ত কার্য্যে অনধিকারী বলিয়া) স্বয়ং ক্রয় করিয়া বা (যাহার অধিকার আছে সে) যাচ্ঞা করিয়া শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য আহরণপূর্ব্বক তাহা যত্নসহকারে শ্রাদ্ধে প্রদান করিবে, দান করিলে অনন্তফল হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১৩৯—১৪০। পিপ্পলী, গুবাক, মসূর, কশ্মল, অলাবু, বার্ত্তাকু, কূট, ভদ্রমুস্ত, তণ্ডুলীয়ক, রাজমাষ এবং মাহিষদুগ্ধ শ্রাদ্ধে পরিত্যাগ করিবে। ১৪১। দ্বিজোত্তম, কোদ্রব, কোবিদার, স্থূল পাক, আমরী—এই সকল দ্রব্য বিশেষ যত্নসহকারে শ্রাদ্ধকালে পরিত্যাগ করিবে। ১৪২।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

যথাবিধি স্নানানন্তর দেব, ঋষি ও পিতৃতর্পণ করিয়া প্রসন্নচিত্ত ও বাহ্যাভ্যন্তরে পবিত্র হইয়া পিণ্ডান্বাহার্য্যক শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। ১। প্রথমেই বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণদিগের প্রতি দৃষ্টি করিবেন, কেন না সেই ব্রাহ্মণেরাই হব্যকব্য প্রদানের উপযুক্ত পাত্র এবং অতিথিবৎ পূজ্য বলিয়া স্মৃত। ২। যাঁহারা সোমপাননিরত, ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যবাদী, ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী, নিয়মস্থ, ঋতুকালাভিগামী অগ্নিহোত্রী, স্বাধ্যায়সম্পন্ন, যজুর্ব্বেদজ্ঞ, ঋগ্বেদজ্ঞ, ত্রিসুপর্ণ, বা ত্রিমধু হইবেন, অথবা যে ত্রিণাচিকেত, সামবেদবিৎ, জ্যেষ্ঠসামগ, বা অথর্ব্ব-বেদাধ্যায়ী, বিশেষতঃ রুদ্রাধ্যায়ী অগ্নিহোত্রপ্রচারক বেদভাগাধ্যায়ী, পণ্ডিত, পাপাভিজ্ঞ, ষড়ঙ্গবেত্তা, গুরু পূজা দেব পূজা ও অগ্নি পূজাতেও প্রশস্ত, জ্ঞাননিষ্ঠ সর্ব্বদা (অহিংসানিরত, অপ্রতিগ্রাহী যাজক এবং দানশীল ব্রাহ্মণগণ পংক্তিপাবন (যাজ্ঞবল্ক্য প্রথমাধ্যায় ২১৮—২২০ মধ্যে এ বিষয়ের সরল অর্থ লিখিত হইয়াছে,) ৩—৭॥ সমান প্রবর, সগোত্র কিংবা অন্য কোন সম্বন্ধযুক্ত না হইলেও উক্ত ব্রাহ্মণসকলকে পংক্তিপাবন বলিয়া জানিবে। ৮। যোগনিষ্ঠ ব্যক্তিকে ভোজন করানই প্রধান কর্ত্তব্য; তত্ত্বজ্ঞান-

পরায়ণ ব্যক্তিকে ভোজন করান অনন্তর কর্তব্য, অভাবে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীকে, তদভাবে, বা উপকুর্ব্বাণক ব্রহ্মচারীকে ভোজন করাইবে। অর্থাৎ ঈশ্বরভাবন যোগীই পাত্রাসনে আসীন হইবার সর্ব্বপ্রধান উপযুক্ত পাত্র; অভাবে, তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ, তদভাবে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ও তদভাবে উপকুর্ব্বাণক ব্রহ্মচারী।৯। তাহারও অভাব হইলে, মুমুক্ষু এবং সঙ্গবর্জ্জিত (কর্তৃত্বাভিমান বর্জ্জিত) গৃহস্থকে ভোজন করাইবে। কিন্তু সর্ব্বালাভসাধক অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া, বন্ধজনক নানাবিধ কর্ম্মসাধনে তৎপর গৃহস্থকে কদাপি ভোজন করাইবে না।১০। যে ব্যক্তি ইহসংসারে প্রকৃতির গুণজ্ঞ ও তত্ত্বজ্ঞযতিকে ভোজন করায়, সহস্র বেদজ্ঞকে ভোজন করান অপেক্ষা তাহার ফল অধিক।১১। অতএব ঈশ্বরচিন্তনতৎপর যোগিশ্রেষ্ঠকে যত্নসহকারে হব্য ও কব্য ভোজন করাইবে। তাহা না পাইলে, অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে এই কর্ম্মে ভোজন করাইবে।১২। হব্যকব্য প্রদানে ইহাই প্রথম কল্প। এই (নিম্নলিখিত) অনুকল্প সর্ব্বদা সাধুগণ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।১৩। মাতামহ, মাতুল, ভাগিনেয়, শ্বশুর, গুরু এবং দৌহিত্র—ইঁহারা সকলে পণ্ডিত এবং ব্রহ্মণ্য তেজে অধিকতর হইলে, ইঁহাদিগকে (পরে) ভোজন করাইবে।১৪। শ্রাদ্ধে মিত্রকে ভোজন করাইবে না, মিত্রসংগ্রহ ধনদ্বারা কর্ত্তব্য। অন্য গুণাকর অভাবে বরং শ্রাদ্ধকালে গুণবান্ মিত্রকে অর্চ্চনা করিবে, কিন্তু গুণবান্ অরিকে ভোজন করাইবে না, (মূলে "মভিত্বহম্" না হইয়া "মপিত্বরিম্" হইবে)। শত্রু-ভুক্ত হবিঃ পরলোকে ফলপ্রদ হন না।১৬। বেদানভিজ্ঞ ব্যক্তিকে হবির্দ্দান করিলে দাতা তৎফলভাগী হয় না। অমন্ত্রবিৎ ব্যক্তি, হব্য ও কব্যে যতটী গ্রাস ভোজন করিবে (প্রকৃত শ্রাদ্ধকর্ত্তা) পরকালে ততটী প্রজ্বলিত অধোমুখ শূল গ্রাস করে। (মূলে "স্থূলান্" না হইয়া "শূলান্" হইবে)। যদি বিদ্যাযুক্ত অর্থাৎ বেদজ্ঞ ব্রহ্মচারী অথবা যোগীগণ, ভোজন করে, তাহা হইলে সেই শ্রাদ্ধকর্ত্তা মৃত অর্থাৎ ইহপরকালে আদৃত হয়।১৭।১৮। এই সকল (নিম্নলিখিত) দ্বিজ যে হব্য কব্য ভোজন করে, তাহা আসুর হইয়া থাকে। যাহার তিনপুরুষ হইতে বেদ (বেদাধ্যয়ন), বেদী (নিত্য যজ্ঞবেদীতে উপবেশন), বিলুপ্ত হইয়াছে, সে, নিন্দিত ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য। সুতরাং শ্রাদ্ধাদিতে কথনই (নিমন্ত্রয়িতব্য) নহে। শূদ্রশ্রেষ্ঠ, রাজশ্রেষ্ঠ, উদ্ধত অর্থাৎ পিত্রাদির অবমাননাকারী, অধার্ম্মিক, গ্রামযাজী এবং বধবন্ধোপজীবী, ষড়্‌বিধ ব্রহ্মবন্ধু অর্থাৎ নিন্দিত ব্রাহ্মণ, বেদদান করিলেও ইহাদিগকে মনু পতিত বলিয়াছেন।১৯-২১। (বেদমূলক শাস্ত্র) বিক্রয়ী এবং ইহারা (নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ) শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে নিন্দিত হইয়াছে—যাহারা শ্রুতিবিক্রয়ী, পুনর্ভূপতি, সমুদ্রগ অর্থাৎ গৃহস্বামীর অনুমতি ব্যতীত যে চাবিবদ্ধ গৃহে কোনরূপে গমন করে এবং যাহারা হীন (শূদ্রাদি) যাজক, পতিত বলিয়া কীর্ত্তিত সেই সকল ব্যক্তি, যাহারা অপরিচিত ব্যক্তিকে অধ্যাপিত করে বেতন গ্রহণ করিয়া অধ্যাপনা করে, বা যাহারা বেতনগ্রাহী অধ্যাপকের নিকট বেদাধ্যয়ন করে, ভৃতক বলিয়া কীর্ত্তিত সেই সকল ব্যক্তি, বুদ্ধমতাবলম্বী শ্রাবক (বৌদ্ধবিশেষ) নির্গূঢ় অর্থাৎ দিগম্বর জৈন পঞ্চরাত্রবেত্তা (ধর্ম্ম সম্প্রদায়বিশেষ) কাপালিক, পাশুপত ইত্যাদি যত পাষণ্ড আছে; এই সকল দুরাত্মা তামস ব্যক্তিরা যাহার শ্রাদ্ধে হবির্ভোজন করে, তাহার শ্রাদ্ধ সিদ্ধ হইবে না; তাহারা ভোজন করিলে পর লোকে ভোজন দানের ফল হয় না। যে দ্বিজ অনাশ্রমী হইয়া থাকে, অথবা নিরর্থক আশ্রমী বা মিথ্যাশ্রমী হয়, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! তাহাদিগকে পংক্তিদূষক বলিয়া জানিবে। দুশ্চর্ম্মী, কুনখী, কুষ্ঠী, শ্বিত্রযুক্ত, শ্যাবদন্ত, ক্রূর, বাণিজিক অর্থাৎ বাণিজ্যকারী, চোর, ক্লীব, নাস্তিক, মদ্যপাননিরত, বৃষলীরত, বীরঘাতী দিধিষূপতি (জ্যেষ্ঠা সহোদরার বিবাহ হইবার পূর্ব্বে বিবাহিতা কনিষ্ঠাকে অগ্রেদিধিষূ এবং জ্যেষ্ঠাকে দিধিষূ বলে, তাহার স্বামী) এবং মৃতভ্রাতার ভার্য্যা, ধর্ম্মতঃ পুত্রোৎপাদনার্থে নিয়োজিত

হইলেও তাহাতে যদি অনুরাগ ক্রমে রত হয়, তাহা হইলে ঐ পুরুষকে দিধিষূপতি বলে) অগ্রে দিধিষূপতি, গৃহদাহী, কুণ্ডাশী (কুণ্ড পূর্ব্বোক্ত জারজপুত্র বিশেষ তাহার অন্ন ভোজী) সোমরস বিক্রয়ী ব্রাহ্মণ, পরিবেত্তা, পরিবিত্তি, নিরাকৃতি অর্থাৎ যে, পঞ্চমহাযজ্ঞ না করে পুনর্ভূপুত্র, কুসীদজীবী, নক্ষত্রদর্শক (জ্যোতিষ শাস্ত্রোপজীবী) গীত বাদ্যশীল, ব্যাধিযুক্ত, কাণ, হীনাঙ্গী, অতিরিক্তাঙ্গ, অবকীর্ণী, কন্যাদূষক, কুণ্ড, গোলক, অভিশস্ত, দেবল, দূষিত ব্রহ্মচারী ও যতি, মিত্রদ্রোহী, খল, যে সর্ব্বদা স্ত্রীলোককে প্রহার করে (উপযুক্ত কারণব্যতীত) মাতাপিতা ও গুরুত্যাগী, ভার্য্যাত্যাগী, অনপত্য, কূটসাক্ষী, সূপকার, সর্পজীবী, সমুদ্রযাত্রাকারী, কৃতঘ্ন, বর্ত্মভেদক, বিশ্বাসঘাতক, বেদনিন্দারত, দেবনিন্দারত, এবং দ্বিজনিন্দারত, এই সকল ব্যক্তি শ্রাদ্ধকর্ম্মে বর্জ্জনীয়। ২২—৩৪। (কেননা) যে বেদনিন্দক,—সে কৃতঘ্ন, সে খল, সে ক্রূর এবং সে নাস্তিক। মিত্রঘাতী—পরদারগামী এবং পণ্ডিতের অযথা কীর্ত্তনকারী, (ইহারাও শ্রাদ্ধে বর্জ্জনীয়)। ৩৫। এ বিষয় অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন, যাহারা বিহিত কার্য্য করিয়াও নিন্দিত কর্ম্ম করে শ্রাদ্ধকর্ম্মে তাহাদিগকেও যত্ন সহকারে পরিত্যাগ করিবে। ৩৬।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

শ্রাদ্ধের পূর্ব্ব দিন উৎকৃষ্ট গোময় জল দ্বারা (শ্রাদ্ধভূমি) সম্মার্জ্জিত করিয়া সংযতভাবে অবস্থিত শ্রাদ্ধকর্ত্তা, (পাত্রান্নদানে অভিমত) সকল ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া "আগামী কল্য আমি শ্রাদ্ধ করিব (আপনি পাত্রাসন অলঙ্কৃত করিবেন) এই কথা বলিয়া পূর্ব্বদিনে তাঁহাদিগকে একে একে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিবে ১। পূর্ব্বদিনে সম্ভাবনা হইলে পর দিনেই যথোক্ত লক্ষণাক্রান্ত ব্রাহ্মণকে (নিমন্ত্রিত করিবে)। শ্রাদ্ধকর্ত্তার সেই সকল (সম্প্রদানীয়) পিতৃপিতামহগণ জানিতে পারিয়া শ্রাদ্ধ সময় উপস্থিত হইলে অনন্তমনে ভিক্ষাকরত মনোবেগে (পিতৃলোক হইতে আগত হ'ন) সেই সকল (নিমন্ত্রিত) ব্রাহ্মণ আগমন করেন এবং অন্তরীক্ষচারী হইয়া পিতৃগণও তাঁহাদিগের অনুগমন করেন। (শ্রাদ্ধকালে) পিতৃগণ প্রাণবায়ুবৎ অবস্থিতি করেন, অনন্তর ভোজন সমাপ্ত হইলে পরম গতি প্রাপ্ত হ'ন। যে সকল ব্রাহ্মণ যে শ্রাদ্ধ উপস্থিত হওয়ায় নিমন্ত্রিত হয়, তাহারা সেই শ্রাদ্ধে ব্রহ্মচর্য্য পরায়ণ এবং সংযত হইয়া থাকিবে।—প্রত্যেকেই ক্রোধশূন্য, ত্বরাশূন্য সত্যবাদী ও সমাহিত হইয়া থাকিবে। ২—৫। শ্রাদ্ধান্নভোজী ব্যক্তি সেই দিনে ভয়, মৈথুন, অধ্বাগমন, এবং সন্ধ্যোপাসনা পরিত্যাগ করিবে। যে ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়া অন্যের নিকট নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে, সে পাপী, এবং যে দ্বিজ, আবশ্যকমত একাদি ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া পশ্চাৎ মোহবশতঃ অপরকে নিমন্ত্রণ করে, সে পূর্ব্বোক্ত পাপী অপেক্ষা অধিক পাপী, বিষ্ঠাকীট হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ৬। ৭। যে বিপ্র শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া মৈথুন করে, সে, ব্রহ্মহত্যা পাপে পাপী হয়, সুতরাং নরকভোগান্তে তীর্য্যক্ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ৮। যে দুর্ম্মতি ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়া (শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করিয়া) অধ্বগমন করে তাহার পিতৃগণ সেই মাস কেবল ধূলি ভোজন করিয়া থাকেন। ৯। যে দ্বিজ শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া কলহ করে, তাহার পিতৃগণ সেইখানে কেবল মলি ভোজন করিয়া থাকেন। ১০। অতএব দ্বিজ শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া সংযতাত্মা হইয়া থাকিবে শ্রাদ্ধ কর্ত্তাও ক্রোধশূন্য শৌচপর ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকিবে। শ্রাদ্ধকর্ত্তার সম্মুখে দক্ষিণদিক গমন করিয়া শোভমান নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণকে সুনির্ম্মল সমূল দক্ষিণাগ্র কুশ ও জল, শ্রাদ্ধকর্ত্তা একাগ্রচিত্তে প্রদান করিবে। ১১। দক্ষিণদিকে ঈষৎ নিম্ন স্নিগ্ধ, শুভলক্ষণান্বিত, নির্জ্জন পবিত্র স্থান গোময় দ্বারা, লিপ্ত করিবে। ১২—১২ নদীতীর, তীর্থ, স্বীয়ভূমি ও গিরিসানু—পবিত্র ও নির্জ্জন এইসকল স্থানে দান করিলে, পিতৃগণ সন্তুষ্ট হন। ১৪। পরকীয়

ভূমিভাগে পিতৃগণের শ্রাদ্ধাদি করিবে না। মোহবশতঃ মনুষ্যগণ ঐ স্থানে যাহা কিছু করিবে, অপরের স্বামিত্ব হেতুক, সেইকার্য্য বিহত হইবে। ১৫। পবিত্র বন, পর্ব্বত, তীর্থস্থান, যজ্ঞায়তন এই সকল স্থান অস্বামিক বলিয়া কথিত, তাহাতে কাহারও অধিকার নাই। ১৬। দ্বিজ, সেই স্থান চিহ্নিত করিয়া লইবে, এবং সেই স্থানের মধ্যে তিল বিকীরণ করিবে, অসুর দূষিত সকল স্থানই তিল ও যববিশেষ দ্বারা শুদ্ধ হয়। ১৭। অনন্তর বহুধা সংস্কৃত, বহুব্যঞ্জনান্বিত, অব্যয় অর্থাৎ নূতন এবং যাহা হইতে পূর্ব্বে কিছুমাত্র ব্যয় হয় নাই, চোষ্য এবং পেয়যুক্ত, অন্ন, যথাশক্তি প্রস্তুত করিবে। ১৮। অনন্তর মধ্যাহ্নকাল নিবৃত্ত হইলে, ছিন্ননখশ্মশ্রু দ্বিজগণের নিকট উপস্থিত হইয়া যথাপদ্ধতি দন্তধাবন করিতে দিবে। ১৯। তৈল, অভ্যঞ্জন, স্নানজল, স্নানীয় গন্ধাদি বিবিধ দ্রব্য, ঔড়ুম্বর পাত্রে প্রদান করিবে, বৈশ্বদেব অর্থাৎ দেবপক্ষীয় ব্রাহ্মণকে পিতৃপক্ষীয় ব্রাহ্মণ অপেক্ষা পূর্ব্বে প্রদান করিবে। ২০। স্নান করিয়া সেই স্থানে সমাগত ব্রাহ্মণকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রত্যুত্থান করত পাদ্য আচমনীয় প্রভৃতি দ্রব্য যথাক্রমে প্রদান করিবে। ২১। যে সকল বিপ্র নিমন্ত্রিত হইয়া পূর্ব্বপক্ষে (দৈবপক্ষে) অতিশয় শোভাযুক্ত হন, তাঁহাদিগের দর্ভোপধানযুক্ত আসনপূর্ব্বমুখ হইবে। সেই সকল আসনের একগাছ দর্ভ, দক্ষিণাগ্র হইবে এবং আসনসমস্ত তিলোদক প্রোক্ষিত হইবে। তাহাতে "আস্যতাং" উপবেশন কর, বলিয়া দেবকল্প এই সকল ব্রাহ্মণকে উপবেশন করাইবে। তাহারা (ব্রাহ্মণেরা) ও পৃথক পৃথক্ ভাবে দৈবপক্ষে দুইজন পূর্ব্বমুখ হইয়া এবং পিতৃপক্ষে তিনজন উত্তরমুখ হইয়া উপবেশন করিবে। ২২—২৪। অথবা উভয় পক্ষে এক একজন ব্রাহ্মণ থাকিবে। মাতামহ পক্ষে এইরূপ নিয়ম। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণের আধিক্য,—ব্রাহ্মণ পূজা, দক্ষিণা-প্রবণাদি-দেশ, অপরাহ্নাদি কাল, শ্রাদ্ধভোক্তৃকর্ত্তৃক গত পবিত্রতা এবং গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ লাভ, এই পঞ্চবিধ শ্রাদ্ধগুণকে বিনষ্ট করে, তজ্জন্য অধিক ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিতে অভিলাষী হইবে না। ২৫। অথবা বেদপরায়ণ শ্রুতি-শীলাদিসম্পন্ন কুলক্ষণবর্জ্জিত একজন ব্রাহ্মণকেই ভোজন করাইবে। ২৬। সকল বিশুদ্ধাত্মা ব্যক্তিই প্রশস্ত পাত্রে অন্নদান করিতে অভিলাষী, দেবতায়তনে এই পাত্রে অন্নদান করিবে (দেব মানব পরিবৃত) ত্রৈলোক্য,—অভিলাষী। ২৭। পাত্রীয়ায় অগ্নিতে আহুতি দিবে, অনন্তর ব্রহ্মচারী (নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ) কে ভোজন করিতে দিবে। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ (ভোজনে) উপবিষ্ট হইলে, যে ভিক্ষুক বা ব্রহ্মচারী ভোজন করিবার নিমিত্ত আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাকেও উত্তম ভোজন করাইবে। কেননা যে শ্রাদ্ধে অতিথিতে ভোজন না করে, সে শ্রাদ্ধ বিশেষ প্রশস্ত নহে। ২৮। ২৯। অতএব তীর্থস্থানেও অতিথিগণ দ্বিজাতির পূজ্য। যে সকল দ্বিজাতি শ্রাদ্ধে ভোজন করে, তাহারা সেই অহোরাত্র অতিবাহিত না করিয়া মৈথুনাসক্ত হইলে বা দান করিলে ইহারা কাকযোনি প্রাপ্ত হয়, ইহাতে সংশয় নাই। হীনাঙ্গ, পতিত, কুষ্ঠী, বণিক, পুক্বস, পূতিনাসিক, কুক্কুট, শূকর এবং কুক্কুর—ইহাদিগকে শ্রাদ্ধকালে যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। (শ্রাদ্ধকর্ত্তা ও শ্রাদ্ধভোক্তা) বীভৎস, অশুচি, ম্লেচ্ছ এবং রজস্বলাকে স্পর্শ করিবে না। ৩০—৩২। নীল বসন, বৃথা কষায় বসন, এবং পাষণ্ডগণকে পরিত্যাগ করিবে। তাহাতে (শ্রাদ্ধে) পিতৃপক্ষে, ব্রাহ্মণদিগের প্রতি যে কার্য্য কৃত হয়, বৈশ্বদেব পূজন অর্থাৎ দেবপক্ষীয় ব্রাহ্মণ পূজন উপলক্ষেও তৎসমস্ত কর্ত্তব্য। যথোপবিষ্ট সেই সকল ব্রাহ্মণকে ভূষণ দ্বারা অলঙ্কৃত করিবে। ৩৩। ৩৪। "যা দিব্যা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ব্রাহ্মণের হস্তে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। শক্ত্যনুসারে গন্ধমাল্য ও ধূপাদি প্রদান করিবে। ৩৫। অনন্তর বিরুত্তোত্তরীয় এবং দক্ষিণ মুখ হইয়া পণ্ডিত ব্যক্তি ব্রাহ্মণদিগের নিকট অনুমতি লইয়া—"উশন্তস্ত্বা" ইত্যাদি আদি মন্ত্র দ্বারা পিতৃগণের আবাহন করিবে। আবাহন করিবার পর "আয়ান্তুনঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। "শন্নোদেবী" মন্ত্র দ্বারা পাত্রে জল এবং

"অপহতা অসুরা রক্ষাংসি" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা তিলক্ষেপ করিয়া পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ দিগের হস্তে অর্ঘ্য প্রদানান্তর অর্ঘ্যবিশিষ্ট জলসকল সমাহিত হইয়া (যথাক্রমে) একটী পাত্রে রাখিবে; এই পাত্রসহ প্রথম অর্ঘ্য-পাত্রকে পিতৃগণের সহিত অর্থাৎ তাঁহাদিগের আবাসস্থান রূপে রাখিয়া—ঘৃতাক্ত অন্ন গ্রহণ-পূর্ব্বক অগ্নৌকরণমহং করিষ্যে অর্থাৎ তবে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করি বলিয়া জিজ্ঞাসা করিবে। পরে "কুরুষ" অর্থাৎ কর, এই-রূপ অনুমতি পাইবার পর উপবীতী হইয়া হোম করিবে, যজ্ঞোপবীতী এবং কুশহস্ত হইয়া হোম করা উচিত। ৩৬—৪০। অথবা প্রাচীনাবীতী হইয়া পিতৃপক্ষে ও দেবপক্ষে হোম করিবে—পরে, দেবপক্ষ পরিবেশন করিবার সময়ে দক্ষিণ জানু পাতন করিবে "সোমায় পিতৃমতে স্বাহা" অনন্তর "অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বাহা" এই বলিয়া হোম করিবে। সুসমাহিত হইয়া মহাদেব-সমীপবর্ত্তী স্থানে বা গোষ্ঠে অবস্থিতি করিয়া (শ্রাদ্ধ করিবার সময়ে) অগ্রভাবে ব্রাহ্মণের হস্তেই ঐ মন্ত্র দ্বারা প্রদান করিবে *। ৪১—৪৩। অনন্তর ব্রাহ্মণদিগের অনুজ্ঞাত হইয়া দেব-প্রদক্ষিণ ও স্বীয় ইষ্টদেব প্রদক্ষিণ করিয়া, গোময়োপলিপ্ত সম্মুখস্থ শাস্ত্রানুকূল এবং মঙ্গলজনক চতুষ্কোণ, মণ্ডল করিবে। একটী স্তম্ভ করিয়া সেই মণ্ডল মধ্য তিনবার আস্ফোটিত করিবে। অনন্তর সেই স্থানে দক্ষিণা-গ্রদর্ভ মুষ্টি বিছাইয়া, একাগ্রচিত্তে, তাহাতে, হুতাবশিষ্ট দ্রব্য দ্বারা তিনটী পিণ্ড প্রদান করিবে। অনন্তর তাহাতে পিণ্ডদান করিয়া লেপভোজিগণের তৃপ্তির জন্য সেই সকল আস্তীর্ণ দর্ভে হস্তঘর্ষণ করিবে; অনন্তর ক্রমে, আচমন ও প্রাণায়াম করিয়া, পিণ্ডসমীপে, ধীরে ধীরে শেষ জলধারা দিবে। অনন্তর সমাহিত হইয়া, ঈষৎ আঘ্রাতে পিণ্ডসকলকে অবহত করিবে। অনন্তর পিণ্ডাবশিষ্ট অন্ন যথাবিধি ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি ইহাতে (শ্রাদ্ধে) ছয় ঋতু, পিতৃ-লোক, দেবতাকে প্রণাম করিবে। ৪৪—৪৯। শ্রাদ্ধান্ন ভোজন কালে যদি দীপ নির্ব্বাণ হয়, তাহা হইলে, আর অন্ন ভোজন করিবে না, ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হয়। ৫০। মাষ, বিবিধ অপূপ, সরস পায়স, অভিলষিত সূপ, শাক, ফল, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত ও মধু প্রদান করিবে। ৫১। যথাভিলষিত অন্ন ও বিবিধ ভক্ষ্য, পেয় এবং অন্যান্য যাহা যাহা নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠদিগের অভিলষিত, তত্তৎসমস্ত বস্তুই প্রদান করিবে। ৫২। ধান্য, বিবিধ তিল, বিবিধ শর্করাও দিবে কল্যাণাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি—ফল, মূল এবং পানীয় দ্রব্য ভিন্ন সকল প্রকার খাদ্যই উষ্ণ থাকিতে দ্বিজগণকে প্রদান করিবে। (তৎকালে) কদাচ অশ্রুবিসর্জ্জন করিবে না, ক্রোধ করিবে না এবং মিথ্যাকথা বলিবে না। ৫৩। ৫৪। পাদদ্বারা অন্ন স্পর্শ করিবে না। এবং ইহা (অন্ন) অবধূনিত (ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত) করিবে না। যাহা ক্রোধসহকারে প্রদত্ত, যাহা ত্বরাপূর্ব্বক প্রদত্ত এবং যাহা পাপিষ্ঠসম্বন্ধ, সেই সকল অন্ন, রাক্ষসেরা বিলুপ্ত করে। স্বিন্ন গাত্র হইয়া, ভোক্তৃ ব্রাহ্মণদিগের সমীপে অবস্থান করিবে না। ৫৫। ৫৬। কাকাদি অবলোকন করিবে না। পক্ষিগণকে তাড়াইয়া দিবে না, কারণ পিতৃগণ সেই সমস্ত রূপ ধারণ করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য শ্রাদ্ধ স্থানে উপস্থিত হইয়া থাকেন। ৫৭। তাহাতে শ্রাদ্ধভোক্তৃ ব্রাহ্মণকে, হস্তে করিয়া অর্থাৎ পাত্রাদি না লইয়া কেবল হস্ত সাহায্যে কোন বস্তু প্রদান করিবে না। প্রত্যক্ষ (কোন বস্তুর সহিত অমিশ্রিত) লবণ প্রদান করিবে না। লৌহময় পাত্রে করিয়া দিবে না; এবং অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক দিবে না। ৫৮। কাঞ্চন পাত্রে বা উডুম্বর পাত্রে করিয়া প্রদান করিলে, বিশেষতঃ খড়্গ (গণ্ডার-খড়্গ) পাত্রে করিয়া দান করিলে উৎকৃষ্ট আধিপত্য প্রাপ্ত হয়। ৫৯। যে ব্যক্তি, শ্রাদ্ধে মৃণ্ময়পাত্রে করিয়া পিতৃগণকে ভোজন করায়, অর্থাৎ তাঁহাদিগের তৃপ্তি-উদ্দেশে তৎপাত্রাসনাসীন ব্রাহ্মণকে ভোজন

* মহাদেব সমীপবর্ত্তী স্থানে বা গোষ্ঠে অবস্থিতি করিয়া কথাটী ঐ দুই স্থান যে শ্রাদ্ধের পক্ষে প্রশস্ত, তাহা জানাইবার জন্য। কেহ বলেন অগ্রভাবে, ব্রাহ্মণের হস্তে, মহাদেব সমীপে বা গোষ্ঠে দিবে।

করায় সে, এবং ভোক্তা, পুরোধানয়কে গমন করে।৬০। পংক্তির মধ্যে ন্যূনাধিক প্রদান করিবে না। ভোক্তার পক্ষে দাতার নিকট যাচ্ঞা করা নিষেধ এবং পরস্পর কলহ করা অকর্ত্তব্য। কেন না, অন্নলোকে অন্ন যাচ্ঞা করিলেও, আপনাকেই ভীষণ নরকে প্রেরণ করে।৬১। মৌনাবলম্বী হইয়া ভোজন করিবে, জিজ্ঞাসিত হইলেও প্রস্তুত ভোজ্যের গুণ কীর্ত্তন করিবে না। যেহেতু,—যে পর্য্যন্ত ভোজ্যগুণ কথিত না হয়, ততক্ষণই পিতৃগণ ভোজন (ভোজনজনিত প্রীতিলাভ) করিয়া থাকেন।৬২। প্রথমাসনোপবিষ্ট ব্রাহ্মণ, দর্শন-তৎপর অন্যান্য সকল ব্রাহ্মণকে উপেক্ষা করিয়া, অগ্রে ভোজন করিবে না; যে ভোজন করে, সেই অজ্ঞ, পংক্তির পাপরাশি স্বয়ং গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়।৬৩। শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত দ্বিজোত্তম, শ্রাদ্ধীয় বস্তুর কিছুমাত্র পরিত্যাগ করিবে না, মাষকলায় দিতে আসিলেও নিষেধ করিবে না। অপরের অন্ন অবলোকন করিবে না।৬৪। যে দ্বিজ, পিতৃকার্য্যে নিমন্ত্রিত হইয়া মাষ ভোজন না করে, সে জন্মান্তরে একবিংশতি জন্ম পশুত্ব প্রাপ্ত হয়।৬৫। ইহাঁদিগকে স্বাধ্যায় (বেদমন্ত্র) ধর্ম্মশাস্ত্র, ইতিহাস পুরাণ এবং উৎকৃষ্ট-শ্রাদ্ধকল্প। (শ্রাদ্ধ প্রতিপাদক শাস্ত্রাংশ) শ্রবণ করাইবে।৬৬। ব্রাহ্মণদিগের ভোজন হইলে পর, পরিতৃপ্ত ব্রাহ্মণদিগকে "স্বদিত" অর্থাৎ উত্তম আহার হইল ত ইহা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদিগকে আচমন করাইবে. কৃতাচমন ব্রাহ্মণদিগকে, ভোঃ অর্থাৎ সম্বোধনপূর্ব্বক "অভিরম্যতাম্" বলিয়া অনুজ্ঞা করিবে। অনন্তর ব্রাহ্মণগণ, "স্বধাস্তু" এই কথা বলিবে।৬৭।৬৮। অনন্তর কৃতাহার সেই সকল ব্রাহ্মণকে অন্নশেষের অস্তিতা অবগত করাইবে, পরে সেই সকল দ্বিজগণ, যাহা বলিবেন, তাঁহাদিগের অনুজ্ঞাত হইয়া তাহাই করিবে।৬৯। পিত্র্যে একোদ্দিষ্টও পার্ব্বণ (পিতৃপক্ষে) ব্রাহ্মণের প্রতি "স্বদিত" এই কথা—গোষ্ঠে (গোষ্ঠীশ্রাদ্ধ বিশ্বামিত্র কথিত শ্রাদ্ধবিশেষ তাহাতে) "সুশ্রুত" এই কথা—অভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে "সম্পন্ন" এই কথা,—এবং দৈবপক্ষে "রুচিত" এই কথাই বক্তব্য।৭০। দৈবপক্ষীয়-ব্রাহ্মণ ক্রমে সেই সকল ব্রাহ্মণকে বিদায় দিয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক, দক্ষিণ দিক্ অবলোকন করত পিতৃগণ-সন্নিধানে এই (নিম্নলিখিত) বর সকল প্রার্থনা করিবে।৭১। "যেন" আমাদিগের বংশে দানশীল পুরুষের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, আমাদিগের বংশে যেন বেদ (অধ্যয়ন অধ্যাপনাদিদ্বারা) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আমাদিগের বংশে যেন বেদার্থ-শ্রদ্ধা অন্তর্হিত না হয়, এবং আমাদিগের বংশে যেন বহু দেয় (ধনাদি) হয়।৭২। পিণ্ড সকলকে, গাভীকে, ছাগকে, বিপ্রকে, অগ্নিতে বা জলে, অর্পণ করিবে, এবং ব্রাহ্মণেরা আসনে উপবিষ্ট থাকিতে তাঁহাদিগের উচ্ছিষ্ট মার্জ্জনা করা নিষিদ্ধ।৭৩। সুতার্থী ব্যক্তি, সেই সকল পিণ্ড হইতে মধ্যম পিণ্ডটি পত্নীকে দিবে (পত্নীও "আধত্ত পিতরো গর্ভং" ইত্যাদি মন্ত্রানুসারে তাহা ভোজন করিবে)। অনন্তর হস্ত প্রক্ষালন ও আচমন করিয়া শেষে জ্ঞাতিগণকে ভোজন করাইবে।৭৪। জ্ঞাতিগণ পরিতুষ্ট হইলে পর, স্বীয় ভ্রাতৃগণকে ভোজন করাইবে। সর্ব্বশেষে পত্নীগণের সহিত স্বয়ং শেষ অন্ন ভোজন করিবে।৭৫। যতক্ষণ সূর্য্য, অস্তমিত না হ'ন, ততক্ষণ সেই উচ্ছিষ্ট অবলোকন করিবে না। পতি-পত্নী সেই রজনীতে ব্রহ্মচর্য্য করিয়া থাকিবে।৭৬। যে ব্যক্তি, শ্রাদ্ধদান, বা শ্রাদ্ধভোজন করিয়া মৈথুন সেবা করে, সে মহারৌরব নরক ভোগ করিয়া পরে আবার কৃমিযোনি প্রাপ্ত হয়।৭৭। শ্রাদ্ধকর্ত্তা ও শ্রাদ্ধভোক্তা, সেই দিন শুচি, অক্রোধ, শান্ত, সত্যবাদী, এবং সমাহিত হইবে, আর স্বাধ্যায় ও সন্ধ্যোপাসনা বা দান পরিত্যাগ করিবে।৭৮। যে সকল দ্বিজাতি, শ্রাদ্ধ করিয়া অপরের শ্রাদ্ধ ভোজন করে, তাহারা মহাপাতকীর তুল্য; সুতরাং বহু নরকে গমন করে।৭৯। এই চির প্রচলিত শ্রাদ্ধকল্প সম্পূর্ণ রূপে তোমাদিগকে বলিলাম। * উদাসীন

* এই শ্রাদ্ধ পদ্ধতি, শাখান্তরীয়, অথবা ইহাকে যথাযথ অনুক্রমে ও সম্পূর্ণভাবে বিধি ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ নাই, ব্যুৎক্রমেও আছে; স্ব-স্ব-গৃহ্য-সূত্রানুসারে ক্রমনির্ণয় ও পুরণাদি করিয়া লইবে।

ব্যক্তিই নিত্য আম শ্রাদ্ধ করিবে, এই জন্য (গৃহস্থ) তাহা করিবে না। ৮০। নিরগ্নি অধ্বগ, ও ব্যসনান্বিত দ্বিজ, আমান্ন দ্বারা (পার্ব্বণ) শ্রাদ্ধ করিবে, শূদ্র আমান্নদ্বারা শ্রাদ্ধ সর্ব্বদাই করিবে। ৮১। বিধিজ্ঞ, দ্বিজ, শ্রদ্ধান্বিত হইয়া (যখন) আমশ্রাদ্ধ করিবে (তখন) তদ্দ্বারাই অগ্নৌকরণ" করিবে এবং তদ্দ্বারাই পিণ্ডদান করিবে। ৮২। যে ব্যক্তি সংযতচিত্ত হইয়া বিধি অনুসারে আবশ্যকমত এই শ্রাদ্ধ করে, সে পাপমুক্ত হইয়া বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হয়। ৮৩। অতএব দ্বিজোত্তম, বিধি যত্নসহকারে সকল শ্রাদ্ধ করিবে। তদ্দ্বারা অনাদি অনন্ত ঈশ্বর, সম্যক্ প্রকারে আরাধিত হ'ন। ৮৪। হে দ্বিজগণ! নির্ধন দ্বিজোত্তম, স্নানান্তে তিলোদক দ্বারা পিতৃতর্পণ করিয়া ফল মূল দ্বারাও শ্রাদ্ধ করিবে। ৮৫। পিতা বর্ত্তমান থাকিতে শ্রাদ্ধ করিবে না (সুতরাং তাহাদিগের হোমান্ত কার্য্যই বিহিত অর্থাৎ নিত্য শ্রাদ্ধ তর্পণাদি না থাকায় স্নান সন্ধ্যা ও হোমাদি করিবে)। অথবা পিতা যাহাদিগের শ্রাদ্ধ করেন, তাহাদিগের শ্রাদ্ধ করিতে পারিবে, ইহা প্রধান পণ্ডিতদিগের মত (প্রায়শ্চিত্তাঙ্গ পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে এবং আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে জীবৎ-পিতৃকের অধিকার-জ্ঞাপনার্থ শেষ পক্ষ কথিত হইয়াছে)। ৮৬। যাহার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, ইহাদিগের মধ্যে যে মরিবে, তাহাকে সে পিণ্ড দিবে। অপরের দিবে না। ৮৭। এবং উহাদিগের মধ্যে জীবন্তকে ভক্তিসহকারে যথেচ্ছ ভোজন করাইবে। জীবন্তকে ত্যাগ করিয়া অপরকে দান করা অনুচিত, এইরূপ শ্রুতি জানা আছে। ৮৮। দ্ব্যামুষ্যায়ণ পুত্র উভয় পিতাকে পিণ্ড দিবে, কারণ সে, (দ্ব্যামুষ্যায়ণ,) বীজ হইতে উৎপন্ন (এইজন্য জনক পিতাকে পিণ্ড দিবে) এবং যদি (ক্ষেত্রী) অপত্যশূন্য ভার্য্যা দ্বারা নিয়োগ ধর্ম্মে পুত্র উৎপাদিত করে (তবেই সে দ্ব্যামুষ্যায়ণ)—এই জন্য ক্ষেত্রী পিতাকেও দিবে। পুত্র না থাকায় স্বামীর, স্বামী অবিদ্যমানে অন্য কোন গুরুজনের নিয়োগে (নিয়োগ ধর্ম্ম যাজ্ঞবল্ক্য প্রথম অধ্যায়ের ৬৮।৬৯ শ্লোকে কথিত হইয়াছে) বাগ্দত্তা পত্নী অপুত্র দেবরাদি দ্বারা, "ইহাতে যে পুত্র হইবে, তাহা আমাদিগের উভয়েরই" এইরূপ অঙ্গীকারপূর্ব্বক যে পুত্র উৎপাদিত করিবে, সে দ্ব্যামুষ্যায়ণ—নিজ জননীর স্বামী, (ক্ষেত্রী এবং জনক উভয়েরই পিণ্ডদানে অধিকারী) ।৮৯। বিনা নিয়োগে যাহার বীর্য্য হইতে, যে পুত্র উৎপন্ন হয়, সেই পুত্র, সেই বীজী পিতাকেই পিণ্ড দিবে। ইহার অন্যথা হইলে অর্থাৎ নিয়োগ ধর্ম্মানুসারে এবং "যে পুত্র হইবে, তাহা আমাদিগের উভয়েরই" এরূপ স্বীকার না করিয়া উৎপাদিত পুত্র ক্ষেত্রী পিতাকে পিণ্ড দান করিবে। ৯০। (পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে দ্ব্যামুষ্যায়ণ ব্যক্তি) ক্ষেত্র পিতা ও বীজী পিতার (প্রত্যেককে এক একটী করিয়া) দুইটী পিণ্ড দিবে, অথবা এক শ্রাদ্ধে বীজীর নাম কীর্ত্তন (পিণ্ডদানাদি) করিয়া তদনন্তর (সেই দিনেই) অন্য-শ্রাদ্ধে ক্ষেত্রীকে পিণ্ড দিবে। ৯১। মৃত তিথিতে একোদ্দিষ্ট বিধানে শ্রাদ্ধ করিবে। (মৃত তিথি শুদ্ধকালেই হউক আর নাই হউক যখনই হইবে সেই সময়েই শ্রাদ্ধ)। কিন্তু যে, অভীষ্ট সিদ্ধি উদ্দেশে কাম্য শ্রাদ্ধ করে, সে, (কালের) শৌচ অশৌচ ও পর্য্যালোচনা করিবে। ৯২। অভ্যুদয়ার্থী ব্যক্তি, পূর্ব্বাহ্নে শ্রাদ্ধ করিতে অর্থাৎ আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ পূর্ব্বাহ্ন কর্ত্তব্য সেই শ্রাদ্ধের সকল কার্য্যই দৈব (দেব-পক্ষীবৎ) হইবে। ৯৩। চারিদিকে (আবশ্যক মত) দর্ভ স্থাপন করিবে, সে শ্রাদ্ধকর্ত্তা, তাহাতে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে, "নান্দিমুখাঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তাং অর্থাৎ নান্দীমুখ পিতৃগণ প্রীত হউন," ইহা বলিবে। প্রথমে মাতৃপক্ষীয়, শ্রাদ্ধ, অনন্তর পিতৃপক্ষীয়, তৎপরে মাতামহ পক্ষীয় - বৃদ্ধি কালে এই শ্রাদ্ধত্রয় স্মৃত হইয়াছে, দৈবপূর্ব্বক এই শ্রাদ্ধ দিবে অর্থাৎ এই শ্রাদ্ধত্রয়ের পূর্ব্বে দেবপক্ষীয় শ্রাদ্ধ) কোন কার্য্যই অপ্রদক্ষিণ (বামাবর্ত্তে) করিবে না। ৯৪।৯৫। বিচিত্র স্থণ্ডিলে, দেবমূর্ত্তির উপর বা ব্রাহ্মণের উপর, পুষ্প ধূপ নৈবেদ্য ও ভূষণ দ্বারা পূজা করিয়া, উপবীতী ও পূর্ব্বমুখ থাকিয়াই একাগ্রচিত্তে পিণ্ডদান করিবে। পণ্ডিত ব্যক্তি মাতৃগণের পূজা করিয়া শ্রাদ্ধত্রয় (দৈবপূর্ব্বক) করিবে ৯৬।৯৭। যে ব্যক্তি মাতৃযাগ না করিয়া

শ্রাদ্ধ করে, মাতৃগণ ক্রোধযুক্ত হইয়া তাহার হিংসা করিয়া থাকেন (গৌরীপদ্মা প্রভৃতি মাতৃগণ ভবিষ্যতে উল্লিখিত হইবে)। ৯৮।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, সপিণ্ডের মধ্যে কাহারও জন্ম বা মৃত্যু হইলে ব্রাহ্মণদিগের দশাহ অশৌচ। ১। অহিত, হইবে ভাবিয়া অশৌচে, নিত্যকর্ম্ম, বিশেষতঃ কাম্য কর্ম্ম করিবে না, স্বাধ্যায়ের কথা মনেও করিবে না। ২। সাগ্নিক ব্যক্তি, শুচি ও অক্রোধ হইয়া অশৌচরহিত দ্বিজগণকে ভোজন করাইবে, পিতৃগণ উদ্দেশেও ১ শুষ্কান্ন ও ফল দ্বারা অগ্নিতে হোম করিবে। ৩। ইহাদিগকে (অশৌচ যুক্ত ব্যক্তিগণকে) অপরে স্পর্শ করিবে না, (অশৌচী) ভূত বলি প্রদান করিবে না। জননাশৌচে একমাত্র প্রসূতিকে ত্যাগ করিয়া অন্ত সপিণ্ড স্পর্শ—দোষাবহ নহে; যে অধ্যয়ন-তৎপর, যে যাগশীল, বা, যে বেদজ্ঞ হইবে; মরণাশৌচে, চতুর্থ বা পঞ্চম দিনে তাহাকে স্পর্শ করিতে পারা যায় ইহা পণ্ডিতগণের উক্ত *। ৪।৫। দশম দিনে স্নানান্তে ইহারা সকলেই অর্থাৎ অত্যন্ত নির্গুণ জ্ঞাতি এবং পুত্র স্পৃশ্য হইবে। ৬। দাস এবং নির্গুণ সপিণ্ডের দশাহ নির্গুণ অশৌচ, ইহা উক্ত হইয়াছে, শ্রৌত বা স্মার্ত্ত অগ্নি যাহার নাই—সে, নির্গুণ আর এক গুণ (কেবল স্মার্ত্তাগ্নি পরিচর্য্যা) সম্পন্ন হইলে, চার দিনে শুচি হইবে। দুই গুণ (শ্রৌতাগ্নি বা স্মার্ত্তাগ্নি পরিচর্যা ও সম্পূর্ণ স্বশাখ্যাধ্যয়ন) সম্পন্ন হইলে তিন দিনে শুচি হইবে ও তিন গুণ (শ্রৌত ও স্মার্ত্ত উভয় অগ্নি পরিচর্য্যা এবং সম্পূর্ণরূপে স্বশাখাধ্যয়ন) সম্পন্ন হইলে একদিনে শুচি হইবে। অর্থাৎ দশ দিন, চার দিন, তিন দিন, ও এক দিন মাত্র অশৌচ হইবে (মূলে "এবং ত্রিত্রিগুণৈর্যুক্তং চতুস্ত্র্যেক দিনে শুচি" না হইয়া "এক দ্বিত্রিগুণৈর্যুক্তঃ চতুস্ত্র্যেক দিনে শুচিঃ" হইবে)। ৭। (চতুর্থ দিনাদির পর হোম, অধ্যাপন ও শ্রাদ্ধ বিশেষে, তাঁহাদিগের অধিকার হয়, কিন্তু পঞ্চ যজ্ঞাদিতে অধিকার দশাহাদির পরেই হইয়া থাকে, অতএব পর-বচনে কোন গোলযোগ নাই) দশাহের পর, অধ্যয়ন এবং হোমাদি কার্য্য—সম্পূর্ণরূপে করিতে পারিবে। (যাহার দশাহ অশৌচ হইয়া থাকে) ইহার, চতুর্থ দিনে অঙ্গ স্পৃশ্যতা হয়, ইহা প্রজাপতি মনু বলিয়াছেন। সন্ধ্যোপাসনাদি ক্রিয়াহীনের বেদগ্রহণে অসমর্থ মূর্খের, অথবা যাহারা (অকৃত-প্রায়শ্চিত্ত) মহারোগী তাহাদিগের মরণান্ত অশৌচ অর্থাৎ তাহাদিগের যাবজ্জীবন অশৌচ। ৯। নির্গুণ ব্রাহ্মণের (সপিণ্ড মৃত্যুকেও) ত্রিরাত্র ও দশরাত্র অশৌচ হয় (তাহার মধ্যেও সংস্কারের (উপনয়নকাল ৬ বৎসর ৩ মাসের) পূর্ব্বে, (সপিণ্ড মরণে) ত্রিরাত্র, অতঃপর দশরাত্র অশৌচ হইবে। অর্থাৎ সপিণ্ড জ্ঞাতি ৬ বৎসর ২ মাসের মধ্যে মরিলে তিন দিন অশৌচ, পরে মরিলে দশ দিন। ১০। জন্ম হইতে দ্বিতীয় বর্ষ সমাপ্তির মধ্যে মৃত্যু হইলে মাতাপিতার তাহাই (দশরাত্র অশৌচই), শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত। * যদি সপিণ্ড অত্যন্ত নির্গুণ হয়, তবে তাহারও ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। দন্ত জন্মিবার পূর্ব্বে মৃত্যু হইলে মাতাপিতার তাহা (ত্রিরাত্র অশৌচ) ঋষিদিগের অভিপ্রেত। দন্ত জন্মিবার পর মৃত্যু হইলে, সপিণ্ডদিগের ত্রিরাত্র অশৌচ। যে সময়ে দন্তের নির্ণয় হয়। দন্ত উদ্গত না হইলেও ষষ্ঠমাস বয়ঃক্রম অতীত হইলেই দন্তের নির্ণয় হয় এবং ষষ্ঠমাসের পূর্ব্বে দন্ত উদ্গত হইলেও দন্তের নির্ণয় হয়, সেই সময় হইতেই জাতদন্ত বলা যায়। চূড়াকরণ এবং উপনয়নেও এইরূপ প্রতীতি ও কাল উভয়েরই গ্রহণ; অতএব প্রথম বর্ষে চূড়া বা পঞ্চম বর্ষে উপনীত হইলেও তাহার মরণে যথাক্রমে ত্রিরাত্র বা দশরাত্র অশৌচ

* ব্রাহ্মণের পক্ষে চতুর্থ দিনে স্পর্শ, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে পঞ্চম দিনে স্পর্শ—এইরূপ ব্যবস্থিত বিকল্প জানিবে।

* অত্যন্ত নির্গুণ মাতাপিতা ও সপিণ্ডের পক্ষে এই ব্যবস্থা প্রচলিত। ব্যবস্থা ১৩ শ্লোকাদি দ্বারা নিরূপিত হইবে।

হইবে।১২। দন্ত জন্মাইবার পূর্ব্বে পর্য্যন্ত সদ্যঃ শৌচ; চূড়াকরণ (দ্বিতীয় বর্ষ সমাপ্তি) পর্য্যন্ত এক রাত্র, উপনয়ন (৬ বৎসর ২ মাস) পর্য্যন্ত ত্রিরাত্র (তৎপরে) দশরাত্র অশৌচ কথিত হইয়াছে।১৩। সে, (বালক) জন্মমাত্রেই অর্থাৎ সপিণ্ডদিগের অশৌচকালের মধ্যে মৃত হইলে, পিতা ও মাতার জননাশৌচই থাকিবে, কিন্তু ইহার (মৃতবালকের) পিতা (মাতা ত আছেনই) অস্পৃশ্য হইবে। মূলে "সূতকান্তি" স্থলে "সূতকং তৎ" হইবে।১৪। দশাহের পর মৃত্যু হইলে, সপিণ্ডগণ সদ্যঃশৌচ হইবে, সোদর ভ্রাতার একাহ অশৌচ হইবে, যদি সোদর অত্যন্ত নির্গুণ হয়।১৫। দন্তজন্মের ঊর্দ্ধে মৃত্যু হইলে, নির্গুণসপিণ্ডদিগের একরাত্র, এবং চূড়াকরণের পর মৃত্যু হইলে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। (১৬ শ্লোক সদ্যঃ শৌচ প্রভৃতির সমাপ্তিকালকীর্ত্তিত হইয়াছে। এই শ্লোকে তাহাদিগের আরম্ভকাল কীর্ত্তিত হইল, এই ভঙ্গী ভেদ থাকায় পৌনরুক্ত্য পরিহার হইল।) ১৬। হে সত্তমগণ! যদি দন্তজন্মের মধ্যে মৃত্যু হয়, তাহা হইলে, নির্গুণ সপিণ্ডদিগের একরাত্র অশৌচ হইবে।১৭। পাতস্বরূপ গর্ভস্রাবে * সপিণ্ডদিগের ব্রতাদেশ অর্থাৎ সদ্যঃ শৌচ কিন্তু সপিণ্ড অত্যন্ত নির্গুণ হইলে গর্ভচ্যুতিতে অহোরাত্র অশৌচ, আর ঐ জ্ঞাতি যথেষ্টাচারী হইলে, ত্রিরাত্র অশৌচ, ইহা নিশ্চয়। যদি জননাশৌচের মধ্যে অন্য অন্য জননাশৌচ হয় অথবা মরণাশৌচের মধ্যে অন্য অন্য গুরু মরণাশৌচ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বার্দ্ধপাতী দ্বিতীয়াশৌচ প্রথমাশৌচের অবশিষ্ট দিন দ্বারা, শুদ্ধ হইবে। আর পূর্ব্বাশৌচ শেষদিনে সজাতীয় পূর্ণ অশৌচ হইলে, দুই দিন বৃদ্ধি হইবে। মরণাশৌচ এবং জননাশৌচের পরস্পর সাঙ্কর্য্য হইলে, মরণাশৌচদ্বারা সেই অশৌচের সমাপ্তি হইবে।১৯।২০। অর্দ্ধবৃদ্ধিমৎ অর্থাৎ যাহার অর্দ্ধভাগ অতীত হইয়াছে (অশৌচের সেই তৎকালজাত) দ্বিতীয় গুরু অশৌচ দ্বারা শুদ্ধি হইবে অর্থাৎ দ্বিতীয় অশৌচের সহিত মিলিত হইয়া তাহার স্থিতিকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে। সপিণ্ডজননাশৌচ অপেক্ষা পুত্র জননাশৌচ গুরু, সপিণ্ডমরণাশৌচ অপেক্ষা মৃগাগুরু মরণাশৌচ গুরু। মূলে "অর্দ্ধবৃত্তিমদাপ্রশৌচমূর্দ্ধমন্যেন শুধ্যতি" এইস্থলে "অঘবৃদ্ধিমদাশৌচমূর্দ্ধঞ্চেত্তেন শুধ্যতি" এই পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার অর্থ পাপবৃদ্ধিজনক অর্থাৎ গুরু অশৌচ যদি, সজাতীয় লঘু অশৌচের পরার্দ্ধপাতী হয়। তাহা হইলে, তদ্দ্বারা (শেষ অশৌচ দ্বারা) শুদ্ধি, অত্রস্থ এই বচন কিম্বা স্মৃত্যন্তরের এইরূপ বচন ও ব্যবস্থা দেখিয়াই "যদি জননাশৌচের মধ্যে অন্য গুরুজননাশৌচ হয়" ইত্যাদি স্থলে "গুরু" পদ ব্যবহার করিয়াছি)। দেশান্তরস্থিত ব্যক্তি, জননাশৌচ বা মরণাশৌচ শ্রবণ করিলে যে পর্য্যন্ত সেই অশৌচের অবশিষ্ট দিন সমাপ্ত না হয় তাবৎ তাহার অশৌচ থাকিবে। আর মরণাশৌচ শেষ হইয়া যাইবার পর শুনিলে সপিণ্ডদিগের ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। সংবৎসরের পর শ্রবণ করিলে স্নানমাত্রে ঐরূপ শুদ্ধি (ইহা আচার ও ব্যবস্থা সঙ্গত অনুবাদ; যে বেদাধ্যায়ী অর্থাৎ সগুণ নহে, সে, ও ব্রতী বা কোন জীবিকানির্ব্বাহ কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিলে, তাহার সকল কালে সকল অবস্থায়, তদ্বিষয়ে সদ্যঃশৌচ হইবে (ব্রতীর—ব্রতে, কারুর কারুকার্য্যে, সদ্যঃশৌচ ইত্যাদি) বাগ্দত্তা অসংস্কৃতা (অপরিণীতা) কন্যার মৃত্যুতে পিতার ও সপিণ্ডদিগের ত্রিরাত্র অশৌচ এবং বিবাহ-সংস্কার হইলে, ভর্ত্তারই পূর্ণ অশৌচ হইবে। অদত্তা (যাহার বাগ্দান পর্য্যন্ত হয় নাই অথচ দুই বর্ষের অধিক বয়ঃক্রম) কন্যার মৃত্যুতে সপিণ্ডদিগের একাহ অশৌচ হইবে ইহা স্মৃত হইয়াছে। (তিনপুরুষ—প্রপিতামহ পর্য্যন্ত কন্যা-সপিণ্ড।।২১—২৫। জন্ম হইতে দ্বিতীয় বর্ষ পর্য্যন্তের মধ্যে মরিলে সপিণ্ডদিগের সদ্যঃশৌচ কথিত

* তরল পদার্থের স্থানচ্যুতি সচরাচর স্রাবনামে অভিহিত; এস্থলে যাহাতে সে ভ্রম না হয় তজ্জন্য "পাতস্বরূপ" বলা হইল মিতাক্ষরা মতে চতুর্থ হইতে ষষ্ঠমাস মধ্যে আর রঘুনন্দন মতে সপ্তম অষ্টম মাসে গর্ভস্রাবে এই অশৌচ।

হইয়াছে। আর সোদর ভ্রাতা ভগিনী দন্ত জন্মের (৬ মাসের) মধ্যে মরিলে সদ্যঃশৌচ করিবে চূড়াকরণ সময়ের (২ বৎসরের) মধ্যে মরিলে একরাত্র, আর বিবাহ হইবার পূর্ব্বে মরিলে ত্রিরাত্র তৎপরে অর্থাৎ বিবাহের পর মরিলে ভর্ত্তৃকুলে দশাহ অশৌচ হইবে। মূলে "আব্রতানাং" না হইয়া "আপ্রদানাৎ" হইবে। মাতামহ মরণেও ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। ২৬।২৭। প্রদত্তা সহোদরা ভগিনীর মরণাশৌচও এইরূপ; (দহন বহনাদি করিলে এইরূপ অশৌচ নচেৎ পক্ষিণী)। যোনিসম্বন্ধে অর্থাৎ এক গ্রামস্থ শ্বশ্রূ শ্বশুরাদি মরণে এবং বান্ধব অর্থাৎ মাতুল, মাতুল-পুত্র পিতৃস্বস্রীয় প্রভৃতি মরণে, পক্ষিণী-অশৌচ বেদাঙ্গশিক্ষক গুরু ও সব্রহ্মচারীর মরণে এক অহোরাত্র অশৌচ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে রাজার অধিকারে বাস করাযায় তাহার মরণে সদ্যঃশৌচ অর্থাৎ একাহ অশৌচ। ২৯। বিবাহিতা কন্যা, পিতৃগৃহে থাকিয়া মরিলে, পিতার ত্রিরাত্র অশৌচ। পরপূর্ব্বা (পুনর্ভূ) ভার্য্যার পুত্র উৎপন্ন হইলে বা ঐ ভার্য্যার মরণে এবং ঔরস ব্যতীত পুত্রের জন্মমরণে (ত্রিরাত্র অশৌচ) ।৩০। আচার্য্য মরণে ত্রিরাত্র অশৌচ। প্রত্যগা স্বজাতীয় বা উৎকৃষ্ট জাতীয় পুরুষান্তরকে যে আশ্রয় করে)। ভার্য্যা, আচার্য্য-পুত্র এবং আচার্য্য পত্নীর মরণে অহোরাত্র অশৌচ ইহা কথিত হইয়াছে। ৩২। উপাধ্যায়ের (বেদৈক-দেশ শিক্ষকের এবং জীবিকা নির্ব্বাহার্থ—বেদাদি শাস্ত্রাধ্যাপকের) মরণে, (এক গ্রামবাসী) শ্রোত্রিয় মরণে একরাত্র অশৌচ। আর, নিজগৃহে সপিণ্ড মরণে (অত্যন্ত সগুণের) এক রাত্র অশৌচ হইবে। ৩২। (নিজ সমীপে) শ্বশ্রূ শ্বশুরের মৃত্যু হইলে, তাহার ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। চতুর্দ্দশ পুরুষের পরবর্ত্তী সগোত্রের মরণে সদ্যঃশৌচ কথিত হইয়াছে। ৩৩। (যেমন) ব্রাহ্মণ, দশাহে শুদ্ধ হয়, (সেইরূপ) ক্ষত্রিয়, দ্বাদশাহে, বৈশ্য পঞ্চদশাহে এবং শূদ্র একমাসে শুদ্ধ হয়। ৩৪। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রবংশীয় যে সকল ব্যক্তি, ব্রাহ্মণের অংশের অর্থাৎ একমাত্র সেবক তাহাদিগের (ব্রাহ্মণ সেবাতে) ব্রাহ্মণবৎ, দশাহে শুদ্ধি,—শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত। ৩৫। হীনবর্ণ (শূদ্র) জাতির মধ্যে (যে ব্যক্তি) ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে (সেবা করে তাহারও ঐ সেবাকার্য্য) এইরূপ অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বৈশ্যবৎ অশৌচ,—ক্ষত্রিয় সেবক হইলে দ্বাদশদিন গত হওয়ার পর তৎসেবাকার্য্যে শুচি বৈশ্য সেবক হইলে পঞ্চদশ দিনের পর তৎসেবা-কার্য্যে শুচি হইবে। সপিণ্ড-শূদ্রের জন্ম মরণে, বৈশ্য ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের যথাক্রমে ষড়রাত্র, ত্রিরাত্র ও একরাত্র অশৌচ। অর্থাৎ বৈশ্যের ছয় দিন, ক্ষত্রিয়ের তিন দিন, ব্রাহ্মণের একরাত্র অশৌচ। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সপিণ্ড বৈশ্যের জন্ম মরণে, শূদ্র ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের যথাক্রমে অর্দ্ধমাস, ষড়রাত্র ও ত্রিরাত্র, অশৌচ অর্থাৎ শূদ্রের ১৫ দিন, ক্ষত্রিয়ের ৬ দিন ও ব্রাহ্মণের ৩ দিন অশৌচ। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সপিণ্ড ক্ষত্রিয়ের জন্ম মরণে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য-শূদ্রের যথাক্রমে ষড়রাত্র ও দ্বাদশাহ অশৌচ অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ছয় দিন, বৈশ্য ও শূদ্রের বার দিন অশৌচ। সপিণ্ড ব্রাহ্মণের জন্মমরণে, শূদ্র বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের প্রোক্ত (ব্রাহ্মণের যে কয়দিন অশৌচ উক্ত হইয়াছে তাহা—দশ দিন) অশৌচ হইবে।* (মূলে ৩৭ শ্লোকে "শূদ্রেশ্চ" না হইয়া "শূদ্রেষ" এবং ৩৮ শ্লোকে "শূদ্রে" না হইয়া "বৈশ্যে" হইবে)। ৩৬ ৩৯ ব্রাহ্মণ অসপিণ্ড অর্থাৎ অসম্বন্ধী, মৃত ব্রাহ্মণের সংকার করিলে তাহার একাহ অশৌচ, ইহা ব্রহ্মা বলিয়াছেন। ৪০। তৎ সপিণ্ডের সহিত অন্ন ভোজন বা সহবাস করিলে দশাহ দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিবে আর লোভাভিভূতচিত্তে (কিছু পাইবার প্রত্যাশায়) যদি শীঘ্র (মৃত ব্রাহ্মণকে) দগ্ধ করে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ, দশরাত্রে শুদ্ধ হইবে; ক্ষত্রিয় দ্বাদশাহে, বৈশ্য অর্দ্ধমাসে এবং শূদ্র একমাসে শুদ্ধ হইবে (এক কথায় বলিতে গেলে যে জাতীয় ব্যক্তি দাহ করিবে তাহার স্বজাতি নির্দ্দিষ্ট অশৌচ হইবে, ইহাই বলা যায়)। ৪১।৪২ অথবা, ষড়রাত্র, সপ্তরাত্র,

* যৎকালে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত, ছিল তখনকার জন্যই এ ব্যবস্থা।

কিম্বা ত্রিরাত্রে শুদ্ধি লাভ করিবে। * অনাথ বন্ধুবান্ধবশূন্য নির্দ্ধন মৃত ব্রাহ্মণের কোনরূপে সংকার হয় না বুঝিয়া ধর্ম্মার্থ সংকার করিলে, ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতি, স্নানান্তে ঘৃত ভোজন করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে। যদি নীচবর্ণ, অশৌচ কালে স্নেহ প্রযুক্ত উৎকৃষ্ট বর্ণকে, কিম্বা উৎকৃষ্ট বর্ণ অপকৃষ্ট বর্ণকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে, তদীয় অশৌচ নিবৃত্তিতে শুদ্ধ হইবে। (মূলে "অশৌচে সংস্পৃশেৎ স্নেহাৎ তদাশুচ্যে ন শুধ্যতি" এই অংশ "অপরশ্চ পরো যদি" ইহার পর সন্নিবিষ্ট হইবে)। ৪৪। ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় শবানুগমনে একাহ (অশৌচ থাকিবে) তদন্তে শুদ্ধি; বৈশ্যশবানুগমনে দুই দিন পরে শুদ্ধি; শূদ্রশবানুগমনে তিনদিন অশৌচ ভোগ ও শত প্রাণায়াম করিলে শুদ্ধি হইবে। ৪৫। শূদ্র শবের, অস্থি সঞ্চয় না হইতে, ব্রাহ্মণ যদি ঐ শূদ্রের বন্ধুবান্ধবের সহিত উহার জন্য রোদন করে, তাহা হইলে, ব্রাহ্মণের তিনদিন অশৌচ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য উহা করিলে তাহাদিগের একাহ অশৌচ। ৪৬। অন্যথা অর্থাৎ অস্থিসঞ্চয় হওয়ার পর রোদন করিলে ব্রাহ্মণের সাজ্যোতি সময় অর্থাৎ এক দিন বা এক রাত্রির পর ও স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে। আর ব্রাহ্মণের অস্থিসঞ্চয় হইবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ যদি রোদন করে, তাহা হইলে, সচৈল অর্থাৎ তৎকাল পরিহিত বস্ত্রত্যাগ না করিয়া স্নান মাত্রে শুদ্ধি হইবে। ইহাতে সংশয় নাই। ব্রাহ্মণ, বা ব্রাহ্মণেতর বর্ণের মধ্যে যে ব্যক্তি অশৌচী-দিগের সহিত পুনঃ পুনঃ অন্ন ভোজন একত্র যানাদি ব্যবহার করে, সে দশাহ (অশৌচী ব্যক্তির নির্দ্দিষ্ট অশৌচ কাল) গতে শুদ্ধি লাভ করিবে। যে ব্যক্তি জ্ঞানতঃ তাহাদিগের অন্ন ভোজন করে, দেবতা হইলেও তাহাকে অশৌচীর অবশিষ্ট অশৌচ কাল) অশৌচ ভোগ করিয়া সেই অশৌচান্তে স্নান করিয়া (নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক গায়ত্রী জপাদির পর) শুদ্ধি লাভ করিতে হইবে। তবে, মনুষ্য দুর্ভিক্ষ-পীড়িত হইয়া (অশৌচী ব্যক্তির) অন্ন যতদিন ভোজন করিবে, ততদিন অশৌচ ভোগ করিবে, অনন্তর (স্নানাদি) প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ৪৭। ৫০। সাগ্নিক দ্বিজগণ সপিণ্ড মরণে, দাহ হইতে এবং অপর ব্যক্তির মরণ হইতে অশৌচ ব্যবহার করিবে। ৫১। সপ্তম পুরুষে সপিণ্ডতা নিবৃত্তি হয়; অর্থাৎ যে ব্যক্তি হইতে গণনা করা যায়, তাহার ঊর্দ্ধতন ছয় পুরুষও অধস্তন ছয় পুরুষ সপিণ্ড সপ্তম পুরুষ অসপিণ্ড। এবং জন্ম ও নামের অজ্ঞানে (আমাদিগের বংশে অমুক নামা একজন হইয়াছিল এইজ্ঞান না থাকিলে) সমানোদক ভাবের নিবৃত্তি হয়। ৫২। পিতা পিতামহ, প্রপিতামহ (ইঁহারা শ্রাদ্ধভাগী) এবং (প্রপিতামহের পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহ এই তিনজন লেপভাগী (এই ছয়) আর আপনি (যাহা হইতে গণনা করা যায় সে ব্যক্তি) এই সাপ্ত পৌরুষ সাপিণ্ড্য। পিতামহ ঊর্দ্ধ তিন ব্যক্তিদিগের ও অধস্তন ব্যক্তিগণের অর্থাৎ প্রপিতামহের প্রপিতামহ এবং প্রপৌত্রের প্রপৌত্র পর্য্যন্ত সকল পুরুষের সহিত সাপিণ্ড্য আছে, ইহা প্রজাপতি দেব বলিয়াছেন। যাহারা এক ব্যক্তির ঔরসজাত, অথচ ভিন্ন যোনি ও ভিন্ন অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়া স্ত্রীর গর্ভোৎপন্ন (যথা ব্রাহ্মণ মূর্দ্ধাবসিক্ত অম্বষ্ঠ ও পারশব যাজ্ঞবল্ক্য প্রথমধ্যায়। ৯১। ৯২। শ্লোক) তাহাদিগের পরস্পর সাপিণ্ড্য তিন পুরুষ পর্য্যন্ত। (এই অসবর্ণ সপিণ্ডের অশৌচ ব্যবস্থা ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। কারু, শিল্পী, বৈদ্য, দাসী (গর্ভদাসী) দাস (গর্ভদাস) রাজা, রাজাজ্ঞাকারী ইহাদিগের নিজ নিজ অসাধারণ কার্য্যে যথা কারুর কারু কার্য্যে শিল্পীর শিল্প কার্য্যে ইত্যাদি) সদ্যঃ শৌচ ইহা কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৫৫। দাতা, নিয়মিত প্রত্যহ দান করে (যে) নিয়মী অর্থাৎ এইব্রত সমাপ্তির পর আমি অবশ্য ব্রাহ্মণ ভোজন করাইব এইরূপ নিয়ম গ্রহণ করিয়াছে যে) যতি এবং ব্রহ্মচারী, ইহাদিগের সদ্যঃ শৌচ; নিয়মীর সদ্যঃ শৌচ বিধান থাকায়; শুচি ব্রাহ্মণ তাঁহার অন্ন ভোজন করিলেও অশৌচ হইবে না। ৫৬। সত্রী (দীক্ষিত) ব্রতী (আরব্ধব্রত) অভিষিক্ত

*লোক তারতম্য সগুণ নির্গুণ, এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি ভেদে অশৌচের কাল ভেদ।

রাজা * ও প্রাণসত্রী (প্রাণশব্দে অন্ন, নিরন্তর অন্নদানে রত) ইহাদিগের সদ্যঃ শৌচ কথিত হইয়াছে। । ৫৬। যজ্ঞে (আরব্ধ বৃষোৎ সর্গাদি কার্য্যে, বিবাহকালে, আরব্ধ সংস্কার কার্য্যে, আরব্ধ দেবপ্রতিষ্ঠাদি কার্য্যে, দুর্ভিক্ষ কালে, এবং রাজাদির উপদ্রবে অর্থাৎ তৎকাল কর্ত্তব্য শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি কার্য্যে, সদ্যঃ শৌচ উক্ত হইয়াছে ।৫৮। বৃকাদিহত অর্থাৎক্রোধাদি বশতঃ ব্যাঘ্রাদি মুখে যে আত্মহত্যা করিয়াছে, বিদ্যুৎপাত নিহত, ইহা ও পূর্ব্ববৎ-রাজদণ্ড হত ব্রহ্ম-শাপাদিনিহত এবং নিজ-দোষ রোষিত সর্পাদি দংশনে মৃত ব্যক্তির সদ্যঃ শৌচকথিত হইয়াছে অর্থাৎ আত্মহত্যা মরণ রাজদণ্ড মরণ, ব্রহ্মশাপাদিজনিত মরণ বা ঐরূপ সর্প দংশন জনিত মরণে সদ্যঃ শৌচ। ৫৯। অগ্নি প্রবেশ, উচ্চস্থান হইতে পতন বিষপান, জল প্রবেশে ও অন্ন পরাসন (প্রায়োপবেশন)— আত্মহত্যাসম্পাদনার্থ ব্যবহৃত এই সকল কার্য্যে মরণ,গোব্রাহ্মণ রক্ষার্থ মরণ ও সন্ন্যাসি-মরণে সদ্যঃ শৌচ বিহিত। ৬০। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, এবং যতিদিগের মরণে অশৌচ হয় না ; এবং পতিত ব্যক্তির মরণে অশৌচ হয় না ইহা পণ্ডিতদিগের বিদিত। ৬১।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

পতিত ব্যক্তিদিগের দাহ নাই, অন্ত্যেষ্টি নাই, অস্থিসঞ্চয় নাই, (তাহার জন্য) অশ্রুপাত বা পিণ্ডদান ও অকর্ত্তব্য এবং তাহাদিগের শ্রাদ্ধ কদাচও করিবে না ।১। যে ব্যক্তি অগ্নিবিষাদি সাহায্যে স্বয়ং আত্মহত্যা করে, তাহার অশৌচ হইবে না। (কথিত হইয়াছে) এবং তাহার উদকাদি দানও হইবে না। ২। যদি কেহ অনবধানতাবশতঃ অগ্নি বা বিষাদি দ্বারা মৃত্যু মুখে নিপতিত হয়, তাহা হইলে তাহার অশৌচ গ্রহণ কর্ত্তব্য, উদকাদি দানও কর্ত্তব্য। ।৩। (পুত্র জন্মাইলে দান করা বিধি—কিরূপ দত্তবস্তু গ্রাহ্য তাহা উক্ত হইতেছে) কাহারও পুত্র জন্মিলে সেই দিন উহার নিকট সুবর্ণ, ধান্য, গো, বস্ত্র, তিল, অন্ন, (তণ্ডুল) তৈল, গুড়, ঘৃত এই সকল অংক বস্তু প্রতিগ্রহ করিবে ।৪। অশৌচী ব্যক্তির গৃহ হইতে প্রত্যহ ফল, ইক্ষু, শাক, লবণ, কাষ্ঠ, তোয়, দধি, ঘৃত, তৈল, ঔষধ, দুগ্ধ এবং শুষ্কান্ন গ্রহণ করা যায়। দ্বিজগণ আহিতাগ্নিব্যক্তিকে যথাবিধি তিন অগ্নি, (দক্ষিণ, গার্হপত্য ও আহবনীয় অগ্নিদ্বারা দাহ করিবে) মূলে "দাতব্য" না হইয়া "দাহব্য" হইবে ৫।৬ অনাহিতাগ্নি (শ্রৌতাগ্নিশূন্য) ব্যক্তিকে গৃহাগ্নি দ্বারা ইতিতর (উভয়াগ্নিরহিত ব্যক্তিকে, লৌকিক অগ্নিদ্বারা দাহ করিবে। মৃতদেহ না পাওয়া যাইলে, পলাশপত্র দ্বারা প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া, তাহা শ্রদ্ধাযুক্ত সপিণ্ডগণ যথাশাস্ত্র দাহ করিবে *। বাক্য সংযম করিয়া নাম গোত্র উচ্চারণপূর্ব্বক একবারমাত্র জল দান করিবে (সামবেদী বিষয়ে তিনবার) বান্ধবগণের সহিত সকলেই আর্দ্রবস্ত্র থাকিয়া (মরণদিন হইতে দশম দিন পর্য্যন্ত) প্রতিদিন রাত্রিতে বা দিবসে (যথাসম্ভব) যথাবিধি মৃতব্যক্তি উদ্দেশে গৃহদ্বারদেশে পিণ্ডদান করিবে। (পিণ্ডদান একজনেরি কর্ত্তব্য, তবে পত্রাদির অসামর্থ্যে যে কোন সবর্ণ দ্বারা ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে, ইহা জ্ঞাপনের জন্য "সকলে" কথাটী প্রযুক্ত হইয়াছে) চারজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে, জ্ঞাতিগণ সকলে, দ্বিতীয় দিনে ক্ষুর কার্য্য করিবে, (অশৌচের মধ্যে যে দিন হয়, সেই দিন ক্ষৌরী হইবে। ইহা বুঝাইবার জন্য স্মৃত্যন্তরোক্ত অশৌচান্ত দিন না বলিয়া দ্বিতীয় দিন উক্ত হইল। এই জন্যই স্মৃত্যন্তরেও তৃতীয় পঞ্চমাদি দিনে,

---

* পূর্ব্বে কেবল রাজ শব্দের উল্লেখ আছে, এক্ষণে আবার অভিষিক্ত রাজার উল্লেখ হইতেছে, এতদ্বারা বুঝিতে হইবে যে, "প্রকৃত রাজার অসান্নিধ্য প্রভৃতি কারণে রাজপুত্রাদি, কর্ত্তব্য বোধে, স্বতঃ রাজোচিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, তাহার সদ্যঃশৌচ কিন্তু অভিষিক্ত রাজ সন্নিধ্যে সদ্যঃশৌচ নহে অভিষিক্ত রাজার, রাজকার্য্যে সর্ব্বদা সদ্যঃশৌচ" অথবা সাধারণ রাজার সদ্যঃশৌচ নিবৃত্তির জন্য বিশেষরূপে উক্ত "হইল" অভিষিক্ত রাজারই সদ্যঃশৌচ।

* ইহা সংক্ষেপে উক্ত হইল, প্রতিমূর্ত্তির উপকরণ পলাশপত্রাদির সংখ্যা বিশেষ শাস্ত্রান্তরে নির্দ্দেশ আছে।

কৌরী হওয়ার বিধি আছে, আমাদিগের দেশে অশৌচান্ত দিনেই ক্ষৌরী হওয়া ব্যবস্থা। সকল বান্ধবের সহিত জ্ঞাতিই অস্থিসঞ্চয় করিবার পাত্র হইবে, (জ্ঞাতি শব্দের ভাবার্থ দাহকর্ত্তা) অস্থিসঞ্চয়ন দিনে শ্রদ্ধাসৎকারে তিন জনের অন্যূন অযুগ্ম পবিত্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। পঞ্চম, নবম এবং একাদশ দিনে অযুগ্ম ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে তাহা (এই দিন কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ বিশেষ) নবশ্রাদ্ধ বলিয়া বিদিত। ৭—১২। অগ্নিদ অর্থাৎ মুখাগ্নি করিবার মুখ্যপাত্র—পুত্রাদি) একাদশ দিনে অথবা দ্বাদশ দিন গত হইলে, (অর্থাৎ ত্রয়োদশ দিনে একাদশ দিনে ব্রাহ্মণের এবং ত্রয়োদশ দিনে ক্ষত্রিয়ের) শ্রদ্ধাসৎকারে, প্রেতোদ্দেশে, একটী পবিত্র ও একটী মাত্র পিণ্ড (অর্থাৎ একোদ্দিষ্ট; শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। প্রাদেশপরিমিত সাগ্রকুশের নাম পবিত্র। এক বৎসর কাল প্রতি মাসে, মৃত তিথিতে এইরূপ একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধ করিবে।১৩।১৪ সংবৎসর পূর্ণ হইলে, সপিণ্ডীকরণ উক্ত হইয়াছে। হে দ্বিজোত্তমগণ! তাহাতে প্রেত প্রভৃতির (যাহার সপিণ্ডীকরণ হইতেছে তৎ প্রভৃতি) চার জনের পিতার সপিণ্ডীকরণে তাঁহার ও তাঁহার ঊর্দ্ধতন আর তিন পুরুষের এক একটী করিয়া চারিটী পাত্র অর্থাৎ অর্ঘ্য পাত্র করিবে। ১৫। অনন্তর, প্রেতোদ্দেশে প্রদত্ত অর্ঘ্য পাত্র, "যে সমানা" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় পাঠ করত পিতৃলোকের অর্ঘ্যপাত্রে (পিতামহ প্রভৃতির তিনটী পাত্রে) সিঞ্চন করিবে অর্থাৎ প্রেতোদ্দেশে উৎসৃষ্ট অর্ঘ্য জলের চারভাগের এক ভাগ, পিতামহাদির উদ্দেশে উৎসৃষ্ট অর্ঘ্য জলের সহিত মিলিত করিবে। পিণ্ড সম্বন্ধেও এইরূপ, অর্থাৎ প্রেত প্রভৃতি চার জনের উদ্দেশে চারিটী পিণ্ড উৎসর্গ করিয়া প্রেতপিণ্ডের চার ভাগের এক ভাগ ঐ সকল পিণ্ডসহ মিশ্রিত করিবে। ১৬। সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধে প্রথম দৈবপক্ষ শ্রাদ্ধ বিহিত আছে, তাহাতে পিতৃলোকের আবাহন করিবে এবং প্রেতেরও আবাহন করিবে (যতদিন সপিণ্ডীকরণ না হয়, ততদিন মৃতব্যক্তির "প্রেত" সংজ্ঞা তৎপরে "পিতৃ" সংজ্ঞা)।১৭। যে সকল মৃতের সপিণ্ডীকরণ হইয়াছে, তাহাদিগের শ্রাদ্ধ কার্য্য পৃথক্ ভা করিতে হইবে না। যে ব্যক্তি পৃথক্ পি করিবে, সে পিতৃঘাতী হইবে। (সপিণ্ডীকর একটী-একোদ্দিষ্ট ও একটী পার্ব্বণ লই গঠিত; একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধটী প্রেতোদ্দেশে পার্ ণটী পিতৃ উদ্দেশে হইয়া থাকে, সপিণ্ডীকরণে পর পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে আর তাহার জন্য ঐরূ স্বতন্ত্র একোদ্দিষ্ট করিবে না)। ১৮। পিতা মৃত্যুর পর পুত্র "পিণ্ড" শব্দের সহিত সম্ব হইবে এবং এক "বৎসর" প্রত্যহ প্রেতো চিত বিধি অনুসারে, জলপূর্ণ কুম্ভ ও অ (প্রেতোদ্দেশে) দান করিবে। ১৯। (পি সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া পরলোক গত হই অথবা পিতা মাতা অমাবস্যাতে বা পিতৃপ মৃত হইলে তাহাদিগের) প্রতিসংবৎস কর্ত্তব্য সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ পার্ব্বণ বিধি অ সারেই ইষ্ট। ইহাই সনাতন নিয়ম। ২০ পিণ্ডদান প্রভৃতি পিতামাতার যে কিছু কা তাহা পুত্রগণই করিবে। পুত্রাভাবে ঐ সক কার্য্য পত্নী করিবে, তদভাবে, সহোদ করিবে, (পুত্র শব্দে পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র এ পত্নী শব্দে পত্নী, কন্যা, দৌহিত্র; অত পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্রাভাবে পত্নী এবং পত্নী কন্যা, দৌহিত্র্যাভাবে সহোদর, পিণ্ড দা অধিকারী ইহা এই বচনের মর্ম্ম। ২১। গৃহস্থ গণের এই ধর্ম্ম, তোমাদিগের নিকটে সম্পূ রূপে বলিলাম এবং স্ত্রীলোকদিগের যথাবি ভর্ত্তৃশুশ্রূষাই ধর্ম্ম, তাহাদিগের পক্ষে অ ধর্ম্ম ইষ্ট নহে। ২২। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা স্বধ পরায়ণ এবং ঈশ্বরার্পিত চিত্ত, সে,—যা বেদতুল্য (নিত্য ও পবিত্র) বলিয়া কথি সেই পরম পদ প্রাপ্ত হয়। ২৩।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী, চোর অর্থাৎ ব্রাহ্ম স্বামিক অশীতি রত্তিকার অন্যূন সুবর্ণাপহারী বিমাতৃগামী এবং যে ব্যক্তি ইহাদিগে (অন্যতমের সহিত) সংসর্গ করে, সে—ইহার

র্থাৎ এই পঞ্চবিধ ব্যক্তিগণ মহাপাতকী। যে ্যক্তি (প্রথমোক্ত চতুর্ব্বিধ মহাপাতকীর সহিত) কবৎসর সংসর্গ করে, সে পতিত মহাপাতকী য়। যে শয্যাসনে সর্ব্বদা উপবেশন করে অর্থাৎ ঘু সংসর্গ করে, সেই ব্যক্তিই (এক বৎসরে) তিত হয়। আর দ্বিজ, যাজন, যজন যোনিসম্বন্ধ অধ্যয়ন, (অধ্যাপন) জ্ঞানপূর্ব্বক ইহার অন্যতম কার্য্য করিলে, বা সহ ভোজন অর্থাৎ ভাজমহাপাতকীর সহিত এক পাত্রে ক সময়ে তদীয় অন্ন ভোজন করিলে দ্য পতিত হয়, অর্থাৎ মহাপাতকীর সহিত নতঃ ঈদৃশ গুরুতর সংসর্গে সদ্যঃ পাতিত্য য়; যে দ্বিজ (প্রকৃত তত্ত্ব) না জানিয়া অনবধানতা বশতঃ (মহাপাতকীর নিকট) অধ্যয়ন করে, (বা মহাপাতকীকে অধ্যাপিত করে) সে, এবং যে সহাধ্যয়ন করে সে, এক ৎসরে পতিত হয়। ১—৪।* ব্রহ্মহত্যাকারী নে কুটীর করিয়া আত্মশুদ্ধ্যর্থ শব শিরোধ্বজ অর্থাৎ স্বকরস্থিত ঊর্দ্ধমুখদণ্ডাগ্রে, হত ব্রাহ্ম-ণের তদভাবে, অন্য কোন মৃত ব্রাহ্মণের কপাল াপন এবং ভিক্ষাকরত তাহাতে দ্বাদশবর্ষ াস করিবে। ৫। ব্রাহ্মণের গৃহ বা দেবালয়ে প্রবেশ করিবে না, আপনিই আপনার নিন্দা রিয়া, (ভিক্ষা চাহিবে), এবং বিনাশিত াহ্মণকে (অনুতাপের সহিত) স্মরণ করিবে। । প্রত্যহ, যে সময়ে অগ্নি নির্দ্ধূম হইয়া যায়, ভোজন ঘটিতকথাবার্ত্তা তিরোহিত হয়, সেই সময়ে, অর্থাৎ বিশেষ অপরাহ্ণে অসঙ্কীর্ণ জাতির ভিক্ষোপযুক্ত সাতটী মাত্র বাটীতে প্রত্যহ ধীরে ধীরে উপস্থিত হইবে, (একটী বাটীতে ভিক্ষা না মিললে বা প্রাণ ধারণের অনুপযোগী স্বল্প ভিক্ষা মিলিলে আর এক বাটীতে যাইবে। এইরূপ ক্রমে সাত বাটী পর্য্যন্ত ভিক্ষা করিতে পারিবে, তাহাতেও যদ্যাপি ভিক্ষা না মিলে, তথাপি অন্যত্র গমন করিবে না, সে দিন উপবাসী থাকিবে। ৭। অথবা পাপক্ষয়ার্থ মরণের জন্য অনশন করিবে, ভৃগুপতন করিবে অর্থাৎ উচ্চস্থান হইতে পতিত হইবে কিম্বা জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিবে, অথবা জলে প্রবেশ করিবে, (ইহাই) আদ্য অর্থাৎ প্রথম কল্প (২)। ৮। ব্রাহ্মণের রক্ষার্থ কি গাভী রক্ষার্থ সম্যক্ অর্থাৎ লৌকিক স্বার্থশূন্য চিত্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। তাহাতে পাপশূন্য হইবে (৩) অথবা ঐ অবস্থায় দীর্ঘ দুশ্চিকৎস্য রোগাক্রান্ত ব্রাহ্মণকে নীরোগ করিলে (নিষ্পাপ হইবে (৪) । ৯। যে দ্বিজ অশ্বমেধ যজ্ঞে অবভৃত স্নান করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে শুদ্ধ হয় (৫), সে, বিদ্বান ব্রাহ্মণকে অন্ন দান করিলেও অর্থাৎ ক্ষুধাবসন্ন শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে অন্নদান দ্বারা পুনর্জ্জীবিত করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে নিষ্কৃতি পায়, (৬) অর্থাৎ অশ্বমেধাবভৃত স্নান বা ব্রাহ্মণকে অন্ন দান করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে পাপ হইতে মুক্ত হইবে। ১০। ব্রহ্মঘাতী, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে সর্ব্বস্ব দান করিবে, (তাহাতেই পাপ মুক্ত হইবে) (৭) কিম্বা সেতুবন্ধ দর্শন করিয়া শুদ্ধিলাভ করিবে (৮)। ১১। অথ সুরাপান প্রায়শ্চিত্ত। সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, উত্তপ্ত অগ্নিবর্ণ সুরাপান করিবে, যখন তদ্দ্বারা দগ্ধদেহ হইবে, তখন সে পাপ হইতে মুক্ত হইবে। মূলে সতদা না হইয়া সতয়া হইবে ১২। কিম্বা অগ্নিবর্ণ উত্তপ্ত গোমূত্র অগ্নিবর্ণ দ্রবীভূত গোময় অগ্নিবর্ণ দুগ্ধ অগ্নিবর্ণ ঘৃত বা অগ্নিবর্ণ জল পান করিয়া গতপ্রাণ হইলে সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবে (১)। ১৩। অথবা আর্দ্রবস্ত্র ও পবিত্র হইয়া নারায়ণরূপী শ্রীহরিকে ধ্যান করিয়া, সেই অর্থাৎ সুরাপানজনিত পাপ

* যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যোনিসম্বন্ধ এবং সহভোজন ও লঘু গুরুভেদে দ্বিবিধ। জ্যোতিষ্টোম আদির যজন যাজন উপনয়ন সমেত বেদাধ্যয়ন, দৃশ বেদাধ্যাপন এবং বিবাহপূর্ব্বক যোনি সম্বন্ধ তিতের সহ একপাত্রে পতিত কর্ত্তার ভোজন, এই কল গুরুতর সংসর্গ অষ্টকাদি যজ্ঞের যজন, যাজন, বল বেদাধ্যয়ন বা বেদাধ্যাপন, এবং বিবাহানন্তর পচারিণী নিজ পত্নীর সহ যোনিসম্বন্ধ পতিতের সহ একপাত্রে অপতিতের পকান্ন ভোজন, এই সকল সংসর্গ। এক্ষণে দেখ। জ্ঞানকৃত গুরুতর সংসর্গ যজন যাজনাদিতেই সদ্যঃ পাতিত্য। অজ্ঞানকৃত হইলে দুই দিনে; অজ্ঞানকৃত পাপ জ্ঞানকৃত পাপের অর্দ্ধ। অতএব "অজ্ঞানবশতঃ অধ্যয়ন করিলে এক বৎসরে পতিত হয়" উক্ত হইয়াছে এ স্থলের অধ্যয়ন পূর্ব্বোক্ত লঘু অধ্যয়ন, ইহা জ্ঞাতব্য।

শান্তির জন্য ব্রহ্মহত্যাব্রত (দ্বাদশ বার্ষিকব্রত) আচরণ করিবে (২)। ১৩—১৪। অথ সুবর্ণস্তেয় প্রায়শ্চিত্ত। স্বর্ণস্তেয়ী ব্রাহ্মণ অর্থাৎ যে কোন ব্যক্তি উক্তরূপ সুবর্ণ অপহরণ করিলে, রাজার নিকট গমন করিয়া নিজদোষ কীর্ত্তন করত "আপনি আমাকে শাসন করুন" এই কথা একবার বলিবে। (মূলে "স্বর্ণস্তেয়ী সকৃৎ" স্থলে, পুস্তক বিশেষে "সুবর্ণস্তেয়কৃৎ" পাঠ আছে তাহা সুসঙ্গত, ইহার অনুবাদ পূর্ব্ববৎ কেবল "একবার" কথাটা উঠিয়া যাইবে)। ১৫। রাজা স্বয়ং মুষল গ্রহণ করিয়া তাহাকে অর্থাৎ সুবর্ণ চোরকে একবার আঘাত করিবে, তাহাতে সে ব্যক্তি পাপ হইতে মুক্ত হইবে (১) অথবা ব্রাহ্মণ বধদণ্ড না থাকায় তপস্যা দ্বারাই পাপ মুক্ত হইবে। (অথবা ব্রাহ্মণের বধদণ্ড না থাকায় তপস্যাই শুদ্ধিজনক) অথবা শব্দ থাকায় ক্ষত্রিয়াদি ও যথাশাস্ত্র তপস্যা দ্বারা শুদ্ধ হইবে বুঝা যাইতেছে। ১৬। (মুসলাঘাতের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশার্থ কথিত হইতেছে) বহু অন্বেষণের পর, বধোপযোগী মুষল কিম্বা লগুড় অথবা উভয়ত তীক্ষ্ণ অর্থাৎ তীক্ষ্ণাগ্র ও তীক্ষ্ণমূল) লৌহময় দণ্ড কর দ্বারা গ্রহণ ও স্কন্ধে স্থাপন করিয়া ধাবমান উন্মুক্তকেশপাশ চোর, নিজকর্ম্ম-কীর্ত্তন করত আমাকে শাসন কর; এইরূপ বলিলে, তৎপরে রাজা চোর এবং সেই পাপকে আঘাত করিবে অর্থাৎ চোরকে আঘাত করায়, পাপও আহত হইয়া থাকে, কেন না সেই আঘাতই পাপনাশক। এই বচনটীর সংস্কৃত টীকা প্রদত্ত হইতেছে; "ধাবতা স্বাশ্রয় পুরুষ ধাবচেননাত্যর্থং লক্ষ্যতা শিথিল কুন্তলকলাপে নোপলক্ষিতঃ স্তেনইত্যুহং কর্ম্মাণি সুবর্ণহরণ রূপাণ্যাত্মকান আচক্ষাণঃ কীর্ত্তয়ন্ মাংশাধি এব মাচক্ষাণো ভবতি কাকাক্ষিগোলকন্যায়েন সকৃদুচ্চরিতস্য ভাবমবঃ অমু পশ্চাৎ রাজা স্তেনং তৎপাপঞ্চ জ্ঞাত হন্যাৎ"। ১৭—১৮। অনন্তর তাহাতে মৃত্যু হউক আর মুক্তিই হউক, সেই স্তেয় জনিত পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে (ইহা জ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত)। রাজা তাহাকে শাসন না করিলে, রাজাই চৌর্য্য-পাপভাগী হইবে। ১৯। অজ্ঞ ব্যক্তির অর্থাৎ ব্রাহ্মণের), স্বর্ণচৌর্য্যজনিত পাপ, তপস্যা দ্বারা গলিয়া যায়, সুতরাং (তপস্যার্থী) দ্বিজ, চীরবস্ত্র পরিধান করিয়া বনমধ্যে ব্রহ্মঘাতীর ব্রত অর্থাৎ দ্বাদশ বার্ষিকব্রত করিবে (২)। ২০। অথবা দ্বিজ, অশ্বমেধ যজ্ঞে অবভৃথ স্নান করিয়া পূত হইতে পারিবে। ৩। অথবা ব্রাহ্মণদিগকে আত্মশরীরের সমপরিমাণ সুবর্ণ প্রদান করিবে (৪)। ২১। অথবা স্বর্ণহারী ব্রাহ্মণ, তৎপাপক্ষয়ার্থ ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ হইয়া এক বৎসর ব্রতচর্য্যা করিবে (৫)। ২২। অথ বিমাতৃগমন প্রায়শ্চিত্ত। কামমোহিত ব্রাহ্মণ, অভিলষিত গুরুপত্নীগমন করিলে অর্থাৎ ইচ্ছাপূর্ব্বক বিমাতৃসংসর্গ করিলে, কৃষ্ণায়সনির্ম্মিত উত্তপ্ত (অগ্নিবৎ দেদীপ্যমান) স্ত্রীমূর্ত্তি আলিঙ্গন করিবে। ঐ মূর্ত্তি আলিঙ্গনে দগ্ধদেহ হইয়া মরণ হইলে, পাপমুক্ত হইবে (১)। ২৩। অথবা আপনিই শিশ্ন এবং অণ্ডকোষ কর্ত্তনপূর্ব্বক তাহা অঞ্জলিতে করিয়া, যতক্ষণ দেহপাত না হয়, ততক্ষণ অবক্রগতিতে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে গমন করিবে। (২) (মূলে "উৎকৃত্যেদথবা" না হইয়া "উৎকৃত্যাধায় বা" হইবে)। ২৪। অথবা পিতার জন্য (গুরুর প্রাণ রক্ষার্থ বা সর্ব্বস্ব রক্ষার্থ) হত হইলে শুদ্ধ হইবে (মূলে "গুর্ব্বর্থে বহবঃ" না হইয়া "গুর্ব্বর্থে বা হতঃ" হইবে)। অথবা ব্রহ্মহত্যার ব্রত (দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত) করিবে (৩) অথবা, কর্কটযুক্ত বৃক্ষশাখা আলিঙ্গন করিয়া থাকিলে এক বর্ষে (শুদ্ধ হইবে) (৪)। ২৫। বিপ্র নিয়ত অর্থাৎ সংযত হইয়া অধঃশয়ন করিবে এবং এক বৎসর চীর বস্ত্র পরিধান করিয়া একাগ্রচিত্তে প্রাজাপত্য করিবে; তাহাতেই বিমাতৃগামী পাপমুক্ত হইবে (৫)। ২৬। দ্বিজশ্রেষ্ঠ অশ্বমেধ যজ্ঞে অবভৃথ স্নান করিয়া বিশুদ্ধ হইবে। (৬)। নির্ধন ব্যক্তি (উপযুক্ত দান করিলে ধনীর পাপ ক্ষয় হয়, ইহা জানাইবার জন্য "নির্ধন" কথাটীর উল্লেখ হইল) যত্ন সহকারে সদা-ব্রত ব্রহ্মচারী, ও অষ্টমকালে ভোজন-নিরত (তিন দিন উপবাস করিয়া চতুর্থ দিন রাত্রিকালে ভোজন করে, যে) হইয়া, (সকল সময়েই) দণ্ডায়মান, কিম্বা উপবিষ্ট হইয়া

থাকিবে, এবং অধঃশায়ী হইবে (এইরূপ) তিন বৎসর পরে সেই পাপ হইতে শুদ্ধি লাভ করিবে (৭)। ২৭।২৮। অথবা পাঁচটী চন্দ্রায়ণ করিবে (৮) কিম্বা চারিটী চন্দ্রায়ণ করিবে তাহাতেই বিশুদ্ধ হইবে (৯) অথ সংসর্গজ মহাপাতক প্রায়শ্চিত্ত। দ্বিজ, লোভ পূর্ব্বক যে পতিত ব্যক্তির সহিত সংসর্গ করিবে, পাপক্ষয়ার্থ একবার মাত্র তদীয় ব্রত অর্থাৎ তদীয় ব্রতের পাদন্যূন ব্রত করিবে। (১) অথবা নিরালস্য হইয়া এক বৎসর "তপ্ত-কৃচ্ছ্র করিবে (২) পতিত সংসর্গী ব্যক্তিগণের মধ্যে ঈদৃশ লোকই নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয়। ।২৯।৩০। ষান্মাসিক লঘু সংসর্গ—হইলে অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। এই সকল পবিত্রতা জনক কার্য্য মহাপাতকীর পাপ বিনষ্ট করে। ৩১। পৃথিবীস্থিত পুণ্যতীর্থ পর্য্যটনেও নিষ্কৃতি হয়। হে বিপ্রগণ—কামমোহিত ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মহত্যা, সুবর্ণ হরণ এবং বিমাতৃগমন, এই সকল মহাপাতক করিলে, পুণ্য তীর্থে একাগ্রচিত্তে অনশন করিবে। ৩২। ৩৩। অথবা দেবাদিদেব মহাদেবকে ধ্যান করত, জলে অথবা অগ্নিতে প্রবেশ করিবে। কর্ম্মাভিজ্ঞ, মুনিগণ (ইহাদিগের) অপর কোনরূপ নিষ্কৃতির উপায় জানিতে পারেন নাই। * ।৩৪।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

বিপ্র * জ্ঞানপূর্ব্বক কন্যা, ভগিনী বা পুত্র-

---

* ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত।

(১) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত অজ্ঞানকৃত ব্রহ্মহত্যার।

(২) চিহ্নিত অনশনাদি চতুর্ব্বিধ উপায়ের অন্যতম অবলম্বনে মৃত্যু—জ্ঞানকৃত ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত। দ্বাদশবার্ষিক ব্রত আরম্ভ করিয়া তাহা সমাপ্ত না হইতে (৩) (৪) (৫) (৬) চিহ্নিত কার্য্য সকলের মধ্যে যে কোন একটী কার্য্য করিলেই তৎক্ষণাৎ অজ্ঞানকৃত ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হইবে, দ্বাদশবর্ষ সমাপ্তিকাল অপেক্ষা করিতে হইবে না। শূলপাণি বলেন (৬) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত ক্ষত্রিয়ের পক্ষে। ধনবান্ নির্গুণ ব্যক্তি অজ্ঞানতঃ নির্গুণ ব্রাহ্মণ বধ করিলে (৭) চিহ্নিত কার্য্য করিবে তাহাতেই পাপক্ষয় হইবে। অর ধনবান্ না হইলে (৮) চিহ্নিত কার্য্য করিবে ঐ কার্য্য যৎকালে, রেলওয়ে ইষ্টিমার প্রভৃতি হয় নাই তখন যেরূপ কষ্ট করিতে হইত এখন ও তদ্রূপ কষ্ট ভোগ করিয়া পদব্রজে গমন পূর্ব্বক করিতে পারিলেই উক্ত পাপক্ষয় হইবে)।

সুরাপান প্রায়শ্চিত্ত।

(১ চিহ্নিত অগ্নিবৎ অত্যুষ্ণ সুরা পানাদি বহুবিধ উপায়ের যে কোন একটী অবলম্বন করায় মৃত্যু হইলে জ্ঞানকৃত সুরাপান পাপ বিদূরিত হইবে।

(২) চিহ্নিত কার্য্য অজ্ঞানকৃত সুরাপানের প্রায়শ্চিত্ত।

সুবর্ণস্তেয় প্রায়শ্চিত্ত।

(১) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত জ্ঞানকৃত পাপে ক্ষত্রিয়াদির পক্ষে।

(২) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত জ্ঞানকৃত পাপে ব্রাহ্মণের পক্ষে এবং অজ্ঞানকৃত পাপে ক্ষত্রিয়াদির পক্ষে।

(২) চিহ্নিত কার্য্য আরম্ভের পর সমাপ্তি হইবার পূর্ব্বে (৩) চিহ্নিত কার্য্য করিলে, তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণ জ্ঞান কৃত পাপ হইতে, এবং ক্ষত্রিয়াদি অজ্ঞানকৃত পাপ হইতে মুক্ত হয়। শূলপানি বলেন। (৩) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত ক্ষত্রিয়ের পক্ষে। যে ব্যক্তি রজতাদি ভ্রমে স্বর্ণাপহরণ করিয়াছে (৪) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত তাহার পক্ষে। সপ্তরত্তিকা পরিমিত ব্রাহ্মণ স্বামিক সুবর্ণ হরণে (৫) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত।

গুরুদার গমন প্রায়শ্চিত্ত। জ্ঞানকৃত বিমাতৃ গমনে (১) (২) চিহ্নিত (মরণান্ত) প্রায়শ্চিত্ত। অজ্ঞানকৃত পাপে (৩) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত। অজ্ঞানতঃ বিমাতার সহিত অসম্পূর্ণ সঙ্গম হইলে (৪) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত। অজ্ঞানতঃ ব্যভিচারিণী বিমাতৃগমনে (৫) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত (৩) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করিয়া সমাপ্তি হইবারপূর্ব্বে (৬) চিহ্নিত কার্য্য করিলেই শুদ্ধ হইবে। ব্যভিচারিণী বিমাতৃগমনেও (৬) প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে। (শূলপাণি বলেন ইহা ক্ষত্রিয়ে পক্ষে। অজ্ঞানকৃত বিমাতৃগমনে (৭) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত। অজ্ঞানতঃ ব্যভিচারিণী বিমাতৃগমনে (৮) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত, সগুণের পক্ষে ঐ স্থলে (৯) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত। চতুর্ব্বিংশতি বার্ষিক ব্রত অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতের দ্বিগুণ ব্রত, মরণান্ত প্রায়শ্চিত্তের বৈকল্পিক সুতরাং যে পাপে মরণ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত আছে, সেই পাপে পাপী হইলে চতুর্ব্বিংশতি বার্ষিক ব্রতও করিতে পারে।

সংসর্গজ মহাপাতক প্রায়শ্চিত্ত জ্ঞানকৃত পাপে (১) চিহ্নিত ও অজ্ঞানকৃত পাপে (২) চিহ্নিত প্রায়শ্চিত্ত। মরণ কিছু আর পাদন্যূন হয়না, সুতরাং মরণের বৈকল্পিক চতুর্ব্বিংশতি বার্ষিক প্রায়শ্চিত্তের পাদন্যূন অষ্টাদশ বার্ষিক ব্রত জ্ঞানকৃত সংসর্গজ পাপের উচ্চ প্রায়শ্চিত্ত।

* বিপ্র,—সকল বর্ণের প্রধান বলিয়া স্থানে স্থানে বিপ্র ব্রাহ্মণ ইত্যাদিরূপে কর্ত্তৃনির্দ্দেশ থাকে, বস্তুতঃ তাহা কিছুই নহে, সকল জাতিই তাহার লক্ষ্য এবং স্থানে স্থানে প্রয়োজনীয়। বিভাগ করিয়া লইবার ভার পাঠকের উপর থাকিল।

বধূ, গমন করিলে জলন্ত অনলে প্রবেশ করিবে, ইহা নিয়ম। ১। মাতৃস্বসা, মাতুলানী, পিতৃস্বসা ও ভাগিনেয় গমন করিলে, পৈতৃস্বস্রেয়ী, মাতুঃস্বস্রেয়ী গমন করিলে কিম্বা মাতুলকন্যা গমন করিলে, সুসমাহিত-চিত্তে, প্রাজাপত্যাদি আচরণপূর্ব্বক চার বা পাঁচটী চান্দ্রায়ণ করিবে (এই সকল পাপ অনুপাতকের মধ্যে গণিত, সুতরাং ইহা জ্ঞানকৃত হইলে ইহারও বিমাতৃ গমনবৎ প্রায়শ্চিত্ত, "প্রাজাপত্যাদি" এস্থলে আদিশব্দ থাকায় প্রয়োজনমত জ্ঞানকৃত স্থলে প্রায়শ্চিত্তের গুরুলাঘব করা যাইতে পারে। জ্ঞানকৃত, অজ্ঞানকৃত, বলাৎকারকৃত, সগুণ-পুরুষকৃত ইত্যাদি ভেদে বিবিধ ব্যবস্থা হইতে পারে "আদি" শব্দ থাকায় কোন দিকেই ন্যূনতা নাই) ভার্য্যার সখী গমন করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে এবং শ্যালী গমন করিলে অহোরাত্র উপবাসী থাকিয়া "তপ্তকৃচ্ছ্র" করিবে (এই সকল শ্লোকের ব্যাখ্যান্তর প্রদত্ত হইতেছে যথা) মাতৃস্বসা, মাতুলানী, পিতৃস্বসা এবং ভাগিনেয়ী গমন করিলে প্রাজাপত্যাদিপূর্ব্বক চার বা পাঁচটী চান্দ্রায়ণ করিবে। পিতৃস্বস্রেয়ী মাতৃস্বস্রেয়ী, গমন করিলে কিম্বা মাতুলকন্যা গমন করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে। ভার্য্যাসখী গমন বা শ্যালী গমন করিলে, অহোরাত্র উপবাসী থাকিয়া "তপ্তকৃচ্ছ্র' করিবে। * রজস্বলা গমনে ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে। ২—৫। ক্ষত্রিয় সহিত সংসর্গ করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে, অথবা "পরাক' ব্রত দ্বারা তাহার শুদ্ধি হইবে ভগবান্ স্বয়ম্ভূ এই কথা বলেন (সকৃদ্ব্যভিচরিত ক্ষত্রিয় পত্নী গমনে—ক্ষত্রিয়ের চান্দ্রায়ণ, তথাবিধ ক্ষত্রিয়পত্নী গমনে ব্রাহ্মণের "পরাক" ব্রত। ক্ষত্রিয়,—জ্ঞানত, ক্ষত্রিয়পত্নী গমন করিলে দ্বিবার্ষিক ব্রত করিবে। ব্রাহ্মণ, সাম্বৎসরিক বার্ষিক ব্রত করিবে। দ্বিজ, মণ্ডুক, নকুল, কাক, বিড়বরাহ, মুষিক এবং কুক্কুর, মার্জ্জার, হনন করিলে "ষোড়শাখ্য" অর্থাৎ ষড়দিন সাধ্য ব্রত বিশেষ মহা ব্রত করিবে। জ্ঞানকৃত বধে এই প্রায়শ্চিত্ত। (মূলে "ষোড়শাখ্য" এই স্থলে 'শিশুকৃচ্ছ্র" পাঠ পুস্তকবিশেষসম্মত, শিশুকৃচ্ছ্র পাদকৃচ্ছ্রের সমান) অথবা মার্জ্জার নকুল এবং কুক্কুর (পূর্ব্বোক্ত মণ্ডুকাদি) বধ করিলে, আলস্যশূন্য হইয়া ত্রিরাত্র দুগ্ধ পান করিয়া থাকিবে কিংবা এক যোজন পথ গমন করিবে অজ্ঞানকৃত বধে এই দুইটী প্রায়শ্চিত্ত। দ্বিজ অশ্ববধ করিলে, দ্বাদশ দিন সাধ্য প্রাজাপত্য করিবে। ৬। ৮। দ্বিজোত্তম সর্পবধ করিলে লৌহময়ী অভ্রি (খনিত্র বিশেষ) প্রদান করিবে বলাকা রক্কব মুষিকা বিশেষ কৃতলম্ভক বরাহ তিল-দ্রোণ তিলাট তিত্তিরি অথবা শুক, হত্যা করিলে দ্বিবর্ষ বয়স্ক গো দান করিবে ক্রৌঞ্চ হনন করিলে ত্রিহায়ন বৎস দান করিবে। ৯। ১০। হংস বলাকা বক টিট্টিভ বানর এবং ভাস পক্ষী বধ করিলে স্বয়ং ব্রাহ্মণকে গো দান করিবে। শিশু বলাকাবধে বৎসতরী দান এবং অপর বলাকা বধে গো দান করিবে। ১১। মাংসাশী পশু বধ করিলে পয়স্বিনী ধেনু অমাংসাশী পশু বধ করিলে, বৎসতরী ও উষ্ট্র বধ করিলে ৫রতি স্বর্ণদান করিবে। (সকৃৎ অজ্ঞানবিষয়ক এই বচন) । ১২। অস্থিযুক্ত নিকৃষ্ট প্রাণিবধে ব্রাহ্মণকে (প্রাণীর ক্ষুদ্রত্বাদি অনুসারে) কিঞ্চিৎ দান করিবে (মূলে "জীবিতে চৈব তুষ্টায়" স্থলে "কিঞ্চিদেব তু বিপ্রায়" হইবে) অস্থিশূন্য প্রাণিবধে প্রাণায়াম করিলে শুদ্ধ হইবে। ১৩। ফলদ বৃক্ষ ছেদনে ফলোপেত গুল্ম বল্লী লতা ছেদনে এবং ফলোপেত বীরুধ ছেদনে ঋক্-শত (সাবিত্র্যাদি শতমন্ত্র) জপ করিবে। পুষ্পবৃক্ষ এই সকল বৃক্ষাদি ছেদনে ঘৃত ভোজন দ্বারা শুদ্ধ হইবে। প্রমাদতঃ গোহত্যা করিলে চান্দ্রায়ণ বা পরাক ব্রত করিবে*। ১৫। জ্ঞান

---

* এই ব্যাখাতে আর পূর্ব্বে ব্যাখ্যাতে যে কিছু প্রায়শ্চিত্ত লাঘব দৃষ্ট হয়, তাহা অজ্ঞান, অসম্পূর্ণ সম্ভোগ এবং ঐ সকল স্ত্রীদিগের ব্যভিচার ইত্যাদি রূপ লাঘবজনক হেতু উদ্ভাবন করিয়া মীমাংসিত করিবে। মূলে "আরুহ্য" ও "গত্বা" কথায় উল্লেখ থাকায় জ্ঞানতঃ এবং অজ্ঞানতঃ আরোহণ মাত্রেরি প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইয়াছে। "গত্বা" ইহাও আরোহণের সমানার্থক। প্রকৃতসম্ভোগ প্রায়শ্চিত্ত জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ, ইহা অনুকৃষ্ট করিয়া লইবে, ইহা পক্ষান্তর। ভবিষ্যতে ও প্রায়শ্চিত্ত গুরু লাঘব মীমাংসা।—অভ্যাস, অনভ্যাস, জ্ঞান, অজ্ঞানাদিভেদে করিয়া লইবে।

পূর্ব্বক ইহার বধ করিলে, মনুষ্যহরণ স্ত্রীহরণ গৃহহরণ বাপী কূপাদির জল হরণ করিলে, চান্দ্রায়ণ দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিবে। অপরের গৃহ হইতে অল্প মূল্য দ্রব্য অপহরণ করিলে, আত্মশুদ্ধির জন্য প্রাজাপত্য করিয়া সান্তপন ব্রত করিবে। "ধান্যাদি ধন অপহরণ করিলে পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধ হইবে।—১৬—১৮। তৃণ, কাষ্ঠ, বৃক্ষ, পুষ্প, ফল, চেল, চর্ম্ম ও আমিষ হরণ করিলে, তিন দিন উপবাস করা বিধি। মণি, প্রবাল, রত্ন, সুবর্ণ, রজত, লৌহ, কাংস্য এবং প্রস্তরাদি হরণ করিলে দ্বাদশদিন উপবাস করা বিধি। ১৯।২০। দ্বিশফ অর্থাৎ গবাদি এক শফ অর্থাৎ অশ্বাদি হরণ করিলে এই ব্রতই অর্থাৎ দ্বাদশ দিন উপবাস হইবে। পক্ষী ও ওষধি হরণে তিন দিন মাত্র দুগ্ধ পান করিয়া থাকিবে। দেবোদ্দেশে হত মাংস ভোজনে দোষ নাই। (অপর মাংস ভোজনে) চান্দ্রায়ণ করিবে, অথবা দ্বাদশাহ উপবাস করিয়া "কুষ্মাণ্ড" মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে। এই বিধিদ্বয়, এবং নিম্নলিখিত বিধিসকল, জ্ঞানাজ্ঞান অভ্যাস অনভ্যাসাদি ভেদে মীমাংসনীয়। ২২। নকুল উলূক বা মার্জ্জার ভোজন করিলে সান্তপন করিবে, কুক্কুর ভোজন করিলে, প্রাজাপত্য ব্রত এবং শুভ নক্ষত্র দর্শন করিয়া শুদ্ধ হইবে। পূর্ব্ববিধান অর্থাৎ কার্পাস উপবীতাদি গ্রহণ বিধি, অথবা পূর্ব্বাচার্য্যকৃত উপায়ন বিধি অনুসারে পুনঃ সংস্কার করিবে। শলল, বলাকা, হংস, কারণ্ডব, অথবা চক্রবাক ভোজন করিলে, দ্বাদশাহ উপবাস করিবে। কপোত, টিট্টিভ, ভাস, শুক, সারস, জলৌক, বা জালপাদ ভোজন করিলে এই ব্রত অর্থাৎ দ্বাদশাহ উপবাস করিবে। শিশুমার, মাষ, মৎস্য, মাংস, অথবা বরাহ ভোজন করিলেও এই ব্রত করিবে। কোকিল মৎস্যাদ, মণ্ডুক বা ভুজঙ্গ, ভোজন করিলে এক মাস গোমূত্র সিদ্ধ যাবক মাত্র আহার দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিবে। জলচর, জলজ, রাজনখাণিতপক্ষাদি, অথবা রক্তপাদ ভোজন করিলে, সপ্তাহকাল ইহাই অর্থাৎ গো মূত্র সিদ্ধ যাবকাহার করিবে। লোমবর্ণত বৃত্ত পশু প্রভৃতির মাংস বা মাষা, মাত্র আত্ম জন্য দেবোদ্দেশ ব্যতীত বৃথা মাংস বা অন্নাদি ভোজন করিলে তৎ পাপ ক্ষয়ার্থ এই ব্রত অর্থাৎ সপ্তাহ গোমূত্র সিদ্ধ যাবকাহার করিবে। কপোত, কুঞ্জর, শিগ্রু, কুক্কুট, রজকা অথবা কুম্ভীর ভোজন করিলে প্রাজাপত্য করিবে, পলাণ্ডু, বা লশুন ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে। ২৩—৩১। বার্ত্তাকু (শ্বেত বার্ত্তাকু) এবং তণ্ডুলীয় ভোজনে, প্রাজাপত্য দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিবে, অশ্মাতক বা উপেত ভোজনে তপ্তকৃচ্ছ্র দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ৩২। অলাবু (বর্তুলাকার), গৃঞ্জন ভোজন করিলে এই ব্রত অর্থাৎ প্রাজাপত্য করিবে। ৩৩। নর-ভোজনে তপ্তকৃচ্ছ্র করিলে শুদ্ধ হইবে। বৃথা অর্থাৎ দেবোদ্দেশ ব্যতিরেকে পক্ব কৃসর সংযাব (মোহনভোগ) পায়স, পিষ্টক শষ্কুলী অর্থাৎ পিষ্টক বিশেষ ভোজনে এই ব্রত অর্থাৎ তপ্তকৃচ্ছ্র এবং তদুপরি ত্রিরাত্র উপবাস করিলে শুদ্ধি লাভ করিবে। অপেয় দুগ্ধ পান করিলে (সকলেই), বিশেষতঃ ব্রহ্মচারী মাসার্দ্ধ অর্থাৎ একপক্ষ গোমূত্র সিদ্ধযাবক ভোজন করিলে তবে শুদ্ধ হইবে। অনির্দ্দশা অর্থাৎ যাহার প্রসব দিন হইতে দশদিন অতিবাহিত হয় নাই তাদৃশ গাভীর দুগ্ধ, মহিষ দুগ্ধ, অজ দুগ্ধ অর্থাৎ অনির্দ্দশা মহষী-দুগ্ধ, অনির্দ্দশা অজা দুগ্ধ সন্ধিনী (যাজ্ঞবল্ক্য ১ম অং ১৬৯ দেখ) অথবা বিবৎসা গাভী প্রভৃতির দুগ্ধ পান করিলে এই ব্রতই করিবে। এই সকল দুগ্ধ বিকার, অর্থাৎ দধি প্রভৃতি পান করিলে অথবা অজ্ঞানতঃ ইহা পান করিলে, সাতদিন গোমূত্রে সিদ্ধযাবক ভোজী হইয়া থাকিলে পরে বিশুদ্ধ হইবে। নবশ্রাদ্ধ, জননাশৌচ অথবা মরণাশৌচের, অন্ন ভোজন করিলে, ব্রাহ্মণ একাগ্র চিত্তে চান্দ্রায়ণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। যাহার পরিণাম অপকৃষ্ট নহে, সেই নিত্যকার্য্য—যাহার হয় না; দ্বিজাতি, তাহার অন্ন ভোজন করিলে, সেই জন্যই বিশেষরূপে চান্দ্রায়ণ করিবে, এতদ্ভিন্ন সকল অভোজ্যান্ন ব্যক্তিগণের (যাজ্ঞবল্ক্য প্রথম অধ্যায় ১৬০ শ্লোক দেখ) অন্ন, উপকৃত অন্ন ভোজন অন্ত্য অর্থাৎ অশুচি জাতির অন্ন অথবা অত্যাশীর অন্ন অর্থাৎ প্রেতের মাসিকাদি শ্রাদ্ধীয় অন্ন ভোজন করিলে তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত কর্ত্তব্য, ইহ

কথিত হইয়াছে। দ্বিজ, সম্যক্ অর্থাৎ জ্ঞানতঃ চাণ্ডালান্ন ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে। ।৩৪—৪১। দ্বিজাতি তিন বর্ণ—অজ্ঞানতঃ বিষ্ঠা, মূত্র বা সুরা-সংস্পৃষ্ট বস্তু ভোজন করিলে পুনঃ সংস্কারভাগী হইবে। ৪১। অজ্ঞানতঃ মাংসাশী পক্ষীর মূত্র বিষ্ঠা ভোজন করিলে ঐ ভোক্তাদিগের মধ্যে দ্বিজাতিগণ মহা সান্তপন করিবে। ৪৩। ভাস, মণ্ডূক, কুরর, কিংবা কাকভোজন করিলে প্রজাপত্য করিবে। ব্রাহ্মণ, ক্লিষ্ট ভোজনে প্রাজাপত্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ৪৪। সুরাভাণ্ডস্থিত জলপানে, ক্ষত্রিয় তপ্তকৃচ্ছ্র, বৈশ্য তিন প্রাজাপত্য, (এবং ব্রাহ্মণ) চান্দ্রায়ণ করিবে। ৪৫। দ্বিজ কুক্কুরোচ্ছিষ্ট কিংবা পীতাবশিষ্ট পান করিলে, তিন দিন গোমূত্রসিদ্ধ যাবক আহার করিলে বিশুদ্ধ হইবে। ৪৬। যদি মূত্র পুরীষাদি স্পৃষ্ট জল পান করে, তাহা হইলে, শরীর শোধক সান্তপন ব্রত করিবে। ৪৭। যদি অজ্ঞানতঃ চণ্ডালের কূপজল বা ভাণ্ডস্থিত জল পান করে, তাহা হইলে, ব্রাহ্মণ পাপনাশক সান্তপন ব্রত করিবে। ৪৮। দ্বিজোত্তম, চণ্ডাল-স্পৃষ্ট জল পান করিলে ত্রিরাত্র উপবাস ও পঞ্চগব্যপান দ্বারা সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হইবে। ৪৯। মৃঢ়াত্মা দ্বিজোত্তম, জ্ঞানপূর্ব্বক মহাপাতকী ব্যক্তিকে স্পর্শ করিয়া বিনা স্নানে ভোজন করিলে তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত করিবে, অন্য জাতি (শূদ্র) বিবাহ করিলে বিবাহ কর্ত্তা মহাপাতকী হইবে। পাতকীর সহ সংসর্গে তাহার পাতকিত্ব প্রাপ্ত হইবে। ৫২। অন্য জাতি কন্যার সহিত মাত্র বিবাহ হইলে বিবাহকর্ত্তার চতুর্ব্বিংশতি প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত, ইহা সংসর্গ প্রায়শ্চিত্তের অঙ্গ অর্থাৎ বিবাহপূর্ব্বক সম্ভোগ করিলে অর্দ্ধ-চত্বারিংশৎ প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে। আর তাহাতে পুত্রোৎপাদন করিলে প্রায়শ্চিত্ত নাই। ৫২। অজ্ঞানতঃ মহা পাতকী, চণ্ডাল বা রজস্বলা স্পর্শ করিয়া ভোজন করিলে ত্রিরাত্র উপবাস দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ৫৩। স্নান জলে আর্দ্র থাকা অবস্থায় ভোজন করিলে অহোরাত্র উপবাসে শুদ্ধ হইবে; আর জ্ঞান-পূর্ব্বক তাহা করিলে প্রাজাপত্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে; ভগবান্ স্বয়ম্ভূ এই কথা বলেন। ৫৪। শুষ্কমাংসাদি পর্য্যুষিতাদি এবং দূষিত গন্ধযুক্ত বস্তু ভোজন করিলে, ব্রাহ্মণ পুনঃ পুনঃ উপবাস করিবে। ৫৫। অভিচার অর্থাৎ মারণ উচ্চাটনাদি কার্য্য অথবা অযোগ্য কার্য্য করিলে, তিন প্রাজাপত্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে; দ্বিজ, ব্রাহ্মণাদি বিনাশিত ব্যক্তিগণের অর্থাৎ দাহ প্রতিবন্ধক দোষসম্পন্ন ব্যক্তিগণের দাহাদি করিলে গোমূত্রসিদ্ধ যাবকাহার করিয়া প্রজাপত্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে। প্রভাতে, তৈলাভ্যক্ত হইয়া মূত্র বিষ্ঠা পরিত্যাগ শ্মশ্রুকর্ম্ম অর্থাৎ ক্ষৌর বা মৈথুন করিলে, অহোরাত্র উপবাস দ্বারা শুদ্ধ হইবে। দ্বিজোত্তম, সাগ্নিক এক দিন অগ্নিতে হোম না করিলে ত্রিরাত্র উপবাস দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ত্রিরাত্র ঐরূপ করিলে ষড়াহ উপবাস দ্বারা শুদ্ধ হইবে। অজ্ঞানতঃ দশাহ বা দ্বাদশাহ অগ্নিত্যাগ করিলে, তৎপাপক্ষয়ার্থ চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। পতিত ব্যক্তির নিকট হইতে দ্রব্য গ্রহণ করিলে, সেই দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া বিধিপূর্ব্বক প্রাজাপত্য করিলে, তাহা হইলে শুদ্ধ হইবে, ভগবান্ প্রভু অর্থাৎ ব্রহ্মা এই কথা বলেন। দ্বিজগণ মরণোদ্দেশে অনশন করিয়া পশ্চাৎ তাহা হইতে নিবৃত্ত, অর্থাৎ কোনরূপে জীবন প্রাপ্ত কিংবা প্রব্রজ্যাচ্যুত হইলে তিন প্রাজাপত্য এবং তিন চান্দ্রায়ণ করিবে। অনন্তর জাতকর্ম্মাদিসংস্কারে সংস্কৃত হইয়া শুদ্ধ হইবে এই ব্রত ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সম্পূর্ণরূপে করিবে। ৬৪। ব্রহ্মচারী, ব্যাপক অর্থাৎ বিশেষ কারণবশতঃ একবার দৈনিক সন্ধ্যোপাসনা করিতে না পারিলে বা ঐরূপ অগ্নিতে সমিধাহুতি দিতে না পারিলে একভক্ত হইয়া এবং যদি রাত্রিতে হয় অর্থাৎ একবার সায়ংসন্ধ্যা বা সায়ংকালে আহুতি প্রদান না হয় তাহা হইলে, নক্ত ব্রতী হইয়া, স্নানান্তে, পবিত্র চিত্তসংযম এবং সমাধান অবলম্বনপূর্ব্বক অষ্টোত্তর সহস্রগায়ত্রী জপ করিবে। মূলে "অনুপাসিত সিন্ধুস্ত তৎ ব্যাপক বাশেনচ অজস্রং সং" স্থা হইয়া অনুপাসিত সন্ধ্যস্ত তদ্ব্যাপক বশেনচ। অহ-শ্চান্নন্" হইবে)। ৬৫—৬৬। গৃহস্থ যদি

প্রমাদতঃ সন্ধ্যা না করে, কিম্বা স্নাতকব্রতের লোপ্য অর্থাৎ নড়চড় করে (স্নাতকব্রত যাজ্ঞবল্ক্য প্রথমাধ্যায় ১৫১ শ্লোক হইতে দেখ) তাহা হইলে একদিন উপবাস করিবে। ৬৭। দ্বিজোত্তম, ইচ্ছাপূর্ব্বক সন্ধ্যোপাসনা পরিত্যাগ করিলে, এক বৎসর প্রাজাপত্য করিবে। জীবিকা নির্ব্বাহের অনুরোধে ঐরূপ করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে, শেষে গো দান করিবে, তদ্দ্বারা বিশুদ্ধ হইবে। ৬৮। আর দ্বিজ যদি নাস্তিক্যবশতঃ ঐরূপ করে, তাহা হইলে, প্রাজাপত্য করিবে। দেবদ্রোহ, বা গুরুদ্রোহ করিলে, তপ্তকৃচ্ছ্র দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ৬৯। জ্ঞানতঃ উষ্ট্র-যান, কিংবা গর্দ্দভ-যান আরোহণ করিলে, ত্রিরাত্র উপবাস দ্বারা শুদ্ধ হইবে, এবং নগ্ন হইয়া স্নান করিবে না। ৭০। একমাসকাল প্রত্যহ ষষ্ঠকালে (অর্থাৎ তৃতীয় দিবসের রাত্রিকালে) আহার, সংহিতা জপ কিংবা শাকল হোম দ্বারা পাপিগণের অর্থাৎ পাপবিশেষের অভ্যাস ও পাপবিশেষের সকৃৎকরণে অন্যূন দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতাধিকারী পাপিগণের পুত্রকন্যারা শুদ্ধ হইবে। ৭১। ব্রাহ্মণ, নীলীরক্ত বস্ত্র পরিধান করিলে, অহোরাত্র উপবাসী থাকিয়া স্নানান্তে পঞ্চগব্য পান করিলে, শুদ্ধ হইবে। ৭২। চাণ্ডালসমীপে বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণঘটিত কথা বলিলে, তাহার শুদ্ধি চান্দ্রায়ণ দ্বারা হইতে পারে, তাহার আর অন্য কোনরূপে নিষ্কৃতি নাই। ৭৩। ব্রাহ্মণ, কদাচিৎ উদ্বন্ধনাদি নিহত ব্যক্তিকে স্পর্শ করিলে, চান্দ্রায়ণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। অথবা প্রাজাপত্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ৭৪। উচ্ছিষ্ট দ্বিজ যদি আচাণ্ড হইয়া চাণ্ডালাদি অধম জাতি স্পর্শ করে, তাহা হইলে ঐ উচ্ছিষ্ট ব্যক্তি, শুদ্ধির জন্য প্রাজাপত্য করিবে। ৭৫। চাণ্ডাল, সূতিকা, শব, রজস্বলা নারী, রজস্বলা স্পৃষ্ট ব্যক্তি এবং পতিতদিগকে স্পর্শ করিলে শুদ্ধির জন্য স্নান করিবে। ৭৬। চাণ্ডাল, সূতিকা এবং শব, ইহাদিগের সংস্পৃষ্ট বস্তু প্রমাদতঃ স্পর্শ করিলে, স্নান আচমনের পর, গায়ত্রী জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। ৭৭। দ্বিজোত্তম, বিশেষ অস্পৃশ্য স্পর্শ করিলে, স্নান করিয়াও শুদ্ধ হইবে। (সামান্য অস্পৃশ্য স্পর্শ করিলে, বিশুদ্ধির জন্য আচমন করিবে, ইহা ভগবান্ পিতামহ বলেন)। ৭৮। ভোজন করিতে করিতে যদি কখন ব্রাহ্মণের বিষ্ঠা নির্গত হয়, তাহা হইলে, তৎক্ষণাৎ শৌচ করিয়া স্নান, তৎপরে উপবাস, অনন্তর হোম করিবে। ৭৯। দ্বিজোত্তম, চাণ্ডাল-শব স্পর্শ করিলে, প্রাজাপত্য করিবে, অনন্তর অহোরাত্র উপবাস ও আকাশস্থ নক্ষত্র দর্শন করিয়া শুদ্ধ হইবে। ৮০। দ্বিজ, সুরাস্পর্শ করিলে তিনবার প্রাণায়াম করিবে, তাহাতে শুদ্ধ হইবে। পলাণ্ডু, লশুন-স্পর্শে ঘৃত ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইবে। ৮১। ব্রাহ্মণ, নাভির অধোদেশে কুক্কুর কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে, তিনদিন কেবল রাত্রিকালে দুগ্ধপান করিয়া থাকিবে, আর নাভির ঊর্দ্ধদেশে দংশন করিলে, উক্ত ব্রতের দ্বিগুণ ব্রত হইবে, বাহুতে দংশন করিলে, তিন গুণ ব্রত এবং মস্তকে দংশন করিলে চতুর্গুণ ব্রত হইবে, —ইহা সরক্ত দংশন বিষয় জানিবে। দ্বিজোত্তম কুক্কুর-দষ্ট হইলে স্নান করিয়া গায়ত্রী জপ করিবে (ইহা সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত)। ৮২—৮৩। যে নির্ধন গৃহস্থ, বিনা পীড়ায় পঞ্চযজ্ঞ না করিয়া প্রত্যহ ভোজন করে, সে অর্দ্ধ প্রাজাপত্য করিয়া শুদ্ধ হইবে, "অনতুরশ্চ নিধনঃ" পাঠ হইবে। ৮৪। যে ব্যক্তি, পর্ব্বকালে আহিত অগ্নির উপসনা (হোমাদি) না করে, সে এবং যে ঋতুকালে ভার্য্যাতে উপগত না হয়, সেও অর্দ্ধ প্রাজাপত্য করিবে। ৮৫। যে গৃহী জল ব্যতীত বা জলে অবস্থিত হইয়া, কিংবা জলমধ্যে শারীর অর্থাৎ মূত্র, বিষ্ঠা, ত্যাগ করে, সে সবস্ত্র স্নান করিয়া ও জলস্পর্শে শুদ্ধ হইবে। মূত্র বিষ্ঠা পরিত্যাগ করিয়া জল শৌচ না করিলে কিংবা জলে থাকিয়া অথবা জলমধ্যে মূত্র বিষ্ঠাদি পরিত্যাগ করিলে উক্ত প্রায়শ্চিত্ত, ইহা বেগ ধারণে অসমর্থ হইলে তৎপক্ষে এবং অষ্টোত্তর সহস্র গায়ত্রী জপ করিয়া তিন দিন উপবাস করিবে (ইহা অভ্যাস বিষয়)। যে দ্বিজোত্তম শূদ্রশবের অনুগমন করে, সে নদীতে (আবাহনপূর্ব্বক) অষ্টোত্তর সহস্র গায়ত্রী জপ করিবে। ব্রাহ্মণ, যাহাতে এক জন ব্রাহ্মণের বধ হইতে পারে, এমত অভিসন্ধি

করিয়া মিথ্যা শপথ করিলে, যবায় ভোজন করিয়া চান্দ্রায়ণ করিবে। মূলে "অকৃত্বা-শপথং" ইত্যাদি দুই চরণের পরিবর্ত্তে "কৃত্বাতু শপথং বিপ্রো বিপ্রস্ত বধ সংযুতে" হইবে। এক পংক্তিতে ন্যূনাধিক দান করিলে প্রাজাপত্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে। অর্থাৎ এক পংক্তিতে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণসমূহের মধ্যে কাহাকে অল্প ও কাহাকে অধিক দিলে ঐ প্রায়শ্চিত্ত। ৮৭—৮৯। শ্বপাচকের অর্থাৎ অস্থ্যাবসায়ীর ছায়া স্পর্শ করিলে স্নানান্তে ঘৃত ভোজন করিবে। অশুচি অবস্থায় আদিত্য দর্শন করিলে, "অগ্নীন্দ্রজ" মন্ত্র রক্ষা অর্থাৎ জপ করিবে। ৯০। মনুষ্যের অস্থি-স্পর্শ করিলে, স্নান করিয়াই শুদ্ধ হইবে। যে ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করিয়াও কৃতঘ্ন হয় অর্থাৎ গুরুর কৃতী উপকার স্মরণ না করে, সে, পাঁচ বৎসর ব্রতী হইয়া সমস্ত বৎসরই অর্থাৎ প্রত্যহই ভিক্ষা করিবে। (তবে শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে) ব্রাহ্মণের প্রতি (অবমান সূচক) "হুঁ" শব্দ প্রয়োগ করিলে, স্নান ও আচমনপূর্ব্বক অবশেষে প্রণামাদি করিয়া তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিবে। ব্রাহ্মণকে তৃণ দ্বারা তাড়না করিলে, কিম্বা কণ্ঠে মৃদুভাবে বস্ত্র দ্বারা বন্ধন করিলে, অথবা বিবাদে পরাজয় করিলে, প্রণিপাতাদি দ্বারা প্রসন্ন করিবে। ব্রাহ্মণের প্রতি প্রহারার্থ দণ্ড উদ্যত করিলে, "প্রাজাপত্য" দণ্ড আঘাত করিলে, "অতি কৃচ্ছ্র" এবং শোণিতপাত করিলে, "কৃচ্ছ্রাতি কৃচ্ছ্র" ব্রত করিবে, গুরুর প্রতি তিরস্কার করিলে, তৎপাপের শুদ্ধিজনক "প্রাজাপত্য" ব্রত করিবে। ৯১—৯৫। দেবতা বা ঋষির সম্মুখে নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ বা কাহারও উপর উচ্চ স্বরে তিরস্কার করিলে তৎপাপক্ষয়ার্থ (জ্ঞানাজ্ঞানভেদে) একদিন বা দুইদিন উপবাস করিবে। ৯৬। উলূকাদি জন্তুঃ অর্থাৎ মীমাংসাদি শাস্ত্রবিষয়ক বিবাদে ব্রাহ্মণকে পরাজিত করিলে স্বর্ণ দান করিবে। বিল, দেবোদ্যানে বিষ্ঠামূত্র ত্যাগ করিলে, এবং আচ্ছন্ন পত্রাদি ছেদন করিলে, শুদ্ধির জন্য চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। ব্রাহ্মণ-দ্রোহ বুদ্ধিতে, দেবতায়তনে, মূত্র ত্যাগ করিলে, সে শিব স্থানে অস্ত্রাঘাত করিয়া চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। ব্রাহ্মণ দেবনিন্দা, ঋষিনিন্দা, কিম্বা বেদনিন্দা করিলে, সম্যক্ প্রকারে প্রাজাপত্য করিবে। অকৃত প্রায়শ্চিত্ত ঐ সকল ব্যক্তির সহিত সম্ভাষণ করিলে, স্নান করিয়া দেবপূজা করিবে। ৯৭—১০০। স্ত্রীলোক যদি বাল্যকালে মহাপাতক করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারও পিতার দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। বোলতাপ্রযুক্ত স্বয়ং অসমর্থ বলিয়া পিতার দ্বারা বলা হইয়াছে; পিতৃপদ, ভ্রাতা প্রভৃতির উপলক্ষণ। "মূলে ব্রতস্যাস্য" না হইয়া "চ তস্যাঃ স্যাৎ" হইবে। এইরূপে কৃতপ্রায়শ্চিত্তা সেই অভিরূপা কন্যাকে বিবাহ করিবে অন্যথা অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত না করিলে তাহাকে যে বিবাহ করিবে, সে, পতিত হইবে। ক্ষত্রিয়বধে এক বৎসর ব্রহ্মহত্যা ব্রত করিবে। তদন্তে একটী বৃষভের সহিত সহস্র গোদান করিবে। সকল প্রাণী (কীটাদি) হত্যা করিলে এক মাষা সুবর্ণ কিম্বা রজত (জ্ঞানাজ্ঞানাদিভেদে) দিবে। তাম্র, রাঙ, সীস, কাংস্য, এবং লৌহ মৃত্তিকাযুক্ত জল দ্বারা শুচি হইবে। সকল তৈজস পাত্রই উচ্ছিষ্ট হইলে ভস্ম ও জল দ্বারা তিনবার প্রক্ষালন করিলে শুদ্ধ হইবে। আর সুবর্ণ, রৌপ্য, মণি, শঙ্খ, শুক্তি, চন্দ্রকান্তাদি প্রস্তর, হীরক, বিদল, রজ্জু এবং চর্ম্ম, জলদ্বারা শুদ্ধ হয়। বিষ্ঠামূত্র পরিত্যাগ কালে চণ্ডাল শ্বপচাদি কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে, তিন দিন উপবাস দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিবে, আর উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে ছয় দিন উপবাস করিবে। ১০১—১০৩। যদি কাহারও পিতা, পিতামহ এবং অগ্রজ তপস্যা, অগ্নিহোত্র ও অগ্নিহোত্রাদির মন্ত্রচর্চ্চা-শূন্য হয়, তাহা হইলে পরিবেদনে দোষ নাই। ১০৪। যে, ব্যক্তি অমাবস্যা দিনে, পিতামহ ব্রহ্মাকে উদ্দেশ করিয়া ব্রাহ্মণী রমণীকে পূজা করে, সে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। ১০৫। অমাবস্যা তিথি প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে, যম ও শিবের (কিম্বা সর্ব্বসংহারক শিবের) আরাধনা করিবে, অনন্তর, ব্রাহ্মণ ভোজন করিলে, সর্ব্ব পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। ১০৬। কৃষ্ণাষ্টমী ও কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণের সহিত মহাদেব পূজা করিয়া সকল পাতক হইতে মুক্ত

হয়। ১০৭। ত্রয়োদশী রাত্রিতে, প্রথম প্রহরে পূজোপকরণ লইয়া মহাদেব-মূর্ত্তি অবলোকন করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। ১০৮। সর্ব্বত্র দান গ্রহণ করিলে, দক্ষিণা গ্রহণ অথবা সুবর্ণ প্রতিমা গ্রহণ করিলে, স্বস্তিবাচন ও হোম যাগ দ্বারা (সেই পাপ হইতে) মুক্ত হয়। ১০৯। দশ সহস্র গায়ত্রী জপ দ্বারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। ১১০।

উশনঃ সংহিতা সম্পূর্ণ।

অঙ্গিরঃ-সংহিতা।

প্রথম অধ্যায়।

মহর্ষি অঙ্গিরা বেদার্থ পর্য্যালোচনা করিয়া গৃহস্থাশ্রম-ধর্ম্মের মধ্যে আনুপূর্ব্বিক চতুর্ব্বর্ণের প্রায়শ্চিত্ত বিধি বলিতে লাগিলেন ।১। দ্বিজাতিগণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) চাণ্ডালাদি নীচজাতির সিদ্ধান্ন ভোজন করিলে, ব্রাহ্মণের চান্দ্রায়ণ, ক্ষত্রিয়ের কৃচ্ছ্র, এবং বৈশ্যের কৃচ্ছ্রার্দ্ধ (প্রায়শ্চিত্ত), ইহাই পণ্ডিতগণের সম্মত ।২। রজক, চর্ম্মকার, নট, বরুড়, কৈবর্ত্ত, মেদ ও ভিল্ল এই সপ্তজাতি অন্ত্যজ বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। ৩। যখন অন্ত্যজদিগের গৃহে তাহাদিগের ভাণ্ডস্থিত পর্য্যুষিত জল পান করিবে, তখনই প্রায়শ্চিত্ত করিবে (অথবা যখন অন্ত্যজদিগের গৃহে পর্য্যুষিত ফল বা তত্তুল্য যৎকিঞ্চিৎ ভোজ্য বা তাহাদিগের ভাণ্ডস্থিত জল পান করিবে তখনই প্রায়শ্চিত্ত করিবে)। ৪। (শ্রোতা ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন) যদি চাণ্ডালের কূপ বা ভাণ্ডস্থিত জল অজ্ঞান পূর্ব্বক পান করে, তাহা হইলে, তাহাদিগের (পানকর্ত্তাদিগের) মধ্যে বর্ণে বর্ণে কিরূপ অর্থাৎ কোন বর্ণের কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইবে ?৫ উত্তর;—ব্রাহ্মণ সান্তপন করিবে,ক্ষত্রিয় প্রাজাপত্য,বৈশ্য অর্দ্ধ-প্রাজাপত্য করিবে এবং শূদ্রের প্রতি পাদকৃচ্ছ্র ব্যবস্থা দিবে। ৬। ব্রাহ্মণ, অজ্ঞানতঃ রজকাদি অন্ত্যজ জাতির জল পান করে ত, অহোরাত্র উপবাস করিয়া পর দিন পঞ্চগব্য পান করিলে শুদ্ধ হইতে পারিবে। ব্রাহ্মণ, কদাচিৎ উচ্ছিষ্ট ব্রাহ্মণস্পৃষ্ট হইলে আচমন করিলেই শুদ্ধি লাভ করিবে। ৮। ব্রাহ্মণ কদাচিৎ উচ্ছিষ্ট ক্ষত্রিয় কর্তৃক স্পৃষ্ট হইলে, স্নান, জপ করিবে এবং দিনার্দ্ধ উপবাসে শুদ্ধ হইবে। ৯। দ্বিজ, উচ্ছিষ্টবৈশ্য, কুক্কুর বা উচ্ছিষ্টশূদ্র কর্তৃক স্পৃষ্ট হইলে, এক অহোরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য পান করিলে শুদ্ধ হইবে। ১০। যে ব্যক্তি, অনুচ্ছিষ্ট অবস্থায় স্পর্শ করিলেও স্নান করিতে হয় সে, যদি উচ্ছিষ্ট হইয়া স্পর্শ করে, তাহা হইলে স্পৃষ্ট ব্যক্তি প্রাজাপত্য করিবে। ১১। ইহার পর নীলীবস্ত্রের বিধি বলিব। স্ত্রী-সম্ভোগার্থ শয্যায় শয়ন কালে তাহা পরিধান করিলে দোষ হইবে না। ১২। ব্রাহ্মণ, নীলী-রক্ষণ—নীলীবিক্রয় ও তদ্দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিলে, বিশেষ পাপী হইবে; তদনন্তর, তিন প্রাজাপত্য করিলে তাহার সেই পাপ বিনষ্ট হয় ।১৩। নীলীবস্ত্র ধারণ করিলে সেই নীলীবস্ত্রধারীর স্নান, দান, জপ, হোম, স্বাধ্যায়, পিতৃতর্পণ, এবং এতদ্ভিন্ন পঞ্চ মহাযজ্ঞ বৃথা হয়। ১৪। যদি অজ্ঞানত নীলীরঙ্গে রঞ্জিত বস্ত্র ধারণ করে, তাহা হইলে এক অহোরাত্র উপবাসী থাকিয়া পঞ্চগব্য পান করিবে, তাহাতে শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। ১৫। যদি ব্রাহ্মণের অনবধানতাপ্রযুক্ত নীলীকাষ্ঠ দ্বারা শরীর ক্ষত হয় ও তাহাতে শোণিত দেখা যায়, তাহা হইলে সেই দ্বিজ চান্দ্রায়ণ করিবে।১৬। যদি দ্বিজ, নীলীকাষ্ঠের অগ্নিতে পক্ব অন্ন ভোজন করে, তাহা হইলে ভুক্তান্ন বমন করিয়া পঞ্চগব্য পান করিলে শুদ্ধ হইবে। ১৭। দ্বিজাতি অসাবধান হইয়া অজ্ঞানতঃ নীলী ভক্ষণ করিলে, ব্রাহ্মণাদি তিনবর্ণেরই চান্দ্রায়ণ কর্ত্তব্য। ইহাই

নিয়ম। ১৮। নীলী-রঙে রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিয়া যে অন্ন আনীত (হইয়া প্রদত্ত) হয়, দাতা তাহার ফলভাগী হ'ন না এবং সেই অন্ন ভোক্তাও মাত্র পাপ ভোজন করে। ১৯। নীলীরঙে রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিয়া যে অন্ন পাক করা হয়, তাহা ভোজন করিলে ব্রাহ্মণেরা একদিন উপবাস করিবেন। ২০। যে নারী, ভর্ত্তার মৃত্যু হইলে, নীলীবস্ত্র পরিধান করে, তাহার ভর্ত্তা নরকে গমন করে, অনন্তর, সে নারীও নরকগামিনী হয়। ২১। নীলী উৎপন্ন হওয়ায় যে ক্ষেত্র দূষিত হইয়াছে, তাহাতে যে শস্য উৎপন্ন হয়, তাহা দ্বিজগণের অভোজ্য; ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হয়। ২২। এই স্থলে অর্থাৎ যে স্থলে নীলী উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে দেবদ্রোণীখনন, বৃষোৎসর্গ, যজ্ঞ বা দানের স্থান করিবে না, কারণ ঐ ভূমি দূষিত হইয়া গিয়াছে। ২৩। যে স্থলে নীলী বপন হইয়াছে, সেই ভূমি দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত অশুচি, তৎপরে শুচি হইয়া থাকে। ২৪। অতিরিক্ত ভোজন করাইতে, পান করাইতে, বা ঔষধাদি সেবন করাইতে এবং এইরূপ ব্যাপারে যে সকল গো প্রাণত্যাগ করে (তাহাদিগের বধজনিত পাপক্ষয়ার্থ) এক পাদ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ২৫। যেখানে গাভী ঘণ্টা প্রভৃতি অলঙ্কারের দোষে হত বা আহত হয়; সেস্থানে পূর্ণ প্রায়শ্চিত্তের অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করিবে, কেননা, সেই ঘণ্টাদি আভরণ-দান গাভীর ভূষণের জন্যই—করিয়াছিল। ২৬। সহজরূপে গাভী বশীভূত করিতে না পারায়, দমন, বন্ধন, রোধ, অবঘাত বা অন্য কোনরূপ অস্বাভাবিক ব্যাপারে ঐ গাভীর মৃত্যু হইলে, পাদোন প্রায়শ্চিত্ত করিবে॥ ২৭। অঙ্গুষ্ঠ পর্ব্বের ন্যায় স্থূল, প্রমাণে এক বাহু (এক বাউ) দীর্ঘ এবং পল্লবও অগ্রযুক্ত (বৃক্ষশাখাকে) দণ্ড বলা যায়। ২৮। যদি এই উক্ত দণ্ড হইতে স্বতন্ত্র গুরুতর মুদ্গরাদি দ্বারা, গাভীকে প্রহার করে ত দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিলে শুদ্ধ হইবে এবং বহু পুরুষে মিলিত হইয়া একটী গাভীকে বধ বা আঘাত করিলে উচিত প্রায়শ্চিত্তের দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিলে, শুদ্ধ হইবে। ২৯। গাভীর শৃঙ্গ ভঙ্গ, অস্থি ভঙ্গ বা চর্ম্ম কর্ত্তন করিলে দশ দিন যাবৎ কৃচ্ছ্রব্রত করিবে; যদি তাহার মধ্যে সুস্থ হয়; (তাহা না হইলে ইহা হইতেও গুরু-প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে)। ৩০। গোমূত্র-মিশ্রিত যাবক ভোজন করিবে, ইহাই হিতজনক কৃচ্ছ্র; ইহা অঙ্গিরার মত। ৩১। অসমর্থ ব্যক্তির কিম্বা বালকের পিতা বা গুরু, তাহার হইয়া যে প্রায়শ্চিত্ত করিবেন, তদ্দ্বারা তাহার অর্থাৎ ঐ অসমর্থ বা বালকের পাপ বিনষ্ট হইবে। ৩২। যাহার অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রম (এইরূপ বৃদ্ধ), ষোড়শ বর্ষ হইতেও অল্পবয়স্ক বালক, স্ত্রীলোক এবং উৎকট-রোগীর অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্তে অধিকার। ৩৩। গাভী যষ্টি দ্বারা আহত হইয়া মূর্চ্ছিত বা পতিত হইলে, (আঘাতকারী পুরুষের) শুদ্ধিজনক প্রায়শ্চিত্ত, অষ্টোত্তর সহস্র গায়ত্রী জপ। ৩৪। রজস্বলা নারী, চতুর্থ দিবসে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে। রজঃকাল (রজোদর্শনের প্রথম দিন হইতে চার দিন) অতিবাহিত হইলে, প্রায়শ্চিত্তাদি কার্য্য করিবে, অতিবাহিত না হইলে, কদাচ উহা করিবে না। ৩৫। রোগপ্রযুক্ত নারীদিগের যে অতিশয় (অর্থাৎ রজঃকালের পরেও) রজঃ প্রবৃত্তি হয়, তদ্দ্বারা তাহারা অশুচি হইবে না, কেন না, তাহা স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক নহে। ৩৬। যে পর্য্যন্ত রজঃপ্রবৃত্তি হয়, অর্থাৎ তিন দিন, তাবৎ স্ত্রীলোক সদাচার (পবিত্র) নহে। রজো নিবৃত্তি হইলে (চতুর্থ দিবসে) ঐ স্ত্রী, গৃহকার্য্য ও ইন্দ্রিয়কার্য্যে ব্যবহার্য্য। ৩৭। রজোদর্শনের প্রথম দিনে রজস্বলা স্ত্রী চাণ্ডালী, দ্বিতীয় দিনে ব্রহ্মঘাতিনী ও তৃতীয় দিবসে রজকী বলিয়া কথিত হইয়াছে, অর্থাৎ ঐ সকল দিনে চাণ্ডালী প্রভৃতির ন্যায় অশুদ্ধ থাকিবে। চতুর্থ দিনে পবিত্র হইবে। ৩৮। রজস্বলা, কুক্কুর বা শূদ্র কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে, এক দিন উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য পান করিলে, শুদ্ধি লাভ করিবে। ৩৯। পতি পত্নী যতক্ষণ শয্যাতে অবস্থিতি করে, ততক্ষণ, এই উভয়েই অপবিত্র থাকিবে। অনন্তর, নারী শয্যা হইতে উত্থান করিলে, পবিত্র হইবে, কিন্তু পুরুষ তথাপি অশুচি থাকিবে। ৪০। কাংস্য-পাত্রে জল

লইয়া তদ্দ্বারা কুলকুচা বা পাদপ্রক্ষালন করিবে না। ভস্ম দ্বারা কাংস্য শুদ্ধ এবং অম্ল সংযোগে তাম্র শুদ্ধ হইয়া থাকে। ৪১। নারী, রজোদর্শন দ্বারা শুদ্ধ হয় অর্থাৎ স্ত্রীলোকের যে সকল মানস পাপ হয় প্রতিরজো-দর্শনে তাহা বিদূরিত হইয়া থাকে এবং বাল্যাবস্থায় যে অপবিত্রতা থাকে, প্রথম রজোদর্শনে তাহা বিনষ্ট হয়। স্রোতঃ দ্বারা নদী শুদ্ধ হয়, অর্থাৎ নদীতে স্রোত আছে বলিয়া বিষ্ঠাদি দ্বারা তাহার জল অপবিত্র হয় না, অত্যন্ত দূষিত প্রস্তরাদি পাত্র ছয় মাস ভূমিতে নিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিলে শুদ্ধ হয়। ৪২। গবাঘ্রাত কাংস্য, যে সকল পাত্র শূদ্রোচ্ছিষ্ট তৎসমুদয় ও কাকোচ্ছিষ্ট কাংস্য পাত্র, দশ দিন ভস্ম প্রোথিত হইলে, শুচি হইবে। ৪৩। বায়ু ও চন্দ্র সূর্য্য কিরণস্পর্শে রজত সুবর্ণের শুদ্ধি হয়। ৪৪। মেষ লোম নির্ম্মিত বস্ত্র (কম্বলাদি) রেতঃস্পৃষ্ট বা শবাদি স্পৃষ্ট হইলেও অপবিত্র হইবে না। তবে ঐ কম্বলাদির যে অংশে রেতঃস্পর্শ বা শবস্পর্শ হইবে সেইটুকু অংশ, জল ও মৃত্তিকা দ্বারা প্রক্ষালন করিবে, সমস্ত তাহাতেই শুদ্ধ হইয়া থাকে। ৪৫। ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণের (শূদ্রের) শুষ্কান্ন (চিপিটকাদি) ভোজন করিলে, সপ্তাহ ব্রত করিবে। ব্যঞ্জনযুক্ত অন্ন অর্দ্ধ মাসে জীর্ণ হয়। ৪৬। দুগ্ধ ও দধি এক মাসে, ঘৃত ছয় মাসে, (জীর্ণ হয়) তৈল, এক বৎসরেও উদরে পরিপাক পায় কি না সন্দেহ; (অপবিত্র অন্ন ভোজনে প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে বমন বিধি আছে সুতরাং কত দিনের মধ্যে হইলে বমন করা যায়, ইহা জানাইবার জন্য, জীর্ণ হওয়ার কথা লিখিত হইয়াছে)। ৪৭। যে ব্যক্তি নিরন্তর একমাস শূদ্রান্ন ভোজন করে, সে, শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় এবং মৃত্যুর পরে কুক্কুরযোনি প্রাপ্ত হয়। ৪৮। শূদ্রান্নভোজন, শূদ্রের সহিত বিশেষ সংসর্গ, শূদ্রের সহিত একত্র থাকা এবং শূদ্রের নিকট হইতে কোন রূপ জ্ঞানোপার্জ্জন, ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন ব্রাহ্মণকেও পতিত করে। ৪৯। শূদ্র প্রণাম না করিলেও যে (ব্রাহ্মণ) তাহাকে আশীর্ব্বাদ করে, সেই ব্রাহ্মণ ও শূদ্র উভয়েই নরকে গমন করে। ৫০। (সপিণ্ডের জন্ম বা মৃত্যু হইলে) ব্রাহ্মণ দশদিনে শুদ্ধ হয়, ক্ষত্রিয় দ্বাদশদিনে, বৈশ্য, এক পক্ষে এবং শূদ্র এক মাসে শুদ্ধ হয়। ৫১। যে অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ, শূদ্রান্ন ভোজন করে, তাহার আত্মা, বেদাধ্যয়ন এবং গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ নামক তিন অগ্নি—এই পাঁচটী বস্তু বিনষ্ট হয়, অর্থাৎ আপনি পতিত হয়, সুতরাং বেদাধ্যয়ন ও অগ্নিকার্য্যে অধিকার থাকে না। ৫২। যে দ্বিজ শূদ্রান্নভোজী হইয়া পুত্র উৎপন্ন করেন, সেই দ্বিজের উৎপাদিত সেই সকল পুত্রগণ প্রকৃত পক্ষে যাহার অন্ন, তাহারই; কেন না, অন্ন হইতেই শুক্রের উৎপত্তি। ৫৩। অসাবধানতাবশতঃ শূদ্র-স্পৃষ্টজলাদি, উচ্ছিষ্ট বস্তু এবং কোন বস্তু এক পাণি দ্বারা যেন দ্বিজকে না দেয়, ইহা আপস্তম্ব মুনি বলেন। ৫৪। ব্রাহ্মণের অন্ন সকল দিনেই ভোজন করা যায়, ক্ষত্রিয়ান্ন পর্ব্বোপলক্ষে, বৈশ্যান্নও আপৎকালে খাওয়া যায়; কিন্তু শূদ্রান্ন কখনই ভোজ্য নহে। ৫৫। ব্রাহ্মণান্ন-ভোজনে দরিদ্রতা (যাচ্ঞা করা ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত নহে এইজন্য যাচ্ঞা করিয়া ব্রাহ্মণান্ন ভোজন করাও উচিত নহে, ইহা জানাইবার জন্য উক্ত রূপ কথিত হইল) অথবা ব্রাহ্মণান্ন-ভোজনে অদরিদ্রতা (সম্পত্তি) হয়। ক্ষত্রিয়ান্ন-ভোজনে পশুবৎ মূর্খ হয়, বৈশ্যান্ন ভোজনে শূদ্রতা প্রাপ্ত হয়, আর শূদ্রান্ন ভোজনে নিশ্চয়ই নরক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ৫৬। ব্রাহ্মণান্ন অমৃত, ক্ষত্রিয়ান্ন দুগ্ধ বলিয়া স্মৃত হইয়াছে, বৈশ্যান্ন অন্নমাত্র, এবং শূদ্রান্ন নিশ্চয়ই রক্ত। ৫৭। মনুষ্যের পাপ, তাহার অন্ন আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে, অতএব যে যাহার অন্ন ভোজন করে, সে, তাহার পাপ ভোজন করিয়া থাকে। ৫৮। যদি জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ অশৌচী ব্যক্তির জল পান বা অন্ন ভোজন করে, তাহা হইলে পীতভুক্ত বস্তু উদ্গীরণপূর্ব্বক আচমন করিয়া, জলে অবতরণপূর্ব্বক অবগাহন করিবে, অনন্তর বারুণমন্ত্র জপ করিবে, এইরূপ করিলে নিজকার্য্যে অধিকারী হইবে। ৫৯। ৬০। অগ্নিহোত্রের অগ্নি যে গৃহে থাকে, সেই গৃহে, গাভীর গোষ্ঠে, দেবতা ও ব্রাহ্মণের নিকটে আহারকালে, এবং জপকার্য্যে, মহদ্‌ব্যক্তির নিকটে

কর্ত্তব্য। ৬১। যে ব্যক্তি পাদুকাসন (খড়ম) পায়ে দিয়া, অগ্নিগৃহ, গাভীগোষ্ঠ, দেবগৃহ ও ব্রাহ্মণের গৃহ, আহার গৃহ, এবং জপগৃহ এই পঞ্চগৃহে গমন করে, ধার্ম্মিক রাজা তাহার পাদদ্বয় ছেদন করিয়া দিবেন। ৬২। অগ্নিহোত্রী, তপস্বী, শ্রোত্রিয় এবং বেদপারগ ইঁহারা খড়ম পায়ে দিয়া তথায় যাইতে পারিবেন, অবশিষ্ট ব্যক্তিদিগকেই দণ্ডিত করিবেন। ৬৩। জাতকর্ম্ম অবধি চূড়া পর্য্যন্ত সংস্কার হইলে, তাহার নবশ্রাদ্ধে এবং চূড়াকরণ হওয়ার পর, অবশ্য কর্ত্তব্য, নবশ্রাদ্ধে অসপিণ্ডগণই পাত্রীয়ান্ন ভোজন করিবেন অর্থাৎ জাতকর্ম্মের পরবর্ত্তী নামকরণ সংস্কার হইতে আরম্ভ করিয়া চূড়া পর্য্যন্ত যে কএকটী সংস্কার আছে, তাহার অন্যতম সংস্কারে সংস্কৃত মৃতবালকের পারলৌকিক কল্যাণকামনায় তাঁহার পিতা প্রভৃতি দাহ ও শ্রাদ্ধাদিকার্য্য করিতে পারে। একার্য্য কাম্য; তবে দুই বর্ষ অতীত হইলেই দাহ করিতে হইবে। ঐ মৃতবালকের নবশ্রাদ্ধে (নবশ্রাদ্ধ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে) এবং উপনীত মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে অবশ্য কর্ত্তব্য ঐ শ্রাদ্ধে সপিণ্ডগণ পাত্রীয় অন্ন ভোজনে অনধিকারী বস্তুতঃ এই বচনটী লিপিকর প্রমাদদূষিত।

"জন্ম প্রভৃতি সংস্কারে বালস্যান্নস্য ভোজনে।
অসপিণ্ডৈর্নভোক্তব্যং শ্মশানান্তে বিশেষতঃ ॥"

এই পাঠ, শুদ্ধ। ইহার অনুবাদ এই— বালকের জাতকর্ম্ম প্রভৃতি চূড়াকরণ পর্য্যন্ত সংস্কারে (অন্নবৃদ্ধি শ্রাদ্ধের পাত্রীয় অন্ন) বিশেষতঃ শ্মশানান্তে অর্থাৎ নবশ্রাদ্ধাদিতে, (তদীয় পাত্রীয় অন্ন) অসপিণ্ডগণ ভোজন করিবে না। ৬৪। যাচক ব্যক্তির অন্ন (স্থান অস্থান পাত্র অপাত্র কালাকাল বিবেচনা না করিয়া কেবল যাচ্ঞাই যাহার কার্য্য, তাহাকেই যাচক বলা যায়) নবশ্রাদ্ধের পাত্রীয়ান্ন, অশৌচান্ন এবং স্ত্রীলোকের প্রথম গর্ভে অর্থাৎ গর্ভাধানে পুংসবনাদির অন্ন ভোজন করিলে, চন্দ্রায়ণ করিবে। ৬৫। যে কন্যা অন্যের উদ্দেশে বাগ্দানাদি হইয়া যাওয়ার পরে, অপরের সহিত বিবাহিতা হয় তাহার অন্নও ভোজন করিবে না; যেহেতু ঐ কন্যা পুনর্ভূ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৬৬। পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার হইবার পূর্ব্বেই যদি প্রথম গর্ভস্রাব হইয়া যায়, তাহা হইলে দ্বিতীয় গর্ভে গর্ভসংস্কার করিবে, তাহাতেই শুদ্ধ হইবে। মূলের বচনটী একটু কঠিন থাকায় তাহার অর্থ লিখিয়া দিতেছি যঃ পূর্ব্বো গর্ভঃ অসংস্কৃতঃ সন্ স্রাবিতঃ তস্মাদ্দ্বিতীয়ে গর্ভে যো গর্ভসংস্কারঃ (কর্ত্তব্যঃ) তেন (গর্ভপাত্রয়োঃ শুদ্ধিঃ)*। ৬৭। গর্ভবতী যতদিন দশ মাসের মধ্যে থাকিবে অর্থাৎ সন্তান প্রসব না করিবে, ততদিন রাজা প্রভৃতি সকলেই তাহার রক্ষা করিবেন; অনন্তর অন্তবিধি বিহিত হইতেছে। ৬৮। যে স্ত্রী স্বামীর নিয়োগ লঙ্ঘনপূর্ব্বক প্রতিকূলভাবে অবস্থান করে, তাহার অন্ন ভোজন করিবে না এবং ঐ স্ত্রীকে কামচারিণী বলিয়া জানিবে। ৬৯। যে নারী অপত্যবর্জ্জিত (আঁটকুড়ী) তাহার গৃহেও ভোজন করিতে নাই। যদি কেহ শাস্ত্রমর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়া তাহার গৃহে ভোজন করে, সে পূযসনরকে গমন করিবে। ৭০। যে সকল বান্ধব, মোহে অভিভূত হইয়া স্ত্রীধন অথবা স্ত্রীলোকের যান ও বস্ত্র ব্যবহার করে, সেই সকল পাপিষ্ঠ, নরকে গমন করে। ৭১। ক্ষত্রিয়ের অন্ন (ভুক্ত হইলে) তেজ ও শূদ্রান্ন (ভুক্ত হইলে) ব্রহ্মতেজ অপহরণ করে। আর যে অশৌচান্ন ভোজন করে, সে পৃথিবীর যাবদীয় মল ভোজন করিয়া থাকে। ৭২।

* কেহ কেহ বলেন,—গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার হইবার পূর্ব্বে, যদি গর্ভস্রাব হয় বা সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে, তাহার দ্বিতীয় অর্থাৎ পরবর্ত্তী উপযুক্তকালে গর্ভসংস্কার অর্থাৎ ঐ সকল সংস্কার হইবে।

অঙ্গিরঃ-সংহিতা সমাপ্ত।

যম-সংহিতা।

অনন্তর, চতুর্ব্বর্ণের অবলম্বনীয় এই ধর্ম্মের অন্তর্গত ধর্ম্মশাস্ত্র আরব্ধ হইতেছে। প্রায়শ্চিত্তোপদেশই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। ১। যাহারা জলপ্রবেশ, অগ্নিপ্রবেশ, উদ্বন্ধন, প্রব্রজ্যা, (মহাপ্রস্থান গমন) অনশনব্রত, বিষপান, উচ্চস্থান হইতে পতন, প্রায়োপবেশন বা নিজকৃত শস্ত্রাঘাতে ও মৃত্যুমুখে নিপতিত হয় নাই, সেই সকল সর্ব্বলোক পরিত্যক্ত প্রত্যবসিত ব্যক্তিগণ চান্দ্রায়ণ অথবা দুই তপ্তকৃচ্ছ্রব্রত আচরণ করিলে বিশুদ্ধ হইবে। ২ ।৩। যাহারা বানপ্রস্থ আশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হয়, তাহাদিগের ইহকালও নাই, পরকালও নাই, সেই পাপিষ্ঠগণ দুইটী চান্দ্রায়ণ ব্রত এবং ধেনু ও বৃষ দান করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। ৪। গোহত্যাকারীকে, ব্রহ্মহত্যাকারীকে বা উদ্বন্ধনমৃতকে, দগ্ধ করিলে, এবং উদ্বন্ধন মৃতের রজ্জুচ্ছেদ করিলে, তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত আচরণ করিবে। ৫। ব্রণসম্ভূত কৃমি, দুষ্টমক্ষিকা বা কুক্কুর কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে প্রাজাপত্যার্দ্ধ ব্রত করিবে এবং যথাশক্তি তাহার দক্ষিণা দিবে।৬ ব্রাহ্মণের মলদ্বারে কৃমি-দংশন-জনিত ব্রণ হইতে পূয় রক্ত নির্গত হইলে, সেই ব্রাহ্মণ, মৌঞ্জী হোম করিবে, তদ্দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। "ব্রাহ্মণস্ত ব্রণদ্বারে পূয়শোণিত সম্ভবে। কৃমিরুৎপদ্যতে" ইহা পাঠান্তর, ইহার অনুবাদ এই—"ব্রাহ্মণের পূয় রক্তময় ক্ষতস্থানে কৃমি উৎপন্ন হইলে"। ৭। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং অনুলোমজ মূর্দ্ধাবসিক্তাদি জাতি ইহার মধ্যে, যে, নিজ মলদ্বার হইতে প্রকৃত পক্ষে পূয় শোণিত নির্গম জানিয়াও আহার করে, সে, চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। ৮। গ্রাসের পরিমাণ কুক্কুটাণ্ডের মত করিবে। ইহা হইতে পরিমাণাধিক্য হইলে, আহারদোষে (চান্দ্রায়ণ অসিদ্ধ হওয়ায়) সে ব্যক্তি বিশুদ্ধ হইতে পারিবে না। ৯। শুক্লপক্ষে এক এক গ্রাস বাড়াইবে, কৃষ্ণপক্ষে এক এক গ্রাস কমাইবে এবং অমাবস্যাতে ভোজন করিবে না, ইহাই চান্দ্রায়ণের বিধি। ১০। সুরা ভিন্ন অপর মদ্য (খার্জ্জুর পানসাদি) পানের সহিত গোমাংস ভক্ষণ করিলে, অর্থাৎ সুরা ভিন্ন অপর মদ্য পান বা গোমাংস ভক্ষণ করিলে, ব্রাহ্মণ তপ্তকৃচ্ছ্র করিবে, তাহা হইলেই সেই পাপ বিনষ্ট হইবে। ১১। পাপকর্ত্তা যদি প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করিয়া মরিয়া যায়, সে ব্যক্তি সেই দিনেই ইহলোকে ও পরলোকে বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। ১২। অপালনাদি নিমিত্ত গোবধাদি পাপে পৃথগন্নবর্ত্তী এক ব্যক্তি যদি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হয়, তথাপি সেই সমস্ত অপরাপর (জ্ঞাতি) স্পর্শযোগ্য নহে এবং তাহারা নিন্দিত হইয়া থাকে, তাহাদিগের অন্ন অভোজ্য, তাহাদিগের নিকট প্রতিগ্রহ অকর্ত্তব্য, তাহাদিগকে অধ্যাপনা করা নিষিদ্ধ এবং তাহাদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ করিবে না। তবে পরে সেই সকল জ্ঞাতি ব্রতানুষ্ঠান করিলে শুদ্ধ হইতে পারিবে। ১৩। ১৪। যাহার বয়ঃক্রম একাদশ বর্ষের ন্যূন এবং পঞ্চবর্ষের ঊর্দ্ধ, (সে কোন পাপকার্য্য করিলে) তাহার পিতা, ভ্রাতা বা অন্য কোন বান্ধব, তাহার হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ১৫। যে, ইহা হইতেও অধিক বালক, তাহার অপরাধ নাই, পাপ নাই, সুতরাং তাহার রাজদণ্ডও নাই, প্রায়শ্চিত্তও নাই। ১৬। যাহার অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রম (এইরূপ বৃদ্ধ) যে যোড়শ

বর্ষের ন্যূন বয়স্ক বালক, স্ত্রীলোক, এবং রোগী—ইহারা অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্তে অধিকারী।১৭ যখন সূর্য্য অস্তে গিয়াছেন, সেই সময়ে কোন কোন ব্যক্তি চাণ্ডালস্ত্রী বা রজকস্ত্রী স্পর্শ করিয়া ফেলিলে, ঐ সকল ব্যক্তির কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইবে? যে জল দিবসে আনীত, তাহাতে রৌপ্য বা সুবর্ণ দিয়া সেই জলে স্নান ও সেই জল পান করিলে সেই সমস্ত ব্যক্তি শুচি হইবে, ইহা স্মৃত হইয়াছে।১৮।১৯। দাস, নাপিত, গোপাল, কুলমিত্র (অর্থাৎ যাহাদিগের সহিত পুরুষানুক্রমে বিশেষ মিত্রতা চলিয়া আসিতেছে, তাহারা) অর্দ্ধসীরী (যাহার সহিত আধাআধি ভাগ করিয়া লইয়া এক খণ্ড জমীতে চাষ করা যায়) এবং যে আত্মসমর্পণ করে, শূদ্রদিগের মধ্যে ইহাদিগের অন্ন ভোজন করা যাইতে পারে।২০। যে সকল মূর্খ ব্রাহ্মণাদি মনুষ্য, শূদ্রভোজ্য অন্ন ভোজন করে, সেই পাপেই তাহাদিগের প্রায়শ্চিত্ত করার আবশ্যক হওয়ায় প্রত্যেকেই চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে।২১। যে ব্যক্তি দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইতেছে দেখিয়াও কন্যা অর্পণ না করে, ঐ পিতা, সেই কন্যার মাসে মাসে যে রজ হয়, সেই রক্ত পান করিয়া থাকে অর্থাৎ তত্তুল্য পাপী হয়*।২২। মাতা পিতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা কন্যা বা ভগিনীকে বিবাহ হইবার পূর্ব্বে রজস্বলা (একাদশ বর্ষ বয়স্কা) হইতে দেখিলে, তাহারা তিন জনেই নরকে গমন করে।২৩। যে ব্রাহ্মণ মদমোহিত হইয়া সেই রজস্বলা কন্যাকে বিবাহ করে, সেই বৃষলীপতি ব্রাহ্মণের সহিত সম্ভাষণ ও পংক্তিভোজন নিষিদ্ধ।২৪। বন্ধ্যাকে বৃষলী বলিয়া জানিবে, মৃতবৎসাও বৃষলী। আর শূদ্র ভার্য্যা বৃষলী এবং কুমারী অবস্থায় রজস্বলা নারীকে বৃষলী বলিয়া জানিবে।২৫। দ্বিজ, এক মাত্র বৃষলীসেবনে যেপাপ কার্য্য করেন, তিন বৎসর প্রত্যহ ভিক্ষান্ন ভোজন ও জপ করিয়া তাঁহারা সেই পাপ বিনষ্ট করিতে হয়। সেই পাপ বিনষ্ট করিতে, প্রত্যহ ভিক্ষান্ন ভোজন ও জপ করিলেও তিন বৎসর লাগে।২৬। যে স্ত্রী নিজ পতিকে পরিত্যাগ করিয়া পরপুরুষসঙ্গ ইচ্ছা করে, তাহাকেই বৃষলী বলিয়া জানিবে; শূদ্রপত্নী বৃষলী নহে* (মূলের দ্বিতীয় চরণের শেষে "বৃহস্পতিঃ" আছে তাহা না হইয়া "বৃষস্তি" হইবে)।২৭। যে ব্যক্তি বৃষলীর মুখামৃত পান করিয়াছে, বৃষলীর নিশ্বাসে দূষিত হইয়াছে ও তাহাতে সন্তান উৎপন্ন করিয়াছে, তাহার আর নিষ্কৃতি নাই।২৮। শ্বিত্রী, কুষ্ঠী, কুনখী শ্যাবদন্ত (যাহার দন্ত স্বভাবতঃ কৃষ্ণবর্ণ,) চিররোগী, হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ, খল, পরদ্বেষী, দুর্ভগ অর্থাৎ অতি কুরূপ ইত্যাদি ক্লীব, পাষণ্ডী, বেদ নিন্দক, হৈতুক (কুতার্কিক), শূদ্রযাজী, পতিতাদি অযাজ্য-যাজী, অনবরত প্রতিগ্রহলোভী, যাচক, বিষয়লোলুপ, শ্যাবদন্ত (যাহার দুইটী দন্তের মধ্যে অতিসূক্ষ্ম একটি দন্ত থাকে) চিকিৎসাব্যবসায়ী এবং অসদালাপী অর্থাৎ অসম্বদ্ধ প্রলাপী ইত্যাদি—ইহাদিগকে শ্রাদ্ধে ও দানে যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে, অর্থাৎ ইহাদিগকে শ্রাদ্ধে পাত্রাসনে বসাইবে না এবং দান করিবে না।২৯।৩২। দেবল ব্রাহ্মণ, বেতনভোগী, এবং বেদবিক্রয়ী ইহাদিগকেও তাহা হইতে যত্নপূর্ব্বক ত্যাগ করিবে, যম;—এই কথা বলেন।৩৩। যে, হব্য (যাগ যজ্ঞাদি) কার্য্যে বা বা কব্যে (শ্রাদ্ধাদি) কার্য্যে ইহাদিগকে নিযুক্ত করে, অর্থাৎ যজ্ঞে ঋত্বিক্, কব্যে পাত্রীয় ব্রাহ্মণ করে, তাহার পিতৃগণ ও দেবগণ মহর্ষিদিগের সহিত নিরাশ হইয়া স্বস্থানে গমন করেন।৩৪। অগ্রে মাহিষিক, মধ্যে বৃষলীপতি ও শেষে বার্দ্ধুষিক দর্শন করিলে, পিতৃগণ নিরাশ হইয়া গমন করেন (এতাবতা ইহাদিগকে শ্রাদ্ধস্থলে আসিতে দেওয়া নিষেধ)।৩৫। যে ভার্য্যা ব্যাভিচারিণী

---

* গর্ভ হইতে গণনা করিলে দশম বর্ষের শেষ মাসে কন্যার বয়ঃক্রম হয় ১০ বৎসর ১০ মাস আর দুই মাস অতীত হইলেই গর্ভ দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইবে, অতএব এই সময়—এই দশম বর্ষের শেষ মাসে দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম হইল আর কি বিবেচনা করিয়া বিবাহ দেওয়া উচিত,—ইহাই বচনের মর্ম।

* ব্যভিচারিণী ব্রাহ্মণী ও শূদ্রী অপেক্ষা অপকৃষ্ট—ইহা জানাইবার জন্য শূদ্রপত্নী বৃষলী নহে, ইহা উক্ত হইল।

যাহাকে "মহিষী" বলা যায়, যে পতি জানিয়া শুনিয়া পত্নীর সেই সকল দোষ ক্ষমা করে, সে, "মাহিষিক" বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। ৩৬। যে ব্যক্তি কোন বস্তু উচিত মূল্যে ক্রয় করিয়া অধিক মূল্যে বিক্রয় করে, তাহার নাম বার্দ্ধুষিক, সে, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের নিকট নিন্দিত। ৩৭। অন্ন যতক্ষণ উষ্ণ থাকিবে, পাত্রীয় ব্রাহ্মণগণ মৌনাবলম্বন করিয়া ততক্ষণ ভোজন করিবেন এবং যতক্ষণ ভোজ্য অন্নাদি—হবি'র গুণ কথিত না হয়, পিতৃগণ ততক্ষণই ভোজন করিয়া থাকেন অর্থাৎ ততক্ষণই পিতৃগণের ব্রাহ্মণ ভোজন জনিত তৃপ্তি হয়। ৩৮। পিতৃগণ যতক্ষণ তৃপ্তি লাভ করিবেন, ততক্ষণ, হবি'র অর্থাৎ ঐ সমস্ত অন্নাদির গুণ কীর্ত্তন করিবে না। পিতৃগণের তৃপ্তি হইলে পর অর্থাৎ শ্রাদ্ধ সমাপ্ত হইলে অন্নাদি উত্তম হইয়াছে বলিয়া প্রশংসা করিবে। ৩৯। মন্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ হব্য কব্য কর্ম্ম উপলক্ষে যতগুলি গ্রাস ভোজন করেন, পিতা সেই ব্রাহ্মণের শরীরস্থ হইয়া তত গুলি পিণ্ড ভোজন করেন। ৪০। উচ্ছিষ্ট দ্বিজ,—উচ্ছিষ্ট বস্তু, কুকুর, এবং শূদ্রকর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে, এক দিন উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য পান করিলেই শুদ্ধ হইবে। ৪১। যতক্ষণ উত্তম ভোজন ও সুবর্ণাদি দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে সম্মানিত না করা হয়, ততক্ষণ কৃতপ্রায়শ্চিত্তেরও সেই পাপ বিনষ্ট হয় না। ৪৩। যদি শরীর কাক, বলাকা এবং চিলপ্রভৃতি কর্ত্তৃক বেষ্টিত হয়, অথবা অপবিত্র বস্তু লিপ্ত হয়, কিম্বা গাত্রে ও মুখে অপবিত্র বস্তু সংপ্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে, ঐরূপ লেপাদিদূষিত ব্যক্তির স্নান দ্বারা শুদ্ধি। ৪৪। হস্ত ভিন্ন নাভির ঊর্দ্ধ অঙ্গ যদি অপবিত্র বস্তু অর্থাৎ কাক বিষ্ঠাদি-সংযোগে দূষিত হয়, তাহা হইলে, স্নান করিবে, আর নাভির অধোদেশ ঐরূপ দূষিত হইলে, মৃত্তিকা জল দ্বারা প্রক্ষালন (করিবে)। কেবল তদ্দ্বারাই ঊর্দ্ধ ও অধঃ অঙ্গ শুদ্ধ হইবে। ৪৫। রেতঃ মূত্র বিষ্ঠা প্রভৃতি (অভক্ষ্য) অপেয় ও অলেহ্য বস্তুর ভক্ষণে ত্রিরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইবে। ৪৬। পদ্মপত্র, [illegible] বরপত্র, বিশাল্ব, [illegible] [illegible] এবং পলাশপত্র মাত্র এই সকল বস্তুর কাথ জল

ছয় দিন পান করিলে বিশুদ্ধ হইবে। ৪৭। প্রব্রজ্যা ও অগ্নিতে মৃত্যু না হওয়ায় যে বিপ্র প্রত্যাবসিত হইয়া অনাহিতাগ্নি হয় ও গৃহস্থ করিতে ইচ্ছুক হয়, সে, তিন প্রাজাপত্য, তিন চান্দ্রায়ণ করিবে এবং কথিত জাতকর্ম্মাদি সংস্কার দ্বারা পুনঃ সংস্কৃত হইবে। । ৪৮ । ৪৯। তূলিকা, উপধান, পুষ্প ও রক্তাম্বর রৌদ্রে শুকাইয়া জল ছিটা দিলেই শুচি হইবে। । ৫০। দেশ, কাল, আত্মা, দ্রব্য, দ্রব্যপ্রয়োজন, উপপত্তি ও অবস্থা বুঝিয়া ধর্ম্মাচরণ করিবে। ৫১। পথ, কর্দ্দম, জল, নৌকা, লৌহময় বস্তু, তৃণ ও ইষ্টকরচিত গৃহ বায়ু এবং সূর্য্য রশ্মি সম্পর্কে শুদ্ধি লাভ করে। ৫২। পীড়িত ব্যক্তির অশুচি বস্তু স্পর্শাদি প্রযুক্ত স্নান করা আবশ্যক হইলে, সুস্থ ব্যক্তি দশবার স্নান করিয়া তাহাকে স্পর্শ করিবে, তাহা হইলেই পীড়িত ব্যক্তি শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। ৫৩। রজক, চর্ম্মকার, নট, বরুড়, কৈবর্ত্ত, মেদ এবং ভিল্ল এই সপ্ত জাতি অন্ত্যজ বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। ৫৪। ইহাদিগের স্ত্রীতে উপগত হইলে, তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত করিবে *। ৫৫। রজস্বলা স্ত্রীদিগের পরস্পর স্পৃষ্টাস্পৃষ্টি (ছোঁয়া ছুঁয়ি) হইলে তাহাদিগের বর্ণে বর্ণে কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে। ৫৬। রজস্বলা স্ত্রী, যে সগোত্রা, সভর্ত্তৃকা, রজঃস্বলাকে জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ স্পর্শ করিলে সেই রজস্বলা ও স্পর্শকারিণী রজস্বলা যথাসময়ে স্নান করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে। ৫৭। রজস্বলা ব্রাহ্মণী ও রজস্বলা শূদ্রা পরস্পরের স্পর্শ হইলে, পূর্ব্বা অর্থাৎ ব্রাহ্মণী এক প্রাজাপত্য দ্বারা, ও শূদ্রা পাদকৃচ্ছ্র দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিবে। ৫৮। রজস্বলা ক্ষত্রিয়া ও রজস্বলা শূদ্রা পরস্পর পরস্পরকে স্পর্শ করিলে, পূর্ব্বা অর্থাৎ ক্ষত্রিয়া পাদোন প্রাজাপত্য ও উত্তরা অর্থাৎ শূদ্রা পাদকৃচ্ছ্রের অর্দ্ধব্রত করিবে। ৫৯। রজস্বলা বৈশ্যা ও রজস্বলা শূদ্রা পরস্পরে পরস্পরকে স্পর্শ করিলে, পূর্ব্বা (বৈশ্যা) [illegible] এবং উত্তরা [illegible] অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তের অর্দ্ধ [illegible] পাদের এক পাদ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ৬০।

* [illegible] দিন [illegible] উপবাস [illegible] জানিবে।

রজস্বলা নারী কুক্কুর, ছাগ, শৃগাল, বা গর্দ্দভকর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে যথা-সময়ে ততদিন উপবাস করিবে এবং স্নান করিবে, তদ্দারা শুদ্ধ হইতে পারিবে অর্থাৎ যেদিন কুক্কুরাদি স্পর্শ হইবে, সেই দিন হইতে, রজোদর্শনের চতুর্থ দিন পর্য্যন্ত গণনা করিলে, যে কএক দিন হয়, সেই কয় দিন উপবাস করিবে যথা—রজোদর্শনের প্রথম দিনে ঐ সকল স্পর্শ হইলে, চার দিন উপবাস; দ্বিতীয় দিনে হইলে তিন দিন উপবাস ইত্যাদি। রজস্বলা-সম্বন্ধে যেস্থানে যে প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইয়াছে ও হইবে, তাহার একটী বিধি—এই যে ঋতু-দর্শনের চতুর্থ দিবসে স্নানাদি করিয়া তৎপর দিনে প্রায়শ্চিত্ত করিবে; সুতরাং যে ঋতু প্রথম দিনে কুক্কুরাদি স্পৃষ্ট হইয়াছে, তাহাকে ঋতুর পঞ্চম দিন হইতে চার দিন উপবাস করিতে হইবে ও স্নান করিবে ইত্যাদি যথাসম্ভব জানিবে। ৬১। কতগুলি চাণ্ডাল, রজস্বলা নারীকে স্পর্শ করিয়া ফেলিলে ঐ রজস্বলার প্রাজাপত্য ব্রত করিতে হইবে এবং অরজ-স্বলা নারীকে স্পর্শ করিলে ঐ নারী শতবার প্রাণায়াম দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ৬২। ব্রাহ্মণ, রাত্রি-কালে রজস্বলা বা পতিত কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে, ঐ ব্রাহ্মণকে দিবসে-আনীত জল দ্বারা অগ্নি-সমীপে স্নান করাইবে। ৬৩। দিবসে সূর্য্য-কিরণ সম্বন্ধে, রাত্রিতে নক্ষত্রালোকসংযোগে, এবং উভয় সন্ধ্যাতে, সন্ধ্যার সুস্নিগ্ধ কিরণে, এইরূপে সর্ব্বদাই—জল পবিত্র। ৬৪। যে দ্বিজ আচমন সময়ে করনখস্পৃষ্ট জল পান করে, সে, স্পষ্ট সুরাপায়ী হয় অর্থাৎ তাহা সুরাপানের সমান পাপজনক, ইহা যমের বচন। ৬৫। খাত, বাপী, কূপ, পাষাণ প্রহার শস্ত্রাঘাত, যষ্ট্যাঘাত, মৃৎপিণ্ডপ্রহার, গোষ্ঠ, রোধন, বন্ধন, স্থাপিত পুরুলে (খোঁয়াড়) কাষ্ঠ, বৃক্ষ, রোধসঙ্কট অর্থাৎ যে বিষমস্থানে কোনরূপে একবার প্রবিষ্ট হইলে আর নির্গত হইবার যো থাকে না, রজ্জু এবং যন্ত্র তোমাকে বলিয়াছি যে ইহারা গাভীর একাদশ প্রধান স্থান (অর্থাৎ ইহারা গাভী মরণের প্রধান কারণ) ইহার মধ্যে যেখানে বা যে কারণে গাভীর মৃত্যু হউক না কেন, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবেই। ৬৬—৬৮। কাষ্ঠ প্রহারে মরিলে প্রাজা-পত্য, পাষাণাঘাতে মরিলে তাহার পূর্ব্বোক্তের দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত হইবে। খাতে পড়িয়া মরিলে অর্দ্ধকৃচ্ছ্র, বৃক্ষপতনে মৃত্যু হইলে পাদকৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত হইবে। ৬৯। শস্ত্রাঘাতে মারিলে তিন প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত, যষ্টি-প্রহারে দুই প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ৭০। বস্ত্রবদ্ধ হইয়া গাভীর মৃত্যু হইলে, এক প্রাজাপত্য, সেই গোহত্যাকারী এইরূপে শুদ্ধি লাভ করিবে, যে নদী বা কান্তারের নিকটে গাভী সকলের মধ্যে (প্রায়শ্চিত্ত অবস্থায়) কালাতিপাত করিবে। ৭১। প্রথম পাদে রোম, দ্বিতীয় পাদে রোম ও শ্মশ্রু, তৃতীয় পাদে শিখাভিন্ন মস্তকের কেশ, (রোম ও শ্মশ্রু) চতুর্থ পাদে শিখাপর্য্যন্ত বপন করিবে। ৭২। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের মস্তক মুণ্ডন করিবে না, স্ত্রীজাতি গবানুগমন করিবে না, রাত্রিকালে গোষ্ঠে বাস করিবে না এবং বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিবে না। ৭৩। সকল কেশ উদ্ধৃত করিয়া তাহা হইতে দুই অঙ্গুলিকেশ ছেদন করিবে, নারীদিগের কেশ মুণ্ডন এইরূপ স্মৃত হইয়াছে। ৭৪। জন্ম ও মৃত্যু এই উভয় হইতেই অশৌচ হয়; কিন্তু পাপলিপ্ত ব্যক্তির (মরণে) অশৌচ হইবে না। ৭৫। সন্ধ্যাকালে চারিটী কার্য্য ত্যাগ করিবে, যথা;—আহার, মৈথুন, নিদ্রা, (এই তিন) আর চতুর্থ—স্বাধ্যায়। ৭৬। যে সময়ে আহার করিলে ব্যাধি হয়, মৈথুন করিলে তাহাতে যে গর্ভ হইবে তাহা অত্যন্ত ক্রূর স্বভাবান্বিত হইয়া থাকে। নিদ্রা যাইলে লক্ষ্মী থাকে না এবং স্বাধ্যায় করিলে নিশ্চয় মরণ হয়। ৭৭। (যম শ্রোতাদিগকে বলিতেছেন যে) হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কিরূপে হিত হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ বর্ণ-দিগের হিতকামনায় আমি এই শাস্ত্র বলিলাম, সাবধান হইয়া অবধারণ কর। ৭৮।

যম-সংহিতা সম্পূর্ণ।

আপস্তম্ব-সংহিতা।

প্রথম অধ্যায়।

দূষিত বর্ণ সকলের হিতের জন্য আপস্তম্বীয় প্রায়শ্চিত্ত নির্ণয় আনুপূর্ব্বিক অনুসারে বলিতেছি। সকল মুনিগণ সমবেত হইয়া, পর-পরিবাদ-নিবৃত্ত ঋষিশ্রেষ্ঠ নির্জ্জন পূত প্রদেশে নিষণ্ণ আত্ম-বিদ্যা পরায়ণ একাগ্রচিত্ত, শান্ত, সত্ত্বগুণাবলম্বী যোগীশ্রেষ্ঠ আপস্তম্ব ঋষিকে বলিতে লাগিলেন;—হে ভগবান্! মানব সকল ধর্ম্ম কার্য্যের পথে অবস্থিত থাকিয়া যদি (কোন রূপে) অসৎ কার্য্য করে, অথবা অসৎ পথে বিচরণ করে, তাহা হইলে তাহাদিগের নিস্তারোপায় বলুন। যে হেতু, গবাদি পালন, আপৎকালে কৃষিকার্য্য (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে আপৎকালে এবং বৈশ্যের পক্ষে নহে, ও ব্রাহ্মণামন্ত্রণ গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। অনাথ ব্যক্তিকে দান করা, ব্রাহ্মণাদিকে ঔষধ সেবন করান, বালকের স্তন্য পানাদি এবং রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই রূপ করিতে যাইলে অনিচ্ছায় অনবধানতাবশতঃ গবাদির যদি কোনরূপ অনিষ্ট ঘটে, তাহা হইলে হে ভগবন্! সেই পাপ হইতে নিস্তারোপায় আমাদিগকে বলুন। আপস্তম্ব (মুনিগণ কর্ত্তৃক) এইরূপ উক্ত হইয়া ক্ষণকাল ধ্যান করিয়া প্রণাম-নতশিরা ঋষিগণকে অবলোকন পূর্ব্বক এই সুনিশ্চিত বিষয় বলিতে লাগিলেন;—বালকদিগকে স্তন্যপানাদি করাইতে, ব্রাহ্মণগণের নিমন্ত্রণে বা চিকিৎসাতে প্রাণ বিপত্তি ঘটিলেও দোষ নাই। গবাদির রোগাদি হইলে (তাহার চিকিৎসাদি করিতে প্রাণ বিপত্তি হইলে) প্রায়শ্চিত্ত বলিতেছি, কিন্তু রোগে প্রাণ-রক্ষক ঔষধ প্রয়োগে কখনই দোষ হয় না। ইহা কেহ কেহ বলেন। ঔষধ, লবণ, স্নেহ দ্রব্য, পুষ্টিজনক দ্রব্য ভোজন এবং অন্ন ভোজন প্রাণিগণের প্রাণরক্ষার্থ,—(সুতরাং ইহা প্রদান করায় প্রাণ বিপত্তি ঘটিলেও) প্রায়শ্চিত্ত নাই। (কিন্তু ইহাও অতিরিক্ত দিবে না। যথাসময়ে উপযুক্ত মতে দিবে, অতিরিক্ত প্রদানে মৃত হইলে ব্রতই বিহিত আছে। তিন দিন উপবাস এক পাদে অর্থাৎ ব্রতের এক চতুর্থাংশ তিন দিন অযাচিত ভোজনে একপাদ, তিন দিন নক্ত ভোজনে একপাদ আর তিন দিন দিবা-ভোজনে একপাদ। এই চার পাদে এক প্রাজাপত্য। (তিন দিন) একভক্ত (তিন দিন) নক্ত এবং দ্বাদশ দিনের অর্দ্ধ অর্থাৎ তিন দিন অযাচিত ভোজন ও তিন দিন উপবাস এই ছয় দিন,—মোট দ্বাদশ দিন সাধ্য ব্রত নক্ত বর্জ্জিত হইলে পাদোন হইয়া থাকে। * শূদ্র (পাদ প্রায়শ্চিত্তে অধিকারী হইলে) এক-ভক্তরূপ পাদ ব্রত করিবে, বৈশ্যের পক্ষে তিন দিন নক্ত ভোজনরূপ পাদ, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে (তিন দিন) অযাচিত ভোজনরূপ পাদ এবং ব্রাহ্মণের পক্ষে তিন দিন উপবাসরূপ পাদ ব্রত করিতে ব্যবস্থা দিবে। গ্রাজীক-আহার প্রচার বা নির্গমের প্রতি-

* ঐরূপ এক ভক্ত এবং নক্ত বর্জ্জিত হইয়া দ্বাদশ-দিনার্দ্ধ (অর্থাৎ ছয় দিন সাধ্যব্রত—অযাচিত ভোজন ও উপবাস করিলে অর্দ্ধব্রত হয়) আর কেবল নক্ত বর্জ্জিত হইলে পাদোন হয়। এরূপ অর্থও হইতে পারে।

বন্ধকতা করিয়া মৃত্যু-নিমিত্ত হইবে, একপাদ ব্রত করিবে; অযথাবন্ধন বা অকালবন্ধন করিয়া মৃত্যু নিমিত্ত হইলে দুই পাদ করিবে; হলশকটাদি যোজনে অতিশয় বহনাদি করাইয়া মৃত্যু নিমিত্ত হইলে, পাদোনব্রত এবং দণ্ড নিপাতনে সম্পূর্ণ ব্রত করিবে। ঘণ্টাদি আভরণ দোষে যেখানে গাভীর প্রাণত্যাগ হয়, সেখানে অর্দ্ধ ব্রত করিবে; যেহেতু তাহা ভূষণের জন্য কৃত হইয়াছে। (গাভী বন প্রবিষ্ট হইয়া ঘণ্টা জড়িত-লতাদি-দোষে মৃত্যু হইলে এই প্রায়শ্চিত্ত) শক্তি অপেক্ষা না করিয়া দমন, নিরোধ, যূথমধ্যে অবস্থাপন, হলশকটাদি যোজন, স্তম্ভ, শৃঙ্খল এবং রজ্জু এই সকল নিমিত্তে মৃত্যু হইলে পাদানব্রত করিবে। প্রস্তর, মুদ্গার, অন্যান্য অস্ত্র দ্বারা বল পূর্ব্বক যে সকল ব্যক্তি গো হত্যা করে, তাহাদিগের পূর্ব্বোক্ত ব্রত সম্পূর্ণরূপে কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণ, প্রজাপত্য ব্রত সম্পূর্ণরূপে করিবে; ক্ষত্রিয় একপাদহীন প্রাজাপত্য ব্রত করিবে; বৈশ্য প্রাজাপত্য ব্রতের অর্দ্ধ করিবে; শূদ্র প্রাজাপত্যের একপাদ করিবে। গাভী প্রসব করিলে পর, প্রথম দুই মাস ঐ গাভীর দুগ্ধ বৎসকে পান করাইবে; (দ্বিতীয়) দুই মাস দুইটীমাত্র স্তন দোহন করিবে; (তৃতীয়) দুই মাস একবেলা দোহন করিবে; তদনন্তর যথারুচি দোহন করিবে। প্রসবের পর, অর্দ্ধমাস মধ্যে দমন করিতে যদ্যপি গাভী বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে সশিখ বপন করিয়া প্রাজাপত্যকরিবে। অষ্টবৃষভযুক্ত লাঙ্গল ধর্ম্মিষ্ঠ লোকের কর্ত্তব্য; জীবিতার্থিগণের ষড়বৃষভযুক্ত লাঙ্গল কর্ত্তব্য; নৃশংসগণের চতুর্ব্বৃষভযুক্ত লাঙ্গল; গোহত্যাকারীদিগের বৃষভদ্বয়যুক্ত লাঙ্গল। অত্যন্ত ভার অর্পণ দ্বারা কিম্বা অত্যন্ত দোহন দ্বারা ও নাসিকাতে সূত্র প্রবেশ করাইবার নিমিত্ত নাসিকা ছিদ্র করিতে, নদী কিম্বা পর্ব্বতে পতিত হইয়া যদ্যপি গোহত্যা হয়, তাহা হইলে একপাদহীন গোহত্যাব্রত করিবে। নারিকেল-রজ্জু কিম্বা তালনির্ম্মিত রজ্জু, শরপত্ররচিত রজ্জু এবং চর্ম্ম-দ্বারা গো বন্ধন করিবে না; ঐ সকল রজ্জু দ্বারা বন্ধন হইলে, পরাধীন হয়। কুশ কিংবা কাশনির্ম্মিত রজ্জু দ্বারা দক্ষিণমুখ রাখিয়া বৃষভকে বন্ধন করিবে, গোগণের পরিচর্য্যা করিতে চরণে অগ্নিস্পর্শ হইলে, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না। রোধ করিতে কিম্বা বন্ধন করিতে আর চিকিৎসকের অনবধানতা জন্য বিপরীত ঔষধ দ্বারা যদ্যপি গোসমূহের অনিষ্ট হয়, তাহা হইলে গোহত্যার প্রায়শ্চিত্তের দ্বিগুণ ব্রত করিবে। শৃঙ্গভঙ্গ করিয়া কিংবা অস্থিভঙ্গ করিয়া এবং লাঙ্গুল ছেদন করিয়া সপ্তরাত্র কেবল দুগ্ধপান করিবে, দ্বিজগণ,—যত দিবস ঐ গো সুস্থ না হইবে, তাবৎকাল গোমূত্র মিশ্রিত যাবক ভক্ষণ করিবে এই প্রায়শ্চিত্ত স্বয়ং উশনা ঋষি কর্ত্তৃকও উক্ত হইয়াছে। দেবদ্রোণী কিংবা বিহারকালে, কূপে পড়িয়া এবং গৃহে বন্ধনশূন্য হইয়া গোগণের মৃত্যু হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না। একটি গো যদ্যপি বহুজন কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়, ঐ সকল ব্যক্তি পৃথক্ ভাবে গোহত্যা প্রায়শ্চিত্তে এক এক পাদ ব্রত করিবে। ইহা এক ঘাতে মৃত্যু হইলে জানিবে। চিকিৎসার নিমিত্ত অঙ্কিত করিতে এবং মৃতগর্ভ মোচন করাইতে যত্ন করিয়াও যদ্যপি গো হত্যা হয়, তাহাতে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না। যে স্থলে প্রায়শ্চিত্তের এক পাদ বিহিত হইবে, সে স্থলে লোমের সহিত নখাদি ছেদন করিবে, প্রায়শ্চিত্তের দ্বিপাদ বিহিত হইলে শ্মশ্রু নখ লোম ছেদন করিবে; প্রায়শ্চিত্তের ত্রিপাদ বিহিত হইলে নখ, লোম, শ্মশ্রু এবং কেশ ছেদন করিবে। শিখাছেদন করিবে না, নিপাতন করিলে সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত তাহাতে শিখার সহিত নখ,লোম ও কেশ বপন করিবে। কিন্তু সধবা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য প্রায়শ্চিত্ত স্থলে দ্বি অঙ্গুল মাত্র কেশ ছেদন করিবে।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শিল্পীর হস্তনির্ম্মিত দ্রব্য ও গ্রাম হইতে বহির্গত দ্রব্য, স্ত্রী, বালক এবং বৃদ্ধগণের কৃত কার্য্যসমূহ এবং যাহার অপবিত্রতা দেখা যায় নাই, তাহা পবিত্র জানিবে। জল পান

গৃহস্থিত, বনমধ্যে স্থিত, লাঙ্গল কর্ষিত ভূমিস্থিত দ্রোণীস্থ, পুষ্করিণী হইতে বহিষ্কৃত শ্বপাক এবং চণ্ডাল কর্ত্তৃক অধিকৃত যে সকল জল তাহা পান করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ২ নিরন্তর বিস্তৃত যে ধারা, বায়ু দ্বারা আনীত অপবিত্র রেণু, স্ত্রী, বালক, এবং বৃদ্ধগণ এ সকল কখনই দুষ্ট হইবে না। ৩। নিজের শয্যা, বস্ত্র, পত্নী, সন্তান, কমণ্ডলু এ সকল পবিত্র; কিন্তু অন্যের হইলে অশুচি জানিবে। অন্ত্য কর্ত্তৃক কৃত কূপ, তড়াগ প্রভৃতি জলাশয়ের জলে স্নান এবং তাহা পান করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে। উচ্ছিষ্ট দ্রব্য, অশুচি দ্রব্য এবং বিষ্ঠার লেপ এ সকল যে জলদ্বারা ধৌত করিলে শুদ্ধ হইবে, সেই তোয় কাহার দ্বারা শুদ্ধ হইবে? এই প্রশ্নের উত্তর—সূর্য্যকিরণ সংস্পর্শ এবং বায়ু সংযোগে পবিত্র হইবে, কিংবা গোমূত্র এবং গোময় দ্বারা শুচি হইবে। অস্থি এবং চর্ম্মযুক্ত হইয়া যে জল অপবিত্র হইবে, কিংবা গর্দ্দভ অশ্ব এবং উষ্ট্রকর্ত্তৃক যে জল দূষিত হইবে, সেই সমস্ত জল উদ্ধৃত করিয়া বিশুদ্ধ করিতে হইবে, অথবা পরকথিতশোধন দ্বারা শুদ্ধ হইবে। কূপস্থ জল যদ্যপি মূত্র, বিষ্ঠা এবং নিষ্ঠীবন দ্বারা দূষিত হয়, কিংবা কুক্কুর, শৃগাল, গর্দ্দভ, উষ্ট্র এবং ব্যাঘ্রাদি কর্ত্তৃক অপবিত্র, হয় সেই কূপ হইতে সমস্ত জল উদ্ধৃত করিয়া সাতটি মৃত্তিকা পিণ্ড উদ্ধৃত করিবে। এবং পঞ্চগব্যযুক্ত মৃত্তিকা নিঃক্ষেপ দ্বারা পবিত্র হইবে। এইরূপ কূপশোধন জানিবে। বাপী, কূপ, তড়াগ দূষিত হইলে তাহার শোধন নিমিত্ত একশত কুম্ভ জল তাহা হইতে উদ্ধৃত করিয়া তাহাতে পঞ্চগব্য নিক্ষেপ করিলে তাহা শুদ্ধ হইবে, শব স্পর্শ দ্বারা দূষিত কূপ হইতে জল পান করিয়া ব্রাহ্মণ কিপ্রকারে শুদ্ধ হইবে? ইহা আমার সংশয় হইতেছে, (ইহা সংহিতাকারের নিকট জিজ্ঞাসা) যে শবদেহ ক্লেদযুক্ত নহে এবং অস্থি কিংবা মাংস বিকৃত হয় নাই, এতাদৃশ শব দ্বারা অপবিত্র কূপের জল পান করিয়া এক অহোরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণ করিয়া পবিত্র হইবে। যে শব ক্লেদযুক্ত ও ভিন্ন হইয়াছে অর্থাৎ যাহার মাংসাদি পচিয়া পড়িতেছে তাদৃশ শব দ্বারা অপবিত্র জলাশয়ের জল পান করিয়া চান্দ্রায়ণ কিংবা তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত করিয়া শুদ্ধ হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়।

অন্ত্যজ জাতির গৃহে অজ্ঞানবশতঃ যে ব্যক্তি বাস করে, তাহা কালান্তরে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হইলে, দ্বিজগণ অনুগ্রহ করিলে পর, চান্দ্রায়ণ কিংবা পরাক ব্রত দ্বারা দ্বিজগণের বিশুদ্ধি হইবে, শূদ্রের প্রায়শ্চিত্ত প্রাজাপত্য ব্রত জানিবে, শেষ কার্য্য অর্থাৎ দক্ষিণাদি প্রায়শ্চিত্ত অনুরূপ কর্ত্তব্য। যে দ্বিজগণ, অন্ত্যজ জাতির গৃহে পক্ক অন্ন ভোজন করে, তাহাদিগের কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা প্রদান করিবে, (ইহা অজ্ঞান ভোজনের প্রায়শ্চিত্ত)। অন্ত্যজ গৃহে পক্কান্ন ভোজীগণের গৃহে যাহারা ভোজন করিবে, তাহাদিগের কৃচ্ছ্র ব্রতের এক পাদ প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা দিবে। ৩। শবাদি স্পর্শ দ্বারা দূষিত যে সকল কূপ, তাহার জল পান করিয়া একাহ উপবাস করিয়া পঞ্চ গব্য পান করিবে। বালক, বৃদ্ধ, রোগী এবং গর্ভিণী—তাদৃশ কূপের জল পান করিয়া নক্ত ব্রত করিয়া পঞ্চগব্য ভোজন করিবে, বালকগণ দুই প্রহর পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য ভোজন করিবে। যে ব্যক্তির অশীতি বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে এবং যে বালকের ষোড়শ বৎসরের ন্যূন বয়ঃক্রম ইহারা বিহিত প্রায়শ্চিত্তের অর্দ্ধ করিবে এবং স্ত্রীলোক ও ড়িত ব্যক্তি অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। একাদশ বৎসরের ন্যূন বয়স যে বালক এবং যে বালকের পঞ্চম বর্ষের অধিক বয়স হইয়াছে, শুদ্ধি নিমিত্ত তাহাদিগের কর্ত্তব্য প্রায়শ্চিত্ত গুরু কিংবা সুহৃদ্গণ করিবে। কল্পান্তর বলিতেছেন, কার্য্য করিতে উদ্যত হইলে যাহাদিগের পীড়া হয়, তাহারা অন্য দ্বারা অবশিষ্ট কার্য্য করাইলে শুদ্ধ হইবে, যাহাদের কোন বিষয় না হয় তাহা কর্ত্তব্য। যে

কল ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিদিগের কোন কার্য্য করিতে জন না করিয়া প্রাণ অপগত হইয়া যায়। তাহাদিগকে যাহারা অন্নদ্বারা রক্ষা করে না তাহারা সে পাপভাগী হয়। প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত কর্ত্তব্য ব্রতাদির নিয়মিত কাল, ক্রিয়া রা সম্পূর্ণ হইলেই ব্রাহ্মণের অনুমতি ব্যতিরেকেও শুদ্ধ হইবে, নিয়মিত কাল সম্পূর্ণ না হইলেও ব্রাহ্মণগণ যদ্যপি বলেন, কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে, তাহাতেই প্রায়শ্চিত্তার্হ ব্যক্তিগণ শুদ্ধ হইবে, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং দ্র এই জাতি কদাচিৎ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে লিবে না, প্রাণসংশয় উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মকে সম্পন্ন হইয়াছে ইহা বলাইবে, তাহাতেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে। স্নান, কিম্বা তীর্থ গমন প্রভৃতি যে সকল কার্য্য ব্রাহ্মণ দ্বারা সম্পাদিত হইবে, সে সকল কার্য্যের ফল—যে ব্যক্তি রাইবে তাহারই হইবে।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

চণ্ডালের কূপ, কিংবা ভাণ্ডে যে ব্যক্তি অজ্ঞান বশতঃ জল পান করে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত ব্রাহ্মণ প্রভৃতির চারিবর্ণের কি প্রকার বিহিত হইয়াছে? (ইহা প্রশ্ন)। ব্রাহ্মণগণ সান্তন ব্রত করিবে, ক্ষত্রিয়গণ প্রাজাপত্য ব্রত করিবে; বৈশ্যগণ প্রাজাপত্যের অর্দ্ধেক করিবে, দ্রগণ প্রাজাপত্যের একপাদ ব্রত করিবে। ভোজনানন্তর আচমন না করিয়া উচ্ছিষ্ট অবস্থায় যদ্যপি অজ্ঞানবশতঃ শ্বপচ কিংবা চাণ্ডাল কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হয়, তাহার শোধন নিমিত্ত অষ্টাধিক সহস্রবার গায়ত্রী জপ করিবে কিংবা একশতবার রুপদামন্ত্র জপ করিবে। তিন দিবস অগ্রন্থল হইয়া জপ করিলেপর পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। বিষ্ঠা এবং মূত্র ত্যাগ করিয়া শৌচের পূর্ব্বে যদি চাণ্ডাল কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ত্রিরাত্র উপবাস করিবে, ভোজন করিয়া উচ্ছিষ্ট অবস্থায় যদ্যপি চণ্ডাল কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হয় তাহাতে ছয় রাত্রি উপবাস করিবে, ইহা তাত্তর। যদি ঋতুমতী স্ত্রী কিংবা অন্ত্যজজাতির সহিত পান কিংবা মৈথুন সম্বন্ধ হয়, কিম্বা মূত্রপুরীষ সম্বন্ধ হয়, অথবা ইহাদিগের সংস্পর্শ হয় ইহাতে কি প্রায়শ্চিত্ত হইবে? (এই প্রশ্নের উত্তর) ইহাদিগের অন্ন ভোজনে ত্রিরাত্র উপবাস কর্ত্তব্য, জলাদি পানেও ত্রিরাত্র উপবাস। মৈথুন সম্পর্ক হইলে পাদকৃচ্ছ্র ব্রত করিবে। মূত্রসম্পর্ক হইলে একদিন উপবাস কর্ত্তব্য। বিষ্ঠা সংস্পর্শ হইলে, দিনত্রয় উপবাস কর্ত্তব্য। চণ্ডাল প্রভৃতি কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইয়া দন্ত ধাবন করিলে এক দিবস উপবাস নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। চাণ্ডাল যে বৃক্ষে আরূঢ়; ঐ বৃক্ষে আরূঢ় হইয়া দ্বিজগণ যদি ফলভক্ষণ করে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত কিরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে? (এই প্রশ্নের উত্তর) ব্রাহ্মণগণের অনুজ্ঞানুসারে সবস্ত্র স্নান করিবে, এবং একরাত্র উপবাস করিয়া, পঞ্চগব্য ভক্ষণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। দ্বিজগণ উচ্ছিষ্ট অবস্থায় অপবিত্র দ্রব্য স্পর্শ করিলে পর, এক অহোরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

চণ্ডাল কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট দ্বিজগণ অভ্যক্ষণ না করিয়া যদি কদাচিৎ জল পান করে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত কিরূপ প্রকারে হইবে? (এই প্রশ্নের উত্তর, ব্রাহ্মণগণ ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ক্ষত্রিয়গণ দুই দিবস উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে। চতুর্থ বর্ণ—শূদ্রজাতির চণ্ডালাদি সংস্পর্শে প্রায়শ্চিত্ত নাই, ব্রত নাই, তপস্যা নাই, হোম ও কর্ত্তব্য নহে, পঞ্চগব্য বিধি দিবে না যেহেতু শূদ্রের মন্ত্রপাঠ বিধি নাই, দ্বিজগণের নিকট ঐ কার্য্য প্রকাশ করিয়া দান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট দ্বিজগণ যদ্যপি ভোজন করে, তাহা হইলে অহোরাত্র উপবাসান্তে গায়ত্রী জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। দ্বিজগণ যদ্যপি বৈশ্যজাতির উচ্ছিষ্ট ভোজন করে, ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া শঙ্খপুষ্পী-সিদ্ধদুগ্ধ ত্রিরাত্র পান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ যদ্যপি কদাচিৎ ব্রাহ্মণীর সহিত ভোজন, বা তাহার

সহিত উচ্ছিষ্ট ভোজন করে পণ্ডিতগণ তাহাতে দোষ স্বীকার করেন নাই। ব্রাহ্মণীর ভিন্ন অন্য জাতির স্ত্রীগণের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া কিংবা পান করিয়া প্রাজাপত্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ভগবান্ অঙ্গিরামুনিও ইহা বলিয়াছেন। অন্ত্যজের ভুক্তাবশিষ্ট ভোজন করিয়া দ্বিজগণ চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে; ক্ষত্রিয়গণ চান্দ্রায়ণের অর্দ্ধ করিবে; বৈশ্যগণ চান্দ্রায়ণের একপাদ ব্রত করিবে। বিপ্রগণ বিষ্ঠা কিম্বা মূত্র ভক্ষণ করিয়া তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত করিবে; শ্বপাকজাতির উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া ব্রাহ্মণগণ প্রজাপত্য ব্রত করিবে। অজ্ঞান বশতঃ ব্রাহ্মণ যদি উচ্ছিষ্টস্পর্শ করে কিংবা কুক্কুর কুক্কুট শূদ্র এবং মদ্যপাত্র, অথবা অশুচি পক্ষীগণের অধিষ্ঠান দ্বারা যে দ্রব্য অশুচি হইয়াছে, এ সকল স্পর্শ করিয়া এক অহোরাত্র উপবাসান্তে পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। উচ্ছিষ্ট বৈশ্য কর্ত্তৃক কদাচিৎ স্পৃষ্ট হইলে পর ত্রিকালীন স্নান এবং জপ করিয়া একাহ উপবাস দ্বারা শুদ্ধ হইবে। উচ্ছিষ্ট বিপ্রকর্ত্তৃক যদি ব্রাহ্মণ স্পৃষ্ট হয় স্নানান্তর আচমন করিয়া শুদ্ধ হইবে। আপস্তম্ব মুনি ইহা বলিয়াছেন।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ইহার পর নীলীরঞ্জিত বস্ত্র (পরিধানের) প্রায়শ্চিত্ত বিধি বলিতেছি (ইহা আপস্তম্ব মুনি বলিয়াছেন)। ইহা স্ত্রীলোকদিগের ক্রীড়া নিমিত্ত, সম্ভোগ সময়ে এবং শয্যান্তে দুষ্ট হইবেনা। নীলী বৃক্ষের পালন বিক্রয় কিংবা জীবিকা নির্ব্বাহ করিলে তাহাতে ব্রাহ্মণ পতিত হইবে, অতএব তিনটী কৃচ্ছ্রব্রত দ্বারা শুদ্ধ হইবে। নীলীরস দ্বারা রঞ্জিত বস্ত্র ধারণহেতু স্নান দান তপস্যা হোম বেদাধ্যয়ন এবং পিতৃতর্পণরূপ পঞ্চ যজ্ঞকার্য্য ব্রাহ্মণগণের বৃথা হয়। ব্রাহ্মণ, নীলীরস দ্বারা রঞ্জিত বস্ত্র অঙ্গে পরিধান করিলে এক অহোরাত্র উপবাসান্তে পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। কদাচিৎ যদ্যপি ব্রাহ্মণের রোমকূপ দ্বারা শরীর মধ্যে নীলের রস প্রবিষ্ট হয়, তাহাতে ব্রাহ্মণ পতিত হইবে, তখন তিনটি কৃচ্ছ্রব্রত দ্বারা শুদ্ধ হইবে। নীলের কাষ্ঠ দ্বারা যদ্যপি ব্রাহ্মণের শরীর ভগ্ন হয়, এবং রক্তপাত হয়, তাহা হইলে চান্দ্রায়ণদ্বয় করিবে। ব্রাহ্মণ যদ্যপি কদাচিৎ নীলবৃক্ষশ্রেণী মধ্যে অজ্ঞানবশতঃ গমন করে, তাহা হইলে এক অহোরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণদ্বারা শুদ্ধ হইবে। নীলরস দ্বারা রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিয়া যে অন্ন আনীত হইবে, সেই অন্ন দ্বিজগণের অভক্ষণীয়; তাহা ভোজন করিয়া দ্বিজগণ চান্দ্রায়ণ করিবে। ব্রাহ্মণ, যদ্যপি অজ্ঞানবশতঃ কদাচিৎ নীলরস ভক্ষণ করে, তাহা হইলে চান্দ্রায়ণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে, ইহা আপস্তম্ব মুনি বলিয়াছেন। ক্ষেত্রের যে ভাগে নীলী বৃক্ষ রোপিত হইবে, ক্ষেত্রের সে অংশ অশুচি হইবে, দ্বাদশবৎসরেরপর ঐ ক্ষেত্র শুচি হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

রজস্বলা স্ত্রীর চতুর্থ দিবসে স্নান করা প্রশস্ত; স্ত্রীলোকের রজোনিবৃত্তি হইলে পর, স্বামী-উপভোগ করিবে। রজোনিবৃত্তি না হইলে, কদাচিৎ গমন করিবে না। স্ত্রীলোকের পীড়া দ্বারা যদি রজোনিবৃত্তি না হয়, সেই রজো দ্বারা স্ত্রীগণ অশুচি হইবে না; স্ত্রীলোকের তাহা বিকারসম্ভূত জানিবে। যে কাল পর্য্যন্ত রজঃপ্রবৃত্তি থাকিবে, সেকাল পর্য্যন্ত স্ত্রীলোক শুচি নহে, রজোনিবৃত্তি হইলে, অর্থাৎ চতুর্থ দিন হইতে গৃহকার্য্য এবং স্বামীসহবাস-বিষয়ে পবিত্র জানিবে। (ঋতুদর্শনের) প্রথম দিবস স্ত্রীলোক চণ্ডালস্ত্রীতুল্য অর্থাৎ গৃহকার্য্য এবং স্বামীর নিকট গমনে অপবিত্র; দ্বিতীয় দিবসে ব্রহ্মঘাতিনীর তুল্য; তৃতীয় দিবসে রজকস্ত্রী সদৃশ জানিবে; চতুর্থ দিবসে গৃহকার্য্য এবং স্বামীর নিকট পবিত্র হইবে। অন্ত্যজজাতি কিম্বা শ্বপাককর্ত্তৃক রজস্বলাস্ত্রী স্পৃষ্ট হইলে, চারি দিবস অতিক্রম করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে, অন্ত্যজাদি স্পর্শের প্রায়শ্চিত্ত বিধান উপ-

বাদান্তে পঞ্চগব্যভক্ষণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। চতুর্থ দিবসীয় রাত্রি উপস্থিত হইলে সন্তানোৎপাদনের চেষ্টা করিবে। কুক্কুর কিংবা শ্বপাক জাতি কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট রজস্বলা স্ত্রীলোক পরিত্যাজ্য অর্থাৎ তাহার সহিত কোন সসংর্গ করিবে না। ঐ স্ত্রী ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। প্রথম দিবসে যদ্যপি রজস্বলাস্ত্রী কুক্কুরাদি কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হয়, ছয়রাত্রি উপবাস করিবে, দ্বিতীয় দিবসে স্পৃষ্ট হইলে, তিন দিবস উপবাস করিবে। তৃতীয় দিবসে স্পৃষ্ট হইলে, একাহ উপবাস করিবে, চতুর্থ দিবসে স্পর্শ হইলে বহ্নি দর্শন দ্বারা শুদ্ধ হইবে। বিবাহ কার্য্য সমাপন না হইতে অঙ্গ যজ্ঞকার্য্য উপস্থিত হইলে। কিম্বা বিবাহ অঙ্গসংস্কার কৃত হইলে পর, ঐ কন্যা যদ্যপি ঋতুমতী হয়, অবশিষ্ট সংস্কারকার্য্য কিরূপ প্রকারে হইবে, (এই প্রশ্নের উত্তর) ঐ কন্যাকে (চতুর্থাদি দিবসে) স্নান করাইয়া অন্যবস্ত্র দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া পুনর্ব্বার হোমাদিকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া শেষকার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। রজস্বলা স্ত্রী যদ্যপি প্লব (পক্ষিবিশেষ) কুক্কুট কিংবা কাক কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হয়, ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্ট অবস্থাতে যদ্যপি রজস্বলা-স্ত্রীলোক স্পর্শ করে, কৃচ্ছ্র ব্রত এবং দান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ যদ্যপি চণ্ডালী কিংবা রজস্বলা স্ত্রী কর্ত্তৃক আরূঢ় বৃক্ষের এক শাখা আরোহণ করে, তাহা হইলে, সে বস্ত্রের সহিত স্নান করিবে রজস্বলা স্ত্রীর যদ্যপি কুক্কুরের সহিত স্পর্শ হয়, রজোদিবসের অবশিষ্ট যে কয় দিন থাকিবে সে কয় দিন উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে। যদ্যপি উপবাস করিতে অসমর্থ হয় পশ্চাৎ স্নান করিবে স্নান করিতে অসমর্থ হইলে একাহ উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্ট অবস্থায় মদ্য স্পর্শ করিলে কৃচ্ছ্রব্রত করিবে, রজস্বলা স্পর্শ করিয়া কৃচ্ছ্রার্দ্ধ ব্রত করিবে। ব্রাহ্মণ যদ্যপি উচ্ছিষ্ট অবস্থায় রজস্বলা স্ত্রী বা সূতিকাস্ত্রী স্পর্শ করে, তাহা হইলে শুদ্ধিনিমিত্ত কৃচ্ছ্রার্দ্ধ ব্রত করিবে। চণ্ডাল কিম্বা শ্বপচ কর্ত্তৃক রজস্বলা যদি স্পৃষ্ট হয়, রজোদর্শন দিবসের অবশিষ্ট কাল পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। রজস্বলা ব্রাহ্মণী যদ্যপি রজস্বলা শূদ্র স্ত্রীকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে এক অহোরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণী যদ্যপি রজস্বলা ক্ষত্রিয় স্ত্রী কিংবা বৈশ্য স্ত্রীকে স্পর্শ করে, সবস্ত্র স্নান করিয়া এক দিন উপবাস করিয়া ঘৃত ভোজন করিবে। সবর্ণা-স্ত্রী সবর্ণা রজস্বলা স্ত্রী স্পর্শ করিয়া স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে, আপস্তম্ব মুনি এইরূপ কহিয়াছেন।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

কাংস্যপাত্র অশুচি হইলে, ভস্ম দ্বারা মার্জ্জন করিলে শুদ্ধ হইবে, সুরা দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে ভস্ম দ্বারা শুদ্ধ হইবে না, সুরা বিষ্ঠা এবং মূত্র স্পৃষ্ট কাংস্য পাত্র যে পর্য্যন্ত তাপ সহ্য হয়, এইরূপ উত্তপ্ত করিয়া লেখন দ্বারা শুদ্ধ হইবে। (লেখন কোদান)। গো কর্ত্তৃক আঘ্রাত এবং শূদ্রোচ্ছিষ্ট, কুক্কুর কিংবা কাক কর্ত্তৃক অপবিত্রীকৃত কাংস্যপাত্র সকল বহ্নিক্ষার যোগ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। অশুচি সুবর্ণ পাত্র এবং পিত্তলের পাত্র বায়ু সংযোগ সূর্য্যের উত্তাপ এবং চন্দ্রকিরণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। শুক্র কিম্বা শব স্পৃষ্ট কম্বলাদি অশুচি হইলে জল এবং মৃত্তিকাদ্বারা প্রক্ষালন করিলে শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণের (মনুষ্যের) ব্যঞ্জন শূন্য কেবল অন্ন পঞ্চ রাত্রিদ্বারা জীর্ণ হয়, ব্যঞ্জন যুক্ত অন্ন অর্দ্ধমাস দ্বারা জীর্ণ হইবে। দুগ্ধ এবং দধি এক মাস দ্বারা জীর্ণ হইবে, ঘৃত ছয় মাস দ্বারা জীর্ণ হইবে। তৈল এক বৎসর দ্বারা উদরে জীর্ণ হয়, কিংবা না হয় (তাহার নিশ্চয় নাই। যে সকল ব্রাহ্মণ এক মাস নিরন্তর শূদ্রান্ন ভোজন করে, সে এই জন্মেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়, জন্মান্তরে কুক্কুর যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। শূদ্রান্ন ভোজন শূদ্রের সম্পর্ক এবং শূদ্রের সহিত একাসনে উপবেশন শূদ্রের নিকট জ্ঞান লাভ করা এ সকল কার্য্য তেজস্বী পুরুষকেও পতিত করে। যে ব্রাহ্মণ নিত্য হোমার্থ অগ্নি স্থাপন করিয়াছে, সে

ব্যক্তি, যদি শূদ্রান্ন ভক্ষণ হইতে নিবৃত্ত হইতে না পারে, তাহার আত্মা, বেদ এবং অগ্নিত্রয় বিনষ্ট হয়। শূদ্রান্ন ভোজন করিয়া ঐ অন্ন উদরস্থ থাকিতেই স্ত্রীসহবাস করিয়া যে পুত্রাদি জন্মাইবে, যাহার অন্ন তাহার ঐ সকল সন্তান জানিবে, যেহেতু অন্ন হইতে শুক্রের উৎপত্তি হয়। শূদ্রান্ন উদরস্থ সত্ত্বেই যে দ্বি মৃত হয় সে দ্বিজ জন্মান্তরে গ্রাম্য শূকর অথবা কুক্কুর হয়। ব্রাহ্মণের অন্ন সর্ব্বদা ভোজন করিতে পারিবে, পর্ব্ব দিবসে ক্ষত্রিয়ের অন্ন যজ্ঞ কর্ম্মে দীক্ষিত হইলে বৈশ্যের অন্ন ভোজন করিতে পারিবে, কখনই শূদ্রের অন্ন ভোজন করিতে পারিবে না। ব্রাহ্মণের অন্ন অমৃততুল্য, ক্ষত্রিয়ের অন্ন ঘৃতের তুল্য বৈশ্যের অন্ন অন্ন মাত্র শূদ্রের অন্ন রুধির তুল্য জানিবে বৈশ্বদেবের উদ্দেশে দান, হোম, দেবগণের পূজা এবং জপ দ্বারা ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ এবং সামবেদে উক্ত মন্ত্র দ্বারা সংস্কৃত ব্রাহ্মণের অন্ন পবিত্র হয়, এজন্য তাহা অমৃত তুল্য জানিবে ব্যবহারানুরূপ ধর্ম্ম দ্বারা ছলবর্জ্জিত ক্ষত্রিয়ের অন্নে প্রাণীগণের প্রতি পালন হয় এনিমিত্ত তাহা ঘৃত সদৃশ জানিবে। স্বীয় চেষ্টা দ্বারা অশক্তব্যক্তিগণের বৃষভগণ দ্বারা উৎপন্ন যজ্ঞ-কার্য্য এবং অতিথিসেবা দ্বারা বৈশ্যগণের অন্ন সংস্কৃত হয় এ নিমিত্ত তাহার অন্ন অর্থাৎ শরীর পুষ্টিকর জানিবে। অজ্ঞান-তিমিরান্ধ এবং মদ্যপানরত শূদ্রজাতির অন্ন বিধি এবং মন্ত্র রহিত, এ নিমিত্ত তাহা রুধিরতুল্য জানিবে। অপক্ক মাংস, মধু, ঘৃত, ভৃষ্ট যব, দুগ্ধ, ইক্ষু, গুড় এবং তক্র এই সকল দ্রব্য শূদ্রগৃহকৃত হইলেও গ্রহণ করা যাইবে। শাক, মাংস, মৃণাল, তুম্বুরু, শক্তু, তিল, ইক্ষু প্রভৃতির রস, ফল এবং হিঙ্গু এ সকল দ্রব্য সকল জাতির নিকট গ্রহণ করা যাইতে পারে। বিপদাপন্ন হইয়া যদি ব্রাহ্মণ, শূদ্র গৃহে অন্ন ভোজন করে, মনস্তাপ দ্বারা কিংবা দ্রুপদামন্ত্র, ১০০ বার জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। কোন দ্রব্য হস্ত স্থিত হইয়া যদি উচ্ছিষ্ট শূদ্রকর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে সে দ্রব্য দ্বিজগণ ভোজন করিবে না ইহা আপস্তম্ব মুনি বলিয়াছেন।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

যদ্যপি কদাচিৎ ব্রাহ্মণ, ভোজনে প্রবৃত্ত হইয়া বিষ্ঠা ত্যাগ করে, উচ্ছিষ্ট অবস্থায় অশুচি সে ব্রাহ্মণের কি প্রকার প্রায়শ্চিত্ত হইবে? (প্রশ্নের উত্তর) অগ্রে শৌচ কার্য্য করিয়া তদনন্তর আচমন করিবে। ইহার পর এক অহোরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। আত্মদেহের শৌচ না করিয়া মোহবশতঃ সকল অন্ন ভোজন করিয়া ত্রিরাত্র কেবল যব পান করিয়া শুদ্ধ হইবে, অর্দ্ধাঞ্জলি পরিমিত যব শস্য এবং এক পল মাত্র ঘৃতের সহিত পঞ্চপল মাত্র গোমূত্র ভোজন করিতে পারিবে ইহার অতিরিক্ত কিঞ্চিৎও ভোজন করিতে পারিবে না। (যব ভক্ষণের এইরূপ নিয়ম জানিবা।) অলেহ্য, অপেয় এবং অভক্ষ্য শুক্র মূত্র এবং পুরীষ ভক্ষণ করিয়া কি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। (এই প্রশ্নের উত্তর) ছয়রাত্রি ব্যাপিয়া পদ্ম পুষ্প, উডুম্বর, বিল্ব ফল, কুশ অশ্বত্থ, এবং পলাশ, এ সকল দ্রব্যের রস মাত্র পান করিয়া শুদ্ধ হইবে। যে সকল ব্রাহ্মণ গৃহস্থ ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম আশ্রয় দ্বারা অগ্নি কিম্বা জল মধ্যে দেহ ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া তাহাতে দেহ ত্যাগ করিতে না পারিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া পুনর্ব্বার গৃহস্থধর্ম্ম করে। সে সকল ব্রাহ্মণ তিনটি কৃচ্ছ্রব্রত অথবা তিনটি চান্দ্রায়ণ করিবে। তাহাদিগের পুনর্ব্বার জাতকর্ম্মাদি সমস্ত সংস্কার কার্য্য করিয়া কৃচ্ছ্র সান্তপন ব্রত অথবা চান্দ্রায়ণ ব্রত কর্ত্তব্য। যাহার শরীর কাক বলাকা অথবা চিল্লপক্ষী কর্ত্তৃক বেষ্টিত হয়, তাহাদিগের অপবিত্র বিষ্ঠা দ্বারা শরীর লিপ্ত হয়, কর্ণে কিম্বা মুখে অমেধ্য বিষ্ঠা প্রবেশ করে, তাহাদিগের শরীরে লেপ সংলগ্ন হইলেও স্নান দ্বারা শুদ্ধি হইবে। নাভির ঊর্দ্ধদেশে অঙ্গ অশুচি স্পৃষ্ট হইলে তাহাতে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে, কেবল করদ্বয় এবং নাভির অধোভাগের অঙ্গ অশুচিস্পৃষ্ট হইলে মৃত্তিকা শৌচ করিয়া ধৌত করিলে শুদ্ধ হইবে, ইহা স্বকীয় বিষ্ঠাদি স্পর্শ বিষয়ে জানিবে)। যে ব্যক্তির মুখে পাদুকা কিম্বা অশুচি দ্রব্য

স্পর্শ হয়, সে মৃত্তিকা শৌচ করিয়া স্নানানন্তর, পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। বিপ্রকন্যা-সম্ভূত সপিণ্ডগণের জন্ম এবং মরণে দশাহ অশৌচ ভোগ করিয়া ব্রাহ্মণগণ শুদ্ধ হইবে, ক্ষত্রিয়কন্যাজাত সপিণ্ডজনন ও মরণে ছয়-দিবস অশৌচ, বৈশ্যকন্যা জাত সপিণ্ডজনন ও মরণে ত্রিরাত্র অশৌচ, শূদ্রকন্যা জাত সপিণ্ড-জনন ও মরণে একাহ অশৌচ জানিবে, ভোজন নিমিত্ত ভোক্তার নিকটে আনীত অন্ন ভোক্তা যদ্যপি তাহা ভোজন না করে, তথাপি তাহা দান কিংবা হোম করিবে না। অন্ন ভোজন সম্পন্ন হইলে ঐ অন্ন যদি মক্ষিকা কিম্বা কেশ দূষিত জানিতে পারিলে, আচমনা-নন্তর, জল স্পর্শ করিয়া ঐ অন্ন ভস্মমধ্যে নিঃক্ষেপ করিবে, শুষ্ক মাংসময় অন্ন এবং শূদ্রের অন্ন অজ্ঞানবশতঃ ভোজন করিয়া কৃচ্ছ্রব্রত করিবে, জ্ঞানপূর্ব্বক ভোজন করিয়া কৃচ্ছ্রত্রয় করিবে। যে ব্যক্তি ভোজন করিতে উপবিষ্ট হইয়া ভোজন না করিয়াই, উঠিয়া যায় কিম্বা ভোজন করিতে উঠিয়া যায়, সেস্থলে যে ভোজন করে, এবং ভোজন করায় এ দুই জনেই পক্তি দূষক বলিয়া জানিবে।

যেব্যক্তি দুষ্ট অন্ন ভোজন করিয়াছে, কিম্বা করিতেছে, সে অহোরাত্র উপবাস করিয়া, পঞ্চ-গব্য ভক্ষণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। উদকস্থ হইয়া কার্য্য করিতে হইলে, উদকস্থ হইয়া আচমন, করিয়া শুদ্ধ হইবে স্থলে কার্য্য করিতে হইলে, স্থলস্থ হইয়া আচমন করিলে শুদ্ধ হইবে, স্থল এবং জল উভয় সাধ্য কার্য্যে স্থল এবং জলে পাদদ্বয় স্থাপন করিয়া আচমন করিলে শুদ্ধ হইবে। স্নানার্থ জলে অবতরণ করিয়া আচমন করিবে এবং স্নান করিয়া স্থলে উত্তীর্ণ হইয়াও আচমন করিবে। এইরূপ নিয়ম যুক্ত ব্যক্তি মঙ্গলযুক্ত হয় এবং বরুণ কর্ত্তৃক পূজিত হয়। হোমগৃহে, গোশালাতে, ব্রাহ্মণগণ-সমীপে বেদপাঠকালে এবং ভোজনকালে, পাদুকা ত্যাগ করিবে। জাতকর্ম্ম প্রভৃতি সংস্কারকার্য্যে, প্রেতকার্য্যসমূহে, বিশেষতঃ চূড়াকরণ সময়ে, অসপিণ্ড ব্যক্তি কর্ত্তৃক ভোজন কর্ত্তব্য নহে। বহুযাজী, কিম্বা গ্রামযাজীর অন্ন, আদ্য শ্রাদ্ধের অন্ন, গ্রহণশ্রাদ্ধের অন্ন স্ত্রীলোক-দিগের গর্ভাধান-সময়ের অন্ন ভোজন করিয়া চান্দ্রায়ণ করিবে। ব্রহ্মৌদন নবশ্রাদ্ধে স্ত্রীলোক-দিগের সীমন্তোন্নয়নকালে, অন্নশ্রাদ্ধে, আদ্য-শ্রাদ্ধে ভোজন করিয়া চান্দ্রায়ণ করিবে। যে স্ত্রীলোকের সন্তান হয় নাই, তাহার গৃহে ভোজন করিবে না, ঐ স্ত্রীলোকের গৃহে যে ব্যক্তি অজ্ঞানবশতঃ ভোজন করে, সে ব্যক্তি পূয়সনামক নরকে গমন করিবে। অল্প-পরিমিত শুল্ক গ্রহণ করিয়াও যদ্যপি কন্যার পিতা কন্যা দান করে, সে ব্যক্তি বহু বৎসর ব্যাপিয়া রৌরবনামক নরকে বাস করত; বিষ্ঠা এবং মূত্র ভোজন করে। যে সকল দ্রব্য স্ত্রীধন হইয়াছে, এতাদৃশ সুবর্ণ, যান এবং বস্ত্র দ্বারা যে সকল আত্মীয়গণ জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সে সকল পাপিষ্ঠ ব্যক্তি অধোগতি প্রাপ্ত হয়। ক্ষত্রি-য়ের অন্ন তেজ গ্রহণ করে, শূদ্রের অন্ন ব্রহ্ম-বর্চ্চস হরণ করে, অসংস্কৃত অন্ন যে ব্যক্তি ভোজন করে, সে, পৃথিবীর মল ভোজন করে। মরণাশৌচকালে, জননাশৌচকালে সূর্য্য এবং চন্দ্রের গ্রহণসময়ে এবং গজ-ছায়া যোগসময়ে, যে ব্যক্তি ভোজন করে, সে পুরুষ পাপিষ্ঠ জানিবে। দুইবার বিবা-হিতা স্ত্রী, গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া পুন-র্ব্বার প্রত্যাগত স্ত্রী, বিরূঢ়া স্ত্রী, পুনরেতা স্ত্রী, রেতোধা স্ত্রী, যথেষ্টাচারিণী স্ত্রী, এ সকল স্ত্রীলোকদিগের অন্ন—এবং স্ত্রীলোকের প্রথম গর্ভকালে অন্নভোজন করিয়া চান্দ্রায়ণ করিবে। মাতৃ হত্যাকারী, পিতৃহত্যাকারী, ব্রহ্মহত্যাকারী এবং বিমাতৃগমনশীল, ব্যক্তি-দিগের অন্ন ভোজন করিয়া শুদ্ধিনিমিত্ত চন্দ্রায়ণ করিবে। রজক, ব্যাধ, শৈলূষ বেণুজীবী এবং চর্ম্মকার ইহাদিগের অন্ন ভোজন করিয়া ব্রাহ্মণগণ চান্দ্রায়ণ করিবে। দ্বিজগণ উচ্ছিষ্ট অবস্থায় কুক্কুর কিংবা শূদ্র-কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইয়া একরাত্রি উপবাসান্তে পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। সর্ব্বদা শূদ্রের আজ্ঞাপ্রতিপালনকারী ব্রাহ্মণকে ভূমিতে অন্ন প্রদান করিবে, কুক্কুর যেরূপ অস্পৃশ্য সেই ব্রাহ্মণও তদ্রূপ জানিবে। উদক-শূন্যস্থানে, বনমধ্যে কিংবা চোর কিংবা

ব্যাঘ্রাদির ভয় সঙ্কুল পথিমধ্যে দ্রব্যহস্ত ব্যক্তি মূত্র কিংবা পুরীষ ত্যাগ করিয়া কি প্রকারে শুচি হইবে? (উক্ত প্রশ্নের উত্তর) করস্থিত অন্ন ভূমিতে অবতরণ করতঃ যথাযোগ্য শৌচ করিয়া ক্রোড়ে পক্কান্ন রাখিয়া আচমনান্তর শুদ্ধ হইবে। দ্বিজগণ মূত্র কিংবা পুরীষ ত্যাগ করিয়া আত্মদেহ শুদ্ধি না করিলে, ত্রিরাত্র পঞ্চগব্যমাত্র ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইবে। মদমোহিত হইয়া যদ্যপি ব্রাহ্মণ রজস্বলা স্ত্রী গমন করে, চন্দ্রায়ণ ব্রত এবং বহু ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া শুদ্ধ হইবে। ভোজনানন্তর আচমন না করিয়া উচ্ছিষ্ট অবস্থায় অল্পজ্ঞানী ব্রাহ্মণ যদ্যপি অজ্ঞানবশতঃ চণ্ডাল কিংবা শ্বপচগণকর্ত্তৃক সংস্পৃষ্ট হয়, সে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্য করিয়া নিত্য ত্রিকালীন স্নান এবং ভূমীশয়নকরতঃ ত্রিরাত্র উপবাসান্তে পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। চণ্ডালকর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইয়া যে দ্বিজ জলপান করে, সে, এক অহোরাত্র উপবাস করিয়া ত্রিকালীন স্নান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। এক দিবস একভক্ত, একদিবস রাত্রিভোজন এবং এক উপবাস;—এইরূপ তিনদিবস ব্রত করিলে কৃচ্ছ্রপাদ ব্রত করা হয়, জানিবে। এক দিবস একভক্ত ও একদিবস নক্তভোজন, তৎপরে দুই দিবস অযাচিত দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া তৎপরে দুই দিবস উপবাস করিয়া কৃচ্ছ্রার্দ্ধব্রত করিবে—এইরূপ বিধি জানিবে, এই দুইটি লঘু প্রায়শ্চিত্ত জানিবে। কৃষ্ণাজিন এবং তিল-প্রতিগ্রহকারী, হস্তী, এবং অশ্ববিক্রয়কারী মৃতদেহ অনুসরণকারী ব্যক্তিগণ মরিয়া পুনর্ব্বার পুরুষ হইবে, অর্থাৎ অধোগতি প্রাপ্ত হইবে।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়ঃ।

আচমন করিয়াও সেই কাল পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে, যে কাল পর্য্যন্ত জল উদ্ধৃত না হয়, জল উদ্ধৃত হইলেও সে পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে যে পর্য্যন্ত ভূমি (গোময়াদি দ্বারা) লেপন করা না হয়, ভূমিলেপন হইলেও সেপর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে, সেই আসন হইতে উঠিয়া স্থানান্তরে গমন করিবে না। পণ্ডিতগণ যমরাজকে যম বলেন নাই,—অর্থাৎ দণ্ডদাতা বলেন নাই, স্বীয় আত্মাই যম,—অর্থাৎ দণ্ড-বিধান কর্ত্তা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, (আত্মকৃত কর্ম্মানুসারে মনুষ্যের স্বর্গ কিংবা নরকভোগ হয় জানিবে) যে ব্যক্তি আত্মার সংযম করিতে পারিয়াছে, যমরাজ তাহার কি করিতে পারেন, (তাহার দণ্ড বিধানে যমরাজ সমর্থ নহে)। খড়্গ তাদৃশ তীক্ষ্ন নহে, এবং সর্পও তাদৃশ ভয়ানক নহে, যেরূপ প্রাণীগণের দেহ-স্থিত ক্রোধ অনিষ্ট জনক হয়, অতএব সর্ব্বতো-ভাবে ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে। মনুষ্যগণের ক্ষমাগুণই ইহকালে এবং পরকালে সুখদাতা জানিবে, ক্ষমাশীল ব্যক্তির একটি মাত্র দোষ দেখা যায় দ্বিতীয় দোষ দৃষ্ট হয় না। (সে দোষ কি তাহা বলিতেছেন) ক্ষমাশীল ব্যক্তিকে মূঢ়জনেরা অক্ষম বিবেচনা করে, ক্ষমাগুণ থাকিলে কোন ক্লেশ ভোগ হয় না; যদ্যপি কেহ শতসহস্র অপরাধ করে, তাহা ক্ষমাগুণ দ্বারা অনায়াসে সহ্য হয়। বলবান্ কিংবা শাস্ত্রানুশীলনকারী ব্যক্তির মুক্তি হইবে, এরূপ নিয়ম নহে, কিংবা রমণীয় গৃহপ্রিয় ব্যক্তির মুক্তি লাভ হয় না, উত্তম ভোজন এবং উত্তম বস্ত্রপরিধানশীল ব্যক্তিরও মুক্তি লাভ হয় না, একান্তশীল, ঈশ্বরপরায়ণ, দৃঢ়ব্রত, সকলের প্রীতিসম্পাদক, উত্তমরূপে অধ্যাত্মযোগে আসক্ত, সর্ব্বদা হিংসাশূন্য, বেদাধ্যয়ন এবং যোগবিষয়ে যাহার চিত্ত আক্রান্ত হইয়াছে,—এই সকল গুণবান্ ব্যক্তিই মোক্ষ লাভে সমর্থ হইবে। ক্রোধী ব্যক্তি যে যজ্ঞ করে, যে হোম করে, যে পূজা করে, অপক্ক কুম্ভ যেরূপ (আত্মস্থিত) জলশোষণ করে সেই-রূপ তাহার ঐ সকল কার্য্য হৃত হয়, (ক্রোধী মনুষ্য কোন কার্য্য করতে সমর্থ নহে)। অপমান হইতে তপস্যার বৃদ্ধি হয়, (মনুষ্য অপমানিত হইলে তপস্যা করিতে উদ্যোগী হয়,) সম্মান হইতে তপস্যার ধ্বংস হয়, সম্মা-নিত ব্যক্তি দুঃখভোগ না করায় তপস্যা করিতে উদ্যোগী হয় না) পূজিত এবং সম্মা-

নিত ব্রাহ্মণ অবসন্ন হয়, যেমন দুগ্ধবতী গাভী, প্রতিদিন দুগ্ধ মোচন করিয়া ক্ষীণতা প্রাপ্ত য়। যেমন ধেনু জলস্নাত তৃণদ্বারা পুষ্টি লাভ করে, সেইরূপ দ্বিজগণ জপ, হোম এবং পুণ্যকার্য্য সমূহ দ্বারা উন্নতি প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি মাতার তুল্য পরস্ত্রীকে দর্শন করে ও পরদ্রব্য লোষ্ট্রের (ঢেলা) তুল্য জ্ঞান করে, সকলপ্রাণীগণকে আত্মার ন্যায় জ্ঞান করে, সে ব্যক্তিই জ্ঞানবান্। রজক, ব্যাধ, শৈলূষ-বেণুজীবী এবং চর্ম্মকার ইহাদিগের অন্ন ভোজন করিয়া প্রাজাপত্য করিয়া শুদ্ধ হইবে। অগম্যা স্ত্রীগমন এবং অভক্ষণীয় দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া চান্দ্রায়ণ ব্রত করিয়া শুদ্ধি প্রাপ্ত হইবে অথবা প্রাজাপত্য করিয়া শুদ্ধ হইবে। যে মনুষ্য অগ্নিহোত্র ত্যাগ করে, সে ব্যক্তি বীরহত্যার পাপী হয়, সেই পাপের চান্দ্রায়ণ ভিন্ন শুদ্ধিজনক ব্রত নাই,—অর্থাৎ চান্দ্রায়ণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। বিবাহ, উৎসব, যজ্ঞকার্য্য সঙ্কল্পিত হইলে পর, যদ্যপি মরণাশৌচ কিম্বা জননাশৌচ উপস্থিত হয়, তাহাতেও শুদ্ধ থাকিবে, পূর্ব্বসঙ্কল্পিত কার্য্য অনায়াসে সমাপন করিবে। দেবদ্রোণী, বিবাহ, যজ্ঞকার্য্য সঙ্কল্পিত হইলে, জননাশৌচ এবং মরণাশৌচ হইলে ব্যাঘাত হইবে না, সিদ্ধ মন্ত্র প্রভৃতি কার্য্যে দোষ হয় না।

আপস্তম্ব-সংহিতা সমাপ্ত।

সম্বর্ত্ত-সংহিতা

একাকী উপবিষ্ট আত্মবিদ্যাপরায়ণ—সম্বর্ত্ত-মুনির নিকট সমাগত হইয়া ধর্ম্ম শ্রবণে অভিলাষী ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! শ্রেয়ঃসাধনকর্ম্ম সমস্ত আমরা শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি। হে দ্বিজোত্তম! আপনি শুভ এবং অশুভ বিবেচনা করিয়া, যথাউচিত-ধর্ম্ম আমাদিগের নিকট প্রকাশ করুন। বামদেব-প্রভৃতি সমস্ত ঋষিগণ মহাতেজস্বী সেই ঋষি-প্রবরকে জিজ্ঞাসা করিলে পর, সেই ঋষি-প্রবর সম্বর্ত্ত মুনি হৃষ্টচিত্ত হইয়া বামদেব-প্রভৃতি সকল ঋষিগণের নিকট ধর্ম্মবিষয়ক শাস্ত্র বলিতে লাগিলেন। কৃষ্ণসার মৃগ সর্ব্বদা যে দেশে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিচরণ করে, সে সকল দেশ দ্বিজগণের (বেদোক্ত) ধর্ম্মসমূহ সাধনের যোগস্থান। ব্রাহ্মণকুমার উপনীত হইয়া সর্ব্বদা গুরুদেবের প্রিয়কার্য্য করিবে. ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণকুমার মাল্যধারণ, মধু এবং মাংস ভোজন ত্যাগ করিবে। নক্ষত্রগণ জ্যোতিঃশূন্য না হইতে হইতেই যথাশাস্ত্রমতে প্রাতঃসন্ধ্যা উপাসনা করিবে এবং সূর্য্যদেবের অর্দ্ধাস্তকাল হইতে সূর্য্যদেব সত্বেই সায়ং-সন্ধ্যার উপাসনা আরম্ভ করিবে। ব্রহ্মচারী সমাহিতচিত্তে দণ্ডায়মান হইয়া প্রাতঃসন্ধ্যা-কালীন (গায়ত্রী) জপ করিবে এবং নিরালস্য হইয়া উপবেশনপূর্ব্বক সায়ংকালীন (গায়ত্রী) জপ করিবে। সন্ধ্যার উপাসনার পর, প্রাতঃ-কালে এবং সায়ংকালে বুদ্ধিমান্ (ব্রহ্মচারী) হোমকার্য্য সম্পন্ন করিবে, হোমকার্য্যসম্পন্ন হইলে গুরুদেবের মুখ নিরীক্ষণকরত বেদ অধ্যয়ন করিবে। সর্ব্বাগ্রে প্রণব উচ্চারণকরত তদনন্তর ব্যাহৃতিত্রয়, তদনন্তর, আনুপূর্ব্বিক ত্রিপদাগায়ত্রী পাঠ করিয়া বেদ পাঠ আরম্ভ করিবে। জানুদ্বয়ের উপরিস্থিত হস্তদ্বয় রাখিয়া সুসংযতকরতঃ অনন্যমতি হইয়া গুরুদেবের অনুমতি-অনুসারে বেদ পাঠ করিবে। ব্রহ্মচারী নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে ভিক্ষা করিবে, তদনন্তর, ভিক্ষিত দ্রব্য গুরুদেবকে কিঞ্চিৎ নিবেদন করতঃ পূর্ব্বমুখ হইয়া মৌন অবলম্বন পূর্ব্বক পবিত্রভাবে ভোজন করিবে। দ্বিজগণের দিবাভাগে এবং রাত্রিকালে এই দুই সময়ে দুই বার মাত্র ভোজন করা বেদে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহার মধ্যে পুনর্ব্বার ভোজন করিতে নাই, যেমত অগ্নিহোত্রকার্য্য দিবা-ভাগে একবার এবং রাত্রিকালে একবার কর্ত্তব্য, তদ্রূপ ভোজনকার্য্যও দুইবারমাত্র কর্ত্তব্য জানিবে। দ্বিজগণ ভোজনের পূর্ব্বে আচমন করিবে, এবং ভোজনান্তেও আচমন করিবে যে দ্বিজ আচমন না করিয়া ভোজন করে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। আচমন না করিয়া যে দ্বিজ কোন দ্রব্য পান, কিংবা ভোজন করে, সে ব্যক্তি একশত অষ্ট-বার গায়ত্রী জপ করিলে শুদ্ধ হইবে। পাদ-প্রক্ষালন না করিয়া, দণ্ডায়মান শিখা বন্ধন না করিয়া যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে দ্বিজ আচমন করিবে, সে ব্যক্তি কোন কার্য্যে শুচি হইবে না। উত্তরমুখ করিয়া, উপবীতধারী ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মতীর্থ দ্বারা আচমন করিবে, কিংবা পূর্ব্বমুখ করতঃ বাক্য-সংযম পূর্ব্বক উপবীতধারী দ্বিজ সর্ব্বদা আচ-মন করিবে। জলে কার্য্য করিতে হইলে জলস্থ হইয়া আচমন করিবে, স্থলে কার্য্য

করিতে হইলে, স্থলস্থ হইয়া আচমন করিলে শুদ্ধ হইবে, জল এবং স্থল উভয় সাধ্যকার্য্যে জল এবং স্থলস্থ হইয়া আচমন করিয়া শুদ্ধ হইবে। (পদদ্বয়) আচমন করিবার পূর্ব্বে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত হস্তদ্বয় এবং জলদ্বারা শুদ্ধ করিয়া শব্দশূন্য, উষ্ণ ভিন্ন, জলের স্বাভাবিক রস, বর্ণ, এবং গন্ধ যুক্ত, অথচ ফেনারহিত, জলদ্বারা তিন, কিংবা চারিবার হৃদয়গত জল পান করিয়া আচমন করিবে। দুই-বার আস্যদেশ মার্জ্জন করিয়া দ্বাদশ অঙ্গ স্পর্শ করিবে। স্নানানন্তর কিংবা দ্রব্য পান করিয়া, অথবা ভোজনাবসানে কিংবা অশুচি-স্পর্শ হইলে, হে দ্বিজগণ! উক্ত বিধি অনু-সারে আচমন করিলে ব্রাহ্মণ শুদ্ধ হইবে। শূদ্র জাতির হস্ত দ্বারা দ্বাদশ অঙ্গ স্পর্শ করিলে আচমন করা হইবে, বৈশ্য জাতি দন্ত স্পর্শ হয়, এতাদৃশ জল দ্বারা আচমন করিলে শুদ্ধ হইবে এবং ক্ষত্রিয় জাতি কণ্ঠগত জল দ্বারা আচমন করিয়া শুদ্ধ হইবে। আসন স্থিত পাদতল হইয়া বস্ত্র দ্বারা পৃষ্ঠদেশ জানুদ্বয় ও জঙ্ঘাদ্বয় বন্ধন করিয়া এবং এক-চরণের উপরি অপরচরণ রাখিয়া আচমন করিলে পর কথনই শুদ্ধ হইবে না। যদ্যপি কোন দ্বিজ কোন দিবস সন্ধ্যা উপাসনা না করে, কিংবা অগ্নিহোত্রকার্য্য না করে, সে দ্বিজ, স্নানান্তে সমাহিত হইয়া অষ্টাধিক সহস্র বার গায়ত্রী জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। যে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্য করিয়া জনন জন্য অশুচি ব্যক্তির অন্ন ভোজন করে, কিংবা আদ্যশ্রাদ্ধে ভোজন করে, কিংবা মাসিক শ্রাদ্ধে ভোজন করে, সে ব্যক্তি ত্রিরাত্র উপবাস করিলে পর শুদ্ধ হইবে। যে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্য করিয়া কামপীড়িত হইয়া স্ত্রীগমন করে, সে ব্যক্তি নিয়মী হইয়া একটী কৃচ্ছ্র প্রাজাপত্য ব্রত করিবে। যে ব্রহ্মচারী, কোন প্রকার হেতু বশতঃ মধু কিংবা মাংস ভোজন করে, সে ব্রহ্মচারী, প্রাজাপত্য ব্রত করিয়া মৌঞ্জী কার্য্যে অর্থাৎ উপনয়ন বিষয়ে উক্ত হোম করিয়া শুদ্ধ হইবে। ব্রহ্মচারী পর্ব্বদিবসে পুরোডাশ প্রদান করিবে এবং শাকলহোমান্ত মন্ত্র দ্বারা অগ্নিমধ্যে ঘৃত হোম করিবে। যে ব্রহ্ম-চারী কামী হইয়া জ্ঞানপূর্ব্বক নিজরেতঃস্খলন করে, সে ব্রতভঙ্গ বিহিত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইবে এবং যে ব্রহ্মচারী অজ্ঞানপূর্ব্বক রেতঃস্খলন করে, সে, কেবল স্নান করিলেই শুদ্ধ হইবে। অনন্তর ভিক্ষা নিমিত্ত পর্য্যটন করিয়া সুস্থ হইবে, যে হেতু আত্মতুল্য যে শুক্র তাহার ক্ষরণ হইয়াছে। স্নান না করিয়া যে ব্রহ্মচারী ভোজন করে, সে একশত আট বার গায়ত্রী জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। যে ব্রহ্মচারী, শূদ্রহস্ত আনীত অন্ন কিংবা পানীয় দ্রব্য ভোজন বা পান করে, সে, এক অহোরাত্র উপবাসান্তে পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধ হইবে।

শুষ্ক, পর্য্যুষিত, উচ্ছিষ্ট এবং কেশদুষ্ট অন্ন ভোজন করিয়া ব্রহ্মচারী অহোরাত্র উপ-বাসান্তে পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধ হইবে। শূদ্রের (কাংস্যাদি) পাত্রে কিংবা ভগ্ন কাংস্যাদি পাত্রে ভোজন করিয়া ব্রহ্মচারী অহোরাত্র উপবাসান্তে পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধ হইবে। যে ব্রহ্মচারী সুস্থশরীরে কদাচিৎ দিবাভাগে নিদ্রা যায়, সে, স্নানান্তে সূর্য্যদেবের অর্চ্চনা করিয়া একশত বার গায়ত্রী জপ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ব্রহ্মচারীগণের এইরূপ ধর্ম্ম উক্ত হইল, এইরূপ ধর্ম্ম ব্রহ্মচারী সম্যক-রূপে আচরণ করিলে পর, উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিবে। উক্তরূপে ব্রহ্মচর্য্যসমাপনান্তে গুরুদেবের অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া দ্বিজগণ সদ্বংশজাত, শুভলক্ষণযুক্ত সুস্বভাবসম্পন্ন, সুন্দরী এবং গুণবতী কন্যাকে ব্রাহ্মবিধি-অনুসারে বিবাহ করিবে। দ্বিজগণ প্রতি দিন পঞ্চ যজ্ঞ করিবে, মঙ্গলপ্রার্থী বিপ্র কখনই কোন স্থানে ঐ পঞ্চ যজ্ঞ ত্যাগ করিবে না। সপিণ্ড জাতির মরণ কিংবা জননজন্য অশৌচ হইলে পঞ্চ যজ্ঞ ত্যাগ করিবে। ব্রাহ্মণ (জনন কিংবা মরণ জন্য অশৌচ হইলে,) দশ দিবস অশুচি হইয়া থাকিবে, ক্ষত্রিয় দ্বাদশ দিবস, বৈশ্য পঞ্চদশ দিবস এবং শূদ্র এক মাস অশৌচ ব্যবহারের পর শুদ্ধ হইবে, সম্বর্ত্ত মুনির এইরূপ অনুজ্ঞা বাক্য জানিবে। (জ্ঞাতি মরণ হইলে

যাহাতে) স্নানের পর, স্বগোত্রজ ব্যক্তিমাত্রেই তর্পণ করিবে, প্রথম দিনে তৃতীয়, সপ্তম এবং নবম দিবসে তর্পণ করিতে হইবে। চতুর্থ দিবসে সমস্ত জ্ঞাতিবর্গের সহিত (অস্থি) সঞ্চয় করিবে, সঞ্চয়ের পর ঐ দিবস অঙ্গস্পর্শ কর্ত্তব্য, প্রথম তিন দিবস অঙ্গস্পর্শ নিষিদ্ধ। চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয়ের ষষ্ঠ দিবসে, বৈশ্যের অষ্টম দিবসে এবং শূদ্রের দশম দিবসে, অঙ্গস্পর্শ কর্ত্তব্য, উহার পূর্ব্বে কোন দিবস অঙ্গস্পর্শ করিতে নাই; মরণ জন্য অশৌচ-বিষয়ে যেরূপ দিবস নির্দ্দিষ্ট হইল জনন অশৌচবিষয়েও ঐরূপ নিয়ম পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ব্রাহ্মণগণ বৈশ্বদেব কার্য্য রহিত হইয়া দশ দিবসের পর শুদ্ধ হইবে। পুত্র জন্মাইলে, পিতা বস্ত্রের সহিত স্নান করিবে, দশাহের পর মাতার অঙ্গস্পর্শ কর্ত্তব্য পিতার স্নানের পর অঙ্গস্পর্শ বিধেয়। সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণ) জনন-অশৌচ মধ্যে শুষ্ক অন্ন এবং ফল দ্বারা হোম করিবে, মরণ অশৌচ এবং জনন অশৌচমধ্যে পঞ্চ যজ্ঞ বিহিত কার্য্য করিবে না। দশাহের পর ধর্ম্মবিদ্ ব্রাহ্মণ সম্যক্ রূপে বেদ অধ্যয়ন করিবে, অশৌচমধ্যে যে সকল অশুভ জন্মিয়াছে, তাহার ক্ষয় নিমিত্ত বিধান অনুসারে শুভ জনক বস্তু দান করিবে। যে যে দ্রব্য ত্রিলোকে লোকের অত্যন্ত প্রিয় এবং যাহা গৃহস্থ লোকের প্রিয়, সেই সকল দ্রব্য, অক্ষয়ফল ইচ্ছা করতঃ গুণবান্ ব্রাহ্মণকে দান করিবে। নানাবিধ দ্রব্যসমূহ, বহু প্রকার বহু পরিমিত ধান্য এবং সমুদ্র-জাতরত্নসমূহ উত্তম ব্রাহ্মণগণকে দানকরত পাপশূন্য হইয়া মনুষ্যগণ পরলোকে মহৎ সম্পদ লাভ করে। যে ধর্ম্মজ্ঞ মনুষ্য গন্ধদ্রব্য (চন্দন প্রভৃতি) অলঙ্কার এবং মাল্য প্রদান করে, সেব্যক্তি যেখানে সেখানে জন্মগ্রহণ করিয়াও সুগন্ধ দ্রব্য সেবন করতঃ এবং সর্ব্বদা হৃষ্টান্তঃকরণে কালযাপন করে। বেদজ্ঞ, সদ্বংশজাত এবং ধনপ্রার্থনাকারী ব্যক্তিকে যে সকল বস্তু ভক্তিপূর্ব্বক দান করা যায়, তাহা মহাফলজনক হয়। পবিত্রচিত্ত মহাপণ্ডিত ব্যক্তিগণ, সচ্চরিত্র অথচ বেদাধ্যয়ন নিরত, এবং প্রখ্যাতকুলজাত ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া হব্য (দেবোদ্দেশে দেয় অন্ন) কব্য (পিতৃ উদ্দেশে দেয় অন্ন) দ্বারা পরিতৃপ্ত করিবে। উত্তম রসযুক্ত, (দর্শন করিলে) গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে;—এতাদৃশ নানাবিধ দ্রব্যসমস্ত, অক্ষয় স্বর্গ,—কামনা করিয়া মঙ্গল-প্রার্থী মনুষ্য দান করিবে। যে ব্যক্তি বস্ত্র দান করে, সে জন্মান্তরে সুবেশ হয়, রৌপ্য দাতা রূপবান্ হয়, সুবর্ণদাতা দীর্ঘ আয়ু এবং অতিশয় তেজ লাভ করে,। প্রাণীগণকে অভয়দান করিলে, সকল অভীষ্ট লাভ হয়, দীর্ঘায়ু এবং সুখী হয়। ধান্য, জল এবং ঘৃত দান করিলে, সুখোভোগ করে, যদ্যপি কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে অলঙ্কৃত করিয়া অলঙ্কার দান করে সে, জন্মান্তরে অলঙ্কার লাভ করে। যে ব্যক্তি ফল, মূল, নানাপ্রকার শাক এবং সুগন্ধি পুষ্প দান করে, সে, জন্মান্তরে পণ্ডিত হয়। যে বিচক্ষণ ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণকে তাম্বূল দান করে, সে মেধাবী, ভাগ্যবান্ পণ্ডিত এবং সুন্দর হইয়া জন্মগ্রহণ করে, কাষ্ঠ-পাদুকা চর্ম্ম-পাদুকা, ছত্র, শয্যা, আসন এবং নানাবিধ যান দান করিলে পর দিব্য গতি লাভ করে। যে ব্যক্তি শীতকালে যত্নপূর্ব্বক অগ্নি এবং কাষ্ঠরাশি প্রদান করে, সে শরীরে অগ্নির তুল্য দীপ্তি, বুদ্ধিমত্তা এবং রূপসৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়, যে ব্যক্তি রোগীগণকে রোগশান্তি নিমিত্ত ঔষধ, তৈলাদি স্নেহ দ্রব্য এবং পথ্য প্রদান করে, সে, কদাচ রোগী হয় না, সুখী এবং দীর্ঘায়ু হয়। শীতকালে ব্রাহ্মণগণকে যে ব্যক্তি বহুতর কাষ্ঠ প্রদান করে, সে ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিদিন জয়লাভ করে এবং জন্মান্তরে সম্পত্তিযুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে। উপযুক্ত বরপাত্রে অলঙ্কৃত করিয়া ব্রাহ্ম বিবাহ-রীতি অনুসারে, অর্চ্চিত কন্যা যে ব্যক্তি প্রদান করে, সে কন্যাদান জাতপুণ্য দ্বারা অসাধারণ মঙ্গল, সজ্জনবর্গের সাধুবাদ এবং অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ করে। হোমমন্ত্র দ্বারা সংস্কৃত করিয়া কন্যাদান করিলে পর, মনুষ্য জ্যোতিষ্টোমপ্রভৃতি শত শত যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। অলঙ্কার, বস্ত্র এবং আসনদ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া কন্যাদান করিলে পিতা স্বর্গলাভ করে, এবং সুরগণের মধ্যে মান্য হয়। (অবিবাহিত কন্যার) গাত্রে লোম দেখা যায়, এতাদৃশ বয়ঃক্রম হইলে, ঐ কন্যাকে

চন্দ্র উপভোগ করেন, ঋতুকাল উপস্থিত হইলে গন্ধর্ব্বগণ উপভোগ করেন, স্তনদ্বয় উত্থিত হইলে, বহ্নি ভোগ করেন। অষ্টম বৎসরবয়স্কা অবিবাহিতকন্যা গৌরী, নবমবর্ষবয়স্কা রোহিণী এবং দশম বর্ষবয়স্কা কন্যকা নামে খ্যাত; একাদশ বৎসর কন্যার বয়ঃক্রম হইলে রজস্বলা বলিয়া খ্যাত হয়। কন্যা রজস্বলা হইলে, অর্থাৎ কন্যার একাদশ বর্ষে বিবাহ না হইলে, মাতা, পিতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এই তিন জন নরক গমন করে। সেইহেতু যে পর্য্যন্ত কন্যা ঋতুমতী না হয়, তাহার মধ্যে কন্যার বিবাহ দিবে। অষ্টমবর্ষে কন্যার বিবাহপ্রশস্ত জানিবে। (মর্দ্দনার্থ) তৈল, বসিবার আসন এবং পাদপ্রক্ষালন করিবার জল যে ব্যক্তি দান করে, সে ইহলোকে হৃষ্টচিত্ত এবং সুখী হইয়া সর্ব্বদা কালযাপন করে। লাঙ্গুলসংযুক্ত করিয়া এবং যথাশক্তি অলঙ্কৃত করিয়া, শকট প্রভৃতি বহন করিতে এবং শুভ লক্ষণ বৃষদ্বয় যে ব্যক্তি দান করে, সে, সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া, বৃষের রোমসংখ্যা-পরিমিত বৎসর স্বর্গধামে বাস করে। কাংস্য ক্রোড় এবং বস্ত্রাদি দ্বারা অলঙ্কৃত দুগ্ধবতী ধেনু (সবৎসা গাভী) যে ব্যক্তি দ্বিজগণকে দান করে, সে, স্বর্গে পূজনীয় রূপে বাস করে। শস্যবতী উর্ব্বরা ভূমি, এবং অর্দ্ধপ্রসূতা অর্থাৎ যুবতী গাভী; বেদপারগ ব্রাহ্মণকে যে ব্যক্তি দান করে। সে স্বর্গলোকে পূজিত হইয়া বাস করে। অগ্নির প্রথম অপত্য সুবর্ণ, বিষ্ণুর অপত্য পৃথিবী এবং গোসমস্ত সূর্য্যদেবের অপত্য যে ব্যক্তি সুবর্ণ, গো এবং পৃথিবী দান করে, সে স্বর্গ, মর্ত্ত্য এবং পাতাল এই ত্রিলোকদানের ফলভাগী হয়। যতগুলি শস্য এবং মূল দান করে, তাবৎ পরিমিত বৎসর স্বর্গধামে বাস করে। সকল দ্রব্য দানের ফল একজন্ম অনুগমন করে, কিন্তু সুবর্ণ পৃথিবী এবং অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা এইতিন বস্তু দানের ফল সপ্ত জন্ম অনুগমন করে। যে ব্যক্তি সুবর্ণ কিম্বা রৌপ্য অথবা হেমদ্বারা শোভিত হইয়াছে শৃঙ্গদ্বয় যাহার এতাদৃশ রোগশূন্য বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত, সুন্দরী সুচরিত্রা বৎসযুক্তা এবং দুগ্ধবতী গাভী দান করে, সেই সবৎসা গাভীর অঙ্গ যত সংখ্যক রোম থাকে তাবৎসহস্র বৎসর স্বর্গগত হইয়া ব্রহ্মার নিকটে বাস করে। যে ব্যক্তি বিধিপূর্ব্বক বৃষভযুক্ত গাভী প্রদান করে, কেবল গাভীপ্রদানকৃত পুণ্যের দশগুণ অধিক ফল প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি জল দান করে, সকল বস্তুতে তৃষ্ণাশূন্য হইয়া সে অতুল তৃপ্তি প্রাপ্ত হয়, এবং যে ব্যক্তি অন্নদান করে, সে সকল বস্তুভোগজাত যে তৃপ্তি, তাহা প্রাপ্ত হয়। সকল দানের মধ্যে অন্নদান শ্রেষ্ঠ, যে ব্যক্তি অন্নদান করে, সকলপ্রাণী হইতে তাহার জীবন সফল হয়। সকল কল্পে ব্রহ্মা যে অন্ন হইতে সমস্ত প্রজা সৃষ্টি করেন, সেই অন্ন দান হইতে শ্রেষ্ঠদান হয় নাই, হবেওনা। অন্নদান হইতে শ্রেষ্ঠ কোন দান দেখিতে পাওয়া যায়না, অন্ন হইতে সমস্তপ্রাণী জন্মগ্রহণ করিতেছে, এবং ঐ অন্ন দ্বারা সকল প্রাণী জীবন ধারণ করিতেছে, ইহা নিশ্চিত জানিবে। মৃত্তিকা, গোময়, দর্ভ এবং যজ্ঞোপবীত ঐ সকল উত্তর উত্তর শ্রেষ্ঠ,ইহা যে ব্যক্তি গুণবান ব্যক্তিকে দান করে, সে, মহৎকুলে জন্ম গ্রহণ করে। যে ব্যক্তি মুখের সুগন্ধিজনক দ্রব্য, এবং দন্তধাবন দান করে, সে ব্যক্তি গাত্রে সুগন্ধযুক্ত এবং বাক্‌পটু হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণের পাদ শৌচার্থ জল এবং মৃত্তিকা কিংবা পায়ু এবং লিঙ্গশৌচের জল এবং মৃত্তিকা প্রদান করে, তাহার সর্ব্বদা পবিত্র বুদ্ধি হয়। যে ব্যক্তি রোগীগণকে ঔষধ, পথ্য, খাদ্য দ্রব্য, স্নেহ দ্রব্য ঘৃত তৈল প্রভৃতি এবং অভ্যঙ্গ, তৈলমর্দ্দনাদি এবং আশ্রয় প্রদান করে, সে, সকল ব্যাধি-শূন্য হয়। গুড়, ইক্ষুরস, লবণ, ব্যঞ্জন এবং সুগন্ধপানীয় দ্রব্য দান করিলে পর, অত্যন্ত সুখী হয়। নানাপ্রকার বস্তুদানে যে সকল ফল হয়, তাহা উক্ত হইল, বিদ্যাদানজাত পুণ্য দ্বারা ব্রহ্মলোকে বাস হয়। ব্রাহ্মণগণ পরস্পর পরস্পরকে অন্নদান করিয়া এবং পরস্পর পরস্পরকে পূজা ও প্রতিপূজা করিয়া এবং প্রতিগ্রহ করিয়া আপনিও উদ্ধার হয় এবং পরকেও উদ্ধার করেন। মঙ্গলপ্রার্থী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, দরিদ্র, অন্ধ,

ক্ষুদ্র ব্যক্তিপ্রভৃতিকে যে সকল বস্তু দাতব্য বলিয়া কথিত হইল, এ সকলদ্রব্য এবং অন্যান্য নানাবিধ বস্তু দান করিবে। যে ব্যক্তি ব্রহ্মচারী এবং যতীগণের কেশ, নখ, লোম বপন করিয়া দেয়, সে, উত্তম চক্ষুষ্মান্ হয়। যে নর, দেবমন্দির এবং দ্বিজগণ গৃহে রাজপথে দীপ প্রদান করে, সে মনুষ্য মেধা ও শাস্ত্রজ্ঞান যুক্ত হয় এবং উত্তম চক্ষুষ্মান্ হয়। যে মনুষ্য নিত্য, নৈমিত্তিক এবং কাম্যকর্ম্মে যথাশক্তি তিল দান করে, সে নর, পুত্রবান্ পশুমান্, ধনবান্ হয়। যে ব্যক্তি প্রার্থিত হইয়া বিপ্রগণকে প্রার্থনার অনুরূপ তৃণ, কাষ্ঠপ্রভৃতি দান করে, সে গোদানতুল্য ফল প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি সাধ্বী ভার্য্যা প্রতিপালননিমিত্ত নিন্দনীয় কার্য্যসমূহ করিয়াও কেবল ঋতুকালে অভিগমন করে, সে, পরমগতি প্রাপ্ত হয়। গৃহস্থাশ্রমী ব্রাহ্মণ উক্ত নিয়মঅনুসারে গৃহে বাস করিয়া দ্বিতীয়াশ্রম নির্ব্বাহকরতঃ আত্মশরীরমাংসে লোল, কেশরাশি শ্বেতবর্ণ হইলে পর, বানপ্রস্থ আশ্রম আশ্রয় করিবে। আত্মদেহ জরাযুক্ত হইলে পর বুদ্ধিমান ব্যক্তি (বনগমন অভিলাষিনী) নিজ ভার্য্যা এবং অগ্নিহোত্র সঙ্গে লইয়া বন গমন করিবে,—বনগমন করিয়াও হোম ত্যাগ করিবে না। বনগমন করিয়া পবিত্র বন্য ফলসমূহ দ্বারা যথানিয়মে পুরোডাশ যজ্ঞ করিবে, শাক, মূল এবং বন্য ফলসমূহ দ্বারা ভিক্ষুকগণকে ভিক্ষা প্রদান করিবে। অগ্নিহোত্র-পরায়ণ হইয়া নিত্য বেদাধ্যয়ন করিবে, এবং প্রতিপর্ব্বতিথিতে পর্ব্বকর্ত্তব্য যজ্ঞ করিবে। উক্ত নিয়মঅনুসারে বানপ্রস্থাশ্রম নির্ব্বাহ করিয়া সকল বস্তুর নিয়মজ্ঞ হইলে পর, হোমকার্য্য সমাপন করিয়া ইন্দ্রিয় জয় করতঃ ভিক্ষুক আশ্রম অবলম্বন করিবে (হোমীয় ভস্ম পান করতঃ) আত্মদেহে অগ্নি স্থাপন করিয়া দ্বিজগণ প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবে এবং প্রতিদিন বেদপাঠকরত ব্রহ্ম বিদ্যাপরায়ণ হইবে। সেই ভিক্ষুকাশ্রমী মুনি অষ্টগ্রাস কিম্বা সপ্তগ্রাস অথবা পঞ্চগ্রাস ভিক্ষা গ্রহণ করত ভিক্ষিত দ্রব্য সমস্ত জল দ্বারা ধৌত করিয়া সমাহিত চিত্তে ভোজন করিবে। চতুর্থাশ্রমী বিপ্র ভোজন অবসানে নির্জ্জন অরণ্যে একাকী উপবেশন করিয়া মন, বাক্য এবং কায় সংযত করিয়া পরব্রহ্ম চিন্তা করিবে। কোন প্রকারে মৃত্যু ও প্রার্থনা করিবে না, এবং বাঁচিতে চেষ্টা করিবে না, যত দিন আয়ুর শেষ থাকে, কালপ্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে। বেদশাস্ত্রবেত্তা দ্বিজগণ, জাতক্রোধ এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া যথাশাস্ত্র নিয়ম অনুসারে চারি আশ্রম সেবা করিলে পর, ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইবে। প্রসঙ্গক্রমে সকল আশ্রমের নিয়মাবলী উক্ত হইল; অনন্তর, পাপসমূহের যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত বলিতেছি (শ্রবণ কর)। ব্রহ্মহত্যাকারী, মদ্যপায়ী, অশীতিরতিপরিমিত সুবর্ণ, চৌর্য্যকারী, এবং গুরুতল্প-গমনকারী (বিমাতৃগমনশীল) এই চারিজন মহাপাতকী জানিবে, ইহাদিগের সংসর্গকারী যে মনুষ্য, সেও পঞ্চম মহাপাতকী। ব্রহ্মহত্যাকারী মহাপাতকী বল্কল পরিধান করিয়া, মস্তকে জটাধারণ করতঃ কোন বিশেষ চিহ্ন লইয়া বনগমন করিবে, এবং সকল বাসনা পরিত্যাগকরতঃ কেবল বন্য ফলসমূহ ভোজন করিবে। যদ্যপি বন্যফল দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ না হয়, ভিক্ষা করিতে গ্রামে গমন করিবে, ঐ পুরুষ একটি খট্টাঙ্গ চিহ্ননিমিত্ত ধারণ করতঃ সংযতভাবে (ব্রাহ্মণপ্রভৃতি) চতুর্বর্ণের গৃহে ভিক্ষা করিবে। ভিক্ষাদ্রব্য গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার বনে গমন করিবে, এবং সেই পাপিষ্ঠ সকল সময় নিরালস্য হইয়া কালযাপন করিবে। আমি ব্রহ্মহত্যা পাপ করিয়াছি ইহা সর্ব্বদা লোকের নিকট প্রকাশ করতঃ উক্ত নিয়ম অনুসারে দ্বাদশ বৎসর ব্রত করিবে। ইন্দ্রিয়বর্গ নিগ্রহ করিয়া সকলপ্রাণী রহিত চেষ্টা করতঃ ব্রহ্মহত্যা জন্য পাপক্ষয়নিমিত্ত ব্রত করিলে পর, সেই পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবে। অতঃপর, সুরাপায়ীর পাপমোচনের বেদশাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট উপায় বলিতেছি, হে ব্রাহ্মণগণ! তাহা শ্রবণ কর। গৌড়ী, পৈষ্টী, (তণ্ডুল হইতে জাত) মাধ্বী, (মহুলাপুষ্পের রস হইতে উৎপন্ন) এই তিন প্রকার সুরা জানিবে, গৌড়ী সুরা যেরূপ পাপজনক, সেইরূপ অন্য দুই প্রকার সুরাও জানিবে,

অতএব দ্বিজগণ কদাচ এ তিন প্রকার সুরা পান করিবে না। সুরাপায়ী দ্বিজ সেই পাপ হইতে মুক্তি ইচ্ছুক হইয়া তপ্ত সুরা পান করিবে, অথবা অগ্নিবর্ণ গোমূত্র পান কিংবা তাদৃশ গোময় ভক্ষণ, অতিশয় তপ্ত ঘৃত এবং দুগ্ধ এক বৎসর ব্যাপিয়া সকলবাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তণ্ডুল প্রভৃতির কণামাত্র ভোজনকরতঃ সুরাপায়ী তিনটি চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে, উক্ত প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিলে পর, সুরাপানজন্য পাপ হইতে মুক্ত হইবে। সুরাপায়ী ব্যক্তির উক্ত প্রকার প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধি হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই, মদ্যভাণ্ডস্থিত জল পান করিলে পর, দ্বিজগণের পুনর্ব্বার সংস্কার করিতে হইবে। সুবর্ণ চুরী করিয়া চোর যদি প্রায়শ্চিত্ত করিতে ইচ্ছা করে, রাজাকে জানাইবে, (আমি এতৎপরিমিত সুবর্ণ চুরী করিয়াছি) নৃপতি তাহা (জ্ঞাত হইয়া) মুষল লইয়া, সুবর্ণ চোরকে আঘাত করিবেন। যদি সেই চোর আহত হইয়া জীবিত থাকে, সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবে, কিম্বা বনগমন করিয়া বল্কল পরিধানকরতঃ ব্রহ্মহত্যাবিষয়ে উক্ত যে প্রায়শ্চিত্ত তাহা করিবে। অথবা লৌহময়ী স্ত্রীলোকের একটি আকৃতি প্রস্তুত করতঃ তাহাকে অগ্নি দ্বারা প্রদীপ্ত করিয়া সম্যক্‌রূপে আলিঙ্গন করিবে, সুবর্ণচোরের এ সকল প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধি হইবে, সম্বর্ত্তমুনির ইহা অভিপ্রায়। গুরুতল্পে শয়ন (অর্থাৎ বিমাতৃগমন) করিয়া দ্বিজগণ লৌহময় একটি শয্যা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে শয়ন করিবে, অথবা চারিটি কিম্বা তিনটি চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে, এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিলে পর, গুরুতল্পগমন জন্য পাপ হইতে মুক্ত হইবে। যে কোন পাপমুক্ত ব্যক্তি যদ্যপি ব্রহ্মঘ্ন প্রভৃতির সহিত ছয় মাস কিম্বা তাহার অধিক কাল যাজন প্রভৃতি সংসর্গ করে, তাহা হইলে ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতির প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ব্রহ্মঘ্নপ্রভৃতি মহাপাতকীগণের সংসর্গ করিলে পর, মনুষ্য, সেই ব্রহ্মহত্যাদি পাপ দ্বারা আক্রান্ত হইবে, অতএব ব্রহ্মঘ্নপ্রভৃতির সংসর্গজন্য পাপক্ষয় নিমিত্ত ব্রহ্মহত্যাপ্রভৃতি পাপবিষয়ে উক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ক্ষত্রিয় বধ করিয়া তিনটি কৃচ্ছ্র সান্তপন ব্রত করিয়া শুদ্ধ হইবে, সংযত হইয়া পুনর্ব্বার তিনটি কৃচ্ছ্রব্রত করিবে। অজ্ঞানমুগ্ধ হইয়া যদ্যপি কোন প্রকারে বৈশ্যহত্যা করে, বৈশ্যঘাতী মনুষ্য কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রব্রত করিবে। যদ্যপি শূদ্র বধ করে, যথানিয়মে তপ্ত কৃচ্ছ্র ব্রত করিবে। গোহত্যাপাপের নিষ্কৃতি বলিতেছি, গোহত্যাকারী পাপী দ্বিজ ইন্দ্রিয়সংযমকরতঃ গোসমূহযুক্ত গোষ্ঠে মাসার্দ্ধ ব্যাপিয়া ভূমীশায়ী হইবে, তদনন্তর, একমাস শক্তু, যাবক, (যাউ) পিণ্যাক, (তিলকল্ক) দুগ্ধ, দধি এবং গোময় এসকল দ্রব্য ক্রমান্বয়ে ভোজন করিবে, নখ লোম এবং কেশ শিখা পর্য্যন্ত বপন করিয়া ব্রত করিলে পর শুদ্ধ হইবে, ত্রিষবন স্নান, নিত্য গোসমূহের অনুগমন করতঃ মাৎসর্য্যশূন্য হইয়া এই ব্রত করিবে, এবং যথাশক্তি নিত্য গায়ত্রীজপ করিতে হইবে ও পবিত্রভাবে কালযাপন করিবে, উক্ত ব্রত সমাপন হইলে পর, ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া একটি গাভী ব্রতের দক্ষিণা প্রদান করিবে। যদ্যপি বন্ধন কিংবা রোধ করিয়া বহু গোহত্যা একব্যক্তি করে, গোহত্যাপ্রায়শ্চিত্তের দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিলে শুদ্ধ হইবে। দৈবাধীন বহুজন একটি গোহত্যা করে, তাহা হইলে ঐ সকল ব্যক্তি পৃথক্ পৃথক্ হইয়া, গোহত্যাপাপের বিহিত প্রায়শ্চিত্তের এক এক পাদ (চতুর্থভাগ) ব্রত করিবে। অঙ্কিত করা কিংবা গো চিকিৎসা করিতে অথবা গর্ভস্থ মৃত সন্তান নিঃসৃত হইতেছে না, ঐ গর্ভ মোচন করাইতে যাইয়া, যদ্যপি গোহত্যা হয়, ঐ সকল কার্য্যকারী ব্যক্তি পাপ দ্বারা লিপ্ত হইবে না। রাত্রিকালে বন্ধন কিংবা সর্পাঘাত, ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক ভোজন, গৃহদাহ, এবং অন্য কোন বিঘ্ন দ্বারা গোহত্যা হইলে, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না। যদ্যপি গো রোধ করিলে, (আট্‌কাইয়া রাখিলে পর) গোবধ প্রায়শ্চিত্তের একপাদ ব্রত করিবে এবং যদ্যপি বন্ধন করিয়া রাখে, গোবধপ্রায়শ্চিত্তের দ্বিপাদ (অর্দ্ধ) ব্রত করিবে, যদ্যপি গোশরীরের কোন স্থান ছেদন করে, তাহাতে গোবধ প্রায়শ্চিত্তের ত্রিপাদ ব্রত করিবে।

প্রস্তর, মুদ্গর,—দণ্ড এবং খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা গোহত্যা করিলে পর, পূর্ব্ব কথিত সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত ব্রত করিলে শুদ্ধ হইবে। হস্তী, ঘোটক, মহিষ, উষ্ট্র (উট) এবং বানর, এ সকল জন্তু হত্যা করিলে পর, সপ্তরাত্র উপবাস করিলে শুদ্ধ হইবে। ব্যাঘ্র, কুক্কুর, সিংহ, ভল্লুক এবং শূকর এ সকল জন্তু হত্যা করিলে কৃচ্ছ্র সান্তপন প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ব্রাহ্মণগণ ভোজন করাইবে। বনচর সকলজাতীয় মৃগ বধ করিলে, ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া জাতবেদসমন্ত্র জপ করিলে পর, শুদ্ধ হইবে। হংস, কাক, বকশ্রেণী, পারাবত, সারস এবং ভাস এ সকল পক্ষী হত্যাকরিলে, তিন দিবস উপবাস দ্বারা যাপন করিবে। চক্রবাক, ক্রৌঞ্চ, সারিকা (সালিক) শুক, তিত্তিরি, শ্যেন (শিকরা) গৃধ্র, (গৃধিনী) পেচক, কপোত, টিট্টিভ, জালপাদ, কোকিল, কুক্কুট এ সকলজাতীয় পক্ষী হত্যা করিলে, এক দিবস উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে। মণ্ডূক, সর্প, বিড়াল এবং মুষিক (ইন্দুর) এ সকল জন্তু হত্যা করিলে পর, ত্রিরাত্র উপবাস করিবে এবং ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। অস্থিশূন্য কীট (মশক প্রভৃতি) হত্যা করিয়া ব্রাহ্মণ প্রাণায়াম করিয়া শুদ্ধ হইবে, অস্থিবিশিষ্ট প্রাণী হত্যা করিয়া বিচক্ষণ ব্যক্তি কিঞ্চিৎ দান করিবে। কামপীড়িত হইয়া যে দ্বিজ কোনরূপে চণ্ডালকন্যা গমন করে, সে কৃচ্ছ্র, অতিকৃচ্ছ্র এবং কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র করিবে। ইচ্ছাবশতঃ হউক অথবা ইচ্ছা না থাকুক পুক্কসী গমন করিলে পর, কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ ব্রত ঐ পাপের প্রধান প্রায়শ্চিত্ত। নটী শৈলূষী, নটী বিশেষ) রজক স্ত্রী, বেণুজীবিনী (ডোম জাতির কন্যা, চর্ম্মকারের কন্যা, এ সকল স্ত্রী গমন করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে, (এ প্রায়শ্চিত্ত একবার) অজ্ঞান পূর্ব্বক গমন বিষয়ে জানিবে। ক্ষত্রিয়কন্যা কিম্বা বৈশ্যকন্যাতে কামপীড়িত হইয়া যে ব্রাহ্মণ গমন করে, তাহার কৃচ্ছ্র সান্তাপন ব্রত পাপনাশ ব্রাহ্মণ শূদ্রপত্নী একমাস কিম্বা অর্দ্ধমাস গমন করিয়া, গোমূত্র এবং যাবক (যাউ) অর্দ্ধমাস ভোজন করিলে শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ যদ্যপি, (পরপত্নী) ব্রাহ্মণী গমন করে, প্রাজাপত্য ব্রত করিবে, ক্ষত্রিয়পত্নীগমন করিয়া ঐ প্রাজাপত্য করিবে, যে নর গোগমন করিবে, সে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে, গুরুকন্যা পিতৃষ্বসা এবং পিতৃষ্বসার কন্যা,গমন করিলে পর চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। মাতুলানী, সগোত্রা, মাতুলকন্যা পুত্রবধূ এসকলস্ত্রী অজ্ঞানবশতঃ গমন করিলে, পরাক ব্রত করিয়া শুদ্ধ হইবে। পিতৃব্যপত্নী, ভ্রাতৃপত্নীগমন করিলে, পর গুরুতল্প প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ বিমাতৃগমনের প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তাহার অনুরূপ পাপমোচনের উপায় নাই। মাতা ভিন্ন পিতৃদার অর্থাৎ বিমাতা, ভগিনী, মাতুলকন্যা। এবং বৈমাত্রেয়া ভগিনী যে এসকল স্ত্রীগমন করে, সেই নরাধম তপ্ত কৃচ্ছ্রের ব্রত করিবে। যে পুরুষাধম মাতা, নিজ কন্যা এবং নিজ ভগিনী) গমন করে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া নিস্কৃতি(ধর্ম্ম)শাস্ত্রে বিহিত হয় নাই। কুমারী (অবিবাহিতা কন্যা) গমন করিলে। পশুজাতি কিম্বা বেশ্যা গমন করিলে, প্রাজাপত্য শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। ভার্য্যার সখী অবিবাহিতা কন্যা, শ্বশ্রূ, ভার্য্যার ভগিনী, নিয়মাবলম্বিনী, এবং ব্রতকার্য্যে কৃতসঙ্কল্পা এ সকল স্ত্রী যে দ্বিজ অভিগমন করে, সে প্রকৃত কৃচ্ছ্র ব্রত করিবে, এবং দুগ্ধবতী ধেনু (বৎস সহিত গাভী, দান করিবে। রজস্বলা স্ত্রী তৃতীয় দিবসমধ্যে, গর্ভবতী স্ত্রী এবং পাতিত্যযুক্তা স্ত্রী যে নর গমন করে, তাহার পাপবিমোচন নিমিত্ত, অতিকৃচ্ছ্র ব্রত শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ বেশ্যাগমন করিয়া কৃচ্ছ্র ব্রত করিবে, এই ব্রত দ্বারা ব্রাহ্মণের বেশ্যাগমন পাপ হইতে মুক্তি হইবে, সম্বর্ত্ত মুনির এইরূপ অনুজ্ঞা জানিবে। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীগমন করিয়া একটী কৃচ্ছ্র ব্রত করিয়া শুদ্ধ হইবে। ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য কোন ঘটনাক্রমে ব্রাহ্মণী গমন করিয়া একমাস গোমূত্র এবং যাবক ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণপত্নীর যদি কোন ঘটনাক্রমে শূদ্রজাতিসংসর্গঘটনা হয়, তাহার কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণব্রতই পরম পবিত্রকারক জানিবে। চাণ্ডাল, পুক্কস, শ্বপাক, এবং পতিত মনুষ্য এসকল ব্যক্তির স্ত্রীগমন করিলে, চান্দ্রায়ণত্রয়

করিবে, ইহা অজ্ঞানকৃত গমনের প্রায়শ্চিত্ত। অতঃপর দুষ্টসমূহের পাপবিমোচন যাহাতে হয়, তাহা শ্রবণ কর, সংসার আশ্রম ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি পুত্র কামনায় স্ত্রী গমন করে, তদনন্তর, সে, ষণ্মাস ব্যাপিয়া অবিশ্রান্তভাবে কৃচ্ছ্র ব্রত করিবে। যে সকল ব্যক্তি (সঙ্কল্প করিয়া) বিষপান কিংবা অগ্নিপ্রবেশ করিয়াও মৃত্যু না হওয়াতে শ্যামবর্ণ কিংবা বিচিত্র বর্ণ হইয়াছে, সেই সকল ব্যক্তি এবং যাহারা সাধ্বী স্ত্রীলোলোকের মিথ্যা কলঙ্করটনা করিয়াছে; ও যাহারা নিন্দিত স্ত্রী গমন করিয়াছে, এ সকল পতিত ব্যক্তিরও ছয় মাস ব্যাপিয়া কৃচ্ছ্র ব্রত বিহিত হইয়াছে এবং যে কোন মনুষ্য হত্যা করিলেও উক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধি জানিবে, যম ঋষিও এ সকলব্যক্তির উক্ত প্রায়শ্চিত্ত কহিয়াছেন। যে ব্যক্তি গোকর্ত্তৃক হত হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি আত্মঘাতী, তাহাদিগের নিমিত্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সাধুপুরুষগণ, কদাচ চক্ষুর জলও ফেলিবে না। গোকর্ত্তৃক হত, কি আত্মঘাতী এই দ্বিবিধ অপঘাতমৃতের মধ্যে একটিরও মৃতদেহ যদ্যপি কোন ব্যক্তি বহন করে, কিম্বা দাহ করে অথবা তর্পণ করে, সে ব্যক্তি চান্দ্রায়ণব্রত করিবে। ঐ সকল মৃতদেহ দাহ বা বহন না করিয়া কেবল স্পর্শ করিয়া কৃচ্ছ্র ব্রত দ্বারা পাপাপনোদন করিবে, ঐ শবের বস্ত্র স্পর্শ করিয়া একদিবসউপবাস করিবে। (অকৃত প্রায়শ্চিত্ত) মহাপাপী কিংবা আত্মঘাতীর উদ্দেশে তর্পণ, পিণ্ডদান এবং ষোড়শ দানাদি যাহা করিবে, তাহা ঐ মৃতব্যক্তির নিকটে যাইবে না, অর্থাৎ তাহা দ্বারা ঐ প্রেতের কোন উপকার হইবে না, ঐ তর্পণাদি কার্য্য সমস্ত রাক্ষসকর্ত্তৃক অপহৃত হইবে। চাণ্ডাল কর্ত্তৃক কিংবা কুম্ভীরপ্রভৃতি জলজন্তু কর্ত্তৃক, সর্পাদি কর্ত্তৃক আহত হইয়া যাহারা মরিয়াছে এবং ব্রাহ্মণগণের শাপাদি দ্বারা যাহারা মরিয়াছে, ইহাদিগের শ্রাদ্ধ করিতে হইবে না। মূত্র এবং পুরীষত্যাগ করিয়া, শৌচের পূর্ব্বে কিম্বা ভোজনের পর, উচ্ছিষ্ট অবস্থায় দ্বিজগণ যদ্যপি কুক্কুরাদি কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হয়, স্নানানন্তর সহস্রবার গায়ত্রীজপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। চাণ্ডাল, পতিত, মৃতদেহ, অন্যান্য অন্ত্যজজাতি রজস্বলাস্ত্রী এবং সূতিকাস্ত্রী (যে সূতিকাস্ত্রীর অশৌচ যায় নাই) ইহাদিগকে স্পর্শ করিয়া বস্ত্রের সহিত স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে। (কোন দ্রব্য হস্তে লইয়া) যদ্যপি অস্পৃশ্য বিষ্ঠাদি স্পর্শ করে, তাহা হইলে স্নানানন্তর আচমন করিবে এবং ঐ দ্রব্য প্রোক্ষণ করিয়া গ্রহণ করিবে। ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্ট অবস্থায় চাণ্ডালাদি (অস্পৃশ্যজাতি) কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে পর, ছয় দিবস গোমূত্র এবং যাবকভক্ষণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। ঋতুমতী স্ত্রী কুক্কুর কর্ত্তৃক কিংবা অন্য অন্য ঋতুমতী স্ত্রী স্পৃষ্ট হইলে পর, ঋতুর অবশিষ্ট দিন উপবাস করিয়া ঘৃত ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। চণ্ডালগণের পাত্রসম্পৃষ্ট, কূপের জল পান করিয়া, তিন দিবস গোমূত্র এবং যাবক আহার করিয়া শুদ্ধ হইবে। অন্ত্যজজাতি কর্ত্তৃক অপবিত্রীকৃত, যে সকল তীর্থ, পুষ্করিণী এবং নদী তাহার, জল অজ্ঞানপূর্ব্বক পান করিয়া পঞ্চগব্য ভোজন দ্বারা শুদ্ধ হইবে। সুরা পাত্রের জল, জলযন্ত্রের জল এবং বৃষ্টির জল শুচি হয় নাই) নূতন বৃষ্টির জল পান করিয়া দ্বিজগণ এক অহোরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। বিষ্ঠা এবং মূত্রাদি সম্পর্কে অশুচি কূপের জল পান করিয়া দ্বিজগণ ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে। উক্ত প্রকার বস্তু দ্বারা অশুচি কলসীস্থিত জল পান করিয়া সান্তপন ব্রত করিয়া শুদ্ধ হইবে। দীর্ঘিকা, কূপ, এবং পুষ্করিণী প্রভৃতি অপবিত্র বস্তু সম্পর্কে অশুচি হইলে, তাহার শুদ্ধি করিবার উপায় তাহা হইতে একশত কলসী জল উঠাইয়া ফেলিবে এবং ঐ সকল জলাশয়ে পঞ্চগব্য নিঃক্ষেপ করিবে। মেষ একশফ উষ্ট্র, ইহাদিগের দুগ্ধ পান করিয়া ত্রিরাত্র যাবক পান করিয়া শুদ্ধ হইবে। ছাগীর দুগ্ধ গর্ভোৎপাদননিমিত্ত বৃষকর্ত্তৃক আক্রান্তা যে গাভী, তাহার দুগ্ধ পান করিয়া এবং বিষ্ঠা ভক্ষণ করে যে পশু, তাহার দুগ্ধ ভক্ষণ করিয়া, ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে। বিষ্ঠা কিম্বা মূত্র ভক্ষণ করিয়া প্রাজাপত্য ব্রত

করিবে, কুকুর, কাক এবং গো ইহাদিগের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া তিন দিন দ্বিজগণ উপবাস করিবে। বিড়াল এবং মূষিক ইহাদিগের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া দ্বিজগণ পঞ্চগব্য ভক্ষণ করিবে, শূদ্রের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া ত্রিরাত্র উপবাস দ্বারা শুদ্ধ হইবে। পলাণ্ডু, লশুন, গ্রাম্য কুক্কুট, ছত্রাক, এবং গ্রাম্য শূকর ভক্ষণ করিয়া, দ্বিজগণ চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। কুক্কুর, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, বানর, শৃগাল এবং কঙ্ক, (পক্ষী বিশেষ) ইহাদিগের বিষ্ঠা কিম্বা মূত্র পান করিয়া মনুষ্য চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। পর্য্যুষিত অন্ন, কেশ কিম্বা কীট দ্বারা অশুচি হইয়াছে, যে অন্ন এবং পতিত লোকের দৃষ্ট অন্ন, এ সকল ভক্ষণ করিয়া ব্রাহ্মণ পঞ্চগব্য ভক্ষণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। অন্ত্যজ জাতির পাত্রে এবং রজস্বলা স্ত্রীর পাত্রে ভোজন করিয়া পঞ্চদশ দিবস গোমূত্র এবং যাবক ভক্ষণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। গোমাংস, মনুষ্যের মাংস, এবং কুক্কুরের হস্ত হইতে আহৃত যে দ্রব্য, এ সকল অভক্ষণীয়, ইহা ভক্ষণ করিয়া চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। চণ্ডাল, শ্বপাক এবং পুক্কস এ সকল জাতির হস্তে ব্রাহ্মণ ভক্ষণ করিয়া অর্দ্ধ মাস গোমূত্র এবং যাবক ভক্ষণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। পতিতী মনুষ্যের সহিত এক মাস কিম্বা অর্দ্ধমাস সংসর্গ করিয়া অর্দ্ধমাস গোমূত্র এবং যাবক ভক্ষণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। যে যে কার্য্যে ব্রাহ্মণ নিজ দেহকে অপবিত্র বিবেচনা করিবে, সেস্থলে তিল সমূহ দ্বারা হোম করিবে এবং গায়ত্রী জপ করিবে। (সম্বর্ত্ত মুনি বলিতেছেন) নির্দ্দিষ্ট পাপসমূহের প্রায়শ্চিত্ত বিধি যাহা, তাহা উক্ত হইলে অনির্দ্দিষ্ট পাপ সমূহের প্রায়শ্চিত্ত যাহা, তাহা বলিতেছি, (শ্রবণ কর) দান, হোম, জপ, প্রাণায়াম এবং বেদপাঠ এ সকল কার্য্য প্রতিদিন করিয়া পাপরাশি হইতে মুক্ত হইবে, ইহাতে সংশয় নাই। সুবর্ণদান, গোদান এবং ভূমি দান, এ সকল দান ইহ জন্মকৃত এবং পূর্ব্বজন্মকৃত পাপ সমূহ শীঘ্র বিনষ্ট করে। সংযত দ্বিজকে, যে ব্যক্তি তিল ধেনু দান করে, ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি পাপরাশি হইতে সে মুক্ত হয়, ইহাতে সংশয় নাই। মাঘ মাসের পূর্ণিমাতিথিতে উপবাস করিয়া যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণকে তিল দান করে, সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে উপবাস করিয়া যে মনুষ্য বস্ত্র, সুবর্ণ এবং অন্নদান করে, সে, পাপরাশি হইতে মুক্ত হয়। অমাবস্যা, এবং দ্বাদশী তিথি, সংক্রান্তি এবং রবিবার এ কয়টি তিথি ও দিন (পুণ্য কার্য্য বিষয়ে অতিশয় প্রশস্ত জানিবে)। এ সকল দিবসে স্নান, জপ, হোম, ব্রাহ্মণভোজন, উপবাস, এবং দান, এ সকল কার্য্যের এক একটী—মনুষ্যগণকে পবিত্র করে। স্নানানন্তর শুচি হইয়া ধৌত বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক পবিত্রচিত্তে ইন্দ্রিয়সমূহ জয় করতঃ সাত্ত্বিক ভাব আশ্রয় করিয়া বিচক্ষণ মনুষ্য দান করিবে। আত্মহিত অভিলাষী দ্বিজগণ উপপাতকক্ষয়-নিমিত্ত সপ্তব্যাহৃতি মন্ত্রদ্বারা সহস্র সংখ্যক হোম করিবে। মহাপাতকসংযুক্ত দ্বিজ সপ্তব্যাহৃতিমন্ত্রদ্বারা লক্ষসংখ্যক হোম করিবে। গায়ত্রী জপ দ্বারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। অরণ্যে, কিংবা নদীতীরে গমন করিয়া সকল পাপক্ষয়নিমিত্ত অত্যন্ত পুণ্যদাত্রী-বেদমাতা গায়ত্রী জপ করিবে। ব্রাহ্মণ অরণ্যে কিংবা নদী তীরে যথাবিধি স্নান করিয়া বাক্য সংযমপূর্ব্বক প্রাণবায়ু বশীভূত করিয়া তিনটি প্রাণায়ামের অনন্তর গায়ত্রী জপদ্বারা পবিত্র হইবে। নির্ম্মল বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক পবিত্র স্থানে এবং স্থলে বসিয়া পবিত্র হস্তে আচমন করিয়া গায়ত্রী জপ আরম্ভ করিবে। পাঁচ দিবস (নিরন্তর) গায়ত্রী জপ করিয়া এই লোকে ঐহিক এবং পারত্রিক সকল পাপ বিনষ্ট করে। পাপ কার্য্যের শুদ্ধি কারক গায়ত্রী হইতে অন্য কিছুই নাই জানিবে। মহাব্যাহৃতির সহিত প্রাণায়ামসংযুক্তা গায়ত্রী জপ করিয়া ব্রাহ্মণ, সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্য এবং পরিমিত ভোজন করতঃ সকল প্রাণীর হিত চেষ্টায় নিরত হইয়া লক্ষসংখ্যক গায়ত্রী জপ দ্বারা সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। অযাজ্যযাজন, এবং অভক্ষ্যদ্রব্য ভোজন করিয়া ব্রাহ্মণ অষ্টাদশ সহস্রবার গায়ত্রী জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। যে ব্রাহ্মণ প্রতিদিন একমাস গায়ত্রী জপ করে, সে পাপ হইতে মুক্ত হয়, সর্প যেমত খোলস ত্যাগ করে। যে ব্রাহ্মণ পবিত্রভাবে

সংযত হইয়া প্রতিদিন গায়ত্রী জপ করে, সে দিব্য দেহ ধারণপূর্ব্বক বায়ুর ন্যায় সর্ব্বত্র গমনাগমনে ক্ষমতাবান্ হইয়া উৎকৃষ্টস্থানে গমন করে। প্রণবের সহিত সপ্তব্যাহৃতিসংযুক্ত এবং শিরোমন্ত্রযুক্ত গায়ত্রী ব্রাহ্মণ প্রতিদিন মনের দ্বারা চিন্তাকরত তিনবার জপ করিবে,(ইহা প্রাণায়াম করিবার সময় জানিবে, যেহেতু সপ্ত ব্যাহৃতির জপ করিবার বিধি হইল) নিজ প্রাণবায়ুকে, পূরক, কুম্ভক এবং রেচন দ্বারা নিগ্রহ করিয়া প্রাণায়াম করিতে হইবে, প্রতিদিন সমাহিত হইয়া তিনটি প্রাণায়াম করিবে। প্রণায়ামত্রয় করিলে পর, মানসিক বাচনিক, কায়িক এ সকল পাপ শীঘ্র বিনষ্ট হয়। ঋগ্বেদ বা যজুর্ব্বেদ অথবা সরহস্য সামবেদ যে বেদ যে ব্রাহ্মণ পাঠ করে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়, পাবমানী সূক্ত সমস্ত পুরুষসূক্ত এবং মধুছন্দস যে পিতৃদৈবত মন্ত্র এ সকল যে ব্রাহ্মণ জপ করে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। ব্রাহ্মণমণ্ডল (বেদের একদেশ) বিশেষ রুদ্রসূক্ত কথিত বৃহৎ কথা, বামদেব্য মন্ত্র, (কয়ানশ্চিত্র ইত্যাদি) এবং বৃহৎ সামমন্ত্র জপ করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবে। চান্দ্রায়ণব্রত সকল পাপের প্রধান শুদ্ধিজনক(এ নিমিত্ত) চান্দ্রায়ণ ব্রত করিয়া মনুষ্য সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে এবং স্বর্গাদি উৎকৃষ্ট স্থান প্রাপ্ত হয়। সম্বর্ত্ত মুনি কর্ত্তৃক উক্ত পুণ্যজনক এই ধর্ম্মশাস্ত্র যে ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করে, সে সনাতন ব্রহ্মলোক গমন করে।

সম্বর্ত্ত-সংহিতা সমাপ্ত।

কাত্যায়ন-সংহিতা।

প্রথম খণ্ড।

অনন্তর, যেমন অন্ধকারস্থিত বস্তু সকল দীপালোক-সাহায্যে উত্তম দেখা যায় সেইরূপ দেবতা গোভিল যে সমস্ত কর্ম্ম বলিয়াছেন তাহার অস্পষ্টাংশ এবং অন্য কর্ম্ম সকল সম্পূর্ণরূপে—প্রদর্শন করিব। এক এক সূত্রের তিন থেয়া উদ্ধবৃত ও তিন থেয়া অধোবৃত এইরূপ ত্রিগুণিত যজ্ঞোপবীত সূত্রে একটী গ্রন্থি দিবে। যাহা ধারণ করিলে পৃষ্ঠবংশ ও নাভি লম্বিত হইয়া কটি পর্য্যন্ত স্পর্শ করে, তাদৃশ যজ্ঞোপবীত ধারণ করা কর্ত্তব্য; ইহা হইতে লম্বমান বা উচ্ছ্রিত উপবীত ধারণ করিবে না। সর্ব্বদা যজ্ঞোপবীতধারী হইবে ও শিখাবন্ধন করিয়া থাকিবে। দ্বিজ শিখা-বন্ধন-শূন্য বা যজ্ঞোপবীত শূন্য হইয়া যাহা করিবে, তাহা না করার তুল্য হইবে। তিনবার জলপান করিয়া দুইবার মুখমার্জ্জন করিবে। তৎপরে নিম্নলিখিত স্থান সকল জলদ্বারা স্পর্শ করিবে। অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীযোগে ঘ্রাণ স্পর্শ করিবে। অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা-যোগে—একবার নেত্রদ্বয় এবং একবার কর্ণ-দ্বয় স্পর্শ করিবে। কনিষ্ঠ ও অঙ্গুষ্ঠযোগে—নাভি এবং করতল দ্বারা বক্ষস্থল স্পর্শ করিবে। সকল অঙ্গুলিযোগে মস্তক এবং অঙ্গুলি সকলের অগ্রভাগ দ্বারা বাহুযুগল স্পর্শ করা বিধি। যে স্থানে কর্ত্তার প্রতি কর্ম্মোপদেশ করা হয়, অথচ কোন অঙ্গদ্বারা করিতে হইবে তাহার উল্লেখ করা না হয়, কর্ম্ম-পারগ দক্ষিণ হস্তই সেই-স্থলের উপযোগী জানিবে। যে সমস্ত জপ ও হোম প্রভৃতি কার্য্যে দিক্ নিয়ম নাই, তাহাতে ঐন্দ্রী, সৌমী এবং অপরাজিতা এই তিন দিক কার্য্যোপযোগী বলিয়া কথিত হইয়াছে। যে কার্য্য দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট বা নম্র-পূর্ব্বকায় হইয়া করিবে এইরূপ কিছু বিশেষ নিয়ম নাই সেই কার্য্য উপবিষ্ট হইয়া করিবে, নম্র-পূর্ব্বকায় বা দণ্ডায়মান হইয়া করিবে না। গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, ধৃতি, পুষ্টি, তুষ্টি ও আত্মদেবতা এই কয়জন মাতৃগণ লোকমাতা। বৃদ্ধি-কার্য্যোপলক্ষে গণেশ এবং এই চতুর্দ্দশ মাতৃ-গণের পূজা করা বিধি। সকল কর্ম্মারম্ভে গণপতি এবং মাতৃগণ যত্নপূর্ব্বক পূজনীয়। তাঁহারা পূজিত হইলে পূজকব্যক্তিকে পূজা-পাত্র করেন। শুভ্রপ্রতিমা, পটাদি বা অক্ষত-পুঞ্জে ইহাদিগকে চিত্রিত করিয়া পৃথগ্‌বিধ নৈবেদ্য দ্বারা পূজা করিবে। ঘৃত দ্বারা দেওয়ালে সাতটী বা পাঁচটী বসুধারা দিবে। ঐ বসুধারাসকল যেন অতি নীচও না হয়, অতি উচ্চও না হয়। সেই কর্ম্মে শান্তির জন্য সমাহিতচিত্তে আয়ুষ্য জপ করিয়া তদনন্তর ভক্তিপূর্ব্বক ছয় জন পিতৃলোকের উদ্দেশে শ্রাদ্ধারম্ভ করিবে। পিতৃগণের শ্রাদ্ধ না করিয়া বৈদিক কার্য্য করিবে না। এবং ঐ সকল কার্য্যে প্রথমে যত্নপূর্ব্বক মাতৃগণের পূজা করাই উচিত। বসিষ্ঠ যে বিধি দিয়াছেন বিনা আমিষে একার্য্যে তাহাই হইবে। অতঃপর যে কিছু প্রভেদ আছে তাহা বলিতেছি।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রাতঃকালে নিমন্ত্রিত যুগ্ম যুগ্ম ব্রাহ্মণকে উভয় পক্ষেই উপবেশন করাইয়া সরলভাবে প্রসারিত কর দ্বারা কুশ দান করিবে। হরিত-বর্ণ কুশসকল যজ্ঞীয়, পীতবর্ণ কুশসকল পাক-যজ্ঞিয়, পিতৃকর্ম্মে উপযুক্ত কুশ সমুদায় সমূল এবং বৈশ্বদেবোচিত কুশ নানাবর্ণীয় হইবে। অগ্রভাগযুক্ত নাতি সূক্ষ্ম, অকর্কশ নির্দ্দোষ এবং মুটম হাত পরিমাণ কুশসকল পিতৃতীর্থ দ্বারা প্রদান করিবে। পিণ্ডদানার্থ আস্তৃত কুশ এবং তর্পণার্থ ধৃত কুশ অগ্রাহ্য। পবিত্র কুশও গ্রহণ করিয়া বিষ্ঠা বা মূত্র ত্যাগ করিলে তাহা পরিত্যাজ্য হইবে। দেবকার্য্য করিবার সময়ে দক্ষিণ জানু পাতিত করিবে। আর পিতৃকার্য্য করিবার সময়ে বামজানু পাতিত করিবে; কিন্তু বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে কখনই বামজানু পাতন নাই। এই শ্রাদ্ধে পিতৃগণকেও সদা দেবগণের ন্যায় পরিচর্য্যা করিবে। পিতৃগণ উদ্দেশে নিম্ন-লিখিত প্রকারে প্রদত্ত কুশোপরি তাঁহাদিগকে উপবেশন করাইয়া গোত্র ও নাম উল্লেখপূর্ব্বক সম্বোধনান্তর পিতৃগণকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। এই বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে অপসব্য করণ নাই, পিতৃতীর্থে প্রদান নাই; পাত্র পূরণাদি দৈবতীর্থ দ্বারাই করিবে; সকল যুগ্ম ব্রাহ্মণেরাই স্ব স্ব যুগ্মমধ্যে যিনি যিনি জ্যেষ্ঠ তাঁহার হস্তের উপর হস্ত স্থাপন করিবেন এবং তাঁহাদিগের হস্তের অগ্র-ভাগে পবিত্রের অগ্রভাগ থাকিবে, এই অবস্থাতে তাঁহাদিগের হস্তে অর্ঘ্য দান করিবে। প্রত্যেককে আর অর্ঘ্য দিতে হইবে না। পবিত্র, যে কোন কর্ম্মেই হউক না কেন কুশের হইবে। তাহার গর্ত্তপত্র থাকিবে না; অগ্র থাকিবে। এবং তাহা দ্বিদল ও প্রাদেশ-পরিমিত, হইবে ইহা বিজ্ঞেয়। ইহা-কেই "পিঞ্জলী" বলে। আজ্যোৎ পাবনার্থও এতাবন্মাত্র আবশ্যক। কেহ কেহ বলেন, হিতকা শীর্ণ-কুসুমা আর্দ্র-মঞ্জরীশালিনী কুশ পিঞ্জলী হইয়া থাকে। পিত্র্য মন্ত্র উচ্চারণ যজ্ঞাদিবিহিত হৃদয়স্পর্শ, হৃদয়াবলো কন * যাবৎকর্ম্ম করা, অত্যন্ত হাস্য, মিথ্যা বলা, মার্জ্জার-স্পর্শ, মূষিক-স্পর্শ, পরুষকথন বা ক্রোধোৎপত্তি,—বৈধ কর্ম্ম করিবার সময় এই সকল নিমিত্ত উপস্থিত হইলে জল স্পর্শ করিবে।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

তৃতীয় খণ্ড।

পণ্ডিতগণ বলেন কর্ম্ম না করা অন্য শাখার কর্ম্ম করা এবং অযথা শাস্ত্র কর্ম্ম করা কর্ম্মীদিগের এই তিন প্রকার "অক্রিয়া"। যে মূঢ় নিজ শাখা-কথিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পরকীয় শাখোক্ত কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহার সেই কার্য্য ফলজনক হয় না। তবে যাহা স্বীয় শাখাতে অনুক্ত ও পর শাখাতে কথিত, বিদ্বানগণ তাহা অনুষ্ঠান করিবেন যেমন অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম। আরব্ধ কার্য্য যদি কেহ মোহবশতঃ কোনরূপে অযথা করিয়া ফেলে, তাহা হইলে যে স্থান হইতে সে কার্য্যের অযথা-ভাব ঘটে তাহা হইতে করিতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত কার্য্য শেষ করিবে। কিন্তু কার্য্য সমাপ্তি হইবার পর যদি জানিতে পারে যে আমি ইহা অযথা করিয়াছি, তাহা হইলে যে কার্য্য অযথা কৃত হইবে, পুনরায় মাত্র তাহাই করিবে সকল কর্ম্মের পুনরনুষ্ঠান হইবে না। প্রধান কার্য্যের "অক্রিয়া" হইলে সেইকার্য্য অঙ্গের সহিত পুনরায় করিবে। কিন্তু অঙ্গের অক্রিয়া হইলে অঙ্গসহিত প্রধান কার্য্যের পুনরনুষ্ঠানও হইবে না, এবং অঙ্গকার্য্যও করিতে হইবে না। (কিন্তু বৈগুণ্যসমাধানার্থ বিষ্ণু স্মরণ করিতে হইবে)। পার্ব্বণে অন্নদানের পূর্ব্বে গায়ত্রী পাঠের পর "মধুবাতা" ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার জপ করা বিধি; কিন্তু আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে তখন "মধুবাতা" মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে না। এই শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণগণের ভোজন-সময়ে কদাচ পিতৃমহত্ত্বপ্রকাশক মন্ত্র জপ করিবে না। কিন্তু সোমসামাদি অন্য শুভ মন্ত্র জপ করা কর্ত্তব্য। পার্ব্বণশ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণেরা তৃপ্ত হইলে তিলযুক্ত অন্ন বিকরণ কথিত

* রঘুনন্দনকৃত পাঠানুসারে এ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। মূলসম্মত পাঠের অর্থ এই:—"অধম প্রাণী দর্শন"।

আছে, কিন্তু আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ তৃপ্তি হইবার পূর্ব্বে যবযুক্ত অন্ন বিকরণ করিতে হইবে। পার্ব্বণশ্রাদ্ধে যেখানে "তৃপ্তাঃস্থ" বলিয়া প্রশ্ন করিবে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে সে স্থানে "সম্পন্নং" এই প্রশ্ন বিহিত। "সুসম্পন্নং" এই উত্তর পাইলে "শেষমন্নং কুদেয়ং" জিজ্ঞাসা করিবে। অনন্তর, পূর্ব্বাগ্র কুশের মূলদেশে পূর্ব্ববৎ পিতার আবাহন করিয়া এবং মধ্য ও অগ্রভাগে পিতামহ ও প্রপিতামহের আবাহন করিয়া "অবনেনিক্ষ্ব" বলিয়া তিলশূন্য জল প্রদান করিবে। ইঁহাদিগেরই বামভাগে মাতামহ প্রভৃতি তিনজনকে ঐরূপ আবাহন ও জলদান করিবে। সকল অন্ন হইতে অন্ন লইয়া তাহা ব্যঞ্জনান্বিত এবং যব বদরীফল ও দধিদ্বারা মিশ্রিত করিবে। অনন্তর পূর্ব্বমুখ থাকিয়াই বিল্বপ্রমাণ সেইসকল পিণ্ড অবনেজনবৎ (পূর্ব্বোক্ত জলদানবৎ) নিয়মানুসারে দান করিয়া পাত্র প্রক্ষালন জলদ্বারা পুনরায় অবনেজন দান করিবে।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

চতুর্থ খণ্ড।

শ্রাদ্ধকার্য্যে কুশমূল হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরোত্তর পিণ্ডদান করিলে দাতার ক্রমে ঊর্দ্ধগতি হয় আর অগ্র হইতে আরম্ভ করিয়া অধঃ অধঃ দান করিলে অধোগতি হয়, অতএব আভ্যুদয়িক কি অন্য সকল শ্রাদ্ধেই অন্ন লগ্ন পিণ্ড সকল কুশের মূল মধ্য এবং অগ্রভাগে প্রদান করিবে। বিনা বাক্যে গন্ধাদি দান করিবে অনন্তর ব্রাহ্মণগণের আচমন করাইবে (লেপঘর্ষণ ও প্রক্ষালনাদি করাইবে) অন্য শ্রাদ্ধেও (পার্ব্বণাদি শ্রাদ্ধেও) এই বিধি; তবে যব প্রদান দেবতীর্থ ইত্যাদি কতিপয় বিধি তাহাতে নাই। অন্যশ্রাদ্ধে পিণ্ডদানের স্থান দক্ষিণনিম্ন কর্ত্তা দক্ষিণমুখ এবং কুশ দক্ষিণাগ্র হইবে ইহা শাস্ত্র সম্মত। (সে যাহা হউক) ব্রাহ্মণাচমনের পর "সুমুপ্রোক্ষিতমস্তু" বলিয়া ব্রাহ্মণের অগ্র ভূমি সিঞ্চন করিবে। আর "শিবা আপঃ সন্তু" বলিয়া যুগ্ম ব্রাহ্মণগণের প্রত্যেকের হস্তে জল দিবে। অনন্তর "সৌমনস্য মস্তু" বলিয়া পুষ্প এবং "অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্তু" বলিয়া যব দান করিবে। "অক্ষয্যোদক দান" অর্ঘ্য দানের মতই হইবে। তাহা ষষ্ঠ্যন্ত প্রয়োগেই কর্ত্তব্য চতুর্থ্যন্ত প্রয়োগে কদাচ কর্ত্তব্য নহে। (অর্ঘ্য দান, অক্ষয্যোদক দান, পিণ্ডদান, অবনেজন এবং স্বধাবাচনে তন্ত্রতা হইবে না।) * "সুমুপ্রোক্ষিতমস্তু" ইত্যাদি সকল প্রার্থনাতেই দ্বিজোত্তমগণ প্রতিবচন দিলে পবিত্রাচ্ছাদিত পিণ্ডসকলকে "উর্জ্জংবহন্তীঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সিঞ্চন করিবে। অনন্তর ন্যুব্জীকৃত পাত্র উত্তান করিয়া যুগ্ম ব্রাহ্মণগণকে দিয়া স্বস্তিবাচন করিয়া লইবে। তৎপরে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের অঙ্গুষ্ঠবাদ করতল গ্রহণপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া কিয়দ্দূর অনুগমন করিবে। এই সম্পূর্ণ শ্রাদ্ধ বিধি আমি সংক্ষেপে বলিলাম। যাহারা ইহা জানিতে পায় তাহারা আর কদাচ শ্রাদ্ধ কার্য্যে বিমূঢ় হয় না। এই পরিসংখ্যান গুহ্য শাস্ত্র এবং বসিষ্ঠোক্ত বিধি যেব্যক্তি জানে সেই শ্রাদ্ধবিৎ অপরে নহে।

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত।

পঞ্চম খণ্ড।

কর্ম্মিগণ, যে যে কার্য্য আরম্ভ হইবার পর বারম্বার কৃত হয়, তৎসমস্তের প্রতিবারে মাতৃপূজা ও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিবে না। যথা অগ্ন্যাধ্যান, সায়ংপ্রাতর্হোম, বৈশ্বদেব, বলিকর্ম্ম, দর্শপৌর্ণমাস যাগ এবং নবযজ্ঞ। যজ্ঞজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন;—এই সমস্ত কার্য্যে একবারই ঐ শ্রাদ্ধ হইবে; পৃথক্ পৃথক্ হইবে না। অগ্ন্যাধ্যান, সায়ং প্রাতর্হোম ও নবযজ্ঞ ইহার মধ্যে এক কর্ম্ম উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিলে কর্ম্মান্তরের জন্য শ্রাদ্ধ করিতে হইবে না। অষ্টকাহোম গৃহ্যোক্ত অন্বষ্টকাদি শ্রাদ্ধ, পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ শ্রাদ্ধ, সোষ্যন্তী হোম, জাতকর্ম্ম এবং প্রোষিতাগত কার্য্যে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ

* ৮ম শ্লোক রঘুনন্দন মতে এই স্থলে হইবে না। ভবিষ্যন্তেপ এই শ্লোক উক্ত হইবে।

হইবে না। বিবাহ হইতে গর্ভাধান পর্য্যন্ত যে সকল কর্ম্ম বিহিত বলিয়া শুনা যায় তন্মধ্যে বিবাহের আদিতেই একবার মাত্র ঐ শ্রাদ্ধ হইবে প্রতি কর্ম্মের আদিতে আর হইবে না। হলাভিযোগাদি ষট্ কর্ম্মে প্রতি বারেই পৃথক্ পৃথক্ শ্রাদ্ধ করিবে। সূর্য্য পরিবেশে—হস্তী অশ্ব প্রভৃতি বৃহৎ পশুর এবং চন্দ্র পরিবেশে ছাগ মেষাদি ক্ষুদ্র পশুর স্বস্ত্যয়নার্থ যে দুই হোম কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে তাহাতে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য নহে। এক দিনের মধ্যে ক্রমে ক্রমে কতকগুলি কার্য্য হইলে সর্ব্বাগ্রে একবার মাত্র মাতৃপূজা ও একবার মাত্র বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ হইবে। প্রতি কর্ম্মারম্ভে পৃথক্ পৃথক্ হইবে না। যেখানে যেখানে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সেই খানে সেই খানেই মাতৃপূজা হইবে। এখন যাহা বলিলাম তাহা প্রাসঙ্গিক মাত্র অতঃপর প্রকৃত কথা বলিতেছি।

পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত।

ষষ্ঠ খণ্ড।

যদি জ্যেষ্ঠ সাগ্নিক হন, তাহা হইলেই কনিষ্ঠ, অগ্নির কথিত আধান কাল এবং কথিত উৎপাদকের অধীন হইয়া অগ্ন্যাধান করিবে। যেব্যক্তি, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অগ্রেই বিবাহ বা অগ্ন্যাধান করে, সে "পরিবেত্তা" এবং তাহার ঐ জ্যেষ্ঠ "পরিবিত্তি" বলিয়া বিজ্ঞেয়। পরিবিত্তি এবং পরিবেত্তা নিশ্চয়ই নরক গমন করে, এমন কি কৃত-প্রায়শ্চিত্ত হইলেও ইহারা পাদোন ফলভাগী হইবে। তবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেশান্তরস্থ, ক্লীব, এক বৃষণ, অত্যন্ত বেশ্যাসক্ত, পতিত, শূদ্রধর্ম্মা, মহারোগী, জড়, মূক, অন্ধ, বধির, কুব্জ, বামন, কুণ্ঠ, অতিবৃদ্ধ, মৃতভার্য্য, কৃষিকার্য্যাসক্ত, রাজসেবক, ধনবৃদ্ধি-প্রসক্ত যথেচ্ছাচারী, কুলত্যাগী উন্মত্ত, বা চৌর হইলে কিম্বা ঐ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সহোদর না হইলে অগ্রে বিবাহ বা অগ্ন্যাধান করিলেও দোষী হইবে না। দ্রব্যান্বিত হইলেও ধনবৃদ্ধি প্রসক্ত, রাজসেবক, কর্ষক, এবং দেশান্তরস্থ জ্যেষ্ঠের তিন বৎসর প্রতীক্ষা করিবে। জ্যেষ্ঠ দেশান্তরস্থ হইলে তাঁহার যদি সংবাদ পাওয়া না যায় তাহা হইলে কনিষ্ঠ এক বৎসরের পরেই বিবাহাদি করিতে পারিবে। কিন্তু দেশান্তরস্থ ভ্রাতা সমাগত হইলে সেই পাপক্ষয়ার্থ পরিবেদনের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্তের পাদ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। লক্ষণ কার্য্য (পরি সমূহন হইতে পরিষেকাদি পর্য্যন্ত কর্ম্মের নাম লক্ষণ) পূর্ব্বাগ্র রেখার পরিমাণ বার অঙ্গুল, ঐ রেখার মূললগ্ন উত্তরাগ্র আর একটী রেখার পরিমাণ এক বিংশতি অঙ্গুল, উত্তরাগ্র রেখার সহিত সংলগ্ন অবশিষ্ট রেখাত্রয়ের পরিমাণ প্রাদেশ মাত্র। ইহাদের সাত সাত অঙ্গুল পরিত্যাগ করিয়া কুশ দ্বারা উল্লেখন করিবে। মান কর্ম্ম কথিত ও মান কর্ত্তা অনুক্ত হইলে যজমান পরিমাণ কর্ত্তা হইবে। পণ্ডিতগণের ইহা সিদ্ধান্ত। পবিত্র অগ্নিই আধান করিবে। সকলেই পবিত্র অগ্নিরই প্রশংসা করেন। যদি কোন ব্যক্তি কাহাকে কন্যার বাগ্দান করে তাহা হইলে ঐ বাগ্দানের বর অন্ত্য সমিধ আধান করিবার জন্য অগ্ন্যাধান করিবে অন্যথা করিবে না। যদি সেই কন্যার বিবাহ হইবার পূর্ব্বেই মৃত্যু হয়, তাহা হইলে ঐ বাগ্দানের বরের ব্রত লোপ হয় না সেই অগ্নি-সাহায্যেই অন্য রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে পারে। যদি যাচ্ঞা করিয়াও অন্য কন্যা লাভ না করে তাহা হইলে সেই অগ্নি আত্মসাৎ করিয়া শীঘ্র পরবর্ত্তী আশ্রম অবলম্বন করিবে।

ষষ্ঠ খণ্ড সমাপ্ত।

সপ্তম খণ্ড।

প্রশস্ত ভূমিভাগে উৎপন্ন শমীগর্ভ অশ্বত্থের যে পূর্ব্বমুখী, উত্তরমুখী বা ঊর্দ্ধগামিনী শাখা—অরণি এবং উত্তরারণি তদ্দ্বারাই নির্ম্মাণ করিবে ইহা কথিত হইয়াছে। চত্র এবং ওবিলী সার-দারুময় হইলেই প্রশস্ত। যাহার মূল শমীর সহিত সংসক্ত তাহাকে "শমীগর্ভ" বলা যায়। শমীগর্ভ অশ্বত্থের অলাভে অশমীগর্ভ অশ্বত্থ হইতেও সত্বর অগ্ন্যুদ্ধার করিবে। অরণিদ্বয় দৈর্ঘ্যে চব্বিশ অঙ্গুষ্ঠ, ছয় অঙ্গুষ্ঠ চেওড়া এবং চার অঙ্গুষ্ঠ উচ্চ হইবে এই অরণিদ্বয়ের পরিমাণ কীর্ত্তিত হইয়াছে। "প্রমন্থ" অষ্টাঙ্গুল, "চত্র" বার অঙ্গুল ওবিলীও বার আঙ্গুল;—ইহাই

মন্থন যন্ত্র। অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির পরিমাণ উপদিষ্ট হইলে অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির বৃহৎ পর্ব্ব গ্রন্থি দ্বারাই মাপ লইবে। শণমিশ্রিত গোলাঙ্গুল-কেশ তেহারা করিয়া তদ্দ্বারা নির্ম্মল স্বরূপ ব্যাম-প্রমাণ নেত্র করিবে তদ্দ্বারা মন্থন করা বিধি। মস্তক, চক্ষু, কর্ণ, মুখ ও কন্ধরা অরণির এই পঞ্চাবয়ব এক এক অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত হইবে; বক্ষস্থলের পরিমাণ দুই অঙ্গুষ্ঠ, হৃদয়ের পরিমাণ এক অঙ্গুষ্ঠ, উদরের পরিমাণ তিন অঙ্গুষ্ঠ, কটীর পরিমাণ এক অঙ্গুষ্ঠ, মূত্রাশয় এবং গুহ্যের পরিমাণ দুই দুই অঙ্গুষ্ঠ জানিবে। উরুদ্বয় চার অঙ্গুষ্ঠ, জঙ্ঘাদ্বয় তিন অঙ্গুষ্ঠ এবং পাদদ্বয় একাঙ্গুষ্ঠ পরিমিত হইবে। অরণির এই সমস্ত অবয়ব যাজ্ঞিকগণের কথিত। অরণি গুহ্যের নাম "দেবযোনি"। ইহাতে উৎপন্ন বহ্নিই কল্যাণকারী বলিয়া কথিত। যাহারা অন্য স্থানে অগ্নি মন্থন করে, তাহারা রোগ-ভীতি প্রাপ্ত হয়। প্রথম মন্থনেই এইরূপ নিয়ম জানিবে, পর মন্থনে আর নিয়ম নাই। "প্রমন্থ" সর্ব্বদাই উত্তরারণি নিষ্পন্ন হইবে। যে অন্য প্রমন্থ করিবে, সে যোনিসঙ্কর দোষে দুষ্ট হইবে। অরণি বা উত্তরারণি আর্দ্র, সচ্ছিদ্র, ঘূর্ণাঙ্গ বা পাটিত হইলে যজমানের হিত হয় না।

সপ্তম খণ্ড সমাপ্ত।

অষ্টম খণ্ড।

আহত বস্ত্র পরিধান ও যথাবিধি উত্তরীয় গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বমুখে উপবেশনকরত বক্ষ্যমাণ রীতি অনুসারে যন্ত্রধারণ করিবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি, প্রমন্থের অগ্রভাগ চত্র বুধ্নে দৃঢ় করিবে; অনন্তর অরণি উত্তরাগ্রে স্থাপন করিয়া তদুপরি ঐ বুধ্ন স্থাপন করিবে; চত্রের অবস্থিত কীলকাগ্রে গ্রথিত ওবিলী উত্তরাগ্র করিয়া অরণির উপর রাখিবে। সংযত ও পূতভাবে বলপূর্ব্বক ঐ যন্ত্র ধারণ করিবে; দেখিবে যেন যন্ত্র না নড়ে চড়ে। আহত বসনা পত্নীগণ "নেত্র" দ্বারা তিন ফের চত্র-বেষ্টন করিয়া যাহাতে পূর্ব্বদিকে অগ্নিনিঃসরণ হয় এই ভাবে প্রথমেই অরণি মন্থন করিবে। দ্বিজগণ, যদি একজন পত্নীও না থাকে তাহা হইলে অগ্ন্যাধান করিবে না। করিলেও তাহা না করার তুল্য জানিবে; ঐ অবস্থাতে অন্য যে সমস্ত কার্য্য করিবে, তাহাও না করার তুল্য হইবে। ব্রাহ্মণের সবর্ণা অসবর্ণা বহু পত্নী থাকিলে, বর্ণজ্যেষ্ঠতা প্রযুক্ত সবর্ণা সাধ্বী পত্নীগণই অগ্নি নিঃসরণ উদ্দেশে মন্থন করিবে। তন্মধ্যে অতি নিপুণা একজন বা ইহাদিগের মধ্যে যে কোন একজন পত্নী মন্থন করিবে। তদভাবে দ্বিজাতি জাতীয়া অসবর্ণা যে কোন পত্নীও বিশেষরূপে অগ্নি মন্থন করিতে পারিবে। শূদ্রজাতীয়া পত্নীকে এ বিষয়ে নিয়োগ করিবে না; অন্য পত্নীও যদি দ্রোহকারিণী, দ্বেষকারিণী, অব্রত-চারিণী, বা পরপুরুষ সংগতা হয় তাহা হইলে তাহাকেও এ কার্য্যে নিয়োগ করিবে না। উৎপন্ন অগ্নির লক্ষণ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত রেখাদি করিয়া সেই অগ্নি স্থাপন ও প্রজ্বালনপূর্ব্বক সমিদাধান করিবার পর ব্রহ্মাকে উপবেশন করাইবে। তৎপরে সকল মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পূর্ণাহুতি দিয়া যজ্ঞ বাস্তকর্ম্মান্তে ব্রহ্মাকে গো এবং বস্ত্রযুগল দক্ষিণা দিবে। হোম পাত্রের বিশেষ উল্লেখ না থাকিলে তরল দ্রব্যের হোমপাত্র স্রুব; স্রুবপাত্র— খদিরকাষ্ঠ বা পলাশ কাষ্ঠের হইবে এবং তাহার পরিমাণ দুই বিতস্তি হওয়া আবশ্যক। স্রুকের পরিমাণ এক বাহু হইবে। এবং ঐ স্রুক্ স্রুবের ধরিবার দণ্ড বর্ত্তুল হইবে। স্রুবের অগ্রভাগে নাসারন্ধ্রদ্বয়ের ন্যায় মধ্যে উচ্চ ও দুই পাশে দুই অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত গর্ত্ত থাকিবে আর জুহুর অর্থাৎ স্রুকের গর্ত্ত একখানি শরার মত হইবে, তাহাতে "নির্ব্বাহ" নামক প্রণালী থাকিবে, এবং ঐ গর্ত্তের ছয় আঙ্গুল গভীরতা হইবে। হোম করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি ঐ সকল পাত্রের মার্জ্জন পূর্ব্বাভি-মুখে কুশ দ্বারা করিবে। আর উহা ঘৃতাদি-লিপ্ত হইলে উষ্ণ জলদ্বারা প্রক্ষালন পূর্ব্বক অগ্নিতাপিত করিবে। হোম দ্রব্য অগ্নি-সমীপে পূর্ব্বদিকে বা উত্তরদিকে রাখিবে পূর্ব্বদিকে রাখে ত পূর্ব্বাগ্র করিয়া এবং উত্তর-দিকে রাখে ত উত্তরাগ্র করিয়া স্থাপন করা

বিধি। যেরূপ দ্রব্য হোমে লাগিতে পারে তদনুসারে আয়োজন করিবে। হোম দ্রব্যের বিশেষ উপদেশ না থাকিলে ঘৃতই হোমদ্রব্য হইবে। মন্ত্রের উল্লেখ না থাকিলে প্রাজাপত্য মন্ত্র (ব্যাহৃতি,) আর কোন্ দেবতার হোম করিতে হইবে ইহার উল্লেখ না থাকিলে প্রজাপতিই সেখানকার দেবতা হইবে; ইহা নিয়ম জ্ঞানী ব্যক্তি হোম কার্য্যে অঙ্গুষ্ঠ হইতে স্থূল সমিধ কদাচ গ্রহণ করিবেন না; ত্বক্-শূন্য সকীট পাটিত প্রাদেশাধিক, প্রাদেশ ন্যূন বিবিধ শাখাযুক্ত, পত্রযুক্তও অসার সমিদও গ্রাহ্য নহে। "ইধ্ম" দুই প্রাদেশ পরিমিত হইবে। উক্তরূপ ইধ্ম সমিধই সকল কার্য্যে লাগে। পণ্ডিতগণ, আঠারটী ইধ্ম সমিধের কথা বলেন; তবে দর্শ পৌর্ণমাস যাগ ও অন্য কতিপয় ক্রিয়াতে বিংশতি ইধ্ম গ্রাহ্য; প্রকৃত হোমের পূর্ব্বে ও পরে বিনামন্ত্রে বিনা দেবোদ্দেশে সমিৎ প্রক্ষেপ করিতে পারিবে। যেহেতু সেই সমিধ কেবল ইন্ধনার্থ হইবে। আচার্য্যগণ হবির্হোমে ইধ্ম প্রক্ষেপও ইন্ধনার্থ বলিয়াছেন। যেখানে "ইধ্ম" প্রক্ষেপ হইবে না আমি তাহা স্পষ্ট করিতেছি। সীমন্তোনয়ন প্রভৃতি কার্য্যে বিহিত অঙ্গ হোম, সমিধ-হবিঃসম্পন্ন তন্ত্রহোম, সোষ্যন্তী হোম, ইধ্মপ্রক্ষেপ বিধায়ক সূত্রের পূর্ব্বতন সূত্র বিহিত বৈশ্বদেবাদি কর্ম্ম, ক্ষিপ্রহোম, গোভিল কথিত অক্ষভঙ্গাদিবিপন্নিমিত্তক হোম, জলোপরিকৃত হোম এবং সোমরসাহুতি এই সকল কার্য্যে ইধ্ম বিধান নাই।

অষ্টম খণ্ড সমাপ্ত।

নবম খণ্ড।

সূর্য্যের অস্তাচল গমন করিতে ছত্রিশ আঙ্গুল অবশিষ্ট থাকিতে সায়ংকালে, আর সূর্য্যালোক দর্শন হইলে প্রাতঃকালে অগ্নি বাহির করিতে হয়। সূর্য্য উদয়গিরি হইতে এক হস্তের উপর গমন না করিলে আর উদিত হোমীদিগের পবিত্র হোম বিধি অতীত হয় না। আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলী যতক্ষণ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশমান না হয় এবং গগনমণ্ডল হইতে সন্ধ্যারাগ অপসৃত না হয়, ততক্ষণ সায়ংকালীন হোম করা যায়। সূর্য্য,—ধূলিমণ্ডল, নীহাররাশি ধূমপুঞ্জ জলদজাল বা তরুশিখর দ্বারা আচ্ছাদিত হইলে, যখন সন্ধ্যা হইয়াছে বোধ হইবে তখনই হোম করিবে; তাহা হইলেই ইহার ব্রত লোপ হইবে না। দ্বিজ, ক্ষিপ্র হোমে পরিসমূহন ও বিরূপাক্ষ জপ করিবে না এবং প্রপদ (তপশ্চতেজশ্চ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ) পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু সকল কার্য্যই "আদিতেঽনুমন্যস্ব" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক পর্য্যুক্ষণ এবং অন্তে তিনবার বামদেব্য গান করিবে। যথোক্ত চন্দ্র দর্শন হোমশূন্য কার্য্যেও হইবে। বহুকার্য্য একদিন করিলে সর্ব্বশেষে বামদেব্য গান হইবে। বৈশ্বদেবিক কার্য্য বলিকর্ম্মের পর হইবে। সকল কৃতাহুতিতেই বর্হিরাস্তরণ পর্য্যুক্ষণ ও বামদেব্য জপ নাই। হবিষ্যের মধ্যে যবই প্রধান; তাহার পর ব্রীহি; কিন্তু কিছু না পাইলেও মাষ, কোদ্রব এবং গৌর সর্ষপাদি গ্রহণ করিবে না। হাতে করিয়া আহুতি দিতে হইলে, অঙ্গুলির দ্বাদশপর্ব্ব যাহাতে পূর্ণ হয় এইরূপ আহুতি-দ্রব্য লইবে। কংসাদি দ্বারা আহুতি দিলে স্রুবপূর্ণ আহুতি দ্রব্য লইবে। হবি হবন দৈবতীর্থ দ্বারা কর্ত্তব্য। হবনের সময় অগ্নি উত্তম অঙ্গারযুক্ত ও উত্তম জ্যোতিষ্মান্ হওয়া আবশ্যক। যে মানব জ্যোতিঃশূন্য ভস্মাবশেষ অনলে হোম করে, সে মন্দাগ্নি, আমযাবী এবং দরিদ্র হয়। অতএব আরোগ্য, আয়ু ও আত্যন্তিকী পরমালক্ষ্মী ইচ্ছা করিলে সমিদ্ধ অনলেই হোম করিবে, অসমিদ্ধ অনলে কদাচ করিবে না। আহুতি দিতে উদ্যোগী হইয়া বা আহুতি দিবার সময়ে হস্ত, শূর্প, বস্ত্র নামক যজ্ঞীয় উপকরণ বা কাষ্ঠে বায়ু দ্বারা প্রজ্বলিত করিবে না তবে ব্যজনাদি দ্বারা করিতে পারিবে। কেহ কেহ মুখমারুত যোগে অগ্নি প্রজ্বালন করিতে বলেন, কেন না এই অগ্নি মুখগুণেই অর্থাৎ মুখোচ্চারিত মন্ত্রবলেই উৎপন্ন। তবে যে মুখমারুত দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালন নিষিদ্ধ আছে তাহা তাঁহারা লৌকিকাগ্নিপক্ষে লাগাইয়া থাকেন।

নবম খণ্ড সমাপ্ত।

দশম খণ্ড।

যেমন দিবাস্নান বিহিত হইয়াছে, আতুর না হইলে দন্ত ধাবনপূর্ব্বক নদী প্রভৃতি জলাশয়ে প্রাতঃস্নানও সেইরূপ নিত্য করিবে। যদি গৃহে স্নান করে তাহা হইলে মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে না। দন্তধাবন কাষ্ঠ,—নারদাদির কথিত হইবে। তাহার অগ্রভাগ ধুইয়া ফেলিবে। গাত্রোত্থানপূর্ব্বক চথে জল দিয়া শুচি ও সমাহিত ভাবে মন্ত্র পাঠান্তে দাঁতন করিবে। মন্ত্র যথা—"হে বনস্পতি! আমাদিগকে আয়ু, বল, যশ, তেজ, প্রজা, পশু, ধন, বেদজ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং মেধা অর্পণ কর। শ্রাবণ ভাদ্র দুই মাস সকল নদীই রজস্বলা হয়, অতএব সমুদ্রগামিনী নদী ব্যতীত অন্ত নদীতে নামিয়া তথায় স্নান করিবে না। যে সকল জলাশয়ের গতি আট ক্রোশের কম, তাহাদিগকে নদী বলা যায় না; তাহারা গর্ত্ত বলিয়া কীর্ত্তিত। উপাকর্ম্ম, উৎসর্গ জ্ঞাতিমরণ চন্দ্র সূর্য্যগ্রহণ এই সকল কারণে স্নান সময়েও অনির্দ্দশাহ প্রেতোদ্দেশে জলদানে রজোদোষ থাকে না। যখন ব্রহ্মবাদিগণ, উপাকর্ম্ম ও উৎসর্গে স্নান করিতে গমন করেন, তখন বেদ, ছন্দসকল, ব্রহ্মাদি দেবগণ পিতৃগণ ও মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ জলাকাঙ্ক্ষী হইয়া সন্তোষ-সহকারে সশরীরে তাঁহাদিগের অনুগমন করেন। যে স্থানে ইহাঁদিগের সমাগম হয় তথায় ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি সমস্ত পাপরাশিও নিশ্চয় বিনষ্ট হয়, সামান্য নদী রজ যে বিনষ্ট হয় ইহা কি আর বলিতে হইবে। যখন ঋষিগণ স্নান করেন তখন তাহাদিগের মধ্যে থাকিয়া ইতস্ততো বিক্ষিপ্ত তদীয় স্নান জলকণা শরীর দ্বারা স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণ, বিদ্যা প্রভৃতি সমস্ত অভিলষিত বস্তুলাভ করে, কুমারী উৎকৃষ্ট বর প্রভৃতি ঈপ্সিত দ্রব্য লাভে নিশ্চয়ই সমর্থা হয়, আর সেই ব্যক্তি পারলৌকিক সুখরাশি লাভ করিয়া থাকে সংশয় নাই। অশুচি অবস্থাতে আম মৃৎখণ্ডে প্রদত্ত অশুচি বস্তু,—রাক্ষসরূপী অনির্দ্দশাহ প্রেত সকল ভোজন করে। (যাহার মৃত্যুর পর দশদিন অতিক্রান্ত হয় নাই তাহাকে অনির্দ্দশাহ প্রেত বলে)। ভূতলের যাবদীয় জল এমন কি কূপস্থিত হইলেও চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ সময়ে গঙ্গাজল সদৃশ হইয়া থাকে সংশয় নাই।

দশম খণ্ড ও

কর্ম্ম-প্রদীপ পরিশিষ্টে প্রথম প্রপাঠক সমাপ্ত।

একাদশ খণ্ড।

অতঃপর সন্ধ্যোপাসনা বিধি বলিতেছি। যেহেতু, ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাহীন হইলে সকল কার্য্যে অনধিকারী হয় ইহা স্মৃত হইয়াছে। বামপাণিতে কুশনিচয় গ্রহণ করিয়া আচমন করিবে। হ্রস্বকুশ প্রবরণীয় হইবে; দীর্ঘ কুশের বর্হি; কুশ সকল পবিত্র বলিয়া কথিত; অতএব সন্ধ্যাদি কার্য্যে—বাম হস্ত উপগ্রহযুক্ত এবং দক্ষিণ হস্ত পবিত্রযুক্ত করিবে। চারিদিকে জলক্ষেপ করিয়া আত্মরক্ষা করিবে। কুশগৃহীত জল বিন্দুদ্বারা শিরোমার্জ্জন করিবে। প্রণব, ভূঃ ভুবঃ স্বঃ গায়ত্রী এবং আপোহিষ্ঠাদি তিন মন্ত্র দ্বারা মার্জ্জন হইয়া থাকে। এই ভূঃ প্রভৃতি অবিনাশী তিন মহাব্যাহৃতি, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্য, গায়ত্রী এবং আপোজ্যোতী রসোমৃতং ব্রহ্মভূ র্ভুবঃ স্বঃ এই গায়ত্রী শির এই নয় মন্ত্রের প্রত্যেকের আদিতে এবং গায়ত্রী শিরোভাগের অন্তে প্রণবোচ্চারণ করিবে। শ্বাস সংযম করত এই সপ্ত ব্যবহৃতি ও এই গায়ত্রীকে এই গায়ত্রী শির এবং এই দশটী প্রণবের সহিত তিনবার মনে মনে জপ করিবে ইহার নাম প্রাণায়াম। হাতে জল লইয়া তাহাতে নাসিকা ঠেকাইয়া, শ্বাস রোধ করিয়াই হউক আর না করিয়াই হউক তিনবার বা একবার অঘমর্ষণ সূক্ত জপ করিবে। অনন্তর দণ্ডায়মান হইয়া প্রণব ব্যাহৃতিত্রয় এবং গায়ত্রী এই মন্ত্রত্রয় পাঠ করত সূর্য্যাভিমুখে জলাঞ্জলি ক্ষেপ করিবে। তৎপরে "উদ্বয়ং" ইত্যাদি ও "চিত্রংদেবানাং" ইত্যাদি দুই মন্ত্র দ্বারা সূর্য্যোপস্থান করিবে। পণ্ডিতগণ, এই সূর্য্যোপস্থান উভয় সন্ধ্যাতেই করিতে বলেন। আর মধ্যাহ্নকালে ইচ্ছা থাকিলে ইহার উপর "বিভ্রাট্" আদি মন্ত্র জপ করিবে। অসংযুক্ত পাষ্ণি, এক পাৎ বা অর্দ্ধপাৎ হইয়া

কৃতাঞ্জলি পুটে বা বাহুদ্বয় উত্তোলন পূর্ব্বক সূর্য্যোপস্থান করিবে। (মাটীতে গুল্‌ফ না থাকিলেই "অসংযুক্ত পার্ষ্ণি" হয়; মাটীতে এক পা থাকিলে "একপাৎ" আর যে পা মাটীতে থাকিবে তাহা আবার ডিঙ্গি মারিয়া উঁচু করিলে "অর্দ্ধপাৎ" হয়)। সূর্য্যোপস্থান করিতে যে যে কল্প উক্ত হইয়াছে তন্মধ্যে যাহাতে যাহাতে অধিক কষ্ট তাহাতে তাহাতেই অধিক ফল ইহা পণ্ডিতগণ বলেন; কেন না কষ্ট হইতেই শ্রেয়ঃ প্রাপ্তি হয়। উদয়কালে পূর্ব্ব সন্ধ্যা তৎপরে মধ্যমা সন্ধ্যা এবং সূর্য্যাস্তের পর নক্ষত্রাভিব্যক্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শেষ সন্ধ্যা করিবে সকল সন্ধ্যাতেই প্রণব ব্যাহৃতিত্রয় এবং গায়ত্রী এই তিন মন্ত্র জপ করিবে। এই সন্ধ্যাত্রয় কীর্ত্তন করিলাম; ব্রাহ্মণ্য ইহাতেই অবস্থিত। যাহার ইহাতে আদর নাই তাহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না। যে দ্বিজ, সন্ধ্যা লোপের ভয় করে, এবং নিত্য-স্নায়ী, সর্পগণ যেমন গরুড় সন্নিধানে উপস্থিত হইতে পারে না, সেইরূপ দোষ সকল তাহার সমীপে যাইতে অপারগ হয়। প্রতিদিন আদি হইতে আরম্ভ করিয়া যথাশক্তি বেদ মন্ত্র জপ করিবে। অথবা সমস্ত বেদ জপ করিতে না পারিলে সন্ধ্যোপাসনান্তে রুদ্রোপ-স্থান করিবে।

একাদশ খণ্ড সমাপ্ত।

দ্বাদশ খণ্ড।

অনন্তর প্রথমে ওঙ্কার, শেষে "তর্পয়ামি নমঃ" বলিয়া সতিল জলদ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিবে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, প্রজাপতি, বেদ সকল, দেবসকল, ছন্দসকল, ঋষিগণ, পুরাণ আচার্য্যসকল, গন্ধর্ব্ব, গন্ধর্ব্বেতর, সাবয়ব মাস ও সংবৎসর, দেবীগণ, অপ্সরোবৃন্দ দেবানুগ-সকল, নাগগণ, সাগরগণ, পর্ব্বতসকল, নদী-সকল, দিব্যমনুষ্যগণ, অন্যমনুষ্যগণ, যক্ষগণ, রাক্ষসগণ, সুপর্ণগণ, পিশাচগণ, পৃথিবী, ওষধি-সকল, পশুসকল, বনস্পতি সকল এবং চতু-র্ব্বিধ ভূতগ্রাম ইহাদিগকে উপবীতী থাকিয়াই তর্পণ করিবে; আর যম, যমপুরুষগণ, কব্য-বাহ অগ্নি, সোম, যম, অর্য্যমা, অগ্নিষাত্ত, সোমপ এবং বর্হিষৎ এই সকল পিতৃগণকে এক একবার জল দিবে।* স্বীয় পিতৃ প্রভৃতি তিন পুরুষ, মাতামহ প্রভৃতি তিন পুরুষেরও প্রত্যেককে অভ্যাসপূর্ব্বক অর্থাৎ তিনবার করিয়া জল দিবে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, শ্বশুর, পিতৃব্য, মাতুল, পিতৃবংশীয় ও মাতৃবংশীয় দিগকেও জলাঞ্জলি প্রদান করিবে "যাঁহারা আমার নিকট জল পাইতে ইচ্ছুক এই শেষ অঞ্জলিদ্বারা তাঁহাদিগেরও তর্পণ করি" বলিয়া এক অঞ্জলি জল দিবে। অনন্তর এ বিষয়ের শ্লোক উল্লিখিত হইতেছে। শরৎ-কালের রৌদ্র লাগিলে লোকে যেমন ছায়া পাইতে অভিলাষী হয়; পিপাসু ব্যক্তি যেমন জল পানে অভিলাষ করে, অত্যন্ত ক্ষুধিত ব্যক্তি যেমন অন্নের প্রতি লোলুপ হয়, শিশু যেমন মাতাকে পাইতে উৎসুক হয়, জননী যেমন শিশু পুত্রকে লইতে ইচ্ছা করে, রমণী যেমন পুরুষ-সঙ্গে আকাঙ্ক্ষিণী হয় এবং পুরুষ যেমন রমণীর প্রতি অভিলাষী হয় সেইরূপ স্থাবর-জঙ্গম—সর্ব্বভূতই ব্রাহ্মণের নিকট জল পাইতে ইচ্ছা করে, যেহেতু ব্রাহ্মণই সকলের মঙ্গল করিয়া থাকেন। অতএব ব্রাহ্মণের নিত্য তর্পণ করা উচিত, না করিলে, তাহাকে মহা-পাপে লিপ্ত হইতে হয়, আর করিলে তাহার বিশ্ব পালন করা হয়। হোমকাল অল্প; স্নান কর্ম্ম বৃহৎ-আড়ম্বরপূর্ণ; সুতরাং হোমের পূর্ব্বে প্রাতঃকালে এইরূপ বিস্তৃত ভাবে স্নান করিবে না; কেন না হোমের লোপ করা সর্ব্বথা গর্হিত কার্য্য।

দ্বাদশ খণ্ড সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ খণ্ড।

ব্রাহ্মণ নিত্য যে সকল যজ্ঞ করিলে শাশ্বত-ধাম প্রাপ্ত হন এখন সেই পঞ্চ মহাযজ্ঞের বিধি

* মূলে "কব্য বাড়নলং" হইতেও গদ্য আছে; কিন্তু রঘুনন্দন "কব্য বাড়নলং সোমং যমমর্য্যমণন্তথা। অগ্নিষাত্তাঃ সোমপাশ্চ বর্হিষদঃ সকৃৎ সকৃৎ" এইরূপ শ্লোক বলিয়া থাকেন; গদ্য হইতে ইহাতে কিছু কিছু পাঠ ভেদও আছে যাহা হউক ইহাই প্রামাণিক। ব্যাখ্যা এতদনুসারে প্রদত্ত হইল।

কথিত হইতেছে ;—যথাক্রমে, দেব, ভূত, পিতৃ, ব্রহ্ম ও মনুষ্যগণের মহাযজ্ঞ জানিতে হইবে, ইহলোকে এই সকল হইতে আর উৎকৃষ্ট যজ্ঞ নাই॥ দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ ও মনুষ্যযজ্ঞ এ কয়টী উহাদিগের সহজ নাম॥ অধ্যাপনের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণের নাম পিতৃযজ্ঞ, হোমের নাম দেবযজ্ঞ, বলিকর্ম্মের নাম ভূতযজ্ঞ এবং অতিথিসৎকারের নাম মনুষ্যযজ্ঞ। শ্রাদ্ধের কিংবা পিত্র্য বলির নামও পিতৃযজ্ঞ। পূর্ব্বোক্ত বেদ জপের নামও ব্রহ্মযজ্ঞ। (জপরূপ) ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণের পর করিবে, (অধ্যাপনরূপ) ব্রহ্মযজ্ঞ, প্রাতর্হোমের পর কর্ত্তব্য, আর (বামদেব্যগানরূপ) ব্রহ্মযজ্ঞ বৈশ্বদেবান্তে করিবে; এই কালত্রয় ব্যতীত ব্রহ্মযজ্ঞ করিবে না। যদি অধিক ভোক্তা না থাকে বা অধিক ভোজ্য না থাকে তাহা হইলে, পিতৃযজ্ঞার্থ সিদ্ধির জন্য অন্ততঃ একজন ব্রাহ্মণকেও ভোজন করাইবে। এই নিত্য শ্রাদ্ধে দৈব পক্ষ নাই। কিন্তু কিঞ্চিৎ অন্ন উদ্ধৃত করিয়াও প্রতিদিন যথাশক্তি, যথাবিধি, পিতৃগণ ও মনুষ্যগণকে প্রদান করিবে। অন্নদানের সময়ে "পিতৃভ্য ইদং" বলিয়া "স্বধা" শব্দ প্রয়োগ করিবে। "মনুষ্যেভ্য ইদং" বলিয়া "হন্ত" শব্দ উচ্চারণ করিবে তদনুসারে উহাঁদিগকে জল দান করিবে। মুনিগণ, মর্ত্ত্যবাসী ব্রাহ্মণদিগের দুইবার ভোজন বিহিত করিয়াছেন; একবার ভোজন দিবসে আর একবার ভোজন দেড়প্রহর রাত্রির মধ্যে। উপবাসী থাকিলেও রাত্রিতে এবং নিত্য দিবাভাগে বলিকর্ম্ম করিবে। না করিলে পাপী হইবে। "অমুষ্মৈ (যাহাকে দান করা যাইবে তাহার নামোল্লেখ) নমঃ বলিয়া বলিদান করা বিধি। যেহেতু, নমস্কারই বলিপ্রদানের মন্ত্র। "স্বাহা" "বষট্" এবং "নমঃ" এই তিনটী মন্ত্র দেবগণের পক্ষে "স্বধা" মন্ত্র পিতৃগণের পক্ষে এবং "হন্ত" মন্ত্র মনুষ্যগণের পক্ষে বিহিত হইয়াছে। অতএব পিত্র্য বলি নিত্যই স্বধা শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক প্রদান করিবে। কেহ কেহ বলেন "নমঃ" শব্দ যোগেও দিতে পারিবে; কিন্তু গৌতম বলেন, পারে না। বলি সকল যদি একত্রস্থিত ও পরস্পর-সংসক্ত থাকে তাহা হইলে মহামার্জ্জার-স্পর্শেও দূষণীয় হয় না;' ইহা শ্রুতি

ত্রয়োদশ খণ্ড সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ খণ্ড।

অনন্তর, বলি-পিণ্ডবিন্যাসের কথা উক্ত হইতেছে;—বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের পিণ্ডের ন্যায় উত্তরোত্তর উর্দ্ধে পৃথিবী, বায়ু, বিশ্বদেব এবং প্রজাপতি উদ্দেশে চারিটি বলি-পিণ্ড স্থাপন করিবে। ইহাদিগের বামভাগে, অপ্, ওষধি-বনস্পতি, আকাশ এবং কাম উদ্দেশে, ইহাদিগের বামদিকে মন্যু, ইন্দ্র, বাসুকি এবং ব্রহ্মা উদ্দেশে আর সকলের দক্ষিণভাগে পিতৃগণ উদ্দেশে—এক একটী বলিপিণ্ড স্থাপন করিবে। এই চৌদ্দটী বলিপ্রদান করা নিত্য কর্ত্তব্য। আশস্থ প্রভৃতি কতিপয় কাম্য বলিপ্রদানও আছে। সকল বলিপিণ্ডেরই উভয় পার্শ্বে জলসেক করিবে। শেষ পরিণাম পিণ্ডবৎ জানিবে (অর্থাৎ পিণ্ড যেরূপ গবাদিকে দান করিতে হয় ইহাও সেইরূপ করিবে)। হোম আর বলিকর্ম্ম কাম্য-সাধারণ হইতে পারে না। নিত্য হোম আর নিত্য বলিকর্ম্ম পূর্ব্বে হইবে। আর ইচ্ছা করিলে কাম্য হোম ও কাম্য বলিকর্ম্ম শেষে হইতে পারিবে। কদাচ মধ্যে হইবে না। কারণ এককর্ম্ম করিতে করিতে অন্য কর্ম্ম করা অবিধি। গৌতমাদিকথিত বলিসহিত—অগ্নি ধন্বন্তরি প্রভৃতির হোম এবং বলিকর্ম্ম সহিত শাকল হোম, অনাহিতাগ্নির পক্ষেই জানিবে। অনন্তর, জলস্পর্শ ও অগ্নি দর্শনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বামদেব্য জপের পূর্ব্বে, ধনবৃদ্ধি, আরোগ্য, আয়ু, ঐশ্বর্য্য, বুদ্ধি, ধৈর্য্য, মঙ্গল, যশ, সাহস, তেজ, পশু, বীর্য্য, বেদজ্ঞান, ব্রহ্মণ্য সৌভাগ্য, কর্ম্মসিদ্ধি, কুলজ্যেষ্ঠতা এবং সুকর্তৃত্ব প্রার্থনা করিবে। "হে সর্ব্বসাক্ষিন্! আমাদিগের এই সমস্ত হউক; আমরা যেন ধনহীন না হই" বলিবে। ব্রহ্মযজ্ঞ হইতে অধিক ফলপ্রদ যজ্ঞ নাই, গোদান অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট দান নাই, অন্যান্য দান ও ফল যজ্ঞের নশ্বর; কিন্তু এই দান ও যজ্ঞের ফল অবিনাশী; কেহ ইহার

বিনাশ দেখে নাই। নিত্য ঋগ্বেদ পাঠ করিলে মধুকুল্যা ও দুগ্ধকুল্যা দ্বারা দেবতাগণকে তর্পিত করা হয়। নিত্য যজুর্ব্বেদ পাঠে ঘৃতকুল্যা ও অমৃতকুল্যা দ্বারা দেবগণকে তর্পিত করা হয়। প্রতি দিন সামবেদ পাঠে সোমরসকুল্যা ঘৃতকুল্যা দ্বারা ও অথর্ব্ববেদ পাঠে মেদঃকুল্যা দ্বারা দেবগণকে তর্পিত করা হয়। প্রতিদিন বাকোবাক্য, পুরাণ এবং ইতিহাস পাঠ করিলে মাংসকুল্যা, দুগ্ধকুল্যা ও মধুকুল্যা দ্বারা পিতৃগণকে তর্পিত করা হয়। ঋগ্বেদ প্রভৃতি এই সমস্তের মধ্যে প্রত্যহ যথাশক্তি যে কোন শাস্ত্র পাঠ করিলে পিতৃগণকেও মধুকুল্যা ও ঘৃতকুল্যা দ্বারা তর্পিত করা হয়। সেই দেবগণ ও পিতৃগণ এইরূপে তৃপ্ত হইয়া তৃপ্তিকারক এই অধ্যয়নশীলের জীবিতাবস্থাতে এবং মৃতাবস্থাতেও তৃপ্তিসাধন করেন। ঐ পাঠশীলব্যক্তি যাবদীয় অমরসদনে ইচ্ছামত বিচরণ করিতে পারেন। কোন পাপ ইহাঁকে স্পর্শ করিতে পারে না এবং ইনি পংক্তিপাবন হইয়া থাকেন। যে যে যজ্ঞের বিবরণ পাঠ করিবেন্ পাঠকারী ব্যক্তি সেই সেই যজ্ঞ করিবার ফল লাভ করেন। তিনি তিনবার বসুপূর্ণ-বসুমতী দানের ফল লাভ করেন। আবার ব্রহ্মযজ্ঞ হইতেও বেদ দানে অধিক ফল হইয়া থাকে। বেদদান শব্দে বেদাধ্যাপন ইহা প্রথমোক্ত ব্রহ্মযজ্ঞ; আর এই ব্রহ্মযজ্ঞ শব্দে বেদ পাঠ; বেদ পাঠ হইতে বেদাধ্যাপন অধিক ফলজনক।

চতুর্দ্দশ খণ্ড সমাপ্ত।

পঞ্চদশ খণ্ড।

যে কর্ম্মে যে দক্ষিণা বিহিত আছে কর্ম্মান্তে ব্রহ্মাকে তাহা প্রদান করিবে। অনুক্ত হইলেও পূর্ণ পাত্রাদি ব্রহ্মার হইবে। যাবদন্ন দ্বারা বহু ভোক্তার তৃপ্তি হয় তাবদন্নে পূর্ণ পাত্র করিবে ইহার কম করিবে না ইহা নিয়ম। যদি অন্য ব্যক্তি হোতার কার্য্য করে তাহা হইলে, হোতারও অর্দ্ধেক দক্ষিণা ব্রহ্মারও অর্দ্ধেক দক্ষিণা হইবে। কর্ত্তা স্বয়ং যদি ব্রহ্মার কার্য্য ও হোতার কার্য্য করে তাহা হইলে অন্য কোন ব্যক্তিকে দক্ষিণা দিবে। আপনার বিদ্বেষী ব্যক্তি, বেদাধ্যায়ী কুলপুরোহিত এবং নিকটবর্ত্তী আচার্য্যকে ত্যাগ করিয়া অপরকে দান করিবে না। কুলগুরু ও কুলপুরোহিতকে "আমি ইহাঁকে দান করি" এই জিজ্ঞাসা করিয়া দান করা নিয়ম, এইরূপ জিজ্ঞাসা না করিয়া সৎপাত্রে দান করিলেও ফল হয় না; ইহাঁরা দূরস্থ হইলে শ্রেষ্ঠ ভাগ মনে মনে ইহাঁদিগকে দিয়া তৎপরে অন্যান্য ব্যক্তিকে দান করিবে ইহা উৎকৃষ্ট দান বিধি। অধ্যায়সম্পন্ন নিকটস্থ ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া অপরকে দান করিলে, দাতা দানফলের পরিবর্ত্তে চৌর্য্য পাপে লিপ্ত হয়। মূর্খ, যাহার ঘরের পাশে, আর গুণবান পাত্র দূরে, সে, গুণবান্ পাত্রেই প্রদান করিবে। মূর্খাতিক্রমে দোষ নাই। বেদ-বর্জ্জিত ব্রাহ্মণকে অতিক্রম করিলে "ব্রাহ্মণাতিক্রমে যে দোষ হয় তাহা হইবে না। জলন্ত অগ্নি ত্যাগ করিয়া কেহই ভস্মে আহুতি দেয় না। সকল আজ্যাহুতিতেই আজ্যস্থালী তৈজস বা মৃণ্ময় করিবে। আজ্যস্থালীর প্রমাণ ইচ্ছামত করাইতে পারিবে। সুদৃঢ় ও অচ্ছিদ্র আজ্য স্থালীকেই ঋষিগণ উত্তম বলিয়াছেন। চরুস্থালী বক্রতা ও উচ্চতা বিষয়ে সমিধের অনুরূপ ও সুদৃঢ় হইবে, মুখ অতি বৃহৎ হইবে না, আর তাহা মৃণ্ময়ী বা তাম্রময়ী হইবে এইরূপ চরুস্থালীই প্রশস্ত। নিজ নিজ শাখার উক্তি-অনুসারে চরুপাক হইবে চরু যেন সুখিন্ন, অদগ্ধ, অকঠিন, শুভ, অনতিশিথিল হয় ও গালিতমণ্ড না হয়। যে জাতীয় সমিধ ব্যবহার হইবে "মেক্ষণ" ও সেই জাতীয় হইবে। তাহার পরিমাণ সমিধের অর্দ্ধ; তাহা নিটোল অঙ্গুষ্ঠের ন্যায় স্থূলাগ্র এবং অবদান ক্রিয়াক্ষম—ঘৃতবিন্দু বিশেষ ধারণের উপযুক্ত হইবে। ইহাই "দর্ব্বী" হইবে তবে একটু আধটু যাহা পার্থক্য আছে আমি তাহা বলিতেছি। দর্ব্বীর অগ্রভাগ দুই অঙ্গুলি পরিমিত হইবে। আর "মেক্ষণ" অপেক্ষা দর্ব্বী চতুর্গুণ বড়। "মুষল" এবং "উলুখল" সমিধ জাতীয় বৃক্ষ নির্ম্মিত, উত্তম আয়ত এবং সুদৃঢ় হইবে, তাহাদিগের পরিমাণ ইচ্ছামত করিবে। "শূর্প" বেণুনির্ম্মিত হইবে। ন্যক্কর্ম্ম (ভূমিজপ) করিতে হইলে দক্ষিণ হস্ত

অধোমুখ করিয়া অধোমুখ বামহস্ত তদুপরি রাখিয়া আপনারদিকে ঐ হস্তদ্বয়ের অগ্রভাগ স্থাপন করিবে। স্বয়ং আসীন থাকিয়া যথাস্থানস্থ এবং সুসংহত পাণিদ্বয় অগ্নির সম্মুখীন করিয়া প্রদক্ষিণ ভাবে পরিসমূহন (ইতস্ততো বিক্ষিপ্ত অনলাবয়বের একীকরণ।) করিবে। তিন গাছ "পরিধি" হইবে তাহা বাহু-পরিমিত, সবুর, সরল, অক্ষত এবং দলিতাগ্র হইবে। কাহার কাহারও মতে চারদিকের চারি গাছ "পরিধি" আবশ্যক। অগ্নির উভয় পার্শ্বে পূর্ব্বাগ্র করিয়া দুই গাছ "পরিধি" স্থাপন করিবে, পশ্চিমদিকে উত্তরাগ্র করিয়া আর এক গাছ পরিধি রাখিবে, চার গাছ পরিধি হইলে অপর গাছ পূর্ব্বদিকে পশ্চিমাগ্র করিয়া স্থাপন করা বিধি। যেমন যবের কার্য্যে গোধূম এবং ব্রীহির কার্য্যে শালিধান্য গ্রহণ করা যায়, তদ্রূপ যথোক্ত বস্তু সংগ্রহ না হইলে তাহার প্রতিরূপ বস্তু গ্রহণ করা বিধেয়।

পঞ্চদশ খণ্ড সমাপ্ত।

ষোড়শ খণ্ড।

পিতৃলোকের একমাস তৃপ্তিজনক শ্রাদ্ধ অমাবাস্যাতে চন্দ্রক্ষয়ে প্রশস্ত। ঐ শ্রাদ্ধ ত্রেধাবিভক্তদিনের তৃতীয়ভাগে করিবে, কিন্তু সন্ধ্যার অতি সন্নিহিত মুহূর্ত্তে কদাপি শ্রাদ্ধ করিবে না। (যদি দুই দিন শ্রাদ্ধোপযুক্ত কালে অমাবাস্যা থাকে তাহা হইলে) যে দিন চতুর্দ্দশী তিন প্রহর বা তিন প্রহরের কিছু অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে অথচ অমাবাস্যা, পূর্ব্বদিনের চতুর্দ্দশী অপেক্ষা পরদিনে ন্যূনকাল স্থায়িনী হয় তাহা হইলে সেই পূর্ব্ব দিনেই শ্রাদ্ধ করা বিধি। (কিন্তু অমাবস্যা পূর্ব্বদিন শেষ তিন মুহূর্ত্তমাত্রে ও পরদিনে মুখ্য অপরাহ্ণে থাকিলে পরদিনেই শ্রাদ্ধ হইবে)। আমার পিতা গোভিল যে বলিয়াছেন "যদহস্ত্বেব চন্দ্রমা ন দৃশ্যেত তামমাবস্যাং কুর্ব্বীত" অর্থাৎ যে দিন চন্দ্র দর্শন না হইবে সেই অমাবস্যাতেই শ্রাদ্ধ করিবে এবং আমি যে বলিয়াছি "ক্ষীণেরাজনি" অর্থাৎ চন্দ্রক্ষয়ে পারিভাষিক চন্দ্রক্ষয়মাত্র অভিপ্রায়েই তৎসমস্ত কথিত হইয়াছে জানিবে। (চতুর্দ্দশীর পরে অমাবস্যা হইলে তাহাতেও শ্রাদ্ধ করিতে ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে কিন্তু চতুর্দ্দশী-দিনে চন্দ্র দর্শন হয় তাহাতে "যদহস্ত্বেব চন্দ্রমা ন দৃশ্যেত" এই গোভিলসূত্র এবং পূর্ব্বকথিত "ক্ষীণেরাজনি" ইহার সহিত বিরোধ হইতেছিল তাহার পরিহারার্থ এই শ্লোক লিখিত হইয়াছে চন্দ্রক্ষয় মাত্র অভিপ্রায়ে হইলে বিরোধ নাই পূর্ব্বদিনে চন্দ্রক্ষয় হইয়া থাকে।) "দৃশ্যমানেঽপ্যেকদা" এই যে গোভিল সূত্র আছে তাহা চতুর্দ্দশী অভিপ্রায়ে জানিবে। উভয় তিথি প্রাপ্ত হইলে অমাবস্যার প্রতীক্ষা করিবে; কিন্তু দুই দিনেই শ্রাদ্ধযোগ্য কালে অমাবস্যা না থাকিলে চতুর্দ্দশীশেষেও শ্রাদ্ধ করিবে (ইহা সাগ্নিকদিগের পক্ষে ব্যবস্থা নিরগ্নিগণ এমত স্থলে পরদিনে শ্রাদ্ধ করিবে। গোভিলসূত্রের ব্যর্থতা পরিহারার্থ এই শ্লোক লিখিত হইল।) (চন্দ্রক্ষয়ের কথা কথিত হইতেছে) চতুর্দ্দশীর অষ্টম যামে চন্দ্র-কলার চতুর্থাংশের একাংশ ক্ষয় হয়। আবার অমাবস্যার অষ্টম যামে পুনরায় অঙ্কুরিত হইতে থাকে; ইহা শাস্ত্রবার্ত্তা। তবে, জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণ, অগ্রহায়ণ মাসের এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যাতে কিছু বিশেষ কথাবলেন; এই দুই মাসে অমাবস্যার প্রথম প্রহরে চন্দ্রকলার চতুর্থাংশের একাংশ ক্ষয় হয়। আর অমাবস্যার শেষ যামে সম্পূর্ণ ক্ষয় হয়, জ্যোতির্ব্বিৎগণ ইহা বলেন। (এ দুই মাসে পারিভাষিক ক্ষয় উৎপত্তি স্বীকৃত হয় নাই) কিন্তু যে বৎসরে ত্রয়োদশ মাস অর্থাৎ মলমাস হয় সেই বৎসরে এ দুই মাসেও অমাবস্যা প্রথমযামে চন্দ্রকলার চতুর্থাংশের একাংশ অপেক্ষা অধিক ক্ষয় হয় অর্থাৎ চতুর্দ্দশীর অষ্টম যামে চন্দ্রকলার চতুর্থাংশের একাংশ ক্ষয় হয় অমাবস্যার সপ্তমযামে পূর্ণ ক্ষয় হয় এবং অমাবস্যার শেষ প্রহরে পুনরায় অঙ্কুরিত হয়। চন্দ্রের এইরূপ গতি বিশেষ জানিয়া চন্দ্রক্ষয়ে অপরাহ্ণে শ্রাদ্ধ করিবে। (ওতিতা অমাবস্যা দুই দিন অপরাহ্ণে থাকিলে তৎপক্ষে ব্যবস্থা হইতেছে যথা) চতুর্দ্দশী মিশ্রিত ঐ অমাবস্যাকে যজুর্ব্বেদিগণ শ্রাদ্ধের অযোগ্য বলেন এবং ঋগ্বেদিগণ তাহাকে শ্রাদ্ধ করা প্রশস্ত বলেন;

(সামবেদী ইচ্ছামত যে দিন হয় সেই দিন করিবে) যদি পূর্ব্ব দিনে চতুর্দ্দশী তিন-প্রহরের কম থাকে আর পর দিনে অমাবস্যা বাড়িয়া তিন প্রহর বা তাহার অতিরিক্ত সময় থাকে তাহা হইলে সেই দিনেই শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। ইহা বর্দ্ধমানা অমাবস্যার ব্যবস্থা। পক্বাদি কর্ত্তব্য চরু, প্রতিপৎ না হইলে কদাচ করিবে না এবং ঐচরু পূর্ব্বাহ্নেই কর্ত্তব্য; অন্যান্য পণ্ডিতগণ দ্বিতীয়াবিদ্ধ প্রতিপদেও ঐচরু করিতে বলিয়াছেন। (পূর্ব্বাহ্ন-শব্দে প্রথম দুই প্রহর; এই সময়ের মধ্যে প্রতিপৎ হইলে সেই দিনেই যাগ করিবে। আর তৎপরে প্রতিপৎ হইলে সে দিনে যাগ না করিয়া তৎপর দিনে প্রতিপদে যাগ করিবে। পরদিনের প্রতিপদ দ্বিতীয়াবিদ্ধ।) পিতা বর্ত্তমান থাকিতে পিতার পিতৃকার্য্যে কাহারও অধিকার নাই। শ্রুতি আছে জীবন্ত ব্যক্তিকে উল্লঙ্ঘন করিয়া কিছুই দেয় নহে। পিতামহ বর্ত্তমান থাকিতে পিতার মৃত্যু হইলে তাঁহাকেই পিণ্ড দান করিবে, প্রপিতামহ মরিলে এই দুই জনকেই পিণ্ডদান করা কর্ত্তব্য। আর যাহার প্রপিতামহও পরলোক গত, সে, পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এই তিন পুরুষকে পিণ্ডত্রয় দান করিবে। (১) অন্য শ্রুতি আছে দ্বিজ জীবন্তকে উল্লঙ্ঘন করিয়া মৃত-ব্যক্তি অন্ন জল দিবে। (২) অথবা তাহার পিতা স্বীয় পিতামহদিগকে শ্রাদ্ধ দান করিবে। (৩) (১) ব্যবস্থা একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের পক্ষে; (২) ব্যবস্থা যাহার পিতা মৃত ও পিতামহ জীবিত ইত্যাদি-ব্যক্তি কর্ত্তব্য পর্ব্বাদি শ্রাদ্ধের এবং প্রায়শ্চিত্তাদি-স্থলে কর্ত্তব্য পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের পক্ষে জানিবে। (৩) ব্যবস্থা, পিতা জীবিত থাকিতে নিজ কর্ত্তব্য পুত্রসংস্কারের পক্ষে। পিতামহ যদি পিতার পরে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন তাহা হইলে পৌত্র তাঁহার একা-দশাহ প্রভৃতি ষোড়শ শ্রাদ্ধ করিবে। কিন্তু পিতা-মহের যদি অন্য পুত্র থাকে তাহা হইলে পৌত্র আর ইহা করিবে না। পিতার মৃত্যুর পর সেই বর্ষের মধ্যে পিতামহ প্রপিতামহের মৃত্যু হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহা কথিত হইতেছে। পিতার সপিণ্ডীকরণ করিয়া প্রতিমাস বিহিত পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ পিতা বৃদ্ধপিতামহ এবং অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের করিবে। পৌত্র প্রপৌত্রগণ, প্রেতত্ব প্রাপ্ত এই দুই পূর্ব্বপুরুষের সপিণ্ডী-করণ অপকর্ষাদি করিয়া শেষ করিবে না। কেবল তখন পিতার সপিণ্ডীকরণ করিবে ইহা কাত্যায়ন বলেন। প্রেতত্ব প্রাপ্ত পিতাকে প্রেতত্বনিস্তীর্ণ বা প্রেতত্ব প্রাপ্ত পিতামহদ্বারা শুদ্ধ করিবে ইহা নিশ্চয়। পিতা, ব্রাহ্মণাদিহত, পতিত, প্রব্রজিত বা ব্যুৎক্রমে মৃত হইলে, পিতা যাহাদিগের শ্রাদ্ধ দেন পুত্র কেবল তাঁহাদিগের শ্রাদ্ধ করিবে ঐ পিতার আর শ্রাদ্ধ করিবে না। যদি পুত্রিকা-পুত্র না হয় তাহা হইলে মাতার সপিণ্ডীকরণ পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারেই পিতামহীর সহিত কর্ত্তব্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। মৃতাহ ব্যতীত অন্য সময়ে আর স্ত্রীলোকদিগকে স্বতন্ত্র পিণ্ড দিতে হইবে না; যেহেতু নিজ নিজ ভর্ত্তার পিণ্ডভাগেই ইঁহাদিগের তৃপ্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পুত্রিকা-পুত্র পার্ব্বণশ্রাদ্ধে প্রথমতঃ মাতাকে তৎপরে মাতামহকে ও তৎপরে প্রমাতামহকে পিণ্ড দিবে।

ষোড়শ খণ্ড সমাপ্ত।

সপ্তদশ খণ্ড।

আপনার সম্মুখভাগে যে কর্ষূ করিবে তাহা পূর্ব্বা কর্ষূ। সেই কর্ষূর দক্ষিণে যে কর্ষূ করিবে তাহা মধ্যমা কর্ষূ। আর ইহার দক্ষিণে যে কর্ষূ করিবে তাহা উত্তমাকর্ষূ। সেই সকল কর্ষূর আরম্ভ বায়ুকোণ হইতে এবং শেষ অগ্নি-কোণে হইবে। প্রত্যেকটী দেড় অঙ্গুলি করিয়া অন্তরে হইবে। কর্ষূসকলের শেষভাগ তীক্ষ্ণ, ও মধ্যভাগ যবাকৃতি এবং নৌকার ন্যায় উৎ-কীর্ণ হইবে। খদির ময় শঙ্কু করিবে তাহা রজত দ্বারা ভূষিত হইবে। শঙ্কু এবং উপ-বেশের পরিমাণ দ্বাদশ অঙ্গুল। অগ্নিকোণাগ্র কুশ দ্বারা নিবিড় করিয়া কর্ষূ আচ্ছাদন করিবে; শ্রাদ্ধে সুরভি টগর পুষ্প, চন্দন প্রভৃতি বিলে-পন দ্রব্য এবং পিঞ্জলী সকলের অঞ্জন সৌবী-রাঞ্জন শ্রাদ্ধে প্রশস্ত। যাহা যাহা শ্রাদ্ধে উপ-যুক্ত তৎ সমস্ত আয়োজন করিয়া ত্বরা-শূন্য হইয়া পবিত্রভাবে শ্রাদ্ধ আরম্ভ করিবে।

শ্রাদ্ধে পূর্ব্বে দৈবপক্ষের কার্য্য সমাধা করিবে। বসিষ্ঠ কথিত বিধি অনুসারে আসন দান হইতে অর্ঘ্য দান পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া সকল পাত্রে তিলোদক প্রদান করিবে। পৃথক্‌রূপে মৌনাবলম্বনে জল দিবে ও মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক তিলোদক প্রদান করিবে। সন্নিকর্ষ ক্রমে গন্ধোদকও দাতব্য। যে ব্যক্তি, আসুর পাত্রে করিয়া তিলোদক প্রদান করে, পিতৃগণ তাহার নিকট পঞ্চদশবর্ষ ভোজন করেন না কুলালচক্রনিষ্পন্ন মৃণ্ময় পাত্রের নাম আসুর পাত্র। হস্তগঠিত স্থালী প্রভৃতি মৃণ্ময় পাত্রের নাম দৈবিক পাত্র। যথাক্রমে গন্ধ ঋতুজাত পুষ্প সকল ও ধূপাদি—ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়া অনন্তর "অগ্নৌকরণ" করিবে। অগ্নৌকরণ হোম প্রকৃত যজ্ঞোপবীতী ও পূর্ব্বমুখ হইয়া করিবে। কারণ "দেবগণের উদ্দেশে হোম করিবে" এইরূপ শ্রুতি আছে। অথবা বিকৃতোত্তরীয় ও দক্ষিণাভিমুখ হইয়া অগ্নৌকরণ হোম করিবে। কেন না এক জনের উদ্দেশে হবিঃ নিরূপণ করিয়া অন্যকে কেহই দান করে না। (অতএব বলিতে হইবে; ঐ হোম, দেবপক্ষ ও পিতৃপক্ষ উভয় উদ্দেশে; সুতরাং উপবীতী বা প্রাচীনাবীতী যাহা ইচ্ছা হইতে পারিবে)। এস্থলে মন্ত্রান্তে স্বাহা শব্দ প্রয়োগ করিবে না স্বাহাকার ব্যতীত হোমও কর্ত্তব্য নহে। অতএব প্রথম স্বাহাকার উচ্চারণ করত অগ্নিতে হোম করিয়া পশ্চাৎ মন্ত্র সমাপন করিবে। পিতৃপক্ষে যে ব্যক্তি পংক্তিমূর্দ্ধন্য নিরগ্নি ব্যক্তি মন্ত্র পাঠ করত তদীয় হস্তে হোম করিয়া অপর সকলের পাত্রে তূষ্ণীম্ভাবে হুত শেষ দিবে। আমার পিতা গোভিল যে এবিষয়ে "সব্যেন পাণিনা" অর্থাৎ বামহস্ত দ্বারা ইত্যাদি বলিয়াছেন, বামহস্ত দ্বারা কুশগ্রহণ মাত্র উপদেশই তাহার উদ্দেশ্য। বামহস্ত হইতে দক্ষিণহস্ত দ্বারা পিঞ্জলী প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া বামহস্ত সহযোগে দক্ষিণহস্ত গৃহীত ঐ সমস্ত কুশদ্বারা উল্লেখনাদি করিবে। শ্রাদ্ধের সকল প্রকার অন্নাদি হইতে কিছু কিছু গ্রহণ করিয়া তাহা অগ্নৌকরণ-চরুশেষের সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা পিণ্ডদান আরম্ভ করিবে। পর্ব্বকালে উত্তর কর্ষূতে পিতার, মধ্যম কর্ষূতে পিতামহের এবং দক্ষিণ কর্ষূতে প্রপিতামহের পিণ্ডদান করিবে। উত্তরদিক্‌ পর্য্যন্ত বামাবর্ত্তে গমন হইবে ইহা কেহ কেহ বলেন। গৌতম ঋষি, শাণ্ডিল্য ঋষি ও শাণ্ডিল্যায়ন ঋষি দক্ষিণাবর্ত্তে দক্ষিণদিক্‌ পর্য্যন্ত গমন করিতে বলেন। প্রদক্ষিণ করিয়া পিতৃগণকে ধ্যান করত প্রাণায়াম ও মনে মনে "অমীমদন্ত" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিতে করিতে সেই পথেই ফিরিয়া আসিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিবে। ফাল্গুনমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে স্বয়ং বা স্বীয় পত্নী শাক পাক করিবে। পূপাষ্টকানুসারে শাকাদি দ্বারা হোম করিবে। গোভিল ও গোতম মধ্যম অষ্টকাতে অন্বষ্টকা শ্রাদ্ধ করিতে বলিয়াছেন। এবং কৌৎস ঋষি সকল অষ্টকাতেই অন্বষ্টকা শ্রাদ্ধ করিতে মত দেন। যদি মাংসাষ্টকাতে পশুস্থানে আনুকল্পিক স্থালীপাক করে তাহা হইলে ওদনচরু প্রস্তুতের পর তাহা সবৎসাতরুণী গাভীর দুগ্ধ সিক্ত করিবে।

সপ্তদশ খণ্ড সমাপ্ত।

অষ্টাদশ খণ্ড

পণ্ডিতগণ সায়ংকাল হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত একবিধ কর্ম্মের কথা বলেন আর পৌর্ণমাস হইতে দর্শ পর্য্যন্ত আর একবিধ কর্ম্মের কথা উল্লেখ করেন। পূর্ণাহুতির পর দর্শ (অমাবস্যা) ও পৌর্ণমাসীর মধ্যে যাহা প্রথমে পড়িবে তাহাতেই হোম করা বিধি; তাহাই হোমের আদিকাল ইহা শ্রুতি সিদ্ধ। পূর্ণাহুতির পর সায়ং হোম করিয়া পাকযজ্ঞাবসানে বলিকর্ম্ম ও বৈশ্বদেব করিবে। পরে শক্তিঅনুসারে পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া যজমান স্বয়ং ভোজন করিবে কাত্যায়ন এই কথা বলেন। নিরলস ভাবে বৈবাহিক অনলে সায়ং ও প্রাতঃকালে হোম করিবে এই হোমারম্ভ চতুর্থী হোম করিবার পরে কর্ত্তব্য। ইহা শাট্যায়ণ মুনির মত। পূর্ণাহুতির পর প্রাতঃকালে হোম করিয়া সায়ংকালে হোম করিবে। সায়ং হোমের বিধিও এই। অমাবস্যা পৌর্ণ-

মাসীর পর যে দিন হব্য দ্রব্য বা উত্তম হোতা মিলিবে সেই দিনে হোম করিবে। হোম না হওয়াতে সুসমাহিত ভাবে যদি উপবাসী থাকিয়া কাল অতিবাহিত করে তাহা হইলে, পরে যেরূপ হোম করিবে তাহা এখানে বলিতেছি। যত আহুতি বাদ পড়িয়াছে গণনা করিয়া পাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক মন্ত্র দ্বারা যথাবিধি তাবৎ আহুতি অধিক প্রদান করিয়া অপর আহুতিও দিবে। যেখানে প্রায়শ্চিত্তাত্মক হোম মহাব্যাহৃতি দ্বারা হইবে রমণীর পাণিগ্রহণ সময়ের ন্যায় তথায় বারটী আহুতি দিবে ইহা বিজ্ঞেয়। অথবা "অজ্ঞাতং" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা আহুতি দিবে। কিংবা প্রাজাপত্য আহুতি প্রদান করিবে। প্রায়শ্চিত্তহোমের এই ত্রিবিধ বিকল্প। যদি আহিত অগ্নি কখন অন্য অগ্নির সহিত মিলিত হয় তাহা হইলে "অগ্নয়ে বিবিচয়ে" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ঘৃতাহুতি দিবে। যদি বৈদ্যুত অগ্নির সহ মিলিত হয় তাহা হইলে "অপ্সুমান্" অগ্নিকে আহুতি দিবে। মন্দ অনলের সহিত মিশ্রিত হইলে "অগ্নয়ে শুচয়ে" বলিয়া হোম করিবে। আহিত অগ্নি গৃহদাহানলে সম্মিলিত হইলে দ্বিজগণ "ক্ষামবান্" হোম করিবে। দাবাগ্নি সংসর্গেও এই নিয়ম। দ্বিধাভূত অগ্নির পরস্পর সংসর্গে হৃদয়ে তাপ লাগিতে থাকিলে সংস্পৃষ্ট অনল নির্ব্বাণ করিবে আর দ্বিধাভূত হইয়া অসংস্পৃষ্ট হওয়াতে নির্ব্বাণোন্মুখ হইলে তাহা প্রজ্বলিত করিবে। গিরিশর্ম্মা এই কথা বলেন। স্বীয় অগ্নিতে এক মাত্র সমিধ আহুতি ব্যতীত অন্যের জন্য হোম হইবে না। তবে যতদিন পুত্র ভূমিষ্ট না হয়, ততদিন গর্ভসংস্কারার্থ আহুতি দিতে পারিবে। সর্ব্বত্র নামকরণাদি হোমেই লৌকিক অগ্নি গ্রাহ্য; কেননা পিতার সংস্কৃত অগ্নিতে আর কখন পুত্রের হয় না। যাহার অগ্নিতে অপরের জন্য হোম হইবে, সে বৈশ্বানর দৈবত্য চরু পাক করিয়া হোম করিবে ইহাই তাহার প্রায়শ্চিত্ত। আপনার অগ্নিতে পরে হোম করিলে, আপনি পরের অগ্নিতে হোম করিলে, পিতৃযজ্ঞ না করিলে, বৈশ্বদেবহয় না করিলে, নবযজ্ঞ না করিয়া নবান্ন ভোজন করিলে বা পতিতার ভোজন করিলে বৈশ্বানর চরু হইবে। পিতা পুত্রের বিবাহ পর্য্যন্ত সকল সংস্কার কার্য্যে স্বীয় পিতৃ পিতামহাদিকে পিণ্ডদান করিবে। পিতা না থাকিলে পিতামহদিগকে পিণ্ডদান করিবে। যদি পত্নী ভূতপ্রবাচন কালে রজোদোষাদিবশতঃ সমীপবর্ত্তিনী না হয় তাহা হইলে যাজ্ঞিকগণ কিরূপ করিবে? যে রমণী মহানসে অন্নপাক করিবে সেই সবর্ণা রমণী দ্বারা ভূতপ্রবাচন করিবে অথবা প্রণবাদি করিয়া করিবে ইহা কাত্যায়নের বাক্য। যজ্ঞ, বাস্তু, কুশমুষ্টি, কুশস্তম্ভ, কুশবটু, কুশাসন ও কুশাস্তারণে কুশের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট নাই।

অষ্টাদশ খণ্ড সমাপ্ত।

একোনবিংশ খণ্ড।

সাগ্নিক ব্রাহ্মণ, বিশেষ প্রয়োজন হইলে স্বীয় পত্নীর নিকট অগ্নি স্থাপন করিয়া ও ঋত্বিক স্থির করিয়া প্রবাসে যাইতে পারিবে। বৃথা প্রবাসে যাইবে না; এবং কোন স্থানে বহুদিন থাকিবে না। এই ব্রাহ্মণ, প্রবাসে থাকিয়া শুচি এবং নিরলস ভাবে উপবেশন করিয়া সমুদয় নিত্যকর্ম্মের কথা মনে মনে চিন্তা করিবে। পতিভক্তা রমণীও সৌভাগ্য, ধন সম্পত্তি এবং অবৈধব্য ইচ্ছা করিলে অবিচ্ছেদে বিনীত ভাবে অগ্নির পরিচর্য্যা করিবে। যে স্ত্রী, বীরপ্রসবিনী, আজ্ঞাকারিণী, প্রিয়া, প্রিয়ভাষিণী কার্য্যদক্ষ ও শুদ্ধা হইবে একার্য্যে তাহাকেই নিয়োগ করিবে। একের দ্বারা পরিচর্য্যার অসম্ভব হইলে জ্যেষ্ঠতা ও শক্তি অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বা একত্র মিলিত হইয়া জ্ঞান ও শাস্ত্রানুসারে অগ্নিপরিচর্য্যা করিবে। সৌভাগ্য দ্বারা স্ত্রীলোকের জ্যেষ্ঠতা, বিদ্যা দ্বারাই ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠতা; স্বামী, খ্যাতি বা তপস্যা দ্বারা স্ত্রীলোকের উপর সন্তুষ্ট হয় না। ভর্ত্তার আজ্ঞাকারিণী বহুতর ব্রতচরণ দ্বারা উমার ন্যায় অগ্নির সন্তোষসাধন করিতে পারে, সেই রমণী পরজন্মে সৌভাগ্যশালিনী হয়। বিনয়-নম্রা হইলেও যে স্ত্রী ভর্ত্তার নিকট দুর্ভগা সে, নিশ্চয় জন্মান্তরে উমা অগ্নি ও ভর্ত্তার অবজ্ঞা করিয়া

দ্বিজ যে ব্যক্তি, প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া শ্রোত্রিয়, সুভগানারী, গো, অগ্নি এবং অগ্নিচিতি অবলোকন করে, সে সমস্ত বিপৎ হইতে মুক্ত হয়। আর যে ব্যক্তি, প্রাতঃকালে উঠিয়া পাপিষ্ঠ ব্যক্তি, দুর্ভগানারী, অন্ত্যজ, উলঙ্গ এবং ছিন্ন-নাসিক ব্যক্তিকে অবলোকন করে, সে কলিযুক্ত হয়। স্ত্রীলোক, মোহবশতঃ স্বামীকে উল্লঙ্ঘন করিলে কোন্ কোন্ নরকে না গমন করে। তাহার পর বহুক্লেশে মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইয়া কোন্ কোন্ দুঃখ ভোগ না করে। স্ত্রীলোক, কেবল পতিশুশ্রূষা করিলেই সমস্ত স্বর্গলোক ভোগ করে। স্বর্গ হইতে পুনরায় ইহলোকে আসিয়া সুখের সাগর হইয়া থাকে। যদি সাগ্নিক ব্যক্তি, পত্নীসত্ত্বে কোন কারণে অন্য বিবাহ করিতে অভিলাষী হয়, তাহা হইলে ইহার হোম কোন্ অগ্নিকে বিধেয়। স্বীয় অগ্নিতেই হোম হইবে; কদাচ লৌকিক অগ্নিতে হোম হইবে না। কেন না আহিতাগ্নির নিজকর্ম্ম লৌকিকাগ্নিতে হইতে পারে না। অন্য দ্বারা ষড়াহুতিকহোম করাইবে। যতদিন না পরিণীত হয়, তত দিন আপনার প্রয়োজন থাকে না। পূর্ব্বে যে ত্রিবিকল্প প্রায়শ্চিত্তের কথা বলিয়াছি, শিষ্ট যজ্ঞবেত্তাগণ তাহাকেই ষড়াহুতিক বলিয়াছেন।

একোনবিংশ খণ্ড সমাপ্ত।
দ্বিতীয় প্রপাঠক সমাপ্ত।

বিংশ খণ্ড।

ঋত্বিক্ প্রভৃতি কেহই দম্পতির অসাক্ষাতে হোম করিবে না। দুইজনেরই অসাক্ষাতে যে হোম করিবে তাহা নিরর্থক হইবে। যদি সাগ্নিক ব্যক্তি সীমা উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক অগ্নি পরিত্যাগ করিয়া ভার্য্যার সহিত গমন করে অথচ তাহাতে হোমকাল অতীত হইয়া যায়, তাহা হইলে পুনরায় অগ্ন্যাধান করিতে হইবে। যাহার বহুতর ভার্য্যা, তাহার জ্যেষ্ঠ পত্নী যদি অতিক্রম করিয়া গমন করে, তাহা হইলে কেহ কেহ পুনরায় অগ্ন্যাধান করিতে বলেন; কিন্তু মহর্ষি গৌতম তাহা ইচ্ছা করেন না। অনুরূপা পত্নী অগ্রে মরিলে তাহাকে সপাত্র ঐ অগ্নি দ্বারা দাহ করিবে। পুনরায় অবিলম্বে বিবাহ করিয়া অগ্ন্যাধান করিবে। দ্বিজ, সুশীলা সবর্ণা পত্নী পূর্ব্বে মরিলে ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি, অগ্নিহোত্রক্রমে যজ্ঞপাত্র সকলের সহিত দাহ করিবে। যে ব্যক্তি, প্রথম পত্নী জীবিত থাকিতে দ্বিতীয় পত্নী মরিলে ঐ বৈতানিক অগ্নি দ্বারা তাহাকে দাহ করিবে সে ব্যক্তি ব্রহ্মঘাতীর তুল্য। দ্বিতীয় পত্নীর মরণে যে ব্যক্তি অগ্নিহোত্র ত্যাগ করে এবং যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক উহা ত্যাগ করে, তাহাদিগকে "ব্রহ্মোজ্ঝ" বলিয়া জানিবে। ভার্য্যার মৃত্যু হইলেও বৈদিকাগ্নি ত্যাগ করিবে না। যাবজ্জীবন তাহাতে স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করিবে। অচ্যুত শ্রীরামও যশস্বিনী পত্নী সীতার সুবর্ণময় প্রতিমূর্ত্তি করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত বিবিধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি স্বীয় অগ্নিহোত্র দ্বারা কোনরূপে পত্নীদাহ করে। তাহাতে সেই পুরুষ রমণী হয় ও ইহার ভার্য্যা পুরুষ হইয়া থাকে। দ্বিজ, পিতা মহাপাতকী হইলে, মাতা যদি মৃত বা দেশান্তর গত হন তাহা হইলে পুত্র, পিতার অগ্নিহোত্ররক্ষা করিতে অধিকারী। যদি নির্দ্দোষ মাননীয়া ভার্য্যা স্বামীকর্ত্তৃক অবমানিতা হইয়া মরে তাহা হইলে ঐ রমণী তিন জন্ম পুরুষ হইবে এবং ঐ পুরুষ স্ত্রী জাতিত্ব প্রাপ্ত হইবে। পুনরায় অগ্ন্যাধান করিতে হইলে তাহাও পূর্ব্ববৎ হইবে। প্রভেদের মধ্যে এই যে পুনরাধান কার্য্যে অগ্ন্যুপস্থান এবং অষ্ট আজ্যাহুতিদিতে হয়। ব্যাহৃতি হোম-পর্য্যন্ত করিয়া অগ্নির উপস্থান করিবে। "কস্তেজামি" ইত্যাদি কেবল আগ্নেয় সূক্ত পাঠ করিবে। "অগ্নিমীড়ে" (১) "অগ্ন আয়াহি" (২) "অগ্ন আয়াহিবীতয়ে" (৩) "অগ্নির্জ্যোতি" ইত্যাদি মন্ত্রত্রয় (৪—৬) "অগ্নিংদূতং" (৭) এবং "অগ্নেমৃড়" (৮) এই অষ্ট মন্ত্রদ্বারা যথাবিধি যথাক্রমে অষ্টাহুতি প্রদান করিয়া পূর্ণাহুতি প্রভৃতি অন্য সমস্ত কার্য্য পূর্ব্ববৎ কর্ত্তব্য। পূর্ব্ব অরণিদ্বয়ের অল্পমাত্র অবয়বও যাবৎ বর্ত্তমান থাকিবে তাবৎ অন্য অরণিদ্বয়ে অগ্ন্যাধান করা অবিধেয়। স্রুক্ স্রুবাদি বিনষ্ট হইলে তাহা ঐ জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে।

বিংশ খণ্ড সমাপ্ত।

একবিংশ খণ্ড।

পীড়াবশতঃ স্বয়ং হোম করিতে অসমর্থ হইলে অগ্নি-সমীপে উপসর্পণ করিবে। তাহাতেও অসমর্থ হইলে শয়ন হইতে উঠিয়া বসিবে সায়ং আহুতি দিবার সময়ে গৃহীকে যদি আসন্ন-মৃত্যু বলিয়া বুঝা যায় তাহা হইলে তখনই প্রাতর্হোম হইবে। ইহার পরেও যদি গৃহী প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকে তাহা হইলে ইচ্ছা করে ত পুনরায় প্রাতর্হোম করিবে নতুবা করিবে না। গৃহী প্রাণত্যাগ করিলে তাহাকে স্নান করাইয়া শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করাইবে। অনন্তর দক্ষিণশিরা করিয়া কুশাস্তৃত ভূমিতে শয়ন করাইবে। অনন্তর তাহাকে ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া পুনরায় স্নান করাইবে। পরে অন্য যজ্ঞোপবীত পরাইবে এবং কুসুমভূষিত করিবে, ও তাহার সর্ব্বাঙ্গ চন্দনলিপ্ত করিবে। অনন্তর পুত্রগণ তাহার সপ্তচ্ছিদ্রে সুবর্ণখণ্ড দিয়া অন্য বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া ইহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইবে। অগ্রে অগ্রে অগ্নিহোত্র পশ্চাতে মৃত-অগ্নিহোত্রীকে লইয়া যাইতে যাইতে আমপাত্রে গৃহীত অন্ন অর্দ্ধেক ভাগ পথে ছড়াইবে—অপরার্দ্ধভাগ পিণ্ডের জন্য রাখিবে। অনন্তর দাহকর্ত্তা পুত্রাদি শ্মশানে গিয়া দক্ষিণাস্যে বামজানু পাতন-পূর্ব্বক উপবেশন করত পিণ্ডদান রীতি-অনুসারে, সেই অর্দ্ধভাগ অন্ন তিলযোগে দান করিবে। অনন্তর, স্নান করিয়া পবিত্র ভূতলে চিতাযোগ্য পঞ্চবিধ ভূসংস্কার করিয়া তাহাতে কাষ্ঠরাশি সজ্জিত করিবে। তদুপরি এই সাগ্নিক ব্যক্তিকে উত্তান এবং দক্ষিণ-শিরা করিয়া শয়ন করাইয়া ইহাঁর মুখে আজ্যপূর্ণ স্রুক্ নাসিকাতে দক্ষিণাগ্র স্রুব, পাদদ্বয়ে পূর্ব্বা অরণী বক্ষস্থলে উত্তরা অরণি, বাম পার্শ্বে শূর্প, দক্ষিণ পার্শ্বে চমস, উরুমধ্যদ্বয়ে মুষল ও মুত্র জত্রুদেশে উদূখল স্থাপন করিবে। নিরগ্নি ব্যক্তিকে অধোমুখ করিয়া স্থাপন করিবে। দাহক ব্যক্তি সঞ্চ লোচন ব্যতীত হইবে না। সংযত বাক্য দক্ষিণ মুখ এবং বিকুতোত্তরীয় হইয়া এই সকল কার্য্যকরিয়া বামজানু পাতনপূর্ব্বক দক্ষিণ মুখ হইয়া শনৈঃ শনৈঃ মুখাগ্নি করিবে। "তুমি ইহাঁরদ্বারা উৎপাদিত হইয়াছিলে, ইনি আবার তোমার সাহায্যে দেহান্তর লাভ করুন ইনি স্বর্গলোকে গমন করুন" অগ্নিদান সময়ে এই মন্ত্র পাঠ করিবে। গৃহস্বামী এইরূপে দগ্ধ হইলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি ইহাঁকে দগ্ধ করে, সেও অনিন্দিত সন্তান লাভ করে। যেমন পথিক নিজের অস্ত্র সঙ্গে থাকিলে নির্ভয়ভাবে অরণ্য অতিক্রম করিয়া গন্তব্য স্থান প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ এই সাগ্নিক ব্যক্তি যজ্ঞপাত্রাদি দ্বারা ভূষিত হইয়া অন্য লোক সকল অতিক্রমপূর্ব্বক ব্রহ্মই লাভ করে।

একবিংশ খণ্ড সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ খণ্ড।

অনন্তর, সকল শব-স্পর্শীরাই চিতাগ্নির দিকে না চাহিয়া জলে গিয়া সবস্ত্র স্নানান্তে আচমনপূর্ব্বক দক্ষিণাগ্র কুশ করিয়া প্রেতোদ্দেশে প্রত্যেককে সতিল জলগণ্ডুষ দান করিবে। গোত্র নাম উল্লেখের পর "তর্পয়ামি" বলিবে ইহা তর্পণের মন্ত্র। সকলে এইরূপ তর্পণ করিয়া পুনরায় স্নান আচমন করিবার পর শাদ্বল ভূমিতে উপবিষ্ট হইলে তাহাদিগের অনুগামী লোকেরা তাহাদিগকে বলিবে;—"সকল প্রাণীই অনিত্য, ইহার জন্য তোমরা শোক করিও না। যত্নপূর্ব্বক ধর্ম্ম কার্য্য কর; এই ধর্ম্মই তোমাদিগের সহগমন করিবে। কদলীস্তম্ভসদৃশ অসার, জলবুদ্বুদ সদৃশ নশ্বর এই মনুষ্যদেহে যে ব্যক্তি সার অন্বেষণ করে, সে অতিশয় মূঢ়। পৃথিবী বল দেবতা বল, সকলেরই নাশ আছে, তবে ফেণ তুল্য মর্ত্ত্যলোক, বিনষ্ট না হইবে কেন? পাঁচ প্রকার জিনিসে গঠিত সেই শরীর যদি শরীর ধারণ জনিত কর্ম্ম ফলে পঞ্চরূপে পরিণত হইয়াই থাকে, তাহাতে আবার শোক কি? সকল সঞ্চয়ের শেষ ক্ষয়, উন্নতির শেষ পতন সংযোগের শেষ বিয়োগ এবং জীবনের শেষ মরণ। বান্ধবেরা রোদন সময়ে যে শ্লেষ্মা ও নেত্রজল পরিত্যাগ করে মৃতব্যক্তি অবশ হইয়া তাহা ভোজ-

করিতে বাধ্য হয়। অতএব রোদন করা অনুচিত, যত্ন-সহকারে মৃতের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করাই বিধেয়।" এইরূপ কথিত হইয়া তাহারা কনিষ্ঠানুক্রমে গৃহ গমন করিবে। অপরে, স্নান অগ্নিস্পর্শ ও ঘৃত ভোজন করিলে শুদ্ধ হইবে।

দ্বাবিংশ খণ্ড সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশ খণ্ড।

আহিতাগ্নি ব্যক্তির পাত্রন্যাসাদি এইরূপেই হইবে এ বিষয়ে কৃষ্ণাজিন প্রভৃতি লইয়া সূত্র কথিত বিশেষ বিধি আছে। বিদেশে মরিলে অস্থিসকল আহরণ পূর্ব্বক ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া তাহা উর্ণাদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া দাহ করিবে পাত্রন্যাসাদি পূর্ব্ববৎ হইবে। অস্থি না পাওয়া যাইলে অস্থিসমসংখ্যক পর্ণ সকল উক্ত রীতি-ক্রমে দাহ করিবে; তদবধি অশৌচ হইবে। সাগ্নিক ব্যক্তি যদি স্বয়ং মহাপাতকযুক্ত হয় তাহা হইলে, তদীয় পুত্রাদি, যে পর্য্যন্ত তাহার পাপ ক্ষয় না হয় তদবধি অগ্নি রক্ষা করিবে। যে ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত না করিবে, বা করিতে করিতে মরিয়া যায়,তাহার গৃহ্য অগ্নি নির্ব্বাপিত করিবে এবং শ্রৌতঅগ্নি উপকরণের সহিত জলে ফেলিয়া দিবে। অথবা উভয় অগ্নিকেই জলসাৎ করিবে, যেহেতু অগ্নি জল হইতে উদ্ভূত। পাত্র সকল কোন ব্রাহ্মণকে দান করিবে, দগ্ধ করিবে অথবা জলেই ফেলিয়া দিবে। সৎপথস্থিতা রমণীকেও এই রীতি-ক্রমে দগ্ধ করিবে; তবে ইঁহার পক্ষে অগ্নি-দানের মন্ত্রটী প্রয়োগ করিবে না। ইহা নিয়ম। ভার্য্যা যদি স্বাধীনা পতিতা না হয়, তাহা হইলে ঐ অগ্নি দ্বারাই তাহার শব দাহ করিবে। তৎপরে অগ্নিপাত্র সকলকে তদীয় চিতার সমীপে পৃথগ্‌ভাবে দাহ করিবে। পরদিনে, বা তৃতীয় দিনে অস্থিসঞ্চয়ন হইবে। ঋষিগণ এই কার্য্যে যে বিধির আদেশ করিয়াছেন অধুনা তাহা কথিত হইতেছে। পূর্ব্ববৎ স্নান পর্য্যন্ত সমাধা করিয়া প্রাচীনাবীতি (ও দক্ষিণমুখ) হইয়া তূষ্ণীভাবে সব্যহস্ত দ্বারা অস্থিসকল সিক্ত করিবে। শমীশাখা এবং পলাশ শাখা দ্বারা ভস্ম হইতে অস্থি উদ্ধৃত করিয়া গব্য ঘৃতাভ্যক্ত করিবে, তৎপরে গন্ধজল দ্বারা অভিষিক্ত করিবে। মৃণ্ময় পাত্রের মধ্যে স্থাপন করিয়া তাহা সূত্রবেষ্টিত করিবে। পরে পবিত্র ভূমিতে গর্ত্ত খুড়িয়া দক্ষিণমুখ হইয়া সেই খানে তাহা পুঁতিয়া ফেলিবে। পঙ্কপিণ্ড ও শৈবাল দ্বারা গর্ত্ত পূরণ করিয়া এবং তাহা উপরে দিয়া অবশিষ্ট পৌর্ব্বাহ্নিক কার্য্য সমাধা করিবে। নিরগ্নি মৃতব্যক্তিরও দাহবিধি এইরূপ; স্ত্রীলো-কেরন্যায় তাহাদিগকে অগ্নিদান করিবে; অনন্তর অনুক্ত কথা কথিত হইতেছে।

ত্রয়োবিংশ খণ্ড সমাপ্ত।

চতুর্ব্বিংশ খণ্ড।

অশৌচ হইলে সন্ধ্যা প্রভৃতি নিত্যকর্ম্ম না করা বিধি। শুকার দ্বারাই হউক আর জল দ্বারাই হউক শ্রৌত অগ্নিতে অকৃত অন্ন দ্বারা তদভাবে কৃতাকৃত অন্ন দ্বারা তদভাবে অধারম্ভ বিধি অনুসারে কৃতান্ন দ্বারা হোম করাইবে। ওদন ও শক্তু প্রভৃতি, কৃতান্ন; তণ্ডুল প্রভৃতি কৃতাকৃত অন্ন; এবং ব্রীহি প্রভৃতি অকৃত অন্ন—পণ্ডিতগণ এই ত্রিবিধ হব্যের কথা বলিয়াছেন। অশৌচ, প্রবাস, অশক্তি এবং ব্রাহ্মণ ভোজন ইত্যাদি নিমিত্ত উপ-স্থিত হইলে অপর দ্বারা হোম করাইবে। ব্রহ্মচারী অশৌচেও কখন স্বীয় কর্ম্মত্যাগ করিবে না; দীক্ষার পর যজ্ঞ বা কৃচ্ছ্রাদি তপস্যাতেও অশৌচ প্রতিবন্ধক হইবে না। পিতৃমরণেও ইহাদিগের কদাচ দোষ হয় না। ব্রহ্মচারীর অশৌচ কর্ম্মান্তে হইবে বা তিন দিন হইবে। সাগ্নিক ব্যক্তির শ্রাদ্ধ দাহ হইতে একাদশ দিনে কর্ত্তব্য। তবে সাংবৎ-সরিক শ্রাদ্ধ সকলের পক্ষেই মৃতাহে কর্ত্তব্য। বারটা মাসিক, আদ্য শ্রাদ্ধ, ষাণ্মাসিকদ্বয় এবং সপিণ্ডীকরণ এই ষোড়শ শ্রাদ্ধ। এক দিন বা তিন দিন কম ছয় মাসে অর্থাৎ ষষ্ঠ মাসীয় মৃততিথির পূর্ব্ব দিনে বা তিন দিন পূর্ব্বে প্রথম ষাণ্মাসিক এবং একদিন বা তিন দিন কম সংবৎসরে দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক হইবে।

(তিন দিন কম ষষ্ঠমাসাদিতে ষাণ্মাসিক করা এদেশে ব্যবহার নাই)। অপুত্রব্যক্তির উদ্দেশে প্রথমোক্ত পঞ্চদশ শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। এবং অন্য শ্রাদ্ধও (সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধও) বৎসরের মধ্যে একদিন করিবে। সপুত্রব্যক্তির শ্রাদ্ধ সকল সময়ই হইতে পারে *। অপুত্রারমণীর স্বামীও কখন (পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ) করিবে না। পিতা ও পুত্রের এবং অগ্রজ ও অনুজভ্রাতার (পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ) করিবে না †। সাগ্নিকপুত্র একাদশ দিনে যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিয়া অমাবস্যায় মাতাপিতার সপিণ্ডীকরণ করিয়া ফেলিবে। সপিণ্ডীকরণের পর আর একোদ্দিষ্ট বিধি অনুসারে প্রতি মাসে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে না। গৌতম বলেন,—শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। কর্ষূসমন্বিত শ্রাদ্ধ, আদিম ষোড়শ শ্রাদ্ধ, এবং আব্দিক শ্রাদ্ধ ত্যাগ করিয়া অন্য সকল শ্রাদ্ধে ষট্‌পিণ্ড হইবে। ইহা নিয়ম। অর্ঘদান, অক্ষয্যোদক দান, পিণ্ডদান, অবনেজন এবং স্বধাবাচনস্থলে তন্ত্রতা হইবে না। যাহারা ব্রহ্মদণ্ড প্রভৃতিবশে পরলোকগত হওয়ায় অগ্নি সংস্কৃত হয় নাই, তাহাদিগের কখনই শ্রাদ্ধাদি সংস্কার হইবে না।

চতুর্ব্বিংশ খণ্ড সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

বিবাহের পর চতুর্থী হোমে লাজবার্থিগণ মন্ত্রসংহতির মধ্যে অগ্নে ইত্যাদি পঞ্চমন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। তাহার প্রয়োগে বিংশতি মন্ত্র প্রযুক্ত হয়। অগ্নির স্থানে বায়ু, চন্দ্র ও সূর্য্যপদের উহ করিবে এবং পঞ্চম মন্ত্রে অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র ও সূর্য্য এই সমস্ত উহ করিয়া প্রত্যেক মন্ত্র চার চার বার পড়িয়া আহুতি দিবে এইরূপ শ্রুতি আছে। প্রথম পঞ্চকে পাঁচ মন্ত্রেই "পাপী লক্ষ্মীঃ" এই পদ থাকিবে। দ্বিতীয় পঞ্চকে "পতিঘ্নী" তৃতীয় পঞ্চকে "অপুত্রা" এবং চতুর্থ পঞ্চকে "অপসব্যাঃ" পদ থাকিবে। এই বিংশতি আহুতি। ধৃতি-হোমে স্বাহাযোগে চতুর্থী হইবে না, অষ্ট গোনাম হোমেও চতুর্থী হইবে না, গোনাম হোমে চতুর্থী স্থলে "অঘ্ন্যা" শব্দ প্রয়োগ হোম করিতে হইবে। (গোভিল-সূত্রে দ্বিতীয় পুংসবন প্রকরণে বট-শুঙ্গা ক্রয়ের বিধি আছে, কাত্যায়ন শুঙ্গাশব্দের অর্থ এবং কে ক্রয় করিবে তাহা আদেশ করিতেছেন)। শাখার গূঢ় অগ্র পল্লবের নাম শুঙ্গা। ব্রতবতী পতিব্রতা নারী, বিদ্যাহীন ব্রহ্মবন্ধু—ঐ শুঙ্গাক্রয় করিবে। (গোভিল সীমন্তোন্নয়ন প্রকরণে যে সকল অস্পষ্ট শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন এখানে তাহার অর্থ লিখিত হইতেছে)। শলাটুশব্দে নীল ; গ্রপ্স শব্দে স্তবক বোধ হয়। মস্তকের উভয় পার্শ্বের কেশের নাম কপুচ্ছিকা এবং পশ্চাদ্বর্ত্তি কেশের নাম কপুচ্ছল। শললী শব্দে শেজারু কাঁটা, বীরতর শব্দে শর। তিল ও তণ্ডুল একত্র পক্ক হইলে তাহার নাম কৃষর। নামকরণ-সংস্কারে গোভিলসূত্রে সকলের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণ নক্ষত্র ও নক্ষত্রাধিষ্ঠাতৃ দেবগণের পূজা উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে মুনি, বসু, পিশাচ, যক্ষ, পিতৃ ও বিশ্বেদেবগণের বহুবচনান্ত উল্লেখ করিয়া হোম করিবে। উহারা যথাক্রমে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। কৃত্তিকা, রোহিণী, অশ্লেষা, মঘা, বিশাখা, অনুরাধা, পূর্ব্বাষাঢ়া, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, ও অশ্বিনী ভরণী নক্ষত্রের মধ্যে এই ছয় যোড়ার প্রত্যেকটীর হোমই বহুবচনান্ত উল্লেখ করিয়া করিবে। অবশিষ্ট দুই যোড়ার অর্থাৎ পূর্ব্বফল্গুনী পূর্ব্বভাদ্রপদ উত্তরভাদ্রপদের দ্বিবচনান্ত উল্লেখে এবং অপর সকল নক্ষত্রের একবচনান্ত উল্লেখে হোম হইবে। নক্ষত্রাধিষ্ঠাতৃদেবগণের মধ্যে সর্প, বায়ু, সোম, বিশ্বেদেব এবং পিতৃগণের হোম বহু বচনান্ত উল্লেখে এবং রুদ্র ও অশ্বিনের হোম দ্বিবচনান্ত উল্লেখে হইবে। উহারা যথাক্রমে অশ্লেষা, ধনিষ্ঠা, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, মঘা

* এই ১০ম বচন রঘুনন্দন অন্যরূপে পাঠ করিয়াছেন যথা—

"যানি পঞ্চদশাদ্যানি অপুত্রস্যেতরাণ্যপি।
একস্যৈব তু দাতব্যমপুত্রায়াশ্চ যোষিতঃ॥"

"অপুত্র পুরুষের এবং অপুত্রা (ও বিধবা) রমনীর কেবল প্রথম পঞ্চদশ শ্রাদ্ধ এবং প্রতিবর্ষ কর্ত্তব্য একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবে (পঞ্চদশ শ্রাদ্ধবিধান পিতৃ পর্য্যন্ত রহিত পুরুষের পক্ষে জানিবে)। আমরা এই পাঠকেই প্রামাণিক বোধ করি।

† এই বচনের সহজ অর্থ; স্বামী অপুত্রা রমণীর পিতা পুত্রের এবং অগ্রজ অনুজের উক্ত শ্রাদ্ধ ব্যতীত অন্যশ্রাদ্ধ করিবে না।

উত্তরভাদ্রপদ এবং অশ্বিনী নক্ষত্রের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা*।

গুরু, ব্রহ্মচারীকে কোনকার্য্যে আদেশ করিলে ব্রহ্মচারী "বাঢ়ং" (ভাল) অথবা "ওঁ" (আচ্ছা) বলিয়া সেই কার্য্য যথোচিতরূপে পালন করিবে। যদি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী না হয় তাহা হইলে, ব্রহ্মচারী সমাবর্ত্তন স্নান পর্য্যন্ত সশিখ বপন করিবে। ব্রহ্মচারী, বিনা আপদে কদাচ গাত্রের মলাপকর্ষণ করিবে না। জল-ক্রীড়া বা অলঙ্কার ধারণও করিবে না; এবং দণ্ডবৎ স্নান করিবে। দেবগণের বিপর্য্যাস-ক্রমে হোম হইলে কি হইবে?—সমস্ত অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ প্রায়শ্চিত্ত হোম করিয়া পরে ঠিক অনুক্রমে সেই সকল দেবগণের হোম করিবে। উপনয়নের পূর্ব্ববর্ত্তী যে কোন সংস্কারের কালাত্যয় হইলে এই সমস্ত প্রায়-শ্চিত্ত হোম করিয়া তাহা করিবে। যে ব্যক্তি নব যজ্ঞ না করিয়া অজ্ঞানতঃও নবান্ন ভোজন করে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত বৈশ্বানর চরু বিহিত আছে।

পঞ্চবিংশ খণ্ড সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশ খণ্ড।

সমশনীয় চরু এবং গোমেধ যজ্ঞ বৃষোৎসর্গ, অশ্বমেধ যজ্ঞ, ও কৃষ্যারম্ভ এই সমস্ত কার্য্যের চরু আর শ্রাবণী পূর্ণিমা ও প্রদোষের চরুতে নির্ব্বাপ এবং হোম হইবে কিরূপ? সেই সেই কর্ম্মের দেবতা সংখ্যা অনুসারে দেবতা নামো-ল্লেখ পূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ নির্ব্বাপ গ্রহণ করিবে। ...প করিয়া দুইবার গ্রহণ করিবে। হোমও পৃথক্ পৃথক্ হইবে। যাবৎ চরু দ্বারা সেই সেই কার্য্যে কথিত হোম সমাধা হইয়া কিছু অবশিষ্ট থাকিতে পারে তাবৎ চরু নির্ব্বাপণ করিবে। সমশনীয় চরু এবং পিতৃযজ্ঞীয় চরুতে লক্ষণ দ্বারা হোম করিবে। কেহ কেহ বলেন উপস্তীর্ণ ও অভিঘারিত করিয়া হোম করিবে। (স্রুকের দ্বারা স্রুব পাত্রে যে প্রথম হবি গৃহীত হয় তাহার নাম উপস্তীর্ণ; এবং যে হবি গ্রহণ করিয়া অনন্তর আজ্য প্রদত্ত হয় তাহা অভিঘারিত)। গোভিল বৃষোৎসর্গের বিধি ও কালকীর্ত্তন করেন নাই। অতএব কাত্যায়নের ইহা সংক্ষেপে কীর্ত্তিত। অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং প্রস্তরারোহণের ও সেই পারিভাষিক কাল অন্য কোন উপদেশগ্রন্থে কথিত আছে। অথবা মার্গশীর্ষ্য দিনে গোমেধ যজ্ঞের কাল এবং নীরাজ দিনে অশ্বমেধ যজ্ঞের কাল ইহা শাস্ত্রান্তরে বিহিত আছে। শরৎকালে ও বসন্তকালে কেহ কেহ নবযজ্ঞ করিতে বলেন। কেহ কেহ বলেন ধান্য পাক বশে নবযজ্ঞ হইবে। আর বানপ্রস্থদিগের শ্যামাক ধান্য-পাক সময়ে নবযজ্ঞ হইবে বলিয়া কথিত আছে। আশ্বিনী পূর্ণিমা কর্ত্তব্য কর্ম্ম, কৃষি এবং বাস্তুশমে যজ্ঞার্থতত্ত্ববেত্তা যাজ্ঞিকগণ এইরূপ হোম হইবে বলেন;—যথা যথাক্রমে দুই আহুতি, পাঁচ আহুতি ও দুই আহুতি হবির্দ্বারা হইবে। অবশিষ্ট আহুতি সকল আজ্য (ঘৃত) দ্বারা হইবে কাত্যায়ন ইহা বলেন। আজ্য সংযুক্ত দুগ্ধ কাহারও কাহারও মতে দধি "পৃষাতক" নামে অভিহিত হয়। তাহা উপাসাদন করিয়া পায়স চরু করিবে। ব্রীহি, শালি, মুদগ, গোধূম, সর্ষপ, তিল এবং যব এই সপ্ত ঔষধি ধারণ করিলে বিপৎ নষ্ট হয়। গৌতমাদি ঋষিগণ এই সকল সংস্কার স্মরণ করিয়াছেন। অনন্তর যথাকালে কথিত অষ্টকাদি সমুদায় কার্য্য করিবে। যে দ্বিজ, একবারও অষ্টকাদি কার্য্য করিবে, সে, পঙ্‌ক্তি-পাবন হইয়া ঘৃতস্রাবী লোকে গমন করে, যে ব্যক্তি, কর্মস্থ হইয়া এক দিনও শুচিভাবে অগ্নি পরিচর্য্যা করে, সে তৎফলেই একশত দিন স্বর্গভোগ করে। যে ব্যক্তি অগ্নি আধান পূর্ব্বক দেবাদিকে আশাবিত করিয়া এই সকল কর্ম্মদ্বারা তাঁহাদিগের পূজা না করে, সেই দেব প্রভৃতির নিরাকর্ত্তা ব্যক্তি "নিরাকৃতি" বলিয়া জ্ঞাতব্য।

ষড়্‌বিংশ খণ্ড সমাপ্ত।

---

* মূলের ১২ শ্লোক
"দেবতা অপি হূয়েত্তে বহুবৎ সর্পদেবপাঃ।
দেবৌক পিতৃদেব বিবশ্বাবিবৌ সদা।"
রঘুনন্দন এই রূপে পাঠ করেন। তাঁহার পাঠই পদ্ধতি প্রামাণিক; তদনুসারে অনুবাদ করা হইল।

সপ্তবিংশ খণ্ড।

কর্ম্মের আদিতে বিহিত শ্রাদ্ধ (নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ) কর্ম্ম শেষ বিহিত দক্ষিণা এবং অমাবস্যা-কর্ত্তব্য দ্বিতীয় শ্রাদ্ধের নাম "অন্বাহার্য্য"। মাতৃপূজার অনু অর্থাৎ পরে কর্ত্তব্য বলিয়া নান্দীমুখ শ্রাদ্ধের নাম 'অন্বাহার্য্য'; কর্ম্ম শেষ কর্ত্তব্য বলিয়া দক্ষিণার নাম 'অন্বাহার্য্য'; আর পিণ্ড পিতৃযজ্ঞের পরে কর্ত্তব্য বলিয়া অমাবস্যা শ্রাদ্ধের নাম 'অন্বাহার্য্য'। একসাধ্য ব্রহ্মশূন্য হোমে বর্হিরাস্তরণ, পরিসমূহন এবং উদগাসাদন নাই, কেন না তাহা "ক্ষিপ্র হোম" বলিয়া বিদিত। ব্রীহি ও যবের অভাবে, দধি বা দুগ্ধ দ্বারা, তদভাবে যবাগূ এবং তদভাবে জল দ্বারাও হোম করিবে। রৌদ্র, রাক্ষস, পিত্র্য, আসুর বা আভিচারিক মন্ত্র উচ্চারণ করিলে আত্মদেহ স্পর্শ করিয়া জল স্পর্শ করিবে। যে ব্যক্তি লবণ, মধু, মাংস বা ক্ষারাংশ আহুতি দেয় সে, উপবাসান্তে ভোজন করিবে। হোতা ও হব্যের অভাবে যথাকালে সায়ং হোম না হইলে, পরদিন প্রাতর্হোমের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত সায়ংহোম করিতে পারিবে, তবে কিনা প্রায়শ্চিত্ত হোম করিয়া ঐ হোম করিতে হইবে, সায়ং হোমকালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রাতর্হোমকাল থাকে। পৌর্ণমাসের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দর্শযাগের কাল থাকে। এবং দর্শের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পৌর্ণমাস যাগে কাল থাকে। বৈশ্বদেব অতিক্রান্ত হইলে এক অহোরাত্র উপবাস করিবে। তৎপরে প্রায়শ্চিত্ত হোম করিয়া ঐ ব্রত আরম্ভ করিবে। সায়ং হোম এবং প্রাতর্হোম এই দুই বার হোম না হইলে, বা দর্শ যাগ ও পৌর্ণমাস যাগ না হইলে পুনরায় অগ্ন্যাধান করিবে ইহা ভার্গবের মত। (গোভিলোক্ত কতিপয় শব্দের অর্থ লিখিত হইতেছে)। অনধীত বেদ বালকের "মাণবক" সংজ্ঞা; "এণ" শব্দে কৃষ্ণসার মৃগ বুঝিবে। রুরু শব্দে গৌরবর্ণ মৃগ, আর "স্বর" শব্দের অর্থ "শল।"* ব্রাহ্মণের দণ্ড, পরিমাণে কেশ পর্য্যন্ত, ক্ষত্রিয়ের ললাট পর্য্যন্ত এবং বৈশ্যের নাসিকা পর্য্যন্ত হইবে। সকল জাতির দণ্ডই সরল, অক্ষত ও সৌম্য দর্শন হইবে; প্রাণীগণের উদ্বেগকর হইবে না ত্বক্‌যুক্ত হইবে; আর অগ্নিদূষিত হইবে না। গোরু, বড়ই প্রধান, ইহা ব্রাহ্মণেরা বলেন; বেদেও ইহা কথিত আছে। গোরু হইতে প্রধান আর কিছু নাই এইজন্য "বর" শব্দে গো। যে সকল ব্রতের অন্তে দক্ষিণাবিধান নাই তথায় গুরুকে "বর" দান বা বস্ত্র দান করা কর্ত্তব্য। অস্থানে উচ্ছ্বাস বিচ্ছেদপূর্ব্বক ঘোষণা ও প্রামাদিক অধ্যাপনাদি দ্বারা শ্রুতির "যাত যামত্ব" হয়। দ্বিজগণ, প্রতিবর্ষে উপাকর্ম্ম ও উৎসর্গ করাতে, বেদ সকলের পুনরায় তেজোবৃদ্ধি হয়। দ্বিজগণ, অযাতযাম বেদ সাহায্যে লীলাবশতঃও যে কর্ম্ম করেন তাহা তাঁহাদিগের সদা সিদ্ধিকারক। আচার্য্য,—গায়ত্রী, সাম্য়ত্র এবং বার্হস্পত্য এই মন্ত্রত্রয় শিষ্টদিগকে উপদেশ দিয়া তৎপরে শ্রুতির উপাকর্ম্ম করিবে। সংহিতাতে যথাক্রমে একবিংশতি প্রকার ছন্দ আছে। সেই সেই ছন্দে গ্রথিত প্রথম প্রথম মন্ত্র দ্বারা ঐ সমস্ত ছন্দের হোম করা বিধি। গান ভাগ ব্রাহ্মণভাগ অঙ্গ এবং চর্চ্চামন্ত্রের উত্তরাদি পর্ব্ব দ্বারা হোম করিবে। উপাকর্ম্মে এই ষষ্টি হোম করিতে হয়।

সপ্তবিংশতি খণ্ড সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশতি খণ্ড।

যবের নাম অক্ষত; যব ভর্জ্জিত হইলে তাহাকে ধানা বলা যায় ভর্জ্জিত ব্রীহির নাম লাজ এবং যটের নাম খণ্ডিক। বিচক্ষণ ব্যক্তি দক্ষিণায়ন ছয় মাস উত্তর রহস্য এবং উপনিষৎ অধ্যয়ন করিবে না। ধর্ম্মবিৎ ব্যক্তি উপাকর্ম্ম করিয়া উত্তরায়ণে অধ্যয়ন করিবে। ইহাদিগের উৎসর্গ কর্ম্ম পৌষী পূর্ণিমাতে কিংবা মাঘ মাসেই হইতে পারিবে। অজাতলক্ষ্মা লোমশা এবং কাকবন্ধ্যাসদৃশা যুবতীকে বিবাহ

* ১১ শ্লোকের শেষ ভাগ

"স্বরঃ শল উচ্যতে"

রঘুনন্দন এইরূপে পাঠ করেন।

করিবে না তিন-পা-সংসক্ত পদক্ষেপের নাম প্রক্রম। সকল স্মার্ত্ত কর্ম্মে এবং শ্রৌত কর্ম্মে অধ্বর্য্যু কর্ত্তৃক কথিত আছে। যে দিকে বলি প্রদান করিবে সেইদিকেই মুখ ফিরাইয়া বলি দেওয়া বিধি। শ্রবণা কর্ম্মে সর্ব্বদা শুক্ল কর্ম্ম হইবে না। বলি শেষের আহুতি এবং অগ্নিপ্রণয়ন প্রত্যহ হইবে না কিন্তু উল্মুক প্রত্যহ হইবে। পৃষাতক প্রেক্ষণ এবং হুতাবশিষ্ট নবান্ন ভোজনের মন্ত্রোচ্চারণে সকলেই অধিকারী। ব্রাহ্মণগণ সমীপে না থাকিলে স্বয়ংই পৃষাতক দর্শন করিবে। নবযজ্ঞেও হবিঃ ভক্ষণ করিবে।

যদি সূতকাদি কোন কারণে শ্রবণা কর্ম্ম বিলুপ্ত হয়, তাহা হইলে, বলি ব্যতীত সম্পূর্ণরূপে আগ্রহায়ণিক কর্ম্ম করিবে। অতঃপর একমাস, অর্দ্ধমাস, সপ্তরাত্র, ত্রিরাত্র, একদিন অথবা সদ্যঃ; স্বস্তরশায়ী হইবে। অতঃপর মন্ত্র প্রয়োগ হইবে না। অগ্নিগৃহের নিয়মই থাকিবে না। আহতাস্তরণ হইবে না। দক্ষিণ ও পার্শ্বের কথা থাকিবে না। যদি দৃঢ় হয়ত আগ্রহায়ণীতে কর্ম্মাবৃত্তি হইলেও মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক কুম্ভদ্বয় আসিঞ্চন করিবে এবং প্রতি-কুম্ভে মন্ত্র পাঠ করিবে। অন্ন বিঘাত বাধ বলিয়া কথিত হইয়াছে। যেখানে প্রমাণ সকল বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, সেখানে যে পক্ষে অধিকমত তাহাই গ্রাহ্য। সমান সমান প্রমাণ থাকিলে যুক্তিই প্রামাণ্যজনক কথিত হইয়াছে। ত্রৈয়ম্বক শব্দে করতল, অপূপশব্দে মস্তক; পালাশশব্দে গোলক এবং চীবরশব্দে লৌহচূর্ণ। কোন স্থলে অনামিকাগ্র দ্বারা স্পর্শ, কোন স্থলে বা দর্শন মাত্র দ্বারাই অনুমন্ত্রণ করিতে পারিবে।

অষ্টাবিংশ খণ্ড সমাপ্ত।

একোনত্রিংশ খণ্ড।

সকল কর্ম্মেই পশুস্রোত ইচ্ছানুসারে ভূকাভাবে দর্ভকূর্চ্চদ্বারা প্রক্ষালনীয়। পলাশ শাকশাত্রদ্বয় বসা সংগ্রহার্থ জানিবে। মস্তকস্থিত সপ্তস্রোত (মুখ, নাসিকারন্ধ্রদ্বয়, চক্ষুর্দ্বয় ও কর্ণদ্বয়) চার স্তন, নাভি, শ্রোণি এবং অপান গোক্ষুর এই চৌদ্দটী স্রোতঃ। ক্ষুরের প্রয়োজন মাংস কর্ত্তন। স্বিষ্টকৃৎ রীতি-অনুসারে সমস্ত বসা গ্রহণপূর্ব্বক হোম করিলে তাহাতেই মন্ত্র সমাপ্তি হইবে। হৃদয়, জিহ্বা, ক্রোড়, অস্থি, যকৃৎ, বৃক্কদ্বয়, মলদ্বার, স্তন, স্কন্ধ, স্কন্ধ, এবং পার্শ্ব এই কয়টি পশুদিগের অঙ্গ। এই একাদশ অঙ্গের সংখ্যাক্রমে অবদান হইতে পারে বটে, কিন্তু, পার্শ্ব বৃক্ক এবং সক্থি দুই দুই বলিয়া চতুর্দ্দশ অবদান কথিত হইয়াছে। যে হেতু প্রত্যঙ্গ চরিতার্থতা যে কোনরূপে করিতে হইবে অতএব ছাগ পক্ষ চরুতেও অষ্ট শুগ্দ্বারা হোম করিবে। পশুসম্বন্ধে যতগুলি অবদান কৃত হইত পশু না থাকিলে ততগুলি পায়স পিণ্ড করিবে। পশু না থাকিলেও উহন ব্যঞ্জনার্থ সদ্রব পায়স চরু করিবে। তাহা অষ্টকা কার্য্যেও জানিবে। কোন কোন পণ্ডিত পিণ্ডদানের প্রধান্য কীর্ত্তন করেন। কেন না দেখাযায় গয়াদিতে মাত্র পিণ্ডদানই বিহিত আছে। অন্য মহর্ষিগণ পাত্রান্নভোজনের প্রাধান্য কীর্ত্তন করেন। কেননা ব্রাহ্মণ পরীক্ষাবিষয়ে মহাযত্ন দেখা গিয়া থাকে। আম শ্রাদ্ধ বিধি-অনুষ্ঠান বিনাপিণ্ডে হইতে পারে। শ্রাদ্ধান্নস্পর্শেও শ্রাদ্ধবাধ শ্রবণেও অনধ্যায় হয়। পণ্ডিতগণের মত সংগ্রহ করিয়া আমি এই স্থির করিয়াছি; উভয় কার্য্যেরই প্রধান্য আছে বলিয়া ইহা সমুচ্চয় জানিবে। পিতৃপক্ষে পশু প্রোক্ষণ, দক্ষিণান্ত এবং চরুনির্ব্বাপণাদিকার্য্য প্রাচীনাবীত হইয়া করিবে। অবদান সমস্তই প্রদানার্থ, অন্য কিছু নহে। হবনই প্রধান। অবশিষ্টাংশ প্রকৃতিবৎ হইবে। উন্নত স্থানের নাম স্থাপ, শাদ্বল স্থান ইষ্টকা। সজল স্থানের নাম কীলিন এবং যাহার দূরে খাত জল তাহার নাম মরু।—বাস্তুদ্বার,—দ্বার, গবাক্ষ, স্তম্ভ, কর্দ্দম, ভিত্তি শেষ এবং কোণ বোধে বিদ্ধ হইবে না এবং আর্য্যগণের আক্রান্ত হইবে। এই কার্য্যে ব্রীহিকে "বশঙ্গমা" বলিয়া এবং যবকে "শল্য" শব্দে উল্লেখ করিয়া এবং অমুক বলিয়া নামোল্লেখ পূর্ব্বক ক্ষিপ্র হোমের ন্যায় হোম করিবে। অক্ষত, পুষ্প, জল এবং গন্ধ ইহাদিগের মন্থি-

জলে অর্ঘ্য এবং দধি মধুযোগে মধুপর্ক হয়। পূজনীয় ব্যক্তির অঞ্জলিতে কাংস্যপাত্র করিয়া অর্ঘ্য দিবে। আর মধুপর্কও কাংস্যাচ্ছাদিত এবং কাংস্যস্থ করিয়া সমর্পণ করিবে। *

---

* "ন তৎপূর্ব্বং যতঃ প্রোক্তঃ সপিণ্ডনবিধিঃ ক্রমাৎ।
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধস্য লোপঃ স্যাৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি॥"

আহ্নিকতত্ত্ব ধৃত।

"উত্তানেন তু হস্তেন হ্যঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ পীড়িতম্।
সংহতাঙ্গুলিপাণিস্তু বাগ্যতো জুহুয়াদ্ধবিঃ॥"

পরাশরভাষ্য ও মদন পারিজাত ধৃত।

এই দুইটী বচন ছন্দোগ পরিশিষ্টের; অর্থাৎ এই কাত্যায়ন-সংহিতার যে যে গ্রন্থের নাম দেওয়া হইয়াছে তাহাতে ইহা লিখিত আছে। দুইটী বচনই প্রামাণিক; কিন্তু আমাদের সংগৃহীত আদর্শ মধ্যে এই দুইটী বচন নাই।

কর্ম্মপ্রদীপ পরিশিষ্ট বা তৃতীয় প্রপাঠকে
কাত্যায়ন-সংহিতা সমাপ্ত।

বৃহস্পতি-সংহিতা।

দেবরাজ ইন্দ্র যাহার বরদক্ষিণা সমাপ্ত হইয়াছে, এরূপ একশত যজ্ঞসম্পন্ন করিয়া বাগ্মীশ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি (ঋষিকে) জিজ্ঞাসা করিলেন। হে ভগবন্! কোন্ কোন্ বস্তু দান করিলে, সর্ব্বদা সুখবৃদ্ধি হয়, এবং যে বস্তু দত্ত হইলে, উত্তম ফলজনক হয়; হে তপোধন! তাহা আমাকে বলুন। ইন্দ্র কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া দেবরাজপুরোহিত পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ বাগ্মীপ্রধান বৃহস্পতি বলিলেন। হে বাসব সুবর্ণদান, গোদান এবং ভূমিদান, এ সকল ষ্ট যে মনুষ্য দান করে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। হে বাসব! যে মনুষ্য ভূমিদান করে, সে সুবর্ণ, রজত, বস্ত্র, মণি, এবং রত্ন এ সকল বস্তু দানের ফল প্রাপ্ত হয়। লাঙ্গল দ্বারা কর্ষিতা (চষা) বীজরোপণযুক্তা কিম্বা শস্যপূর্ণা ভূমি দান করিয়া যতকাল সূর্য্যকিরণ ত্রিলোকে থাকিবে, তাবৎকাল সে ব্যক্তি স্বর্গধামে বাস করিবে। মনুষ্য জীবিকার অল্পতাহেতু ক্লেশ পাইয়া যে কোন পাপ করিয়াও গোচর্ম্ম-পরিমিত ভূমি দান করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবে। দশ-হস্ত-পরিমিত দণ্ডের ত্রিশ দণ্ড দীর্ঘে এবং তাদৃশ দণ্ডের দণ্ডবিস্তারে যে ভূমি, তাহাকে গোচর্ম্ম নামে কথিত হইয়াছে, ঐ গোচর্ম্ম ভূমিদান মহা ফলজনক জানিবে। অথবা বৃষের সহিত সহস্র গাভী বালক এবং বৎস প্রসব করিয়াও অক্লেশে যে স্থানে থাকিতে পারে, এতৎ পরিমিত ভূমিকে গোচর্ম্ম ভূমি বলা যায়। (ইহা আচার্য্যগণের পরিমাণ)। গুণবান্ তপঃপরায়ণ এবং জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণকে দান করিলে পর, এই সসাগরা পৃথিবী যতকাল থাকিবে, তাদৃশ ব্রাহ্মণকে দানের অনন্ত ফল ততকাল ভোগ করিতে হইবে। ভূমিতলে বিক্ষিপ্ত বীজ যেরূপ অঙ্কুরিত হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ভূমি দান দ্বারা উপার্জ্জিত পুণ্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যেরূপ জলমধ্যে পতিত তৈলবিন্দু তৎক্ষণাৎ বিস্তৃত হয়, সেরূপ ভূমিদান-জাত পুণ্য বিস্তৃত হয়। অন্নদাতাগণ সর্ব্বদা সুখী হয়, বস্ত্রদাতা রূপবান্ হয়। যে মনুষ্য ভূমি দান করে, সে ব্যক্তি শঙ্খ, সিংহাসন, ছত্র, স্থাবর, অস্থাবর এবং হস্তী এ সকল বস্তু দানের ফল প্রাপ্ত হয়। যেরূপ দুগ্ধবতী গাভী দুগ্ধ মোচন দ্বারা বৎসকে প্রতিপালন করে, সেইরূপ হে সহস্রলোচন! ভূমি প্রদত্ত হইলে ভূমিদাতাকে বর্দ্ধিত করেন। হে পুরন্দর! ভূমি দানের ফল বহুতর পুণ্য এবং স্বর্গবাস, সূর্য্য, বরুণ, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, চন্দ্র, অগ্নি, এবং ভগবান্ মহাদেব সকল দেবতা ভূমিদাতাকে আনন্দিত করেন। পিতৃগণ গর্ব্ব করেন এবং পিতামহগণ হর্ষান্বিত হইয়া (বলেন) আমাদিগের কুলে ভূমিদাতা জন্মিয়াছে, সে, আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবে। ঋষিগণ গোদান,—ভূমিদান এবং বিদ্যাদান এই তিন দানকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, এই তিনটী দান করিলে, দাতাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করে, ইহাতে সংশয় নাই। বস্ত্রদাতাগণ বস্ত্রাচ্ছাদিত দেহ হইয়া (পরলোক) গমন করে, যাহারা বস্ত্রদান করে না, সে সকল মনুষ্য নগ্ন হইয়া গমন করে। অন্নদাতাগণ (উত্তম দ্রব্য ভোজন দ্বারা) তৃপ্ত হইয়া গমন করে, যাহারা অন্ন দান করে না, সে সকল ব্যক্তি ক্ষুধিত হইয়া গমন করে। নরকভয়ভীত পিতৃগণ সর্ব্বদা অভিলাষ করেন, যে পুত্র গয়াধামে গমন

করিবে, সে সন্তানই আমাদিগের পরিত্রাণ করিবে। বহু পুত্রের কামনা করিবে, যদ্যপি এক জনও গয়াধামে গমন করে, কিম্বা কোন পুত্র যদ্যপি অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, অথবা কোন পুত্র (বৃষোৎসর্গকালে) নীলবৃষ উৎসর্গ করে। নীলবৃষ কীদৃশ এই আকাঙ্ক্ষার উত্তর) যে বৃষের লোহিত বর্ণ পুচ্ছাগ্র, পাণ্ডুরবর্ণ খুর এবং শৃঙ্গদ্বয় শ্বেতবর্ণ, (ঋষিগণ) তাদৃশ বৃষকে নীল বৃষ বলিয়াছেন। নীলবৃষশব্দে কৃষ্ণবর্ণ বৃষ নহে। যদি সেই শ্বেতবর্ণ পুচ্ছ নীলবৃষ তৃণ ভক্ষণ করিয়া বেড়ায়, উৎসর্গকর্ত্তা পিতৃগণকে ষাট হাজার বৎসর পরিতৃপ্ত করে। কূল হইতে উদ্ধৃত পঙ্ক যদি উৎসৃষ্ট নীল বৃষের শৃঙ্গে অবস্থিত হইয়া থাকে, তাহা দ্বারা উৎসর্গকর্ত্তার পিতৃগণ উত্তম কান্তিযুক্ত চন্দ্রলোকে গমন করেন। পুরাকালে বহু, দিলীপ, নৃগ নহুষ এবং অন্য রাজগণের এই পৃথিবী অধিকারে ছিলেন, বর্ত্তমানকালে অন্তের অধিকার ভুক্ত হইয়াছে, ভবিষ্যৎকালেও অপরের অধিকারভুক্ত হইবে। সগর প্রভৃতি বহুরাজগণ এই পৃথিবী দান করিয়াছেন বটে; কিন্তু এ পৃথিবী যখন যাহার অধিকারে থাকিবে, সে ব্যক্তি তখন তাহার ফলভাগী হইবে। যে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাকারী, স্ত্রীহত্যাকারী, পিতৃমাতৃহত্যাকারী, শত সহস্র গোহত্যাকারী এবং যে ব্যক্তি স্বীয় দত্ত কিম্বা পরদত্ত ভূমি হরণ করে. সে বিষ্ঠাতে কৃমি হইয়া পিতৃগণের সহিত পচিয়া মরে। ভূমিদানে যে তিরস্কার করে, এবং যেব্যক্তি ভূমিহরণ করিতে অনুমতি দান করে,—এই উভয় ব্যক্তি সেই বিষ্ঠাপূর্ণ নরকে গমন করে। ভূমিদাতা এবং ভূমিহরণকারী উভয় ব্যক্তিই পুণ্য এবং পাপের প্রধান অধিকারী। প্রলয়কাল পর্য্যন্ত ভূমিদাতা ঊর্দ্ধদেশে অর্থাৎ স্বর্গে অবস্থিতি করে। ভূমি হরণকর্ত্তা অধোদেশে অর্থাৎ নরকে অবস্থিতি করে। অগ্নির প্রধান সন্তান সুবর্ণ, বিষ্ণুর কন্যা পৃথিবী, সূর্য্যের সন্তান গোসমূহ, যে ব্যক্তি সুবর্ণ, কিংবা পৃথিবী, অথবা গোদান করে; সে স্বর্গ, মর্ত্ত্য এব পাতাল, এই ত্রিভুবন দানের ফলভাগী হয়। ছিয়াশী হাজার যোজন পরিমিত ভূমির মধ্যে কিঞ্চিন্মাত্র ভূমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দান করিলে, ঐ ভূমি সকল অভিলাষ পরিপূর্ণ করেন। যে ব্যক্তি ভূমি প্রতিগ্রহ করে, এবং যে ব্যক্তি ভূমি দান করে, এ দুই ব্যক্তিই পুণ্যকর্ম্মকারী এবং উভয়েই নিশ্চয় স্বর্গগমন করে। সকল দানকর্ম্মের ফল, এক জন্মমাত্র ভোগ হয়, কিন্তু সুবর্ণ, পৃথিবী এবং অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা, কন্যাদানের ফল সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত ভোগ হয়। যে ব্যক্তি আত্মাই "আমি" দেহ "আমি" নহি ভাবিয়া স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ, এবং জরায়ুজ, এই চতুর্ব্বিধ প্রাণীগণের হিংসা না করে, দেহবিয়োগ হইলে, তাহার কখনই ভয় থাকে না,—অর্থাৎ যাহার এই দেহে "আমিত্ব" জ্ঞান আছে, সে, দেহপুষ্টির জন্য হিংসাদি করিয়া থাকে, কিন্তু দেহ বিনাশ হইলে তাহাদিগের পরলোকে বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়; কিন্তু যাঁহারা মহাত্মা যাঁহার, এই ক্ষণভঙ্গুর জড়দেহে আত্মত্ব বুদ্ধি নাই, ইহাকে "আমি" বলিয়া ভাবেন না, কিন্তু নিত্য অধিকারী চৈতন্যরূপ আত্মাকেই "আমি" বলিয়া বুঝেন তাঁহারা দেহ পুষ্টির জন্য হিংসা করিবেন কেন? হিংসা করেন না বলিয়াই পরলোকে অণুমাত্র ভয়ে কাতর হন না চিরসুখ ভোগ করিতে সমর্থ হন। যাহারা অন্যায়পূর্ব্বক ভূমি হরণ করে, কিংবা ভূমি হরণ করিতে অনুমতি করেন, এই হরণকর্ত্তা ও অনুমতিকর্ত্তা উভয়েই সপ্তকুল বিনষ্ট করে। যে দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তি ভূমি হরণ করে কিংবা তাদৃশ ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া ভূমি হরণ করিতে অনুমতি করে, সে বরুণপাশ দ্বারা বদ্ধ হইয়া (যমলোকে গমন করে) অথবা (জন্মান্তরে) পক্ষীযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। দান অস্বীকার করিয়া ব্রাহ্মণের ভূমি হরণ করিলে পর ব্রাহ্মণগণের অশ্রুবিন্দু দ্বারা তিন পুরুষ কুল নষ্ট হয়। দীর্ঘিকা সহস্র এবং কূপ সহস্র খনন করিলে পর, কিংবা শত শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে পর, অথবা কোটিপর্য্যক গো প্রদান করিলে পর, ভূমিহরণকর্ত্তা শুদ্ধ হয় না। একটী গো কিংবা একখণ্ড সুবর্ণ, অথবা অঙ্গুলী পরিমিত ভূমি যে ব্যক্তি রোধ করে, প্রলয় পর্য্যন্ত সে নরক ভোগ করে। পরকীয় সীমার অর্দ্ধ অঙ্গুলী পরিমাণ যে ব্যক্তি হরণ

করে, সে বিনষ্ট হয়। গোবীথি, গ্রামের পথ, শ্মশানভূমি এবং যে ব্যক্তি পীড়িত করে, সে প্রলয় পর্য্যন্ত নরকভোগ করে। শস্যশূন্য স্থানে শস্য বিতরণ করিবে এবং জলাশয়শূন্য স্থানে জলাশয় নির্ম্মাণ করিয়া দিবে, ব্যাসমুনির এইরূপ উপদেশবাক্য আছে। কন্যাসম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিলে, পাঁচ পুরুষ নষ্ট হয়, গোসম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিলে দশ পুরুষ নষ্ট হয়, অশ্বসম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিলে একশত পুরুষ নষ্ট হয়, দাসাদি পুরুষের জন্য মিথ্যা বলিলে একসহস্র পুরুষ নষ্ট হয়, সুবর্ণ নিমিত্ত মিথ্যা বলিলে, মিথ্যা বাদীর কুলে যাহারা জন্মিয়াছে এবং যাহারা জন্মগ্রহণ করিবে, তাহাদিগকে বিনষ্ট করে। ভূমির নিমিত্ত মিথ্যা বলিলে, সকল বিনষ্ট হয়, এ নিমিত্ত কদাচ মিথ্যা ব্যবহার করিবে না। প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও ব্রহ্মস্বে অভিলাস করিবে না, ব্রহ্মস্বরূপ বিষের ঔষধ নাই এবং চিকিৎসকও নাই। ঋষিগণ বিষকে বিষ অর্থাৎ প্রাণহারক বলেন নাই, ব্রহ্মস্বই হইতেছে বিষ অর্থাৎ অনিষ্টজনক জানিবে, বিষ ভক্ষণ করিলে, এক ব্যক্তিকে বিনষ্ট করে; কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপ বিষ পুত্র পৌত্র পর্য্যন্ত বিনষ্ট করে। লৌহখণ্ড, প্রস্তরচূর্ণ, বিষ এ সকল মনুষ্য কদাচিৎ জীর্ণ করিতে পারে, কিন্তু এ ত্রিভুবন মধ্যে ব্রহ্মস্ববিষ কেহই জীর্ণ করিতে সমর্থ হয় না। ব্রাহ্মণগণের ক্রোধ হইতেছে অস্ত্র, রাজাদিগের খড়্গাদি হইতেছে অস্ত্র, খড়্গাদি অস্ত্র এক ব্যক্তিকে হত্যা করিতে পারে; কিন্তু ব্রাহ্মণগণের ক্রোধ সমস্ত কুল নষ্ট করে। ব্রাহ্মণগণের ক্রোধ হইতেছে অস্ত্র, ভগবান্ বিষ্ণুর অস্ত্র চক্র, ঐ চক্র হইতেও ব্রাহ্মণের ক্রোধ অত্যন্ত ভয়ানক, সে নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণকে কদাচিৎ ক্রুদ্ধ করিবে না। বৃক্ষাদি কদাচিৎ অগ্নিদগ্ধ হইলে কিম্বা সূর্য্য কিরণে দগ্ধ হইলে, অঙ্কুরিত হইতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণের ক্রোধদগ্ধ হইলে (মনুষ্য) উন্নতিলাভ করিতে পারে না। অগ্নি তেজের দ্বারা দগ্ধ করেন, সূর্যদেব কিরণ দ্বারা দগ্ধ করেন, রাজা দণ্ড দ্বারা দগ্ধ করেন, ব্রাহ্মণগণ কেবল মন্যু দ্বারাই দগ্ধ করেন। ব্রহ্মস্ব দ্বারা যে প্রীতি এবং দেবস্ব দ্বারা যে সন্তোষ, সেই প্রীতিসন্তোষজনক ধন কুলনাশক এবং আত্মনাশক হইয়া থাকে। ব্রহ্মস্বহরণ, ব্রহ্মহত্যা, দরিদ্রের ধন হরণ এবং গুরু ও বন্ধুগণের সুবর্ণহরণ (এ সকল অকার্য্য) স্বর্গস্থ ব্যক্তিকেও বিনষ্ট করে। ব্রহ্মস্ব হরণে যে দোষ, সে দোষ বিলুপ্ত হয় না; যদি কোনরূপে তাহা গোপন করে, তথাপি অন্যত্র তাহা প্রকাশ পায়। ব্রহ্মস্ব দ্বারা ক্রীত যে সকল অস্ত্রশস্ত্রাদি এবং ব্রহ্মস্বপালিত যে সকল সৈন্য সামন্ত বালুকাময় ভূমিতে জলের মত, তৎসমস্ত সংগ্রামকালে বিনষ্ট হয়। হে বাসব! বেদজ্ঞ, সৎকুলোদ্ভব, দরিদ্র, সন্তোষশীল, বিনয়ী, সকলপ্রাণীর হিতকারী, বেদাভ্যাস, তপস্যার জ্ঞানোপার্জ্জন এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহ যাহারা করিয়া থাকেন, হে সুরশ্রেষ্ঠ! এতাদৃশ ব্যক্তিকে যাহা দান করিবে, তাহা অক্ষয় হইবে। যেরূপ আমপাত্রে বিন্যস্ত দুগ্ধ, দধি, ঘৃত এবং মধু পাত্রের অপরিপক্বতা প্রযুক্ত বিনষ্ট হয় এবং তৎপাত্রও বিনষ্ট হয়; সেইরূপ গো, হিরণ্য, বস্ত্র, অন্ন, মহী এবং তিল যদ্যপি অবিদ্বান ব্যক্তি প্রতিগ্রহ করে, তাহা হইলে কাষ্ঠের ন্যায় সেইব্যক্তি ভস্মীভূত হইয়া যায়। যাহার গৃহে মূর্খ বাস করে এবং দূরে বিদ্বান বাস করে, এতাদৃশ ব্যক্তি ও দূরস্থ বিদ্বান্ ব্যক্তিকে দান করিবে, সমীপস্থ মূর্খকে না দিলেও কোন দোষ হইবে না। হে বাসব! বিদ্বান্ ব্যক্তি উর্দ্ধতন সপ্ত ও অধস্তন সপ্ত কুলকে তারণ করে। যেব্যক্তি নূতন পুষ্করিণী খনন করে কিংবা পুরাতন পুষ্করিণীর উদ্ধার করে, সেব্যক্তি সকল কুল উদ্ধার করিয়া স্বর্গলোকে বাস করে। প্রাচীন দীর্ঘিকা, কূপ, পুষ্করিণী, উদ্যান এবং উপবন যেব্যক্তি পুনঃসংস্কার করে, সে ব্যক্তি মৌলিক ফল অর্থাৎ নির্ম্মাণ কর্ত্তার সমফল প্রাপ্ত হয়। হে বাসব! যাহার নির্ম্মিত জলাশয়ে গ্রীষ্মকালেও জল থাকে, সেব্যক্তি কোন দুঃখজনক দুরবস্থা প্রাপ্ত হয় না। হে রাজসত্তম! এ পৃথিবীতে যাহার জলাশয়ে একাহও জল থাকে। ঐ জল তাহার পূর্ব্বাপর সপ্ত সপ্তকুলকে তারণ করে। দীপালোক দান করিলে পর, নর উত্তম শরীরী হয়

প্রোক্ষণীয় অর্থাৎ ভোজ্য প্রভৃতি উত্তম দ্রব্য প্রদান করিলে স্মরণশক্তি ও উত্তম মেধা প্রাপ্ত হয়। বহুতর পাপকর্ম্ম করিয়াও যেব্যক্তি ভিক্ষুককে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণকে অন্নদান করে, সেব্যক্তি পাপ দ্বারা লিপ্ত হয় না। কোন ব্যক্তির ভূমি, গো এবং দারা অন্যে ছলপূর্ব্বক হরণ করিতেছে—দেখিয়াও যেব্যক্তি ঐ সকল বস্তুর প্রভুকে জ্ঞাত করে না,—সে ব্যক্তিকে মুনিগণ ব্রহ্মঘাতক কহিয়াছেন। মন্যুপীড়িত ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক নিবেদিত হইয়াও যে রাজা সেই ব্রাহ্মণগণকে উদ্ধার না করেন, সে রাজাকেও ব্রহ্মঘাতক বলেন। হে বাসব! যে ব্যক্তি উপস্থিত বিবাহ, যজ্ঞ এবং দানকার্য্যে মোহবশতঃও বিঘ্নাচরণ করে, সে মরিয়া কৃমিযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। দান দ্বারা ধন সফল হয়, জীবগণের রক্ষা করিলে আয়ু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, যে ব্যক্তি হিংসা না করে, সে, ঐশ্বর্য্য এবং আরোগ্য রূপ অহিংসার ফল ভোগ করে। নিয়মী হইয়া ফল, মূল ভোজন করিলে স্বর্গস্থ লোকের সহিত পূজ্য স্বর্গলাভ করে—প্রায়োবেশন করিলে, রাজ্য এবং সর্ব্বত্র সুখভোগ করে। হে শক্র! গবাদি পশুলাভ দীক্ষার ফল; তৃণমাত্রাহারী হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। ত্রিসন্ধ্যা স্নান করা যাহার নিয়ম, তাহার স্ত্রী লাভ হয়। বায়ুমাত্র আহার করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে যজ্ঞফল লাভ করে। দ্বিজ নিত্যস্নায়ী হইবে; উভয় সন্ধ্যাতে সূর্য্যোপাসনা করিবে। তাহার দ্বারা যে ফল লাভ হয়; রাজ্য দ্বারা তাহা হয় না। অনশনে প্রাণত্যাগ করিলে স্বর্গ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। নিয়মপূর্ব্বক অগ্নিপ্রবেশ করিলে ব্রহ্মলোকে বাস করে। রত্নসমূহ প্রাপ্ত হইলে যে ব্যক্তি প্রত্যর্পণ করে, সে বহুতর পশু ও পুত্র লাভ করে। যে ব্যক্তি নিয়ম পূর্ব্বক উপবাস করে সে, বহুকাল স্বর্গবাস করে এবং অনবরত যে ব্যক্তি একশয্যায় শয়ন করে, সে, অভিলষিত পতি প্রাপ্ত হয়। বীরাসন, বীরশয্যা এবং বীরস্থান যে ব্যক্তি আশ্রয় করে, তাহার অক্ষয় লোক প্রাপ্তি হয় এবং সকল অভিলষিত বস্তুপ্রাপ্তি হয়। হে বাসব! দ্বাদশবর্ষ ব্যাপিয়া উপবাস, দীক্ষা এবং অভিষেক করিয়া বীরলোক হইতে উত্তম লোক প্রাপ্তি হয়। সকল বেদ অধ্যয়ন করিয়া তৎক্ষণেই দুঃখ হইতে মুক্ত হয়, যে ব্যক্তি পবিত্র ধর্ম্ম আচরণ করে, সে স্বর্গলোকে বাস করে। যে ব্রাহ্মণগণ পুণ্যজনক বৃহস্পতি-কথিত মত পাঠ করে, তাহাদিগের আয়ু, বিদ্যা যশঃ এবং বল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

বৃহস্পতি সংহিতা সমাপ্ত।

পরাশর-সংহিতা।

প্রথম অধ্যায়।

একদা পুরাকালে হিমালয় পর্ব্বতের উপরে দেবদারু বনময় আশ্রমে, ব্যাস একাগ্রচিত্তে বসিয়া আছেন, এমন সময় কয়েকজন ঋষি তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন হে সত্যবতীনন্দন! এই কলিযুগে কোন্ ধর্ম্ম কিরূপ, শৌচ এবং আচার মানুষের হিতজনক তাহা আপনি আমাদিগকে যথানিয়মে বলুন। প্রজ্জ্বলিত অগ্নি এবং সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, শ্রুতি এবং স্মৃতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যাস, ঋষিগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, আমি ত সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ নহি, কিরূপে এই ধর্ম্মের কথা বলিব? এ কথা আমার পিতা পরাশরকে জিজ্ঞাসা করা উচিত। ধর্ম্মতত্ত্ব-আকাঙ্ক্ষী ঋষিগণ এই কথা শুনিয়া, ব্যাসকে অগ্রে করিয়া বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। ঐ আশ্রম ফলফুলে সুশোভিত বিবিধ বৃক্ষে পূর্ণ,—নদী, প্রস্রবণ এবং পুণ্যতীর্থে সুন্দররূপে সজ্জিত, তথায় হরিণ এবং পাখী বেড়াইতেছে, নানাস্থানে দেবালয় আছে, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব এবং সিদ্ধগণ চারিদিকে নাচ গান করিতেছে। সেই আশ্রমে শক্তিপুত্র পরাশর, প্রধান প্রধান মুনিগণকর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া, ঋষিসভায় সুখে বসিয়া আছেন, এমন সময়, ব্যাস ঋষিগণের সহিত উপনীত হইয়া যুক্তকরে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ, প্রণাম এবং স্তবদ্বারা পূজা করিলেন। অনন্তর, মহামুনি পরাশর সন্তুষ্টমনে ঋষিগণকে তাঁহাদের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসিলেন। ব্যাস ও ঋষিগণ কহিলেন, আমাদের সকলের কুশল! তৎপরে ব্যাস পরাশরকে বলিলেন, পিতঃ! আপনার উপর আমার কিরূপ ভক্তি যদি আপনি জানিয়া থাকেন, অথবা আমার উপর যদি আপনার স্নেহ থাকে, তবে হে ভক্তবৎসল পিতঃ! এই অনুগৃহীত ব্যক্তিকে ধর্ম্ম-উপদেশ দান করুন। আমি আপনার কাছে মনু, বসিষ্ঠ, কশ্যপ, গর্গ, গোতম, উশনা, অত্রি, বিষ্ণু, সম্বর্ত্ত, দক্ষ, অঙ্গিরা, শাতাতপ, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, কাত্যায়ন, প্রচেতস, আপস্তম্ব, শঙ্খ প্রভৃতি ঋষিগণ প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছি। আপনার কথিত ঐ সমস্ত ধর্ম্মকথা যেমন শ্রবণ করিয়াছি, সেইরূপ স্মরণও রাখিয়াছি। কিন্তু এই মন্বন্তরে পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মসমূহ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। সত্যযুগে এই ধর্ম্মসমূহ ব্যবস্থাপিত হয়, কিন্তু কলিযুগে ঐ সমস্ত ধর্ম্মই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, অতএব আমাকে চারিবর্ণের কলিযুগ-ধর্ম্ম এবং কিছু কিছু সাধারণ ধর্ম্ম বলুন। ব্যাসের কথা শেষ হইলে, মুনিপ্রধান পরাশর ধর্ম্মের স্থূল এবং সূক্ষ্মনির্ণয় বিস্তাররূপে বলিতে আরম্ভ করিলেন। হে পুত্র ব্যাস! হে ঋষিগণ! আমি ধর্ম্মকথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রত্যেক কল্পে, প্রলয় শেষে যখন আবার নূতন সৃষ্টি হয়, তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, শ্রুতি, স্মৃতি এবং সদাচার নির্ণীত হয়। কল্পান্তর হইলে অপর কল্পে বেদকর্ত্তা বলিয়া কেহ নির্দ্দিষ্ট হয়েন না; চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা বেদের স্মরণকর্ত্তা স্বরূপ হন, মনুও অপর কল্পে ধর্ম্মের স্মরণাধিকারী হন। সত্যযুগে মনুষ্যের এক প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত, ত্রেতাতে বিভিন্ন রকম, দ্বাপরে

আর এক প্রকার এবং কলিযুগে অন্যরূপ ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হয়। তপস্যাই সত্যযুগে পরম ধর্ম্ম, ত্রেতাতে জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ, কলিযুগে কেবল একমাত্র দানই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। সত্যযুগে মনু ব্যবস্থাপিত ধর্ম্ম, ত্রেতাযুগে গোতম-ব্যবস্থাপিত ধর্ম্ম, দ্বাপরযুগে শঙ্খ লিখিত ব্যবস্থাপিত ধর্ম্ম, কলিযুগে পরাশর নিরূপিত ধর্ম্ম। সত্যযুগে পাপীর সংস্রব পরিত্যাগের জন্য দেশত্যাগ, ত্রেতাযুগে গ্রাম-ত্যাগ, দ্বাপরে কুলত্যাগ, কলিযুগে পাতকী-কেই পরিত্যাগ করিবে। সত্যযুগে পাপীর সহিত আলাপ, ত্রেতাতে দর্শন, দ্বাপরে অন্ন-গ্রহণ, কলিতে কর্ম্ম দ্বারা লোকে পতিত হয়। সত্যযুগে শাপ দিলে তৎক্ষণাৎ, ত্রেতাতে দশ দিন পরে, দ্বাপরে একমাস পরে, কলিতে এক বৎসরে ফল হয়। সত্যযুগে গ্রহীতার নিকট যাইয়া দান করে, ত্রেতাতে গ্রহীতাকে ডাকিয়া দান করে, দ্বাপরে প্রার্থী হইলে দান করে, কলিতে সেবা করিলে দান করে। গ্রহীতার কাছে যাইয়া যে দান, তাহাই উত্তম দান, গ্রহীতাকে ডাকিয়া যে দান, তাহা মধ্যম; যাচিত হইয়া যে দান তাহা অধম; সেবায় যে দান তাহা নিষ্ফল। সত্যযুগে মানুষের প্রাণ অস্থিগত; ত্রেতায় মাংসগত; দ্বাপরে প্রাণ শোণিতগত; কলিতে মানুষের অন্ন প্রভৃতিগত প্রাণ। (কলিযুগে) ধর্ম্ম অধর্ম্ম কর্ত্তৃক, সত্য মিথ্যা কর্ত্তৃক, রাজা ভৃত্য কর্ত্তৃক এবং পুরুষ স্ত্রী কর্ত্তৃক পরাজিত। কলিযুগে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ অবসন্ন হয়, গুরুপূজা নষ্ট হয় এবং স্ত্রীগণ কুমারী কালে সন্তান প্রসব করে। যুগে যুগে যে যে ধর্ম্ম ব্যবস্থিত এবং যুগে যুগে দ্বিজগণ যে যে আচার করেন, তাহাতে তাঁহাদের নিন্দা করা অকর্ত্তব্য; কারণ তাঁহারাই যুগরূপে অবতীর্ণ। মুনিগণ যুগভেদে সামর্থ্যভেদ করিয়াছেন, কিন্তু কলিযুগে পরাশরোক্ত প্রায়শ্চিত্তই শ্রেষ্ঠ। আমি অদ্য সেই কলিযুগের ধর্ম্ম স্মরণপূর্ব্বক আপনাদিগকে বলিতেছি। মুনিশ্রেষ্ঠ আপ-নারা কলিকালের চারিবর্ণের আচার শ্রবণ করুন। পরাশরের এই মত পবিত্র, পুণ্যময় এবং পাপনাশী ব্রাহ্মণের নিমিত্ত এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য আমি ইহা চিন্তা করি-তেছি। আচারই বর্ণচতুষ্টয়ের ধর্ম্মপালক। আচার-ভ্রষ্ট ব্যক্তির প্রতি ধর্ম্ম বিমুখ। যে ব্রাহ্মণ ষট্‌কর্ম্মে নিরত এবং নিত্য দেবতাও অতিথির পূজা অবসানে হুতাবশিষ্ট ভক্ষণ করেন, তিনি কখন অবসন্ন হন না। প্রতি-দিন সন্ধ্যা, স্নান, জপ, হোম, বেদাধ্যয়ন, দেবতা অর্চ্চনা, বিশ্বদেব সম্বন্ধে হোম এবং অতিথির সেবা এই ছয় রকম কর্ম্ম দ্বিজগণ প্রতিদিন করিবে। প্রিয় অথবা দ্বেষ্য হউক, পণ্ডিত অথবা মূর্খ হউক, বৈশ্বদেবের কালে যিনি আসিবেন, তিনিই অতিথি এবং তৎ-সেবায় স্বর্গলাভ ফল হয়। দূরদেশ হইতে সমীপাগত ও পথশ্রান্ত ব্যক্তি বৈশ্বদেবের সময় উপস্থিত হইলে তাহাকে অতিথি বলিয়া জানিবে। যিনি পূর্ব্বে আইসেন, তিনি অতিথি নহেন, অতিথির গোত্র, চরণ, স্বাধ্যায় ব্রত কোন বিষয় জিজ্ঞাসা না করিয়া তাঁহাকেই হৃদয়ের সহিত যত্ন করিবে, কারণ অতিথি সর্ব্বদেবতা-ময় সকুটুম্ব বা কার্য্যসাধনার্থ আগত এবং এক গ্রামবাসী বিপ্র, অতিথি নহেন। যেহেতু যিনি নিত্য আইসেন না, তিনি অতিথি পদবাচ্য, যিনি পূর্ব্বে আতিথ্যগ্রহণ করেন নাই, এমন অতিথি, ব্রতরত ব্রাহ্মণ এবং নিত্য বেদাভ্যাসে নিযুক্ত ব্রাহ্মণ, এই তিন জন অপূর্ব্ব অতিথি শব্দে কথিত। বৈশ্বদেব সময়ে যদি কোন ভিক্ষুক আইসেন, তবে বৈশ্বদেব হইতে উদ্ধৃত করিয়া ভিক্ষা দান পূর্ব্বক তাহাকে বিদায় দিবে। যতি এবং ব্রহ্মচারী, ইহারা উভয়ে পক্কান্নের স্বামী। ইহাঁদের উভয়কে অন্ন না দিয়া ভোজন করিলে চান্দ্রা-য়ণ আচরণ করিতে হয়। প্রথমতঃ যতি হস্তে জল দিবে, তৎপরে ভিক্ষাদ্রব্য দিয়া পুনরায় জল দিবে। এরূপ করিলে সেই ভিক্ষাদ্রব্য মেরুতুল্য ও সেই জল সাগর তুল্য হয়। বৈশ্ব-দেবে দোষ হইলে ভিক্ষুক তাহা ক্ষালন করিতে পারেন, কিন্তু বৈশ্বদেব, ভিক্ষুক কৃত দোষ ক্ষালন করিতে পারেন না। দ্বিজগণ বৈশ্বদেবের বলি না দিয়া ভোজন করিলে, তাঁহাদের সমস্ত কর্ম্মই নিষ্ফল হয় এবং অন্তে তাঁহারা অশুচি হইয়া নিরয়গামী হন। যিনি মাথায় পাগড়ী

দিয়া ভোজন করেন, যিনি দক্ষিণ মুখে বসিয়া ভোজন করেন, তাঁহাদের আহারীয় সামগ্রী রাক্ষসে খাইয়া থাকে। যিনি যতিকে সোণা দেন, যিনি ব্রহ্মচারীকে পান দেন, যিনি চোরকে অভয় দেন, তিনি দাতা হইলেও নরকে যান। বৈশ্বদেব সময়ে যে অতিথি আইসেন, তিনি পাপী চণ্ডাল, বিপ্রঘাতী বা পিতৃহন্তা হইলেও স্বর্গপ্রদ হন। অতিথি নিরাশ হইয়া গৃহ হইতে ফিরিয়া গেলে, পিতৃগণ হাজার বর্ষ অনাহারে থাকেন। যে বিপ্র, বেদপারদর্শী অতিথিকে অন্ন না দিয়া স্বয়ং ভোজন করেন, তিনি কেবল পাপরাশি খাইয়া থাকেন। জলহীন কণ্টকহীন ক্ষেত্রবৎ ব্রাহ্মণের মুখ। সেই মুখে যে কৃষি সর্ব্ববীজ বপন করিবে, সেই কৃষিই সর্ব্বফলদায়িকা হইবে। সুক্ষেত্রে বীজ বপন করিবে এবং সুপাত্রকে ধন দিবে; সুক্ষেত্রে এবং সুপাত্রে যাহা ফেলা যায়, তাহা নষ্ট হয় না। যে স্থানে দ্বিজগণ, মিথ্যাবাদী এবং পাঠাভ্যাসবিহীন, আর ভিক্ষা দ্বারা জীবনধারণ করে, রাজা সেই গ্রামবাসীগণকে দণ্ড দিবেন, কারণ গ্রামবাসীগণ এরূপ চোরকেই পালন করিয়া থাকে। (৫৬) ক্ষত্রিয় প্রজাগণকে রক্ষা করিবেন, শস্ত্রগ্রহণ পূর্ব্বক প্রচণ্ড ভাবে বিপক্ষ সৈন্যকে পরাজয় করিবেন, এবং ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালন করিবেন। (৫৭) লক্ষ্মী দৃঢ়রূপে স্থাপিতা হইলেও কদাপি কুলক্রমানুগতা হন না। তাঁহাকে খড়্গ দ্বারা আক্রমণ করিয়া ভোগ করিতে হয়; বসুন্ধরা বীরপুরুষেরই ভোগ্যা। মালাকর কেবল বাগানের ফুলই তুলিয়া থাকে, গাছ কাটিয়া ফেলে না। যাহাতে প্রজাবর্গের উৎপীড়ন না হয়, এমন ভাবে খাজনা আদায় করিবে। অঙ্গারকারের মত কদাচ মূলচ্ছেদন করিবে না। লৌহকর্ম্ম, রত্ন, গোপালন, বাণিজ্য, কৃষিকর্ম্ম, এই সকল বৈশ্যের ব্যবসা। শূদ্রগণের দ্বিজশুশ্রূষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ইহা ছাড়া তাহারা যাহা করিবে, তাহা নিষ্ফল হইবে। লবণ, মধু, তৈল, দধি, ঘোল, ঘৃত, এবং দুগ্ধ; এই সমস্ত বিক্রয়ে শূদ্রের দোষ নাই। মদ্য এবং মাংস শূদ্রের বিক্রেয় নহে, শূদ্র অভক্ষ্য ভক্ষণ করিবে না, কিম্বা অগম্যা গমন করিবে না। এ সকল কাজ করিলে শূদ্রও নরকে যাইবে। কপিলা গাভীর দুগ্ধ পান, ব্রাহ্মণীগমন, এবং বেদাক্ষর বিচার এই কার্য্যে শূদ্র নিশ্চয়ই নরকগামী হইবে।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অতঃপর আমি কলিযুগে চারি আশ্রম এবং চারিবর্ণের এবং অনায়াসসাধ্য গৃহস্থের সাধারণ ধর্ম্মাচার পরাশর মতে বলিব। ষট্‌কর্ম্মনিরত বিপ্র কৃষিকর্ম্ম করিতে পারেন। আটটী বলীবর্দ্দ দ্বারা লাঙ্গল চালাইলে ধর্ম্মানুযায়ী কাজ হয়, ছয়টী গো দ্বারা মধ্যম ধর্ম্ম, চারিটীর দ্বারা লাঙ্গল টানাইলে নিষ্ঠুরের কার্য্য এবং দুইটী দ্বারা টানাইলে বৃষঘাতী হইতে হয়। ক্ষুধিত তৃষ্ণাতুর শ্রান্ত, বৃষকে লাঙ্গলে যুতিবে না এবং অঙ্গহীন, ব্যাধযুক্ত ক্লীব, বৃষ দ্বারা বিপ্রগণ ভার বহাইবেন না। ষণ্ডভিন্ন স্থিরাঙ্গ, রোগবিহীন, বলদর্পিত, বৃষভকে দিবসের অর্দ্ধভাগ মাত্র কার্য্য করাইবে, পরে স্নান, তৎপরে জপ, দেবার্চ্চনা, হোম, স্বাধ্যায় অভ্যাস করিবে এবং এক দুই তিন বা চারিটী স্নাতক বিপ্রকে ভোজন করাইবে। স্বয়ং চাস করিয়া স্বয়ং ধান্য উপার্জ্জন দ্বারা পঞ্চ যজ্ঞ করিবে। এবং যজ্ঞ নিয়োগ করাইবে। তিল ও রস বিপ্রগণের দ্বারা অবিক্রেয়. তাঁহারা ধান্য অথবা তৎসম দ্রব্য অথবা তৃণকাষ্ঠাদি বিক্রয় করিতে পারেন বিপ্রগণের এইরূপ ব্যবসা দোষযুক্ত নহে। মৎস্যঘাতী সংবৎসর যে পাপ সঞ্চয় করে, লাঙ্গলী লৌহমুখ কাষ্ঠ দ্বারা পৃথিবী কর্ষণ করিয়া এক দিবসেই সেই পাপ সঞ্চয় করে। পাশজীবী মৎস্যঘাতী, ব্যাধ, শাকুনিক, অদাতা, এবং কর্ষক, এই পাঁচজন সমান পাপী। উদূখল, শীল, নোড়া, উনুন, জলের কলসী এবং ঝাঁটা এই পঞ্চ সূনা গৃহস্থের নিরত থাকে, গাছ কাটিয়া, মাটী খুঁড়িয়া মৃগ কীটাদি মারিয়া কৃষক যে পাপসঞ্চয় করে, যজ্ঞ দ্বারা সে পাপ বিনষ্ট হয়। শস্যাদিরাশির কাছে থাকিয়াও যেব্যক্তি দ্বিজাতিগণকে দান না করে; সে চোর, সে পাপিষ্ঠ,

সে ব্রহ্মহত্যাকারী। রাজাকে ষষ্ঠভাগ, দেবতাদিগকে একুশ ভাগ, এবং বিপ্রদিগকে ত্রিশ-ভাগ দিলে কৃষি কর্ত্তার পাপ হয় না ক্ষত্রিয়ও কৃষিকর্ম্মের দ্বারা উপার্জ্জন করিয়া দেবগণেরও দ্বিজগণের পূজা করিবে। বৈশ্য ও শূদ্রগণ সদা কৃষিবাণিজ্য ও শিল্পকার্য্য দ্বারা জীবন ধারণ করিবে। দ্বিজ-সেবা-বিবর্জ্জিত হইয়া শূদ্রগণ যদি অন্যায় করেন, তবে তাহাদের আয়ু অল্প হয় এবং তাহারা নরকে যায়। এই চারিবর্ণের ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

এক্ষণে জন্মের এবং মরণের অশৌচের কথা বলিতেছি। মরণাশৌচে ব্রাহ্মণের তিন দিন অঙ্গাস্পৃশ্য অশৌচ। পরাশরের মতে এমত স্থলে ক্ষত্রিয়ের বার দিন, বৈশ্যের পনের দিন, শূদ্রের একমাস অশৌচ। উপাসনা দ্বারা বিপ্রগণের অঙ্গ শুদ্ধি হয়। জন্মের অশৌচ হইলে ব্রাহ্মণগণের অঙ্গস্পর্শ করা যাইতে পারে। জনন বা মৃত্যু হইলে বিপ্র দশ দিনে, ক্ষত্রিয় বার দিনে, বৈশ্য পনর দিনে, এবং শূদ্র একমাসে শুদ্ধি লাভ করেন। সাগ্নিক এবং বেদাধ্যায়ী বিপ্রের এক দিন অশৌচ। যে ব্রাহ্মণ কেবল বেদাধ্যয়নে নিরত, তাঁহার তিন দিন অশৌচ। যে বিপ্র সাগ্নি ও বেদাধ্যয়ন এই দুই গুণ বর্জ্জিত, তাঁহার দশ দিন অশৌচ। যে বিপ্র জন্ম-কর্ম্ম পরিভ্রষ্ট, এবং সন্ধ্যোপাসনা বিহীন, বিনি কেবলমাত্র নামধারী বিপ্র তাঁহার দশ দিবস সূতকাশৌচ। সপিণ্ড জাতি পৃথক্ স্থানে বাসপূর্ব্বক পৃথক্ ভাবে থাকিলেও জন্ম ও মরণে তাহাদের দশ দিন অশৌচ। এই দুই অশৌচে ঐ দশ দিন ঐ কুলের অন্ন ভক্ষণ নিষিদ্ধ। এই সময় দান, প্রতিগ্রহ, হোম, স্বাধ্যায়, এই চারি কার্য্যও হইবে না। নিজবংশে চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত পূর্ণাশৌচ পাইবে। আত্মবংশীয় পঞ্চম পুরুষে দায় বিচ্ছেদ হয়। চতুর্থ পুরুষে দশ রাত্রি, পঞ্চম পুরুষে ছয় রাত্রি, ষষ্ঠ পুরুষে চারি রাত্রি, এবং সপ্তম পুরুষে তিন দিন অশৌচ হয়। সগোত্র ব্যক্তি পাঁচ পুরুষ পর্য্যন্ত শ্রাদ্ধে ভোজন করিতে পারে না। ষষ্ঠ পুরুষ হইতে শ্রাদ্ধে ভোজন করিতে পারিবে। উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইয়া মরণ, অগ্নিতে মরণ, দেশান্তরে মরণ, নবপ্রসূত বালকের মরণ ও সন্ন্যাসি-মরণে সদ্যঃশৌচ হয়। যদি দশ রাত্রি অতীত হইলে অশৌচের সংবাদ পাওয়া যায়, তবে ত্রিরাত্রি অশৌচ হয়। এক বৎসরের পর অশৌচের সংবাদ পাইলে সবস্ত্র স্নান মাত্রে অশৌচান্ত হয়। কোন সগোত্র দেশান্তরে মৃত হইয়াছেন, শুনিলে স্নানমাত্রে শুদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। ত্রিরাত্র বা অহোরাত্র ইহার অশৌচ নহে। পরন্তু ত্রিপক্ষের মধ্যে মৃত্যুসংবাদ শুনিলে ত্রিরাত্রি অশৌচ হয়, ছয় মাসের মধ্যে শুনিলে সার্দ্ধ দিবস অশৌচ হয়,এক বৎসরেরমধ্যে শুনিলে একদিন অশৌচ হয়, এক বৎসর পরে শুনিলে সদ্যঃশৌচ হয়। 'দেশান্তর মরণে যে সদ্যঃশৌচ উক্ত হইয়াছে,—ইহাই তাহার স্থল'। বালক গর্ভহইতে নিঃসৃত হইয়া মরিলে অথবা দাঁত উঠে নাই এমন বালক মরিলে তাহাদের অগ্নিসংস্কার অশৌচ বা উদক ক্রিয়া নাই। যদি বালক গর্ভেই মৃত হয়, অথবা যদি গর্ভস্রাব হয়, তাহা হইলে স্ত্রীলোকের যে কয় মাস গর্ভ, সেই কয়দিন সূতকাশৌচ হয়। চারিমাস পর্য্যন্ত গর্ভস্রাব বলা হয়; পঞ্চম ষষ্ঠমাসে গর্ভ নষ্ট হইলে গর্ভপাত বলা হয়; ইহার পর গর্ভ নষ্ট হইলে প্রসব বলা হয় এস্থলে দশ দিবস অশৌচ হয়। স্ত্রীলোকের প্রসবকাল উপস্থিত হইলে যদি সন্তান হয়, তবে সেই সন্তান বাঁচিলে সমুদায় গোত্রের এবং সেই সন্তান মরিলে জননীর জননাশৌচ হয়। রাত্রে, জন্মিলে মরিলে অথবা রজোদর্শন হইলে যে পর্য্যন্ত সূর্য্যোদয় না হয়, সে পর্য্যন্ত পূর্ব্বদিন গণনা করিতে হইবে। দাঁত উঠিলে বা চূড়াকরণ হইলে যদি বালক মরে, তবে তাহার অগ্নিসংস্কার হইবে এবং ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। যতদিন বালকের দন্ত না উঠে, ততদিনের মধ্যে মরিলে সদ্যঃশৌচ, চূড়াকরণ পর্য্যন্ত এক রাত্রি অশৌচ, উপনয়ন পর্য্যন্ত ত্রিরাত্রি অশৌচ, তৎপরে দশরাত্রি মরণাশৌচ হয়।

বালক গর্ভে নষ্ট হইলে দশ দিন সূতকাশৌচ, জীবিত বালক জন্মিয়া পশ্চাৎ মরিলে সদ্যঃশৌচ হয়। কন্যা জন্মিলে যদি চূড়াকরণ ও অন্নপ্রাশনের মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়, তবে পিতৃবন্ধুগণের সদ্যঃশৌচ। সম্প্রদানের মধ্যে মরিলে একদিন অশৌচ, তৎপরে তাহাদের ত্রিরাত্রি অশৌচ হয়। যাহাদের গৃহে ব্রহ্মচারী অগ্নিতে হোম করেন, আর কোন সম্পর্ক রাখেন না, তাহাদের অশৌচ নাই। বিপ্র সম্পর্ক দ্বারা দূষিত হন, অন্য কোন কারণে দূষিত হন না। সম্পর্ক রহিত হইলে তাঁহার জন্ম এবং মৃত্যুর অশৌচ হয় না। শিল্পকর, কারুকর, বৈদ্য, দাসী, দাস, নাপিত, শ্রোত্রিয় এবং রাজা ইহাঁরা সদ্যঃশৌচ। সহাধ্যায়ী, মন্ত্রপূত, আহিতাগ্নি বিপ্র রাজা এবং রাজার অভিপ্রেত ব্যক্তির সূতকাশৌচ হয় না। বধোদ্যত দানোদ্যত এবং নিমন্ত্রিত এবং আর্ত্ত ব্যক্তিগণ যথাসময়ে শুদ্ধিলাভ করিবে। ইহা ঋষিগণের ব্যবস্থা। গৃহমেধী ব্রাহ্মণ যদি পত্নীর সূতিকা গৃহের সংস্পর্শে না থাকেন, তবে স্নান করিলেই তিনি শুচি হন, প্রসূতি দশ দিনে শুদ্ধ হন। পিতা মাতা এবং অন্যান্য সকলেরই মরণাশৌচ দশ দিন। সূতকাশৌচ কেবল জননীরই হয়, পিতা স্নান মাত্রেই শুচি হন। বিপ্র ষড়ঙ্গবেদবিৎ হইলেও, পত্নীর প্রসবান্তে সূতিকাগৃহের সংস্পর্শ করিলে অশুচি হন। সম্পর্ক দ্বারাই ব্রাহ্মণের দোষ জন্মে। আর কোনরূপেই ব্রাহ্মণ দূষিত হইতে পারে না। অতএব ব্রাহ্মণ সর্ব্ব প্রযত্নে সংসর্গ পরিত্যাগ করিবেন। বিবাহ বা উৎসব বা যজ্ঞাদিতে কোন কোন দ্রব্য দান করিবার সংকল্প করার পর যদি জনন বা মরণাশৌচ হয়, তবে সেই দ্রব্য দান করিতে পারা যায়, তাহাতে অশৌচ দোষ ঘটে না। দশাহ অশৌচের মধ্যে যদি আবার জন্ম বা মরণাশৌচ হয়, তবে সেই পূর্ব্বাশৌচের দশ দিন পূর্ণ হইলেই, ব্রাহ্মণের অশৌচান্ত হয়। বিপ্ররক্ষার্থ, বন্দীকৃত গাভীর উদ্ধার জন্য এবং সংগ্রামে মরিলে, এক রাত্রি অশৌচ হয়। যোগী পরিব্রাজক এবং সম্মুখ যুদ্ধে হত এই দ্বিবিধ ব্যক্তিই সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধলোকগামী হন। বীরপুরুষ শত্রু পরিবেষ্টিত হইয়া যেখানেই হত হউন, মৃত্যুকালে তিনি যদি কাতরোক্তি প্রকাশ না করেন, তবে তাঁহার অক্ষয় পুণ্যলোক লাভ হয়। যুদ্ধে জয়লাভ করিলে যোদ্ধার লক্ষ্মীলাভ এবং হত হইলে সুরলোকে সুরাঙ্গনা লাভ হয়। এই দেহ ক্ষণবিধ্বংসী, অতএব ইহার জন্য আর রণে মরণে চিন্তা কি। সংগ্রামস্থলে সেনাদল ছিন্নভিন্ন হইয়া পলায়নপর হইলে, যিনি তৎকালে তাহাদের রক্ষা করেন, তিনি যজ্ঞফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সংগ্রামে তার শক্তি ঋষ্টি মুদ্গর দ্বারা যাহার গাত্র ক্ষতবিক্ষত হয়, দেবকন্যারা তাঁহার যশোগান এবং তাঁহাতে রত হন। রণক্ষেত্রে বীরপুরুষ হত হইলে, বরকামিনী এবং নাগকন্যারা, "ইনি আমার স্বামী হউন" এই বলিয়া ধাবমান হইতে থাকেন। শত্রুসায়ক-পরিতপ্ত বীরপুরুষের ললাট-নিঃসৃত রুধির-ধারা মুখবিবরে প্রবিষ্ট হইলে, তাহা সংগ্রাম-যজ্ঞে তাঁহার সোমরস পানের তুল্য, ইহা যথাবিধি দৃষ্ট হইয়াছে। যজ্ঞ, তপ ও বিদ্যার দ্বারা স্বর্গপ্রার্থী ব্রাহ্মণেরা যে লোকে গমন করেন, ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া বীরপুরুষেরও সেই লোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অনাথ ব্রাহ্মণের মৃতদেহ যে ব্রাহ্মণেরা বহন করেন, তাঁহারা পদে পদে আনুপূর্ব্বিক যজ্ঞফল লাভ করেন। যিনি অসগোত্র এবং যিনি বন্ধুও নহেন; এমন ব্রাহ্মণের শবদেহ বহন ও সৎকার করিলে প্রাণায়াম দ্বারা দেহ শুদ্ধ হয়। এই সকল ব্রাহ্মণের শুভকর্ম্মে কোন প্রকার অকল্যাণ হয় না। কথিত আছে যে, জলাবগাহন করিলেই তাঁহারা শুদ্ধ হন। জ্ঞাতি বা সজাতীয় অজ্ঞাতির মৃতদেহের ইচ্ছাপূর্ব্বক অনুগমন করিলে, স্নান, অগ্নিস্পর্শ ও ঘৃত ভোজনান্তে শুদ্ধিলাভ হয়। ব্রাহ্মণ অজ্ঞানবশতঃ ক্ষত্রিয়ের মৃতদেহের অনুগমন করিলে, তাঁহার এক দিন অশৌচ হয় এবং পঞ্চগব্য ভক্ষণে শুদ্ধিলাভ করেন। বৈশ্যের মৃতদেহের অনুগমন করিলে দ্বিরাত্রি অশুচি হন; এবং ছয়বার প্রাণায়াম করিয়া শুদ্ধিলাভ করেন। এবং যে অল্পজ্ঞানী ব্রাহ্মণ শূদ্রের মৃতদেহের অনুগামী হন, তাঁহার ত্রিরাত্রি অশৌচ হয়। ত্রিরাত্রি

অতীত হইলে সমুদ্রবাহিনী নদীতে গিয়া, শতবার প্রাণায়াম ও ঘৃত ভোজন করিলে ঈদৃশ ব্রাহ্মণ শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন। ধর্ম্মবিদেরা বলিয়াছেন, শূদ্রগণ মৃতদেহের সংকার করিয়া কোন জলাশয়ের অন্ত পর্য্যন্ত যখন প্রতিগমন করিবে, তখন ব্রাহ্মণেরা তাহাদের অনুগমন করিতে পারিবেন। অতএব ব্রাহ্মণ, শূদ্রের মৃতদেহ স্পর্শ করিবেন না, দাহ করিবেন না। উহা চক্ষে দেখিলে সূর্য্যাবলোকন দ্বারা তিনি শুদ্ধিলাভ করিবেন, ইহাই চিরাচরিত বিধি।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

অতিমান, অতিক্রোধ, স্নেহ বা ভয় প্রযুক্ত স্ত্রী বা পুরুষ উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিলে, তাহাদিগের যে গতি হয়, তাহা বিহিত হইতেছে। উদ্বন্ধনে মরিলে পূয়শোণিত সম্পূর্ণ অন্ধতমসে নিমগ্ন হয়; ষষ্টিসহস্রবর্ষ ব্যাপিয়া তাহাকে ঐ নরক ভোগ করিতে হয়। উদ্বন্ধনে মরিলে, তাহার অগ্নি সংকার করিবে না, তাহাকে জলে প্রদান করিবে না, তাহার অশৌচ গ্রহণ করিবে না, তাহার জন্য চক্ষের জলও ফেলিবে না। যাহারা সেই মৃতদেহ বহন করে, যাহারা অগ্নিসংকার করে, যাহারা উহার রজ্জু (গলার দড়ি) ছেদ করে, তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত দ্বারা তাহাদিগকে শুদ্ধিলাভ করিতে হয়, প্রজাপতি এই কথা বলিয়াছেন। গো বা ব্রাহ্মণে যাহাকে হত করিয়াছে অথবা উদ্বন্ধনে যে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহার সে দেহ যে ব্রাহ্মণ স্পর্শ করেন, এবং যাহারা উহা বহন ও অগ্নিসংকার করে, এবং অন্য যাহারা তাহার অনুগমন করে, বা (উদ্বন্ধন মৃতের) কেশ ছেদন করিয়া দেয়, তাহাদের সকলকেই তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে হয়, এবং ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হয়। তাহারা বৃষ সহিত গাভী দক্ষিণা স্বরূপ ব্রাহ্মণকে দান করিবে, তিন দিন উষ্ণ জল, তিন দিন উষ্ণ দুগ্ধপান। তিন দিন উষ্ণ ঘৃত ও তিন দিন বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। যে ব্রাহ্মণ অনিচ্ছাপূর্ব্বক পতিতাদির সহিত আহার ব্যবহার করিবে। পাঁচ দিন, দশ দিন বা দ্বাদশ দিন, অর্দ্ধ মাস, এক মাস বা দুই মাস। অর্দ্ধ বৎসর, এক বৎসর বা তদূর্দ্ধকাল এরূপ হইলে ঐ পতিতের তুল্য হইবে। প্রথম পক্ষে ত্রিরাত্রি ও দ্বিতীয় পক্ষে কৃচ্ছ্র ব্রতাচরণ করিতে হইবে। তৃতীয় পক্ষ হইলে, কৃচ্ছ্র সান্তপন ব্রত, চতুর্থ পক্ষে দশরাত্র ব্রত, পঞ্চম পক্ষে পরাক ব্রত অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ষষ্ঠ পক্ষ হইলে চান্দ্রায়ণ ব্রত, সপ্তম পক্ষে দুইটি চান্দ্রায়ণ, অষ্টম পক্ষ হইলে, শুদ্ধিলাভার্থ ছয় মাস কৃচ্ছ্র ব্রত আচরণ করিতে হইবে। পক্ষের সংখ্যানুসারে, অর্থাৎ যত পক্ষ এরূপ পতিত সহ আহার ব্যবহার করা হইয়াছে, সেই সংখ্যক সুবর্ণ দক্ষিণা দান করিতে হইবে। ঋতুস্নান করিয়া যে নারী স্বামীর নিকট উপগতা না হয়, সে, মরণান্তে নরকে যায় এবং পুনঃ পুনঃ (বহু জন্ম) বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করে। স্ত্রী ঋতুস্নাতা হইলে যে ভর্ত্তা তাহার নিকট উপগত না হয়, ঘোর ভ্রূণহত্যা পাতকে সে পতিত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। অপতিতা এবং অদুষ্টা ভার্য্যাকে যে ব্যক্তি যৌবনকালে পরিত্যাগ করে, সে, সাত জন্ম স্ত্রীলোক হইয়া জন্ম গ্রহণ ও পুনঃ পুনঃ বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করে; দরিদ্র, ব্যাধিগ্রস্ত ও মূর্খ স্বামীকে যে স্ত্রী অবজ্ঞা করে, সে মরণান্তে সর্প হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং পুনঃ পুনঃ বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করে। জলপ্রবাহ বা বায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া, বীজ কোন ক্ষেত্রে পতিত ও অঙ্কুরিত হইলে, ক্ষেত্রস্বামী যেমন তাহার অধিকারী হয়; বীজস্বামী ভাগ পায় না; পরপত্নী গর্ভে উৎপাদিত দুই প্রকার পুত্র—কুণ্ড ও গোলক, তদ্রূপ অর্থাৎ ক্ষেত্রীর অধিকৃত, বীজী পুরুষের নহে। স্বামী জীবিত থাকিতে, পরপুরুষের ঔরসে যে সন্তান উৎপাদিত হয়, তাহার নাম কুণ্ড, আর স্বামীর মরণান্ত হইলে তাহার নাম গোলক। পুত্র চারি প্রকার,—ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্তক ও কৃত্রিম। মাতা বা পিতা যে পুত্র অপরকে দান করে, তাহার নাম

দত্তক। পরিবিত্তি পরিবেত্তা এবং যে কন্যার সহিত পরিবেদন হয় যে, ঐ কন্যা দান করে, যে সেই বিবাহের পৌরহিত্য করে; এই পাঁচ ব্যক্তিই নরকগামী হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অবিবাহিত থাকিতে যে ব্যক্তি বিবাহ ও অগ্নিহোত্র করে, তাহাকে পরিবেত্তা বলে; আর সেই অবিবাহিত অগ্রজকে পরিবিত্তি বলে। পরিবিত্তির দুই কৃচ্ছ্র, সেই কন্যার এক কৃচ্ছ্র, কন্যাদাতার কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র এবং পুরোহিতের চান্দ্রায়ণ ব্রত বিধেয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুব্জ, বামন, ক্লীব, গদ্গদ, জড়, জন্মান্ধ, বধির ও মূক হইলে, কনিষ্ঠের বিবাহ দূষণীয় নয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যদি পিতৃব্যপুত্র হয়, বৈমাত্রেয় হয় বা পিতার ঔরসে পরস্ত্রী গর্ভজাত সন্তান হয়, তাহা হইলেও কনিষ্ঠ ভ্রাতার দারপরিগ্রহ ও অগ্নিহোত্র ক্রিয়া দোষাবহ নয়। আর যদি জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিদ্যমান থাকিয়া স্বয়ং বিবাহ বিষয়ে অনিচ্ছুক থাকেন, তবে তাঁহার অনুমতি লইয়া কনিষ্ঠ বিবাহ করিবে, শঙ্খের এইরূপ ব্যবস্থা আছে। যে পাত্রের সহিত বিবাহের কথা বার্ত্তা স্থির হইয়া আছে, তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দিতে হইলে, তবে ঐ ভাবী পতি যদি নিরুদ্দেশ হয়, মরিয়া যায়, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে, ক্লীব বলিয়া স্থির হয় বা পতিত হয় তবে এই পঞ্চ প্রকার আপদে, ঐ কন্যার পাত্রান্তরে প্রদান বিহিত।* স্বামীর মরণান্তে যে নারী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তিনি মৃত্যুর পর ব্রহ্মচারীর ন্যায় স্বর্গ লাভ করেন। আর স্বামীর মরণে যিনি সংমৃতা হন, সেই স্ত্রী, মানবদেহে যে সার্দ্ধ ত্রিকোটী সংখ্যক রোম আছে, তাবৎ পরিমিত কাল স্বর্গ ভোগ করিতে থাকেন। ব্যালগ্রাহী যেমন গর্ত্তমধ্য হইতে, সর্পকে বলপূর্ব্বক টানিয়া আনে, তেমনি সহমৃতা নারী মৃতপতিকে উদ্ধার করিয়া, তৎসহ স্বর্গসুখ ভোগ করেন।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

* মূলে যে অনুবাদ প্রদত্ত হইল, ইহাই বহু পণ্ডিত সম্মত। আরও একটী যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইতেছে এতদ্দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইবে যে, বিধবা-বিবাহ এখনকার প্রচলনীয় নহে। "স্বামী যদি নিরুদ্দেশ হয়, মরিয়া যায়, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে, ক্লীব বলিয়া স্থির হয় বা পতিত হয়, তাহা হইলে নারী পত্যন্তর গ্রহণ করিবে।" এ বচনের ইহাই অনুবাদ। কিন্তু এই বচনের অনুমতি রক্ষা বর্ত্তমান সময়ে নিষিদ্ধ। যথা পরাশর-ভাষ্যধৃত আদিপুরাণ "দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং দেবরেণ সুতোৎপত্তি দত্তা কন্যা প্রদীয়তে। কন্যানা মসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ। দত্তৌরসে তরেষান্তু পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ। শূদ্রেষু দাসগোপাল কুল মিত্রার্দ্ধসিরিণাম্। ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্য এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ" অর্থাৎ কলি প্রারম্ভের পর, মহাত্মা পণ্ডিতগণ পূর্ব্বপ্রচলিত এই সকল কর্ম্ম সমাজরক্ষার্থ ব্যবস্থাপূর্ব্বক নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। যথা দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, দেবর দ্বারা পুত্র উৎপাদন, পরিণীতা নারীর পত্যন্তর গ্রহণ, অসবর্ণা কন্যার সহিত দ্বিজাতিগণের বিবাহ, দত্তক ও ঔরস ভিন্ন ক্ষেত্রজ প্রভৃতিকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ এবং গৃহস্থের দাস, গোপাল, কুলমিত্র এবং অর্দ্ধসীরী শূদ্রজাতির মধ্যে ইহাদিগের অন্ন ভোজন ইত্যাদি কলিযুগারম্ভের পরেও এই বচনে নিষিদ্ধ কতিপয় কার্য্যের অনুষ্ঠান দেখাইয়া এবং স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধে স্মৃতির বলবত্তা শাস্ত্রসম্মত এই প্রমাণে কেহ কেহ এই বচনের অগ্রাহ্যতা প্রতিপাদন করেন। আমরা বলি, তাহা নহে; ঐ সকল কর্ম্ম কলিযুগ প্রারম্ভের পরে যে নিষিদ্ধ হয়, ইহা ঐ বচন দর্শনেই সপ্রমাণ হইয়া থাকে, তবে ঠিক কোন্ সময়ে যে ঐ নিষেধবিধি প্রচারিত হয়, তাহা বলা কঠিন। যাহা হউক, যত দিন ঐ নিষেধ প্রচারিত হয় নাই, ততদিন কলিযুগেও ঐ সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল, অতএব পরাশর-সংহিতা কেবল কলিযুগের ধর্ম্মনির্ণায়ক হইলেও ক্ষতি নাই। কেননা পরাশরের মত কলিতে কিছু দিন প্রচলিত ছিল; একেবারে স্থিতিশূন্য হইতেছে না। পরাশরমতে ইতিপূর্ব্বে চতুর্ব্বিধ পুত্র উক্ত হইয়াছে। ভবিষ্যতে দাস, গোপালক, কুলমিত্র ও অর্দ্ধসীরী শূদ্রদিগের অন্ন ভোজন বিহিত হইবে, এইরূপ সকল মতের উপর নির্ভর করিয়া সমস্ত কলিযুগের এই ধর্ম্ম এইরূপ স্থির করিলে, আদিপুরাণ প্রভৃতির বচনস্থিতিশূন্য হইয়া পড়ে। প্রবল মতের সঙ্কোচ করিয়াও অপ্রবল মতের স্থিতি-শূন্যতা দোষ পরিহার করা চিরপ্রচলিত শাস্ত্রকারীর ব্যবস্থা। আর সামাজিক নিয়মও দেখ একণে ঔরস ও দত্তক ব্যতীত পুত্র নাই; কেহই দাস প্রভৃতির অন্ন ভোজন করে না। অতএব সর্ব্বজনপরিগৃহীত আদিপুরাণাদিবচনের অগ্রাহ্যতা-প্রতিপাদন-প্রয়াস সর্ব্বতোভাবে অকর্ত্তব্য। ইত্যাদি বিবিধ কারণে বিধবা বিবাহ যে, এখনকার অপ্রচলনীয় ইহা স্থির সিদ্ধান্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

কুক্কুর, বৃক ও শৃগালাদি কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে, ব্রাহ্মণ স্নান করিয়া, বেদমাতা পবিত্র গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিবেন। গোশৃঙ্গোদকে এবং মহানদীর সঙ্গম স্থলে স্নান করিয়া এবং সমুদ্র দর্শন করিয়া, কুক্কুরদষ্ট ব্যক্তি শুদ্ধ হইবে। বেদবিদ্যা ও ব্রত সমাপনান্তে ব্রাহ্মণ কুক্কুরদষ্ট হইলে, সুবর্ণ জলে স্নান ও ঘৃত ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইবে। ব্রতানুষ্ঠায়ী ব্রাহ্মণ কুক্কুরদষ্ট হইলে, ত্রিরাত্রি উপোষিত থাকিয়া ঘৃত ও কূপোদক পান করিয়া ব্রত শেষ সমাপন করিবেন। ব্রাহ্মণ ব্রতনিষ্ঠ বা ব্রতহীন যাই হউন, কুক্কুর-দষ্ট হইয়া তিনি ব্রাহ্মণকে প্রণিপাত করিয়া, এবং ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নিরীক্ষিত হইয়া শুদ্ধ হইবেন। কুক্কুর যদি দেহ আঘ্রাণ করে, অবলেহন করে (চাটে), বা নখের দ্বারা আঁচড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে জলদ্বারা বেষ্টিত সেই স্থান অগ্নিস্পৃষ্ট করিলেই শুদ্ধ হয়। ব্রাহ্মণীকে শৃগাল কুক্কুরে দংশন করিলে, তিনি চন্দ্র ও নক্ষত্রোদয় দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ শুদ্ধ হইবেন। কৃষ্ণপক্ষে যদি কদাপি চন্দ্র না দেখা যায়, তবে যে দিকে চন্দ্রের গতি, সেই দিক্ নিরীক্ষণ করিলেই শুদ্ধ হয়। যে গ্রামে অপর ব্রাহ্মণ নাই, এমন গ্রামে কোন ব্রাহ্মণকে কুক্কুরে দংশন করিলে, তিনি স্নান এবং বৃষ প্রদক্ষিণ করিলেই তৎক্ষণাৎ শুদ্ধ হইবেন। সাগ্নিক ব্রাহ্মণ যদি গো, ব্রাহ্মণ, চাণ্ডাল বা নৃপতি কর্ত্তৃক হত হন, অথবা বিষ ভক্ষণে আত্মহত্যা করেন। তবে ব্রাহ্মণ লৌকিক অগ্নিতে (অর্থাৎ হোমাগ্নিতে নয়) বিনা মন্ত্রে তাঁহার দেহ সংকার করিবেন। কিন্তু উক্তরূপ হত ঐ ব্রাহ্মণের মৃতদেহ সপিণ্ড ব্রাহ্মণ সর্ব্বতোভাবে বহন, সংকার ও স্পর্শ করিবেন। তাহারা প্রাজাপত্য ব্রতাচরণ করিবেন এবং পরে ব্রাহ্মণের অনুমতি লইয়া সেই মৃতদেহের দগ্ধাস্থি পুনর্ব্বার লইয়া দুগ্ধ দ্বারা প্রক্ষালন করিবেন। তাহার পর, সেই অস্থি স্বকীয় অগ্নিতে মন্ত্র দগ্ধ করিবেন। আহিতাগ্নি ব্রাহ্মণ প্রবাসে গিয়া কালধর্ম্মে মৃত্যুমুখে পতিত; অথচ তাঁহার গৃহে অগ্নি বর্ত্তমান। অতঃপর হে ঋষিগণ! এক্ষণে তাঁহার শ্রৌত অগ্নিহোত্র সংস্কার বিধি শ্রবণ কর। কৃষ্ণাজিন পাতিয়া কুশদ্বারা পুরুষাকৃতি গঠন করিবে। তদনন্তর সাত শত পলাশবৃন্ত সংগ্রহ পূর্ব্বক উহার মস্তকে চল্লিশ, কণ্ঠে ষাট, বাহুদ্বয়ে শত, অঙ্গুলিসমূহে দশ, বক্ষে শত, উদরে ত্রিশ। বৃষণদ্বয়ে আট, মেঢ্রে পাঁচ, উরুদ্বয়ে একুশ জানু এবং জঙ্ঘাতে কুড়ি পাদাঙ্গুলীসমূহে পঞ্চাশটি পলাশবৃন্ত এবং পত্রও প্রদান করিবে। লিঙ্গ এবং বৃষণ প্রদেশে শমীকাষ্ঠ-নির্ম্মিত অরণি নিক্ষেপ করিবে। উহার দক্ষিণ হস্তে জুহূ, বাম হস্তে উপসৎ, কর্ণে উদূখল, পৃষ্ঠে মুষল, বক্ষঃস্থলে প্রস্তর, মুখে তণ্ডুল ঘৃত ও তিল, কর্ণে প্রোক্ষণী, চক্ষুর্দ্বয়ে অজ্যস্থালী নিক্ষেপ করিবে। তার পর কর্ণে, নেত্রে, মুখে, নাসিকায়, সুবর্ণ খণ্ড প্রদান করিয়া, সর্ব্বাবয়বে অন্যান্য অগ্নিহোত্রাপকরণ বিন্যাস করিবে। তদনন্তর, পুত্র ভ্রাতা অথবা অন্য কেহ স্বধর্ম্মী, "অসৌ-স্বর্গায় লোকায় স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ঘৃতাহুতি প্রদান করিবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি দহন সংস্কারের বিধানানুযায়ী কার্য্য সম্পাদন করিবেন। এইরূপ বিহিত কার্য্য করিলে ব্রহ্মলোকে গতি হয়। যে ব্রাহ্মণ উহা দাহ করেন, তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন। আর যাহারা আত্মবুদ্ধিবশে, ইহার অন্য আচরণ করে, তাহারা নিশ্চয় অল্পায়ু ও নিরয়গামী হয়।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অতঃপর প্রাণিহত্যা পাতকে কিরূপ মুক্তিলাভ করা যায়, তাহার বিবরণ কহিতেছি। পরাশর এই সকল কথা পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন এবং সংহিতান্বিত ও সবিস্তারে কথিত হইয়াছে হংস, সারস, বক, চক্রবাক, কুক্কুট জালপাদ এক প্রকার (হংসবিশেষ), শরভ,—এই সকল প্রাণীহত্যা করিলে একদিন একরাত্রি উপবাস করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। বলাকা, টিট্টিভ, শুক, পারাবত, আটি, বক প্রভৃতি পক্ষী বধ করিলে, দিবসে উপবাস পূর্ব্বক রাত্রিতে

আহার করিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। ভাস, কাক, কপোত, শারী, তিত্তিরী বিনাশ করিলে প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে জলমধ্যে দাঁড়াইয়া প্রাণায়াম করিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। গৃধ্র, শ্যেন, ময়ূর, কুম্ভীরাদি গ্রাহ স্বর্ণচাতক উলূক, এ সকল প্রাণীহত্যা করিলে একদিন অপক্ক দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া পরে রাত্রে বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। বল্গুলী, চটক, কোকিল, খঞ্জ, লাবক, রক্তপাদ, এই সকল প্রাণী বধ করিলে, দিবসে উপবাসী থাকিয়া রাত্রিতে আহার করিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। কারণ্ডব, চকোর, পিঙ্গল, কুরব ও ভারদ্বাজ পক্ষী বিনাশ করিলে শিবপূজা করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। ভেরুণ্ড, শ্যেন, ভাস, পারাবত, কপিঞ্জল, এই সমুদয় এবং অন্যান্য পক্ষীর প্রাণ নাশ করিলে, এক অহোরাত্র উপবাস করিয়া সেই পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। নকুল, মার্জ্জার, সর্প, অজগর, ডুণ্ডুভ, কুশর, এই সমস্ত প্রাণী বিনাশ করিলে লৌহদণ্ড দক্ষিণা দান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে তিলান্ন—ভোজন করাইয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। শল্লকী, শশক, গোধা, মৎস্য, কূর্ম্ম, এই সমুদায় প্রাণী হত্যা করিলে এক দিবারাত্র বার্ত্তাকু ফল ভক্ষণ করিয়া থাকিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। বৃক, জম্বুক, ভল্লুক ও তরক্ষু,—এই সকল জন্তু বিনাশ করিলে, তিন দিন বায়ু ভক্ষণ করিয়া ব্রাহ্মণকে একপ্রস্থ পরিমিত অর্থাৎ দীর্ঘপ্রস্থে এক হস্ত পরিমিত পাত্রের ৬৪ চতুঃষষ্টিতম অংশ পরিমিত পাত্রের এক পাত্র তিল প্রদান করিয়া শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। গজ, গবয়, তুরঙ্গম, মহিষ, উষ্ট্র, এই সমুদয় জীব হত্যা করিলে সপ্তরাত্রি উপবাস পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে পরিতুষ্ট করিয়া পাপ হইতে মুক্তি করিতে পারিবে। মৃগ, রুরু, বরাহ, এই সমুদায় প্রাণীকে যে অজ্ঞানপূর্ব্বক বধ করে, সে, এক দিবারাত্র লাঙ্গল দ্বারা অকৃষ্ট শস্য ভক্ষণ করিয়া পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। এইরূপ বনচর অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তু বধ করিলে এক দিবারাত্র উপবাস করিয়া বহ্নিবীজ জপ করিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। যদি কোন ব্যক্তি শিল্পজীবী কারু শূদ্র ও স্ত্রীবধ করে, তাহা হইলে সে দুইটী প্রাজাপত্য ব্রত করিবে, এবং এগারটী বৃষ দক্ষিণা দিবে। বিনাপরাধে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে বিনাশ করিলে, দুইটী অতিকৃচ্ছ্র ব্রতানুষ্ঠান এবং বিংশতি সংখ্য গো দক্ষিণা দান করিবে। যাগক্রিয়াসক্ত বৈশ্য শূদ্র ও ক্রিয়াহীন ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিলে, চান্দ্রায়ণ ব্রত করিয়া ব্রাহ্মণকে ত্রিশটী গরু দক্ষিণা দিবে। যদি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র কোন ইতর জাতি চণ্ডালকে বধ করে, তাহা হইলে অর্দ্ধকৃচ্ছ্র ব্রত দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক চোর, শ্বপাক বা চণ্ডাল বিনষ্ট হইলে সেই ব্রাহ্মণ এক দিবারাত্র উপবাস পূর্ব্বক প্রাণায়াম করিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। যদি কোন ব্রাহ্মণ চণ্ডাল বা শ্বপাচকের সহিত সম্ভাষণ করেন, তাহা হইলে তিনি ব্রাহ্মণের সহিত সম্ভাষণ পূর্ব্বক গায়ত্রী জপ করিবেন। চণ্ডালের সহিত একত্র শয়ন করিলে, তিনি ত্রিরাত্রি উপবাস করিলেই শুদ্ধিলাভ করিবেন। যে ব্রাহ্মণ চাণ্ডালের সহিত এক পথে গমন করেন, তিনি গায়ত্রী স্মরণ করিলে শুদ্ধি লাভ করিবেন। চাণ্ডাল দর্শন করিলে সূর্য্য দর্শন করিবে। চাণ্ডালকে স্পর্শ করিলে, জলে সবস্ত্র স্নান করিবে। ব্রাহ্মণ না জানিয়া চাণ্ডালখাত পুষ্করিণী বা দীর্ঘিকাতে জলপান করিলে একরাত্রি এবং এক দিবারাত্রি উপবাস করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন। চাণ্ডালের ভাণ্ড স্পৃষ্ট কূপস্থিত জলপান করিলে, তিন রাত্রি গোমূত্র ও যাবক আহার পূর্ব্বক থাকিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন। যদি কোন ব্রাহ্মণ না জানিয়া চাণ্ডালের জল পাত্রে জল পান করেন ও যদি ঐ জল তৎক্ষণাৎ বমন করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে প্রাজাপত্য ব্রতাচরণ করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু যদি সেই জল বমন করিয়া না ফেলিয়া জীর্ণ করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে প্রাজাপত্য ব্রতানুষ্ঠান করিলে হইবে না, কৃচ্ছ্র সান্তপন ব্রতাচরণ করিতে হইবে। যে স্থলে ব্রাহ্মণ সান্তপন ব্রত করিবেন, সে স্থলে ক্ষত্রিয় প্রাজাপত্য ব্রত, বৈশ্য অর্দ্ধ প্রাজাপত্য ও শূদ্র একপাদ প্রাজাপত্য ব্রতাচরণ করিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র

প্রমাদবশতঃ অন্ত্যজ জাতির ভাণ্ডস্থিত জল, দধি বা দুগ্ধ পান করে, তাহা হইলে দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য উপবাসপূর্ব্বক ব্রহ্ম কূর্চ্চব্রত ও উপবাস দ্বারা এবং শূদ্র উপবাস ও যথাশক্তি দান দ্বারা শুদ্ধ লাভ করিতে পারে। ব্রাহ্মণ কখন অজ্ঞানপূর্ব্বক চাণ্ডালান্ন ভোজন করিলে, দশ রাত্রি গোমূত্র ও যাবক আহার করিয়া থাকিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন। দশ দিবসের প্রতি দিবসে গোমূত্র ও যাবকের এক এক গ্রাস ভক্ষণ করিয়া নিয়মানুসারে ব্রত পূর্ণ করিবেন। যদি কোন ব্রাহ্মণের গৃহে চণ্ডাল অপরিজ্ঞাতরূপে বাস করে এবং পরে তাহা জানিতে পারা যায়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণেরা বক্ষ্যমাণ উপসংন্যাস করিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহাকে পাপমুক্ত করিয়া দিবেন। ঋষিমুখে শ্রুত বেদপাবন ধর্ম্ম, সকলকে রক্ষা করিতেছে। এই ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরা পতিত ব্যক্তিকে পাপ সঙ্কট হইতে উদ্ধার করেন। উপসংন্যাস—এইরূপ ব্রাহ্মণগণের সহিত একত্র হইয়া দধি, ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত গোমূত্র এবং তিলান্ন আহার করিবে, ত্রিসন্ধ্যা, স্নান করিবে। তিন দিন দুগ্ধের সহিত, তিন দিন ঘৃতের সহিত তিন দিন দধির সহিত, এইরূপে এক এক দ্রব্যের সহিত তিন দিন করিয়া গোমূত্রযুক্ত তিলান্ন আহার করিতে হইবে। ভাবদুষ্ট কৃমিদূষিত বা উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ভোজন করিবে না। দধি ও দুগ্ধ তিন পল এবং ঘৃত এক পল মাত্র আহার করিবে। (সেই ভবনস্থিত) তাম্রপাত্র ও কাংস্যপাত্র ভস্ম দ্বারা মার্জ্জিত করিলে শুদ্ধ হইবে। বস্ত্র সমুদয় জল দ্বারা ধৌত করিয়া লইতে হইবে। মৃণ্ময়পাত্র শুদ্ধ পরিত্যাগ করিবে। অনন্তর গৃহদ্বারে কুসুম্ভ, গুড়, কার্পাস, লবণ, তৈল, ঘৃত, ধান্য, এই সমুদয় দ্রব্য রাখিয়া গৃহে অগ্নি প্রদান পূর্ব্বক জ্বালাইয়া দিবে। এইরূপে শুদ্ধি লাভ করিয়া পশ্চাৎ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইবে। ত্রিশটি গাভি ও একটী বৃষ ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা প্রদান করিবে। অনন্তর, সেই স্থান পুনর্ব্বার বিলেপন দ্বারা হোম দ্বারা ও জপ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণগণের আধারার্থ ভূমিতে দোষ ঘটে না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রের গৃহে অপরিজ্ঞাতরূপে রজকী, চর্ম্মকারী লুব্ধকী বা বা পুক্কসী অবস্থান করিলে, যখন জানিতে পারিবে, তখন পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সমুদায়ের অর্দ্ধ অনুষ্ঠান করিবে। কেবল গৃহ দগ্ধ করিতে হইবে না। কাহারও গৃহ মধ্যে চাণ্ডাল প্রবেশ করিলে, সেই গৃহ হইতে বহির্গমন করিয়া গৃহ ভাণ্ড সকল ফেলিয়া দিবে। যে ভাণ্ডে তৈল ঘৃত প্রভৃতি রস দ্রব্য থাকিবে, তাহা কদাচই পরিত্যাগ করিবে না। ঐ সকল ভাণ্ড গোরস-মিশ্রিত জল দ্বারা সর্ব্বাংশে প্রোক্ষিত করিয়া লইবে। ব্রাহ্মণের ব্রণ স্থানে পূয রক্ত মধ্যে যদি কৃমি জন্মায়, তাহা হইলে তাহার কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, শুন। তিন দিবস দধি, দুগ্ধ, ঘৃত ও গাভির মূত্র পুরীষে স্নান এবং ঐ সমস্ত দ্রব্য পান করিলে কৃমিদূষিত ব্রাহ্মণ শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। ঈদৃশ স্থলে ক্ষত্রিয় উক্তরূপ প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া পাঁচ মাষা সুবর্ণ দান করিবে এবং বৈশ্য একটী উপবাস করিয়া গোদক্ষিণা প্রদান করিবে। শূদ্রের উপবাস নাই, শূদ্রেরা এস্থলে পঞ্চগব্য পানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিয়া এবং দান করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। ব্রাহ্মণেরা যে "অচ্ছিদ্রমস্তু" এই বাক্য বলিবেন, তাহা প্রণামপূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করিতে হইবে। তাহাতেই অগ্নিষ্টোমের ফল লাভ হয়। শূদ্রের ব্যাধি, ব্যসন, শ্রান্তি, দুর্ভিক্ষ ও ডামর প্রভৃতি উপস্থিত হইলে সে, ব্রাহ্মণ দ্বারা উপবাস ব্রত হোম প্রভৃতি সম্পাদন করিবে। অথবা ব্রাহ্মণেরা পরিতুষ্ট হইয়া স্বয়ং অনুগ্রহ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদ করিলে সকল ধর্ম্ম লাভ হয়। দুর্ব্বলের প্রতি বালকের প্রতি ও বৃদ্ধের প্রতি অনুগ্রহ করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য, ইহা ভিন্ন অপর স্থলে অনুগ্রহ করিলে দোষ হয়, সুতরাং তাদৃশ অনুগ্রহ সফল হইবে না। যে ব্রাহ্মণ, স্নেহ, লোভ ভয় বা অজ্ঞানবশতঃ অনুপযুক্ত পাত্রে অনুগ্রহ করেন, অনুগৃহীতের পাপ তাঁহার শরীরে সঞ্চারিত হয়। যে সকল ব্রাহ্মণ শরীরনাশের সম্ভাবনাস্থলে প্রায়শ্চিত্তের বিধান করেন, যে সকল ব্রাহ্মণ মহৎ কার্য্যের অনুরোধে শূদ্রের প্রতি নিয়ম

পালন করিতে নিষেধ করেন, যে সকল মূঢ় ব্যক্তি সুস্থশরীর ব্যক্তির জন্ত নিয়ম পালন করেন বা নিয়ম পালনে বিধান দেন, তাঁহারা সকলেই প্রকৃত প্রায়শ্চিত্তের বিঘ্নকর্ত্তা, সুতরাং তাঁহারা অপবিত্র নরকে পতিত হন। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করে, সে, ব্রতনিয়ম-ত্যাজ্য, তাহার উপবাস বৃথা হয়, তাহার পুণ্য লাভ হয় না। ব্রাহ্মণ যে প্রকার ব্যবস্থা দিবেন, সেই নিয়ম গ্রাহ্য করিতে হইবে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের বাক্য পালন না করিবে, তাহাকে ব্রহ্মহত্যা-পাতকে পাতকী হইতে হইবে। উপবাস, ব্রত, স্নান, তীর্থদর্শন, জপ, তপস্যা প্রভৃতি ব্রাহ্মণ দ্বারা যিনি সম্পন্ন করেন, তাঁহারই ঐ সকল কার্য্য হয়। ব্রাহ্মণ দ্বারা কার্য্য সম্পাদিত হইলে ব্রতচ্ছিদ্র, তপশ্ছিদ্র, ও যজ্ঞচ্ছিদ্র কিছুই ঘটে না, সমুদায়ই অচ্ছিদ্র হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের সর্ব্বকাম-ফলদায়ক জলরহিত জঙ্গম তীর্থস্বরূপ, তাঁহা-দের বাক্যরূপ সলিল দ্বারাই পাপকলুষিত মলিন ব্যক্তিরা পবিত্র হয়। ব্রাহ্মণের মুখে যে বাক্য নির্গত হয়; তাহা দেবতার বাক্য, তাঁহারা সর্ব্বদেবময়, তাঁহাদের কথা নিস্ফল হয় না। যদি অন্ন প্রভৃতি কীট সংযুক্ত বা মক্ষিকা ও কীটাদি দ্বারা দূষিত হয়, তাহা হইলে ভোজন কালে সেই অন্ন জল দ্বারা ধৌত করিয়া ভস্ম স্পৃষ্ট করিবে। ব্রাহ্মণ, যদি ভোজন করিবার সময় চরণে হস্ত প্রদান করিয়া ভোজনপাত্রে হস্ত না দিয়া, ভোজন করেন, তাঁহার উচ্ছিষ্ট ভোজন করা হয়। চরণে পাদুকা দিয়া বা পর্য্যঙ্কে বসিয়া ভোজন করিবে না। কুক্কুর বা চণ্ডালকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে ভোজন পরিত্যাগ করিবে। যে অন্ন শুদ্ধ, যে অন্ন অশুদ্ধ, তাহা পরাশরের বচনানুসারে তোমাদের নিকট বলিতেছি। দ্রোণপরিমিত অন্ন বা আঢ়ক পরিমিত অন্ন যদি কাক দ্বারা বা কুক্কুর দ্বারা উপহত হয়, তাহা হইলে তাহা কিরূপে শুদ্ধ হইতে পারে, তাহার বিধান ব্রাহ্মণগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিবে। ধর্ম্মশাস্ত্র-পালক বেদবেদাঙ্গবিৎ ব্রাহ্মণগণ, বিধি দিবেন যে, কাকোচ্ছিষ্ট দ্রোণান্ন বা আঢ়কান্ন পরিত্যাগ করিবে না। বত্রিশ প্রস্থে এক দ্রোণ হয়। দুই প্রস্থে এক আঢ়ক হইয়া থাকে। শ্রুতি স্মৃতি বিশারদ পণ্ডিতগণ এই বত্রিশ প্রস্থ পরিমিত অন্নকে দ্রোণান্ন ও দুই প্রস্থ পরিমিত অন্নকে আঢ়কান্ন বলিয়া থাকেন। যে অন্নে কাক বা কুক্কুরে মুখ দিয়াছে, যাহা গো বা গর্দ্দভ কর্ত্তৃক আঘ্রাত হইয়াছে, তাহা যদি অল্প পরিমিত হয়, তাহা হইলে তাহা পরিত্যাগ করিবে। ঐ অন্ন দ্রোণান্ন বা আঢ়কান্ন হইলে অশুদ্ধ ও পরিত্যাজ্য হইবে না। ঐ অন্নের যে স্থান কাক বা কুক্কুরে মুখ দিয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ পরি-ত্যাগ করিয়া যে অংশে মুখ দেয় নাই বা যে অংশ দূষিত হয় নাই, তাহা সুবর্ণ স্পৃষ্ট জল দ্বারা ধৌত করিয়া অগ্নি দ্বারা উত্তপ্ত করিয়া লইবে। অগ্নি ও সুবর্ণ জলস্পৃষ্ট এবং ব্রাহ্মণের বেদঘোষ দ্বারা পবিত্র হইলে, ঐ অন্ন তৎক্ষণাৎ ভোজন যোগ্য হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

অতঃপর পরাশরের বচন অনুসারে দ্রব্য শুদ্ধির বিধান বলিতেছি। কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্র চাঁচিয়া ফেলিলেই শুদ্ধ হয়। যজ্ঞকর্ম্মে ব্যবহৃত যজ্ঞপাত্র, হস্ত দ্বারা মার্জ্জন করিলেই শুদ্ধ হইবে। গ্রহ ও চমস জলে ধৌত করিলেই শুদ্ধ হয়। চরুর সময় স্রুক্‌স্রুব প্রভৃতি যজ্ঞপাত্র সমুদায় উষ্ণজলে ধৌত করিলেই শুদ্ধ হইয়া থাকে। কাংস্যপাত্র ভস্ম দ্বারা এবং তাম্রপাত্র অম্ল দ্বারা মার্জ্জিত করিলেই পবিত্র হয়। যদি নারী পরপুরুষগামী না হয় তাহা হইলে রজস্বলা হইলেই নারী শুদ্ধ হয়। ভূমিতে যদি মলসংলগ্ন না থাকে, তাহা হইলে নদী বেগ দ্বারাই তাহা পরিশুদ্ধ হয়। যদি বাপী কূপ তড়াগ প্রভৃতির জল কোন কারণে দূষিত হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে একশত কলস জল ফেলিয়া দিয়া তাহাতে পঞ্চগব্য নিক্ষেপ করিলেই শুদ্ধ হইবে। অষ্টম-বর্ষীয়া কন্যাকে গৌরী, নবমবর্ষীয়াকে কন্যা বলা যায়। দশম বর্ষের পর কন্যাকে রজস্বলা বলা যায়। কন্যার দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলেও যদি কন্যা সম্প্রদত্তা না হয়, তবে

তাহার পিতৃগণ মাসে মাসে তাহার ঋতু-শোণিত পান করিয়া থাকে। কন্যাকে (অবিবাহিতাবস্থায়) রজস্বলা হইতে দেখিলে তাহার মাতা, পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তিন জনেই নরকগামী হন। যে ব্রাহ্মণ অজ্ঞানমুগ্ধ হইয়া ঐ কন্যাকে বিবাহ করেন, তিনি শূদ্রাপতি সদৃশ। তাহার সহিত কেহ এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন এবং সম্ভাষণও করিবে না। যে ব্রাহ্মণ এক রাত্রিমাত্র শূদ্রানারীর সংবাস করিবে, সে তিন বৎসর ভিক্ষান্ন ভোজনপূর্ব্বক নিত্য জপ করিলে শুদ্ধিলাভ করিতে পারে। সূর্য্যাস্তের পর, কোন ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, পতিত ব্যক্তি ও সূতিকা স্ত্রীকে স্পর্শ করিলে, কিরূপে শুদ্ধিলাভ করিবে, পরে তাহা বলিতেছি। অগ্নি সুবর্ণ বা চন্দ্রমার্গ অবলোকনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণের আনুগত্য করিয়া স্নান করিলে তিনি শুদ্ধ হইতে পারেন। দুই জন ব্রাহ্মণকন্যা রজস্বলা হইয়া যদি পরস্পরকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে উভয়ে তিন রাত্রি নিরাহারে থাকিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। যদি ব্রাহ্মণকন্যা ও ক্ষত্রিয়কন্যা উভয়ে রজস্বলা হইয়া পরস্পরকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণী অর্দ্ধকৃচ্ছ্রব্রত ও ক্ষত্রিয় কন্যা চতুর্থাংশ কৃচ্ছ্রব্রত করিবে। যদি ব্রাহ্মণকন্যা ও বৈশ্যকন্যা উভয়ে রজস্বলা হইয়া পরস্পরকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণকন্যা পাদোন কৃচ্ছ্রব্রত ও বৈশ্যতনয়া চতুর্থাংশ কৃচ্ছ্রব্রত করিয়া শুদ্ধিলাভ করিবে। যদি ব্রাহ্মণকন্যা ও শূদ্রকন্যা উভয়ে রজস্বলা হইয়া পরস্পরকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণকন্যা একটী সম্পূর্ণ কৃচ্ছ্রব্রত করিবে। শূদ্রকন্যা দান দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। রজস্বলা রমণী, চতুর্থ দিবসে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে বটে, কিন্তু রজোনিবৃত্তি হইলে তবে দৈবকর্ম্ম, পৈত্র্য কর্ম্ম, সমুদায় করিতে পারিবে। যে রমণীর রোগবশতঃ প্রতিদিন রজঃস্রাব হয়, সেই নারী সেই রজোযোগে অশুচি হইবে না, কারণ সেই রজঃপ্রবৃত্তি প্রাকৃতিক নহে। রমণীরা রজস্বলা হইলে প্রথম দিবস চাণ্ডালী দ্বিতীয় দিবস ব্রহ্মহত্যা পাতকে পাতকিনী ও তৃতীয় দিবসে রজকী তুল্যা হয়, এবং চতুর্থ দিবসে শুদ্ধিলাভ করে। রোগাভিভূতা কামিনীর ঋতু-স্নানের দিন উপস্থিত হইলে, অনাতুর কোন ব্যক্তি দশবার স্নান করিয়া প্রতিবারে ঐ আতুরা রমণীকে স্পর্শ করিবে। ঐরূপ দশবার স্পর্শে ঐ পীড়িতা নারী শুচি হইবে। ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্টযুক্ত শূদ্র ও কুক্কুর কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে, তিনি এক রাত্রি উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য সেবন দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন উচ্ছিষ্ট বিরহিত শূদ্র কোন ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণের স্নান করা বিহিত। আর শূদ্র উচ্ছিষ্টযুক্ত থাকিলে ব্রাহ্মণকে প্রাজাপত্য আচরণ করিতে হইবে। সুরালিপ্ত না হইলে ভস্ম দ্বারাই কাংস্য পাত্র পবিত্র হইতে পারে। পরন্তু যে কাংস্যপাত্রে সুরা স্পৃষ্ট হইয়াছে, তাহা অগ্নিতে উত্তপ্ত করিতে হইবে। কাংস্যপাত্র,—গাভি কর্ত্তৃক আঘ্রাত, কাক বা কুক্কুর দ্বারা উচ্ছিষ্ট অথবা শূদ্রোচ্ছিষ্ট হইলে দশবার ক্ষার দিয়া মার্জ্জন করিলে, শুদ্ধ হইতে পারিবে। কাঁসা পাত্রে গণ্ডুষ বা পাদধৌত করিলে, ঐ কাংস্য পাত্র ছয় মাস ভূমধ্যে প্রোথিত করিয় রাখিবে। তাহার পর উহা গ্রহণপূর্ব্বক ব্যবহার করিতে পারিবে। লৌহপাত্র স্থানান্তরি করিলেই শুদ্ধ হইবে। সীসক অগ্নিস্পর্শে বিশুদ্ধ হইবে। দন্ত, অস্থি, শৃঙ্গ, রৌপ্য সুবর্ণের পাত্র, মণিময়পাত্র, পাষাণময়পা ও শঙ্খ, জল দ্বারা ধৌত করিলে শু হইবে। পাষাণময়পাত্র পুনর্ব্বার মাজ্জি লওয়া উচিত। মৃন্ময় ভাণ্ড পোড়াইয়া ল লেই শুদ্ধ হয়। ধান্য মাজিয়া পরিষ্কা করিয়া লইলেই শুদ্ধ হইবে। বহু ধান্য বহু বস্ত্র অপবিত্র হইলে তাহা কিঞ্চিৎ জলবি দ্বারা প্রোক্ষিত করিবে। অল্প হইলে জ দ্বারা ধৌত করিয়া লইতে হইবে। বং বল্কল, ছিন্ন বস্ত্র, পট্টবস্ত্র, কার্পাসবস্ত্র, লো বস্ত্র, ক্ষৌমবস্ত্র এই সমুদয় জল দ্বারা শুদ্ধ হ খাট বালিশ প্রভৃতি এবং পীত রক্তবস্ত্রকে রৌ উত্তপ্ত করিয়া জল দ্বারা প্রোক্ষিত করি শুদ্ধ হইবে। মুঞ্জ, ঝাঁটা, কুলো, অস্ত্র, শাণাইব ফলক, চর্ম্ম, তৃণ কাষ্ঠ প্রভৃতি বাঁধিবার র এই সমুদায় দ্রব্য জলদ্বারা প্রোক্ষিত হইলে শুদ্ধ হইবে। মার্জ্জার, মক্ষিকা, কীট, পত

কৃমি, ভেক ইহারা সর্ব্বদাই পবিত্র অপবিত্র দ্রব্য স্পর্শ করিয়া থাকে, ইহাদের দ্বারা কোন বস্তু উচ্ছিষ্ট হয় না, ইহা মনু বলিয়াছেন। যে জল ভূমি স্পর্শ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, যে জল অন্য জলের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে, সে জল যদি ভুক্তোচ্ছিষ্ট হয়, তথাপি তাহা উচ্ছিষ্ট হইবে না। এইরূপ স্নেহ-দ্রব্যও অপবিত্র হয় না, মনু এরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন। তাম্বুল ইক্ষু, স্নেহ, ফল, অনুলেপন, মধুপর্ক, সোমরস, এতৎসমুদায় উচ্ছিষ্ট হয় না, মনু ব্যবস্থা দিয়াছেন। পথের কর্দ্দম, জল, নৌকাপথ, তৃণ, পাকা ইষ্টক, এ সমুদয় বায়ু এবং রৌদ্র দ্বারা পরিশুদ্ধ হয়। বায়ু দ্বারা উড্ডীন্ ধূলিসমূহ এবং বিস্তৃত জলধারা দূষিত হয় না। স্ত্রীজাতি, বালিকাই হউক, বৃদ্ধাই হউক, তাহারা কখন অপবিত্র হয় না। হাঁচিলে, নিষ্ঠীত্যাগ করিলে, কোন অঙ্গ দন্তোচ্ছিষ্ট হইলে, বাক্য মিথ্যা হইলে এবং পতিত ব্যক্তির সহিত আলাপ করিলে, দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ করিবে। কারণ অগ্নি, জল, বেদ, চন্দ্র, সূর্য্য, চন্দ্র, অনিল, ইহাঁরা সর্ব্বদা ব্রাহ্মণের দক্ষিণ কর্ণে বাস করেন। মনু বলিয়াছেন যে, প্রভাস প্রভৃতি তীর্থসমুদয় ও গঙ্গা প্রভৃতি নদী সমুদয় ব্রাহ্মণের দক্ষিণ কর্ণের সান্নিধ্যে সর্ব্বদা থাকেন। দেশবিপ্লব হইলে বা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, প্রবাসে গমন করিলে, পীড়াদি হইলে, বিপদে পড়িলে যে কোনরূপে আগে আপনার দেহাদি রক্ষা করিবে, পশ্চাৎ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। আপনি বিপন্ন হইলে মৃদু বা দারুণ যে কোন উপায় দ্বারা দীন আত্মাকে উদ্ধার করিবে। পরে যখন সমর্থ হইবে, তখন ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। কিন্তু যখন কোন বিপদ কাল উপস্থিত হইবে, তখন শৌচাচারের বিষয় চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। অগ্রে আপনাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবে. পশ্চাৎ সুস্থ হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিলেই হইবে।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

যদি বন্ধন ও যোক্ত্রযুক্ত অবস্থায় কোন গরুর মৃত্যু হয় এবং যদি তাহার মৃত্যুতে কামনা না থাকে, তবে সেই অকামকৃত পাপের কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইবে, (তাহা বলা যাইতেছে।) যাঁহারা বেদ-বেদাঙ্গবেত্তা, ধর্ম্মশাস্ত্র-পারদর্শী আর স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মনিরত, এরূপ বিপ্রের উল্লিখিত স্থলে কেবল নিজকৃত পাপের বিষয় পরিষদ সমীপে নিবেদন করিলেই চলিবে। এইরূপ স্থলে কিরূপ অবস্থায় পরিষদ্ সমীপে উপস্থিত হইতে হয়, তাহার লক্ষণ বলা যাইতেছে। কারণ, সেস্থলে যথারীতি উপস্থিত হইলে পরিষদ্ তাহাকে ব্রতের উপদেশ দিবেন। যদি নিশ্চয় পাপ করিয়াছি, তৎক্ষণাৎ এইরূপ ধারণা জন্মে, তবে পরিষদ সমীপে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে কখন আহার করিবে না, এমন কি যেখানে পরিষদ্ পর্য্যন্ত নাই, সেখানেও যদি কেহ এরূপ স্থলে আহার করে, তবে তাহার পাতক দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইবে। আর যদি পাপ করিয়াছি, ভাবিয়া মনে একটা সন্দেহ হয়, তাহা হইলেও যে পর্য্যন্ত প্রকৃত পাপ করিয়াছি কি না নিশ্চয় না হয়, সে পর্য্যন্তও আহার করা কর্ত্তব্য নহে। কিম্বা এরূপ স্থলে নিশ্চয় পাপ করি নাই, এরূপ একটা ভ্রম সিদ্ধান্তও করিতে নাই। পাপ করিয়া কখন তাহা গোপন করিবে না, কেননা গোপন করিলে পাপ বৃদ্ধি হইতে থাকে। পাপ অল্পই হউক আর অধিকই হউক, তাহা ধর্ম্মবেত্তাগণের সম্মুখে নিবেদন করিবে। কারণ তাঁহারা কৃত পাপের কথা জানিতে পারিলে, বুদ্ধিমান বৈদ্য যেমন পীড়িতের পীড়া আরোগ্য করেন, সেইরূপ পাপ যাহাতে দূর হইবে, তাহার উপায় করিয়া দিবেন। এই প্রকারে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলে, লজ্জাশীল সত্যপরায়ণ, সরল-স্বভাব ব্যক্তিগণ সত্বরই শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য এইরূপ স্থলে পাপ করিবামাত্র স্নান করিয়া সেই আর্দ্র বসন পরিয়া একাগ্রচিত্ত হইয়া আর মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া উক্ত

রূপ সভা-সমীপে গমন করিবে। পাপী এইরূপে সভা-সমীপে উপস্থিত হইয়া তৎক্ষণাৎ শরীর ও মস্তক ভূমিতে বিলুণ্ঠিত করিবে, কোন কথা কহিবে না। যে সকল ব্রাহ্মণ সাবিত্রী (বেদ) অথবা গায়ত্রী জ্ঞাত নহে, সন্ধ্যা উপাসনা জানে না ও অগ্নিতে হোমক্রিয়া করে না, অথবা কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত, তাহারা কেবল নাম মাত্র ব্রাহ্মণ। এরূপ ব্রত-রহিত ও মন্ত্র ও জাতি মাত্রোপজীবি সহস্র ব্রাহ্মণ একত্র হইলেও তাহাকে পরিষদ্ বলা যায় না। অজ্ঞানাভিভূত মূর্খ, ধর্ম্মব্রত-বিমূঢ় ব্যক্তিগণ যে কথা বলে, তাহাতে কেবল সেই পাপ শতগুণে বিভক্ত হইয়া সেই সকল বক্তৃদিগকেই অর্শিয়া থাকে। ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম না জানিয়া যাহারা প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা দেয়, তাহাদের ব্যবস্থায় প্রায়শ্চিত্তকারীর পাপ নাশ হয় বটে ; কিন্তু ব্যবস্থাদাতা সভ্যগণ সেই পাপভাগী হয়েন, চারি জন কিম্বা সুধু তিন জন মাত্র বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যে ব্যবস্থা দিবেন, তাহাই যথার্থ ধর্ম্মসম্মত বলিয়া জানিবে, অন্য সহস্র লোকের কথাও ধর্ম্ম বলিয়া গ্রাহ্য করিবে না। যাঁহারা প্রমাণের পথ অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ সকল কথার প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা দেন, সেই সকল বহুগুণবেত্তা পণ্ডিতগণকেই পাপ ভয় করে। যেমন পাথরের উপর জল থাকিলে বায়ু ও সূর্য্যের উত্তাপদ্বারা তাহা ক্রমে শোষিত হয় ; সেইরূপ উক্ত ব্রাহ্মণ সমিতি বা পরিষদের আদেশে সমস্ত পাতকই বিনষ্ট হয়। তাহা আর পাপকারী কিম্বা ব্যবস্থাদাতা পরিষদ, কাহাকেই অর্শে না, উত্তাপ ও বায়ু-সংযোগে জল শোষণের ন্যায়, তাহা একেবারে বিনষ্ট হয়। যাঁহারা বেদ বেদাঙ্গপরায়ণ ধর্ম্মজ্ঞ অথচ আহিতাগ্নি নহেন, তাঁহাদের পাঁচজন বা তিনজন একত্রিত হইলেই তাহাকে পরিষদ্ কহে। কিন্তু যাঁহারা মুনি, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন দ্বিজ, যজ্ঞযজনকারী দেবব্রত-পরায়ণ বা স্নাতক ব্রাহ্মণ তাঁহাদের একজন হইলেও পরিষৎ বলা যায়। পূর্ব্বে আমি বলিয়াছি যে, পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণে একত্র হইলে তবে পরিষৎ হয় কিন্তু যদি এরূপ পাঁচজন ব্রাহ্মণ না পাওয়া যায়, তবে যাহারা স্ববৃত্তি পরিতুষ্ট, তাঁহাদের পাইলেও পরিষৎ বলা যাইবে। কিন্তু ইহারা ব্যতীত অন্য যে সকল বিপ্র কেবল নাম মাত্র ব্রাহ্মণ, তাঁহাদের সহস্র জন একত্রিত হইলেও পরিষৎ হইবে না। কাষ্ঠনির্ম্মিত হাতী বা চর্ম্মাচ্ছাদিত মৃগমূর্ত্তি যেমন প্রকৃত হস্তী বা মৃগ নহে, সেইরূপ নাম মাত্র সার অধ্যয়নবিহীন মূর্খ ব্রাহ্মণও প্রকৃত ব্রাহ্মণ নহে জন শূন্য গ্রাম, বা জলশূন্য কূপ কিম্বা অগ্নিব্যতীত হোম যেমন কিছুই নহে, মন্ত্রহীন ব্রাহ্মণও সেইরূপ অসার। নপুংসকের স্ত্রীসম্ভোগ যেমন নিষ্ফল, উষরভূমি যেমন ফলবতী নহে, অজ্ঞ (ব্রাহ্মণকে) দান যেমন বৃথা, সেইরূপ ঋক্ বা বেদমন্ত্রবিহীন বিপ্রও নিষ্ফল। চিত্রকর্ম্মে যেমন চিত্রের নানাবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্রমে ক্রমে চিত্রিত হইয়া পরিস্ফুট হয়, সেইরূপ বিধিমত সংস্কারদ্বারা ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বও পরিস্ফুট হয়। যে সকল বিপ্র কেবল নামমাত্র ব্রাহ্মণ, তাহারা যদি প্রায়শ্চিত্ত বিধি দেয়, তবে সেই সকল পাপকর্ম্মকারী দ্বিজগণ নরকে গমন করে। যে সকল দ্বিজগণ বেদ পাঠ করিয়া থাকেন, নিত্য পঞ্চযজ্ঞনিরত ব্রাহ্মণ তাহারাই পঞ্চইন্দ্রিয় বিষয়াসক্ত লোকদের আশ্রয় স্বরূপ হইয়া এই সমস্ত ত্রিলোককে ধারণ করেন। শ্মশানে প্রদীপ্ত অগ্নি মন্ত্রপূত হওয়ায় যেমন সর্ব্বভুক্ হয় (সমস্ত পাপাদি দহন করে) সেইরূপ জ্ঞানলাভ করিয়া বিপ্রগণ সর্ব্বভক্ষ ও দেবরূপী হন। যেমন সমস্ত অপবিত্র বস্তুই জলেতে ফেলিয়া দিতে হয়, সেইরূপ সমস্ত পাপই নির্ম্মল ব্রাহ্মণের উপর প্রক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। বিপ্রগণ গায়ত্রীবিহীন হইলে তাহারা শূদ্র অপেক্ষাও অশুচি হয়েন ; আর যাঁহারা গায়ত্রীনিষ্ঠ ও ব্রহ্মতত্বজ্ঞ, তাঁহারাই দ্বিজগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও পূজনীয় হয়েন। তবে দুঃশীল হইলেও দ্বিজ পূজ্যই হইবে, আর শূদ্র সংযতেন্দ্রিয় হইলেও সে পূজনীয় হয় না। কেবল দেখি দুষ্ট দূষিত শরীর গাভীকে পরিত্যাগ করিয়া সুশীলবোধে গর্দ্দভী দোহনে প্রবৃত্ত হয়। যে দ্বিজগণ ধর্ম্মশাস্ত্ররূপ রথে সদা আরূঢ় হইয়া বেদরূপ খড়্গ ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহারা যদি কখন পরিহাসচ্ছলেও

কোন কথা বলেন, তবে তাহাও পরম ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে। অতএব যিনি চারি বেদেই পণ্ডিত, নির্ব্বিকার হৃদয়,বেদাঙ্গবেত্তা,ধর্ম্মপাঠক; তিনি একাই শ্রেষ্ঠ পরিষৎ, নতুবা দশজন সংসারাশ্রমী ব্রাহ্মণও মধ্যবিৎ পরিষৎ হয়। দ্বিজগণ রাজার অনুমতি পাইলে তবে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিবেন। প্রায়শ্চিত্ত বিধি তাঁহারা কখন স্বয়ং বলিবেন না। আবার ব্রাহ্মণের কথা না শুনিয়া বা তাহাদের অনুমতি না লইয়া রাজা যদি এই কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন, তবে সেই পাপ শতধা হইয়া রাজাকেই অর্শাইবে। দেবালয়ের সম্মুখে থাকিয়া তবে ব্রাহ্মণগণ প্রায়শ্চিত্তবিধি দেবেন। তাহার পর বেদমাতা গায়ত্রী জপ করিয়া তবে ব্যবস্থা দান করিবেন, মনে যদি নিজের কোন পাপ স্পর্শিয়া থাকে, তাহা দূর করিবেন। প্রায়শ্চিত্তকালে শিখাসহ কেশ মুণ্ডন করিবে, ত্রিসন্ধ্যা অবগাহন করিবে এবং রাত্রিকালে গোশালায় শয়ন ও দিবাভাগে গোগণের অনুসরণ করিতে হইবে। যদি অত্যন্ত গ্রীষ্ম হয় বা বড় বর্ষা হয় বা ভয়ঙ্কর শীত হয়, কি প্রবল বাতাস বহে, যথাশক্তি গো রক্ষণ ত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষার জন্য কোনরূপ চেষ্টা করিবে না। যদি আপনার কিম্বা অন্যের গৃহে ক্ষেত্রে কিম্বা উদুখলস্থ শস্য গাভিতে ভক্ষণ করে, কিম্বা যদি বৎস দুগ্ধ পান করিয়া ফেলে (অর্থাৎ গরু পিইয়া যায়) তথাপি কোন কথা বলিবে না। গরু জল পান করিলে তবে নিজে জল পান করিতে হইবে—গরু শয়ন করিলে তবে নিজে শুইতে হইবে, আর যদি গোরু কোনরূপে পঙ্ক মধ্যে পড়িয়া যায়, তবে প্রাণপণে তাহাকে উদ্ধার করিতে হইবে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের ও গরুর নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করে, সেই ব্রাহ্মণ ও গরুর রক্ষাকর্ত্তা ব্রহ্মহত্যাদি পাপ হইতে মুক্ত হয়। গোবধের প্রায়শ্চিত্ত জন্য প্রাজাপত্য ব্রতের ব্যবস্থা করিবে, প্রাজাপত্য নামক কৃচ্ছ্র ব্রতকে চারিভাগে বিভক্ত করিবে। এক দিবস কেবল একবার মাত্র ভোজন করিয়া থাকিবে, তার পর এক দিন শুধু রাত্রিতে ভোজন করিবে। তার পর এক দিন বিনা যাচ্ঞায় যাহা পাইবে, তাহাই খাইয়া থাকিবে, আর চতুর্থ দিবস কেবল মাত্র বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিবে, ইহাই এক পাদ প্রায়শ্চিত্ত। প্রথম দুই দিন একবার মাত্র ভোজন করিবে, তার পর দুই দিন কেবল রাত্রিতে ভোজন করিবে, তার পর দুই দিন অযাচিত হইয়া যাহা পাইবে তাহাই খাইবে, তার পর দুই দিন কেবল বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিবে; ইহাই দ্বিপাদ প্রায়শ্চিত্ত। প্রথম তিন দিন একবার মাত্র ভোজন করিবে, তার পর তিন দিন কেবল রাত্রিতে ভোজন করিবে, তার পর তিন দিন বিনা যাচ্ঞায় যাহা পাইবে, তাহাই ভোজন করিবে, শেষ তিন দিন কেবল বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিতে হইবে, ইহাই ত্রিপাদ প্রায়শ্চিত্ত। প্রথম চারি দিন একবার মাত্র ভোজন করিবে, তাহার পর চারি দিন কেবল রাত্রিতে ভোজন করিবে, তার পর চারি দিন বিনা যাচ্ঞায় যাহা পাইবে তাহাই ভক্ষণ করিবে, আর শেষ চারি দিন কেবল বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। ইহাই পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত। এইরূপে প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইলে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইবে, বিপ্রগণকে দক্ষিণা দিতে হইবে এবং দ্বিজ পবিত্র মন্ত্রজপ করিবেন। ব্রাহ্মণ ভোজন করান হইলে নিশ্চয়ই গোহত্যাকারী শুদ্ধ হইবেন,সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

যথারীতি রক্ষাহেতু গরুকে রুদ্ধ বা বন্ধন করায়, যদি গোহত্যা হয়, তবে দোষ নাই। কিন্তু এরূপ গোহত্যাকে কামকৃত বা অকামকৃত হত্যা বলিয়া বুঝিবে না। বৃদ্ধাঙ্গুলির ন্যায় স্থূল বা এক হস্ত পরিমিত দীর্ঘ, রসযুক্ত আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লব বেষ্টিত এইরূপ হইলেই তাহাকে দণ্ড বলে। দণ্ড ব্যতীত যদি আর কিছু দ্বারা কেহ গরুকে প্রহার বা নিপাতন করিয়াই হত্যা করে, তবে সে প্রায়শ্চিত্ত করিবে; ও উল্লিখিতরূপে দ্বিগুণ গোব্রত আচরণ করিবে। রোধ, বন্ধন, যোতে জুড়িয়া দেওয়া আর নিপাত করা এই চারি প্রকারে গোহত্যা হয়। তন্মধ্যে রোধহেতু গোহত্যা

হইলে এক পাদ প্রায়শ্চিত্ত করিবে, বন্ধনহেতু হত্যা হইলে দ্বিপাদ, যোতে জুড়িয়া দেওয়া জন্ম হত্যা হইলে তিনপাদ, আর নিপাতন হেতু হত্যা হইলে পূর্ণ মাত্রায় প্রায়শ্চিত্ত করিবে। গোচারণের মাঠে, গৃহে, দুর্গে সমতল প্রান্তর ভূমিতে, নদী বা সমুদ্রতীরে খাত বা পর্ব্বত গুহার নিকটে কিম্বা দগ্ধদেশে রুদ্ধ করিয়া রাখায় যদি গরুর মৃত্যু হয়, তবে তাহাকে রোধ বলে। জোয়াল বা কোনরূপ রজ্জু দ্বারা, কিম্বা ঘণ্টা, আভরণ ভূষণ দ্বারা যদি গরুকে গৃহে, বা বলেতেও বদ্ধ করিয়া রাখায় তাহার মৃত্যু হয়, তবে ইহাকে অবস্থাভেদে কামকৃত বা অকামকৃত বন্ধন বলিয়া জানিবে। যদি লোকের দ্বারা লাঙ্গল বা গাড়ীতে জুড়িয়া দেওয়ায় দুই চারিটা গরু সারবন্দি করিয়া বান্ধিয়া দেওয়ায়, কিম্বা অত্যন্ত চাপানেতে প্রপীড়িত হওয়ায় কোন গরুর মৃত্যু হয়, তবে সেই হত্যাকে যোক্ত্রবধ বলে। মত্ত, উন্মত্ত, বা প্রমত্ত অবস্থাই হউক বা সজ্ঞান কি অজ্ঞান অবস্থাতেই হউক, আর কামকৃত অকামকৃত ক্রোধ জন্মই হউক, যদি দণ্ড বা উপলখণ্ডদ্বারা কেহ গরুকে আঘাত করায়, গরু আহত বা মৃত হয়—তবে এরূপ আঘাতকে নিপাতনের হেতু বলিয়া জানিবে। তবে যদি সেই গরু দণ্ডের দ্বার আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় মূর্চ্ছিত ও পতিত থাকিয়াও পরে উঠিয়া গমন করে, বা পাঁচ সাত দশ গ্রাস গ্রহণ করে কিম্বা জল পান করে, তবে আর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। পিণ্ড অবস্থায় গো গর্ভ নষ্ট করিলে একপাদ, গর্ভ সঞ্চার হওয়ার পর নষ্ট করিলে দ্বিপাদ আর তৎপরে গর্ভস্থ গোভ্রূণের চেতন সঞ্চারের পূর্ব্বে ঐ গর্ভ নষ্ট করিলে ত্রিপাদ প্রায়শ্চিত্ত ব্রত আচরণ করিতে হয়। একপাদ প্রায়শ্চিত্ত করিলে অঙ্গ রোম ত্যাগ করিতে হয়, দ্বিপাদ প্রায়শ্চিত্ত করিবার সময় শ্মশ্রুও ত্যাগ করিতে হয়; ত্রিপাদ প্রায়শ্চিত্ত সময়ে শিখা ব্যতীত সমস্ত লোম মুণ্ডন করিতে হয়; আর পূর্ণ প্রায়শ্চিত্তকালে শিখা সমেত সমুদয় রোম মুণ্ডন করিতে হয়। একপাদ প্রায়শ্চিত্তে দুখানি কাপড়, দ্বিপাদ প্রায়শ্চিত্তে কাঁসার পাত্র, তিনপাদ প্রায়শ্চিত্তে একটী বৃষ, চারিপাদ প্রায়শ্চিত্তে এক জোড়া বৃষ দান করিবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু গোভ্রূণের সমুদয় অঙ্গের স্ফূর্ত্তি না হইলেও তাহাকে চেতনাযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। অথচ সমুদয় প্রত্যঙ্গের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে, তবে ভ্রূণ হত্যা করিলে দ্বিগুণ গোব্রতের আচরণ করিতে হইবে। পাষাণ ফেলিয়া, কিম্বা দণ্ডের দ্বারা যদি কেহ গরুকে আঘাত করিয়া শৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া দেয়, তবে সে একপাদ প্রায়শ্চিত্ত, আর শৃঙ্গ আমূল উপড়াইয়া দিলে দ্বিপাদ প্রায়শ্চিত্ত, ব্রত অনুষ্ঠান করিবে। কেহ যদি এইরূপে গরুর লাঙ্গুল ভাঙ্গিয়া দেয় তবে সে একপাদ কৃচ্ছ্রব্রত করিবে, অস্থি ভাঙ্গিয়া দিলে দ্বিপাদ ব্রত করিবে, কর্ণ ভাঙ্গিয়া দিলে তিন পাদ, আর সমুদয় অঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিলে পূর্ণমাত্রায় কৃচ্ছ্রব্রত অনুষ্ঠান করিবে। শৃঙ্গ ভঙ্গ, কি অস্থি ভঙ্গ, অথবা কটি ভঙ্গ হইলেও যদি গরু ছয় মাসকাল জীবিত থাকে, তবে আর প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক নাই। যদি আঘাত হেতু গরুর গাত্রে ব্রণ বা ক্ষত হয়, তবে স্বহস্তে আরোগ্য পর্য্যন্ত ব্রণস্থানে তৈলাদি স্নেহ মাখাইবে; এবং যে পর্য্যন্ত গরু দৃঢ় ও বলবান না হয়, সে পর্য্যন্ত যবস মাত্র আহার করিয়া থাকিবে। যে পর্য্যন্ত তাহার সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাকে পালন করিবে, তৎপরে ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিয়া তাহার সম্মুখে নিজ গোরূপ পরিত্যাগ করিবে। আর যদি গরুর সর্ব্বাঙ্গ পূর্ব্ববৎ না হয়, যদি দেহের কোন অঙ্গ হীন হয়, তবে তাহার গোহত্যার প্রায়শ্চিত্তের অর্দ্ধেক নির্দ্দিষ্ট করিবে। যদি কেহ ঔদ্ধত্যবশতঃ লোষ্ট্র (ঢিল) পাষাণ নিক্ষেপ করিয়া অথবা কোন অস্ত্র দ্বারা বলপূর্ব্বক গোহত্যা করে, তাহার শুদ্ধি ব্যবস্থা নির্ণয় করা যাইতেছে। কাষ্ঠ দ্বারা গোহত্যা করিলে সান্তপন ব্রত আচরণ করিবে, লোষ্ট্র দ্বারা গোবধ করিলে প্রাজাপত্য ব্রতাচরণ করিবে, পাষাণ দ্বারা গোবধ করিলে তপ্তকৃচ্ছ্র সাধন করিবে, আর শস্ত্রের দ্বারা গোবধ করিলে অতি কৃচ্ছ্র ব্রতাচরণ করিবে। সান্তপন ব্রতে পাঁচটী গরু, প্রাজাপত্য ব্রতে তিনটী গরু,

তপ্তকৃচ্ছ্রে আটটী গরু আর অতিকৃচ্ছ্র ব্রত আচরণে তেরটী গরু দান করিতে হয়। যে প্রকার গরুর হত্যার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে, ঠিক তাহার অনুরূপ গরু দান করাই কর্ত্তব্য। তবে মহর্ষি মনু বলিয়াছেন, তাহার অনুরূপ দ্রব্য দিলেও চলিতে পারে। গরু দাগিবার জন্য বা চিহ্নিত করিবার জন্য রোধ বা বন্ধন করিলে দোষ হয়। কিন্তু তাহা ব্যতীত শকটাদি বহন জন্য অথবা দোহন কালে কিম্বা সায়ংকালে একত্র রক্ষা করিবার জন্য রোধ বা বন্ধন করিলে দোষ হয় না। গরু দাগিবার কালে অতিরিক্ত দগ্ধ করিয়া ফেলিলে, কিম্বা অতিরিক্ত ভার বহন করাইলে কিম্বা নাক ফুড়িয়া দিলে অথবা দুর্গম নদী পর্ব্বতের উপর দিয়া লইয়া যাইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। উক্ত প্রকারে অতিরিক্ত দগ্ধ করিলে একপাদ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, উক্তরূপে বহন করাইলে দ্বিপাদ, নাক ফুড়িয়া দিলে তিন পাদ, আর এই সমুদায়গুলি পাপ করিলে পূর্ণ মাত্রায় প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। গরু বন্ধনযুক্তই থাকুক আর বন্ধন মুক্তই থাকুক, যদি দহনহেতু তাহার মৃত্যু হয়, তবে পরাশর কহিয়াছেন, যথাবিধি একপাদ প্রায়শ্চিত্ত করিলেই চলিবে। রোধ করা, বন্ধন করা, যোক্ত্রযুক্ত করা, ভার বহন করান, প্রহার করা, যোক্ত্রাদি বদ্ধ করিয়া দুর্গম স্থানে প্রেরণ করা, এই ছয়টীই গোবধের কারণ। যদি কোন গরুর সুগুপ্তাঙ্গে রজ্জু বদ্ধ অবস্থায় মৃত্যু হয়, তবে যাহার গৃহে এরূপ গোহত্যা হয়, তাহাকে অর্দ্ধ কৃচ্ছ্র ব্রত অনুষ্ঠান করিতে হইবে। নারিকেলের দড়ি, শণের দড়ি, মুঞ্জযুক্ত দড়ি, কিম্বা লৌহাদি কোন শৃঙ্খল দ্বারা গোরুকে বন্ধন করা উচিত নহে। আর যদিও ইহাদের দ্বারা বদ্ধ করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে তৎপার্শ্বে পরশু হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। কুশ কিম্বা কাশের দড়ি দ্বারা গরুকে দক্ষিণ মুখ করিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। আর এই দড়িতে যদি অগ্নি লাগিয়া গরু দগ্ধ হয়, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যদি সেস্থলে তৃণ রাশি থাকে এবং তাহাতে অগ্নি লাগিয়া গরু দগ্ধ হয়, তবে কিরূপে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়? সে স্থলে পবিত্রকারিণী গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হইতে হয়। কূপ বা বাপীতটে গরু পাঠাইয়া দিলে কিম্বা বৃক্ষ ছেদন করিয়া গরুর উপর ফেলিয়া দিলে অথবা গো-খাদককে গরু বিক্রয় করিলে গো-বধের পাপ হয়। যদি এ অবস্থায় সে গরুকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিলে গরুর কক্ষ ভাঙ্গিয়া যায়, কি চক্ষু বা কর্ণ ভাঙ্গিয়া যায়, কিম্বা যদি কূপ মধ্যে পড়িয়া মগ্ন হইয়া যায়, অথবা যদি কূপ হইতে উঠাইতে গিয়াও গরুর গ্রীবা বা পদ ভাঙ্গিয়া যায়, আর তাহাতেই যদি গরুর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে ত্রিপাদ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। কিন্তু জল পানার্থ কূপে খাদে, কিম্বা পুকুর বা নদীর বাঁধান ঘাটে, ক্ষুদ্র জলাশয়ে, বা জল পানার্থ কুণ্ডে (জল পান করিতে গিয়া) গরুর মৃত্যু হইলে তাহার জন্য কূপাদি-কর্ত্তার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। সেইরূপ কূপ সন্নিহিত খাদে নদী বা দিঘীর খাদে, অথবা সাধারণ জলপানের জন্য অন্য কোন খাদে উক্ত কারণে পতিত হইয়া গরুর মৃত্যু হইলেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। তবে যদি কেহ নিজ বাটী প্রবেশের দ্বারের সম্মুখে, বা বাটীর মধ্যে খাদ প্রস্তুত করে অথবা নিজের কোন কাজ বা নিজের গৃহ নির্ম্মাণ জন্য খাদ প্রস্তুত করে, তাহাতে পড়িয়া গরুর মৃত্যু হইলে তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। রাত্রিকালে গরুকে বদ্ধ বা রুদ্ধ করিয়া রাখা কালীন যদি, সর্পাঘাত বা ব্যাঘ্র ধৃত হওয়ায়, অথবা অগ্নি বা বিদ্যুৎ দ্বারা আহত হওয়ায় গরুর মৃত্যু হয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। শত্রুবেষ্টিত হওয়ায় যদি কোন গ্রাম শরজাল দ্বারা পীড়িত হইবার কালে, কিম্বা গৃহ পড়িয়া যাইবার সময় কিম্বা অতিবৃষ্টি হেতু মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আর প্রায়শ্চিত্ত করিবার প্রয়োজন নাই। গরু যদি যুদ্ধকালে নিহত হয়, বা গৃহ দগ্ধকালে দগ্ধ হইয়া যায়, অথবা দাবানল দ্বারা কিম্বা গ্রাম নষ্ট হইবার কালে মরিয়া যায়, তবেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। যদি গরুর চিকিৎসা করিবার জন্য বা মূঢ় গর্ভ মোচন করিবার জন্য গরুকে রুদ্ধ করা যায়, এবং অনেক যত্ন করিলেও তাহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না।

বহু সংখ্যক পীড়িত গাভিকে একত্র বন্ধ বা রুদ্ধ করিয়া রাখিলে এবং অপারদর্শী গোচিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাইলে যদি গরুর মৃত্যু হয়—তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। গাভি বা বৃষের বিপত্তি কালে যে সমস্ত লোক সেই অপঘাত মৃত্যু দেখিবে অথচ তাহা প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা না করিবে, তাহাদের সকলেরই গোহত্যার পাতক হইবে। যদি একত্রিত বহুলোকসমিতির দ্বারা কোন গোহত্যা হয় এবং যাহার দ্বারা গরু হত হইয়াছে তাহা না জানিতে পারা যায়, তাহা হইলে রাজনিযুক্ত কর্ম্মচারিগণ তাহাদিগের প্রত্যেককে শপথ করাইয়া (সাক্ষ্য গ্রহণ পূর্ব্বক) প্রকৃত হত্যাকারী নির্ণয় করিবেন। যদি দৈবক্রমে অনেক লোকের দ্বারা একটী গোহত্যা হয়, তাহা হইলে তাহারা সকলেই পৃথক্‌রূপে গোবধের এক পাদ বা চতুর্থাংশ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। গোহত্যা হইলে তাহার শোণিত পরীক্ষা করিতে হইবে। কারণ গরু কোন ব্যাধিগ্রস্ত বা কৃশ ছিল কি না তাহা নির্ণয় করা প্রয়োজন। কারণ গরুর এরূপ দোষ থাকিলে তদনুসারে প্রায়শ্চিত্তও পৃথক্‌ এবং নানাবিধ হইবে। সুতরাং উহা ভালরূপেই অনুসন্ধান করা উচিত। একমাত্র সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ মনু বলিয়াছেন যে, গোবধের প্রায়শ্চিত্ত জন্য সকল অবস্থাতেই চান্দ্রায়ণ ব্রতানুষ্ঠান করিতে হইবে। প্রায়শ্চিত্তকালে যিনি কেশ রক্ষা করিতে চাহিবেন, তাঁহার দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে (এবং) দ্বিগুণ ব্রতের আদেশে দক্ষিণা দ্বিগুণ করিতে হইবে। রাজা, রাজপুত্র অথবা বেদবিদ্‌ ব্রাহ্মণ হইলে তাহাকে কেশ মুণ্ডন না করিয়াই প্রায়শ্চিত্ত করিবার ব্যবস্থা দিবে। যে কেশ রক্ষা করিয়াছে, অথচ দ্বিগুণ দানাদি করে নাই—তাহার পাপ পূর্ব্ববৎই থাকে; সে পাপ মুক্ত হয় না, আর যিনি এরূপ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দেন, তিনি নরকে গমন করেন। যে কিছু পাপ করা যায়, সে সমস্তই কেশ মধ্যে অবস্থান করে। অতএব সমস্ত কেশ ধরিয়া অগ্রভাগের দুই অঙ্গুলিমাত্রও কাটিয়া ফেলিতে হইবে। তবে এরূপ ব্যবস্থা, যাঁহারা কুমারী বা সধবা স্ত্রী, কেবল তাহাদের মস্তক মুণ্ডন স্থলেই দেওয়া যাইতে পারিবে। কারণ স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ কেশ মুণ্ডন অথবা দূরে স্বতন্ত্র শয়ন ভোজনের ব্যবস্থা হইতে পারে না। সুতরাং স্ত্রীলোক রাত্রিকালে গোষ্ঠে শয়ন করিয়া থাকিতে পারিবে না। বিশেষ তাহাদের পক্ষে নদী সঙ্গম বা অরণ্য মধ্যে আদৌ যাইতে নাই। আর তাহাদের অজিন পরিতেও নাই। একারণ তাহারা ত্রিসন্ধ্যা স্নান ও দেবারাধনা মাত্র করিয়াই এই ব্রত অনুষ্ঠান করিবে। কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি সমুদায় ব্রতই, স্ত্রীলোকদের বন্ধু মধ্যে থাকিয়া আচরণ করিতে হয়। অতএব তাহারা নিয়ত গৃহেতেই থাকিবে এবং শুচি হইয়া সমস্ত নিয়ম পালন করিবে। ইহ সংসারে যে ব্যক্তি গোহত্যা করিয়া তাহা গোপন করিতে চেষ্টা করিবে, সে নিশ্চয়ই কালসূত্র নামক ঘোর নরকে গমন করিবে। তাহার পর নরক হইতে ভোগান্তে মুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার এই মর্ত্ত্যলোকেই জন্ম গ্রহণ করিবে এবং পরে পরে সাত জন্ম পর্য্যন্ত ক্লীব, দুঃখী ও কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইবে। একারণ পাপ করিয়া তাহা গোপন করিতে চেষ্টা করিবে না—তাহা প্রকাশ করিবে এবং সর্ব্বদা স্বধর্ম্ম পালন করিবে। স্ত্রীজাতি বালক, গো বা বিপ্র প্রতি কখন কোপ প্রকাশ করিবে না।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়।

চারি বর্ণের সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে নিষ্কৃতির বিধান উক্ত হইল। এক্ষণে অগম্যাগমনের কথা বলা যাইতেছে। অগম্যাগমন করিলে শুদ্ধি হইবার জন্য চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ করিতে হয়। কৃষ্ণপক্ষে প্রতিদিন এক এক গ্রাস করিয়া আহার কমাইতে থাকিবে। শুক্লপক্ষে আবার সেইরূপ এক এক গ্রাস করিয়া আহার বাড়াইতে পারিবে। তবে অমাবস্যায় কিছুই আহার করিবে না, ইহাই চান্দ্রায়ণ ব্রতের বিধি। এক এক গ্রাসের পরিমাণ এক কুক্কুটাণ্ড সদৃশ কল্পনা করিয়া লইবে। ইহার অন্যথা হইলে শাস্ত্রের অতি-

প্রায় বিরুদ্ধ হইবে; সুতরাং তাহাতে ধর্ম্ম বা শুদ্ধি লাভ কিছুই হইবে না। প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান শেষ হইলে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। দুইটী গাভি ও এক জোড়া বস্ত্র বিপ্রগণের দক্ষিণাস্বরূপ দান করিবে। যে দ্বিজ, চাণ্ডালী বা শ্বপাকী গমন করিবেন, তিনি বিপ্রগণের আজ্ঞাক্রমে ত্রিরাত্রি উপবাসী থাকিবেন। তৎপরে শিখাসমেত সমুদায় কেশ মুণ্ডন করিয়া তিনটী প্রাজাপত্য ব্রত অনুষ্ঠান করিবেন। তৎপরে ব্রহ্মকূর্চ্চ পান করিয়া, ভোজনাদি দ্বারা ব্রাহ্মণদের তুষ্ট করিবেন। তাঁহাকে নিত্য গায়ত্রী জপ করিতে হইবে। এক গাভী ও এক ষাঁড় বিপ্রগণকে দক্ষিণাস্বরূপ দান করিতে হইবে। তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি শুদ্ধি লাভ করিবেন। যদি কোন ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য চাণ্ডালী গমন করেন, তবে তাহাকে দুইটী প্রাজাপত্য ব্রত আচরণ এবং গাভি ও এক বৃষ দান করিতে হইবে। যদি কোন শূদ্র চাণ্ডালী বা শ্বপাকী গমন করে, তবে তাহাকে একটী কৃচ্ছ্র প্রাজাপত্য আচরণ এবং এক গাভি ও এক বৃষ দান করিতে হইবে। যদি কেহ মোহ হেতু মাতৃগমন, ভগিনীগমন বা কন্যাগমন করে, তাহা হইলে তাহাকে তিনটী কৃচ্ছ্রব্রত আচরণ করিতে হইবে। পরে তিনটী চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ করিতে হইবে এবং শেষে লিঙ্গচ্ছেদন করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে হইবে। জ্ঞানকৃত মাতৃস্বসা গমন করিলেও উক্তরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তবে যদি কেহ অজ্ঞানবশে মাতৃস্বসা গমন করে, তাহা হইলে পরাশর বলিয়াছেন, তাহাকে দুইটী মাত্র চান্দ্রায়ণ করিতে হইবে, এবং দশটী গাভি ও দশটী বৃষ দান করিয়া শুদ্ধিলাভ করিতে হইবে। যে ব্যক্তি বিমাতা গমন করিবে, মাতার সখী গমন করিবে, ভ্রাতৃকন্যা গমন করিবে, গুরুপত্নী গমন করিবে, পুত্রবধূ গমন করিবে, বা ভ্রাতৃভার্য্যা গমন করিবে, মাতুলানী গমন করিবে, কিম্বা কোন স্বগোত্রজ কন্যা গমন করিবে, তাহাকে তিনটী প্রাজাপত্যব্রত আচরণ করিতে হইবে, তৎপরে দুইটী গাভি দক্ষিণা দিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে—সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। পশু ও বেশ্যা প্রভৃতি গমন করিলে, অথবা মহিষী, উষ্ট্রী, বানরী, গর্দ্দভী, শূকরী গমন করিলে, প্রাজাপত্য ব্রতাচরণ করিতে হইবে। যে গাভি গমন করিবে, সে ত্রিরাত্রি ব্রত করিয়া ব্রাহ্মণকে একটী গরু দান করিবে। মহিষী, উষ্ট্রী বা গর্দ্দভী গমন কি র অহোরাত্রেই শুদ্ধিলাভ করিতে পারা যায়। বিপ্লব বা পরস্পর কাটাকাটির সময়, যুদ্ধের সময় দুর্ভিক্ষের সময়, মারীভয়ের সময়, বিপক্ষ রাজাকর্ত্তৃক বন্দী হইবার সময় কিম্বা কোনরূপ ভয়ের কারণ উপস্থিত হইবার সময়, সর্ব্বদা নিজ পত্নীকে নিরীক্ষণ করিবে। যে নারী চণ্ডালের সহিত সংসর্গ করে, সে দশজন প্রধান বিপ্রের নিকট গিয়া নিজ দোষ প্রকাশ করিবে। সে এক রাত্রি নিরাহার অবস্থায় গোময় জল ও কর্দ্দম পরিপূর্ণ কূপে কণ্ঠ পর্য্যন্ত ডুবাইয়া থাকিবে, তৎপরে তাহা হইতে উঠিবে। তৎপরে শিখা সমেত মস্তক মুণ্ডন করিয়া যাবকৌদন মাত্র ভোজন করিবে। পরে ত্রিরাত্রি উপবাস করিয়া শেষে এক রাত্রি জলে বাস করিয়া থাকিবে। তৎপরে শঙ্খপুষ্পী লতার মূল, পত্র, পুষ্প ও ফল এবং সুবর্ণ ও পঞ্চগব্য একত্র বাটিয়া তাহার ক্বাথ বাহির করিয়া সেই জল পান করিতে হইবে। তৎপরে, যতদিন পুনর্ব্বার ঋতুমতী না হয়, ততদিন একবার মাত্র ভোজন করিতে হইবে, এবং যে পর্য্যন্ত ব্রতানুষ্ঠান করিবে, সে পর্য্যন্ত বাহিরে বাস করিতে হইবে। এইরূপে প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইলে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইবে ও দুইটী গাভি দক্ষিণা দিতে হইবে। এই মত প্রায়শ্চিত্ত করিলে শুদ্ধি লাভ হইবে, ইহা পরাশর বলিয়াছেন। চারি বর্ণের নারীদেরই এই অবস্থায় কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ ব্রত অনুষ্ঠান করিতে হয়। স্ত্রী ও ভূমি দুই একরূপ; সুতরাং তাহা একেবারে দূষণীয় হয় না। বন্দী করিয়া লইয়া গিয়া কিম্বা হত্যা করিবার ভয় দেখাইয়া, বন্ধন করিয়া কিম্বা বলপ্রয়োগ করিয়া অথবা অন্য কোনরূপ ভয় দেখাইয়া যদি কেহ কোন নারী উপভোগ করে, তাহা হইলে পরাশর বলিয়াছেন, কৃচ্ছ্র সন্তাপন ব্রতাচরণ করিলেই সে নারী শুদ্ধিলাভ করিবে।

যে নারী একবার মাত্র অন্য কর্তৃক উপভুক্ত হইয়া আর পাপ কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা না করে, সে প্রাজাপত্য ব্রতাচরণ এবং পুনর্ব্বার ঋতুমতী হইলেই শুদ্ধ হইবে। যাহার পত্নী সুরা সেবন করে, তাহার শরীরের অর্দ্ধাংশ পতিত হয়, এরূপে যাহার অর্দ্ধ শরীর পতিত হইয়াছে তাহার নরক গমন হইতে নিষ্কৃতি নাই। কৃচ্ছ্র সান্তপন ব্রত আচরণের সময় গায়ত্রী জপ করিতে হইবে। গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত এই পঞ্চগব্য ও কুশোদক পান করিয়া এক রাত্রি উপবাস করিলেই স্মৃতি মতে কৃচ্ছ্র সান্তপন ব্রত করা হয়। স্বামী বিদেশে যাইলে, স্বামীর মৃত্যু হইলে অথবা স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে, যে নারী, উপপতি কর্ত্তৃক জারজ গর্ভ উৎপাদন করায়, সেই পতিত পাপকারিণীকে ভিন্ন রাজ্যে পরিত্যাগ করিয়া আসিবে। যদি কোন ব্রাহ্মণী পরপুরুষের সহিত বাহির হইয়া যায়; তবে তাহাকে নষ্টা বলে, তাহাকে আর কোন রূপেই গৃহে পুনর্গ্রহণ করা যায় না। যে নারী কামবশে বা মোহবশে বন্ধু, বা পুত্র, পরিত্যাগ করিয়া যায়, তাহার পরলোক ইহলোক উভয়ই নষ্ট হয়। যদি নারী এইরূপ গৃহবহিস্কৃত হইয়া দশ দিনের মধ্যে প্রত্যাগমন না করে, তাহার আর প্রায়শ্চিত্ত নাই। অতএব নারী, কোন কারণেই দশদিন গৃহ ত্যাগ করিয়া থাকিবে না, থাকিলে তাহাকে নষ্টা মধ্যে পরিগণিত করিতে হইবে। এ অবস্থায় যদি তাহাকে গৃহে লওয়া যায়, তবে স্বামীকে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ ব্রত করিতে হইবে। বন্ধুগণকে কৃচ্ছ্র অর্দ্ধ চান্দ্রায়ণ করিতে হইবে। আর তাহাদের সহিত যাহারা অন্নগ্রহণ বা জলপান করিয়াছে. তাহারা এক অহোরাত্র উপবাসেই শুদ্ধ হইবে। যদি কোন ব্রাহ্মণী পরপুরুষের সাহায্য ব্যতীত একাকিনী গৃহবহিস্কৃত হইয়া যায়, এবং বহির্গতা হইয়া একশত পুরুষের সংসর্গ করে, তাহা হইলে তাহার গোত্রীয়গণও তাহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিবে। এরূপ নারী যদি কোন পুরুষের গৃহে গমন করে, তবে তাহার গৃহ অশুদ্ধ হয়; এবং তাহার জারের যে গৃহ, সেই গৃহই তাহার পিতৃ মাতৃ গৃহ এরূপ উল্লেখ করিবে। পশ্চাৎ উক্ত গৃহকে পঞ্চগব্যের দ্বারা শোধন করিতে হইবে; এবং সেই গৃহের মৃণ্ময়পাত্র সমুদায় ত্যাগ করিয়া তথাকার বস্ত্র ও কাষ্ঠ সমুদায় শোধন করিতে হইবে। আর ফলযুক্ত সমুদায় দ্রব্যসম্ভারই গোকেশের দ্বারা শোধন করিতে হইবে। তাম্রপাত্র পঞ্চগব্য দ্বারা এবং কাংস্যপাত্র সকল দশবার ভস্মের দ্বারা মার্জ্জিত করিয়া শোধন করিতে হইবে। তাহার পর উক্ত নষ্টা নারী যে বিপ্র গৃহে বাস করিয়াছিল, সেই বিপ্র ব্রাহ্মণের নিকট গিয়া তৎপ্রদত্ত ব্যবস্থা মত প্রায়শ্চিত্ত আচরণ করিবে। দুইটী গরু দক্ষিণা দিতে হইবে; এবং প্রাজাপত্য ব্রতাচরণ করিতে হইবে। ব্রাহ্মণেতর অন্য সকল জাতির গৃহে সে নারী বাস করিলে এক দিবারাত্রি উপবাসের পর পঞ্চ-গব্যের দ্বারা গৃহকর্ত্তা গৃহ শোধন করিবেন; তৎপরে পুত্র ও ভৃত্য সহিত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, যজ্ঞীয় দ্রব্য ও চমস ভূমিস্থিত জল, দর্ভ, ইহারা কখনই অপবিত্র হয় না। ব্রাহ্মণগণ উপবাস ব্রত, পুণ্যকর্ম্ম, সন্ধ্যা, দেবার্চ্চনা, জপ, হোম, দান, এই সমস্ত দ্বারা সকল অবস্থাতেই শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়।

বিপ্র যদি অপবিত্ররেত গোমাংস, কিম্বা চাণ্ডালান্ন ভোজন করেন, তবে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ করিবেন। সেই অবস্থায় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহার অর্দ্ধেক ব্রত আচরণ করিবে। আর শূদ্র যদি উল্লিখিত দ্রব্য ভোজন করে, তবে তাহাকে প্রাজাপত্য ব্রত আচরণ করিতে হইবে। শূদ্র পঞ্চগব্য ভোজন করিবে, দ্বিজ ব্রহ্মকূর্চ্চ পান করিবে। এবং ব্রাহ্মণ একটী গাভি, ক্ষত্রিয় দুইটী গাভি, বৈশ্য তিনটী, গাভি এবং শূদ্র চারিটী গাভি দান করিবে। শূদ্রের অন্ন, অশৌচের অন্ন, অভোজ্যের অন্ন, শঙ্কিতান্ন, নিষিদ্ধ অন্ন, বা পূর্ব্বোচ্ছিষ্ট অন্ন, যদি কোন বিপ্র অজ্ঞানবশতঃ কিম্বা বিপদে পড়িয়া ভোজন করেন, তবে যখন তাহা

জানিতে পারিবে, তখন কৃচ্ছ্র ব্রত আচরণ করিবেন এবং ব্রহ্মকূর্চ্চ পান করিবেন। যখন অন্ন—সর্প, নকুল বা বিড়াল কর্ত্তৃক উচ্ছিষ্ট হইবে, তখন তিল, কুশ ও জল তাহাতে প্রক্ষেপ করিলেই শুদ্ধ হইবে, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। যদি শূদ্র অভোজ্য অন্ন ভোজন করে, তবে পঞ্চগব্যের দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিবে। আর ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রাজাপত্য ব্রত আচরণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। বিপ্রগণ এক পংক্তিতে উপবিষ্ট হইয়া একত্র ভোজন কালে যদি কোন একজন পাত্র ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়ে, তবে শেষ অন্ন আর কেহই খাইবে না। যদি এরূপ অবস্থায় কোন বিপ্র লোভ হেতু, বা মোহ হেতু পংক্তির উচ্ছিষ্ট ভোজন করে, তবে সেই বিপ্র কৃচ্ছ্র সান্তপন ব্রতাচরণ করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। দুগ্ধের ন্যায় শ্বেত বর্ণ রসুন, বৃন্তাক ফল, (বেগুণ) গৃঞ্জন (গাঁজরা) পলাণ্ডু (পেঁয়াজ) বৃক্ষ নির্যাস দেবস্ব (দেব পূজার্থ দ্রব্য) করকা, উষ্ট্রী দুগ্ধ, ছাগী দুগ্ধ; এই সকল যদি কোন বিপ্র অজ্ঞানবশতঃ ভোজন করে, তবে তাহাকে ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিয়া, পরে পঞ্চগব্য খাইয়া শুদ্ধ হইতে হইবে। যদি কোন বিপ্র অজ্ঞানবশতঃ ভেক অথবা মূষিক মাংস ভক্ষণ করে, পরে সে বিষয় জানিতে পারিলেই অহোরাত্র উপবাসের পর যাবকান্ন ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইতে হইবে। ক্ষত্রিয় হউক, আর বৈশ্যই হউক, যদি সে ক্রিয়াবান্ বা ধর্ম্ম কর্ম্মকারী ও বিশুদ্ধাচারী হয়, তবে তাহার গৃহে হোম (যজ্ঞ) ও হব্য কব্য কর্ম্মে (পিতৃ শ্রাদ্ধাদিতে) ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদাই ভোজন করিতে পারিবে। বিপ্রগণ নদী তীরে গমন করিয়া শূদ্রদত্ত ভোজ্য ভোজন করিতে পারিবে। যদি কোন বিপ্র অজ্ঞানবশতঃ জাতাশৌচ বা মৃতাশৌচ ব্যক্তির অন্ন ভোজন করেন, তবে কি প্রকারে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, তাহা প্রতিবর্ণক্রমে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। শূদ্রের জাতাশৌচে ভোজন করিলে, অষ্ট সহস্র বার গায়ত্রী জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। বৈশ্যের জাতাশৌচে ভোজন করিলে পঞ্চ-সহস্র বার গায়ত্রী জপ করিতে হইবে, ক্ষত্রিয়ের হইলে তিন সহস্র গায়ত্রী জপ করিলেই শুদ্ধ হইবে। কিন্তু ব্রাহ্মণের অশৌচান্ন গ্রহণ করিলে কেবল প্রাণায়াম দ্বারা শুদ্ধ হওয়া যায়, অথবা বামদেব্য সামবেদ একবার পাঠ করিলেই শুদ্ধ হয়। যদি শূদ্রের গৃহ হইতে শুষ্ক অন্ন বা চাউল প্রভৃতি দুগ্ধ, ঘৃত, তৈল প্রেরিত হয়, এবং যদি তাহা গৃহেই পাক করা হয়, তবে তাহা পবিত্র বিপ্রেরও ভোজনযোগ্য, ইহা মনু বলিয়াছেন। যদি কোনরূপ বিপদকালে বিপ্র শূদ্র-গৃহে ভোজন করেন, তবে তাহাতে তাঁহার মনস্তাপ জন্মিলেই শুদ্ধ হইবেন, অথবা শতবার গায়ত্রী জপ করিবেন। দাস, নাপিত, গোপাল, কুলমিত্র, অর্দ্ধসীর কিম্বা যে আত্ম সমর্পণ করিয়াছে, শূদ্রের মধ্যে এই কয়জনের অন্ন ভোজন করা যায়। শূদ্রকন্যা হইতে ব্রাহ্মণ ঔরসে জাত অথচ ব্রাহ্মণ দ্বারা সংস্কার প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে দাস বলা যায়, কিন্তু অসংস্কৃত থাকিলে সে নাপিত হয়। যে পুত্র শূদ্র কন্যার গর্ভে, ক্ষত্রিয়ের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করে, তাহাকে গোপাল বলিয়া জানিবে। ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই তাহার গৃহে অন্ন ভোজন করিতে পারেন। বৈশ্যকন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মিলে এবং ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক সংস্কার প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে আর্দ্ধিক, (অর্দ্ধসীরি) বলিয়া জানিবে। বিপ্র নিঃসংশয়ই তাহার গৃহে ভোজন করিতে পারে। যাহার অন্ন গ্রহণ বা জল পান করা যায় না, তাহার ভাণ্ডস্থ জল, দধি, ঘৃত বা দুগ্ধ যদি কেহ অজ্ঞানতঃ ভোজন করে, তবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত কিরূপে হইবে? ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র যদি উক্ত পাতকের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা চাহেন, তবে বর্ণানুসারে ব্রহ্মকূর্চ্চ ভোজন বা উপবাসের দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিবার বিধি দিতে হইবে। শূদ্রের উপবাস বিহিত নাই, শূদ্র দান করিলেই শুদ্ধি লাভ করে। এক দিবারাত্রি মাত্র ব্রহ্মকূর্চ্চ আহার করিলে শ্বপাক (চাণ্ডালও) শুদ্ধিলাভ করিতে পারে। গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, কুশজল, ইহাই (ব্রহ্মকূর্চ্চ বলিয়া) নির্দ্দিষ্ট আছে, এই পঞ্চগব্য পবিত্র ও পাপনাশকারক। কৃষ্ণবর্ণ গাভির গোমূত্র ও

শ্বেতবর্ণ গাভির গোময় গ্রহণ করিবে, তাম্রবর্ণ গাভির দুগ্ধ লইবে এবং রক্তবর্ণ গাভির দধি লইতে হইবে। কপিলবর্ণ গাভির ঘৃত গ্রহণ করিবে। তবে যদি এই পাঁচ বর্ণের গাভি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কপিলা হইতেই সমস্ত সংগ্রহ করিবে। গোমূত্র এক পল লইবে, দধি তিন পল লইবে, ঘৃত এক পল লইবে, গোময় অর্দ্ধাঙ্গুষ্ঠ পরিমিত লইবে, দুগ্ধ সপ্ত পল লইবে, আর কুশোদক এক পল লইবে। গায়ত্রী পাঠ করিয়া গোমূত্র লইবে; "গন্ধ দ্বারা" ইতি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক গোময় লইবে, 'অপ্যায়স্ব' এই মন্ত্র দ্বারা দুগ্ধ গ্রহণ করিবে, 'দধিক্রাব্ন' ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া দধি হইবে। 'তেজোসি শুক্রম্' এই মন্ত্র পড়িয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে, 'দেবস্য ত্বা' ইত্যাদি উচ্চারণ করিয়া কুশোদক লইবে, তৎপরে ঋক্‌মন্ত্র পাঠ করিয়া পঞ্চগব্য শোধন করণান্তর অগ্নির নিকটে স্থাপন করিবে। তৎপরে "আপেহিষ্ঠা" এই

পাঠ করিতে করিতে উক্ত ছয় দ্রব্য আলোড়ন করিয়া মিশ্রণ করিবে এবং "মানস্তোক" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তাহাকে মন্ত্রপূত করিবে। যে কুশের (অন্ততঃ) সাতটা অপেক্ষা অল্প নধর পাতা আছে, যাহার অগ্রভাগ ছিন্ন নহে, যাহার বর্ণ শুক পক্ষীর ন্যায়; এরূপ কুশ দ্বারা যথানিয়মে পঞ্চগব্য দ্বারা হোম করিতে হইবে। "ইরাবতী-ইদং বিষ্ণু মানস্তোক চ শংবতী" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হোম করিতে হয়। পরে হোম শেষ যাহা থাকিবে, তাহাই পান করিতে হয়। পান করিবার পূর্ব্বে প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক তাহা আলোড়ন করিবে, এবং প্রণব উচ্চারণ করিয়াই তাহা মন্থন করিবে, তৎপরে প্রণব পাঠ করিয়া উহাকে উঠাইয়া লইয়া প্রণব পাঠ করিয়াই তাহা পান করিবে। যে পাপ দেহীদিগের দেহে একেবারে হাড়ে হাড়ে বিদ্ধিয়াছে, সে সমস্তই অগ্নি কর্তৃক কাষ্ঠ দাহের ন্যায় এই ব্রহ্মকূর্চ্চ কর্তৃক একেবারে ভস্মীভূত হইয়া যায়। যদি জলপান করিবার কালে জল মুখনিঃসৃত হইয়া পাত্র মধ্যে পতিত হয়, তবে সে জল অপেয় হইবে। তাহা পুনর্ব্বার পান করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রতাচরণ করিতে হয়। কূপ মধ্যে যদি কুক্কুর, শৃগাল, মর্কট পড়িতে দেখা যায়, কিম্বা যদি তাহাতে অস্থি চর্ম্মাদি পতিত হয়, তবে সেই অপবিত্র জল কোন দ্বিজ পান করিলে (তাহাকে নিম্নলিখিত বিধান মতে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়)। যদি কূপ মধ্যে নর, কাক, বিড়াল, বরাহ, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, গরু, হস্তী, ময়ূর, গাণ্ডার, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, সিংহ, ইহাদের মধ্যে কাহারও অস্থি বা কঙ্কাল পতিত হয়, তাহা হইলে সেই কূপের জল দূষিত হইবে। সে অপবিত্র জল পান করিলে নিম্নলিখিত ক্রম-অনুযায়ী বিধানমত সকল বর্ণের লোকের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। বিপ্র তিন রাত্র উপবাসে শুদ্ধ হয়, ক্ষত্রিয়কে দুই রাত্রি উপবাস করিতে হয়, বৈশ্যকে এক দিন উপবাস করিতে হয়, আর শূদ্র এক রাত্রি উপবাস করিলেই শুদ্ধ হইবে। যে দ্বিজ পরপাক নিবৃত্ত, পরপাক রত, কিম্বা কোন অপচ ব্রাহ্মণের অন্ন ভোজন করে, তবে তাহাকে চান্দ্রায়ণ করিতে হইবে। অপচ ব্রাহ্মণকে দান করিলেও দানের এই ফল হয় যে, দাতা ও প্রতিগ্রহীতা উভয়েই নরকে গমন করেন। যে গৃহস্থ, অগ্নি গ্রহণ করিয়া অগ্নি স্থাপনানন্তর, পঞ্চ যজ্ঞ না করে, মুনিগণ তাহাকেই পরপাক নিবৃত্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি নিত্য প্রাতঃকালে উত্থান করিয়া স্বয়ং পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতঃ পরান্নের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাকেই পরপাক-রত বলে। যে বিপ্র গৃহধর্ম্মবিহীন হইয়াও দান করে, ধর্ম্ম তত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ তাহাকেই অপচ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। প্রতি যুগে যে যুগধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, যে সকল দ্বিজগণ সেই ধর্ম্মেতেই নিরত থাকেন, তাঁহাদের নিন্দা করা কর্ত্তব্য নহে, কেন না ব্রাহ্মণগণই যুগরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। যদি কেহ ব্রাহ্মণের প্রতি হুঙ্কার প্রয়োগ করে, কিম্বা মাননীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে "তুমি" বলিয়া সম্ভাষণ করে, তাহা হইলে স্নান করিয়া সমস্ত দিবস তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া প্রসন্ন করিতে হইবে। যদি কেহ তৃণের দ্বারাও তাড়না করেন, কিম্বা তাহার গলায় বস্ত্র দেয়, অথবা বিবাদে তাহাকে হারাইয়া দেয়, তবে প্রণামাদি দ্বারা সেই ব্রাহ্মণকে

প্রসন্ন করিতে হইবে। যদি কেহ ব্রাহ্মণের প্রতি দণ্ডাদি উত্তোলন করে, তবে এক রাত্রি উপবাস করিবে, তাঁহাকে ভূমিতে নিঃক্ষেপ করিলে ত্রিরাত্রি উপবাস করিবে, রক্ত বাহির করিলে অতিকৃচ্ছ্র ব্রত আচরণ করিবে, আর যদি প্রহারের জন্য ভিতরে রক্ত জমিয়া যায়, তবে শুধু কৃচ্ছ্র ব্রতাচরণ করিতে হইবে। পাণি পরিমাণ অন্ন মাত্র ভোজন করিয়া নয় দিন কাটাইলে অতি কৃচ্ছ্র ব্রত করা হয়। আর ত্রিরাত্রি মাত্র উপবাস করিলে তাহাকেই কৃচ্ছ্র বলা যায়। যদি এককালে সর্ব্বপ্রকার পাপ কার্য্যের সম্মিলন হয়, তথাপি লক্ষবার গায়ত্রী জপ করিলেই শ্রেষ্ঠ শুদ্ধি লাভ করা যায়।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়।

দুঃস্বপ্ন দেখার পর, বমন করার পর, ক্ষৌরী হওয়ার পর, স্ত্রীসম্ভোগ করার পর কিম্বা শ্মশানে চিতাধূম গায়ে লাগিলে পর স্নান করিতে হইবে। যদি দ্বিজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণের কেহ অজ্ঞান বশতঃ বিষ্ঠা বা মূত্র কি সুরা পান করিয়া ফেলে, তবে তাহার পুনঃসংস্কারের প্রয়োজন হয়। দ্বিজগণের পুনঃসংস্কার কর্ম্মে অজিন, মেখলা দণ্ড ভিক্ষাচর্য্য, ব্রত সমুদায়ই নিবৃত্ত করিতে হয়। স্ত্রী ও শূদ্রগণের শুদ্ধির জন্য প্রাজাপত্য ব্রত বিহিত আছে। তৎপরে স্নানানন্তর পঞ্চগব্য প্রস্তুত করিয়া তাহা পান করিলেই শুদ্ধি লাভ হইবে। যদি নিত্য স্নান ক্রিয়ার কোন বাধা পড়ে বা গৃহস্থাপিত অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া যায় বা অন্য কারণে অগ্নি কার্য্যের কোন বাধা পড়ে কিম্বা পরিব্রজ্যার বিঘ্ন নাশ হয়, তাহা হইলে এই তিন প্রত্যবায় হইতে যেরূপে শুদ্ধিলাভ করা যায় তাহার বিধান করা যাইতেছে। এই রূপ স্থলে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র—এই তিন বর্ণের লোক দুইটী প্রাজাপত্য আচরণ দ্বারা কিম্বা তীর্থ পর্য্যটন দ্বারা অথবা একাদশ বৃষ দান দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। এক্ষণে ব্রাহ্মণের কথা বলা যাইতেছে, তাহারা দূরে গমন করিয়া কোন এক চতুষ্পথ মধ্যে শিখা সমেত মস্তক মুণ্ডন করিয়া তিনটী প্রাজাপত্য ব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন এবং একটী গাভি ও একটী বৃষ দক্ষিণা দিবেন। স্বায়ম্ভুব মনু বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণগণ ইহা দ্বারাই শুদ্ধি লাভ করিয়া, সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবে ও পুনঃ ব্রহ্মত্ব লাভ করিবে। মনীষিগণ পাঁচ প্রকার স্নানের কথা বলিয়াছেন, যথা আগ্নেয়, বারুণ, ব্রাহ্ম, বায়ব্য ও দিব্য। ভস্ম দ্বারা মার্জ্জন করাকে আগ্নেয় স্নান বলে, অবগাহন করিয়া স্নান করিলে বারুণ স্নান বলে; "আপোহিষ্ঠা" এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক মানসিক স্নান করিলে তাহাকে ব্রাহ্ম স্নান বলে; ধূলি দ্বারা মার্জ্জন করিলে তাহাকে বায়ব্য স্নান বলে। রৌদ্র থাকিতে বর্ষার জলে স্নান করিলে তাহাকেই দিব্য স্নান বলে। এই দিব্য স্নানে মানবেরা গঙ্গাস্নানের ফল লাভ করেন। যখন বিপ্রগণ স্নানার্থ আগমন করেন, তখন পিতৃগণ ও দেবগণ তৃষ্ণাতুর হইয়া জল পান করিবার জন্য বায়ুরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে থাকেন। যখন বিপ্রগণ স্নান করিয়া কাপড় নিংড়ান তখন তাঁহারা নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যান। একারণ পিতৃ তর্পণ না করিয়া কখন কাপড় নিংড়াইবে না। যে দ্বিজ, স্নান শেষ করিয়া দাঁড়াইয়াই চুল ঝাড়েন, কিম্বা জলের উপর আচমন করেন, পিতৃগণ ও দেবগণ কর্ত্তৃক তাঁহার দত্ত তর্পণ জল পরিত্যক্ত হয়। শিরে পাক্ড়ি বাঁধিয়া রাখিলে, কাচা খুলিয়া রাখিলে শিখাবন্ধন করিয়া না রাখিলে, কিম্বা যজ্ঞোপবীত না থাকিলে, সে অবস্থায় দ্বিজ আচমন করিলেও অশুচি হইবে। স্থলে থাকিয়া জলের উপর আচমন করিবে না। জল স্থল উভয়কে স্পর্শ করিয়া উভয়েতে আচমন করিলেই তবে শুদ্ধ হওয়া যায়। স্নানের পর, পানের পর, হাঁচির পর, শয়নের পর, ভোজনের পর, কিম্বা পথে গমনের পর অথবা বস্ত্র পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে আচমন করা থাকিলেও পুনর্ব্বার আচমন করিবে। হাঁচি হইলে, নিষ্ঠীবন করিলে, দন্ত উচ্ছিষ্ট হইলে, মিথ্যা বলিলে, কিম্বা পতিত ব্যক্তির সহিত সম্ভাষণ করিলে দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিবে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, সোম,

সূর্য্য ও অনিল, ইহারা সকলেই ব্রাহ্মণের দক্ষিণ কর্ণে বাস করেন। দিবাকর-করের দ্বারা পবিত্র হইয়া দিবাভাগেই স্নান করা প্রশস্ত। আর যে সময় রাহু দর্শন হয় (গ্রহণ হয়) সে সময় ব্যতীত অন্য নিশিতে স্নান করা প্রশস্ত নহে। মরুতগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ ও অন্যান্য আদিদেবগণ সকলেই সোম দেবতার মধ্যে বিলীন থাকেন। একারণ চন্দ্র গ্রহণ সময়ে স্নান করিতে হয়। খলযজ্ঞ, বিবাহ, সংক্রান্তি ও গ্রহণ এই কয় সময়েই কেবল রাত্রি কালে দান করা কর্ত্তব্য, অন্য সময়ে রাত্রিতে দান বিহিত নহে। পুত্র জন্মিলে, যজ্ঞ কালে, বা স্বস্ত্যয়ন সময়ে বা রাহু দর্শনে রাত্রি কালে দান প্রশস্ত অন্য সময়ে রাত্রিতে দান প্রশস্ত নহে। রাত্রির দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহরকে মহানিশা বলে। রাত্রির প্রথম ও শেষ প্রহরে দিনবৎ স্নান করিতে পারা যায়। চিতিস্থিত চৈত্য, বৃক্ষ, চণ্ডাল ও সোম-বিক্রয়কারী ইহাদিগকে স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণ সবস্ত্রে জল মধ্যে অবগাহন করিবেন। অস্থি সঞ্চয়নের পূর্ব্বে রোদন করিলে স্নান করিতে হয়। বিপ্রগণের দশ দিবসের মধ্যে রোদন করিলে স্নানের পূর্ব্বে তাহাদের আচমন করিতে হয়। সূর্য্য যখন রাহুগ্রস্থ হয়, তখন সমস্ত জলই গঙ্গার সমান পবিত্র হয়, চন্দ্র গ্রহণ কালেও উহা হইয়া থাকে। সুতরাং সে সময়ে সর্ব্বত্রই স্নান দানাদি কর্ম্ম করা যায়। কুশের দ্বারা পবিত্র জলে স্নান করিয়া, কুশজলে আচমন করিয়া, যে কুশের দ্বারা জল উঠাইয়া তাহা পান করিলে দ্বিজগণের সোম পান সদৃশ ফল হয়। যে সকল ব্রাহ্মণ অগ্নিকার্য্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, সন্ধ্যা-উপাসনাবর্জ্জিত হইয়াছে, বেদ অধ্যয়ন করে না, তাহাদের সকলকে বৃষল বলে। অতএব বৃষল হইবার ভয় থাকিলে ব্রাহ্মণের সমস্ত বেদ পড়িতে না পারুন অন্তত বেদের একাংশও পাঠ করা কর্ত্তব্য। শূদ্রের অন্ন পানীয় দ্বারা পুষ্ট হইয়া যদি বিপ্র নিয়ত বেদ পাঠও করেন বা জপ হোম করেন, তথাপি তাঁহার সদগতি হয় না। শূদ্রের অন্ন ভোজন, শূদ্রের সহিত সংস্রব রক্ষা, শূদ্রের সহিত সহবাস এবং শূদ্র হইতে জ্ঞান লাভ করিলে ব্রাহ্মণ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা প্রজ্বলিত-অন্তর হইলেও অধঃপতিত হয়। যে দ্বিজের শরীর জন্মাশৌচ বা মৃতাশৌচযুক্ত শূদ্রের অন্নের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে, সে যে কোন্ কোন্ নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে, তাহা আমিও বিশেষরূপে জানি না। সে দ্বাদশ জন্ম গৃধ্র, দশজন্ম শূকর, সপ্ত জন্ম কুক্কুর হইবে, ইহা মনু বলিয়াছেন। যদি কোন বিপ্র দক্ষিণা পাইয়া শূদ্রের নিমিত্ত হোম করেন, তাহা হইলে সেই ব্রাহ্মণ শূদ্র হইবে, আর শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবে। যে দ্বিজ মৌনব্রত অবলম্বন করিবেন, তিনি কোন সময়ে উপবিষ্ট হইয়া কথা কহিবেন না। যে ব্রাহ্মণ, আহার করিবার সময় কথা কহেন, তাঁহাকে সে অন্নত্যাগ করিয়া উঠিতে হইবে। যে বিপ্র অর্দ্ধ ভোজন করিয়া সেই পাত্রে জল পান করিবে, তাহার দৈব ও পিতৃ কর্ম্ম সমুদায় নষ্ট হইবে, এবং সে আত্মাকেও অধঃপাতে লইয়া যাইবে। তর্পণ পাত্র উপস্থিত থাকিতেও যে দ্বিজ তর্পণ না করে, তাহার প্রতি দেবগণ তৃপ্ত হয়েন না এবং পিতৃগণ নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যান। ন্যায়বান এবং সুবুদ্ধিমান গৃহস্থ যখন পোষ্যপালন এবং ধর্ম্মার্থ সিদ্ধি নিমিত্ত নিরত থাকিবেন, তখনও সদা সর্ব্বদা কেবল ধর্ম্মই অনুধ্যান করিবেন। ন্যায়ানুসারে ধন উপার্জ্জন করিয়া সর্ব্বদা জ্ঞান রক্ষা বা জ্ঞানোপার্জ্জন করা কর্ত্তব্য। কারণ যে ন্যায়পথে না চলিয়া জীবন যাপন করে, সে সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হয়। অগ্নিচিৎ ব্রাহ্মণ, কপিলা গাভি, যজ্ঞকারী, রাজা, ভিক্ষুক ও সমুদ্র, এই সকল দেখিবামাত্র পুণ্য লাভ হয়। অতএব ইহাদিগকে সর্ব্বদা দেখিতে চেষ্টা করিবে। অরণি, কৃষ্ণ মার্জ্জার, চন্দন, উৎকৃষ্ট মণি, ঘৃত, তিল, কৃষ্ণাজিন ও ছাগ এই সমুদয় রাখিবে। এক শত গাভী ও একটী বৃষ যে ক্ষেত্রে মুক্তভাবে অবলীলাক্রমে বিচরণ করিতে পারে, সেই পরিমাণ ক্ষেত্রের দশ গুণ ক্ষেত্রকে এক গোচর্ম্ম কহে। কেহ যদি মন, বাক্য বা কোনরূপ কর্ম্ম দ্বারা ব্রহ্মহত্যাদি রূপ মহাপাতক করে, তাহা হইলে এইরূপ এক গোচর্ম্ম দান করিলেই সদ্য পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। বহু কুটুম্ব বা পরিবার

যুক্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণকে বিশেষতঃ শ্রোত্রিয়কে যে দান করা যায়, তাহাতে দাতার পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। ষোল দিনের মধ্যে যদি কোন নারী পুনর্ব্বার রজস্বলা হয়, তাহা হইলে স্নান করিয়াই সে শুদ্ধ হইতে পারিবে। ষোল দিনের পরে হইলে ত্রিরাত্রি অশৌচ থাকে, ইহা মুনি উশনা বলিয়াছেন। চাণ্ডালী স্পর্শ করিলে দুই দিন, প্রসূতিকে স্পর্শ করিলে চারি দিন, রজস্বলা নারীকে স্পর্শ করিলে ছয় দিন এবং পতিতা নারীকে স্পর্শ করিলে আটদিন অশৌচ হয়। অতএব তাহাদের নিকটে যাইলেই স্বতন্ত্র স্নান করিতে হইবে। আর অজ্ঞান বশতঃ উহাদিগকে স্পর্শ করিলে স্নানের পর সূর্য্য দর্শন করিলেই হইবে। যদি কোন জ্ঞানহীন ব্রাহ্মণ বাপী কূপ বা তড়াগে মুখ দিয়া জল পান করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে পরজন্মে কুক্কুরযোনি প্রাপ্ত হয়। যদি কোন পুরুষ ভার্য্যা প্রতি ক্রোধবশতঃ সে ভার্য্যাতে গমন করিবে না, সে অগম্যা এই-রূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পরে সেই ভার্য্যা গমন করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে সেই কথা বিপ্রগণকে শ্রবণ করাইতে হইবে। যদি শ্রান্তি-জন্য, ক্রোধজন্য, তমোভাবের আধিক্যহেতু কিম্বা ভ্রমবশতঃ অথবা ক্ষুধা পিপাসা বা ভয়ে অতিশয় কাতর থাকায়, দানাদি পুণ্যকর্ম্ম না করে, তবে তাহাকে তিন দিন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তাহাকে মহানদীর সঙ্গমস্থলে প্রতিদিন তিনবার স্নান করিতে হইবে। এই রূপে প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইলে দশজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া গোদক্ষিণা দিতে হইবে। দুরাচারী, নিষিদ্ধাচারী বিপ্রের অন্ন যদি কোন দ্বিজ ভোজন করে, তাহা হইলে এক দিন অভুক্ত থাকিতে হইবে। যে বিপ্র সদাচারী ও বেদান্তবাদী, তাহার অন্ন এক দিবা রাত্রি মাত্র ভোজন করিলে নরগণ পাপ হইতে মুক্ত হয়। যদি কেহ উর্দ্ধোচ্ছিষ্ট অবস্থায় মরে, অথবা অধোচ্ছিষ্ট হইয়া মরে, অথবা অন্তরীক্ষে বা শূন্যপথে মৃত্তিকাস্পৃষ্ট না থাকিয়া মরে, তাহা হইলে তাহার মরণাশৌচ, তিনটী কৃচ্ছ্র ব্রত করিবে। কৃচ্ছ্র ব্রত করিতে হইলে দশ হাজার বার গায়ত্রী জপ ও তিন শত প্রাণায়াম করিতে হইবে, এবং পুণ্যতীর্থে দ্বাদশবার আর্দ্র শির অবস্থায় স্নান করিতে হইবে। পরে দ্বিজোযন তীর্থ যাত্রা করিতে হইবে। ইহাই কৃচ্ছ্র ব্রত। যদি কোন গৃহস্থ ইচ্ছাপূর্ব্বক কামবশে ভূমিতে রেতঃ নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে সহস্রবার গায়ত্রী জপ ও তিন বার প্রাণায়াম করিতে হইবে। কোন ব্রহ্মহত্যাকারী যদি প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা জন্য চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণের নিকট গমন করে, তবে তিনি তাহাকে সেতুবন্ধ তীর্থে গমন করিবার ব্যবস্থা দিবেন। সে এই সেতুবন্ধ পথে চারিবর্ণের নিকটই ভিক্ষা করিতে পারিবে। কেবল কুকার্য্যে নিরত ব্যক্তির নিকট ভিক্ষা করা ত্যাগ করিবে সে সময়ে ছত্র ও পাদুকা ত্যাগ করিতে হইবে। তাহাকে ভিক্ষার সময় বলিতে হইবে যে, আমি অতি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি,আমি মহাপাপকারী ব্রহ্মহত্যা করিয়াছি। এক্ষণে ভিক্ষার্থী হইয়া তোমার দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছি। ইহাকে এই সময়ে গোকুলে, গ্রামে, নগরে, বনে, তীর্থে নদী প্রস্রবণ ধারে সর্ব্বত্রই বাস করিতে হইবে? এবং এই সমস্ত স্থানে নিজ পাপ কীর্ত্তন করিতে হইবে। তৎপরে পবিত্র সাগর সমীপে গমন করিয়া দশ যোজন প্রশস্ত ও শত যোজন দীর্ঘ; রামচন্দ্রের আদেশে বানর নলের পরিশ্রম দ্বারা প্রস্তুত সেই সমুদ্রের সেতু দর্শন করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। পৃথিবীপতি রাজা যদি ব্রহ্মহত্যা-কারী হয়েন, তবে তাঁহাকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে হইবে। তৎপরে প্রথমোক্ত ব্যক্তির সেতুবন্ধ হইতে, আর রাজা যজ্ঞের অশ্ব সহিত ভ্রমণান্তর পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিয়া বাসার্থ নিজ গৃহে গমন করিবেন। তৎপরে পুত্র ও ভৃত্য সহিত মিলিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হইবে এবং চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণগণকে একশত করিয়া গরু দক্ষিণা দিতে হইবে। এই ব্রাহ্মণগণের প্রসাদ পাইলেই ব্রহ্মহত্যাকারী পাপ হইতে মুক্ত হইবেন। যজ্ঞ বা ব্রত-কারিণী স্ত্রীলোককে হত্যা করিলেও এই ব্রহ্মহত্যা প্রায়শ্চিত্তের নিয়ম পালন করিতে হইবে। যে দ্বিজ মদ্যপায়ী, তাহাকে সমুদ্র-গামী নদীতে গমন করিয়া চান্দ্রায়ণ ব্রত

করিতে হইবে। ব্রত সাঙ্গ হইলে ব্রাহ্মণ ভোজন] করাইতে হইবে এবং বৃষ সহিত গাভি ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাস্বরূপ দান করিতে হইবে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের স্বর্ণ অপহরণ করে, তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ স্বয়ং মুষল হস্তে করিয়া আপন-বধ দণ্ডের নিমিত্ত রাজার নিকট গমন করিতে হইবে। রাজা তাহাকে দিলেই সে পাপ হইতে মুক্ত হইবে। কিন্তু যে ইচ্ছা করিয়া কামতঃ চুরি করিয়াছে, রাজা তাহাকে বধ করিতে আজ্ঞা দিবেন। যেমন জলের উপর তৈলবিন্দু ফেলিলে তাহা সমুদয় জলের উপরিভাগে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, সেইরূপ একত্র বসিলে, একত্র শয়ন করিলে, একত্র গমন করিলে, একত্র আলাপ করিলে বা একত্র ভোজন করিলে, একজনের পাপ অপরের শরীরে সংক্রামিত হয়। চান্দ্রায়ণ, যাবক ভোজন তুলাপুরুষ-ব্রত ও গাভির অনুগমন, ইহা দ্বারায় সমুদয় পাপক্ষয় হইয়া থাকে। এই পঞ্চশত নিরানব্বই শ্লোকযুক্ত পরাশর শাস্ত্রে ধর্ম্মশাস্ত্র সংগৃহীত হইয়াছে। যাহারা স্বর্গ গমনে অভিলাষী, তাঁহাদের বেদাধ্যয়ন কার্য্য যেরূপ, এই ধর্ম্মশাস্ত্রও সেইরূপ যত্নের সহিত নিয়ত অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য।

পরাশর-সংহিতা সমাপ্ত।

ব্যাস-সংহিতা।

প্রথম অধ্যায়।

বারাণসীক্ষেত্রে তপোধন বেদব্যাস সুখেতে আসীন রহিয়াছেন, এমন সময় অন্যান্য মুনিগণ, তাহার নিকট গমন করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের কর্ত্তব্য ধর্ম্মসমূহ জিজ্ঞাসা করিলেন। সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্মৃতিশালী সেই বেদব্যাস মুনি, অন্য মুনিগণ কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া বেদার্থসম্পূর্ণ স্মৃতিসমূহ স্মরণ করত, হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, "হে মুনিগণ! আপনারা শ্রবণ করুন। যে যে স্থলে কৃষ্ণসার মৃগ সর্ব্বদা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিচরণ করে, সেই সেই স্থানেই বেদোক্ত ধর্ম্ম ব্যবহার করা উচিত অর্থাৎ সে স্থলীয় লোকেরাই কেবল ধর্ম্ম ব্যবহার করিবে, ম্লেচ্ছাদি দেশে ব্যবহার্য্য নহে। যেখানে শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণের, বিরোধ দেখা যায়, সেখানে শ্রুতিকথিত বিধিই বলবান্ এবং যে স্থলে স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধ দেখা যায়, সে স্থলে স্মৃতিকথিত বিধিই বলবান। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতি—দ্বিজ শব্দ প্রতিপাদ্য, এই তিন বর্ণই শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণোক্ত ধর্ম্মের অধিকারী; অপর জাতি (শূদ্রাদি) অধিকারী নহে। শূদ্রজাতি চতুর্থ বর্ণ, এই জন্যই ধর্ম্মের অধিকারী, কিন্তু বেদমন্ত্র ও স্বাহা, স্বধা, বষট্‌কারাদি শব্দের উচ্চারণে অধিকারী নহে। ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিধিপূর্ব্বক বিবাহিতা যে ব্রাহ্মণ কন্যা, তাহাকে বিপ্রবিন্না কহে, বিপ্রবিন্না পত্নীতে জাত সন্তানের, জাতকর্ম্মাদি সংস্কার ব্রাহ্মণের মত করিবে; ক্ষত্রবিন্না পত্নীতে (ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিবাহিতা ক্ষত্রকন্যাকে ক্ষত্রবিন্না বলে) জাত সন্তানের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার ক্ষত্রিয় জাতির ন্যায় করিবে, ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিবাহিত শূদ্র কন্যাতে জাত সন্তানের জাত কর্ম্মাদি শূদ্রের ন্যায় করিবে। ব্রাহ্মণ কিম্বা ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক বিবাহিত বৈশ্য কন্যাতে জাত সন্তানের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার বৈশ্যজাতির মত করিবে এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় কিম্বা বৈশ্য কর্ত্তৃক বিবাহিত শূদ্রকন্যাতে জাত সন্তানের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার শূদ্র জাতির মত করিবে। অধমজাতি পুরুষ হইতে উত্তম জাতির স্ত্রীর গর্ভে জাত সন্তান,—শূদ্র অপেক্ষা অধম। ব্রাহ্মণ কন্যাতে শূদ্র জনিত সন্তান চণ্ডাল জাতি হয়, এবং কোন ধর্ম্মে তাহার অধিকার থাকে না। চণ্ডাল তিন প্রকার;—(১ম) অবিবাহিতা কন্যাতে উৎপন্ন সন্তান; (২য়) সগোত্রা পত্নীর-গর্ভজাত; (৩য়), ব্রাহ্মণীতে শূদ্রজনিত। বৰ্দ্ধকী, নাপিত, গোপ, আশাপ, কুম্ভকার, বণিক্, কিরাত, কায়স্থ, মালী, বরট, মেদ, চণ্ডাল, কৈবর্ত্ত, শ্বপচ, কোলজাতি আর যাহারা গোমাংস ভক্ষণ করে ইহারা সকলেই অন্ত্যজ। ঐ সকল অন্ত্যজজাতীয় শূদ্রের সহিত আলাপ করিলে স্নান করিতে হয়, উহাদিগকে দেখিলে, সূর্য্যদর্শন করিতে হয়। গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, কর্ণবেধ, উপনয়ন, বেদারম্ভ, কেশচ্ছেদন, স্নান, বিবাহ, বিবাহাগ্নি পরিগ্রহ (বিবাহকালে হোমার্থ যে অগ্নি জ্বালা হয়, দ্বিজাতিরা আজীবন সে অগ্নি রাখিয়া থাকেন, এবং ত্রেতাগ্নি

সংগ্রহ,(দক্ষিণাগ্নি,গার্হপত্যাগ্নি ও আহবনীয়াগ্নি) এই তিন প্রকার অগ্নি আছে। সাগ্নিক ব্রাহ্মণেরা ঐ অগ্নিত্রয় গ্রহণ করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত রক্ষা করেন; এই ষোড়শটি ব্রাহ্মণের সংস্কার, স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। এই ষোলটি সংস্কার সাগ্নিক ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য, নিরগ্নি ব্রাহ্মণের কেবলমাত্র দশটি কর্ত্তব্য। জাতকর্ম্ম হইতে কর্ণবেধ পর্য্যন্ত যে নয়টি সংস্কার,তাহাতে স্ত্রীলোকের মন্ত্র পাঠ নাই, এবং শূদ্রজাতির বিবাহ পর্য্যন্ত দশটি সংস্কারেই মন্ত্রপাঠ নাই; উপনয়নাদি ছয়টি সংস্কার স্ত্রীজাতি এবং শূদ্রজাতির নাই। গর্ভাধান সংস্কার পত্নীর আদ্য ঋতুদর্শনেই কর্ত্তব্য। পত্নীর প্রথম গর্ত্ত প্রকাশ পাইলে তৃতীয় মাসে পুংসবন কর্ত্তব্য, অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন কর্ত্তব্য, পুত্র জন্মাইলে ষষ্ঠ দিবসে জাতকর্ম্ম, একাদশ দিবসে নামকরণ। অর্কদর্শন,(নিষ্ক্রামণ) সংস্কার চতুর্থ মাসে কর্ত্তব্য। ষষ্ঠমাসে অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, কুলপ্রথানুসারে তিন বর্ষ হইতে কর্ণবেধ সংস্কারের প্রাক্কালে কর্ত্তব্য চূড়াকরণের পর কর্ণবেধ বিহিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণকুমারের গর্ভাষ্টম বৎসরে উপনয়ন সংস্কার কর্ত্তব্য। ক্ষত্রিয় বালকের গর্ভৈকাদশবৎসরে এবং বৈশ্য বালকের গর্ভ দ্বাদশ বৎসরে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন জাতির যে গর্ভাষ্টমাদি বৎসর উপনয়ন সংস্কারে নির্দ্ধারিত হইল, ব্রাহ্মণের পঞ্চদশ বর্ষ ২মাস, ক্ষত্রিয়ের ২৩ বর্ষ ২ মাস, বৈশ্যজাতির ত্রয়োবিংশ ২মাস, বৎসর অতীত হইলে ঐ সকল বালক বেদ পাঠ ও উপনয়ন সংস্কার রহিত [illegible] গকে ব্রাত্য কহে। ঐ ব্যক্তি ব্রা[illegible] প্রায়শ্চিত্তের যোগ্য হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন জাতির দুই জন্ম। [illegible] জন্ম [illegible] র্ভ হইতে, দ্বিতীয় জন্ম [illegible] বেদমাতা গায়ত্রী গ্রহ[illegible] এইরূপ দ্বিজত্ব প্রাপ্ত, অগ্র [illegible] ণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতি বেদ স্মৃতি [illegible] শাস্ত্রের অধ্যয়নে যোগ্য হয় [illegible] ব্রহ্মচর্য্য করিয়া সমাহিত চিত্তে [illegible] গুরুগৃহে বাস করিবে, এবং দণ্ড [illegible] মৃগচর্ম্ম এবং মেখলা নিত্য [illegible] দিবসে গুরুকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া মন্ত্র দ্বারা আহুতি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া প্রথমে “ওঁকার” এবং গায়ত্রী উচ্চারণ করতঃ বেদ পাঠ আরম্ভ করিবে। শৌচ এবং আচার জানিবার নিমিত্ত ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করিবে এবং গুরুর নিকট উত্তমরূপে পাঠ অভ্যাস করিবে এবং গুরুর হিতজনক কার্য্য করিতে ত্রুটি করিবে না। তদনন্তর বৃদ্ধগণকে অভিবাদন করিয়া গুরুর আশ্রয় লইবে; অধ্যয়নের নিমিত্ত সর্ব্বদা যত্ন এবং গুরুর হিত চেষ্টা করিবে। গুরুকর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইলেও কোন উত্তর করিবে না, তাড়িত হইলেও স্থানান্তরে গমন করিবে না। বিদ্বেষ, পৈশুন্য, (খলতা) হিংসা, (অকারণ) সূর্য্য দর্শন, নৃত্য, গীত, বাদ্য, উন্মত্ততা, পরনিন্দা, শারীরিক শোভাসম্পাদন, চক্ষে কজ্জলধারণ, গন্ধদ্রব্যাদির অনুলেপন, আদর্শে দেহাবলোকন, মাল্যধারণ, চন্দনলেপন, স্ত্রীসহবাস, বৃথাপর্য্যটন, অসন্তোষপ্রকাশ, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলে, এ সকল ত্যাগ করিতে হইবে। মধ্যাহ্নকাল কিঞ্চিৎ অতিবাহিত হইলে, গুরুর আজ্ঞা লইয়া অলোলুপচিত্তে সদ্বৃত্তি ও নিয়মিদিগের নিকট ভিক্ষা করিবে। ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য ধনতুল্য জ্ঞানে গ্রহণপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবে। মধ্যাহ্নকৃত্য সম্পন্ন করিয়া গুরুদেবের আজ্ঞানুসারে ভিক্ষা দ্রব্য যথানিয়মে ভোজন করিবে; কেবল অন্ন (ব্যঞ্জনাদি রহিত), কিম্বা উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন করিবে না। ভোজনান্তে আচমন করিবে। অপাদ্গ্রস্ত হইলেও, ভিক্ষাদ্রব্য ব্যতীত ধনাদি গ্রহণ করা নিষিদ্ধ; এবং অনিন্দিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক পিতৃশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া গুরুর আজ্ঞাক্রমে ভোজন করিবে। ব্রহ্মচারী ব্রতে অনিষিদ্ধ যে একান্ন তাহা ভোজন করিয়া গুরুর সেবা করিবে। অগ্রে যজ্ঞীয়াগ্নিতে সমিধ্ আধান করিবে, তদনন্তর, গুরুর পরিচর্য্যা করিবে। (রাত্রিকালে) গুরুর অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া গুরুর পরে অবনত শরীরে শয়ন করিবে। ব্রহ্মচারী প্রত্যহ এইরূপ অভ্যাস করিয়া ব্রতাচরণ করিবে; বেদাধ্যয়ন সমাপ্তিপর্য্যন্ত গুরুর হিতকারী, প্রিয়-বক্তা সম্যক্রূপে গুরুর অর্থসাধক হইয়া প্রত্যহ গুরুর আরাধনা করিবে। এই

সকল নিয়ম অবলম্বন করিয়া বেদ এবং মন্ত্র অধ্যয়ন করিলে পর ঐ (ব্রহ্মচারী) দ্বিজ শাপ প্রদানে ও অনুগ্রহ করিতে সমর্থ হ'ন্ এবং ঋষিগণের সলোকতা অর্থাৎ স্বর্গাদি পাইতে পারেন। দুগ্ধ, সুধা, মধু এবং ঘৃত দ্বারা দেবগণ প্রীত হ'ন। সেই হেতু অনধ্যায় তিথি-ব্যতিরেকে প্রতিদিন বেদপাঠ করিবে। গুরু-বাক্য অবলম্বন করিয়া অনধ্যায় দিবসে বেদের যে সকল অঙ্গ, তাহা পাঠ করিবে। গুরুবচন লঙ্ঘনে বেদাধ্যয়ন ফলজনক হয় না। অতএব নিরহঙ্কার হইয়া গুরুবচনা-নুসারে কার্য্য করিবে। সেই বেদ, অল্প অধ্যয়ন-সম্পন্ন দ্বিজেরও ইহ পরলোকে উপকারী। যে ব্যক্তি উপনয়ন হইতে মরণ পর্য্যন্ত এই ব্রত আচরণ করে, সে, নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারী; নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারী ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। যে দ্বিজ উপনয়নের পর হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত এই ব্রত অবলম্বন করে, সেই নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারী ব্রহ্মসাযুজ্যরূপ মুক্তি প্রাপ্ত হ'ন। যে দ্বিজ ষট্‌ত্রিংশৎবর্ষ এই ব্রত করে, সে, উপকুর্ব্বাণক; ব্রতাচরণ করিয়া কেশান্ত কর্ম্ম করিবে এইরূপে বেদসকল বা বেদসমাপ্ত করিয়া গুরুর আজ্ঞাক্রমে দক্ষিণা দিয়া স্নান করিবে।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এবংপ্রকারে বেদাধ্যয়ন সমাপন করিয়া গুরুর অনুমতিক্রমে অবভৃথ স্নান সমাপনান্তে গৃহস্থাশ্রম-অভিলাষী, দ্বিজ অনিন্দনীয় বংশ-জাতকন্যা বিবাহ নিমিত্ত চেষ্টা করিবে। যে বংশে (সাংক্রামিক) রোগ অথবা কোন দোষ নাই, তাদৃশ বংশজাত', পণগ্রহণদোষে অদূষিতা সবর্ণা, অসমানপ্রবরা, মাতৃসপিণ্ড এবং পিতৃসপিণ্ড ভিন্না, অনন্য-পূর্ব্বা ক্ষীণাঙ্গী, মঙ্গলদায়িকা, লক্ষণসংযুক্তা, ক্ষৌমাদি বস্ত্রাবৃতা, গৌরী (সুন্দরী অথবা অষ্ট বর্ষীয়া,) যে কন্যার ... দশ পুরুষ পর্য্যন্ত বিখ্যাতনামা ছিলেন; তাদৃশ বংশসম্ভূতা এবং খ্যাতনামা অর্থাৎ কীর্ত্তিযুক্ত, পুত্রবান্, সদাচারবিশিষ্ট, পণ্ডিত এবং কন্যা-দানে অভিলাষী যে পুরুষ, তাহার কন্যা উপ-স্থিত হইলে ধর্ম্মানুসারে বিবাহ করিবে। ব্রাহ্মবিবাহবিধি অনুসারে, তদভাবে অন্য যিনি অবলম্বন করিয়া বয়ো বিদ্যা বংশাদিতে তুল্য এমত যে পাত্র, তাহাকে কন্যা প্রদান করিবে। পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, পিতৃব্য, জ্ঞাতি এবং মাতা কন্যাদানে অধিকারী, পূর্ব্ব-পূর্ব্বের অভাব হইলে পরপর উক্ত দাতৃবর্গ-মধ্যে যে থাকিবে, সেই কন্যা প্রদান করিবে। এ সকল ব্যক্তির অভাব হইলে কন্যা স্বয়ংই বিবাহ করিতে পারে। যদ্যপ কন্যা দাতার অনবধানতাবশতঃ অবিবাহিতাবস্থায় ঋতুমতী হয়, তাহা হইলে ভ্রূণহত্যার পাতক হয়। ঋতুকালের পূর্ব্বে যে ব্যক্তি কন্যা দান না করে, সে পতিত হয়। তোমাকে আমি এই কন্যা দিলাম, এইরূপ দাতা এবং আমি এ কন্যা গ্রহণ করিলাম, গ্রহীতাও এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া দান ও গ্রহণ করিলে পর, দাতা ও গ্রহীতা এই উভয়ের কেহই দণ্ডার্হ হয় না। দোষরহিত কন্যাকে ত্যাগ করিলে পর এবং দোষশূন্যা কন্যাকে দূষিতা করিলে পর দণ্ডার্হ হইতে হয়। সবর্ণা বিবাহ করিয়া, ইচ্ছা হইলে অন্যবর্ণীয়াকেও বিবাহ করিতে পারে। তাহা হইলে পূর্ব্বপরিণীতা সবর্ণা স্ত্রীর গর্ভসম্ভূত পুত্র অসবর্ণ হইবে না। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কন্যা এবং বৈশ্যকন্যা বিবাহ করিতে পারেন, ক্ষত্রিয়ও বৈশ্যকন্যাকে বিবাহ করিতে পারে এবং বৈশ্যও শূদ্র কন্যাকে বিবাহ করিতে পারে; কিন্তু নীচবর্ণ উত্তম বর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারে না। সকল বর্ণা ভার্য্যা থাকিলেও সবর্ণা ভার্য্যা সহধর্ম্মচারিণী হইবে, সজাতীয়ার মধ্যে যে পত্নী ধর্ম্মত্যাগ করে না, ধর্ম্মবিষয়ে অনুরাগবতী, সেই তাহার জ্যেষ্ঠা। পূর্ব্বে ব্রহ্মা একদেহ দুই ভাগ করেন;— পূর্ব্বার্দ্ধভাগ দ্বারা পতিগণ হয়, অপরার্দ্ধ ভাগ দ্বারা পত্নীগণ হয়, ইহা শ্রুতিতে প্রমাণ আছে। পুরুষ যে পর্য্যন্ত পত্নী লাভ করিতে না পারে, সেই কাল পর্য্যন্ত পুরুষ অর্দ্ধ অর্থাৎ অসম্পূর্ণ থাকে। কৃতদার হইয়া পুরুষ গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অগ্নি এবং পত্নীর সহিত গৃহ-

স্থাশ্রমে বাস করিবে; কিন্তু গৃহস্থাশ্রমে ধন লাভ করিয়া নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য ও বৈতানাগ্নি ত্যাগ করিবে না। বৈবাহিক যে অগ্নি, তাহাতে স্মৃতিবিহিত কর্ম্মসমূহ বিবাহ কালীনাগ্নিতে শ্রুত্যুক্ত কর্ম্মসমূহ প্রতিদিন প্রীতিপূর্ব্বক বিধ্যনুসারে করিবে। ধর্ম্ম, অর্থ এবং কামবিষয়ে দিবারাত্রকাল স্ত্রী ও পুরুষ সম্পূর্ণভাবে একচিত্ত হইবে এবং সমানব্রত ও জীবিকা বিষয়ে একচিত্ত হইবে। স্ত্রীলোকদিগের ত্রিবর্গ বিধি সাধন অর্থাৎ ধর্ম্ম অর্থ কাম প্রদায়ক অনুষ্ঠান স্বামী হইতে পৃথক্ নাই; রাগতঃ (অনুরাগাধীন বা অতিদেশ বশতঃ এইরূপ ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রধান বিধি আছে। পত্নী পতির পূর্ব্বে শয্যা হইতে উঠিয়া দেহশুদ্ধি ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত ও রৌদ্রমুহূর্ত্ত বিহিত নিয়মানুসারে বিণ্মূত্র ত্যাগাদি সমাপনান্তে শয্যাদি উঠাইয়া শয়ন গৃহ পরিষ্কার করিবে, তদনন্তর, সেই পতিব্রতা স্ত্রী হোমগৃহে গমন করিয়া মার্জ্জন ও লেপন দ্বারা শুদ্ধ করিবে, তদনন্তর, স্বীয় অঙ্গন সংস্কার করিবে। তদনন্তর অগ্নিকার্য্যোপযুক্ত সস্নেহ পাত্রসকল উষ্ণ বারি দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া যথাস্থানে রাখিবে। যুগ্মপাত্রসকল কদাচিৎ বিযুক্ত করিবে না। শিলা পুত্রের সহিত শিলাপট্টকে একত্র করিয়া রাখিবে (সমুদ্গক পাত্র পিধান পাত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে, পাদুকা-দ্বয় এক স্থানে রাখিবে ইত্যাদি) তণ্ডুলাদি পাত্র শোধন করিয়া তণ্ডুলাদি দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া রাখিবে, রন্ধনগৃহের আবশ্যকীয় ভোজন পাত্রাদি সমস্ত বহির্গত করিয়া প্রক্ষালন দ্বারা শোধন করিবে। মৃত্তিকা দ্বারা চুল্লী শোধন করিয়া সেই চুল্লীতে অগ্নি সংযুক্ত করিবে।

এইরূপে পূর্ব্বাহ্ণ কার্য্য সমাপনান্তে গুরুজন (শ্বশ্রূ, শ্বশুর প্রভৃতি) অভিবাদন করিবে, তদনন্তর, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, ভর্ত্তা, মাতা, পিতা, ভ্রাতা, মাতুল এবং বান্ধবগণ-প্রদত্ত বস্ত্র, অলঙ্কারাদি পরিধান করিবে, সেই পতিব্রতা স্ত্রী পতির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া মন, বাক্য এবং কার্য্য দ্বারা বিশুদ্ধ স্বভাব প্রকাশপূর্ব্বক ছায়ার ন্যায় পতির অনুগতা থাকিয়া, নির্ম্মল চরিত্রে সখীর ন্যায় স্বামীর হিতচেষ্টা, স্বামীর আজ্ঞা প্রতিপালনবিষয়ে দাসীর ন্যায় ব্যবহার করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিবে। তদনন্তর অন্নাদি পাক করিয়া (পাক সমাপন হইয়াছে) ইহা পতিকে জ্ঞাত করিবে, (পতি) বৈশ্বদেবাদি কার্য্য (বলিবৈশ্ব) সমাপন করিলে পর সেই অন্ন দ্বারা ভোজনীয়গণ (বালক বালিকা প্রভৃতিকে) ভোজন করাইয়া স্বামীকে ভোজন করাইবে। স্বামী অনুজ্ঞা করিলে পর, অবশিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জনাদি দ্বারা স্বয়ং ভোজন করিয়া আয় এবং ব্যয়ের চিন্তা দ্বারা দিবার শেষভাগ যাপন করিবে। পুনর্ব্বার সায়ংকালে এ সকল ব্যাপার নির্ব্বাহ করিয়া পর দিবস প্রাতঃকালে গৃহশুদ্ধ্যাদি সমস্ত কার্য্য সমাপনান্তে অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া সাধ্বী স্ত্রী পতিকে উত্তমরূপে ভোজন করাইবে এবং নিজেও অনতিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করিয়া গৃহনীতি (সায়ং কর্ত্তব্য দীপালোকপ্রদান শঙ্খধ্বনি প্রভৃতি গৃহস্থ কর্ত্তব্যনীতি) সম্পন্ন করিয়া উত্তম শয্যা প্রস্তুত করণান্তে স্বামিশুশ্রূষা করিবে। পতি নিদ্রিত হইলে পতিগতচিত্ত অর্থাৎ অন্য পুরুষ লালসাশূন্য হইয়া পতির নিকটে নিদ্রিতা হইবে। (নিদ্রাকালে) নগ্না (উলঙ্গিনী) হইবে না, সাবধানা থাকিবে (চৌরাদি আসিয়া স্বকার্য্য সাধন করিতে না পারে) (অত্যন্ত) কামাসক্তা না হইয়া ইন্দ্রিয় জয় করিয়া থাকিবে। উচ্চ করিয়া কথা কহিবে না, কটূক্তি করিবে না, অতিরিক্ত কথা কহিবে না পতির অপ্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিবে না। কাহারও সহিত বিবাদ করিবে না এবং অপলাপ ও বিলাপ ত্যাগ করিবে। অত্যন্ত ব্যয়শীলা হইবে না এবং ধর্ম্ম অর্থ বিরোধিনী হইবে না। পতি ধর্ম্মকার্য্য কি অর্থ সাধন করিতে উদ্যত হইলে, তাহাতে প্রতিকূলাচরণ করিবে না। প্রমাদ, (অনবধানতা) উন্মাদ (চিত্ত চাঞ্চল্য) রোষ, (ক্রোধ) ঈর্ষা (পরগুণেতে দোষাবিষ্কার) বঞ্চন, (লোককে ঠকান) অতিমানিতা (অত্যন্ত অভিমান আমার স্বামী এবং পুত্র রূপবান্, গুণবান্, ধনবান্, এইরূপ গর্ব্বপ্রকাশ) পৈশুন্য, (খলতা) হিংসা, (প্রাণিবধ) বিদ্বেষ, (সপত্ন্যাদির প্রতি

বিদ্বেষভাব) অত্যন্ত অহঙ্কার, ধূর্ত্ততা, নাস্তিক্য, দেবতা ও পরলোক নাই এবং দেবতাদি পূজা ব্যর্থ, এইরূপ বাক্য প্রয়োগ সাহস, (নির্ভীকতা) অসন্তোষ এবং দম্ভ (কপট) এই পঞ্চদশ প্রকার দোষজনক কার্য্য সাধ্বী স্ত্রী পরিত্যাগ করিবে। এইরূপে পরম দেবতা পতি তাহাকে সেবা করিলে, ইহলোকে কীর্ত্তি এবং মঙ্গল ও পরকালে যে লোকে পতি বাস করিবে, সেই লোক প্রাপ্ত হইবে। স্ত্রীলোকদিগের এইরূপ নিত্য কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে। তাহাদিগের নৈমিত্তিক কার্য্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। স্ত্রীলোক ঋতুমতী হইলে এই সকল ত্যাগ করিবে, হঠাৎ কেহ দেখিতে না পায়, লজ্জাবতী হইয়া এইরূপ নির্জ্জন গৃহে বাস করিবে, এক বস্ত্র পরিধান করিয়া স্নান এবং অলঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক দীনার ন্যায় বাক্যালাপশূন্য হইয়া চক্ষু, হস্ত এবং চরণের চাঞ্চল্য প্রকাশ না থাকে এবংপ্রকারে অবস্থিতি করিবে। রাত্রিকালে কেবলমাত্র অন্ন মৃণ্ময়পাত্রে ভোজন করিবে। অপ্রমত্তা হইয়া এইরূপে ত্রিরাত্র যাপনান্তে চতুর্থ দিবসে সূর্য্যোদয়ের পর বস্ত্রাদি প্রক্ষালনপূর্ব্বক স্নান করিবে। ভর্ত্তার বদন দর্শনান্তে ধর্ম্মতঃ শুদ্ধ হইবে। শৌচজনক কার্য্য সমস্ত করিয়া পূর্ব্ববৎ সকল কার্য্য করিতে পারিবে। রজোদর্শনদিবস হইতে ষোড়শ রাত্রিপর্য্যন্ত ঋতুকাল। ঐ সকল দিন মধ্যে শুদ্ধক্ষেত্রে নিঃক্ষিপ্ত যে পুংবীজ তাহা অঙ্কুরিত হয়, অর্থাৎ ঐ সকল দিন মধ্যে নিঃক্ষিপ্ত বীজদ্বারা সন্তানোৎপত্তি হয়। যেরূপ পর্ব্বদিবসে গমন করা নিষিদ্ধ, সেইরূপ প্রথম চারি রাত্রি গমন করিবে না। যুগ্মরাত্রিতেই গমন করিবে। রাত্রিকালে পুরুষ স্বীয় পত্নীগমন করিলে শুভলক্ষণসম্পন্ন পুত্র প্রাপ্ত হইবে। পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে স্বস্ত্রীতে অভিগত হইলে, তাহার ব্রহ্মচর্য্যের হানি হইবে না, অনন্যকার্য্য হইয়া ঋতুকালে স্বপত্নীতে যথাভিলষিত গমন করিয়াও কোন দোষভাগী হইবে না। ঋতুকালে যদি পুরুষ স্বপত্নীগমন-পরাঙ্মুখ হ'ন, তাহা হইলে ভ্রূণহত্যার পাপী হইবে; কোন ঋতুমতী স্ত্রী যদি অন্য পুরুষ দ্বারা গর্ভোৎপাদন করায়, সেই পাপীয়সী পতির ত্যাজ্যা হইবে। যদি কোন স্ত্রী পতিকৃত গর্ভ বিনষ্ট করে, সে মহাপাতক পাপে লিপ্তা হইবে। যদি কোন পুরুষ বিনা দোষে সচ্চরিত্রা পত্নী পরিত্যাগ করে ত ধর্ম্ম হইতে পতিত হইবে। পতি মহাপাতকাদি পাপযুক্ত হইলেও সাধ্বী স্ত্রী তাহাকে পরিত্যাগ করিবে না। ব্যভিচারিণী পত্নীদিগের মুখ দর্শন ত্যাগ করিয়া ধিক্কার পূর্ব্বক সেই নিন্দনীয়াকে স্থানান্তরিত করিয়া রাখিবে। পতিব্রতা স্ত্রী, স্বামী প্রবাসে থাকিলে দীনভাবে থাকিবে। মৃতভর্ত্তার সহিত অগ্নিপ্রবেশ করিবে। অথবা আজীবন ব্রহ্মচর্য্য করিবে। নারীগণ কোন সময়েই অরক্ষিত থাকিবে না; অতএব ক্রমে পিত্রাদি তাহার রক্ষা করিবে। ঐরূপ ভার্য্যাকে দাহ করাইবে, ভার্য্যা, যাবজ্জীবন স্বামীর সালোক্য লাভ করিবে।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

গৃহস্থ মাত্রেরই নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, এই তিন প্রকার কর্ম্ম জানিবে। সেই ত্রিবিধ কর্ম্ম বলিতেছি; হে ঋষিগণ! আপনারা অবধারণ করুন। যামিনীর শেষ প্রহরে নিদ্রাত্যাগ করিয়া (ব্রহ্মা মুরারিঃ) ইত্যাদি দেবগণের নাম স্মরণ করিবে। তদনন্তর মঙ্গল দ্রব্য দর্শন করিয়া আবশ্যক কার্য্য করিবে। তৎপরে শৌচক্রিয়া অগ্নিসেবন করিবে, তদনন্তর, জলাদি দ্বারা দন্তধাবন করিয়া, দ্বিজগণ স্নান সমাপনান্তে, সন্ধ্যাবন্দন, তদন্তে দেবাদিক্রমে তর্পণ করিয়া বেদ, বেদাঙ্গ এবং ইতিহাস শাস্ত্র অভ্যাস করিবে। তদনন্তর, বিপ্রবংশোদ্ভূত সৎশিষ্যবর্গকে অধ্যয়ন করাইবে। নদী সরোবর দীর্ঘিকা ক্ষুদ্রগর্ত্ত-প্রস্রবণাদি জলে (পরকীয় কৃত্রিম জলাশয়ে) পঙ্কপিণ্ড উদ্ধার করিয়া (অবগাহনপূর্ব্বক) স্নান করিবে। তীর্থের অপ্রাপ্তি কিম্বা অবগাহনে অক্ষম হইলে উদ্ধৃত জল দ্বারা গৃহস্থের অঙ্গনে বসিয়া যে পর্য্যন্ত বস্ত্রপীড়ন হয় এইরূপে স্নান করিবে। তদনন্তর অঘমর্ষণ অর্থাৎ আপো-

চিন্ঠা ইত্যাদি তিন দ্রুপদাদিব ইত্যাদ্যন্ত পবিত্রকারক মন্ত্র দ্বারা মার্জ্জন, স্নান সমাপনান্তে তিনবার প্রাণায়াম করিয়া সূর্য্যোপস্থানবিহিত মন্ত্রদ্বারা অর্কদর্শন অর্থাৎ সূর্য্যোপস্থান করিবে। তদনন্তর দ্বিজগণ গায়ত্রী উপাসনা অর্থাৎ গায়ত্রী জপ করিয়া স্বাধ্যায় (বেদপাঠ) আরম্ভ করিবে, ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, এবং অথর্ব্ব বেদ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পাঠ করিয়া ইতিহাস, পুরাণ, বেদের উপনিষদ্‌সমূহ, সমর্থ হইলে সম্যক্‌রূপে অসমর্থ হইলে অল্প অর্থাৎ কিয়দংশ গ্রন্থসমাপ্তিপর্য্যন্ত প্রতিদিন (অশৌচাদি শূন্যকালে) পাঠ করিবে। যে দ্বিজ এই সমস্ত নিয়মিত কার্য্য নিত্য করে, সে দ্বিজ, যজ্ঞদান এবং তপস্যার সমস্ত ফল প্রাপ্ত হয়। এই নিমিত্ত দ্বিজগণ যত্নবান হইয়া প্রতিদিন বেদাধ্যয়ন করিবে। সমস্তধর্ম্মশাস্ত্র এবং ইতিহাসও সমর্থ হইলে নিত্য পাঠ করিবে। বেদাধ্যয়ন করিয়া অগ্রে দেবতর্পন করিবে। তদ্বিষয়ে নিয়ম এইরূপ, পূর্ব্বমুখ হইয়া দক্ষিণ জানু পাতিত করিয়া পূর্ব্বাগ্রদর্ভ লইয়া যবযুক্ত তিল দ্বারা স্বাভাবিকরূপে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া দেবগণকে, দেবা যক্ষা ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক একৈকাঞ্জলি দান করিবে। সমজানুদ্বয় হইয়া অর্থাৎ জানুদ্বয় পাতিত করিয়া হারবৎ যজ্ঞোপবীতধারী ও উত্তরমুখ হওতঃ তির্য্যগ্‌ভাবে ধৃতদর্ভ দ্বারা তিল ও যব-মিশ্রিত কনিষ্ঠাঙ্গুলী মূল হইতে উত্তরভাগে প্রক্ষিপ্ত জল লইয়া মনুষ্যগণকে দুই দুই অঞ্জলি প্রদান করিবে। তদনন্তর, দক্ষিণামুখ হইয়া বামজানু পাতিত করিয়া দ্বিগুণ কুশদ্বারা কেবল তিল মিশ্রিত তর্জ্জনী অঙ্গুলীর মূলদেশ হইতে নিঃসৃত জল লইয়া দক্ষিণ স্কন্ধোপরি উপবীতধারী হওতঃ তিন তিন অঞ্জলি প্রদান করতঃ ক্রমে ক্রমে আপনার স্বর্গীয় পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ তর্পণ করিবে। মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ, মাতা, পিতামহী এবং প্রপিতামহীদিগকেও পূর্ব্ববৎ তিন তিন অঞ্জলি প্রদান করিবে। মাতামহীর বংশীয় হউন্‌ কিংবা সগোত্রজ হউন যাহারা দাহবর্জ্জিত হইয়াছে উঁহাদিগকে এক এক অঞ্জলি প্রদান দ্বারা তর্পণ করিবে। যাহারা অন্নপ্রাশনাদি সংস্কার না হইয়া মরিয়াছে ও যাহাদিগের দাহাদি ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য হয় নাই, ঐ সকল ব্যক্তিগণের তৃপ্তির নিমিত্ত যেচাস্মাকং কুলে জাতা ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা বস্ত্রনিপীড়িত জল প্রদান করিবে। পিত্রাদি তর্পণ না করিয়া, যে বস্ত্রনিষ্পীড়ন করে, দেবতা ও শনকাদি মানুষগণের সহিত তাহার পিতৃগণ নিরাশ হইয়া যায়। জল, দর্ভ, স্বধা, (পিতৃ-উদ্দেশে ত্যাগবোধক শব্দ) গোত্রোল্লেখ, নামোল্লেখ এবং তিল দ্বারা তর্পণ করিলে পিতৃলোকের তৃপ্তিজনক হইবে, সকলের মধ্যে একটিরও অসদ্ভাব হইলে তর্পণ করা বৃথা হইবে। অন্যমনস্ক হইয়া কিম্বা শাস্ত্রোক্ত বিধি লঙ্ঘন করিয়া অথবা আসনশূন্য স্থানে বসিয়া তর্পণ করিলে ঐ জল রুধির স্বরূপ হইবে, উক্ত নিয়মানুসারে পিতৃগণ তর্পিত হইলে পর, অভিলষিত বস্তু প্রদান করিয়া তর্পণকর্ত্তাকে সন্তুষ্ট করেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, আদিত্য ও মিত্রাবরুণ নামঘটিত মন্ত্র দ্বারা জলমন্ত্রে কথিত দেবতা সকলকে পূজা করিবে। পূর্ব্বাভিমুখে সূর্য্যোপস্থান করিয়া ও দেবগণকে পূজা করিয়া ব্রহ্মা, অগ্নি, ইন্দ্র, ওষধি, বৃহস্পতি ও বিষ্ণু নামে জলসকলের অপবিত্রতা দূরীকরণ পূর্ব্বক "ষত্ত" ইত্যাদি মন্ত্র নমঃ শব্দোচ্চারণ ও নামোচ্চারণ করিবে, অনন্তর মুখ মার্জ্জন করিবে এইরূপে স্নান করা উচিত। অনন্তর দ্বিজ, গৃহপ্রবেশ করিয়া আবসথ্য অনলে যথাবিধি চতুর্ব্বিধ পাকযজ্ঞ করিবে। যাহার আবসথ্য অগ্নি আহিত নাই, সেই দ্বিজ, ঘৃতাক্ত অন্ন গ্রহণ পূর্ব্বক শাকল বিধি অনুসারে লৌকিক অগ্নিতে হোম করিবে। মিলিত ও পৃথককৃত সমস্ত ব্যাহৃতি দ্বারা এবং "দেবকৃতস্য" ইত্যাদি ষট্‌মন্ত্রে যথাক্রমে আহুতি দিবে। অনন্তর প্রাজাপত্য স্বিষ্টকৃত হোম। ইহার দ্বাদশবার আহুতি দিবে। স্বিষ্ট বিধি অনুসারে প্রথমে ওঙ্কার ও অন্তে স্বাহা যোগ করিয়া আহুতি ত্যাগ করিবে। ভূতলে কুশ বিছাইয়া তদুপরি বলিকর্ম্ম করিবে। শাস্ত্রবিৎ ব্যক্তি, অন্তে নমঃ শব্দ যোগ করিয়া "বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ" "সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যঃ" এবং "ভূতানাং পতয়ে" মন্ত্র দ্বারা অগ্রে বলি-

ত্রয় প্রদান করিবে; পরে "পিতৃভ্যঃ স্বধা-নমঃ" বলিয়া দিবে। পাত্রপ্রক্ষালন জল বায়ুকোণে নিক্ষেপ করিবে। ষোড়শ গ্রাস মাত্র ঘৃতোক্ষিত অন্ন লইয়া "ইদমন্নং মনুষ্যেভ্যো হন্ত" বলিয়া দান করিবে। যথাশক্তি পিণ্ড পিতৃযজ্ঞানুসারে পিতৃ প্রভৃতি ছয়জনকে (তিন জন পিত্রাদি ও তিনজন মাতামহাদি) প্রত্যহ নাম, গোত্র ও স্বধা উচ্চারণ পূর্ব্বক অন্ন দান করিবে। ব্রহ্মযজ্ঞসিদ্ধির জন্য বেদাদির মধ্যে অল্প স্বল্প কিছু পাঠ করিবে। অনন্তর অন্য অন্ন গ্রহণপূর্ব্বক গৃহবহির্ভাগে নির্গত হইয়া শ্বপচ ও কাকাদির জন্য গ্রাস নিক্ষেপ করিবে। পরে, গৃহস্থ গৃহদ্বারে উপবিষ্ট হইয়া শুদ্ধভাবে অতিথির প্রতীক্ষা করত মুহূর্ত্ত কাল অবস্থিতি করিবে। বুভুক্ষু শান্ত অকিঞ্চন অতিথি দূর হইতে আসিতেছেন দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সবিনয় পূজনে তাঁহাকে সম্মানিত করিবে। অতিথিকে পাদ প্রক্ষালন, সম্মান প্রদর্শন ও অভ্যঞ্জনাদি দ্বারা পূজা করিলে, সদ্য স্বর্গ লাভে অধিকারী হয়। অতিথি, যজ্ঞ হইতেও অধিক। বৈশ্বদেব-কালে সমাগত অতিথি এবং গৃহাগত বেদপারদর্শী ব্যক্তি, ইহাঁরা উভয়ে উত্তম পূজিত হইলে কর্ত্তাকে স্বর্গ ও অপূজিত হইলে নরকগামী করেন। জামাতা প্রভৃতি বিবাহ সম্পর্কী, স্নাতক, রাজা, আচার্য্য, সুহৃৎ এবং ঋত্বিক্ ইহাঁরা বৎসর বৎসর গৃহাগত হইলেও ধর্ম্মতঃ পূজনীয় হইবেন। গৃহাগত শ্রোত্রিয়কে যথাবিধি পূজিত করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক একটী গো নিবেদন করিবে। তৎপরে বিদায় দিবে। শ্রোত্রিয় অতিথিগণ সুতৃপ্ত হইলে তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে গিয়া বিদায় দিবে। মিত্র, মাতুল, সম্বন্ধী ও বান্ধব-

উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকেও ভোজন করাইবে। যতি, গৃহস্থের সসম্মানে প্রদত্ত ভিক্ষা গ্রহণ করিবে। যে ব্যক্তি স্বয়ং স্বাদু অন্ন ভোজন করে, সে যদি অস্বাদু অন্ন দান করে তাহা হইলে অধোগতি হয়। গর্ভিণী, আতুর, ভৃত্য, বালক ও জরাজীর্ণ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ, ক্ষুধার্ত্ত থাকিতে গৃহস্থ ভোজন করিলে তাহার পাপ সংগ্রহ করা হয়। অনিমন্ত্রিত হইয়া কখন পাকাদি ভোজন বা ভোজন করিতে অভিলাষ করিবে না। আর দ্বিজ নিন্দিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়াও প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে। শূদ্র, অভিশস্ত, বার্দ্ধুষিক, বাগ্দুষ্ট, ক্রূর, চৌর, ক্রুদ্ধ, অপবিদ্ধ, বদ্ধ, উগ্র, বধবন্ধনজীবী, শৈলূষ, শৌণ্ডিক, উদ্ধত, উন্মত্ত, ব্রাত্য, ব্রতচ্যুত, নগ্ন, নাস্তিক, নির্লজ্জ, পিশুন, বিপদ্গ্রস্ত, কৃপণ, স্ত্রীজিত, অধ্যাস্য, পরনিন্দাপরায়ণ মনুষ্য, যশস্বী হইলেও পরাধীন, রাজভৃত্য ও দেবস্বাপহারী শয়ন আসন প্রভৃতি সংসর্গ দোষ বা চরিত্র ও কর্ম্মাদিদোষে অশ্রদ্ধাশালী, পতিত এবং আচারভ্রষ্টাদির অন্ন অভোজ্য। যে যাহার অন্ন ভোজন করিবে, সে তাহার তুল্য পাপী। নাপিত, কুলমিত্র, অর্দ্ধসীরী, দাস এবং গোপালক—শূদ্র হইলেও ইহাদিগের অন্ন ভোজন করিলে দোষ হয় না। পরিচিত বংশ দ্বিজগণ পরস্পরে ধর্ম্মতঃ পরস্পরের অন্ন ভোজন করিতে পারিবে। নিজ বৃত্তি দ্বারা উপার্জ্জিত এবং স্বজাতির সকল আকরস্থিত খাদ্য পবিত্র; কুক্কুরে যাহা লেহন করে নাই, গোরুতে যাহার আঘ্রাণ লয় নাই, শূদ্র বা কাকে যাহা স্পর্শ করে নাই, যাহা উচ্ছিষ্ট, দুষ্ট, পর্য্যুষিত, গ্রাম বা বহির্দ্দেশে আনীত নহে, সেই সুসংস্কৃত অন্নাদি প্রতিদিন ভোজন করিবে। কৃশর, অপূপ, সংযাব, পায়স এবং শষ্কুলীও ভোজ্য। নিযুক্ত না হইয়া ব্রাহ্মণ কোনরূপেই মাংস ভোজন করিবে না। কিন্তু যজ্ঞে বা শ্রাদ্ধে নিযুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ যদি মাংস ভোজন না করে, তাহা হইলে পতিত হয়। ক্ষত্রিয়, মৃগয়োপার্জ্জিত মাংস দ্বারা পিতৃগণও দেবগণের পূজা করিয়া তাহা ভোজন করিতে পারিবে। বৈশ্য, ধর্ম্মতঃ ক্রয় করিয়া তদ্দ্বারা পিতৃদেবগণের পূজা করিয়া তাহা ভোজন করিবে। দ্বিজ বৃথামাংস ভোজন বা অবিধিপূর্ব্বক পশুহত্যা করিলে অনন্তকাল—চন্দ্র তারকা স্থিতি পর্য্যন্ত নরকে বাস করে। দ্বিজোত্তম মাংস ত্যাগ করিলে তাহার সর্ব্বকামনা সিদ্ধি, অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ ও গৃহস্থ হইলেও মুনিতুল্যতা প্রাপ্তি হয়। গব্য ও মাহিষদুগ্ধ দ্বিজগণের

ভোজ্য। কিন্তু উহা নির্দ্দশাহা অসন্ধিনী ও সম্বৎসার দুগ্ধ হওয়া চাহি। পলাণ্ডু, শ্বেত বার্ত্তাকু, রক্তমূলক, বস্ত, গৃঞ্জন, রক্তবর্ণ বৃক্ষ-নির্য্যাস, জতুগর্ভ ফল ও অকাল কুসুমাদি ভোজন করিলে দ্বিজ চান্দ্রায়ণ করিবে। যে অন্ন, বাক্যদূষিত, অবিজ্ঞাত, অন্যপীড়াকারী এবং যাহা প্রাণিগণ উদ্দেশে প্রবৃত্ত হয় নাই, তাহা ভুক্ত হইলে গৃহিগণকে দগ্ধ করে। গৃহী সর্ব্বদা স্বর্ণময়, রজতময় বা কাংস্যময় পাত্রে ভোজন করিবে। তদভাবে, সুগন্ধযুক্ত লোধ্র বৃক্ষ লতা, পলাশপত্র, বা পদ্মপত্রে—গৃহস্থ, ভোজন করিতে পারিবে। ব্রহ্মচারী ও যতি, যাহাতে উচিত তাহাতে ভোজন করিবেন। অন্ন অভ্যুক্ষণপূর্ব্বক, অন্তে নমঃ শব্দযোগ করিয়া "ভূপতয়ে" "ভুবঃপতয়ে" "ভূতানাং পতয়ে" মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ভূতলে বলিত্রয় প্রদান করিবে। তৎপশ্চাৎ গণ্ডূষ করিয়া পঞ্চ প্রাণাহুতি ক্রমে স্বাহা শব্দ উচ্চারণ করত হোম করিবে; অবশিষ্ট অন্ন যথাসুখে ভোজন করিবে। নিন্দা না করিয়া অনন্যমনে তূষ্ণীম্ভাবে অন্ন ভোজন করিবে। যতক্ষণ তৃপ্তি না হয়; ততক্ষণ অক্ষুণ্ণভাবে অন্ন ভোজন করিবে। তৎপরে পাত্র পরিত্যাগ করিবে। উচ্ছিষ্ট অন্ন লইয়া এক গ্রাস ভূতলে নিঃক্ষেপ করিবে। পরে আঁচাইয়া সাধুসঙ্গ, সদ্বিদ্যা অধ্যয়ন ইতিহাস ও প্রাচীনকথা পর্য্যালোচনায় দিবা শেষ অতিবাহিত করিবে। পরে, সায়ংসন্ধ্যা উপাসনা ও অগ্নিতে আহুতি দিবে। দ্বিজ, প্রত্যহ গণ্ডূষ করিয়া পোষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে ভোজন করিবে। সায়ং হোমকালে আগত অতিথিও যথাশক্তি শ্রদ্ধানুসারে অবশ্য পূজ্য। পূজা না করিলে সেই অতিথি তাহার পুণ্য হরণ করেন। অতিতৃপ্ত না হইয়াই আঁচাইবে; চরণ প্রক্ষালন করিয়া পবিত্র হইবে; পশ্চিম বা উত্তর শিওর না হইয়া শুভ শয্যাতে শয়ন করিবে। শক্তিসত্ত্বে, যথোক্তকালে স্নান সন্ধ্যাত্যাগ করিবে না। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া নিজহিত চিন্তা করিবে। সমর্থ, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, নিত্য এইরূপ কার্য্য করিবে।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

এই ব্যাসকৃত শাস্ত্র ধর্ম্মের সারসমূহ-যুক্ত,—চারি আশ্রমে, মোক্ষ এবং ধর্ম্মাশ্রয় করিয়া সমস্ত পুণ্য কার্য্য রহিয়াছে। গৃহস্থাশ্রম হইতে (অন্য আশ্রমে) শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই, ইহা পুনঃপুন ব্যাসদেব কহিয়াছেন। যে গৃহস্থ যথাশাস্ত্র-মতে (গার্হস্থ্য ধর্ম্ম) প্রতিপালন করে, তাহার সকল তীর্থগমনের ফল হয়। যে গৃহস্থ গুরুজনের প্রতি ভক্তিমান, ভৃত্যবর্গের প্রতিপালক, দয়ালু, অসূয়াশূন্য নিত্য জপশীল, নিত্য হোমী, সত্যবাদী এবং জিতেন্দ্রিয় যাহার নিজ দারাতেই সন্তোষ (আছে) পরদারগমনবিরত এবং যাহার কোন অপবাদ নাই, সে গৃহস্থের গৃহে বসিয়াই তীর্থ ফল লাভ হয়। যে গৃহস্থ প্রতিদিন পরদার এবং পরদ্রব্য হরণ করে, সে সকল তীর্থ স্নান করিলেও তাহার পাপ বিনষ্ট হয় না। যে গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণের আশ্রয় দান পাদপ্রক্ষালন, তাঁহাদিগের তৃপ্তিজনক কার্য্য; বলিবৈশ্ব এবং ভিক্ষা প্রদান করে, তাহার পাপ স্পর্শ হয় না। যে গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণকে পাদপ্রক্ষালনার্থ জল, পাদধৃত, পাদুকা, দীপ প্রদান, অন্ন দান ও আশ্রয় দান করে, যমরাজ তাহার নিকট আসিতে পারেন না। যে গৃহস্থের গৃহে ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালন জল দ্বারা আর্দ্র হইয়া পৃথিবী যতকাল থাকিবেন, তাহার পিতৃলোক তাবৎ কালে পুষ্কর পাত্রেতে অমৃত পান করিবেন। হে ঋষিসত্তমগণ! কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে কপিলা গাভি প্রদান করিলে যে ফল হয়, ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালন করিলে সেই ফল লাভ হয়। ব্রাহ্মণগণকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলে অগ্নিদেব প্রীত হ'ন, আসন দান করিলে ইন্দ্র প্রীত হ'ন, পাদপ্রক্ষালন করাইলে পিতৃগণ প্রীত হ'ন, অন্নাদি দান করিলে প্রজাপতি প্রীত হ'ন। মাতা এবং পিতা হইতে প্রধান তীর্থ গঙ্গা বিশেষতঃ গো সকল বটে; কিন্তু ব্রাহ্মণগণ হইতে উৎকৃষ্ট তীর্থ হয় নাই এবং হবেও না। ইন্দ্রিয় সকল বশ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে যে মনুষ্য বাস করে, তাহার সেই গৃহে বসিয়াই কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য, পুষ্করতীর্থ, হরিদ্বার, গঙ্গা

এবং কেদারনাথ প্রভৃতি সমস্ত তীর্থ সন্নিহিত হয় ও সকল পাপ হইতে মুক্তি হয়। হে দ্বিজগণ! ব্যাস মুনি যে প্রকার বলিয়াছেন। তদনুসারে চারিবর্ণের এবং চারি আশ্রমের দান ধর্ম্ম বলিতেছি যে ধন প্রতিদিন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণদিগকে দেওয়া হয় এবং যে ধন নিজে ভোগ করে, সে ধনকেই ধন বলিয়া আমি মানি, যাহা দান কি ভোগ করা হয় না, তাহা যক্ষক যেমন কোন ব্যক্তির ধন রক্ষা করিয়া যায় অথচ আপনি ভোগ করিতে পারে না, তদ্রূপ জানিবা। যে ধন দাতব্য হয় ও দারাদি ভোগ্য বস্তু ভোগ করে, ধনি ব্যক্তির সেই ধনই ধন বলিয়া গ্রাহ্য, অদাতা অভোক্তা হইয়া মৃত ব্যক্তির ধন এবং পত্নী দ্বারা অন্য লোকে স্বকার্য্য সাধন করে। ধন রাখিয়া যে ব্যক্তি মরিয়া যায়, তাহার ধন দ্বারা আত্মার কি উপকার করিবে ধন ভোগ করিয়া যে শরীর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করে, সে শরীরই অস্থায়ী। শরীরের অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ সকল অনিত্য এবং ধন সম্পত্তিও অস্থায়ী, সর্ব্বদা মৃত্যু নিকটবর্ত্তী জানিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জন (প্রতিদিন) কর্ত্তব্য। যদি ধনসম্পত্তি ধর্ম্মের নিমিত্ত কিম্বা অভিলাষ পূরণের নিমিত্ত অথবা যশের নিমিত্ত না হয়, যে ধন ত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করিতে হইবে সে ধন কি নিমিত্ত দান করিবে না (পরন্তু অবশ্যই দাতব্য)। যে ব্যক্তি বাঁচিয়া থাকিলে বিপ্রগণ, বন্ধু এবং বান্ধবগণ জীবিত থাকেন্ অর্থাৎ যাহার ধনাদি দ্বারা ব্রাহ্মণাদিগণ প্রতিপালিত হ'ন তাহার জীবন সার্থক, আত্মোদর পোষণ সকলেই করিয়া থাকে। পশু পক্ষিরাও কেবল আপনার উদর পূরণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে, (যে ব্যক্তি ধনদানাদি সৎ কার্য্য না করে) তাহার উত্তমরূপে শরীর রক্ষা করিয়া কিংবা বলবান হইয়াই বা কি ফল চিরজীবী হইয়াই বা কি ফল অর্থাৎ তাহার জীবন ধারণ ব্যর্থ। (যদি ধন সম্পত্তি না থাকে) নিজ খাদ্য বস্তু হইতে অর্দ্ধগ্রাসও অর্থীগণকে দিবে, ইচ্ছার অনুরূপ ধনসম্পত্তি কাহার কোন্ কালে হইয়া থাকে। অদাতা যে পুরুষ, সেই ত্যাগশীল, যে হেতু সে ধন ভোগ বা দান না করিয়া মৃত্যুকালে পরিত্যাগ করিয়া যায় (অতএব সেই ত্যাগী, যে ব্যক্তি ধন দান করে, সেই কৃপণ বলিয়া গণ্য; যে হেতু মরিয়াও ধন ত্যাগ করে না, অর্থাৎ ধনের ফল যে ভোগ তাহা করে স্বর্গাদি ফল পাইয়া থাকে, দাতার পক্ষে ধন একেবারে ত্যক্ত হয় না। (একদিন অবশ্যই) প্রাণত্যাগ করিতে হইবে; কিন্তু অনাহুত ব্যক্তিকে যে দান করা, অপ্রার্থিত হইয়া যে দান করা, সে দানই মুখ্য দান, দেখ যুগচতুষ্টয়েরও বিপর্য্যয় হয়, কিন্তু অপ্রার্থিত হইয়া অনাহুত ব্যক্তিকে দান তাহার কোনকালেও ক্ষয় হয় না। মৃতবৎসা কৃষ্ণা গাভী যেমন লোভেতে দোহন করিলে পর তাহার দুগ্ধাদি দ্বারা দৈবাদি কার্য্য হয় না, (পরস্পর বিনিময়পূর্ব্বক) পরস্পরকে দান কোন ফল হয় না, কেবল লোকাচার রক্ষা হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে পুণ্য হয় না। মাতা, পিতা, ভ্রাতা, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, পত্নী এবং সন্তানগণকে দান করিলে অনন্ত কালের জন্য স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। পিতাকে দান করিলে শতগুণ ফল, মাতাকে দান করিলে সহস্র গুণ ফল হয় ভগিনীকে দান করিলে লক্ষগুণ সহোদরকে দান অক্ষয় ফল লাভ হয়। হে মুনীশ্বরগণ, দিন দিন ব্রাহ্মণগণকে দান করিবে, দানগ্রহণার্থে যে পাত্র উপস্থিত হইবে সেই পাত্রই তারণ করিবে। যাহার গৃহসমীপে মূর্খ ব্যক্তি বাস করে, গুণবান্ ব্যক্তি দূরে বাস করে, সে ব্যক্তি দূরস্থ গুণবান্ ব্যক্তিকেই দান করিবে। নিকটে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেছে এতাদৃশ বিপ্র ত্যাগ করিয়া অন্য ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে ও দান করিলে তিন কুল নষ্ট করা হয়। যেরূপ কাষ্ঠময় হস্তী বহনাদি কার্য্যে অক্ষম, কেবল মাত্র নামে হস্তী বলিয়া থাকে, এবং চর্ম্মময় মৃগ যেমৎ তৃণাদি ভক্ষণে অসমর্থ, লোকে মৃগ বলিয়া থাকে, সেইরূপ যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়নে বিরত, সে ব্রাহ্মণ যজ্ঞসূত্রধারী ব্রাহ্মণনামে অভিহিত হইয়া থাকে মাত্র। প্রাণিশূন্য গ্রাম এবং জলশূন্য কূপ যেমৎ কোন কার্য্যকারী নহে, নামধারী মাত্র সেইরূপ যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন করে না, সে নামে মাত্র ব্রাহ্মণ অর্থাৎ তাহাদিগকে দান করিলে যথোক্ত ফল হয় না। সংস্কৃত অগ্নিতে হুত ঘৃত যেরূপ

সার্থক হয়, তদ্রূপ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে যে ধন দত্ত হয়, সেই ধনই সার্থক ধন জানিবে, তদ্ভিন্ন যে ধন তাহা নিরর্থক জানিবে। সম ব্রাহ্মণকে দান করিলে যে ফল হয়, ক্রব ব্রাহ্মণকে দান করিলে তাহার দ্বিগুণ ফল হয়। আচার্য্য ব্রাহ্মণকে দান করিলে সহস্র গুণ ফল, বেদপারগ ব্রাহ্মণকে দান অনন্ত ফল হয়। ব্রাহ্মণশুক্র দ্বারা উৎপন্ন হইয়াও গায়ত্র্যাদি জপ করে না, অথচ ব্রাহ্মণজাতি বলিয়া উদর পোষণ করে, সেই ব্রাহ্মণকে সমব্রাহ্মণ বলা যায়। যে ব্রাহ্মণ সন্তানের যথাশাস্ত্র গর্ভাধানাদি সংস্কার হইয়াছে, উপনয়ন ও বেদারম্ভ রীতিমত হইয়াছে ; কিন্তু নিজে বেদাধ্যায়ন কি তাহার অধ্যাপনা করে না, সে ব্রাহ্মণকে ক্রব ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন। যে ব্রাহ্মণ নিত্য হোম করে ও তপঃ পরায়ণ এবং সকল্প ও সরহস্য বেদশাস্ত্র অধ্যাপনা করিয়া থাকে, সে ব্রাহ্মণকে আচার্য্য বলিয়া জানিবে। যজ্ঞীয় পশু বন্ধন করিয়া চাতুর্ম্মাস্য যিনি অগ্নি সোমাদি যজ্ঞ করিয়া থাকেন, বিস্তৃতষড়ঙ্গ শাস্ত্র এবং চতুর্ব্বেদ, বিবাদ উপস্থিত হইলে মীমাংসা করিয়া তাহার যথার্থ অভিপ্রায় স্থির করিতে পারেন। ইতিহাস এবং পুরাণাদি শাস্ত্র নিত্য আলোচনা করিয়া থাকেন, সেই ব্রাহ্মণই বেদপারগ ব্রাহ্মণ হইবেন। ব্রাহ্মণগণ যে কার্য্য ব্রাহ্মণগণের মুখরূপ যে ক্ষেত্র তাহাতে কাঁকর বা কণ্টক নাই, যে কৃষিব্যক্তি ব্রাহ্মণের মুখরূপ ক্ষেত্রে বীজ বপন করে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ দ্বারা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহার সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়। উর্ব্বরা ক্ষেত্রে বীজ বপন করিবে এবং সৎপাত্রে ধন দান করিবে, উর্ব্বরা ক্ষেত্রে রোপিত যে বীজ, এবং সৎপাত্রে দত্ত যে ধন এই দুইটী কথনই নিষ্ফল হয় না। বিদ্যা এবং বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ যদি (ভিক্ষা করিতে গৃহস্থের) গৃহে আগমন করে, তাহা হইলে সমস্ত ওষধীগণ ক্রীড়া করেন, অর্থাৎ হর্ষান্বিত হ'ন অদ্য আমরা পরম গতি পাইব। শৌচাচার রহিত, ব্রতভ্রষ্ট অর্থাৎ যজ্ঞোপবীতাদি বেদ সম্পর্ক বিবর্জ্জিত এতাদৃশ ব্রাহ্মণকে দত্ত অন্নাদি ভীত হইয়া রোদন করে এবং বিবেচনা করে যে আমরা কি পাপ করিয়াছিলাম। বেদাদি শাস্ত্র আলোচনা দ্বারা যাহার মুখ পরিপূর্ণ রহিয়াছে, এতাদৃশ ব্রাহ্মণ যদি ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার ভোজন করিতে অভিলাষ না থাকে তাহাকে যত্ন করিয়াও ভোজনাদি করাইবে। বেদাধ্যয়নাদি শূন্য ব্রাহ্মণ যদি ভোজন করিতে না পায় ছয়রাত্রি উপবাসী থাকে, এতাদৃশ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে না। (অতএব ব্রাহ্মণগণে বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য জানিবে।) হে দ্বিজগণ! পবিত্র বস্তু যাহার উদরে থাকে অর্থাৎ সেই সেই বস্তু তাহাকে দিবে, যে ব্রাহ্মণের দেহেতে দত্ত হব্য (দেব উদ্দেশে দত্ত ঘৃতাদির নাম হব্য) দেবগণ ভোজন করেন এবং পিতৃগণও যে ব্রাহ্মণগণের দেহে প্রদত্ত কব্য অর্থাৎ পিতৃগণ উদ্দেশে দত্ত বস্তু ভোজন করেন সেই ব্রাহ্মণ হইতে অতিশয় উত্তম পাত্র কি আছে অর্থাৎ কিছুই নাই। স্বীয় কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানযুক্ত, অতএব পবিত্র এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যাহা যে দ্রব্যাদি ভোজন বা গ্রহণ করিবেন, সেই দানাদির ফলের ইয়ত্তা নাই এবং তাহা বহুজন্মস্থায়ী তাহার ক্ষয় হয় না। হে মুনিগণ হস্তী, অশ্ব, রথ, এই যান দ্রব্য কোন কোন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, কোন ব্রাহ্মণ তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না, বলেন, এই শস্য সম্পত্তি কাহার অর্থাৎ অলীক। বেদরূপ লাঙ্গল দ্বারা কর্ষিত অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন দ্বারা যাহার জ্ঞান জন্মিয়াছে, এতাদৃশ দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ বিদ্যমানে শতলোকের মধ্যে একজন বলবান হয় এবং সহস্র লোকের মধ্যে একজন পণ্ডিত হয়, লক্ষলোকের মধ্যে একজন বক্তা হয়, কিন্তু দাতাব্যক্তি জন্মায় কি না তদ্বিষয় সন্দেহ। রণজয়ী হইলে বলবান হয় না, অধ্যয়ন করিলেও পণ্ডিত হয় না, বহুতর কথা কহিতে পারিলেও বক্তা হয় না, কেবল অর্থ দান করিলেই দাতা হয় না (তবে কি প্রকারে হয় বলিতেছি)। ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিতে পারিলেই শূর অর্থাৎ বলবান্ হয়, যে ব্যক্তি ধর্ম্মাচরণ করে সেই পণ্ডিত এবং যে ব্যক্তি হিত ও প্রিয়বাক্য বলে, সে ব্যক্তিই

[দা]তা, এবং যে ব্যক্তি সম্মান পূর্ব্বক দান [ক]রে, সেই ব্যক্তিই দাতা। যদি স্নেহপ্রযুক্ত [বা] ভয় প্রযুক্ত, অথবা অর্থলাভ নিমিত্ত এক [প]ংক্তিতে। (বহুতর সমবেত পংক্তিতে) বিষম [দা]ন করে অর্থাৎ কাহাকে অল্প ও কাহাকেও [বা] অধিক দান করে। তাহাতে ব্রহ্মহত্যা[পা]তক হয়, ইহা মুনিগণ বলিয়াছেন এবং [বে]দেও দেখা গিয়াছে ও ঋষিগণ গান করিয়াছেন। অনুর্ব্বরভূমিতে রোপিত বীজ, ভগ্নপাত্রে স্থাপিত দুগ্ধ এবং ভস্মাহুত ঘৃত [যে]রূপ নিষ্ফল হয়, তদ্রূপ মূর্খ ব্যক্তিকে [(]অজ্ঞানী ব্যক্তিকে) দান করিলে সে দান [নি]ষ্ফল হয়। মরণাশৌচ এবং জননাশৌচ-[বি]শিষ্ট ব্যক্তিগণের অন্নাদি দ্বারা যে দ্বিজ শরীর বর্দ্ধিত করে এবং শূদ্রের অন্ন ভোজন করে, সে দ্বিজ যে, পরলোকে কোন্ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিবে, ব্যাসদেব বলিয়াছেন তাহা [স্থি]র করিয়া বলিতে পারি না। শূদ্রের অন্ন উদরস্থ করিয়া যদি কোন দ্বিজ মৃত্যু লাভ করে, সে পরলোকে শূকর যোনি প্রাপ্ত হইবে এবং সে ব্যক্তি হইতে জাত যে কুল তাহাদিগেরও উক্ত যোনি প্রাপ্তি হইবে। দ্বাদশ জন্ম গৃধ্র হইবে, সপ্তজন্ম শূকর ও কুক্কুর হইবে, মনু এইরূপ বলিয়াছেন। ব্রাহ্মণের অন্ন উদরস্থ করিয়া মরিলে দরিদ্র হইবে, বৈশ্যের অন্ন উদরস্থ করিয়া মরিলে শূদ্রের অন্ন প্রাপ্ত হইবে শূদ্রের অন্ন উদরস্থ করিয়া মরিলে নরক প্রাপ্ত হইবে। যে দ্বিজ একমাস ব্যাপিয়া অনবরত কেবল শূদ্রান্ন ভোজন করে, সে এই জন্মেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়, মরিয়া কুক্কুর যোনি প্রাপ্ত হয়, যে দ্বিজের শূদ্রা পাচিকা এবং শূদ্রা ধর্ম্মপত্নী সে দ্বিজকে পিতৃগণ এবং দেবগণ পরিত্যাগ করেন এবং মরিয়া রৌরব নামক নরকে গমন করে। যে সকল মনুষ্য যে কোন জাতির সংস্পৃষ্ট পাত্রে অন্নাদি পাক করিয়া ভোজন করে, ও যে সকল সংশ্রব করিলে পতিত হইতে হয়, ঐ সকল সঙ্করজনক কার্য্যে অনায়াসে করে, এবং যে স্ত্রী গমন করিলে সঙ্করজাতি হইতে হয়, ঐ সকল জাতির পত্নীতে সন্তানোৎপাদনাদি করে, সে সকল মনুষ্য নরক প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি পঙ্ক্তি দেব, ব্রাহ্মণ, এবং অতিথিগণের অর্চনা-উদ্দেশ ব্যতীত কেবল আত্মোদর পূরণার্থ অন্নাদি পাক করে, অনবরত ব্রাহ্মণ নিন্দা করে, ও বেদ বিক্রয়শীল, এই পঞ্চ প্রকার কার্য্য করিলে ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়। এই ব্যাসদেব-বিরচিত ধর্ম্মশাস্ত্র সংগ্রহ নরগণ কর্ত্তৃক প্রতি দিন অধ্যয়ন করা আবশ্যক, এই ব্যাস-বিরচিত শাস্ত্রোক্ত আচার সম্পন্ন ব্যক্তিগণের পতন হয়না; অর্থাৎ এই শাস্ত্রোক্ত আচার করিলে ধর্ম্মের লাভ হয় এবং অধর্ম্মের সম্পর্ক হয় না।

ব্যাস-সংহিতা সমাপ্ত।

শঙ্খ-সংহিতা।

প্রথম অধ্যায়।

সৃষ্টি সংহারকর্ত্তা কারী স্বয়ম্ভূকে নমস্কার করিয়া চতুর্ব্বর্গের হিতনিমিত্ত শঙ্খঋষি (ধর্ম্ম) শাস্ত্র প্রকাশ করিলেন। যজন, যাজন, দান, অধ্যাপনা, প্রতিগ্রহ এবং অধ্যয়ন বিপ্রগণ প্রতিদিন এই ছয়টী কার্য্য করিবে, এতদতিরিক্ত কোন কার্য্য করিবে না। দান, অধ্যয়ন এবং যথাশাস্ত্রমত যজন এই তিনটি কার্য্য ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য জাতির কথিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়জাতির বিশেষ কর্ত্তব্য কার্য্য প্রজাবর্গের প্রতিপালন জানিবে এবং বৈশ্যজাতির বিশেষরূপে কর্ত্তব্য কৃষি, গোসমূহ প্রতিপালন এবং বাণিজ্য এই তিনটি কার্য্য জানিবে শূদ্রজাতির কর্ত্তব্য কার্য্য দ্বিজগণের সেবা এবং সকল প্রকার শিল্প কার্য্য লিপিকার্য্য প্রভৃতি জানিবে, ক্ষমা সত্যবাক্য, ইন্দ্রিয়দমন, এবং শৌচ এই চারিটি কার্য্যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র জাতি ইহাদিগের সকলের সমান অধিকার আছে, এই চারিটি কার্য্যে কাহারও ইতর বিশেষ নাই, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, এবং বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজশব্দ প্রতিপাদ্য অর্থাৎ এই তিন বর্ণের কেবল উপনয়ন সংস্কার হয়, এই তিন বর্ণের মৌঞ্জীবন্ধন (উপনয়ন সংস্কার) দ্বিতীয় জন্ম জানিবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিনবর্ণের মৌঞ্জীবন্ধনকার্য্যে উপনয়ন সংস্কারকর্ম্মে আচার্য্য (যিনি উপনয়ন সংস্কার বা গায়ত্রী উপদেশ করেন,) তিনিই পিতা জানিবে, এবং সাবিত্রী প্রধান জননী। যে পর্য্যন্ত বেদশাস্ত্রে অধিকার না হয় (অর্থাৎ বেদপাঠ আরম্ভ না হয়) সে পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের তুল্য জানিবে, বেদপাঠ আরম্ভ হইলে পর, দ্বিজ বলিয়া জানিবে।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

গর্ভ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইলে পর, নিষেক সংস্কার কর্ত্তব্য বলিয়া কথিত হইয়াছে, তদনন্তর, গর্ভস্থ সন্তান স্পন্দন আরম্ভ হইলে পর, পুংসবন সংস্কার করিবে। (সন্তান জন্মের) অশৌচ অতীত হইলে পর, নামকরণ সংস্কার করিবে, চতুর্ব্বর্গের যুগ্মাক্ষর, সংযুক্ত নামরক্ষা করিবে। ব্রাহ্মণজাতির মাঙ্গল্যশব্দযুক্ত নাম, ক্ষত্রিয়জাতির বলসংযুক্ত নাম, বৈশ্যজাতির ধনসংযুক্ত নাম এবং শূদ্র জাতির জুগুপ্সিত শব্দযুক্ত নাম কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণের অমুক শর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ের অমুক বর্ম্মা, বৈশ্য জাতির অমুকধন এবং শূদ্রজাতির অমুক দাস এই প্রকার নাম জানিবে। চতুর্থ মাসে অর্ক দর্শন (নিষ্ক্রামণসংস্কার কর্ত্তব্য) ষষ্ঠমাসে অন্নপ্রাশন সংস্কার কর্ত্তব্য; এবং চূড়া সংস্কার যে বংশের যে বৎসরে হইয়া থাকে, তাহাদিগের সেই বৎসরে কর্ত্তব্য। গর্ভ হইতে অষ্টম বৎসরে ব্রাহ্মণকুমারের উপনয়ন সংস্কার কর্ত্তব্য, ক্ষত্রিয় সন্তানের গর্ভ হইতে একাদশ বৎসরে উপনয়ন এবং বৈশ্যসন্তানের গর্ভ হইতে দ্বাদশ বৎসরে উপনয়ন সংস্কার কর্ত্তব্য, ব্রাহ্মণের গর্ভ হইতে ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত গৌণকাল, ক্ষত্রিয়ের গর্ভ হইতে দ্বাবিংশ বৎসর পর্য্যন্ত

গৌণকাল এবং বৈশ্যের গর্ভ হইতে চতুর্ব্বিংশ বৎসর পর্য্যন্ত গৌণকাল জানিবে। যে সকল গৌণকাল উক্ত হইল, ইহার পর গায়ত্রী উপদেশ করিবে না ব্রাহ্মণ। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য সন্তানগণ যথাকালে উপনয়ন সংস্কার না হইলে, সাবিত্রী-পতিত ও ব্রাত্য; অর্থাৎ সংস্কারহীন এবং সর্ব্ব-ধর্ম্মকর্ম্ম-বিবর্জ্জিত জানিবে।

ব্রাহ্মণের পঞ্চদশ বৎসর ছয় মাস, ক্ষত্রিয়ের এক বিংশতিবর্ষ ছয় মাস, বৈশ্যের ত্রয়োবিংশতি বৎসর ছয় মাস উপনয়ন সংস্কারের গৌণকাল বলিয়া উক্ত হইয়াছে, যে বর্ণের যে যে বৎসর উক্ত হইল, উক্তকালমধ্যে উপনয়ন দিলে গায়ত্রী উপদেশের কাল অতীত হয় না, ঐ কাল অতীত হইলে গায়ত্রী উপদেশ করিবে না গায়ত্রী উপদেশ নিবৃত্তি রাখিবে যথোক্ত কালে সংস্কার না হইলে, পূর্ব্ব-উক্ত এই তিন বর্ণ সাবিত্রী পতিত, ব্রাত্যনামধারী হইবে, ব্রাহ্মণ আদির কর্ত্তব্য গায়ত্রী জপাদি কার্য্যেমাত্রে অধিকার থাকিবে না, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিনবর্ণের উপনয়ন সংস্কার কালে মৌঞ্জীবন্ধন করিতে হয়, কোন বর্ণের কোন দ্রব্য দ্বারা মৌঞ্জী করিতে হইবে ক্রমে তাহা কীর্ত্তিত হইতেছে। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীর মৃগচর্ম্ম, ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারীর ব্যাঘ্রচর্ম্ম, এবং বৈশ্য ব্রহ্মচারীর ছাগচর্ম্ম, উত্তরীয়বস্ত্র; ব্রাহ্মণের বিল্ব ও পলাশ-নির্ম্মিত দণ্ড, ক্ষত্রিয়ের পিপ্পল-নির্ম্মিত দণ্ড; এবং বৈশ্যের বিল্ব-নির্ম্মিত দণ্ড। ব্রাহ্মণের কেশ পর্য্যন্ত দীর্ঘ ক্ষত্রিয় জাতির ললাটপরিমিত দীর্ঘ, বৈশ্যজাতিরকর্ণ পর্য্যন্ত দীর্ঘ দণ্ড কর্ত্তব্য; দণ্ডগুলি অবক্র (সোজা) ত্বক্‌যুক্ত এবং অগ্নিদগ্ধ না হয়, যজ্ঞোপবীত ব্রাহ্মণের কার্পাস-সূত্রনির্ম্মিত, ক্ষত্রিয়ের ক্ষৌম-সূত্র-নির্ম্মিত বৈশ্য জাতির উর্ণ সূত্র-নির্ম্মিত, জানিবে। ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিবে;—প্রথমে ভবৎশব্দ প্রয়োগ পূর্ব্বক; যথা ভবন্‌! ভিক্ষাং দেহি, স্ত্রীলোককে ভবতি! ভিক্ষাং দেহি। এইরূপ জানিবে, ক্ষত্রিয় জাতি ভিক্ষাং ভবন্‌! দেহি। এইরূপ মধ্যভাগে ভবৎ শব্দ প্রয়োগ করিবে, বৈশ্যজাতি ভিক্ষাং দেহি ভবন্‌ এই অন্তে ভবৎশব্দ প্রয়োগ করিবে।

তৃতীয় অধ্যায়।

আচার্য্য মাণবককে উপনয়ন প্রদানানন্তর বেদপাঠে দীক্ষিত করিবেন। যে গুরু বেতন লইয়া বেদ অধ্যয়ন করান, তাঁহাকে উপাধ্যায় কহা যায়। ব্রহ্মচারী মানবক প্রত্যুষে উঠিয়া শৌচআদি কার্য্য সমাপনান্তর পবিত্র হইয়া স্নানসমাপনান্তে পূর্ব্ব স্থাপিতঅগ্নিতে হোম করিবে, তদনন্তর হোমাদি করণজন্য উৎপন্ন স্বেদাদি অপনোদনপূর্ব্বক পবিত্র হইয়া গুরু পাদপদ্মে অভিবাদন করিবে। তদনন্তর, গুরুদেবের আজ্ঞা লইয়া বিনীতভাবে গুরুদেবের মুখপদ্ম দর্শন করতঃ ব্রহ্মাঞ্জলি করিয়া বেদ অধ্যয়ন করিবে, (বেদপাঠ কালে প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক যে অঞ্জলি বন্ধন করিতে হয় তাহাকে ঋষিগণ ব্রহ্মাঞ্জলি কহিয়াছেন) বেদপাঠ আরম্ভ এবং সমাপনকালে প্রণব উচ্চারণ করিতে হইবে। অনধ্যায়দিবসে যত্নপূর্ব্বক অধ্যয়ন ত্যাগ করিবে। চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা এবং অষ্টমী (এ কয়টি তিথি) সূর্য্য এবং চন্দ্রের গ্রহণ উল্কাপাত, ভূমিকম্প, সপিণ্ডজনন মরণজন্য অশৌচ, গ্রাম বিপ্লব অগ্নিদাহ প্রভৃতি গ্রামের অনিষ্টজনক দুর্ঘটনা উপস্থিতিঃ ইন্দ্রপ্রয়াণ সুরঙ্গ, মেঘগর্জ্জন, বাদ্যকোলাহল এবং রাজদ্বয়ের পরস্পর বিগ্রহ, এই কয়টি অনধ্যায় অর্থাৎ অধ্যয়নের প্রতিবন্ধক এই সকল ঘটনা হইলে এবং পূর্ব্বকথিত তিথি চতুষ্টয়ে অধ্যয়ন করা নিষিদ্ধ। কোন ব্যক্তি অভিযোগ অর্থাৎ তিরস্কার করিলেও অতি বেগপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিবে না, দেবমন্দির, বল্মীক, শ্মশান, শিবমন্দির এবং ব্রাহ্মণগণের নিকট যথাবিধি ভিক্ষা করিবে, (ভিক্ষা করিয়া প্রত্যাগত হইয়া হস্ত পদাদি প্রক্ষালনানন্তর) পবিত্র হইয়া পূর্ব্বমুখ উপবেশনপূর্ব্বক গুরুদেবের আজ্ঞা লইয়া ভোজন করিবে। অহঙ্কার শূন্য হইয়া গুরুদেবের হিতজনক এক প্রিয়কার্য্য করিবে। সায়ং সন্ধ্যাসমাপনান্তে সায়ংকালীন হোম করিয়া গুরুদেবকে অভিবাদনপূর্ব্বক গুরুবাক্যপ্রতিপালন অর্থাৎ পাদসেবাদি করিবে। মধু, মাংস,

অঞ্জন, (চক্ষুর্দ্বয়ে কজ্জল দান) শ্রাদ্ধ, গান, নৃত্য, হিংসা প্রাণিহত্যা লোকনিন্দা এবং স্ত্রীসংসর্গ; যত্নসহকারে ত্যাগ করিবে। মেখলা (শরপত্র প্রভৃতি রচিত মৌঞ্জী) কৃষ্ণসার চর্ম্ম, এবং বিল্বাদি দণ্ড যত্নপূর্ব্বক ধারণ করিবে। ব্রহ্মচারী সাবধান হইয়া প্রত্যহ ভূমীশয়ন করিবে। বেদবিদ্যালাভে যুগ্ম ব্যক্তি এই সকল নিয়মিত কার্য্যসমূহ করিবে। গুরুদেবকে ধনাদি দক্ষিণা প্রদান করিয়া অবভৃত স্নান করিবে।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

তদনন্তর অসমানপ্রবর, এবং ভিন্নগোত্রজাতা কন্যাকে বিধিবোধিতরূপে লাভ করিবে অর্থাৎ বিবাহ করিবে। মাতৃপক্ষের পঞ্চমী পর্য্যন্ত এবং পিতৃপক্ষের সপ্তমী পর্য্যন্ত ত্যাগ করিবে। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, এবং অধম পৈশাচ এই অষ্টপ্রকার বিবাহ। ব্রাহ্মণগণের প্রথম চারি প্রকার বিবাহ বিধি প্রশস্ত, ক্ষত্রিয়গণের গান্ধর্ব্ব এবং রাক্ষস প্রশস্ত। অপ্রার্থিত হইয়া যত্নপূর্ব্বক যে কন্যা দান তাহাকে ব্রাহ্মবিবাহ কহিয়াছেন। যজ্ঞকার্য্যে দক্ষিণাস্বরূপ পুরোহিতকে কন্যাদানের নাম দৈববিবাহ, গোদ্বয় গ্রহণ করিয়া যে কন্যাদান তাহার নাম আর্ষবিবাহ। প্রার্থিত হইয়া যে কন্যাদান তাহার নাম প্রাজাপত্য বিবাহ; ধন গ্রহণ করিয়া যে কন্যাদান তাহার নাম আসুর বিবাহ, বর কন্যা উভয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়া যে বিবাহ, তাহাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ কহে, যুদ্ধক্ষেত্রে হৃতকন্যার পাণিগ্রহণ রাক্ষস বিবাহ। কোন ছল করিয়া কন্যার পাণিগ্রহণ পৈশাচ বিবাহ বিবাহমধ্যে ইহাকে নিকৃষ্ট জানিবে। ব্রাহ্মণের তিনজাতি কন্যা ভার্য্যা, ক্ষত্রিয়ের দুইজাতিকন্যা, বৈশ্যের একজাতীয়া ও কন্যা ভার্য্যা হইবে। শূদ্রের একজাতীয়া কন্যা ভার্য্যা হইবে, ব্রাহ্মণগণের ব্রাহ্মণ কন্যা, ক্ষত্রিয় কন্যা এবং বৈশ্যকন্যা, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়কন্যা এবং বৈশ্যকন্যা এই দুই জাতীয়া বৈশ্যগণের বৈশ্যকন্যামাত্র এবং শূদ্রগণের শূদ্রকন্যা মাত্র। বিপদাপন্ন হইলেও দ্বিজগণ শূদ্রকন্যা বিবাহ করিবে না। সেই শূদ্রকন্যা প্রসূত যে সন্তান তাহার নিষ্কৃতি নাই। তপঃ-পরায়ণ, যজ্ঞশীল সকলধার্ম্মিকের শ্রেষ্ঠ হইলেও ব্রাহ্মণগণ সবর্ণাস্ত্রী বিবাহকালে পাণিগ্রহণ করিবে, ক্ষত্রিয়কন্যা বিবাহকালে শরগ্রহণ করিবে, বৈশ্যকন্যা বিবাহকাল প্রতোদন,গ্রহণ করিতে হইবে। (প্রতোদন পাঁচন বাড়ী গো তাড়ন দণ্ড)। যে স্ত্রী অগ্নি বহন করে, সেই ভার্য্যা যে স্ত্রী পতিপ্রাণা সেই ভার্য্যা এবং যে পুত্রবতী সেই ভার্য্যা। এই সকল গুণসম্পন্না ভার্য্যা প্রকৃষ্ট যত্নপূর্ব্বক প্রতিপালনীয়া, এবং সর্ব্বদা তাড়নীয়া অর্থাৎ কোন অসৎপথগামিনী না হয়। যে ভার্য্যা লালিতা ও পালিতা সেই লক্ষ্মী স্বরূপা ইহার অন্যথা নাই।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

গৃহস্থের পাঁচটি সূনা (জীবহিংসা স্থান) চুল্লী। পেষণী উপস্কর সংমার্জ্জনী এবং গৃহোপকরণ কুণ্ড প্রভৃতি) কণ্ডনী (উদূখল মুষল আদি) উদকুম্ভ (জলাধার কুম্ভ) এই সকল গৃহোপকরণ বস্তুতে গৃহস্থের জীব হিংসা অনিবার্য্য। ঐ জীবহিংসা সম্ভূত পাপশান্তির নিমিত্ত, গৃহস্থ কোন দিবসেই পঞ্চযজ্ঞ কার্য্য ত্যাগ করিবে না, পঞ্চযজ্ঞ কার্য্য করিলে গৃহস্থের পঞ্চসূনা-সম্ভূত পাপ বিনষ্ট হয়, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, এবং মনুষ্যযজ্ঞ, এই পাঁচটি কার্য্য পঞ্চযজ্ঞ নামে উক্ত হইয়াছে। নিত্যহোম দেবযজ্ঞ; বলি কার্য্য ভৌত; শ্রাদ্ধ এবং তর্পণ পিতৃযজ্ঞ; বেদপাঠ; ব্রহ্মযজ্ঞ, এবং অতিথিসেবা মনুষ্যযজ্ঞ। বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী, যতিগণ, এবং দ্বিজগণ গৃহস্থের কল্যাণে যথোচিতরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। গৃহস্থই যাগ যজ্ঞ করে, গৃহস্থই তপস্যা করে, গৃহস্থই দাতা হয়, সেই হেতু গৃহস্থাশ্রমীই সকল আশ্রমীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যেমৎ স্বামীই স্ত্রীলোকের প্রভু যেমৎ চতুর্ব্বর্ণের প্রভু ব্রাহ্মণ,

সেইরূপ এই গৃহস্থের অতিথিগণ প্রভু জানিবা। ব্রতসমূহ দ্বারা কিংবা উপবাস দ্বারা, এবং অন্যান্য ধর্ম্ম কর্ম্মদ্বারা স্ত্রীলোক স্বর্গ প্রাপ্ত হয় না, যেমন স্বামীসেবা দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মচারীগণ, অহরহ স্নান, নিত্যহোম, এবং অগ্নির তৃপ্তিজনক কার্য্য দ্বারা স্বর্গগমন করেন, কেবল গুরুসেবা দ্বারাই স্বর্গগমন করেন! বানপ্রস্থগণ অগ্নিশুশ্রূষা দ্বারা কিম্বা ক্ষমা দ্বারা এবং নানা তীর্থ স্নান দ্বারা সেরূপ স্বর্গে গমন করে না যেরূপ ভোজন ত্যাগ দ্বারা স্বর্গে গমন করে। ভিক্ষা দ্বারা কিম্বা মৌনব্রত দ্বারা অথবা নির্জনগৃহে বসিয়া যোগ অবলম্বন দ্বারা যোগীগণ সেইরূপ সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, যেরূপ যোগীগণ মৈথুন পরিত্যাগদ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যজ্ঞকর্ম্ম দ্বারা কিম্বা বহু দক্ষিণা দ্বারা অথবা বহ্নি শুশ্রূষা দ্বারা গৃহীগণ স্বর্গপ্রাপ্ত হয় না, যেরূপ অতিথিসেবাদ্বারা স্বর্গপ্রাপ্ত হয়(অতএব স্ত্রীলোকের স্বামীসেবা, ব্রহ্মচারীর গুরুশুশ্রূষা, বানপ্রস্থগণের ভোজন পরিত্যাগ যোগীগণের স্ত্রী পরিত্যাগ এবং গৃহস্থগণের অতিথিসেবা প্রধানধর্ম্ম জানিবে। (গৃহস্থের অতিথিসেবা মুখ্যধর্ম্ম হইল) সেই হেতু সকল যত্নসহকারে গৃহস্থগণ গৃহে আগত অতিথিগণকে আহার দান, শয্যাদান এবং ধনদান দ্বারা সৎকার করিবে। (সাগ্নিক ব্রাহ্মণ) শাস্ত্রনিয়মঅনুসারে প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে অগ্নিহোত্র হোম করিবে এবং যথানিয়মে দর্শ পৌর্ণমাস যাগ করিবে। যজ্ঞ দ্বারা, পশু বন্ধন দ্বারা চাতুর্মাস্যব্রত দ্বারা এবং ত্রৈবার্ষিক বা বার্ষিক অন্ন থাকিলে আলস্যশূন্য হইয়া সোমরস পান করিবে। অল্পধন যে দ্বিজ সে বৈশ্বানরী নামক ইষ্টি করিবে, অল্পধন হইলেও শূদ্রের নিকট ধন প্রার্থনা করিবে না এবং অভীপ্সিত বস্তু সকল দান করিবে। বিদ্বান্ ব্যক্তি নিজ বৃত্তি ত্যাগ করিবে না এবং পৈতৃকপুরোহিতও ত্যাগ করিবে না, কার্য্য দ্বারা এবং জন্ম দ্বারা বিশুদ্ধ এবং যাহার শরীর-মাংসলোল হইয়াছে, অর্থাৎ প্রাচীন এতাদৃশ ব্যক্তিই (যাজনকার্য্যের যোগ্য) পাত্র জানিবে। এ সকল গুণযুক্ত যে ব্যক্তি এবং ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়া ধন উপার্জ্জন করে, ব্রাহ্মণ তাহাকেই সর্ব্বদা যাজন করাইবে, তাদৃশ ব্যক্তির নিকটই প্রতিগ্রহ করিবে।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

গৃহস্থব্যক্তি যখন দেখিবে, দেহ মাংস লোল হইয়াছে বার্দ্ধক্যদ্বারা সমস্ত কেশ শুক্লবর্ণ হইয়াছে, এবং পৌত্র জন্মিয়াছে, তৎকালেই বানপ্রস্থ আশ্রম করিবার নিমিত্ত বনগমন করিবে (যদ্যপি পত্নী বনগমনে সম্মতা না হয়) তাহাকে গৃহে রাখিয়া (বনগমনে সম্মতা হইলে) তাহাকে সঙ্গে লইয়া, বনে গমন করতঃ প্রত্যহ অগ্নির তৃপ্তিজনক কার্য্য করিবে এবং বন্য ফলমূল প্রভৃতি ভক্ষ্যদ্রব্য আহরণ করিবে। বনবাসকালে যে যে দ্রব্য আহার করিবে, তাহাদ্বারাই পিতৃলোকের এবং দেবগণের পূজা করিবে, এবং উহা দ্বারাই কুটীরে আগত অতিথিগণের সেবা করিবে সমাহিতচিত্ত হইয়া গ্রাম হইতে অষ্ট গ্রাস আহরণ করিয়া ভোজন করিবে, প্রত্যহই বেদ অধ্যয়ন করিবে, এবং মস্তকে জটা বন্ধন করিবে, অর্থাৎ ক্ষৌরকার্য্য করিবে না। প্রত্যহই তপস্যাদ্বারা নিজ দেহ শুষ্ক করিবে, শীতকালে আর্দ্রবস্ত্র হইয়া থাকিবে, গ্রীষ্মকালে পঞ্চতপা করিবে, বর্ষাকালে আচ্ছাদনশূন্য স্থানে বাস করিবে, প্রতিদিনই নক্তভোজন করিবে, অথবা দিবার চতুর্থভাগ কিংবা ষষ্ঠভাগে ভোজন করিবে। কষ্ট স্বীকার দ্বারা বনে কালহরণ করিবে, এবং ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন করিবে, এইরূপে বানপ্রস্থ আশ্রম করিয়া বনে কালযাপন করতঃ দ্বিজগণ ব্রহ্মপ্রেমী (চতুর্থাশ্রমী) হইবে॥ ৭॥

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

দ্বিজগণ বানপ্রস্থ আশ্রমেও সর্ব্বস্ব দক্ষিণা প্রদান করতঃ বিধিবোধিতরূপে যজ্ঞ করিয়া (ভস্মপান দ্বারা) নিজদেহ মধ্যে যজ্ঞীয় অগ্নি

হইবে। যে সময়ে গৃহস্থগণের গৃহপাকক্রিয়া সমাপন হওয়াতে ধূমশূন্য হইবে ও তণ্ডুলাদি নিষ্পন্ন হওয়ায় উদূখল মুষল নিজব্যাপার শূন্য হইবে, গ্রাম মধ্যে অগ্নি কি, অঙ্গার পর্য্যন্ত থাকিবে না, জনপদবাসীগণের ভোজনকার্য্য সমাপন হইলে এবং জনগণের পাদসঞ্চার রহিত হইলে যতিগণ প্রতিদিন ভিক্ষা করিতে গমন করিবে। যতিগণ কিছু না প্রাপ্ত হইলেও ক্ষুন্নচিত্ত হইবে না, যাহা পাইবে, তাহা দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। স্বয়ং পাক করিবে না, এবং কাহাদ্বারাও পাক করাইবে না, কাহারও গৃহে বসিয়া ভোজন করিবে না। যতিগণসম্বন্ধে মৃত্তিকার পাত্র এবং অলাবু পাত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ঐ সকল পাত্র জলদ্বারা মার্জ্জন করিলে শুদ্ধ হইবে জানিবে। যতিগণ সুহৃৎসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক গমন করিবে ও কৌপীন বস্ত্রমাত্র পরিধান করিবে, জনপ্রাণীশূন্য স্থানে বাস করিবে এবং যেস্থানেই সায়ংকাল উপস্থিত হইবে সেস্থানে রাত্রি যাপন করিবে। উত্তমরূপে চতুর্দ্দিক দেখিয়া পাদ নিক্ষেপ করিবে, বস্ত্রদ্বারা পবিত্র করিয়া জলপান করিবে, সত্য দ্বারা পবিত্র বাক্য প্রয়োগ করিবে না অর্থাৎ মিথ্যা সম্পর্ক রাখিবে না এবং যাহা নিজচিত্তে পবিত্র বোধ হইবে, এইরূপ আচরণ অনুষ্ঠান করিবে। চন্দন প্রভৃতি গন্ধদ্বারা কিংবা গর্হিত ভস্মদ্বারা কেহ যদ্যপি অঙ্গলেপন করিয়া দেয়, তাহাতে সুখ দুঃখ বোধ করিবে না মঙ্গলকার্য্যই হউক কিম্বা অমঙ্গলকার্য্যই হউক তাহার একটিও শ্রদ্ধা করিবে না। সকল প্রাণীরহিতচেষ্টা করিবে লোষ্ট্র প্রস্তর কিংবা সুবর্ণ-রাশি এই সকল বস্তুতে তুল্যজ্ঞান করিবে, ধ্যান এবং যোগপরায়ণ ভিক্ষুক মুক্তি লাভ করিবে। যোগীগণ চিত্তের সংযমকে ধারণা বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয়গণের সংহার অর্থাৎ বিষয় হইতে নিবৃত্তি করা ইহা প্রত্যাহার নামে কথিত হইয়াছে। যোগাভ্যাস দ্বারা, হৃদয়স্থ দেবদেব পরমাত্মার যে দর্শন, ইহাকেই যোগীগণ ধ্যান নামে অভিহিত করিয়েছেন, এই ধ্যান, সকল যোগ হইতেই মঙ্গলদায়ক। ইহা শঙ্খঋষি আপনি কহিয়াছেন। হৃদয়ে সকল দেবতার অধিষ্ঠান আছে, হৃদয়ে প্রাণবায়ু অবস্থিতি করিতেছেন; হৃদয়ে সূর্য্য চন্দ্রাদি জ্যোতিঃ-পদার্থসমূহ রহিয়াছেন হৃদয়ে সকল বস্তুই রহিয়াছে। নিজ দেহকে অরণি ও ওঁকারকে উত্তরারণি করিয়া অর্থাৎ প্রণব জপ করিলে হৃদয়স্থ জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা প্রকাশ পাইয়া থাকেন ধ্যান, অর্থাৎ হৃদয়ে দেব দেব পরমাত্মার যোগ দ্বারা দর্শন এবং নির্ম্মন্থন (ওঁকার জপ) এই উভয় কার্য্য দ্বারা স্বহৃদয়স্থিত বিষ্ণুকে দেখিতে পাওয়া যায়। চারিদিকে সূর্য্য প্রভৃতি হৃদয়ে এবং মধ্যে হুতাশন অবস্থিতি করিতেছেন ঐ তেজের মধ্যে মহদাদি তত্ত্বপদার্থ অবস্থিতি করিতেছে ঐ তত্ত্ব মধ্যে বিষ্ণু অবস্থিতি করিতেছেন। যতগুলি সূক্ষ্ম বস্তু আছে, সকল বস্তু হইতে অত্যন্ত সূক্ষ্ম অর্থাৎ পরমাত্মাস্বরূপ এবং যতগুলি স্থূল পদার্থ আছে, তাহা হইতেও স্থূল অর্থাৎ বিরাট মূর্ত্তি। বীত শোক (অর্থাৎ যোগীগণ) তেজোময় রূপ দেখিতে পান। বাসুদেব মূঢ় ব্যক্তির ইন্দ্রিয়গোচর হন না। কেননা, তাহাদিগের ইন্দ্রিয় অজ্ঞান-বসনে আবৃত ও বিষয়াসক্ত। এই ব্যক্তাব্যক্ত পুরুষ বিষ্ণু, ধাতা এবং বিধাতা। ইনিই পুরাতন সম্পূর্ণ মঙ্গল-রূপী। এই অশরীরী তমঃপারে অবস্থিত আদিত্যবর্ণ মহাপুরুষকে মন্ত্র বলে জানিতে পারিলে, মৃত্যু হইতে ভয় থাকে না; এবং সদ্গতির অন্য উপায় নাই। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ, এই পাঁচ বস্তুকে পণ্ডিত ব্যক্তি মহাভূত বলিয়া জানিবেন। চক্ষু, কর্ণ, ত্বক, রসনা ও নাসিকা শরীরের মধ্যে এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, শব্দ, রূপ, স্পর্শ, রস এবং গন্ধ এই পাঁচটী বুদ্ধির বিষয়। হস্ত, পাদ, উপস্থ, জিহ্বা এবং পায়ু শরীরের মধ্যে এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং প্রকৃতি, এই চারিটী উক্ত ইন্দ্রিয় সকল অপেক্ষা পরবর্ত্তী এবং শ্রেষ্ঠ; এবং আত্মা এই সকল পদার্থ হইতে অতিরিক্ত এই আত্মা পুরুষ এবং পঞ্চ বিংশ। সাধু ব্যক্তিগণ ইঁহাকে অবগত হইয়া বিমুক্ত হন। ইনি পরমগুরু, ইনি অবিনাশী এবং উত্তম।

ইহার শব্দ, রস, স্পর্শ, রূপ বা গন্ধ নাই, দুঃখ নাই, সুখ নাই। ইহাই বিষ্ণুর পরম পদ। যে ব্যক্তির বিজ্ঞান সারথি, মন লাগাম; তিনিই পথপারে বিষ্ণুর পরম পদে গমন করিতে পারেন। কেশাগ্রের শত ভাগের এক ভাগকে সহস্রভাগের একভাগ করিলে তাহারও শত ভাগের এক ভাগের মতন জীব সূক্ষ্ম। মহত্তত্ত্বের পর অব্যক্ত, অব্যক্তের পর পুরুষ পুরুষের পর কিছুই নাই। পুরুষই পরম গতি, পুরুষই পরাকাষ্ঠা। এই পুরুষ সর্ব্বভূতে ব্যাপকরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। সূক্ষ্মদর্শিগণ সূক্ষ্ম এবং প্রধান বুদ্ধিবলে ইহাকে অবলম্বন করিয়া থাকেন।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

যথাশাস্ত্র ক্রিয়াস্নান বলিতেছি। প্রথমে মৃত্তিকা ও জলের দ্বারা যথাবিধি শৌচ করিবেন জলে নিমগ্ন ও উন্মগ্ন হইয়া যথাবিধি আচমন করিয়া তীর্থের আবাহন করিবেন, ইহা সম্পূর্ণরূপে বলিতেছি। জলপতি বরুণদেবের শরণাগত হইয়া সর্ব্বপাপক্ষয়ের নিমিত্ত তীর্থ দান করিতে যাজ্ঞা করিবেন। আমি সর্ব্বপাপবিনাশী তীর্থকে আবাহন করি। আমার প্রতি অনুগ্রহকরতঃ সেই তীর্থ এই জলে সন্নিহিত হউক। রুদ্র এবং জলবাসী সমস্ত বরদগণকে প্রণাম করিয়া পবিত্রভাবে বলিবে, সকল জলবাসীদিগের শরণাগত হই। সর্ব্বপাপবিনাশী অংশুমালী দেব হুতাশনের শরণাগত হইয়া বলিবে, জল সকল পবিত্র হইতেও পবিত্রতর;—আমি তাহার শরণাগত হই। রুদ্র, অগ্নি, সর্প, বরুণ, জল, আমার পাপরাশি বিনাশ করুন এবং সর্ব্বতোভাবে আমাকে রক্ষা করুন। "হিরণ্যবর্ণ" ইত্যাদি তিন মন্ত্র, "জগতী" ইত্যাদি চারি মন্ত্র; "শন্নোদেবী" ইত্যাদি মন্ত্র; "শন্ন আপঃ" এই মন্ত্র, এবং "ইদমাপঃ প্রবহতে" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। ইহাতেছন্দ, ঋষি, দেবতা, কীর্ত্তন করিবে। এই সম্মার্জ্জন করিয়া পবিত্রভাবে প্রত্যহ অঘমর্ষণ সূক্ত পাঠ করিবে। উহার ছন্দ অনুষ্টুপ। ঋষি অঘমর্ষণ, দেবতা ভাববৃত্ত, এবং পাপক্ষয় ইহার উদ্দেশ্য। জলে নিমগ্ন হইয়া এইরূপে তিনবার অঘমর্ষণ পাঠ করিবে। মহাব্যাহৃতি মন্ত্র পাঠ করিয়া মস্তকে জল দিবে। যেমন যজ্ঞশ্রেষ্ঠ অশ্বমেধ, সর্ব্বপাপ বিনাশক; সেইরূপ অঘমর্ষণসূক্ত সমস্ত পাপ বিনাশ করে। এই বিধি অনুসারে স্নান করিয়া, সেই বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া, ধৌত বস্ত্র পরিধান করিবে। অনন্তর তীর্থ নাম সকল কীর্ত্তন করিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বস্ত্রনিষ্পীড়ন জল প্রদান করা না হয়, তাবৎ বস্ত্র নিষ্পীড়ন করিবে না। এই বিধি অনুসারে স্নান করিলে মনুষ্য তীর্থফল লাভ করে।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

আচমন বিধি।

ইহার পর শুভ আচমন ক্রিয়া বলিতেছি, (দক্ষিণ) হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলীর মূল স্থানে কায়তীর্থ উক্ত হইয়াছে, বৃদ্ধাঙ্গুলীর মূলস্থানে প্রাজাপত্য তীর্থ কথিত হইয়াছে (সকল) অঙ্গুলীর অগ্রভাগে দৈব তীর্থ; এবং তর্জ্জনী অঙ্গুলীর মূলদেশে পিত্র্য তীর্থ উক্ত হইয়াছে, প্রাজাপত্য তীর্থ দ্বারা দ্বিজগণ তিনবার জল পান করিবে, তদনন্তর; কিঞ্চিৎ বক্র বৃদ্ধাঙ্গুলীর মূলদ্বারা মুখ মার্জ্জন করিয়া জলসংযুক্ত (যথাযথ অঙ্গুলী দ্বারা) চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ছিদ্র সকল স্পর্শ করিবে। ব্রাহ্মণগণ হৃদয় পর্য্যন্ত আর্দ্র হয় এতাদৃশ পরিমিত জলপান পূর্ব্বক আচমন করিলে শুদ্ধ হইবে, কণ্ঠগত জলপান দ্বারা ক্ষত্রিয়গণ শুদ্ধ হইবে, তালুগত জলদ্বারা বৈশ্যগণ আচমন করিয়া শুদ্ধ হইবে, শূদ্রজাতি, (এবং স্ত্রীলোকগণ) দন্ত এবং ওষ্ঠ স্পর্শ হয়, এতাদৃশ জলদ্বারা আচমন করিয়া শুদ্ধ হইবে। শুচিস্থানে (উপবেশন পূর্ব্বক) সমাহিতচিত্তে পূর্ব্বমুখ হইয়া জানু মধ্যস্থানে হস্তদ্বয় করতঃ কিংবা উত্তরমুখ হইয়া পবিত্রভাবে, কোনদিক্ দর্শন না করতঃ ফেনা এবং

বুদ্বুদরহিত, অনুষ্ণ জলসমূহ পান করতঃ অঙ্গুলী সমূহ দ্বারা আচমন করিবে। তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নাসিকা স্পর্শ করিবে, অঙ্গুষ্ঠ এবং অনামিকা দ্বারা নেত্রদ্বয় কর্ণদ্বয় স্পর্শ করিবে। আচমনকালে যে তিনবার জল পান করা হয়, তাহা দ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, এবং রুদ্র প্রভৃতি দেবগণ প্রীত হন,—ইহা আমরা শ্রবণ করিয়াছি। মুখমার্জ্জন দ্বারা গঙ্গা এবং যমুনা প্রীত হন, নাসাপুটদ্বয় স্পর্শ করিলে অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রীত হন। চক্ষুর্দ্বয় স্পর্শ করিলে চন্দ্র এবং সূর্য্য প্রসন্ন হন, কর্ণদ্বয় স্পর্শ করিলে বায়ু এবং অগ্নি প্রীত হ'ন। স্কন্ধদ্বয় স্পর্শ করিলে সকল দেবতা প্রীত হন, মস্তক স্পর্শ করিলে আত্মা প্রীত হ'ন। যজ্ঞোপবীত ধারণ না করিয়া শিখাবন্ধন ত্যাগ করতঃ পাদ প্রক্ষালন না করিয়া আচমন করিলে পর শুদ্ধ হইবে না। জানুদ্বয়ের বাহিরে হস্ত রাখিয়াও হস্তার্পিত জল দ্বারা এবং মলাযুক্ত জলদ্বারা আচমন করিলে পর শুদ্ধ হইবে না। আচমনানন্তর তীর্থ সংমার্জ্জন করিবে, তদনন্তর "অন্তশ্চরসি" এই মন্ত্র দ্বারা আচমন করত সূর্য্যাভিমুখ হইয়া গায়ত্রী দ্বারা জলাঞ্জলি নিক্ষেপ করত "উদুত্য' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে, এই নিয়ম দ্বিজগণের সন্ধ্যা উপাসনা বিষয়ে জানিবে। প্রাতঃসন্ধ্যা সময়ে দণ্ডায়মান হইয়া গায়ত্রী জপ করিবে, এবং সায়ংসন্ধ্যা সময়ে উপবিষ্ট হইয়া গায়ত্রী জপ করিবে। তদনন্তর পবিত্র মন্ত্রসমূহ যথাশক্তি জপ করিবে, ঋষিগণ দীর্ঘসন্ধ্যার উপাসনা করিতেন এ নিমিত্ত দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়।

ইহার পর সর্ব্ববেদ হইতে পবিত্র মন্ত্র সমূহ বলিতেছি, এই সকল মন্ত্রের জপ এবং হোম দ্বারা মনুষ্যগণ সর্ব্বদা পবিত্র হয়। অঘমর্ষণ সূক্ত, দেবব্রত সূক্ত, সত্যবতীসূক্তসমূহ, কুষ্মাণ্ডীসূক্তসমূহ, পাবমানী সূক্তসমূহ, অভীষ্টরূপদা, প্রণবাদি সশিরস্ক সাবিত্রী, সূক্ত, স্তোমসূক্ত, সপ্তব্যাহৃতি, ভারুণ্ড, সাম মন্ত্র, গায়ত্রী ছন্দ দ্বারা গ্রথিত মন্ত্র পুরুষব্রত, ভাষমন্ত্র, সোমব্রত অবিজ্ঞেয়, বার্হস্পত্যমন্ত্র, বাক্‌সূক্ত, অনৃতমন্ত্র, শতরুদ্রী মন্ত্র, অথর্ব্বশিরামন্ত্র, ত্রিসুপর্ণা, মহাব্রত, গোসূক্ত, অশ্বসূক্ত, ইন্দ্রসূক্ত, সামদ্বয়, এই তিনটী পুষ্পাবদেহ, রথন্তর অগ্নিব্রত, এবং বামদেব্য মন্ত্র, এই সকল মন্ত্র গান করিলে পর জীবসমূহ পবিত্র হয় ও যদি ইচ্ছা করে ত জাতিস্মরত্ব পাইতে পারে।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়।

বেদ হইতে পবিত্র মন্ত্র সমস্ত অভিহিত হইল। এ সমস্ত মন্ত্র হইতে সাবিত্রী প্রধান হইতেছে, অঘমর্ষণ মন্ত্র হইতে উৎকৃষ্ট মন্ত্র নাই; অঘমর্ষণ মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক জলদ্বারা এবং ব্যাহৃতি সমস্ত দ্বারা প্রধান হোম করিবে। সাবিত্রী হইতে উৎকৃষ্ট পানীয় মন্ত্র নাই, কুশাসনে আসীন হইয়া কুশময় উত্তরীয় ধারণ পূর্ব্বক কুশহস্ত হইয়া পূর্ব্বমুখ কিংবা সূর্য্যাভিমুখ হওতঃ অক্ষমালা গ্রহণ করতঃ দেবতা ধ্যানরত হইয়া গায়ত্রী জপ করিবে। সুবর্ণ, মণি, মুক্তা, স্ফটিক, পদ্মপুষ্পের দল পদ্মের বীজ এবং রুদ্রাক্ষ এ সকল দ্রব্যের অন্যতম দ্বারা অক্ষমালা প্রস্তুত করিবে, ধ্যান করত বাম হস্তে অক্ষমালা ধারণ করত জপের সংখ্যা রাখিবে, জপের আদিতে দেবতা, ঋষি এবং ছন্দ স্মরণ করিবে। তদনন্তর আদিতে প্রণব এবং ব্যাহৃতির সহিত অন্তে শিরোমন্ত্র প্রদানপূর্ব্বক গায়ত্রী জপ করিবে, (ইহা প্রাণায়ামস্থলে গায়ত্রী জপ বিষয়ে জানিবে,) এই গায়ত্রী সবিতা দেবতা, বিশ্বামিত্র ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ এবং প্রণবাদি ভূঃপ্রভৃতি সপ্তব্যাহৃতি আপোজ্যোতিঃ প্রভৃতি শিরোমন্ত্র জানিবে। প্রণব, ব্যাহৃতি এবং শিরোমন্ত্রের সহিত যে ব্যক্তিগণ গায়ত্রী জপ করে, তাহাদিগের ইহকালে কি পরকালে কোন ভয় থাকে না; গায়ত্রী দশবার জপ করিলে পর, একদিন কৃত পাপ বিনষ্ট হয়; শতবার গায়ত্রী জপ করিলে পর পাপ সমস্ত বিনষ্ট হয়, সহস্রবার গায়ত্রী

।প করিলে পর, মনুষ্যগণকে অজ্ঞান ।ত সকল পাপ হইতে উদ্ধার করেন। ।বর্ণস্তেয়ী, কৃতঘ্ন, ব্রহ্মহত্যাকারী, বিমাতৃগমন- ।ল এবং মদ্যপায়ী এ সকল ব্যক্তিগণ সকল ।য়েই লক্ষ বার গায়ত্রী জপ করিলে পর, ।দ্ধ হইবে, স্নানকালে সমাহিত হইয়া ।াণায়ামত্রয় করিলে পর, দিবারাত্রিকৃত ।াপরাশি হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়, একমাস ব্যাপিয়া প্রণব এবং ব্যাহৃতিযুক্ত ।ায়ত্রী প্রাণায়াম প্রতিদিন ষোড়শ বার ।রিলে পর ভ্রূণহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হয়, ।ায়ত্রী দ্বারা বিশেষরূপে হোম করিলে পর, ।কল অভিলাষ প্রদান করেন, বানপ্রস্থ- বনবাসী-ভক্তপ্রিয়া গায়ত্রীদেবী সকল পাপক্ষয় করেন, শান্তি অভিলাষী ব্যক্তি পবিত্র হইয়া গায়ত্রী দ্বারা অযুতসংখ্যক হোম করিবে। অপমৃত্যুভয়-হরণইচ্ছুক ব্যক্তি গায়ত্রী দ্বারা ।ত হোম করিবে, সম্পত্তিইচ্ছুক ব্যক্তি গায়ত্রী দ্বারা পদ্মপুষ্পহোম করিবে, কাঞ্চনপ্রাপ্তি ইচ্ছুক হইলে গায়ত্রী দ্বারা বিল্বহোম করিবে। ব্রহ্মবর্চ্চসপ্রাপ্তি ইচ্ছুক ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সুসমাহিত হইয়া ঘৃতযুক্ত তিল দ্বারা হোম করিবে। গায়ত্রী দ্বারা অযুতসংখ্যক হোম করিলে পর, সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়, পাপাত্মা ব্যক্তি এক পক্ষ ব্যাপিয়া গায়ত্রী দ্বারা হোম করিলে পর, সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয় অথবা সকল অভিলাষ সিদ্ধ হয়। গায়ত্রী জননীস্বরূপা এবং সকলপাপ বিনাশকারিণী। গায়ত্রী হইতে স্বর্গে এবং মর্ত্ত্যলোকে উৎকৃষ্ট পবিত্র- কারক আর নাই, নরকার্ণবে পতিত লোক- দিগকে গায়ত্রীদেবী হস্তধারণপূর্ব্বক উদ্ধার করেন। সেই হেতু ব্রাহ্মণগণ নিয়মী এবং পবিত্র হইয়া প্রতিদিন গায়ত্রীর উপাসনা করিবে, দৈবকার্য্য এবং পিতৃকার্য্যবিষয়ে গায়ত্রী-জপশীল ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবে, গায়ত্রী জপশীল ব্যক্তির নিকট পাপ থাকে না, যেরূপ সূর্য্যদেবের নিকট জলরাশি শুষ্ক হইয়া যায়। ব্রাহ্মণগণ গায়ত্রী জপ দ্বারাই সিদ্ধ হয় এ কথার সংশয় নাই, গায়ত্রীজপশীল ব্রাহ্মণ অন্য কার্য্য করুন্ বা নাই করুন্, মৈত্র ব্রাহ্মণ শব্দ প্রতিপাদ্য হইবেন জানিবে। উপাংশু জপ শতগুণ ফলদাতা এবং মানসজপ সহস্রগুণ ফলদাতা, বিশেষতঃ সাবিত্রী জপ উচ্চ করিয়া করিবে না। সাবিত্রীজপশীল মনুষ্য স্বর্গলাভ করে এবং সাবিত্রীজপশীল ব্যক্তি মোক্ষপ্রাপ্তির উপায় জানিতে পারে। গায়ত্রী জপের ফলের ইয়ত্তা নাই, এ নিমিত্ত সকলে যত্নসহকারে স্নাত এবং পবিত্রচিত্ত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক সকল পাপবিনাশকারিণী গায়ত্রী জপ করিবে।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়।

স্নানানন্তর গায়ত্রী জপ করিয়া পূর্ব্বাস্য হওতঃ দিব্যতীর্থ দ্বারা জলাঞ্জলি নিঃক্ষেপ করতঃ দেবগণের তর্পণ করিবে, প্রত্যহ পুরুষ সূক্ত মন্ত্র দ্বারা ভক্তি-সহকারে জলাঞ্জলি এবং পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে, তদনন্তর বিকৃত যজ্ঞ- সূত্র হইয়া দক্ষিণাস্য হওতঃ জানুদ্বয়ের মধ্য- স্থানে হস্তদ্বয় রাখিয়া পিতৃতীর্থ দ্বারা শ্রাদ্ধীয় রীত্যনুসারে পিতৃগণের উদ্দেশে জলাঞ্জলি নিঃক্ষেপ করিবে। পিতা, পিতামহ, প্রপিতা- মহ, মাতামহ প্রভৃতি তিন পুরুষ এবং মাতা- প্রভৃতি তিন জনকে তিন তিন অঞ্জলি দান করিয়া মাতামহী প্রভৃতি তিনজনকে এক এক অঞ্জলি প্রদান করিবে, তদনন্তর পিতৃপক্ষে এবং মাতৃপক্ষে যাহাদিগের নাম জানিবে, তাঁহা- দিগের ও গুরুগণ, সম্বন্ধী, বান্ধব এবং সুহৃদ্‌গণের তর্পণ করিবে। রৌপ্যপাত্র, সুবর্ণপাত্র, তাম্র- পাত্র, তিল, দর্ভ এবং মন্ত্র ব্যতিরেকে তর্পণ করিলে পর, পিতৃগণের তৃপ্তিজনক হয় না। সুবর্ণপাত্র, রৌপ্যপাত্র, খড়্গপাত্র, কিংবা উড়ু- ম্বরকাষ্ঠ-নির্ম্মিত পাত্র দ্বারা পিতৃলোক উদ্দেশে তিলযুক্ত জল প্রদান করিলে পর, তাহা অক্ষয় ফলজনক হইবে। অন্ন প্রভৃতি দ্রব্য কিম্বা জল, দুগ্ধ, মূল এবং ফল দ্বারা প্রতিদিন পিতৃ- গণের প্রীতি উৎপাদন করতঃ শ্রাদ্ধ করিবে। স্নানানন্তর তিলযুক্ত জল দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিলে পর, পিতৃযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় এবং তর্পণ দ্বারা পিতৃগণ প্রীত হ'ন্।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি দৈবকার্য্য বিষয়ে ব্রাহ্মণগণের পরীক্ষা করিবে না, পিতৃকার্য্য উপস্থিত হইলে সূক্ষ্মমার্গ দ্বারা পরীক্ষা করিবে, অর্থাৎ ইনি মন্ত্র জানেন কি না ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। যে ব্রাহ্মণ দুষ্কর্ম্মশীল এবং যে ব্রাহ্মণ বিড়ালব্রতী অর্থাৎ বিড়ালের ন্যায় নিস্তব্ধ থাকিয়া হিংসার চেষ্টা করে এবং যে ব্রাহ্মণ শঠ, হীনাঙ্গ কিম্বা অতিরিক্তাঙ্গ সে সকল ব্রাহ্মণ পংক্তিদূষক জানিবা। যে সকল ব্রাহ্মণ গুরুর প্রতিকূলাচরণ করে, যে সকল ব্রাহ্মণ অগ্নির উৎপাত করে এবং যাহারা গুরুত্যাগকারী, তাহারা পংক্তিদূষক জানিবা। যে সকল ব্রাহ্মণ অনধ্যায় দিবসে অধ্যয়নশীল ও যাহারা শৌচাচারশূন্য, এবং যাহারা শূদ্রের দত্ত অন্ন রস দ্বারা বর্দ্ধিত, সে সকল ব্রাহ্মণ পংক্তিদূষক জানিবা। যে সকল ব্রাহ্মণ ষড়ঙ্গের সহিত বেদ অধ্যয়ন করে ও যাহারা ঋগ্বেদবেত্তা যাহারা সামবেদবেত্তা ও যাহারা তৃণাচিকেত এবং যাহারা পঞ্চাগ্নিযুক্ত, সে সকল ব্রাহ্মণ পংক্তিপবিত্রকারক জানিবা। ব্রাহ্মবিবাহে বিবাহিতা পত্নীর সন্তান, ঐ বিবাহে কন্যাদাতা ও ঐ কন্যার পতি ইহারা পংক্তিপাবন ব্রাহ্মণ। যে সকল ব্রাহ্মণ ঋগ্বেদ ও যজুর্ব্বেদ এবং সামবেদের সীমা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং যাহারা অথর্ব্ব বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন তাহারা পংক্তিপাবক। যে সকল ব্রাহ্মণ প্রতিদিন যোগাধ্যান করেন, লোষ্ট্র, অশ্ম এবং কাঞ্চনে সম জ্ঞানী ধ্যানপরায়ণ, পণ্ডিত, নিয়মী জ্ঞানী সেই সকল ব্রাহ্মণ পংক্তিপাবক। দৈবপক্ষে পূর্ব্বমুখ দুইটি বিধিবোধিতরূপে ব্রাহ্মণ এবং পিতৃপক্ষে উত্তরাস্য তিনটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে, অশক্ত হইলে, দৈবপক্ষ এবং পিতৃপক্ষ উভয় পক্ষেই এক একটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। নিতান্ত অশক্তপক্ষে পংক্তিপাবন একটি মাত্র উভয়পক্ষেই ভোজন করাইবে। যথাবিহিত দেশে অন্নাদি নিবেদন করিয়া সে সমস্ত দ্রব্য পশ্চাৎ অগ্নিতে নিঃক্ষেপ করিবে। উচ্ছিষ্ট পাত্রান্নসমীপে পিণ্ডদান করিবে, ত্বরা এবং ক্রোধশূন্য হইয়া শ্রাদ্ধ করিবে, উক্ত অন্ন দ্বিজাতিগণকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করিবে। গন্ধ, মাল্য এবং অনুলেপন দ্রব্য দ্বারা বিধিবোধিতরূপে সংকার করিয়া ভোজন করাইবে। পংক্তিজ্ঞ ব্রাহ্মণ নিজগৃহে উগ্রগন্ধ ও নির্গন্ধ, চৈত্যবৃক্ষজাত পুষ্পসমূহ এবং পর্ব্বতজাত পুষ্পসমূহ শ্রাদ্ধে পরিত্যাগ করিবে, জলসম্ভূত রক্তপুষ্প ও দান করিবে। নূতনমেষলোমের সূত্র কিংবা কার্পাস সূত্র প্রদান করিবে, অনাহতবস্ত্রসম্ভূত দশা বিদ্বান্ ব্যক্তি পরিত্যাগ করিবে, ঘৃত দ্বারা অথবা তিলতৈল দ্বারা দীপ দান করিবে, ধূপের নিমিত্ত ঘৃত ও মধুযুক্ত করিয়া গুগ্গুল দান করিবে, কুঙ্কুমযুক্ত করিয়া চন্দন প্রদান করিবে। ছত্রাক, মাংস, সূপ, কুষ্মাণ্ড, অলাবু, বার্ত্তাকু এবং কোবিদার দান করিবে না। পিপ্পলী, মরীচ, গোলাকার মূল দ্রব্য, কৃত্রিম লবণ এবং বশা পরিত্যাগ করিবে। রাজমাষ, মসূর, কোরদূষক ও খদির প্রভৃতি বৃক্ষ নির্যাস শ্রাদ্ধ কার্য্যে ত্যাগ করিবে। আম্রাতক, লবলী, মূলক, দধি, দাড়িম্ব, কন্দরাজ মধু, শক্তু এবং শর্করা, এ সকল দ্রব্য শ্রাদ্ধ কার্য্যে যত্নসহকারে প্রদান করিবে, উ[illegible] পায়সাদি দ্বারা দ্বিজগণকে ভোজন করাইয়া আচমনান্তে দক্ষিণা দান করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম এবং অভিবাদন করতঃ হৃষ্টচিত্তে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া বিসর্জ্জন করিবে। যে ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করতঃ শ্রাদ্ধ করিয়া স্ত্রী সংসর্গ করে, সে ব্রাহ্মণ মহাপাপ দ্বারা লিপ্ত হইবে, কালশাক, মহাশল্ক মৎস্য, পক্ষিবিশেষের মাংস খড়্গ মাংস এ সকল শ্রাদ্ধে দত্ত হইলে অনন্ত ফলজনক হইবে, ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ যম কহিয়াছেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

গয়াক্ষেত্রে, প্রভাসতীর্থে, পুষ্করে, প্রয়াগে, নৈমিষারণ্যে, গঙ্গাতীরে, যমুনাতীরে, অমরকণ্টক তীর্থে, নর্ম্মদাতীর্থে, গয়াতীরে বারাণসীধামে, কুরুক্ষেত্রে, ভৃগুতুঙ্গে, মহাপথে

সপ্তারণ্যে এবং অসিকূপে যাহা দান করিবে, তাহা অনন্তফলজনক হইবে। ম্লেচ্ছদেশে রাত্রি-কালে এবং উভয় সন্ধ্যাকালে বুদ্ধিমান ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করিবে না; এবং ম্লেচ্ছদেশে গমন করিবে না। গজচ্ছায়াযোগে সূর্য্য এবং চন্দ্র-গ্রহণ কালে, মহাবিষুবসংক্রান্তি এবং জল-বিষুবসংক্রান্তি, দিবসে দক্ষিণায়ন এবং উত্তরায়ণ সংক্রান্তি দিবসে যে কার্য্য করিবে, তাহা অনন্তফলজনক হইবে। ভাদ্রী পূর্ণিমা অতীত হইলে যে মঘানক্ষত্রযুক্ত ত্রয়োদশী তিথি তাহাতে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মধু এবং মাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবে। পিতৃগণ পুত্রকৃত শ্রাদ্ধ পাইয়া, মনুষ্যগণকে পুত্র, বৃদ্ধি, স্বর্গ, আরোগ্য এবং সর্ব্বদা প্রীতি প্রদান করেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

যে ব্রাহ্মণ সাগ্নিক এবং বেদাধ্যয়ননিরত, তাহারা সপিণ্ডজ্ঞাতি জনন এবং মরণ অশৌচ হইলে ত্রিরাত্র অশৌচ ভোগ করিয়া শুদ্ধ হইবে, সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত জ্ঞাতিবর্গের পরস্পরের সপিণ্ডতা থাকে; সপিণ্ড জ্ঞাতির জননে অথবা মরণে ব্রাহ্মণ দশাহ অশৌচ ভোগ করিয়া শুদ্ধ হয়, ক্ষত্রিয় দ্বাদশাহ, বৈশ্য পঞ্চদশ দিবস, শূদ্র একমাস অশৌচ ভোগ করিয়া শুদ্ধ হয়, যে জাতির যে অশৌচ কাল উক্ত হইল তাহার মধ্যে শুদ্ধ হইবে না। গর্ভস্রাব হইলে, যে মাসে গর্ভস্রাব হইবে, মাসপরিমিত দিবসে সূতিকা অশৌচ ভোগ করিয়া শুদ্ধ হইবে, গর্ভস্রাবে জ্ঞাতিবর্গের অশৌচ হয় না; অজাত দন্ত বালকের মৃত্যু হইলে সদ্যঃশৌচ জানিবে অর্থাৎ স্নান করিলেই শুদ্ধ হইবে, অকৃত চূড়বালকের মৃত্যু হইলে অর্থাৎ দুই বৎসরে একাহ অশৌচ জানিবে অনুপনীত বালকের মৃত্যু হইলে ছয় বৎসর তিনমাস পর্য্যন্ত ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। অবিবাহিতা কন্যার মৃত্যু হইলে, পিতৃকুলের পিতৃ সপিণ্ডের ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে, এবং অসংস্কৃত শূদ্রের মৃত্যু হইলে সপিণ্ডবর্গের ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে, ষোড়শ বৎসরের পর বিবাহ না হইলেও শূদ্র জাতির মৃত্যু হইলে সপিণ্ডবর্গের একমাস অশৌচ হইবে জানিবে, এ বিষয়ে বিচার কর্ত্তব্য নহে। যে কন্যার বিবাহ না হইয়া পিতার গৃহে ঋতুমতী হয়, তাহার মৃত্যু হইলে, তাহার মরণাশৌচ কোন কালেও শান্তি হইবে না অর্থাৎ অবিবাহিত কন্যার রজোদর্শন অত্যন্ত নিষিদ্ধ জানিবে। যদ্যপি কোন উত্তমবর্ণাস্ত্রী হীনবর্ণ দ্বারা গর্ভোৎপাদন করাইয়া সন্তান প্রসব করে, তাহার ঐ সন্তান প্রসব, এবং ঐ সন্তানের মৃত্যুজন্য অশৌচ ঐ নারীর কোন কালেই নিবৃত্তি হয় না অর্থাৎ হীনবর্ণ দ্বারা উত্তমবর্ণার সন্তানোৎপাদন অত্যন্ত নিষিদ্ধ। দুইটি সমান অশৌচ হইলে প্রথম যে অশৌচ হইবে, তাহার দ্বারা দ্বিতীয় অশৌচ নিবৃত্তি হইবে, অসমান দুইটি অশৌচ হইলে, প্রথম জাত লঘু অশৌচ দ্বিতীয় জাত গুরু অশৌচ প্রবল হইয়া লঘু অশৌচ বৃদ্ধি পাইবে, যম ঋষির এইরূপ বাক্য জানিবে। বিদেশ গমন করিয়া যদ্যপি জ্ঞাতির মরণ কিম্বা জনন অশৌচ হইলে শ্রবণের পর দশ দিনের যে কয়দিন অবশিষ্ট থাকিবে, সে কয়দিন মাত্র অশৌচ ভোগ করিবে, দশরাত্র অতীত হইলে পর, শ্রবণ করিয়া তিন দিবস মাত্র অশুচি হইবে, সংবৎসর অতীত হইয়া শ্রবণ করিলে পর কেবল স্নান করিলেই শুচি হইবে, ইহা মরণ অশৌচ বিষয় জানিবে, (জননাশৌচ দশরাত্র অতীত হইয়া শ্রবণ করিলে পর পুনর্ব্বার অশৌচ হয় না) নিজ ঔরসজাত ভিন্ন যে পুত্র অন্য সংসর্গিনী যে ভার্য্যা, এবং পরের পূর্ব্ববিবাহিত যে ভার্য্যা, ইহাদিগের মরণে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে, মাতামহ মরণে, আচার্য্য মরণে এবং দত্ত কন্যা যদ্যপি পিতৃ গৃহে মরে, তাহাতে দৌহিত্র শিষ্য এবং পিতা মাতার ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে, । রাজার মরণে, নিজ গৃহে দৌহিত্র জন্মাইলে, আচার্য্যের পত্নী কিম্বা পুত্র মরণে একরাত্রী অশৌচ হইবে। মাতুল মরণে, পক্ষিণী অশৌচ হইবে, শিষ্য, পুরোহিত, বান্ধব, ব্রহ্মচর্য্য পূর্ব্বক বেদশাস্ত্রের সহাধ্যায়ী এবং সাঙ্গবেদ অধ্যায়ী ছাত্র ইহাদিগের একরাত্র অশৌচ হইবে,

শূদ্র প্রভৃতি সপিণ্ড চতুর্ব্বর্ণের জনন মরণে ব্রাহ্মণের যথাক্রমে এক দিন, তিন দিন, ছয় দিন এবং পূর্ণ অর্থাৎ দশ দিন অশৌচ স্মৃত হইয়াছে। ক্ষত্রিয় সপিণ্ড হইলে, ব্রাহ্মণের ছয় দিনে শুদ্ধি, অন্য বর্ণের দ্বাদশ দিনে শুদ্ধি। সপিণ্ড ব্রাহ্মণের জনন মরণে সকল বর্ণের দশ রাত্রেই শুদ্ধি হইবে;—ভগবান যম এই কথা বলেন। উচ্চস্থান হইতে পতন, অগ্নি প্রবেশ বা জল প্রবেশ করিয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত অথবা ইচ্ছাপূর্ব্বক শস্ত্রাঘাতে বা বিদ্যুৎপাতে নিহত আত্মঘাতী ও পতিতগণের মরণে অশৌচ হইবে না। যতি, ব্রতী, ব্রহ্মচারী, সূপকার, দীক্ষিত এবং রাজার আজ্ঞাকারী ব্যক্তিগণের অশৌচ হইবে না। যে ব্রহ্মচারী পরাশৌচে ভোজন করে, সেও অশুচি হইবে; যথার্থ অশুচি ব্যক্তির শুদ্ধি হইলে, তাহারও শুদ্ধি হইবে;—ইহা পণ্ডিতগণের মত। মনুষ্য পরাশৌচে ভোজন করিলে কৃমি যোনিতে উৎপন্ন হয়। যাহার অন্ন ভোজন করিয়া মরণ হয়, তাহার যে জাতি, পর জন্মে সেই জাতি লাভ হয়। দান, প্রতিগ্রহ, হোম, স্বাধ্যায় এবং প্রেতের পিণ্ডদান ব্যতীত পিতৃলোকের কার্য্যে অশৌচে নিষিদ্ধ।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়।

সকল মৃণ্ময়পাত্র অশুচি হইলে, পুনর্ব্বার পাক দ্বারা শুদ্ধ হইবে, মল, মূত্র, বিষ্ঠা, ষ্ঠীবন, পূয় এবং রক্ত এ সকল দ্বারা সংস্পৃষ্ট হইলে পুনর্ব্বার পাক দ্বারা শুদ্ধ হইবে না, তাহাতে মৃণ্ময়পাত্র পরিত্যাগ করিতে হইবে, মলমূত্রাদি দ্বারা যদ্যপি তাম্রপাত্র, সুবর্ণ পাত্র, রৌপ্যময় পাত্র, স্পৃষ্ট হয় পুনর্ব্বার গঠিত করিলে পর, শুদ্ধ হইবে, মূল মূত্রাদি ভিন্ন অন্যরূপ অস্পৃষ্ট সম্পর্ক হইলে কেবল জল দ্বারা ধৌত করিলেই শুদ্ধ হইবে, তাম্রপাত্র, সীসময়পাত্র এবং রজমতপাত্র অশুচি স্পর্শ হইলে অম্লরস সংযুক্ত জলদ্বারা শুদ্ধ হইবে। কাংস্যপাত্র এবং লৌহপাত্র অশুচি হইলে, ক্ষারযোগ করিলে শুদ্ধ হইবে, মুক্তা, মণি এবং প্রবাল অশুচি হইলে প্রক্ষালন করিলে শুদ্ধ হইবে। শঙ্খের পাত্র এবং প্রস্তরের পাত্র, শাক, মূল, ফল এবং বিদল সমূহ অশুচি হইলে প্রক্ষালন দ্বারা শুদ্ধ হইবে। যজ্ঞীয় পাত্র সমূহ অশুচি হইলে যজ্ঞকার্য্য সময়ে মার্জ্জন করিলে শুদ্ধ হইবে, কেশ দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে উষ্ণ জল দ্বারা মার্জ্জন করিলে শুদ্ধ হইবে। শয্যা, আসন এবং হট্ট, গৃহ, এ সকল অশুচি হইলে সূর্য্যকিরণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে, যজ্ঞক কাষ্ঠ প্রোক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। মার্জ্জন দ্বারা গৃহ শুদ্ধ হইবে, সম্যক রূপ মার্জ্জন দ্বারা ক্ষিতির শুদ্ধি হইবে, তোয় দ্বারা বস্ত্রের শুদ্ধি হইবে, প্রোক্ষণ দ্বারা রাশীকৃত ধান্যাদির শুদ্ধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং একত্র রাশীকৃত দ্রব্য সমূহের প্রোক্ষণ দ্বারা শুদ্ধি হইবে। তক্ষণ দ্বারা কাষ্ঠ শুদ্ধ হইবে। শ্বেতশর্ষপ সমূহের কম্পন দ্বারা (ঝাড়া) শুদ্ধি হইবে, শৃঙ্গময় এবং দন্তময় দ্রব্য গোপুচ্ছ দ্বারা শুদ্ধ হইবে, ফলদ্বারা নির্ম্মিত পাত্র, শৃঙ্গবিশিষ্ট জন্তুগণের অস্থি, খদির প্রভৃতি নির্যাসসমূহ, ইক্ষুগুড়, লবণ, কুসুম্ভপুষ্প, মেষাদির লোম, এবং কার্পাসতুলা, এসকল বস্তু প্রোক্ষণ করিলে শুদ্ধ হইবে, ইহা যমঋষি কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। জল অশুচি হইলে পৃথিবীস্থ করিলে, কিংবা প্রস্তরপাত্রস্থ করিলে শুদ্ধ হইবে। দুষ্টবর্ণ দুষ্টগন্ধ, এবং দুষ্টরস-বর্জ্জিত যে জল, তাহা শুদ্ধ জানিবে (দুষ্ট বর্ণাদি যুক্ত জল অশুচি) নদীস্থিত জল সর্ব্বদা শুদ্ধ এবং সর্ব্বদা তৃপ্তিজনক জানিবে। বিক্রয়ার্থ বহিস্কৃত সজ্জীকৃত দ্রব্য মাত্র শুদ্ধ জানিবা, অশ্ব প্রভৃতি জন্তুগণের মুখ শুদ্ধ, গো পশুর মুখ ভিন্ন সকল অঙ্গ শুদ্ধ আশ্রমে (গৃহে) বিড়াল শুচি জানিবে। শয্যা ভার্য্যা, পুত্র ও কন্যা, বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত, এবং কমণ্ডলু, এ সকল স্বকীয় শুচি, অন্যের হইলে অশুচি জানিবে। ভার্য্যার মুখ রাত্রিকালে শুচি, গোবৎসের মুখ দোহনকালে শুচি পক্ষীগণের মুখ বৃক্ষের উপরি শুচি, এবং কুক্কুরের মুখ শুচি জানিবে। রজস্বলানারী চতুর্থ দিবসে স্নানানন্তর স্বামীর নিকট শুচি, দৈব এবং পিতৃকার্য্যে পঞ্চমদিবসাবধি শুচি জানিবে

রাজপথের কর্দ্দমের জল এবং জীবনাদি দ্বারা নাভির ঊর্দ্ধভাগে স্পর্শ হইলে, তৎক্ষণাৎ স্নান করিলে শুদ্ধ হইবে। প্রস্রাব এবং পুরীষত্যাগ করিয়া লেপ এবং গন্ধ ক্ষয় হয় এরূপ মৃত্তিকা ও উদ্ধৃত জল দ্বারা গুহ্য, হস্ত এবং পদ ধৌত করিবে। প্রস্রাব ত্যাগ করিলে পর লিঙ্গস্থানে দুইবার (হস্তদ্বয়ে) সপ্তবার মৃত্তিকা প্রদান করিবে, (পুরীষ ত্যাগ করিলে পর) বামহস্তে বিংশতি বার উভয় হস্তে চতুর্দ্দশ বার মৃত্তিকা দিবে। নখ শোধন করিয়া (হস্তদ্বয়ে) তিনবার মৃত্তিকা দিবে, শৌচকামী ব্যক্তি সর্ব্বদা পাদদ্বয়ে তিনবার মৃত্তিকা দিবে। কথিত এই শৌচ গৃহস্থের পক্ষে জানিবে, ইহার দ্বিগুণ শৌচ ব্রহ্মচারীর জানিবে, ইহার দ্বিগুণ অর্থাৎ চতুর্গুণ বানপ্রস্থগণের জানিবে, তাহার দ্বিগুণ যতীগণের পক্ষে জানিবে। ত্রিপর্ব্ব পূর্ণ হয় যাহা দ্বারা এতৎপরিমিত মৃত্তিকাদ্বারা শৌচ কার্য্য করিবে।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

বনমধ্যে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া জটাধারণ পূর্ব্বক ত্রিকালীন স্নান করতঃ পত্র, মূল এবং ফল ভোজন করিয়া অধঃশয়ন করিবে এবং স্বীয় দুষ্কর্ম্ম লোকের নিকট প্রকাশ করতঃ ভিক্ষা নিমিত্ত গ্রামে প্রবেশ করিবে, এইরূপ নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক কালযাপন করত দ্বাদশ বর্ষ গত হইলে সুবর্ণস্তেয়ী, সুরাপায়ী, ব্রহ্মহত্যাকারী, বিমাতৃগমনশীল এবং অন্যান্য মহাপাতককারীগণ এই ব্রত দ্বারা শুদ্ধ হইবে। যজ্ঞে দীক্ষিত ক্ষত্রিয় এবং যাজক বৈশ্য হত্যা করিয়া এবং আশ্রম দূষিত করিয়া এইরূপ উক্ত ব্রত করিবে। কূটসাক্ষ্য প্রদান করিয়া গচ্ছিত দ্রব্য হরণ করিয়া এবং শরণাগত ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া, এই ব্রতই করিবে। আহিতাগ্নি হইয়া স্ত্রীহত্যা করিলে পর, এবং মিত্রহত্যা করিলে পর, অবিজ্ঞাত গর্ভহত্যা করিয়া এই ব্রতই করিবে। ব্রতকারী দ্বিজগণ হত্যা করিয়া উক্ত ব্রত দ্বিগুণ করিয়া করিলে পর শুদ্ধ হইবে। স্বধর্ম্মহীন ক্ষত্রিয় হত্যা করিয়া একপাদহীন উক্ত ব্রত করিবে, স্বধর্ম্মবিহীন বৈশ্য হত্যা করিয়া উক্ত ব্রতের অর্দ্ধভাগ করিবে এবং স্ত্রীবধ করিয়া পুরুষ উক্ত ব্রতের অর্দ্ধ করিবে। শূদ্রহত্যা করিয়া এবং ঋতুমতী স্ত্রীগমন করিয়া উক্ত ব্রতের এক পাদ ব্রত করিবে। গো বধ করিয়া এবং পরদার গমন করিয়া উক্ত ব্রতের একপাদ করিবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি গ্রাম্য পশুসমূহ হত্যা করিয়া এক মাস ব্যাপিয়া উক্ত ব্রত করিবে, অরণ্যচর পশু হত্যা করিয়া পঞ্চদশ দিবস পূর্ব্বোক্ত ব্রত করিবে। ব্রাহ্মণ পক্ষী এবং জলচর বিলেশয় সর্প হত্যা করিয়া সপ্তরাত্রি ব্যাপিয়া উক্ত ব্রত করিবে। অস্থিশূন্য জন্তুশত হত্যা করিয়া, এক সহস্র অস্থিযুক্ত জীব হত্যা করিয়া এক বৎসর ব্যাপিয়া ব্রহ্মহত্যা ব্রত করিতে হইবে। যে যে বর্ণের বৃত্তিচ্ছেদ করিবে, সেই সেই বর্ণহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিবে। অজ্ঞানবশতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চতুর্বর্ণের মধ্যে কোন বর্ণের ভূমিহরণ করে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের অনুমতি লইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে। গো, ছাগল এবং অশ্ব যে ব্যক্তি হরণ করে, সীসা কিম্বা রজত হরণ করে অথবা জল অপহরণ করে, এক বৎসর ব্যাপিয়া ব্রত করিবে। তিল, ধান্য, বস্ত্র, খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্র এবং মৎস্য প্রভৃতি আমিষ হরণ করিয়া সমাহিত চিত্তে ছয়মাস ব্যাপিয়া উক্ত ব্রত করিবে। তৃণ, কাষ্ঠ, তক্র, দুগ্ধ প্রভৃতি রস, গজাদির দন্ত এবং ঘৃত অপহরণ করিয়া একমাস ব্যাপিয়া উক্ত ব্রত করিবে। লবন, গুড়, মূল দ্রব্য এবং পুষ্প হরণ করিয়া সমাহিত হইয়া অর্দ্ধমাস ব্যাপিয়া উক্ত ব্রত করিবে। লৌহ, পিত্তল, কার্পাসাদি সূত্র এবং চর্ম্ম অপহরণ করিয়া সমাহিতচিত্তে এক রাত্র ব্যাপিয়া উক্ত ব্রত করিবে। পলাণ্ডু, লশুন, মদা, করক, মনুষ্যের বিষ্ঠা প্রভৃতি মল, মনুষ্যের মাংস, গ্রাম্যশূকর, গর্দ্দভ, গোধিকা, হস্তী, উষ্ট্র, কুক্কুর প্রভৃতি সকল পঞ্চনখ জন্তু, মাংসভুক্ ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তু এবং গ্রামচর কুক্কুট এ সকল ভক্ষণ করিয়া এক বৎসর ব্যাপিয়া উক্ত ব্রত করিবে। স্বর্ণগোধিকা, কচ্ছপ, শল্লকী, খড়্গী এবং

শশক প্রভৃতি পঞ্চপ্রকার পঞ্চনখ জন্তু ভক্ষণ করা যাইতে পারে; কিন্তু এ সকল জন্তু হত্যা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে। হংস, মদ্গুরক, কাক, কাকোল, খঞ্জন, মৎস্যভুক্ মৎস্য, বলাকা (বকশ্রেণী) শুক, সারিকা, চক্রবাক, প্লব এবং কোক, এ সকল পক্ষী, ভেক এবং সর্প ইহাদিগের মাংস ভক্ষণ করিয়া একমাস ব্যাপিয়া উক্ত ব্রত করিবে, এ বিষয়ে বিচার কর্ত্তব্য নহে। রাজীব, সিংহ-তুণ্ড, এবং শকুনি এ সকল হত্যা করিয়া পূর্ব্বোক্ত ব্রত করিবে, মৎস্য-সমূহের মধ্যে পাঠীন মৎস্য এবং রোহিত মৎস্য এই দুইজাতীয় ভক্ষণীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। জলচর কিম্বা জলজাত মুখপাদ, সুবিকির, রক্তপাদ এবং জালপাদ, ইহাদিগের হত্যা করিয়া সপ্তদিবস ব্রত করিবে। তিত্তিরি, ময়ূর, লাবক, কপীঞ্জল, বার্দ্ধীণস এবং বর্ত্তক এ কয়টি পক্ষী ভক্ষণীয় ইহা যম ঋষি বলিয়াছেন। উভয় দন্ত জন্তু ভক্ষণ করিয়া একমাস ব্রত করিবে, একশফ কিম্বা একদন্ত জন্তু ভক্ষণ করিয়া অর্দ্ধমাস ব্রত করিবে। স্বয়ং মৃত্যু প্রাপ্ত কিংবা বৃথামাংস, মহিষ মাংস, ঘোটকের মাংস, মৃতবৎসা গাভীর ও মহিষীর দুগ্ধ, সন্ধিনী গাভীর অপবিত্র দুগ্ধভক্ষণ করিয়া একপক্ষ ব্রত করিবে। যে সকল জন্তুর দুগ্ধ অভক্ষ্য সেই ক্ষীরদ্বারা নির্ম্মিত যে সকল দ্রব্য তাহা ভক্ষণ করিয়া সপ্তরাত্র ব্রত করিবে, লোহিতবর্ণ বৃক্ষের রস ব্রণের কারণীভূত যে দ্রব্য, কেবল অন্ন, পর্য্যুষিতান্ন, গুড়পক্ক দ্রব্য ভোজন করিয়া ত্রিরাত্র ব্রতী হইবে। দধি ব্যতীত শুক্ত বস্তু, দারুসম্ভূত রস, গুড়যুক্ত নিন্দনীয় তক্র, যব গোধূমজ বস্তু পয়োবিকার রাজবাহকুল্য ও ভৈক্ষ্য ব্যতীত সকল পর্য্যুষিত দ্রব্য পক্ক সজীব মাংস এতৎসমস্ত যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাজ্য; জ্ঞানপূর্ব্বক ভোজন করিলে সংবৎসর ব্রত করিবে। শূদ্রের অন্ন, রঙ্গভূমীতে অবতীর্ণ নটের অন্ন, কারাগারে আবদ্ধ চোরের অন্ন, অবীরা স্ত্রীর অন্ন, কর্ম্মকারের অন্ন, বেণজাতির অন্ন, কিন জাতির অন্ন, পতিতের অন্ন, স্বর্ণকারের অন্ন, সূত্রধারের অন্ন, বার্দ্ধুষিকের অন্ন, কৃপণের অন্ন, নৃশংসের অন্ন, বেশ্যার অন্ন, ধূর্ত্তের অন্ন দলবদ্ধের অন্ন, ভূমিপালের অন্ন, অস্ত্রজীবির অন্ন, সৌনপের অন্ন এবং সূতিকার অন্ন ভোজন করিয়া ব্রাহ্মণ একমাস ব্রত করিবে। নিরক্ষর শূদ্রজাতির অন্ন ভোজন করিয়া ব্রাহ্মণ ছয়মাস ব্রত করিবে। বৈশ্য ও অপরিচিত স্ত্রীগণের অন্ন ভোজন করিলে একমাস ব্রত (ত্রৈমাসিক ব্রত তুল্যব্রত) করিবে, ক্ষত্রিয়ান্ন ভোজনে দুই মাস ও অপরিচিত ব্রাহ্মণের অন্নভোজনে এক মাস ব্রত করিবে। মদ্যের পাত্রস্থিত জল পান করিয়া একপক্ষ ব্রত করিবে। শূদ্রের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া এক মাস ব্রত করিবে, বৈশ্যের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া একপক্ষ ব্রত করিবে, ক্ষত্রিয়ের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া সপ্ত দিন ব্রত করিবে এবং ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া এক দিন ব্রত করিবে। অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক দত্ত ভোজন করিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তি একমাস ব্রত করিবে। পরিবেত্তা, পরিবেত্তি, যে কন্যাকে বিবাহ করিয়া পরিবেত্তা হইতে হয়, ঐ কন্যাপরিবেত্তাকে যে ব্যক্তি কন্যা দান করে এবং পরিবেত্তাকে কন্যা দান করিতে মন্ত্রবক্তা পুরোহিত, এই পঞ্চজনেই এক বৎসর ব্রত করিবে। কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া এক মাস ব্রত করিবে। কেশ এবং কীটাদি দ্বারা দূষিত অন্ন কিম্বা মূষিক, নকুল, মক্ষিকা এবং মশক দ্বারা দূষিত অন্ন ভোজন করিয়া ত্রিরাত্র ব্রত করিবে, বৃথা কৃশর অর্থাৎ আত্মোদরপূরণার্থ পক্ক লড্ডুক, সংযাব(যাউ)পায়স, পিষ্টক এবং শস্কুলী ভোজন করিয়া সমাহিত চিত্তে ত্রিরাত্র ব্যাপিয়া উক্ত ব্রত করিবে। নীলবৃক্ষ দ্বারা ক্ষতপ্রাপ্ত, কুক্কুর কর্ত্তৃক দংশিত বা অসতী স্ত্রীকৃত দংশন দ্বারা জাতক্ষত বিপ্র ত্রিরাত্র ব্রত করিবে। অগ্নিতে চরণ প্রতপ্ত করিলে ও মন্দবস্তু নিক্ষিপ্ত করিলে, কুশদ্বারা চরণ মার্জ্জন করিয়া এক দিবস ব্রত করিবে। পৃষ্ঠ দেখিয়া প্রাণরক্ষার্থ পরাঙ্মুখ শত্রু হনন করিয়া ক্ষত্রিয় এক বৎসর ব্রত করিবে, অশ্বত্থবৃক্ষ ছেদন করিলে পর, এক বৎসর ব্রত করিবে। দিবাভাগে মৈথুন করিয়া দুষ্ট জলে স্নান করিয়া এবং নগ্না পরস্ত্রীকে দর্শন করিয়া একদিন ব্রত করিবে। অগ্নিতে কিম্বা

জলে অশুচি দ্রব্য নিঃক্ষেপ করিলে বা গুরুজনের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলে একমাস ব্রত করিবে। ব্রাহ্মণ বিশেষরূপে অবিদিত হইয়া জলপান করিলে কিম্বা বাম হস্ত দ্বারা জল পান করিলে ত্রিরাত্র ব্রত করিবে। এক পংক্তিতে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণদিগকে যে ব্যক্তি ন্যূনাধিকভাবে পরিবেশন করে, সে, এক পক্ষ ব্রহ্মহত্যার ব্রত করিবে। বণিকগণ ওজন দাড়ি ন্যূনাধিকভাবে ধারণ করিলে অথবা যে কোন ব্যক্তি সুরাপাত্রে বা লবণপাত্রে দুগ্ধপান করিলে ব্রত করিবে। হস্তে করিয়া জল পান করিলে বা তিল বিক্রয় করিলেও ব্রত করিবে। ব্রাহ্মণকে অপমানসূচক হুঙ্কার করিলে কিম্বা গুরুতর ব্যক্তির প্রতি "তুমি" শব্দ প্রয়োগ করিলে পবিত্র ও সুসমাহিত ভাবে এক দিন ব্রত করিবে। মৃত ব্যক্তির পিণ্ডদান করিলে পর, উত্তরাধিকারী তাহার ধনে অধিকারী হইবে। যে বর্ণের যে ব্রত কথিত আছে, পবিত্র ভাবে তাহার পক্ষে সেই ব্রতই কর্ত্তব্য। পাপ করিয়া তাহা গোপন করিবে না, গোপন করিলে পাপের বৃদ্ধি হয়, বিচক্ষণ ব্যক্তি পাপ করিয়া সভার অনুমত প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ব্রাহ্মণ শ্বাপদ-সঙ্কুল বহুতর কিরাত মৃগ পরিপূর্ণ বনে অবস্থান করিয়া অথবা অন্য কোন প্রাণ-সংশয় স্থানে থাকিয়া ব্রত করিবে না। বাঁচিয়া থাকিলে কষ্টজনক ব্রত এবং দান দ্বারা সকল পাপ বিনষ্ট হয়, শরীর ধর্ম্মের মূল, তাহা যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে, পর্ব্বত হইতে জলের ন্যায় শরীরপাতে ধর্ম্ম পতিত হয়। সমস্ত শাস্ত্র আলোচনা করিয়া ব্রাহ্মণগণের সহিত ঐকমত্যে দ্বিজ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিবে। স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কদাচ তাহা দিবে না।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

প্রতিদিন তিনবার স্নান করিয়া অঘমর্ষণ করিবে। সায়ংকালে নদীতে অবগাহন করিবে তিনবার ভোজন করিবে না। সর্ব্বদা বীরাসনে থাকিবে, পয়স্বিনী গোদান করিবে ইহার নাম অঘমর্ষণ, এতদ্বারা সকল পাপ নষ্ট হয়। প্রাজাপত্য ব্রত করিতে হইলে, তিন দিন নক্ত ভোজন, তিন দিন এক ভক্ত, তিনদিন অযাচিত ভোজন এবং তিন দিন উপবাস করিতে হইবে। তিন দিন উষ্ণ জলপান, তিন দিন উষ্ণ ঘৃত পান, তিন দিন উষ্ণ দুগ্ধ পান ও তিন দিন বায়ু ভক্ষণ এই ব্রতের নাম তপ্তকৃচ্ছ্র। দ্বাদশ দিন উপবাসে পরাক ব্রত। বিধি পূর্ব্বক জল-সিদ্ধ সজল শক্তু এক মাস যত্নসহকারে ভোজন করিবে ইহার নাম বারুণকৃচ্ছ্র। এক মাস বিল্ব, আমলক এবং শুষ্ক কপিথ ভোজন—জগতে অতিকৃচ্ছ্র নামে বিদিত। গোমূত্র, গোময়, ক্ষীর, দধি, গব্য ঘৃত ও কুশজল পান করিয়া থাকিয়া তৎপর দিন উপবাস ইহার নাম সান্তপন ব্রত। সকল কার্য্য প্রত্যেকটী তিনবার করিয়া করিলে মহাসান্তপন। একপক্ষ কাল এক দিন উপবাস ও একদিন শক্তু ভোজনের নাম তুলাপুরুষব্রত। প্রত্যহ গোময়াহারী হইয়া সমাহিতভাবে এক মাস বার্দ্ধিক ব্রত করিবে। তাহাতে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। চন্দ্রকলা বৃদ্ধি অনুসারে গ্রাস বৃদ্ধি করিয়া ও চন্দ্রকলার হ্রাসানুসারে গ্রাস কমাইয়া আহার করিবে এই ব্রতের নাম চান্দ্রায়ণ। মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি যথাশক্তি জপ ও হোম করিবে। পাপাত্মাগণের পাপ হইতে নিস্তারের এই উপায় বিমলাত্মা সুধীগণ কর্ত্তৃক বিজ্ঞেয়। পবিত্র ও সুবুদ্ধি যে ব্যক্তি শঙ্খ-কথিত এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করে সে, সর্ব্বপাপ মুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে আদৃত হয়।

শঙ্খ-সংহিতা সমাপ্ত।

লিখিত-সংহিতা।

ব্রাহ্মণগণ যত্নপূর্ব্বক অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম এবং পুষ্করিণ্যাদি খাত করিবে, অগ্নিহোত্রাদি দ্বারা স্বর্গ লাভ হয় এবং পুষ্করিণী প্রভৃতি খাত করিলে মুক্তি লাভ হয়। এক দিবসও পৃথিবীতে জল থাকে এইরূপ জলাশয়ও যত্নসহকারে করিবে, যে জলাশয়ের জল পান করিয়া গোসকল তৃষ্ণাশূন্য হয়, ঐ জলাশয়-খাতকর্ত্তার সপ্তকুল উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। ভূমি দান করিলে যে লোক প্রাপ্ত হয় এবং গোদান করিলে যে লোক প্রাপ্ত হয়, কথিত হইয়াছে বৃক্ষশ্রেণী রোপণ করিয়া মনুষ্যগণ সেই সেই লোক পাইয়া থাকে। দীর্ঘিকা, কূপ, পদ্মাকর পুষ্করিণী এবং দেবমন্দিরসমূহ বিনষ্ট হইলে যে ব্যক্তি পুনরুদ্ধার করে, সে ব্যক্তি আদি নির্ম্মাণকর্ত্তার ফলভাগী হয়। নিত্যহোম, তপস্যা, সত্যবাক্য-প্রয়োগ, বেদোক্ত বিধিপালন অতিথি সেবা এবং বলিবৈশ্য প্রভৃতি কার্য্যের নাম ইষ্ট (ঋষিগণ ইষ্ট শব্দে এই সকল কার্য্য অভিহিত করেন)। অগ্নিহোত্রাদি যে সকল কার্য্য ইষ্ট শব্দে অভিহিত হইয়াছে এবং পুষ্করিণী খাতাদি যে সকল কার্য্য পূর্ত্তশব্দে অভিহিত হইয়াছে এই উভয় কার্য্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিন বর্ণের সমান অধিকার আছে, শূদ্রগণ পূর্ত্ত অর্থাৎ পুষ্করিণীখাতাদি কার্য্যে অধিকারী হইবে; কিন্তু শূদ্রগণ বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদি ইষ্ট নামক কার্য্যে অধিকারী হইবে না। মনুষ্যের অস্থি যাবৎকাল পর্য্যন্ত গঙ্গাজল-মধ্যে অবস্থিতি করিবে, তাবৎ সহস্র বৎসর সেই মনুষ্য স্বর্গবাস করিবে। দেবগণের এবং পিতৃগণের উদ্দেশে জলাঞ্জলি জলমধ্যে নিঃক্ষেপ করিবে; অর্থাৎ দেবতর্পণ এবং পিতৃতর্পণ নিমিত্ত জল, জলরাশি মধ্যে নিঃক্ষেপ করিবে, যে সকল বালক সংস্কৃত না হইয়া মরিয়াছে, তাহাদিগের উদ্দেশে জলাঞ্জলি স্থলভাগে নিঃক্ষেপ করিবে। (মরণ দিবস হইতে) একাদশ দিবস প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট দিবসে প্রেতের উদ্দেশে পুত্র প্রভৃতি অধিকারীগণ যদি বৃষ উৎসর্গ করে,—ঐ প্রেত প্রেতলোক হইতে মুক্ত হইয়া পিতৃলোকে গমন করে। মনুষ্যগণ বহু পুত্রের কামনা করিবে, যদ্যপি বহু পুত্রের মধ্যে একজনও গয়াধামে গমন করে, কিংবা কেহ যদ্যপি অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, অথবা কেহ যদ্যপি নীল বৃষউৎসর্গকরে। কোন মনুষ্য যদি কাশীধামে বাস করিয়া উহা ত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তরে নিষ্ক্রান্ত হয় অর্থাৎ স্থানান্তরে বাস করে, ভূতগণ পরস্পরে করতালী দিয়া তাহার প্রতি উপহাস করে। গয়াশিরে যে সকল ব্যক্তির নামোল্লেখ করিয়া পিণ্ড দান করে, ঐ সকল ব্যক্তির মধ্যে যে ব্যক্তি নরকস্থ থাকে, সে স্বর্গে গমন করে, এবং যে ব্যক্তি স্বর্গস্থ থাকে সে ব্যক্তি মুক্তি প্রাপ্ত হয়,। আত্মীয় ব্যক্তি হউক, কিংবা পর হউক, যাহার নামোল্লেখ করিয়া গয়াধামে যেখানে সেখানে পিণ্ড দান করে, সে ব্যক্তি সনাতন ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। (নীলবৃষের পারিভাষিক নাম) যে বৃষ রক্তবর্ণ ও যাহার খুর শ্বেতবর্ণ, এবং যাহার লাঙ্গুল ও শৃঙ্গ ও শ্বেতবর্ণ, (ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ মুনিগণ) এতাদৃশ বৃষকে নীল বৃষ বলিয়াছেন। অশৌচান্ত দিবস প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট দিবসে কর্ত্তব্য আদ্য একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ ও দ্বাদশ মাসে কর্ত্তব্য দ্বাদশ মাসিক শ্রাদ্ধ, প্রথম ষাণ্মাসিক, ও দ্বিতীয়

ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধ এবং আব্দিক শ্রাদ্ধ অর্থাৎ সপিণ্ডীকরণ এই ষোড়শ শ্রাদ্ধ (প্রেতগণের হিত নিমিত্ত কর্ত্তব্য)। প্রেতের উদ্দেশে আদ্য-শ্রাদ্ধ প্রভৃতি এই সকল একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ না করিলে সাংবাৎসরিক শ্রাদ্ধ শত সহস্র করিলেও তাহার প্রেতত্ব নষ্ট হয় না। সপিণ্ডীকরণের পর, বৎসর বৎসর দ্বিজগণ মাতা এবং পিতার মৃত তিথিতে এবং ভ্রাতৃগণ একান্নবর্ত্তী থাকিলেও পৃথক পৃথক হইয়া একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবে। বর্ষে বর্ষে মাতা এবং পিতার তৃপ্তির নিমিত্ত, বিস্তৃতরূপে দেবপক্ষ-বিহীন একোদ্দিষ্ট বিধান শ্রাদ্ধ করিবে ঐ শ্রাদ্ধে একটি মাত্র পিণ্ড-দান কর্ত্তব্য সংক্রান্তিদিবসে, সাগ্নিক ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য চন্দ্র এবং সূর্য্যগ্রহণে চতুর্দ্দশী প্রভৃতি পর্ব্বতিথিসমূহে, মহালয়া অমাবস্যাতে তিন পিণ্ডদান করিবে অর্থাৎ পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিবে এবং মৃততিথিতে একমাত্র পিণ্ড দিবে। যে ব্যক্তি পিতা এবং মাতার (সাংবাৎসরিক শ্রাদ্ধ-দিবসে) একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ না করিয়া পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করে, তাহার পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করা বিফল হয়; এবং সে ব্যক্তি পিতৃহত্যার পাপী হয়। যে ব্যক্তির অমাবস্যাতে অথবা পিতৃপক্ষেতে মৃত্যু হয়, সে ব্যক্তির সপিণ্ডীকরণের পর, সাংবাৎসরিক শ্রাদ্ধ ত্রৈপৌরুষিক পার্ব্বণবিধান করিতে হইবে। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ,—এই তিন পুরুষের তিনটীমাত্র পিণ্ড দিবে। ইহাতে মাতামহ পক্ষ নাই। ত্রিদণ্ডগ্রহণ করিয়া যাহার মৃত্যু হয়, তাহার প্রেতত্ব প্রাপ্তি হয় না। তাহার পুত্রাদির কর্ত্তব্য একাদশাদি দিবস শ্রাদ্ধ পার্ব্বণবিধি দ্বারা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তির সংবৎসর পূর্ণ না হইলেও (বৃদ্ধ্যাদি উপলক্ষ করিয়া অপকর্ষ সপিণ্ডীকরণ করা হয়) দ্বিজগণ তাহার সংবৎসর পূর্ণ হওয়ার দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ উদককুম্ভ দান করিবে, (ইহা সাগ্নিকদিগের কর্ত্তব্য নিরগ্নির পক্ষে নহে।) স্ত্রীলোকের মৃততিথিতে সপিণ্ডীকরণ অর্থাৎ পিণ্ডমিশ্রীকরণ একমাত্র পিণ্ডের সহিত মিশ্রিত করিবে, যদ্যপি স্ত্রীলোকের স্বামী বর্ত্তমান থাকে, ঐরূপ পিতামহীপিণ্ডের মিশ্রিত করিবে, পিতামহী বর্ত্তমান থাকিলে তাহার শ্বশ্রূ অর্থাৎ প্রপিতামহীর পিণ্ডের সহিত মিশ্রিত করিবে। বিবাহ নির্ব্বাহ হইলে, চতুর্থ হোমানন্তর চতুর্থ দিবসীয় রাত্রিতে স্ত্রীলোক স্বামীর গোত্র, পিণ্ড এবং জননমরণাশৌচ বিষয়ে একত্ব প্রাপ্ত হয়। স্ত্রীলোক বিবাহাঙ্গ-সপ্তপদী গমনের পর, পিতৃগোত্র ত্যাগ করিয়া স্বামীগোত্রভাগিনী হয়, স্বামীগোত্র-ভাগিনী হইয়া মৃত স্ত্রীলোকের স্বর্গকামনায় কর্ত্তব্য দান, শ্রাদ্ধ এবং তর্পণ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য স্বামীগোত্র উল্লেখপূর্ব্বক করিতে হইবে। মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ যদি শরীরজ পংক্তিদূষণ দোষ দ্বারা যুক্ত হ'ন; তথাপি যম তাহাকে দোষ-শূন্য বলেন এবং তাহাকে পংক্তি পবিত্র কারকও বলেন। পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে অগ্নৌ করণাবশিষ্ট অন্ন পিত্রাদি বটুপাত্রে বিভাগ করিয়া দিবে; কিন্তু তাহা দৈবপাত্রে দিবে না; অনগ্নিক ব্রাহ্মণও যখন পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিবে, সে ব্যক্তিপিতৃপক্ষ এবং মাতামহপক্ষ এই উভয়পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিবে। অপুত্রক হইয়া মৃত পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোকের একোদ্দিষ্ট বিধিক-শ্রাদ্ধ হইবে, পার্ব্বণবিধিক শ্রাদ্ধ হইবে না; কিন্তু পুরুষের সপিণ্ডীকরণদিবসে পার্ব্বণশ্রাদ্ধ হইতে পারিবে। যে মাসের যে তিথিতে দ্বিজগণের মৃত্যু হইবে, সেই মাসের সেই তিথিতে দান শ্রাদ্ধ এবং তর্পণ করিতে হইবে। মলমাস উপস্থিত হইলে চান্দ্রমাস দুইটি হয়, তাহার মধ্যে প্রথমটি মল, দ্বিতীয়টি শুদ্ধমাস ঐ মাসদ্বয়ে যাহার জন্মতিথিকৃত্য পড়িবে, তাহার জন্মতিথি কৃত্য এবং অভিষেকাদি কার্য্য অধিমাসে মলমাসে অর্থাৎ কর্ত্তব্য নহে, সংবৎসরের পূর্ব্ব কর্ত্তব্য আদ্য শ্রাদ্ধাদি মলমাসেই কর্ত্তব্য মল মাস সকল কার্য্যেই পরিত্যাজ্য। সেই মাসের অন্য ভাগে (শুদ্ধ ভাগে) সেই তিথিতে কার্য্য করিবে। নিত্য শালাগ্নি অথবা লৌকিকাগ্নিতে অন্ন পাক করিবে যাহাতে অন্ন পাক করিবে তাহাতেই হোম করা বিধি। নিত্য নিরলসভাবে লৌকিক বা বৈদিক অগ্নিতে হোম করিবে। বৈদিক হোম করিলে স্বর্গলাভ হয়, লৌকিক অগ্নিতে হোম করিলে পাপ নাশ হয়। নিরগ্নি ব্যক্তি ব্যাহৃতিপূর্ব্বক শাকল মন্ত্রদ্বারা অগ্নিতে আহুতি দিয়া ভূতগণকে অন্নভাগ করিয়া দিয়া স্বয়ং

ভোজন করিবে। যাবৎ ব্রাহ্মণ বিদায় না হয় ততক্ষণ উচ্ছিষ্ট করিবে না অনন্তর গৃহবলি করিবে। ইহা ব্যবস্থিত ধর্ম্ম। (কুশ প্রভৃতি ছয় প্রকার) দর্ভ, কৃষ্ণসারচর্ম্ম, মন্ত্রসমূহ, এবং ব্রাহ্মণগণ এ সকল অপবিত্র হয় না, এ নিমিত্ত এ কার্য্যে নিয়োগ করিয়া, পুনর্ব্বার কার্য্যান্তরে নিয়োগ করিতে পারিবে। কুশহস্ত হইয়া দ্বিজগণ সর্ব্বদা জল আদি পান এবং আচমন করিবে, ভোজন করিলে ঐ কুশ উচ্ছিষ্ট হইবে না; ইহা শাস্ত্রের বিধি জানিবে। জল আদি পান, আচমন, পিতৃ তর্পণ, এবং দেবপূজা আদি বৈদিককার্য্য কুশ হস্ত হইয়া করিতে হইবে, কিন্তু ঐ কুশ উচ্ছিষ্ট দোষ প্রাপ্ত হয় না, যেরূপ হস্ত প্রক্ষালন করিলে শুদ্ধ হয়, সেইরূপ কুশও ধৌত করিলে শুদ্ধ হইবে। বামহস্তে কুশ ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা আচমন করিবে, যে মূঢ়গণ বামহস্তে কুশ ধারণ না করিয়া আচমন করে, তাহাদিগের রুধির দ্বারা ঐ আচমন করা হয়। নীবিমধ্যে (বস্ত্রের বন্ধন "নীবি") অবস্থিত যে সকল দর্ভ এবং যজ্ঞোপবীতমধ্যে অবস্থিত যে সকল দর্ভ, ঐ সকল দর্ভ অপবিত্র হয় না, যেরূপ শরীর অপবিত্র হয় না, প্রক্ষালন দ্বারা শুদ্ধ হয়, তদ্রূপ কুশপ্রভৃতি দর্ভ শুদ্ধ (ত্যাজ্য নহে)। যে সকল দর্ভে পিণ্ড সংসর্গ হইয়াছে, ও যাহার দ্বারা পিতৃতর্পণ করা হইয়াছে, এবং যে সকল দর্ভে প্রস্রাব, পুরীষ এবং উচ্ছিষ্ট সম্পর্ক হইয়াছে সে সমস্ত দর্ভ ত্যাগ করিতে হইবে। দৈবপূর্ব্ব শ্রাদ্ধ, (পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ) অদৈবশ্রাদ্ধ অর্থাৎ একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ, পিতৃলোকের তৃপ্তি নিমিত্ত যে শ্রাদ্ধ করিবে, তাহাতে ব্রহ্মচর্য্য করিতে হইবে। বৃদ্ধি কার্য্যের নিমিত্ত যে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিতে হয়, প্রথমে মাতৃপক্ষ দ্বিতীয় পিতৃপক্ষ এবং তৃতীয় মাতামহপক্ষ, এই তিন পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক ঐ বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করিবে, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে সামবেদী ব্রাহ্মণের মাতৃপক্ষ নাই। ক্রতু এবং দক্ষ, এই দুইটি বসু এবং সত্য এই দুইটি, কাল এবং কাম, এই দুইটি, ধুরি এবং লোচন এই দুইটি পুরূরবা এবং মাদ্রবস, এই দুইটি ইহারা যুগ্ম যুগ্ম হইয়া এক এককার্য্যে বিশ্বদেব নামে উক্ত হইয়াছেন। অত্যন্ত বলবান্ এবং মহাভাগ্যযুক্ত বিশ্বদেবগণ আগমন করুন, যে শ্রাদ্ধে যাঁহারা বিহিত হইয়াছেন, তাঁহারা তদ্বিষয়ে সাবধান হউন্ অর্থাৎ তাঁহারা তত্তৎ কার্য্যে অভীষ্ট প্রদান করুন। ঐহিক শ্রাদ্ধে ক্রতু এবং দক্ষনামক বিশ্বদেব; দেবগণোদ্দেশে যে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য, তাহাতে বসু, এবং সত্য নামক বিশ্বদেব; (এবং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধেও বসু এবং সত্যনামক বিশ্বদেব) কাল, এবং কামনামক বিশ্বদেব অগ্নিকার্য্য-বিষয়ে, অম্বর-কার্য্যে ধুরি, এবং লোচননামক বিশ্বদেব, পুরুরবা, এবং মাদ্রবস্ নামক বিশ্বদেব পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে নিয়োগ করিবে। যে কন্যার সহোদর কিংবা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নাই; এবং যে কন্যার পিতা কোন্ ব্যক্তি ছিল, ইহা জ্ঞাত নহে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সে কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে না, যদ্যপি ঐ কন্যার পিতা উহাকে পুত্রিকা করিয়া থাকে এই আশঙ্কা হেতু। ভ্রাতৃশূন্যা এই কন্যাটি অলঙ্কারযুক্ত করিয়া তোমাকে প্রদান করিতেছি; এই কন্যাতে যে পুত্র জন্মিবে ঐ পুত্রটি আমারই হইবে (এতাদৃশ কন্যার নাম পুত্রিকা কন্যা)। পুত্রিকা কন্যা-গর্ভজ পুত্র প্রথমে মাতার পিণ্ডদান করিবে, দ্বিতীয় পিণ্ড মাতার পিতাকে অর্থাৎ মাতা-মহকে দিবে, এবং তৃতীয় পিণ্ড পিতার পিতাকে অর্থাৎ পিতামহকে দিবে যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে মৃত্তিকার পাত্রে পিতৃলোককে ভোজন করায়, তাহা হইলে শ্রাদ্ধকর্ত্তা, পুরোহিত এবং শ্রাদ্ধে আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ ইহাঁরা সকলেই নরকগমন করে। সেই সকল ব্রাহ্মণগণ অনুজ্ঞা করিলে পর, অন্যপাত্রের অপ্রাপ্তি হইলে, মৃণ্ময়পাত্র দিতে পারিবে, ঘৃতদ্বারা প্রোক্ষণ করিলে মৃত্তিকার পাত্র পবিত্র হয়। স্বয়ং শ্রাদ্ধ করিয়া অন্যের শ্রাদ্ধে যে ঔদরিক ভোজন করে, তাহার পিতৃগণ লুপ্তপিণ্ড এবং উদকক্রিয়া হইয়া পতিত হ'ন্। যে ব্যক্তি স্বয়ং শ্রাদ্ধ করিয়া, কিংবা পরকীয় শ্রাদ্ধে ভোজন করিয়া একক্রোশের অধিক পথ গমন করে, তাহার পিতৃগণ, সেই মাস ব্যপিয়া পাংশুভোজন করে। শ্রাদ্ধ করিয়া পুনর্ভোজন, অধ্বগমন, ভার, অধ্যয়ন, মৈথুন, দান, প্রতিগ্রহ, এবং হোম

আটটি কার্য্য ত্যাগ করিবে। (শ্রাদ্ধ করিয়া) যে ব্যক্তি অধ্বগমন করে, (জন্মান্তরে) সে ব্যক্তি অশ্বযোনি প্রাপ্ত হয়, যে ব্যক্তি পুনর্ভোজন করে, সে ব্যক্তি কাকযোনি প্রাপ্ত হয়, যে ব্যক্তি কর্ম্মকরে, সে দাসত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং স্ত্রীগমন করিলে শূকরযোনি প্রাপ্ত হয়। অগ্রে দশবার সাবিত্রী পাঠপূর্ব্বক অভিমন্ত্রিত করিয়া কিঞ্চিৎ জলপান করিবে, তদনন্তর সন্ধ্যা উপাসনা করিলে পর, শ্রাদ্ধের অনন্তর নিষিদ্ধ কার্য্যসমূহকরণজনিত পাপ হইতে মুক্ত হইবে। আর্দ্রবাসা হইয়া, কি বস্ত্রদ্বারা জানুদ্বয় আচ্ছাদিত না করিয়া, জপ, হোম, এবং প্রতিগ্রহ করা হয়, সে সকল কার্য্য নিষ্ফল হয়। আদ্যশ্রাদ্ধ করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হয়, মাসিক শ্রাদ্ধ করিলে পরাকব্রত, ত্রিপক্ষ শ্রাদ্ধে তপ্তকৃচ্ছ্র, মাসিক শ্রাদ্ধেও তপ্তকৃচ্ছ্র, ঊনাব্দিক শ্রাদ্ধে (অর্থাৎ দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধ) ত্রিরাত্র উপবাস, এবং সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধে একাহ উপবাস কর্ত্তব্য, শবদাহাদি কার্য্য করিলে একমাস পাদকৃচ্ছ্র করিতে হয়। সর্পবিষ দ্বারা হত, কিংবা শৃঙ্গী, দংষ্ট্রী, এবং সরীসৃপগণ (সর্প বৃশ্চিক প্রভৃতি) কর্ত্তৃক আহত হইয়া যাহারা মরিয়াছে এবং আত্মঘাতী হইয়া যাহারা মরিয়াছে, তাহাদিগের শ্রাদ্ধাদি ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সমস্ত কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি গোকর্ত্তৃক আহত হইয়া মরিয়াছে, উদ্বন্ধন দ্বারা প্রাণত্যাগ করিয়াছে; কিম্বা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, ঐ সকল শব যে ব্রাহ্মণ স্পর্শ করে, সে ব্রাহ্মণ জন্মান্তরে গো, ছাগী এবং অশ্বযোনি প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি অগ্নিদান করে, যে দড়ি কাটিয়া দেয়, সে ব্যক্তি তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত দ্বারা শুদ্ধ হইবে, এই বিধি প্রজাপতি মনু বলিয়াছেন। তিন দিবস কিঞ্চিৎ উষ্ণজল মাত্র পান করিবে, দ্বিতীয় তিন দিবস উষ্ণ দুগ্ধ কিঞ্চিৎ পান করিবে, তৃতীয় তিন দিবস কিঞ্চিৎ উষ্ণ ঘৃত ভক্ষণ করিবে, চতুর্থ তিন দিবস বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিবে ইহার নাম তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত। যাহার গো, ভূমি, স্বর্ণ, স্ত্রী ও ক্ষেত্র গৃহ হৃত হয় সে তজ্জন্য যাহাকে (হরণকারীকে) উদ্দেশ করিয়াপ্রাণত্যাগ করিবে, তাহাকেই ব্রহ্মঘাতক বলিয়াছেন। ধর্ম্মনষ্ট করিবার জন্য উদ্যত হইয়া যে ব্যক্তি সঙ্গে যায়, তাহারা সকলেই শুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি একা ধর্ম্ম নষ্ট করে, সে ব্যক্তি একাই ব্রহ্মহত্যার পাপী হয়। পতিত ব্যক্তির অন্ন ভোজন করিলে পর কিম্বা চণ্ডালগৃহে ভোজন করিলে পর, অজ্ঞানপূর্ব্বক হইলে অর্দ্ধমাস; জ্ঞানপূর্ব্বক হইলে এক মাস জল পান করিবে। যোগ দ্বারা পতিতের সহিত স্পর্শদোষ হইলে স্নানমাত্র কর্ত্তব্য এবং পতিতের সহিত উচ্ছিষ্ট স্পর্শ হইলে প্রাজাপত্য ব্রত করিতে হইবে। ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, আশীরতির অধিক সুবর্ণ চুরি, বিমাতৃগমন; এই চারিটী মহাপাতক নামক পাপ, এই মহাপাতকীর সংসর্গী ব্যক্তি পঞ্চম; স্নেহবশত হউক কিম্বা অর্থলোভে হউক, অথবা অজ্ঞানবশতঃ হউক, যে ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তবিষয়ে অনুগ্রহ করিবে ঐ অনুগ্রহকর্ত্তা ঐ পাপে লিপ্ত হইবে। যদি উচ্ছিষ্ট ব্যক্তি কর্ত্তৃক উচ্ছিষ্ট ব্রাহ্মণ কদাচিৎ স্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ স্নান করিয়া আচমন করিলে পর শুদ্ধ হইবে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যদ্যপি কুব্জ, বামন, ক্লীব, অস্ফুট বাকজড় অর্থাৎ গমনাগমন বিষয়ে অশক্ত, জন্ম হইতে অন্ধ, বধির এবং বাক্‌শক্তিরহিত হয়, তাহা হইলে পর, তাহার বিবাহ না হইয়াও কনিষ্ঠভ্রাতা যদ্যপি বিবাহ করে,—তাহাতে কোন দোষ হইবে না। ক্লীব, দেশান্তরস্থ, অর্থাৎ যে দেশে গমনে পাতিত্য হয়, পতিত, সংন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকে এবং যোগশাস্ত্র অভ্যাস করিতে থাকে, (অর্থাৎ বিবাহ কার্য্যে ইচ্ছারহিত), এতাদৃশ জ্যেষ্ঠসত্ত্বে কনিষ্ঠের বিবাহে কোন দোষ হইবে না। যে ব্যক্তি কূপ কিংবা দীর্ঘিকা পূরণ করিয়া দেয়; বৃক্ষ ছেদন কিংবা পাতন করে, গজ কিংবা অশ্ববিক্রয় করে; তাহাকে গোবধ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। যে স্থলে একপাদ প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা হইবে, সে স্থলে শারীরিক রোম সমস্ত ছেদন করাতে হইবে। যে স্থলে দ্বিপাদ প্রায়শ্চিত্ত, সে স্থলে কেবল শ্মশ্রু ছেদন করিবে। ত্রিপাদ প্রায়শ্চিত্তে শিখাত্যাগ করিয়া সমস্ত কেশ বপন—চারিপাদ

প্রায়শ্চিত্তে শিখার সহিত সমস্ত কেশাদি ছেদন করিতে হইবে। চাণ্ডালের জল স্পর্শ হইলে, যাহার স্নান করা উচিত, সে ব্যক্তি যদি উচ্ছিষ্ট ব্যক্তিকে স্পর্শ করে, ঐ উচ্ছিষ্ট ব্যক্তির প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত। যদি কোন দ্বিজ চণ্ডালের পাত্রস্থ জল পান করিয়াই তৎক্ষণাৎ উদ্গার করিয়া ফেলে, তাহা হইলে ঐ দ্বিজের প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত। যদ্যপি কোন দ্বিজ চণ্ডালের পাত্রস্থ জল পান করতঃ উদ্গার না করিয়া শরীরে জীর্ণ করে, তাহা হইলে সে দ্বিজ প্রাজাপত্য করিয়া শুদ্ধ হইবে না, তাহাকে কৃচ্ছ্র-সান্তপন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ কৃচ্ছ্র-সান্তপন ব্রত করিবে, ক্ষত্রিয় প্রাজাপত্য করিবে, বৈশ্য প্রাজাপত্যের অর্দ্ধ করিবে এবং শূদ্রজাতি প্রাজাপত্যের একপাদ ব্রত করিবে। যদি রজস্বলা স্ত্রী কুক্কুর, শূকর, কিংবা কাক কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে একরাত্রি উপবাসের পর, পঞ্চ গব্য ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইবে। রজস্বলা স্ত্রী যদ্যপি কাহাকে নাভি দেশ পর্য্যন্ত স্পর্শ করে, উহা যদ্যপি স্পৃষ্ট ব্যক্তির জ্ঞানপূর্ব্বক না হয়, তাহা হইলে স্নান করিলেই শুদ্ধ হইবে, নাভির উর্দ্ধদেশে স্পর্শ হইলে ত্রিরাত্র উপবাস করিতে হইবে। বালক যদ্যপি জন্মদিন হইতে দশদিবস মধ্যে মরিয়া যায়, তাহা হইলে সদ্যই সপিণ্ডবর্গ শুদ্ধ হইবে, অশৌচ হইবে না, তাহার তর্পণাদি কার্য্য কর্ত্তব্য নহে। মৃতাশৌচ মধ্যে যদ্যপি জনন অশৌচ হয়, ঐ মরণ অশৌচান্ত দিবসেই জনন অশৌচ নিবৃত্তি হইবে; [কিন্তু যদ্যপি জননাশৌচ মধ্যে মরণ অশৌচ হয়, তবে ঐ জনন। অশৌচ দ্বারা মরণ অশৌচ নিবৃত্তি না হইয়া, মরণাশৌচ প্রবল হইবে। জ্ঞাতি মরণে ষষ্ঠ পুরুষ পর্য্যন্ত এক দিন, পঞ্চম পুরুষ পর্য্যন্ত দুই দিন, চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত সাত দিন, তৃতীয় পুরুষ পর্য্যন্ত দশ দিন অশৌচ হইবে। (এই মতটি অস্মদ্দেশে অতি অপ্রসিদ্ধ)। যাহাদিগের অগ্নিসংযোগ নাই; অর্থাৎ যাহারা নিরগ্নি ব্রাহ্মণ, তাহাদের মরণক্ষণ হইতে অশৌচ গ্রহণ করিতে হইবে এবং যাহারা সাগ্নিক ব্রাহ্মণ, তাহাদিগের দাহক্ষণহইতে অশৌচ গ্রাহ্য। কাঁচা মাংস, ঘৃত, মধু, ফল হইতে উৎপন্ন সেই দ্রব্য অর্থাৎ বাদামের তৈল প্রভৃতি অন্য লোকের (অশুচি) পাত্রে থাকে, তাহা হইতে বহির্গত হইলেই শুদ্ধ হইবে জানিবে। মার্জ্জনী-মুখ হইতে নির্গত ধূলি যদ্যপি স্নানের বস্ত্র কিংবা কলসীর জলে, অথবা নূতন জলমধ্যে সংলগ্ন হয়, তাহা হইলে, তদ্দিবসীয় পুণ্য বিনষ্ট হয়। দিবসে কপিত্থ বৃক্ষের ছায়াতে, রাত্রিকালে দধি এবং শক্তু মধ্যে এবং সর্ব্বদা আমলকি ফলসমূহ মধ্যে অলক্ষ্মী বাস করে। যে যে কার্য্যে আপনাকে অমঙ্গলযুক্ত বিবেচনা হইবে, সেই সেই কার্য্যে তিন হোম, এবং এক শতবার গায়ত্রী জপ করিতে হইবে।

লিখিত-সংহিতা সমাপ্ত।

দক্ষ-সংহিতা।

প্রথম অধ্যায়।

সকল ধর্ম্ম এবং অর্থের যাথার্থ্যবেত্তা, সকল বেদাঙ্গের শ্রেষ্ঠ এবং সকল বিদ্যার পারপ্রাপ্ত, দক্ষ নামক প্রজাপতি ছিলেন। উৎপত্তি, প্রলয়, রক্ষা এবং সংহার আপনাতে আপনি হইয়া থাকে, আত্মব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং ভিক্ষাশ্রমিগণের হিত-নিমিত্ত দক্ষ নামক প্রজাপতি শাস্ত্র কল্পনা করিয়াছেন। যে পর্য্যন্ত বালকের অষ্টম বৎসর বয়স না হয়, সে পর্য্যন্ত বালককে কেবল জাতিমান্ শিশুর তুল্য জানিবে; সে গর্ভস্থ বালকের তুল্য এবং ব্যক্তিমাত্র প্রভেদ আছে। এই দ্রব্য ভক্ষ্য কিম্বা অভক্ষ্য ইহা পেয়, কিম্বা অপেয়; ইহা বক্তব্য নহে, এবং ইহা মিথ্যা; যে পর্য্যন্ত উপনয়ন সংস্কার না হয়। সে পর্য্যন্ত এ সকল বিষয়ে কোন দোষ হইবে না; উপনীত হইয়া যে নিষিদ্ধ কার্য্য করে, সে পাপী হইবে,যে পর্য্যন্ত ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম না হয়,সে পর্য্যন্ত ব্যবহার কার্য্যে অধিকারী হইবে না। যে কাল পর্য্যন্ত বেদ অধ্যয়ন করে, এবং যে কাল পর্য্যন্ত বেদোক্ত ব্রতসমূহ করে, সেই পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারী বলা যায় তাহার পর সমাবর্ত্তন স্নান করিয়া গৃহস্থাশ্রমী হয়। পণ্ডিতগণ শাস্ত্রে অনেক প্রকার ব্রহ্মচারী বলিয়াছেন, প্রথম উপকুর্ব্বাণক, দ্বিতীয় নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। যে ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রম অগ্রে করিয়া পুনর্ব্বার ব্রহ্মচারী হয়, সে যতিও নয়, এবং বানপ্রস্থও নয়, সে সকল আশ্রমভ্রষ্ট। অনাশ্রমী হইয়া একদিনও থাকিবে না, দ্বিজগণ আশ্রমশূন্য থাকিলে, প্রায়শ্চিত্তের যোগ্যপাত্র হইবে। আশ্রমচ্যুত হইয়া জপ, হোম, দান এবং বেদাধ্যায়নাদি যাহা করিবে, তাহার ফলপ্রাপ্ত হয় না। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্যাশ্রম, এবং বানপ্রস্থাশ্রম এই তিন আশ্রমের যথাক্রম কর্ত্তব্যতা আছে, বিপরীতক্রমে কর্ত্তব্যতা নাই; কিন্তু যে ব্যক্তি বিপরীতক্রমে ঐ তিন আশ্রম করে, অর্থাৎ অগ্রে গৃহস্থ ধর্ম্ম করিয়া পরে ব্রহ্মচর্য্য করে, তাহা হইতে আর পাপিষ্ঠ নাই। মেখলা, কৃষ্ণসার চর্ম্ম, এবং দণ্ড দেখিলে, ব্রহ্মচারী বলিয়া জানা যায়। দেবপূজা, যাগযজ্ঞ, দান এবং অতিথি সেবাদ্বারা গৃহস্থ বলিয়া জানা যায়। নখ, লোম, শ্মশ্রু, প্রভৃতি দেখিলে বানপ্রস্থাশ্রমী বলিয়া জানা যায়; এবং ত্রিদণ্ড ধারণ করিলেই ভিক্ষাশ্রমী বলিয়া জানা যায়, এই চারি আশ্রমের চিহ্ন ভিন্ন ভিন্ন। যে ব্যক্তির কোন আশ্রমের চিহ্ন নাই, সে কোন আশ্রমী নহে, এবং সে প্রায়শ্চিত্তের যোগ্যপাত্র। মুনিগণ কর্ত্তৃক এই সকল আশ্রমের কার্য্যের ক্রম কথিত হয় নাই, এবং সময়ও স্মৃত হয় নাই। এই সকল কার্য্য দ্বিজগণের হিত নিমিত্ত দক্ষমুনি স্বয়ং বলিয়াছেন।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া দ্বিজগণ যে কর্ম্ম করিবে, দ্বিজগণের উপকারক সেই সকল

বলিতেছি, (এই কথা দক্ষ প্রজাপতি বলিলেন।) ব্রাহ্মণ সূর্য্যদেবের উদয় হইতে অস্তগমন পর্য্যন্ত নিত্য কার্য্য, নৈমিত্তিক কার্য্য এবং অন্য প্রকার কাম্য কার্য্য সমস্ত ত্যাগ করতঃ ক্ষণকালও কাটাইবে না। যে দ্বিজগণ নিজ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা অন্য বর্ণের কার্য্যে থাকে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি ত্যাগ করিয়া রাজকার্য্য, কিংবা বাণিজ্য, অথবা শিল্পকার্য্য করে; ক্ষত্রিয় রাজকার্য্য ত্যাগ করিয়া কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি কার্য্য করে; এবং বৈশ্য কৃষি বাণিজ্য আদি ত্যাগ করিয়া রাজ্য পালন কিংবা দাসত্ব করে; তা জানিয়া শুনিয়া করুক, কিংবা শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নিয়ম না জানিয়াই করুক, তাহারা পাপভাগী হইবে। দিবসের প্রথম প্রহরে যে কার্য্য কর্ত্তব্য, তাহা বলিতেছি, এবং দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টম প্রহরে কর্ত্তব্য কার্য্য সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন জানিবে। দিবসের অষ্টম ভাগে যে সমস্ত কার্য্য করিতে হইবে, তাহা আমি সম্পূর্ণরূপে বলিতেছি (শ্রবণ কর) প্রত্যূষ কাল উপস্থিত হইলে, শাস্ত্রীয় বিধিপূর্ব্বক মল ও মূত্র ত্যাগ করিয়া, দন্তধাবন সমাপনান্তে প্রাতঃস্নান করিবে। নয়টি ছিদ্রবিশিষ্ট; এবং অতিশয় মলাযুক্ত যে শরীর, দিন ও রাত্রির মল এবং মূত্রাদি ক্ষরণ করিতেছে, প্রাতঃস্নান করিলে পর, ঐ শরীর পরিষ্কৃত হয় (অতএব নিত্য প্রাতঃস্নান কর্ত্তব্য)। প্রাতঃস্নান করিলে পর, চক্ষুর্দ্বয়ের মলা ধৌত হইয়া যায়, চক্ষুর্দর্শন শক্তি বৃদ্ধি পায়, এইরূপ সকল ইন্দ্রিয়ের মল ধৌত হইয়া তাহাদিগের স্ব স্ব কার্য্য বিষয়ে ক্ষমতার বাহুল্য জন্মে, এবং অন্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহের মল ধৌত হওয়াতে শারীরিক জ্যোতিঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; এবং জড়তা দূর হওয়ায় পরিশ্রম শক্তির আধিক্য জন্মে, শরীরে যদ্যপি দীর্ঘকালস্থায়ী রোগ থাকে, তাহারও উপশম হয়, নূতন রোগেরও সঞ্চার অল্প হয়, ইহা প্রাতঃস্নায়ী লোক দ্বারা পরীক্ষিতব্য। সুপ্ত ব্যক্তির ইন্দ্রিয়গণ ক্লেদযুক্ত থাকে, এবং অনবরত ক্লেদ ক্ষরণ করে, ক্লেদযুক্ত থাকায় উৎকৃষ্ট অঙ্গসকল, অপকৃষ্ট অঙ্গের তুল্য হইয়া যায়, (দেখ উৎকৃষ্ট অঙ্গ চক্ষু মলাযুক্ত থাকিলে জনগণ কিরূপ ঘৃণা করে। শয্যা হইতে উঠিলে পর, অনেক প্রকার মলযুক্ত শরীর থাকে, এজন্য মনুষ্য স্নান না করিয়া জপ এবং হোম প্রভৃতি কোন কার্য্য করিবে না। বিপ্র প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া প্রাতঃস্নান করিবে, তাহা তিন বৎসর করিলে পর, সমস্তজন্মার্জ্জিত পাপরাশি বিনষ্ট হয়। প্রতি দিন উষাকালে প্রাতঃসন্ধ্যার সময় সূর্য্য দেব উদয়গিরি আরূঢ় হইলে যে ব্যক্তি প্রাতঃস্নান করিবে, প্রাজাপত্য ব্রত যেরূপ মহাপাতক বিনষ্ট করিতে সক্ষম, তাহার প্রাতঃস্নানও মহাপাতক বিনষ্ট করিবে। ঋষিগণ প্রাতঃস্নানের প্রশংসা করিয়াছেন, যেহেতু প্রাতঃস্নান দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট ফল দান করিয়া থাকে, (প্রাতঃস্নান করিলে আরোগ্য প্রভৃতি দৃষ্ট ফল জন্মে, এবং মহাপাতক আদি বিনাশরূপ অদৃষ্ট ফল জন্মে), প্রাতঃস্নান করিয়া পবিত্রদেহ মনুষ্য সকলকার্য্যে অধিকারী হয়। স্নানের পর আচমন করিতে হইবে, বক্ষ্যমাণ নিয়ম অনুসারে আচমন করিলে পর মনুষ্য শুদ্ধ হইবে। অগ্রে দুই হস্ত এবং দুই চরণ প্রক্ষালন করতঃ উত্তমরূপে দেখিয়া তিন বার জল পান করিবে, তদনন্তর, কিঞ্চিৎ বক্র বৃদ্ধাঙ্গুলী মূল দ্বারা মুখমার্জ্জন করিবে, তদনন্তর পাদদ্বয় সম্যক্‌রূপে অভ্যুক্ষণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট অঙ্গুলি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট অঙ্গসমূহ স্পর্শ করিবে, তাহার পর তর্জ্জনীসংযুক্ত বৃদ্ধাঙ্গুলীর অগ্রদ্বারা নাসিকাদ্বয়, তদনন্তর, অনামিকাসংযুক্ত বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রদ্বারা চক্ষুর্দ্বয় এবং কর্ণদ্বয় পুনঃপুনঃ স্পর্শ করিবে, তদনন্তর, কনিষ্ঠা এবং অঙ্গুষ্ঠাগ্র দ্বারা নাভি, তদনন্তর দক্ষিণহস্ততল দ্বারা নাভি, তদনন্তর সকল অঙ্গুলী দ্বারা মস্তক এবং অঙ্গুলীসমূহের অগ্র দ্বারা বাহুমূলদ্বয় স্পর্শ করিলে পর আচমন সিদ্ধ হয়। যে ব্রাহ্মণ সায়ংসন্ধ্যা, প্রাতঃসন্ধ্যা, এবং মধ্যাহ্নকালে উত্তমরূপে সন্ধ্যার উপাসনা করে না; সে ব্রাহ্মণ জীবিতাবস্থায় শূদ্রতুল্য, এবং অবসানে কুক্কুর যোনি প্রাপ্ত হয়, সন্ধ্যাহীন যে ব্রাহ্মণ সে নিত্য অশুচি, এবং যাগযজ্ঞ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যে অনধিকারী। পূজা জপ-আদি যে কোন কার্য্য করিবে, তাহার ফল প্রাপ্ত হইবে

না। সন্ধ্যা উপাসনার পর নিজেই হোমাদি কার্য্য করিবে। নিজকৃত হোমাদি কার্য্য করিলে যে ফল হয়, অন্য দ্বারা করাইলে তাদৃশ ফল হয় না। পুরোহিত, পুত্র, মন্ত্রদাতা গুরু, ভ্রাতা, ভাগিনেয় এবং জামাতা এসকল ব্যক্তি দ্বারা কার্য্য করাইলে স্বয়ং কৃতকার্য্যের তুল্য ফল হইবে। সন্ধ্যা উপাসনার পর হোম করিয়া, দেবপূজা প্রভৃতি করিয়া, গুরুপূজা এবং মঙ্গলদ্রব্য দর্শন করিবে। নিরগ্নি ব্রাহ্মণগণ সন্ধ্যা উপাসনার পরেই দেবপূজাদি করিবে। পূর্ব্বাহ্ণে, দৈবকার্য্য সমস্ত মধ্যাহ্নে মনুষ্যকৃত (অতিথি সেবাদি), অপরাহ্ণে পিতৃকার্য্য (পার্ব্বণ শ্রাদ্ধাদি), এই সকল কার্য্য যত্ন পূর্ব্বক করিবে। পূর্ব্বাহ্ণ কর্ত্তব্য কার্য্য যদি সায়ংকালে করে, তাহার ফল প্রাপ্ত হয় না, যেমত বন্ধ্যা পত্নীসহবাসে পুত্রাদি জন্মে না। দিবসের প্রথমভাগে সন্ধ্যা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য করিয়া দ্বিতীয় ভাগে বেদ অভ্যাস করিবে, ব্রাহ্মণগণের বেদ অভ্যাসই পরমতপস্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যড়ঙ্গের সহিত বেদ শাস্ত্রের অভ্যাস পঞ্চযজ্ঞ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অগ্রে গুরুর নিকটে শিক্ষা, তদনন্তর বেদ-বিচার, তদনন্তর অভ্যাস, তদনন্তর জপ, তদনন্তর শিষ্যবর্গকে দান, বেদাভ্যাস পঞ্চ প্রকার। সমিধ, পুষ্প এবং কুশ প্রভৃতির আহরণ দিবসের ঐ দ্বিতীয়ভাগে কর্ত্তব্য। দিবসের তৃতীয়ভাগে পোষ্যবর্গ এবং অর্থের চিন্তা কর্ত্তব্য; পিতা, মাতা, গুরু, পত্নী, সন্তানগণ, আশ্রিতবর্গ, অভ্যাগত, এবং অন্য অতিথিগণ, ইহারা পোষ্যবর্গ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। জ্ঞাতিবর্গ, আত্মীয় ব্যক্তি, রোগাদি দ্বারা ক্ষীণ প্রতিপালকশূন্য ব্যক্তিগণ, আশ্রিতগণ, নির্ধন ব্যক্তিগণ পোষ্যবর্গমধ্যে গণ্য; পোষ্যবর্গের প্রতিপালন প্রশস্ত কার্য্য এবং স্বর্গপ্রাপ্তির সাধন। পোষ্যবর্গের পীড়ন করিলে নরক প্রাপ্তি হয়, সেই নিমিত্ত যত্নপূর্ব্বক পোষ্য-বর্গের প্রতিপালন করিবে। অন্ন প্রভৃতি দ্রব্য সমস্ত সকলপ্রাণীর হিত নিমিত্ত বিশেষরূপে দানকরিবে। জ্ঞানবান ব্যক্তিগণকে বৈধ দান করিবে, অজ্ঞান ব্যক্তিগণকে বৈধ দান করিলে নরক প্রাপ্তি হয়। যে ব্যক্তি বহুজনের জীবি-কার পাত্র হয়, সে ব্যক্তিরই জীবন সার্থক। যে মনুষ্যগণ কেবল আত্মম্ভরি অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপনিই উত্তম আহার বিহার করে, তাহাদিগের জীবিত থাকিয়া মৃতের তুল্য (অর্থাৎ তাহা দ্বারা কাহারও কিঞ্চিৎ উপকারও হয় না)। কোন কোন ব্যক্তি বহুজনের প্রতিপালননিমিত্ত জন্ম গ্রহণ করে, কোন কোন ব্যক্তি স্ত্রীপুত্রগণের প্রতিপালন নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করে, কেহ বা আত্মদেহ-প্রতিপালন নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করে এবং কেহ বা আত্মোদর-প্রতিপালনের নিমিত্তও দুঃখ পাইতে থাকে, তাহাতেও শক্ত হয় না। দরিদ্র, অনাথ এবং বিদ্বান্‌দিগকে ঐশ্বর্য্য ইচ্ছা করিয়া করিবে। অর্থাৎ ঐ সকল ব্যক্তিকে দান করিলে ঐশ্বর্য্য-প্রাপ্তি হয়। যাহারা কোন দাতব্যশ্রেষ্ঠ দান না করে, তাহারা পরভাগ্যোপ-জীবী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। বিশিষ্ট ব্যক্তি-গণকে যাহা দান করে, এবং যাহা প্রতিদিন হোম করে, সেই ধনই ধন বলিয়া গ্রাহ্য। যাহা দান অথবা হোমকার্য্যে না লাগে, সে ধন নিজের নয়, পরের গচ্ছিত ধন, সে ব্যক্তি রক্ষকমাত্র। দিবসের চতুর্থভাগে স্নানের নিমিত্ত মৃত্তিকা আহরণ করিবে। তিল, পুষ্প এবং কুশ প্রভৃতি দ্রব্যজাত ঐ চতুর্থভাগে আহরণ করিবে, এবং নদী প্রভৃতির জলে (মধ্যাহ্ন) স্নান করিবে;—স্নান তিন প্রকার বলিয়াছেন। নিত্য, যাহা প্রতিদিন করিয়া থাকে; নৈমিত্তিক, যাহা সূর্য্যগ্রহণ কিম্বা চন্দ্রগ্রহণ প্রভৃতির নিমিত্ত কর্ত্তব্য, এবং কাম্য, স্বর্গাদি কামনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য। নিত্য স্নানও তিন প্রকার, যে স্নান দ্বারা শারীরিক মলসমূহ ধৌত হয়, উহার নাম মলাপহরণ স্নান; তাহার পর জলে সঙ্কল্প করিয়া মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক যে স্নান উহা দ্বিতীয়; উত্তর সন্ধ্যা দ্বারা মার্জ্জনস্নান; এই স্নান তিন প্রকার হইল। জলমধ্যে মার্জ্জন করিবে, প্রাণায়াম জলে কিংবা স্থলে করিবে; তদনন্তর সূর্য্যোপস্থান করিয়া গায়ত্রী জপ করিবে; এই সন্ধ্যার উপ-সনা জানিবে। যে গায়ত্রীর সবিতা (সূর্য্য) দেবতা। তিন প্রকার ঋষি হইতেছেন, মুখ-স্বরূপ, বিশ্বামিত্র ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ, এ নিমিত্ত উঁহার নাম সাবিত্রী বলিয়া অভিলাষ বিশেষণ

দিয়া থাকেন। দিবসের পঞ্চমভাগে যথাযোগ্য বিভাগ করিবে। পিতৃগণের, দেবগণের, মনুষ্য-গণের এবং কীট পতঙ্গগণের বিভাগ করিয়া দিবে; ইহা দক্ষ ঋষি উপদেশ করিয়াছেন। দেবগণ, মনুষ্যগণ এবং কীট পতঙ্গগণ প্রতি-দিন গৃহস্থ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, এ নিমিত্ত গৃহস্থাশ্রম শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ এবং ভৈক্ষাশ্রমের উৎপত্তি স্থান গৃহস্থাশ্রম। গৃহস্থাশ্রম নষ্ট হইলে অন্য তিন আশ্রম এস্থানেই নষ্ট হয়; যেমত বৃক্ষের মূল হইতে স্কন্দ জন্মায়, স্কন্দ হইতে শাখা জন্মায়, শাখা হইতে পল্ল জন্মায়, সে বৃক্ষের যদি মূল নষ্ট হয়, তাহাতে স্কন্দ, শাখা এবং পল্লব সমস্তই বিনষ্ট হয়। সেই নিমিত্ত নিখিল যত্ন দ্বারা গৃহস্থাশ্রমীকে রক্ষা করিতে হইবে। রাজা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র কর্ত্তৃক গৃহস্থাশ্রমী সর্ব্বদা পূজনীয় ও মাননীয়। আতিথ্য প্রভৃতি কর্ম্মযুক্ত যে গৃহস্থ, সেই গৃহস্থপদবাচ্য, গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বসিয়া থাকিয়া গৃহস্থ বলিয়া মান্য হয় না। গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্ম আতিথ্যাদিশূন্য হইয়া কেবল পুত্র দারাদি প্রতিপালন করিলেই গৃহস্থ বলিয়া মান্য হয় না; স্নান, হোম, গায়ত্রীজপ এবং অন্নদান, এ সকল কার্য্য না করিলে গৃহী দেব, পিতৃ, মনুষ্য এবং ভূতগণের নিকট ঋণ গ্রস্থ হইয়া নরকস্থ হয়। যে একাকীই অন্ন ভোজন করে, আর যে অপর পাঁচজনকে সঙ্গে করিয়া খায়, এতদু-ভয়ের মধ্যে এক ব্যক্তি কেবল অন্ন গ্রাস করে, অন্য ব্যক্তি অন্ন স্বয়ং আহার করায়। যে গৃহস্থ নিত্য অতিথি প্রভৃতিকে বিভাগ করিয়া দিতে ভাল বাসে, ক্ষমাশীল, দয়ালু, এবং দেবতা ও অতিথিগণের ভক্ত, সে ব্যক্তিই ধার্ম্মিক গৃহস্থ। দয়া, লজ্জা, ক্ষমা, শ্রদ্ধা, যোগাভ্যাস এবং কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি গুণ যাহার আছে, সে ব্যক্তিই প্রধান গৃহস্থ, সেই নিমিত্ত অতিথি প্রভৃতিকে বিভাগ করিয়া দিয়া অবশিষ্ট যাহা থাকিবে তাহাই ভোজন করিবে। ভোজনানন্তর স্বচ্ছন্দে উপবেশন করিয়া, ভুক্ত অন্ন ব্যঞ্জনাদি সমস্ত পরিপাক করিবে, তদনন্তর ইতিহাস পাঠ এবং পুরাণ গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া দিবসের ষষ্ঠ ভাগ এবং সপ্তম ভাগ যাপন করিবে। দিবসের অষ্টম ভাগে লৌকিক কার্য্য করিয়া সায়ং কাল উপস্থিত হইলে পুনর্ব্বার সায়ং সন্ধ্যা করিবে, তদনন্তর সাগ্নিক গৃহস্থ সায়ংকালীন হোম করিয়া রাত্রি দেড় প্রহরের মধ্যে ভোজন করত গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। এইরূপ নির্দ্দিষ্ট সময়ে কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া পরে কিঞ্চিৎ বেদ অধ্যয়ণ করিবে, প্রদোষের পর, দুই প্রহর কাল বেদ অধ্যয়ণ করিয়া যাপন করিবে। তাহার শেষ কাল যে ব্যক্তি নিদ্রা যায়, সে ব্যক্তি ব্রহ্মত্ব পাইবার যোগ্য পাত্র। নৈমিত্তিক কিম্বা কাম্য কর্ম্ম যখন যেরূপ উপস্থিত হইবে, তখনই সেইরূপ ভাবে নির্ব্বাহ করিবে, সুস্থকাল প্রতীক্ষা করিবে না। এই কালেই মরিতে হইবে (শরীর ক্ষণভঙ্গুর) অতএব কর্ম্মভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া মনুষ্যগণের উচিত কর্ম্ম করিয়া মনুষ্যদেহের সার্থকতা সম্পাদন করা তদ্বিষয়ে আলস্য কর্ত্তব্য নহে। সেই হেতু মনুষ্য সুখ ইচ্ছা করিয়া সর্ব্ব কার্য্য বিষয়ে যত্ন-বান্ হইবে, সকল কার্য্য বিষয়ে মধ্যম প্রহরদ্বয় প্রশস্ত হোমাবশিষ্ট যে ঘৃত, তাহাই ভোজন করিবে। যথাকালে ভোজন কিম্বা শয়ন করিলে ব্রাহ্মণ অবসন্ন হয় না।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

গৃহস্থের নয়টি অমৃত ঐ নয়টি সুধা, শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিতেছি। গৃহস্থের নয়টি কর্ম্ম ও নয়টি বিকর্ম্ম, গুপ্তকার্য্য নয়টি, প্রকাশ্য কার্য্য নয়টি, সফল কার্য্য নয়টি, নিষ্ফল কার্য্যও নটি এবং নটি বস্তু সর্ব্বদা অদেয় নটি, নটি, করিয়া যে নয়টি নির্দ্দিষ্ট হইল, ঐ নটি গৃহী ব্যক্তি-গণের উন্নতিকারক জানিবে। যে নটি সুধা বস্তু তাহা বলিতেছি (শ্রবণ কর) বিশিষ্ট ব্যক্তি গৃহস্থের গৃহে আগমন করিলে [illegible]র, মন, চক্ষু, মুখ এবং বাক্য এই চারিটি সুপ্রসন্নরূপে দিবে; তদনন্তর প্রত্যুত্থান করা, এ স্থানে আগমন করুন বলা, স্বাগত জিজ্ঞাসা করা, মিষ্টালাপ করা, ভোজনাদি দ্বারা সেবা করা, গমন কালে অনুগমন করা,—এই নটি কার্য্য যত্নপূর্ব্বক করিবে। অষ্টবিধ অন্ন দান বলিতেছি বসিবার স্থান, পাদপ্রক্ষালনের জল, বসিবার নিমিত্ত কুশা-

সন, পাদপ্রক্ষালন করা, অভ্যঙ্গনিমিত্ত তৈল দান, গৃহে স্থান দান, শয়ন নিমিত্ত শয্যা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া, যথাশক্তি খাদ্যবস্তু প্রদান, অতিথি ব্যক্তির ভোজন না হইলে গৃহস্থ স্বয়ং ভোজন করিবে না, অতিথির ভোজন হইলে আচমননিমিত্ত মৃত্তিকা এবং জল প্রদান করিবে, এই নটি কার্য্য গৃহস্থ সর্ব্বদা করিবে। সন্ধ্যা, স্নান, জপ, হোম, বেদপাঠ, দেবপূজা, বলিবৈশ্য, অতিথিসেবা, পিতৃলোক, দেবগণ, মনুষ্যগণ, দরিদ্র ব্যক্তি, অনাথ ব্যক্তি, তপস্বীগণ, মাতা, পিতা এবং অন্যান্য গুরুজনের যথাযোগ্য বিভাগ করিয়া দেওয়া, এই নটি গৃহস্থের নিত্য কর্ত্তব্য কার্য্য। ইহা যে গৃহস্থ করিয়া থাকে, ইহকালে কীর্ত্তিলাভ এবং ধর্ম্মলাভ হয়। এই নটি কর্ম্ম, বিকর্ম্ম যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। (বিকর্ম্ম যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে) মিথ্যাবাক্যপ্রয়োগ, পরস্ত্রীগমন, অভক্ষ্য বস্তু (গোমাংস প্রভৃতি) ভক্ষণ, অগম্য (চণ্ডালী প্রভৃতি) গমন, অপেয় (মদ্য প্রভৃতি) পান, চৌর্য্য, জীবহত্যা, অশাস্ত্রীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান, বন্ধুজন কর্ত্তব্য কার্য্য করা, এই নটি কার্য্য বিকর্ম্ম। ইহা সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিবে। মনুষ্যের পরমায়ু, ধন, গৃহছিদ্র, (সংসারমধ্যে কোন দুর্ঘটনা হওয়া) পরস্পরের মন্ত্রণা, মৈথুন, ঔষধ, তপস্যা, দান, (লোকের নিকট) সসম্মান প্রাপ্তি এই নয়টী গৃহস্থের গোপনীয় কার্য্য। এই নয়টি যত্নসহকারে গোপন করিবে। পরমায়ু প্রকাশ করিলে যদ্যপি অল্প পরমায়ু হয় এবং দুষ্টলোকের নিকট ধনাদি থাকে সে ব্যক্তি ঐ ধনাদি বস্তু প্রত্যর্পণের অভিলাষ করে না। বিবেচনা করে, এ ব্যক্তি মরিলেই ঐ ধন আমার হইবে। এইরূপ অন্য কয়টীর উদাহরণ সুধীগণ বিবেচনা করিয়া দেখিতে পাইবেন)। আরোগ্য, ঋণ শোধ, দান, অধ্যয়ন, নিজ বস্তুবিক্রয়, কন্যাদান, বৃষোৎসর্গ, বহু লোকের অজ্ঞাত যে পাপ এবং লোকের নিকট নিন্দনীয় না হওয়ায়, গৃহস্থগণের এই নয়টী কার্য্য প্রকাশ্য কর্ম্ম। মাতা, পিতা, অন্যান্য গুরুজন, বন্ধুগণ বিনীত ব্যক্তি, উপকারী ব্যক্তি, দরিদ্র মনুষ্য, অনাথ ব্যক্তি এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিকে যে দান করা তাহা সফল জানিবে। ধূর্ত্ত, স্তুতিবাদক, মূর্খ, অনভিজ্ঞ চিকিৎসক, কিতব, বঞ্চক, চাটুকার, চারণ এবং চোরগণ ইহাদিগকে দান করিলে ফল হয় না, ঐদান বিফল। যাচ্ঞালব্ধ, গচ্ছিত, বন্ধকী, স্ত্রী, স্ত্রীধন, নিক্ষেপ, উত্তরাধিকার সূত্রে গৃহে আগত ধন সর্ব্বস্ব এবং সাধারণ সম্পত্তি বংশ থাকিলে এই নয় বস্তু আপৎকালেও দান করিবে না। যে মূঢ়াত্মা মনুষ্য দান করে, সে প্রায়শ্চিত্তার্হ। নব নবকবেত্তা অনুষ্ঠানপরায়ণ মনুষ্যকে লক্ষ্মী ইহলোকে এবং পরলোকেও ত্যাগ করেন না। সুখাভিলাষী ব্যক্তি পরকেও আপনার মত দেখিবে, কেন না সুখ এবং দুঃখ আপন এবং পর উভয়েরই তুল্য। পরের সুখ বা দুঃখ যাহা কিছু করিবে, পশ্চাৎ সেই সমস্তই আপনাকে ভোগ করিতে হয়। ক্লেশ ব্যতীত দ্রব্য লাভ হয় না, দ্রব্য না থাকিলে কর্ম্মানুষ্ঠান অসম্ভব। কর্ম্ম না করিলে ধর্ম্ম হয় না। ধর্ম্মহীন ব্যক্তির সুখলাভ সুদূরপরাহত। সকলেই সুখ অভিলাষ করে, অথচ সুখ ধর্ম্মের ফল, অতএব সর্ব্বদা সকল বর্ণ যত্নসহকারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। ন্যায়োপার্জ্জিত ধন দ্বারা পারলৌকিক কর্ম্ম কর্ত্তব্য। বিধি অনুসারে বিশেষ কাল এবং পুণ্যবান পাত্রে দান করা উচিত। দান করিলে যথাক্রমে সম, দ্বিগুণ সহস্র এবং অনন্ত ফল হইয়া থাকে। হিংসা করিলেও তদ্রূপ। ব্রাহ্মণকে দান করিলে সমফল হয়, ব্রুব ব্রাহ্মণকে দান করিলে দ্বিগুণ ফল হয়; আচার্য্য ব্রাহ্মণে সহস্র এবং বেদপারগ ব্রাহ্মণকে দান করিলে অনন্তগুণফল লাভ হয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, হিংসাতেও ঐরূপ ফল হয়। যে ব্যক্তি বিধিবর্জ্জিত পাত্রে ধনাদি দান করে, তাহার সেই প্রদত্ত বস্তুই যে বিনষ্ট হয়, এমত নহে; কিন্তু অবশিষ্ট পুণ্যও বিনষ্ট হয়। যে ব্যক্তি পিতৃদ্বারের জন্য কিম্বা পরিবার প্রতিপালনার্থ যাচ্ঞা করে, অন্বেষণ করিয়া তাহাকেই দান করিবে, অন্যথা ফল হইবে না। যে ব্যক্তি পিতৃমাতৃহীন লোককে উপনয়নাদি সংস্কার ও বিবাহ প্রভৃতির দ্বারায় যজ্ঞ করে, ইহলোকে তাহার অসংখ্য পুণ্য। পুরুষ

ব্রাহ্মণকে বজায় রাখিলে যে ফললাভ করে, তাহা অগ্নিহোত্র বা অগ্নিষ্টোমের অনুষ্ঠানে লাভ করিতে পারে না। জগতে যে যে বস্তু অত্যন্ত বাঞ্ছিত এবং যে বস্তু গৃহের প্রিয়; সেই সেই বস্তু গুণবান পাত্রে দান করিবে তাহাতে ঐ ব্যক্তির ঐ সকল বস্তুর প্রতি অক্ষয় ইচ্ছা পূর্ণ হয়।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

পুরুষদিগের ভার্য্যা গৃহস্থাশ্রমের মূল, যদি পুরুষের ঐ ভার্য্যা বশবর্ত্তিনী হয়, তাহা হইলে গৃহাশ্রমের তুলনা নাই। যদি পত্নী বশবর্ত্তিনী হয়, তাহা হইলে পুরুষ পত্নীর সহিত ধর্ম্ম, অর্থ এবং কাম এই ত্রিবর্গের ফল ভোগ করে। যদি পুরুষের স্ত্রী যথেচ্ছাচারকারিণী হয় কিন্তু (অত্যন্ত স্ত্রৈণতাহেতু) তাহাকে স্নেহবশতঃ নিবারণ করা না হয়; পশ্চাৎ সেই স্ত্রী অবশ হইয়া উঠে, যেমত ব্যাধি প্রথমে উপেক্ষিত হইলে পর, পশ্চাৎ বিশেষ ক্লেশদায়ক হয়; তদ্রূপ যে স্ত্রী স্বামীর অনুকুলতাচরণ করে, ও বাক্য দোষ রহিত, কার্য্যদক্ষ, সতী, মিষ্টভাষিণী আপনা-আপনিই ধর্ম্ম রক্ষা করে এবং পতিভক্তিমতী. সে স্ত্রী মনুষ্য নয় দেবতা সদৃশী। যে পুরুষের পত্নী বশবর্ত্তিনী, তাহার ইহলোকেই স্বর্গভোগ হয় এবং যে পুরুষের পত্নী অবশ তাহার ইহলোকেই নরকভোগ হয়, এ কথায় সংশয় নাই। স্বর্গেও এইটি দুর্ল্লভ। স্ত্রীপুরুষের পরস্পর অনুরাগ থাকা, স্ত্রীপুরুষের মধ্যে স্ত্রী কিংবা পুরুষ একজন হয়ত অনুরাগযুক্ত ও আর একজন হয়ত বিরক্তি যুক্ত, ইহা অপেক্ষা কষ্টজনক ব্যাপার কি আছে। গৃহস্থাশ্রমে বাস করা কেবল সুখের নিমিত্ত, কিন্তু গৃহস্থাশ্রমে পত্নীই সুখের মূল, যে স্ত্রী বিনয়যুক্তা, মনোগত ভাব বুঝিতে পারে এবং বশতাপন্ন, সেই স্ত্রী যথার্থ পত্নী শব্দে বাচ্য। (স্ত্রীলোকের যে সকল গুণের কথা উক্ত হইল) ইহার অন্ত স্বভাব হইলে, স্ত্রীলোক কেবল দুঃখ ভোগ করে, সর্ব্বদা খেদযুক্ত হয়, পুরুষের স্ত্রী যদি প্রতিকুলকারিণী হয়, তাহাতে পরস্পর চিত্তের অনৈক্যতা হইতে থাকে, বিশেষতঃ যদি পুরুষের দুই পত্নী হয়, তাহাতে পরস্পর চিত্তের অনৈক্য সর্ব্বদাই হয়। স্ত্রী সকল জলৌকার তুল্য, অলঙ্কার, বস্ত্র এবং অন্ন প্রভৃতি দ্বারা উত্তমরূপে প্রতিপালিত হইলেও সর্ব্বদাই পুরুষগণের রক্ত শোষণ করে। সেই ক্ষুদ্র জলৌকা মনুষ্যের কেবল রক্ত শোষণ করে, কিন্তু স্ত্রীরূপ জলৌকা পুরুষের রক্ত, ধন, (শরীরের মাংস) বীর্য্য, বল এবং সুখ সকলি শোষণ করে। অর্থাৎ স্ত্রীলোক পুরুষকে একদণ্ডও স্বচ্ছন্দে থাকিতে দেয় না)। যখন পরস্পরের অল্প বয়স থাকে, তখন স্ত্রীলোক সর্ব্বদা শঙ্কাযুক্ত থাকে, যখন পরস্পরের যৌবনকাল উপস্থিত হয় তখন স্বামীর প্রতি অনুরাগিণী হয় না অর্থাৎ ইচ্ছামত চলে না। যখন স্বামী বৃদ্ধ হইয়া পড়ে, তখন তাহাকে ভৃত্যের ন্যায় তুচ্ছতাচ্ছল্য করে। যে স্ত্রী পতির বশতাপন্ন, বাক্যদোষ শূন্য, কর্ম্মদক্ষ সতী এবং পতিব্রতা, এই সকল গুণ যে স্ত্রীলোকের আছে, সেই স্ত্রী নিশ্চয়ই লক্ষ্মীস্বরূপ। যে স্ত্রীলোক সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্ত, গৃহোপকরণ দ্রব্যসমূহের অবস্থান, এবং পরিমাণ বিষয়ে অভিজ্ঞ, অনবরত স্বামীর প্রীতিকর কার্য্য করে, সে স্ত্রীই স্ত্রীপদবাচ্য, এ সকল গুণ যাহার নাই, সে কেবল শরীর ক্ষয়কারিণী জরা স্বরূপ। যে গৃহস্থের শিষ্য পত্নী বালক সন্তান ভ্রাতা প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র ভৃত্য এবং আশ্রিতগণ এই সকল নিয়মযুক্ত হয়, তাহার ইহলোকে গৌরব থাকে। পুরুষের প্রথম বিবাহিতা যে স্ত্রী সেই ধর্ম্মপত্নী দ্বিতীয় বিবাহিতা স্ত্রী কেবল সম্ভোগ নিমিত্ত হয় দ্বিতীয় বিবাহিতা পত্নীতে কেবল দৃষ্ট ফল জন্মে অদৃষ্ট ফল ধর্ম্ম প্রভৃতি কিছুই হয় না। প্রথম বিবাহিতা স্ত্রী যদ্যপি দোষ শূন্য হয়, তাহাকেই ধর্ম্ম পত্নী বলা যায় যদি তাহার দোষ থাকে, দ্বিতীয় বিবাহিতা পত্নী যদি গুণবতী হয়, দ্বিতীয় বিবাহ করাতে কোন দোষ হইবে না। কোন পুরুষ যদ্যপি দোষশূন্যা পতিতা নহে এতাদৃশ পত্নীকে যৌবনাবস্থায় ত্যাগ করে সে পুরুষ জীবন অবসানে স্ত্রীলোক হইবে এবং বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হইবে। দরিদ্র কিম্বা

রোগী পতিকে যে স্ত্রী অবজ্ঞা করে সে জন্মান্তরে কুকুরী, গৃধ্রী এবং মকরী হইয়া পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিবে। ভর্ত্তার মৃত্যু হইলে যে স্ত্রী স্বামীর চিতা আরোহণ করে, সেই স্ত্রী সদাচারসম্পন্না হইবে এবং স্বর্গে দেবগণের পূজ্য হইবে। ব্যালগ্রাহী (সাপুড়িয়া) যেমত গর্ত্ত হইতে বলদ্বারা সর্পগণকে উদ্ধার করে, সেইরূপ পতিসহগামিনী স্ত্রী পতি যদ্যপি নরকস্থ থাকে, তাহাকেও নিজপুণ্যবলে উদ্ধার করিয়া পতির সহিত (স্বর্গলোকে) সহর্ষে কাল যাপন করে। (ইহার পরবর্ত্তী শ্লোকার্দ্ধ স্থানান্তরীয় বলিয়া উপেক্ষিত হইল)।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

যে কার্য্য শৌচ এবং যে কার্য্য অশৌচ, তাহা উক্ত হইয়াছে। পণ্ডিতগণ যাহা শৌচ, তাহা করিবে এবং যাহা অশৌচ, তাহা পরিত্যাগ করিবে, (দক্ষঋষি কহিতেছেন) আমি হিতেচ্ছু হইয়া, শৌচ এবং অশৌচ, সম্বন্ধে বিশেষ কিঞ্চিৎ বলিতেছি, (শ্রবণ কর)। শৌচ বিষয়ে সর্ব্বদা যত্ন কর্ত্তব্য, দ্বিজগণের পক্ষে শৌচই সকল ধর্ম্ম কর্ম্মের মূল, শৌচাচাররহিত দ্বিজগণের সমস্ত কার্য্য নিষ্ফল হয়, অর্থাৎ শৌচাচার বিহীন হইয়া যে কিছু ধর্ম্ম কার্য্য করিবে, তাহাতে কোন ফলোদয় হইবে না। শৌচ দুই প্রকার, বাহ্যিক এবং আন্তরিক। মৃত্তিকা এবং জল দ্বারা বাহ্যিক শৌচ হয়। ভাবশুদ্ধি আন্তরিক শৌচ, অশৌচ হইতে বাহ্যিক শৌচ শ্রেষ্ঠ, বাহ্যিক শৌচ হইতে আন্তরিক শৌচ শ্রেষ্ঠ। বাহ্য এবং আন্তরিক শৌচ যাহার আছে, সে ব্যক্তিই শুচি, কিন্তু যাহার আন্তরিক শৌচ নাই, অথচ বাহ্যিক শৌচ করে, সে ব্যক্তি অত্যন্ত অশুদ্ধ। বাহ্য শৌচকার্য্যের নিয়মাবলী বলিতেছি। প্রথমতঃ মলত্যাগ বিষয়ে যেরূপ কর্ত্তব্য, তাহা শ্রবণ কর। একবার লিঙ্গদেশে, পায়ুদেশে তিনবার, বাম হস্তে দশবার, উভয় হস্তে সাত বার, দুই চরণে তিনবার, তিন বার মৃত্তিকা দিবে। এই উক্ত শৌচ গৃহস্থগণের পক্ষে, অন্য তিন আশ্রমীর যাহা কর্ত্তব্য, তাহা যথাক্রমে (বলিতেছি;) ব্রহ্মচারিগণের উক্ত শৌচের দ্বিগুণ, বানপ্রস্থগণের উহার ত্রিগুণ, যতিগণের উহার চতুর্গুণ জানিবে। পায়ুদেশে যে তিনবার মৃত্তিকা দানের কথা হইয়াছে, তাহার প্রথমবারে মৃত্তিকা অর্দ্ধপ্রসৃতি পরিমিত দ্বিতীয় তৃতীয়বারের মৃত্তিকা তাহার অর্দ্ধ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

যে পরিমিত মৃত্তিকাদ্বারা অঙ্গুলীর তিন পর্ব্ব পূর্ণ হয়, তাবৎ পরিমিত মৃত্তিকা দ্বারা লিঙ্গদেশ শুদ্ধ করিবে, উক্ত পরিমাণ গৃহস্থের পক্ষে; ইহার দ্বিগুণ পরিমাণ ব্রহ্মচারীগণের পক্ষে, ইহার ত্রিগুণ পরিমাণ বানপ্রস্থগণের ইহার চতুর্গুণ পরিমাণ যতিগণের পক্ষে (জানিবে।) যে পর্য্যন্ত মৃত্তিকা লেপ ক্ষয় না হয়, সেই পর্য্যন্ত জল দ্বারা প্রক্ষালন করিবে। মৃত্তিকা এবং জল দ্বারা শুদ্ধি হয়, অন্য কোন ক্লেশ নাই অর্থ ব্যয়ও নাই (অতএব শৌচ বিষয়ে যত্ন করা উচিত।) যাহার শৌচ বিষয়ে মনোযোগ নাই, তাহার চিত্তবৃত্তি পরীক্ষিত হইয়াছে অর্থাৎ তাহার ধর্ম্ম কার্য্যে প্রবৃত্তি নাই, ইহা বোধগম্য হয়। যে শৌচ উক্ত হইল, ইহা দিবাভাগে কর্ত্তব্য, রাত্রিকালে তাহা অন্য প্রকারে কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণের আপদ্‌কালে একরূপ এবং সুস্থকালে অন্য একরূপ শৌচ। দিবাভাগে যে শৌচ উক্ত হইল, তাহার অর্দ্ধ শৌচ রাত্রিকালে করিলে শুদ্ধ হইবে। রোগী ব্যক্তির পক্ষে রাত্রিবিহিত শৌচের অর্দ্ধ অর্থাৎ দিবাশৌচের একপাদ করিলেই শুদ্ধ হইবে, বিদেশ গমনকালে, পথিমধ্যে আতুরের একপাদ শৌচ, তাহার অর্দ্ধ করিলে শুদ্ধ হইবে। যে সময়ে এবং স্থানে যে পরিমাণে শৌচ উক্ত হইল, ইহার অল্প কিম্বা অধিক করিতে নাই, ন্যূন কিংবা অধিক শৌচ করিলে শুদ্ধ হয় না, যদ্যপি বিধি লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্তের যোগ্য হইতে হয়।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

(সপিণ্ড জ্ঞাতি প্রভৃতির) জন্ম এবং মরণ জন্য যে অশৌচ হয়, তাহা এবং যাবজ্জীবন অশৌচের কথা যথাবিধি আনুপূর্ব্বীক্রমে বলিতেছি। সদ্যঃ এক দিবস, দুইদিবস তিনদিবস, চারি দিবস, দশদিবস দ্বাদশদিবস, পঞ্চদশদিবস, একমাস এবং মরণান্ত অশৌচের এই দশবিধ কাল যথাক্রমে ইহা সম্পূর্ণ রূপে বলিব। ষড়ঙ্গযুক্ত সকল্প এবং সরহস্য বেদশাস্ত্র গ্রন্থের ব্যাখ্যার সহিত যে ব্যক্তি অবগত এবং যে ব্যক্তি বেদোক্ত কর্ম্ম কাণ্ড করিয়া থাকে, তাহার অশৌচ হয় না, নৃপতি, পুরোহিত, শিষ্য ও বালকগণের সদ্যঃ শৌচ; দেশান্তর মরণে এক বৎসর গতে সদ্যঃ শৌচ ব্রতী এবং সত্রীদিগেরও সদ্যঃ শৌচ বিহিত। যে ব্যক্তি অগ্নি ও স্বাধ্যায়সম্পন্ন, তাহার এক দিন অশৌচ; আর তদপেক্ষা অপকৃষ্ট, অপকৃষ্টতর এবং অপকৃষ্টতম ব্যক্তিগণের যথাক্রমে দুই দিন, তিন দিন এবং চারি দিন অশৌচ হইবে। যে ব্যক্তি জাতিমাত্রে ব্রাহ্মণ, তাহার দশাহে, ঐরূপ ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশাহে, ঐরূপ বৈশ্যের, পঞ্চ দশাহে এবং শূদ্রের এক মাসে শুদ্ধি হইয়া থাকে। যাহারা স্নান, হোম এবং দান না করিয়া, ভোজন করে, এইরূপ সকলের চিরদিন অশৌচ থাকে। রোগী, কৃপণ, ঋণগ্রস্ত, ক্রিয়াহীন, মূর্খ, স্ত্রৈণ, ব্যসনাসক্ত চিত্ত সর্ব্বদা পরাধীন; এবং যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান না করে, তাহার যাবজ্জীবন অশৌচ। তাহাদিগের কাদাচিৎকে অশৌচ নাই। এইরূপ গুণানুসারে অশৌচ নির্দ্দেশ করা হইল। জননাশৌচ মরণাশৌচ, বা মরণাশৌচ—জননাশৌচ, এই অশৌচ একত্র হইলে, মরণাশৌচের দ্বারা শুদ্ধি হয়। দান, প্রতিগ্রহ, হোম এবং বেদপাঠ অশৌচে নিষিদ্ধ। ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ দশ দিনের পর শুদ্ধি লাভ করে। তখন বিধিপূর্ব্বক দান করা উচিত; কেননা দানই লোককে অমঙ্গল হইতে পরিত্রাণ করে। মরণাশৌচের মধ্যে মরণাশৌচ হইলে বা জননাশৌচের মধ্যে জননাশৌচ হইলে, এই সঙ্কীর্ণ অশৌচের পূর্ব্বাশৌচ দ্বারা শুদ্ধি জানিবে। উভয় অশৌচেই অশৌচ কালে, অশৌচী বংশের অন্নভোজন করিবে না। দ্বিজগণ চতুর্থ দিনে অস্থি-সঞ্চয়ন করিবে। তাহার পর তাহাদিগের অঙ্গস্পৃশ্যত্ব অশৌচ দূর হইবে। যদি এক পতির অনুলোমক্রমে চারি ভার্য্যা হয়, তাহা হইলে সেই পতির ঐ সকল স্ত্রীর সন্তান উৎপত্তিতে দশ দিন, ছয় দিন, তিন দিন, এবং এক দিন অশৌচ হইবে। যজ্ঞকালে, আরব্ধ বিবাহে, দেশবিপ্লবে, এবং হোমারম্ভ করিলে জনন মরণে অশৌচ হইবে না। এই সকল অশৌচ সুস্থ ব্যক্তির পক্ষেই কীর্ত্তিত হইল। আপদগত ব্যক্তির আর অশৌচ নাই।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

যাহার দ্বারা জগৎ বশ করা যায়, যাহার দ্বারা আত্মা বশীভূত হয়, যাহার দ্বারা ইন্দ্রিয় জয় হয়; সেই যোগের কথা বলিতেছি;— প্রাণায়াম, ধ্যান, প্রত্যাহার, ধারণা, তর্ক এবং সমাধি যোগের এই ছয়টী অঙ্গ বলিয়া কথিত হইয়াছে। অরণ্য সেবনে, অনেক গ্রন্থ চিন্তনে, ব্রত যজ্ঞ বা তপস্যা দ্বারা যোগসিদ্ধি হয় না; অর্থাৎ ভোজনে বা নাসাগ্র দর্শনেও যোগসিদ্ধি হয় না। ফল কথা শাস্ত্রাতিরিক্ত অশৌচে কখনই যোগ হইতে পারে না। মৌন মন্ত্র, ও নানাবিধ কুহকের দ্বারাও যোগসিদ্ধি হয় না। তবে যাহারা লোক যাত্রা হইতে বিযুক্ত, যোগাভ্যাসে দৃঢ় সাধক, যোগে কৃতনিশ্চয়, তাহাদিগেরই বহু পুণ্য ফলে, ভূয়োভূয়ো সংসার নির্ব্বেদে যোগসিদ্ধি হয়; অন্য কোন রূপে হয় না। আত্মচিন্তা রূপ আমোদ প্রমোদে শাস্ত্রোক্ত শৌচের ক্রীড়নকে এবং সর্ব্ব ভূতের প্রতি সমজ্ঞানে যোগসিদ্ধি হয়। অন্য কোন রূপে হয় না। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা আত্মরত, আত্মক্রিয়াপরায়ণ, আত্মনিষ্ঠ, অকাতর সর্ব্বদাই আত্মধ্যানপরায়ণ, স্বয়ংতুষ্ট, আত্মতৃপ্ত এবং অনন্যচিত্ত, তাহারই যোগসিদ্ধি হইয়া থাকে। নিদ্রিত অবস্থাতেও যোগযুক্ত

থাকিবে; জাগ্রৎ অবস্থাতেতো থাকিবেই। যাহার চেষ্টা এইরূপ, সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ব্রহ্মবাদীগণের মধ্যে গরীয়ান। যে ব্যক্তি আত্মভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু দেখিতে না পায়, সে ব্রহ্মস্বরূপ; ইহা দক্ষের মত। যে ব্যক্তির চিত্ত বিষাসক্ত, সে মোক্ষলাভ করিতে পারে না। অতএব যোগী যত্ন পূর্ব্বক বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করিবে। কেহ কেহ বলে, বিষয় এবং ইন্দ্রিয়ের সংযোগের নামই যোগ, সেই সকল অপণ্ডিত ব্যক্তি অধর্ম্মকে ধর্ম্মরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে। অপরে বলে, আত্মা এবং মনের সংযোগের নামই যোগ। ইহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূর্খ এবং কেবল যোগবঞ্চিত। মনকে বৃত্তিহীন করিয়া, জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত মিলিত করিলে মুক্তি লাভ করিবে; ইহাই প্রধান যোগ। অনুরাগ, মোহ, বিক্ষেপ, লজ্জা এবং আশঙ্কাদি চিত্তের ব্যাপার বলিয়া কথিত। ইহাদিগকে জয় করিয়া বশীভূত করিবে। যে ব্যক্তি পঞ্চ গ্রাম্য কুটুম্বের সহিত প্রধানতর ষষ্ঠ ব্যক্তিকে জয় করিয়াছে; অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন যাহার বশীভূত, সে ব্যক্তি সুরাসুর মনুষ্যগণের অজেয়। বলপূর্ব্বক পররাজ্য গ্রহণ করিলেই বীর বলিয়া খ্যাতি হয় না। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সমূহ জয় করিয়াছে, সেই, পণ্ডিতগণের নিকট বীর বলিয়া পরিচিত। বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয় সকলকে অন্তর্ম্মুখ করিয়া মনে ও মনকে জীবাত্মাতে নিয়োজিত করিবে। সর্ব্বাবস্থা বিনির্ম্মুক্ত হইয়া ঐ জীবত্মাকে পরমাত্মার সহিত মিলিত করিবে;—ইহাই ধ্যান, ইহাই যোগ;—অবশিষ্ট যা কিছু, তৎসমস্ত গ্রন্থ বাহুল্য মাত্র। বিষয়ভোগ পরিত্যাগ করিয়া আত্মশক্তিরূপে মনের স্থিরতার নামই, সমাধি। স্থূল দেহ, সূক্ষ্ম দেহ, জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগে যে পদলাভ হয়, তাহা অনিত্য; কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মারযোগে যে পদ লাভ করা যায়, তাহা অক্ষয় এবং চিরস্থায়ী। যাহা কাহারও নাই, তাহা আছে বলিলে বিরোধ হয়। অতএব অন্যের হৃদয়ে তাহা থাকিতে পারে না। ব্রহ্ম কুমারী মৈথুনের ন্যায় মাত্র নিজেরই বিজ্ঞেয়। যে ব্যক্তি যোগী নহে, সে জন্মান্ধ ব্যক্তির পক্ষে ঘটাদির ন্যায় ব্রহ্মকে জানিতে পারে না। নিত্য যোগাভ্যাসী ব্যক্তি ব্রহ্মকে অবগত হইতে পারে। সেই সনাতন পরম ব্রহ্ম অতি সূক্ষ্ম বলিয়া অনির্দ্দেশ্য। পণ্ডিত ব্যক্তি চিত্তের আলোচনার ন্যায় ব্রহ্মকে এক ভাবে অবগত হন, স্ত্রীলোক এবং মূর্খ লোক তাঁহাকে নানারূপে ভাবিয়া থাকে। অতিশয় সত্ত্বগুণসম্পন্ন দেবগণও বিষয়ের বশীভূত। প্রমত্ত অল্প সত্ত্বগুণযুক্ত মনুষ্যের কথা বলা বাহুল্য মাত্র; অতএব মনোমালিন্য ত্যাগ করিয়া দণ্ডধারণ করিবে। অন্যথা তাহা করিতে সমর্থ হয় না। কেবল বিষয়াভিভূত হয়, যেমন বায়ুজনিত জল তরঙ্গাঘাতে ক্ষণকালও স্থির থাকে না, চিত্তও তদ্রূপ। অতএব কাহারও প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অনুচিত। অনেক মনুষ্যই ত্রিদণ্ডধারণচ্ছলে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ না হইলে, ত্রিদণ্ড ধারণের উপযুক্ত অধিকারী হয় না। সর্ব্বদা ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিবে। মৈথুন অষ্টবিধ;—স্মরণ, কীর্ত্তন, কেলি, দর্শন, গোপনে কথোপকথন, সংকল্প, অধ্যবসায় ও কার্য্য সমাপ্তি। পণ্ডিতগণ বলেন, মৈথুন, এই অষ্টাঙ্গ। ইহার চিন্তা করিবে না, ইহা বলিবে না এবং কখনই করিবে না। এইরূপে সুসম্পন্ন ব্যক্তি যতি হইতে পারে, অপরে পারে না। যে ব্যক্তি পরিব্রাজক হইয়া ধর্ম্মপালন না করে, রাজা তাহাকে শ্বপদচিহ্নে চিহ্নিত করিয়া শীঘ্র নির্ব্বাসিত করিবেন। এইরূপ এক ব্যক্তি ভিক্ষুক, দুই জন হইলে মিথুন, তিন জন হইলে গ্রাম, ইহার ঊর্দ্ধ হইলে নগর বলিয়া জানিবে। যতি-নগর গ্রাম বা মিথুন করিবে না। এই তিনটী কার্য্য করিলে, যতি স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হয়; কেননা দুই জন প্রভৃতি একত্র থাকিলে নিশ্চয়ই ভিক্ষাবার্ত্তা, রাজবার্ত্তা, স্নেহ, পৈশুন্যও মাৎসর্য্য হইয়া থাকে, যাহারা লাভ ও সম্মানের নিমিত্ত শাস্ত্র ব্যাখ্যা, শিষ্য সংগ্রহ ইত্যাদি নানাবিধ আড়ম্বর কুতপস্বিগণের মধ্যে প্রচলিত। ধ্যান, শৌচ, ভিক্ষা এবং সর্ব্বদা নির্জ্জন, বাস ভিক্ষুর—এই চারিটী কর্ত্তব্য কার্য্য পঞ্চম কার্য্য নহে। তপস্যা এবং জপের দ্বারা কৃশ, রোগী, বৃদ্ধ, গ্রহগ্রস্ত এবং বিকালে নিদ্রায় ভিক্ষু কোন গৃহস্থের

গৃহ আশ্রয় করিতে পারে; কিন্তু অরোগী যুবা ভিক্ষু গৃহে থাকিতে পারে না; যদি কখন থাকে, তাহা হইলে সেই স্থানকে দূষিত এবং পণ্ডিতগণকে পীড়িত করে। অরোগী যুবা ভিক্ষুক এইরূপ করিলে ব্রহ্মচর্য্য হইতে বিচ্যুত হয়, ব্রহ্মচর্য্যবিচ্যুত হইলে নিজ বংশকে অধঃপাতিত করে, ভিক্ষু আবসথে বাস করিবার সময় যদি মৈথুন সেবা করে, তাহা হইলে সেই আবসথস্বামী মূল বিচ্ছিন্ন হয়। যতি যাহার আশ্রমে মুহূর্ত্তকালও বিশ্রাম করে, তাহার অন্য ধর্ম্মে প্রয়োজন কি? সে তাহাতে কৃতার্থ হয়। গৃহস্থমরণকাল পর্য্যন্ত যে পাপরাশি সঞ্চয় করিয়াছে, যতি তাহার গৃহে এক রাত্রি বাস করিলেই তৎসমস্ত বিনষ্ট করিয়া দেন। যে ব্যক্তি যোগাশ্রমে পরিশ্রান্ত যতিকে ভোজন করায়, সচরাচর ত্রৈলোক্য বাসীকে ভোজন করাইলে যে ফল, তাহার সেই ফল হয়। যে দেশে ধ্যান-যোগবিচক্ষণ যোগী বাস করে, সে দেশও পবিত্র হয়, যতির বান্ধবগণ যে পবিত্র হয়, ইহা বলা বাহুল্য। দ্বৈত, অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, দ্বৈতাভাব এবং অদ্বৈতাভাব, এই চিন্তাই পারমার্থিক, ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইয়া অহং-জ্ঞান বা অন্য সম্বন্ধ জ্ঞান করিবে না। ঈদৃশ অবস্থা হইলে পরম পদ লাভ হয়। যাহারা দ্বৈতপক্ষে আস্থাসম্পন্ন, এবং যাহারা অদ্বৈত-বাদী, তাহাদিগের মধ্যে অদ্বৈতবাদীদিগের সুনিশ্চিত ধর্ম্ম বলিতেছি। যদি আত্মভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু দেখিতে পায়, তবেই শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং গ্রন্থরাশি শ্রবণ করিবে। এই যথা কথিত সকল আশ্রমের উত্তম ধর্ম্মঘটিত দক্ষশাস্ত্র যে ব্রাহ্মণগণ অধ্যয়ন করে, তাহারা দেবলোকে গমন করিয়া থাকে। যদি অধম ব্যক্তিও এই শাস্ত্র ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ বা শ্রবণ করে, সে পুত্রপৌত্র ও পশু ধনে সম্পন্ন হইয়া যশস্বী হয়। দ্বিজ শ্রাদ্ধকালে এই শাস্ত্র শ্রবণ করাইলে, সেই শ্রাদ্ধ অক্ষয় ফলজনক হয়, এবং পিতৃগণের নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে।

দক্ষ সংহিতা সমাপ্ত।

গৌতম-সংহিতা।

প্রথম অধ্যায়।

বেদ এবং বেদজ্ঞগণের স্মৃতি ও আচার এই তিনটি ধর্ম্মের মূল। ধর্ম্মের ব্যতিক্রম এবং মহৎদিগের সাহস দৃষ্ট হইয়া থাকে। দুইটী বিরুদ্ধমত সমান বলবান হইলে ঐ দুইয়ের মধ্যে একতরের আশ্রয় করিবে। ব্রাহ্মণের অষ্টম বা নবম বর্ষে উপনয়ন দিবে, ইচ্ছা করিলে পঞ্চম বর্ষেও দিতে পারে। গর্ভ হইতে বর্ষের গণনা করিবে। এই উপনয়ন দ্বিতীয় জন্ম। যাঁহা দ্বারা উপনয়ন সম্পন্ন হয়, তাঁহার নাম আচার্য্য; কারণ তিনি বেদ অধ্যয়ন করান। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের যথাক্রমে একাদশ এবং দ্বাদশ বৎসরে উপনয়ন দিবার বিধি। ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের সাবিত্রী অপতিত থাকে এবং ক্ষত্রিয়ের বাইশ বৎসর এবং বৈশ্যের চব্বিশ বৎসর পর্য্যন্ত সাবিত্রী পতিত হয় না। উপনয়ন সময়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের যথাক্রমে মৌঞ্জী, ধনুকের জ্যা এবং সূত্র নির্ম্মিত মেখলা বিহিত হইয়াছে। এইরূপ যথাক্রমে ঐ তিনজাতির পক্ষে উপনয়নের সময় কৃষ্ণসার, রুরু এবং ছাগের চর্ম্ম এবং শান, ক্ষৌম এবং চিরকূতপ বস্ত্রের ধারণ বিহিত হইয়াছে। পরন্তু সকলের পক্ষে কার্পাস বস্ত্র অনিষিদ্ধ, কেহ কেহ বলেন, ব্রাহ্মণের পক্ষে বৃক্ষ ত্বচ্‌নির্ম্মিত কাষায় বস্ত্র এবং বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যথাক্রমে ঐ জাতীয় মাঞ্জিষ্ঠ এবং হারিদ্র বস্ত্র বিহিত। ব্রাহ্মণের বিল্ব বা পলাশ কাষ্ঠের দণ্ড, আর অবশিষ্ট দুই জাতির যথাক্রমে অশ্বত্থ এবং পীলুনির্ম্মিত দণ্ড বিহিত। অথবা সকল জাতিই কোনরূপ যজ্ঞীয় বৃক্ষের সবল্কল কাষ্ঠদণ্ড ধারণ করিতে পারে। দণ্ডের পরিমাণ তিন জাতির যথাক্রমে মস্তক, ললাট এবং নাসার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত হইবে। ব্রাহ্মণ সর্ব্ব মুণ্ডন করিবে, ক্ষত্রিয় মস্তকে জটা রাখিবে এবং বৈশ্য শিখা রাখিবে। কোন দ্রব্য হস্তে করিয়া যদি উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করে, তাহা হইলে ঐ দ্রব্য মাটিতে না রাখিয়া আচমন করিবে, তাহাতেই ঐ দ্রব্য শুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে। তৈজস, মৃণ্ময় কাষ্ঠ এবং তন্তু-নির্ম্মিত বস্তু অশুদ্ধ হইলে যথাক্রমে মার্জ্জন, দাহন, ছেদন এবং প্রক্ষালন দ্বারা শুদ্ধ করিবে। প্রস্তর, মণি, শঙ্খ এবং শুক্তিনির্ম্মিত বস্তুকে তৈজস বস্তুর ন্যায় শুদ্ধ করিবে; কাষ্ঠের মত অস্থি এবং মৃণ্ময় বস্তুর শুদ্ধি করিবে। এবং ভূমিকে হলমুখ দ্বারা খনন করিয়া শুদ্ধি করিবে। দড়ি, বংশনির্ম্মিতপাত্র এবং চর্ম্মের তন্তুনির্ম্মিত বস্ত্রের মত শুদ্ধি করিবে। কোন বস্তু অত্যন্ত অশুদ্ধ হইলে তাহা একেবারে পরিত্যাগ করিবে। পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া শুদ্ধি আরম্ভ করিবে। পবিত্রস্থানে উপবেশন করিয়া উভয় জানুরমধ্যে দক্ষিণবাহু রাখিয়া যথানিয়মে যজ্ঞোপবীত ধারণ পূর্ব্বক মণিবন্ধ (কনুই) অবধি হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করে। নিঃশব্দে তিনবার বা চারবার সেই পরিমাণে আচমন করিবে, যাহাতে আচান্ত জল হৃদয় অবধি স্পর্শ করিতে পারে। তদনন্তর দুই বার পাদদ্বয় মার্জ্জন করিবে। উত্তমাঙ্গস্থিত ইন্দ্রিয় সকল জল দ্বারা স্পর্শ করিবে অথবা তাহাদের উপর আর্দ্র হস্ত প্রদান করিবে। নিদ্রা গিয়া, ভোজন করিয়া এবং হাঁচিয়া পুনরায় উক্তরূপে

আচমন করিবে। দাঁতের পাশে যাহা লাগিয়া থাকে, তাহা যদি জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা পৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে উহা দাঁতের মধ্যেই পরিগণিত হইবে। কেহ কেহ বলেন যে পর্য্যন্ত উহা চ্যুত না হইবে, সে পর্য্যন্ত উহা দন্তের মধ্যেই গণ্য। ঐ বস্তু দন্ত হইতে চ্যুত হইলে নিষ্ঠীবনাদির ন্যায় পরিত্যাগ করিলেই শুদ্ধি। মুখ হইতে যে সকল বিন্দু শরীরে পতিত হয়, উহা দ্বারা শরীর উচ্ছিষ্ট হয় না। শরীর হইতে অমেধ্য বস্তুর লেপ এবং গন্ধ দূরীভূত করিলেই উহা শুদ্ধি হয়। মূত্রত্যাগ, পুরীষত্যাগ, রেতঃস্খলন এবং আহারীয় দ্রব্যের সংযোগে শাস্ত্রে যেখানে যেরূপ নিয়ম করিয়াছেন, তদনুরূপ জল এবং মৃত্তিকা দ্বারা শুদ্ধ করিবে। গুরু হস্ত দ্বারা শিষ্যের সব্য অঙ্গুষ্ঠ গ্রহণ করিয়া "ওহে অধ্যয়ন কর," এই বলিয়া সম্বোধন করিবেন। তাহার পর শিষ্য দর্ভ দ্বারা চক্ষুঃ, মনঃ ও প্রাণের স্থান। ঘ্রাণ ও স্পর্শ করিবে প্রত্যেক স্থলে পঞ্চদশবার জপ করিয়া তিনবার প্রাণায়াম করিবে। পূর্ব্ব বিস্তীর্ণ দর্ভে উপবেশন করিয়া ওঁকার পূর্ব্বক পঞ্চ বা সপ্ত ব্যাহৃতি পাঠ করিবে। প্রাতঃকালে, বেদাধ্যয়নের আরম্ভে এবং অন্তে গুরুরপাদগ্রহণ করিবে এবং গুরুকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া উপবেশন করিবে। শিষ্য বেদ অধ্যয়নের সময় গুরুর দক্ষিণে পূর্ব্ব বা উত্তর মুখ হইয়া উপবেশন করিয়া প্রথমে গায়ত্রী পাঠ করিবে, অন্তে ওঁকারের উচ্চারণ করিবে। পড়িবার সময় যদি কুকুর, বেজি, সর্প, মণ্ডুক এবং বিড়াল গুরু ও শিষ্যের মধ্য দিয়া গমন করে, তাহা হইলে তিন দিন উপবাস করিবে এবং গুরু হইতে পৃথক্ থাকিবে তাহার পর পুনর্ব্বার অধ্যয়ন করিতে যাইবে। অপর কোন জন্তু মধ্য দিয়া গমন করিলে প্রাণায়াম এবং ঘৃত ভোজন করিবে। শ্মশানস্থানে অধ্যয়ন করিলেও এই নিয়ম।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

উপনয়নের পূর্ব্বে যথেচ্ছাচার, যথেচ্ছা সম্ভাষণ এবং যথেচ্ছা ভক্ষণ করিলে দোষ হয় না। তখন হবন বা ব্রহ্মচর্য্যে অধিকার হয় না। অনুপনীত ব্যক্তির মূত্র পুরীষ ত্যাগ করিবার কোন নিয়ম নাই, তাহার গাত্রমার্জ্জন, প্রক্ষালন এবং উপরে জল ছিটান ভিন্ন শুদ্ধির নিমিত্ত আচমনাদির বিধান নাই। অস্পৃশ্য বস্তুর স্পর্শে তাহার অশৌচ নাই, তাহাকে অগ্নি হবন বা বলি কর্ম্মে নিযুক্ত করিবে না এবং পিতৃকার্য্য ব্যতীত তাহাকে বেদমন্ত্রেরও পাঠ করাইবে না। উপনয়ন হইতে সমস্ত নিয়ম রক্ষা করিতে হইবে। উপনয়নের পর বিধিপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন, অগ্নিচয়ন, ভিক্ষা, সত্যসম্ভাষণ এবং আচমনের অনুষ্ঠান করিবে। কেহ কেহ বলেন গোদানাদি কার্য্যও করিবে। গৃহের বাহিরে সন্ধ্যার উপাসনা করিবে, দণ্ডায়মান হইয়া পূর্ব্ব সন্ধ্যার উপাসনা করিবে এবং গ্রহ নক্ষত্রাদি জ্যোতিঃ পদার্থের যে পর্য্যন্ত দর্শন না হয়, সেই পর্য্যন্ত মৌনাবলম্বন করিয়া সায়ং সন্ধ্যার উপাসনা করিবে। (উদয় কালীন) সূর্য্য দর্শন করিবে না, ব্রহ্মচারী মধু, মাংস, গন্ধ, মাল্য, দিবানিদ্রা, অঞ্জন, অভ্যঞ্জন (তৈলমর্দ্দন) যানারোহণ, উপানহধারণ, ছত্রধারণ ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহ, বাদ্যবাদন, স্নান, দন্তধাবন, হর্ষ, নৃত্য, গীত, নিন্দা এবং গুরুর সম্মুখে কর্ণকণ্ডুয়ন অবশক্থিকরণ (বেড় দিয়া বসা), অবয়ববিশেষ আশ্রয় (গালে হাত দিয়া বসা ইত্যাদি) পাদ প্রসারণ, নিষ্ঠীবণ (থুথু ফেলা), হাস্য, বিজৃম্ভন (হাইতোলা), অঙ্গস্ফোটন (আড়ামোড়া), মৈথুনেচ্ছায় পরস্ত্রী দর্শন বা তাহার সঙ্গ, দ্যূতক্রীড়া, নীচসেবা, চৌর্য্য, হিংসা, আচার্য্য, অচার্য্যে, পুত্র ও স্ত্রী এবং দীক্ষিত ব্যক্তির নাম গ্রহণ, শুষ্ক বাক্য, মদ্য পান এই সকল কার্য্য একেবারে পরিত্যাগ করিবে। গুরু অপেক্ষা অধঃশয্যায় শয়ন করিবে, তাঁহার পূর্ব্বে জাগরণ করিয়া উঠিবে, তাঁহার নিদ্রার পর আপনি নিদ্রিত হইবে। বাক্য, বাহু এবং উদরের সংযম করিবে। মান অর্থাৎ সমাদরের

সহিত গুরুর নাম নির্দ্দেশ করিবে। সমুদয় পূজ্য এবং উৎকৃষ্ট ব্যক্তির সহিত এইরূপ ব্যবহার করিবে। গুরুর শয্যা, আসন এবং স্থান পরিত্যাগ করিবে। নিম্নস্থানে অথবা নম্রভাবে অবস্থিত হইয়া তাহার বাক্য শ্রবণ অথবা সেই বচনানুসারে চলার নাম গুরুসেবা। গুরুকে দেখিলেই উঠে দাঁড়াইবে, তিনি গমন করিলে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবে, তিনি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার প্রকৃত উত্তর দিবে, তিনি যখন অধ্যয়ন করিতে বলিবেন, তখনই অধ্যয়ন করিবে এবং সর্ব্বদা তাঁহার প্রিয় এবং হিতকার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে। তাহার ভার্য্যা এবং পুত্রেরও সহিত এইরূপ ব্যবহার করিবে। গুরুর ভার্য্যা বা পুত্রের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে না, তাহাদিগকে স্নান বা অলঙ্কৃত করাইবে না এবং তাহাদের পাদপ্রক্ষালন, পাদোন্মর্দ্দন (পাটিপে দেওয়া) এবং পাদগ্রহণ করিবে না। তবে কোন বিদেশ হইতে আগমন করিয়া পাদ গ্রহণ মাত্র করিবে, কেহ কেহ বলেন গুরুপত্নী যুবতী হইলে তাহাও করিবে না। আবশ্যক হইলে পতিত এবং নিন্দিত ভিন্ন সকল বর্ণের গৃহেই ভিক্ষা করিতে পারিবে। ভিক্ষার সময় বর্ণক্রমে প্রথম মধ্য এবং অন্তে ভবৎশব্দের প্রয়োগ করিবে, ব্রাহ্মণ ভিক্ষার সময় প্রথমে ভবৎশব্দের প্রয়োগ করিবে, ক্ষত্রিয় মধ্যে এবং বৈশ্য অন্তে। আচার্য্যকুল, জ্ঞাতি, গুরু এবং অন্যান্য আত্মীয়ের নিকট ভিক্ষা করিবে না অন্যত্র ভিক্ষা না পাইলে ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বোল্লিখিতকে পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষা করিবে। ভিক্ষা দ্বারা যাহা পাইবে তাহা গুরুকে সমর্পণ করিবে, তদনন্তর গুরুকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া ভোজন করিবে। গুরু নিকটে না থাকিলে তাঁহার পত্নী, পুত্র এবং স্বীয় সহাধ্যায়ী শিষ্যের মধ্যে যথাক্রমে যে উপস্থিত থাকিবে, তাহাকেই প্রথমে ভিক্ষার সমর্পণ করিবে। নীরব হইয়া যে পর্য্যন্ত তৃপ্তি না হয়, ভোজন করিবে, তৃপ্তি হইলে অন্নের মায়া পরিত্যাগ করিয়া আচমন করিবে। শিষ্যকে কোন প্রকার আঘাত না করিয়া শাসন করিবে, তাহাতে অশক্ত হইলে অতি মৃদু, দলশূন্য বংশখণ্ড অথবা রজ্জু দ্বারা আঘাত করিবে। অন্য বস্তু দ্বারা শিষ্যকে আঘাত করিলে রাজা তাহাকে দণ্ড দিবেন। এক একটি বেদ অধ্যয়নে বার বৎসর অতিবাহিত করিবে। এবং প্রতি বার বৎসরই ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিবে অথবা যে পর্য্যন্ত সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ না হয় সেই পর্য্যন্ত বেদাধ্যয়ন করিবে। অধ্যয়ন সমাপ্তি হইলে গুরুকে দক্ষিণা দান করিবে; অনন্তর গুরুর অনুজ্ঞা লাভ করিয়া স্নান করিবে। সকল প্রকার গুরুর মধ্যে আচার্য্যই শ্রেষ্ঠ; কেহ বলেন মাতাই সমুদয় গুরু অপেক্ষা গরীয়সী।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

কেহ কেহ বলেন, অধ্যয়ন সমাপ্তির পর মনুষ্য আপন ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মচারী, গৃহী, ভিক্ষু এবং বৈখানস এই চার আশ্রমের মধ্যে যে কোন আশ্রম অবলম্বন করিতে পারে। ঐ আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থই যোনি (মূলকারণ) কেন না অন্যসকল আশ্রম প্রজাশূন্য। ঐ চার প্রকার আশ্রমের মধ্যে ব্রহ্মচারীর পক্ষে সর্ব্বদা আচার্য্যের সর্ব্বপ্রকার অধীনতা উক্ত হইয়াছে। গুরুর কর্ম্ম সমাপন করিয়া জপ করিবে, গুরু না থাকিলে তাঁহার সন্তানে গুরুবৎ ব্যবহার করিবে, গুরুর কোন সন্তান না থাকিলে গুরুর বৃদ্ধ শিষ্য বা ব্যবস্থাপিত অগ্নিতে সেইরূপ ব্যবহার করিবে। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া ঐরূপ ব্যবহার করে, সে, ব্রহ্মলোকে গমন করে। ব্রহ্মচর্য্য অপর আশ্রমের বিরোধী নয়। ভিক্ষু সাধারণতঃ সঞ্চয়শূন্য, ঊর্দ্ধরেতা এবং স্থিরস্বভাব হইয়া বর্ষাকালে ভিক্ষার্থ গ্রামে ভ্রমণ করিবে। অনিষিদ্ধ শূদ্রজাতির নিকটও ভিক্ষা করিতে পারে। ভিক্ষুক কাহাকে আশীর্ব্বাদ দিবে না এবং বাক্যকথন, দর্শন ও শ্রবণ বিষয়ে সংযত হইবে। কৌপীন মাত্র আচ্ছাদনের উপযোগী বাস ধারণ করিবে। কেহ কেহ বলেন, ঐ বস্ত্র অতি নিকৃষ্ট হইবে এবং কখনও উহার

মল শোধন করিবে না। ওষধি এবং বৃক্ষ হইতে ফলাদি গ্রহণ করিবে। ভিক্ষার্থ কোন গ্রামে দ্বিতীয় রাত্রি বাস করিবে না। একবারে সর্ব্বমুণ্ডন করিবে অথবা শিখা রাখিবে। প্রাণীবধ করিবে না। সকল প্রাণীতে সমদর্শী হইবে এবং কাহার উপর হিংসা বা অনুগ্রহ করিবে না। বৈখানস ফল মূল ভোজন করত বনে বাস করিবে। তপস্যাচরণ করিবে। শ্রাবণকের দ্বারা অগ্নিস্থাপন করিবে, গ্রাম্য অর্থাৎ মনুষ্যপ্রস্তুত কৃত্রিম বস্তু আহার করিবে না। দেবতা, পিতৃ, মনুষ্য, ভূত এবং ঋষিদিগের যথোচিত পূজা করিবে, নিষিদ্ধ ব্যক্তি ভিন্ন সকলের গৃহেই অতিথি হইতে পারে। কখন কখন ভিক্ষা করিয়াও জীবন ধারণ করিবে। লাঙ্গল দ্বারা কৃষ্ট কোন বস্তু ভোজন করিবে না। কোন গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিবে না। মস্তকে জটা রাখিবে, চীর বা চর্ম্ম পরিধান করিবে। অধিক ভোজন করিবে না। আচার্য্যেরা বলেন, গৃহস্থাশ্রমই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। কারণ ইহার ফল হাতে হাতে।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

বেদাধ্যয়নের পর গৃহী হইয়া আপনার অনুরূপ অনন্যপূর্ব্বা (পূর্ব্বে অপরের সহিত অবিবাহিতা) এবং আপনা অপেক্ষা অল্পবয়স্কা কন্যার পাণি গ্রহণ করিবে। যাহাদের প্রবরের ঐক্য হইবে, তাহাদের পরস্পরে বিবাহ হইবে না। পিতৃবন্ধু এবং পিতৃপক্ষ হইতে সপ্তম পুরুষের এবং মাতৃ বন্ধু হইতে পঞ্চম পুরুষের পরে বিবাহ সম্বন্ধ হইবে। কন্যাকে অলঙ্কৃত এবং উত্তম বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া বিদ্বান্ সচ্চরিত্র সহায় এবং শীলসম্পন্ন ব্যক্তিকে কন্যাদানের নাম ব্রাহ্ম বিবাহ। তোমরা দুজনে একত্র হইয়া ধর্ম্মআচরণ কর এই বলিয়া যে বিবাহে বর এবং কন্যার সংযোগ করা হয়, তাহার নাম প্রাজাপত্য। আর্যবিবাহস্থলে কন্যার আত্মীয়কে এক যোড়া গোরু দান করিবে। বেদীর মধ্যে যজ্ঞে ব্রতী পুরোহিতকে কন্যা দানের নাম দৈববিবাহ। অলঙ্কৃত ও অভিলাষিণী স্ত্রীর সহিত পুরুষের পরস্পরের ইচ্ছাপূর্ব্বক সংযোগের নাম গান্ধর্ব্ববিবাহ। ধন দানপূর্ব্বক কন্যাগ্রহণের নাম আসুর। বলপূর্ব্বক কন্যা গ্রহণের নাম রাক্ষস। এবং কন্যার অজ্ঞানাবস্থায় তাহাতে উপগত হইয়া কন্যাকে গ্রহণ করার নাম পৈশাচবিবাহ। এই আট প্রকার বিবাহের মধ্যে প্রথম চারটি ধর্ম্মানুগত, কেহ কেহ বলেন প্রথম ছয়টিই ধর্ম্মানুগত। অনুলোম বিবাহে অনন্তর, একান্তর এবং দ্ব্যন্তর জাতীয় স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রেরা যথাক্রমে সবর্ণ, অম্বষ্ঠ, উগ্র, নিষাদ, দৌষ্মন্ত এবং পারশব। ঐরূপ প্রতিলোম সংযোগক্রমে অনন্তর, একান্তর এবং দ্ব্যন্তর জাতীয় স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রেরা যথাক্রমে সূত, মাগধ, আয়োগব, ক্ষত্তৃ, বৈদেহ এবং চাণ্ডাল বলিয়া গণ্য হয়। কেহ কেহ বলেন ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ আদি চারবর্ণ পুরুষযোগে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, সূত, মাগধ এবং চাণ্ডাল এই চার প্রকার পুত্র উৎপাদন করে। ক্ষত্রিয় ঐরূপ ব্রাহ্মণাদি চারবর্ণের যোগে যথাক্রমে মূর্দ্ধাবসিক্ত ক্ষত্রিয়, ধীবর এবং পুকশ এই চার প্রকার পুত্রোৎপন্ন করে। এইরূপ বৈশ্যা ঐ চার বর্ণের পুরুষ সংযোগে ভৃজ্জকণ্ঠ, মহিষ্য, বৈশ্য এবং বৈদেহ এই চার প্রকার পুত্রের উৎপাদন করে। এবং শূদ্রা ঐ চারবর্ণের পুরুষ যোগে যথাক্রমে পারশব, যবন, করণ এবং শূদ্র এই চার প্রকার পুত্র উৎপাদন করে। আচার্য্যেরা বলেন, এক এক পুরুষ অন্তর বর্ণান্তর উৎপন্ন সন্তানের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ যথাক্রমে সপ্তম ও পঞ্চম পুরুষে হইয়া থাকে। প্রতিলোমপুত্রেরা ধর্ম্মকর্ম্মের অযোগ্য হয়। শূদ্রজাতির মধ্যে অসমান স্ত্রী পুরুষের সংসর্গে উৎপন্ন পুত্র পতিত বৃত্তি অন্ত্য এবং পাপিষ্ঠ হয়। আর্য্য-বিবাহোৎপন্ন সচ্চরিত্র পুত্র তিন পুরুষকে পবিত্র করে, দৈব বিবাহোৎপন্ন পুত্র দশ পুরুষকে পবিত্র করে, প্রাজাপত্য হইতে উৎপন্ন পুত্রও দশ পুরুষকে পবিত্র করে, কেবল ব্রাহ্মবিবাহো-

৽পর পুত্রই উৰ্দ্ধতন দশ পুরুষ এবং অধস্তন দশ পুরুষকে উদ্ধার করে।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

প্রতিষিদ্ধ দিনবর্জ্জিত প্রতি ঋতুতেই স্ত্রী গমন করিবে। প্রত্যহ দেবতা, পিতৃ, মনুষ্য, ভূত এবং ঋষিদিগের পূজা করিবে এবং বেদ পাঠ করিবে। পিতৃলোককে উদক দান করিবে এবং উৎসাহ-অনুসারে অন্য সকল কার্য্যাদি অর্থাৎ গৃহকার্য্য, অগ্নিকার্য্য, এবং দায়াদি (উপার্জ্জনাদি) কার্য্য করিবে। গৃহ্যোক্ত কৰ্ম্ম, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ এবং বেদাধ্যয়ন, ইহারা পূর্ব্বোক্ত কার্য্যেরই অন্তর্গত। অগ্নিতে বলি কৰ্ম্ম করিবে। অগ্নি, ধন্বন্তরি, বিশ্বদেব, প্রজাপতি এবং স্বিষ্টকৃৎ ইহাদের উদ্দেশে হবন করিবে। যে দিকের যিনি অধিপতি, সেই দিকে তাঁহার উদ্দেশে বলি প্রদান করিবে, দ্বারদেশে মরুৎ এবং গৃহদেবতাগণের উদ্দেশে বলি প্রদান করিবে। গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মার উদ্দেশে বলি প্রদান করিবে এবং জলের কলসেতে জলের পূজা করিবে, অন্তরীক্ষে "আকাশায়" এই কথা বলিয়া বলি প্রদান করিবে এবং সায়ংকালে নিশাচরদিগকে বলি দান করিবে। স্বস্তিবাচন ও ভিক্ষাদান প্রশ্নপূর্ব্বক (অর্থাৎ প্রার্থিব হইয়া) করিবে। অথবা কোন ধৰ্ম্ম বিষয়ে দান করিবে। দানকারী অব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ, শ্রোত্রিয় এবং বেদপারগ ইহাদিগকে দান করিয়া যথাক্রমে সমান, দ্বিগুণ সহস্র গুণ এবং অনন্ত গুণ ফল লাভ করে। গুরুর নিমিত্ত ও ঔষধার্থ ভিক্ষাকারী দরিদ্র, যজ্ঞ করিতে উদ্যত, বিদ্যার্থী, নিঃসম্বল, পথিক এবং বিশ্বজিৎ যজ্ঞকারী ইহাদিগকে অর্থ বিভাগ করিয়া দিবে। বেদির বহির্ভাগে অপরে ভিক্ষা করিলে তাহাকে অন্নদান করিবে। কোন ব্যক্তিকে কিছু অঙ্গীকার করিয়া যদি তাহাকে অধৰ্ম্মযুক্ত বলিয়া জানিতে পারে তাহলে তাহাকে আর অঙ্গীকৃত বস্তু দিবে না। ক্রুদ্ধ, হৃষ্ট, ভীত, আর্ত্ত, লুব্ধ, বালক, স্থবির, মূঢ়, মত্ত, এবং উন্মত্ত ইহাদিগের মিথ্যা কথা পাপকর নহে। অতিথি, কুমার (বালক) পীড়িত, গর্ভিণী, সুবাসিনী স্থবির এবং অবোধদিগকে প্রথমে ভোজন করাইবে। আচার্য্য এবং পিতার বন্ধুদিগকে নিবেদন করিয়া তাঁহাদের বচনানুসারে কার্য্য করিবে। ঋত্বিক্ আচার্য্য, শ্বশুর, পিতৃব্য, রাজ এবং শ্রোত্রিয় ইহারা বৎসরান্তে অথবা যজ্ঞ এবং বিবাহের পরে এক বৎসরের মধ্যেও আগমন করিলে মধুপর্ক দ্বারা পূজা করিবে। অশ্রোত্রিয় আগমন করিলে আসন এবং উদক দান করিবে, শ্রোত্রিয় যখনই আগমন করিবেন তখনই পাদ্য, অর্ঘ্য এবং অন্ন বিশেষ কল্পিত করিবে, বৈদ্যব্যবসায়ী নয় এরূপ সাধুবৃত্ত ব্যক্তিকে বিশেষ সংস্কৃত অন্নদান করিবে; কিন্তু অসাধুবৃত্ত ব্যক্তিকে কেবল তৃণ (কুশাসন), উদক এবং ভূমিদান করিবে। এসকল না হয় অন্ততঃ স্বাগত প্রশ্ন করিবে। পূজ্যদিগকে সর্ব্বদা পূজা করিবে। সমান বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সর্ব্বদা শয্যা, আসন, বাসগৃহ কল্পন, অনুগমন ও উপাসনা করিবে, হীন ব্যক্তির জন্য ঐরূপ সদাচার সামান্যরূপে এবং অল্প পরিমাণেও করিবে। নিরাশ্রয় ভিন্নগ্রামের লোক একদিনের জন্যই অতিথি হয়। ব্রাহ্মণাদি চারবর্ণের সমাগমে যথাক্রমে কুশল, অনাময়, ক্ষেম, এবং আরোগ্য প্রশ্ন করিবে। শূদ্র এবং অব্রাহ্মণের অতিথি নাই। অব্রাহ্মণ যদি যজ্ঞে আমন্ত্রিত হয়, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়ের পর ভোজন করাইবে। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর সকল জাতিকে দয়াপরবশ হইয়া ভৃত্যের সহিত ভোজন করাইবে।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

প্রত্যহ গুরু সমাগম হইলে পাদ গ্রহণ করিবে। বিদেশ হইতে বাটীতে আসিয়া যদি মাতা, পিতা, মাতৃবন্ধু, পিতৃবন্ধু, পূর্ব্বজা (বয়োজ্যেষ্ঠ) বিদ্যাগুরু এবং তাঁহাদের গুরুজন সকল একত্র দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে যিনি সকলের গুরু, অগ্রে তাহারই পাদ গ্রহণ করিবে। আপনার

ন্নাম এই আমি বলিয়া অভিবাদন করিবে। কেহ কেহ বলেন, মূর্খ ব্যক্তিদের সভায় অথবা স্ত্রীপুরুষের মেলন স্থানে নমস্কারের কোন নিয়ম নাই। বিদেশে না যাইলে মাতা, পিতৃব্যের ভার্য্যা ও ভগিনী ভিন্ন অপর স্ত্রীলোকের পাদগ্রহণ করিবে না। ভ্রাতৃপত্নী এবং শ্বশ্রূর পাদ গ্রহণ করিবে না। ঋত্বিক্, শ্বশুর, পিতৃব্য এবং মাতুল যদি বয়ঃকনিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের প্রত্যুত্থান করিবে, অভিবাদন করিবে না। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য বয়োজ্যেষ্ঠ পুরবাসীকেও অভিবাদন করিবে না। অশীতি বৎসরের ন্যূন বয়স্ক শূদ্রের সহিত অপত্যের মত ব্যবহার করিবে। কিন্তু উচ্চজাতি বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও শূদ্রকর্ত্তৃক অভিবাদ্য হইবে। শূদ্র শ্রেষ্ঠজাতির নাম গ্রহণ করিবে না, রাজারও নাম কেহ গ্রহণ করিবে না। যে সকল ভৃত্যের নাম করিতে পারা যায় না, তাহাকে ভো বলিয়া ডাকিবে এবং একদিন জাতবয়স্ক শ্রোত্রিয়, দশ বৎসরের জ্যেষ্ঠ পুরবাসী চারণ, পঞ্চবৎসর জ্যেষ্ঠ কলাভর বৈশ্য কর্ম্মকারী বিদ্যাহীন রাজন্ত ইহাদিগকেও ভো ভবন বলিয়া আহ্বান করিবে, দীক্ষিতের নাম গ্রহণ করিবে না।

বিত্ত, বন্ধু, কর্ম্ম, জাতি, বিদ্যা (জ্ঞান) এবং বয়ঃ এই সকল সম্মানের কারণ, ইহাদের পর পর ক্রমশঃ শ্রেষ্ঠতা, কিন্তু জ্ঞানের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা, কারণ উহা ধর্ম্ম ও বেদের মূল। চক্রী, বৃদ্ধ, অনুগ্রাহ্য, বধূ, স্নাতক এবং রাজাকে পথ ছাড়িয়া দিবে। এবং রাজা শ্রোত্রিয়কে পথ ছাড়িয়া দিবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

আপৎকালে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যজাতির নিকট হইতে বিদ্যাশিক্ষা করিবে এবং যে পর্য্যন্ত শিক্ষা সমাপ্তি না হইবে, সে পর্য্যন্ত তাহাদের শুশ্রূষা এবং অনুগমন করিবে। ব্রাহ্মণই সকল বর্ণের গুরু এবং সকল ব্রাহ্মণেরই যাজন, অধ্যাপন এবং প্রতিগ্রহ কর্ত্তব্য। ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বের শ্রেষ্ঠতা তাহাদের অলাভ হইলে ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করিবে। এবং তাহাতেও কৃতকার্য্য না হইলে বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিবে। বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াও গন্ধ, রস, কৃতান্ন, তিল, শাণ, ক্ষৌম, অজিন, রঞ্জিত এবং ধৌতবস্ত্র, দুগ্ধ এবং তাহার বিকৃতি হইতে উৎপন্ন দ্রব্য, মূল, ফল, পুষ্প এবং ঔষধ, মধু, মাংস, তৃণ, উদক ও অপথ্য, এই সকল বস্তুর বিক্রয় করিবে না। যাহাদের দ্বারা হিংসার সম্ভাবনা আছে, তাহাদের কাছে পশু বিক্রয় করিবে না এবং পুরষ, বশা, কুমারী, নানাবিধ অস্ত্র, ভূমি, ব্রীহি (ধান্য), যব, ছাগী, মেষ, ইহাদের বিক্রয় করিবে না। কেহ কেহ বলেন বৃষভ, গোরু এবং বলদ ইহারাও অবিক্রেয় পণ্য। এক প্রকার রসের সহিত অন্য প্রকার রসের পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে। পশুর সহিত পশুদিগের বিনিময় হইবে। লবণ, কৃতান্ন এবং তিলের তত্তুল্য পরিমিত সজাতীয় বস্তুর সহিত বিনিময় করিবে না, পক্কবস্তুর অপক্কবস্তুর সহিত বিনিময় করিবে, সম্ভব হইলে সকল প্রকার ধাতুর ব্যবসায় করিতে পারে, স্ববৃত্তিতে অসমর্থ শূদ্র ভিন্ন তিনজাতিই বাণিজ্য করিবে, কেহ কেহ বলেন, প্রাণের সংশয় উপস্থিত হইলেই তিনজাতির বাণিজ্য গ্রহণ বিধি। কিন্তু বর্ণ সঙ্করে যে অভক্ষ্যের নিয়ম, তাহা পরিত্যাগ করিবে না। প্রাণসংশয় অবস্থাতেই ব্রাহ্মণ অস্ত্র গ্রহণ করিবে এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্যকর্ম্ম করিবে।

সপ্তম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

অষ্টম অধ্যায়।

ইহলোকে রাজা এবং ব্রাহ্মণ, ইহারা দুই জনই ব্রতধারী, তাহাদের মধ্যে বহুশ্রুতই শ্রেষ্ঠ। চার প্রকার মনুষ্যজাতিরই জ্ঞানের ধ্বংস আছে, তাহাদের জীবন চলন, পতন এবং উৎসর্পণের অধীন, প্রসূতি রক্ষাই বিশুদ্ধ ধর্ম্ম। সেই ব্যক্তিকেই বহুশ্রুত বলা যায় যে, লোকতত্ত্ব, বেদ বেদাঙ্গে অভিজ্ঞ, বাকোবাক্য (উপকথা) ইতিহাস এবং পুরাণ শাস্ত্রে কুশল, সর্ব্বদা বেদাদি শাস্ত্রের অপেক্ষ

কারী (তাহার অনুসরণকারী) চল্লিশ প্রকার সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত, তিন প্রকার কর্ম্মে অভিরত, ছয় প্রকার বাস ও আশ্রয়-চারিকে অভিবিনীত, ষড়্‌রিপুর জয়কারী হয়। এই বহু শ্রুত ব্যক্তি কোনরূপ দুষ্কার্য্য করিলেও কখনও রাজা কর্ত্তৃক বধ্য, দণ্ডনীয়, বহিষ্কার্য্য, বিগর্হণীয় এবং পরিহার্য্য হয় না। গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়া, উপনয়ন, চারবেদ অধ্যয়নার্থ ব্রহ্মচর্য্য, স্নান, বিবাহ, দেব, পিতৃ, মনুষ্য, ভূত, ব্রহ্ম এই পঞ্চ যজ্ঞানুষ্ঠান, শ্রাবণ, অগ্রহায়ণ, চৈত্র এবং আশ্বিন মাসের পূর্ণিমায় পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ এবং তিন অষ্টকা এই সাত প্রকার পাকযজ্ঞের অনুষ্ঠান, অগ্ন্যাধেয় কর্ম্ম, অগ্নিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাস, অগ্রয়ণ চাতুর্ম্মাস্য, নিরূঢ় পশুবন্ধ এবং সৌত্রামণী এই সাত প্রকার হবির্যজ্ঞানুষ্ঠান, অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম উক্‌থ, ষোড়শি, বাজপেয়, অতিরাত্র, আপ্তোর্যাম এই সাত প্রকার সোম যজ্ঞ বিশেষ, এই সকল মিলিত হইয়া চল্লিশ প্রকার সংস্কার। আট প্রকার আত্মগুণ;—প্রাণিমাত্রেই দয়া, ক্ষমা, অনসূয়া, শৌচ, অনায়াস, মঙ্গলবিধান, অকার্পণ্য এবং অস্পৃহা, যাহার উক্ত চল্লিশ প্রকার সংস্কার বা আট প্রকার গুণ নাই, সে কখন ব্রহ্মের সাযুজ্য বা সালোক্য প্রাপ্ত হয় না। যাহাতে ঐ চল্লিশ প্রকার সংস্কারের মধ্যে কিছু কিছুও বর্ত্তমান, থাকে এবং আট প্রকার গুণ থাকে, সে ব্রহ্মের সাযুজ্য বা সালোক্য প্রাপ্ত হয়।

অষ্টম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

নবম অধ্যায়।

বেদাধ্যয়ন সম্পূর্ণ করিয়া ব্রাহ্মণ বিধি পূর্ব্বক স্নান করিয়া, বিবাহ করিবে। তাহার পর গৃহস্থ ধর্ম্ম সকল শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে অনুষ্ঠান করত বক্ষ্যমাণ ব্রতসমূহের অনুষ্ঠান করিবে, স্নাতক হইয়া সর্ব্বদা পবিত্র থাকিবে। উত্তম উত্তম গন্ধ দ্রব্য সেবন করিবে এবং প্রত্যহ স্নান করিবে। ধন থাকিলে পুরাতন এবং মলিন বস্ত্র পরিধান করিবে না, মলিন রঞ্জিত বস্ত্র ও ধারণ করিবে না, অন্য কর্ত্তৃক পরিহিত বস্ত্রও ধারণ করিবে না, শোধন করিবার অযোগ্য মালা বা উপানহ ধারণ করিবে না, কোন কারণ ব্যতীত দাড়ি রাখিবে না, এককালীন অগ্নি ও জল ধারণ করিবে না, অঞ্জলি দ্বারা জলপান করিবে না, দাঁড়াইয়া উদ্ধৃত জলদ্বারা আচমন করিবে না, শূদ্র অশুচি বা এক হস্ত দ্বারা আবর্জ্জিত (ঢালা) জলে আচমন করিবে না, বায়ু, অগ্নি, বিপ্র, আদিত্য (সূর্য্য), জল, দেবতা এবং গোরুর সম্মুখে মূত্র পুরীষ বা অন্য কোনরূপ অপবিত্র বস্তু পরিত্যাগ করিবে না, দেবতার দিকে চরণ প্রসারণ করিবে না, পত্র, লোষ্ট্র (ঢেলা) এবং প্রস্তর দ্বারা মূত্র বা পুরীষের অপকর্ষণ করিবে না, ভস্ম, কেশ, তুষ এবং হাড়ের উপর অধিষ্ঠান করিবে না। ম্লেচ্ছ, অন্ত্যজ এবং অধার্ম্মিকের সহিত সম্ভাষণ করিবে না, যদি সম্ভাষণ করে, তাহা হইলে মনে মনে পুণ্যবান্‌দিগের নাম স্মরণ করিবে। কিংবা কোন ব্রাহ্মণের সহিত সম্ভাষণ করিবে। যাহার ধেনু নাই, তাহাকে ধেনুভব্য বলিবে, অভদ্রকে ভদ্র, কপালকে ভগাল এবং ইন্দ্রধনুঃকে মণিধেনু বলিবে। বাছুরে গোরুর দুগ্ধ পান করিতেছে দেখিয়া কাহারও নিকট বলিবে না এবং উহাকে বারণও করিবে না। স্ত্রীসংসর্গের পর শৌচ করিতে বিলম্ব করিবে না এবং সেই শয্যায় শয়ন বা উপবেশন করিয়া বেদ পাঠ করিবে না, শেষ রাত্রে উঠে অধ্যয়ন করিয়া আবার শয়ন করিবে না, অনলঙ্কৃত স্ত্রীর সহিত রমণ করিবে না, রজস্বলা স্ত্রীর সহিত রমণ করিবে না। তাহাকে আলিঙ্গনও করিবে না এবং কুমারীকে আলিঙ্গন করিবে না; ফুৎকার দ্বারা অগ্নি উদ্দীপন করিবে না, গর্হিত বাক্য বলিবে না, বাহিরে গন্ধ বা মাল্য ধারণ করিবে না। পাপিষ্ঠের সহিত অবলোকন করিবে না, ভার্য্যার সহিত ভোজন করিবে না, স্ত্রী যখন অঙ্গরাগ করিবে, তখন তাহাকে দেখিবে না। কুৎসিত দ্বার দ্বারা গৃহে প্রবেশ করিবে না, অন্য দ্বারা পাদধৌত

করাইবে না এবং সন্দিগ্ধ স্থানে ভোজন, হস্ত দ্বারা নদী সন্তরণ, বৃক্ষারোহণ, বিষমারোহণ বা উন্নত স্থান হইতে অবরোহণ বা যাহাতে প্রাণের আশঙ্কা হয়, এরূপ কর্য্য করিবে না। সন্দিগ্ধ নৌকায় আরোহণ করিবে না। সর্ব্ব প্রকারেই আপনাকে গোপন করিবে। দিনের বেলা মস্তক আবরণ করিয়া ভ্রমণ করিবে না, রাত্রি কালে উহা আবরণ করিয়া ভ্রমণ করিবে। ভূমি আচ্ছাদন না করিয়া মূত্র বা পুরীষোৎসর্গ করিবে না, বাটীর নিকটেও মল মূত্র ত্যাগ করিবে না, ভস্ম, শুষ্ক গোময়, ছায়া বা পথে মল মূত্র ত্যাগ করিবে না। দিবা এবং প্রাতঃ ও সায়ংকালে উত্তর মুখ হইয়া আর রাত্রিকালে দক্ষিণ মুখ হইয়া মল মূত্র ত্যাগ করিবে। পলাশ বৃক্ষ নির্ম্মিত আসন পাদুকা এবং দন্তধাবন পরিত্যাগ করিবে। জুতা পায় দিয়া ভোজন, উপবেশন, শয়ন, অভিবাদন এবং নমস্কার করিবে না। যথাশক্তি ধর্ম্ম, অর্থ এবং কাম হইতে পূর্ব্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন এবং অপরাহ্নকে বিফল করিবে না এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই তিনেতেই ধর্ম্মকে মূল করিবে। পরস্ত্রীকে নগ্ন দেখিবে না। চরণ দ্বারা আসন আকর্ষণ করিবে না, শিশ্ন, উদর, হস্ত, পাদ এবং চক্ষুর চাপল্য করিবে না, অনিমিত্ত ছেদন, ভেদন, লিখন, (আঁক কাটা) বিমর্দ্দন এবং অবস্ফোটন (আড়ামোড়া) করিবে না। পশুবন্ধনরজ্জু লঙ্ঘন করিবে না এবং কুলঙ্কুল হইবে না। বৃত না হইয়া যজ্ঞে গমন করিবে না, তবে ইচ্ছানুসারে কেবল দর্শন করিতে যাইতে পার। উৎসঙ্গে (কোঁচড়ে) খাদ্য বস্তু রাখিয়া ভোজন করিবে না, রাত্রিতে দাসী কর্ত্তৃক আহৃত চাতুর্বীর্য্য নামে প্রসিদ্ধ খাদ্যবস্তু ভোজন করিবে না। সায়ং এবং প্রাতঃকালে অন্নকে সমাদর করিয়া এবং কোন রূপ নিন্দা না করিয়া ভক্ষণ করিবে। রাত্রে কখনই নগ্ন হইয়া নিদ্রা যাইবে না এবং স্নান ও করিবে না। আত্মতত্ত্বদর্শী, দণ্ড, লোভ ও মোহশূন্য, সম্যক্‌বিনীত বেদবিৎ বয়োবৃদ্ধেরা যেরূপ আদেশ করিবেন, সেইরূপ আচরণ করিবে। যোগক্ষেমলাভার্থ ঈশ্বরের নিকট গমন করিবে, অন্যত্র গমন করিবে না, দেবতা গুরু এবং ধার্ম্মিক ইঁহারাই ঈশ্বর। যে স্থানে জল, অন্ন, কুশ ও মাল্য লাভ হয়, বহুসংখ্যক আর্য্যজন বাস করেন, যে স্থান অনলেতে সমৃদ্ধ, অর্থাৎ অধিক সাগ্নিক ব্রাহ্মণের বাসস্থান এবং ধার্ম্মিক জন কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত এরূপ স্থানে বাস করিবার জন্য গৃহনির্ম্মাণ করিবে। প্রশস্ত মঙ্গল্যদেবায়তন এবং চতুষ্পথাদির প্রদক্ষিণ করিবে। পীড়াদি আপৎগ্রস্ত হইলে মনে মনে এ সকল আচার প্রতিপালন করিবে। সর্ব্বদা সত্যধর্ম্ম, আর্য্যবৃত্ত, শিষ্টাধ্যাপক, শৌচ বিশিষ্ট এবং বেদনিরত হইবে। অহিংস্র কোমলহৃদয়, দৃঢ়ব্রত, দান্ত, দানশীলজনেরা মাতা, পিতা এবং ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন সম্বন্ধিবর্গকে পাপ হইতে মোচন করে, স্নাতক ব্রতাবলম্বী অক্ষয় ব্রহ্মলোক হইতে কখন চ্যুত হয় না।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়।

দ্বিজমাত্রেরই অধ্যয়ন, যজ্ঞ এবং দান এই তিনটি কার্য্যে অধিকার আছে, তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণের অধ্যাপণ, যাজন এবং প্রতিগ্রহ এই তিনটি অধিক। প্রথম নিয়মস্থিত আচার্য্য, জ্ঞাতি, গুরু বা মিত্রদিকে ধন বা বিদ্যার বিনিময়ে বেদদান করিবে, তাহাতে না চলিলে অন্য দ্বারা কৃষি, বাণিজ্য বা কুসীদ ব্যবসায় করিবে। রাজার পূর্ব্বোক্ত দ্বিজাতি সাধারণের কর্ত্তব্য কর্ম্মের অপেক্ষা তিনটি অতিরিক্ত কর্ম্ম এই যে (১) সকল প্রাণীর রক্ষা, (২) দুষ্ট ব্যক্তির দমনার্থ যথাশাস্ত্র দণ্ডবিধান, (৩) শ্রোত্রিয়, উৎসাহহীন, নিষ্কর এবং উপকুর্ব্বাণ ব্রাহ্মণদিগকে প্রতিপালন, (৪) বিজয়ে উদ্যোগ, (৫) আপৎকালে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন, (৬) যুদ্ধক্ষেত্রে রথারোহণ এবং ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া অবস্থান, এবং যুদ্ধস্থান হইতে পরাঙ্মুখ না হওয়া। যুদ্ধকালে প্রাণীহিংসা জন্য পাপ নাই, কিন্তু হতাশ্ব, হতসারথি, ছিন্নায়ুধ, কৃতাঞ্জলি, আলুলায়িতকেশ, পরাঙ্মুখ হইয়া উপবিষ্ট, এবং বৃক্ষাধিরূঢ় শক্র ও দূত, গো, ব্রাহ্মণ এবং বন্দী ইহাদিগকে বধ করিলে রাজা

হন। যদি কোন ক্ষত্রিয়, অন্ত কোন ক্ষত্রিয় রাজার ভৃত্যভাবে নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেও রাজার বিহিত কার্য্যসকল করিতে সক্ষম হইবে। সংগ্রামলব্ধধনে বিজয়ীরই অধিকার। বাহন এবং উদ্ধৃতধনে রাজা , এতদতিরিক্ত সম্পত্তি রাজা আপন ইচ্ছায় স্বীয় অধীনস্থ লোকদিগের মধ্যে যাহার যেরূপ প্রাপ্য তাহাকে তদনুসারে বিভক্ত করিয়া দিবেন। প্রজামাত্রেই রাজাকে কর দান করিতে বাধ্য। কৃষকেরা আপনার আয়ের দশম, অষ্টম বা ষষ্ঠ অংশ করস্বরূপ দান করিবে। কেহ কেহ বলেন পশু এবং সুবর্ণের পঞ্চাশভাগ কর দিবে। সামান্যতঃ বাণিজ্য-লব্ধধনের বিংশতি ভাগ, কিন্তু ফল, মূল, পুষ্প, ঔষধ, মধু, মাংস, তৃণ এবং কাষ্ঠের ষষ্ঠভাগ মাত্র কর দিতে হইবে, কারণ রাজা হইতে ঐ সকল দ্রব্যের রক্ষা হয়, রাজাও সর্ব্বদা ঐ সকল দ্রব্যের রক্ষায় তৎপর হইবেন। যথা-নিয়মে প্রজাপালন করিয়া যে অর্থ উদ্বৃত্ত হইবে, রাজা তাহা দ্বারাই আপনার জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। শিল্পিগণ পালা করিয়া এক এক প্রকারের শিল্পী প্রতিমাসে রাজার এক এক প্রকার কার্য্য করিয়া দিবে। স্বাধীন ব্যবসায়ী মাত্রেই এই নিয়ম পালন করিবে। নৌকার মাঝী এবং চক্রব্যবসায়ীরাও এইরূপ ব্যবহার করিবে। উহারা যখন রাজার কর্ম্ম করিবে, তখন্ রাজসরকার হইতে আহার পাইবে মাত্র। দ্রব্যের খরিদ অপেক্ষা বাজার দর নরম হইলে বণিকেরা রাজকর দিবে না। কোন প্রকার অস্বামীক ধন লাভমাত্রই রাজাকে সংবাদ দিবে, রাজাও রাজ্যমধ্যে (বিশেষ বিবরণের সহিত) ঐ ধনের বিষয় রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করিয়া দিবেন এবং এক বৎসর পর্য্যন্ত উহা আপনার নিকট রাখিবেন। (ইহার মধ্যে যদি ধনস্বামী স্থির না হয় তবে) ঐ সময়ের পর যে ব্যক্তি প্রথমে ঐ ধন পাইয়াছিল তাহাকে চতুর্থাংশ মাত্র দান করিয়া বক্রী সমুদায় রাজকোষ ভুক্ত করিবেন। উত্তরাধি-কার সূত্রে লব্ধ এবং ক্রয়, বিভাগ অথবা পরি-গ্রহ দ্বারা প্রাপ্তসম্পত্তিতে সকলজাতিরই সমান অধিকার। অধিকলব্ধ অর্থাৎ প্রতি-গ্রহাদি দ্বারা লব্ধ বস্তুতে কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার, বিজয় দ্বারা অধিকৃত বস্তুতে কেবল ক্ষত্রিয়েরই অধিকার এইরূপ বাণিজ্য এবং দাস্যবৃত্তি হইতে লব্ধ বস্তুতে যথাক্রমে বৈশ্য ও শূদ্রের একমাত্র অধিকার হইবে। নিধি অর্থাৎ ভূমিগর্ত্তে সঞ্চিত ধন যদি ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হন, তা হলে উহাতে রাজার অধিকার হইবে না, অব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হইলে যেরূপ ব্যবস্থা হইবে তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন প্রাপ্ত নিধির ষষ্ঠভাগ অব্রাহ্মণের অংশ। কাহারও ধন অপহৃত হইলে রাজা চোরের নিকট হইতে সেই অপহৃত ধন আদায় করিয়া যাহার ধন তাহাকে দিবেন, অথবা কোষ হইতে অপহৃত ধন দান করিবেন। বালক যে পর্য্যন্ত না-বালগ থাকিবে অর্থাৎ "ব্যবহারোপযোগী বয়-প্রাপ্ত না হইবে অথবা যেপর্য্যন্ত সাবালগ হইবে সে পর্য্যন্ত তাহার ধন রাজা রক্ষা করিবেন।

অধ্যয়ন, যজন এবং দান এই সাধারণ কার্য্য ভিন্ন বৈশ্যের চাষ, বাণিজ্য, পশুপালন এবং কুশীদ অর্থাৎ তেজারতি এই কয়টি কার্য্য অধিক। শূদ্র চতুর্থ বর্ণ এক জাতি। তাহার ও সত্য, অক্রোধ, শৌচ এবং কেহ কেহ বলেন আচমনার্থ হস্ত পদ প্রক্ষালন কেবল এই কয়টি কর্ম্ম কর্ত্তব্য, শ্রাদ্ধকর্ম্মে শূদ্রের অধিকার আছে, শূদ্র নিজ ভৃত্যদিগকে ভরণ পোষণ করিবে এবং নিজে দাসবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ঊর্দ্ধতন বর্ণ-ত্রয়ের পরিচর্য্যা করিবে। তাহাদের নিকট হইতে বেতন গ্রহণ করিবে এবং তাহাদের পুরাতন জুতা, ছাতি, বস্ত্র এবং কূর্চ্চ (জামা) ব্যবহার করিবে, তাহাদের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে। অথবা ইচ্ছামত যে কোন শিল্প দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। শূদ্র সেবার্থ যাহাকে আশ্রয় করিবে। বৃদ্ধাবস্থায় কর্ম্মে অক্ষম হইলে সেই ব্যক্তি ঐ শূদ্রকে প্রতিপালন করিবে। শূদ্রও আপনার প্রভুর হীনাবস্থা হইলে তাহাকে ভরণ করিবে, তাহার অর্থে প্রভুর অধিকার হইবে, প্রভু কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া সে অন্যান্ত কর্ম্মও করিতে পারিবে, একমাত্র নমস্কারই তাহার মন্ত্র। কেহ কেহ বলেন শূদ্র স্বয়ং পাক যজ্ঞ করিতে পারে। বর্ণগণ আপনার আপনার ঊর্দ্ধতন বর্ণের পরিচর্য্যা করিবে।

কর্ম্মের বৈলক্ষণ্য ছাড়িয়া দিলে সমুদায় আর্য্য ও অনার্য্য জাতির সর্ব্বতোভাবে সাম্য হয়।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ ভিন্ন রাজা সকলের প্রভু। তিনি সর্ব্বদা লোকের হিত করিবেন, সর্ব্বদা মিষ্ট বাক্য বলিবেন, বেদে এবং আন্বীক্ষিকী অর্থাৎ তর্কশাস্ত্রে বিশেষ শিক্ষিত হইবেন। পবিত্র, জিতেন্দ্রিয় ও গুণবানের সহায় এবং অপারজ্ঞ হইয়া সকল প্রজাতে সমদর্শী হইবেন। তাহাদের হিত করিবেন। সকলের উচ্চাসনে উপবিষ্ট রাজাকে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর জাতীয়েরা অধঃ স্থিত হইয়া উপাসনা করিবে, ব্রাহ্মণেরাও তাহাকে মান্য করিবে রাজা ন্যায় পূর্ব্বক। বর্ণাশ্রমচারীদিগের রক্ষা করিবেন এবং আপনি ধর্ম্মপথে থাকিয়া ধর্ম্মপথ হইতে স্খলিত বর্ণাশ্রমীদিগকে স্ব স্ব ধর্ম্মে স্থাপিত করিবেন। রাজা ধর্ম্মেরও অংশভাগী বলিয়া বিদিত। বিদ্বান্, কুলীন, বাগ্মী, রূপবান, বয়স্থ, সুশীল, সর্ব্বদা ন্যায় পথাবলম্বী এবং তপস্বী ব্রাহ্মণকে পুরোহিত করিবেন, তাহার অনুমোদিত কর্ম্মসকল করিবেন। ক্ষত্রতেজ, ব্রহ্মতেজ দ্বারা অনুগত হইলে বৃদ্ধিকে প্রাপ্ত হয় এবং কখনও ক্ষোভিত হয় না। ইহাও লোকে প্রসিদ্ধ দৈবোৎপাত চিন্তকেরা যে সকল কথা বলিবে তাহা আদরপূর্ব্বক শ্রবণ করিবেন, কেহ কেহ বলেন রাজার যোগক্ষেম ইহাদেরই অধীন। ঋত্বিকেরা অগ্নিশালায় রাজার শান্তি, পুণ্যাহ, স্বস্ত্যয়ন, আয়ুর্বৃদ্ধিকর এবং মঙ্গলপ্রদ কার্য্য এবং শত্রুদিগের পরাভব, বিনাশ এবং পীড়াজনক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। রাজা প্রজাদিগের বিবাদস্থলে বিচার করিয়া নির্ণয় করিবেন। বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, বেদাঙ্গ, উপবেদ, পুরাণ, শাস্ত্রের অবিরুদ্ধ দেশধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম তাহার প্রমাণ। কৃষি, বাণিজ্য, পাশুপাল্য, তেজারতী এবং শিল্প ব্যবসায়ীদিগের স্ব স্ব শ্রেণীতে চিরপ্রসিদ্ধ প্রথাও প্রমাণ, তাহাদের নিকট হইতে অধিকার অনুসারে সংবাদ গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মের ব্যবস্থা, ন্যায় প্রাপ্তির নিমিত্ত উপায় স্থির করিবেন এবং তদনুসারে বিচার করিয়া যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা দিবেন। যদি বিচারে কোনরূপ সন্দেহাদি উপস্থিত হয় তাহা হইলে বেদবিদ্যায় নিপুণ ব্রাহ্মণগণের মত জানিয়া নিষ্পত্তি করিবেন। এইরূপ করিলে রাজার মঙ্গল লাভ হয়। ব্রহ্মবীর্য্য ক্ষত্রিয়তেজের সহিত মিলিত হইয়া দেবলোক, পিতৃলোক, এবং মনুষ্যদিগকে যে ধারণ করিতেছে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। দমনের নিমিত্তই দণ্ডের সৃষ্টি। অতএব সর্ব্বদা দুষ্টদিগের দমন করিবেন। স্বধর্ম্মে নিরত বর্ণাশ্রমীগণ জীবনান্তে আপনার আপনার কর্ম্মফল ভোগ করিয়া অনন্তর ভুক্তাবশিষ্ট ফলদ্বারা বিশিষ্ট দেশে, বিশিষ্ট জাতিতে, সৎকুলে, প্রশস্তরূপ, দীর্ঘ আয়ুঃ, বিদ্যা, সচ্চরিত্র, ধন, সুখ এবং মেধা-সম্পন্ন হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। স্বধর্ম্মবিরুদ্ধাচারীরা বিনষ্ট হয়। তাহাদিগের রক্ষার্থ পণ্ডিতগণের উপদেশ এবং দণ্ড বিহিত হইয়াছে; অতএব রাজা এবং পণ্ডিত ইহারা উভয়েই কদাপি নিন্দনীয় নয়।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়।

শূদ্র যদি কোন দ্বিজাতির প্রতি তিরস্কার সূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া তাহাকে কঠোরভাবে আঘাত করে, তাহা হইলে যে অঙ্গদ্বারা আঘাত করিবে রাজা তাহার সেই অঙ্গচ্ছেদ করিবেন। দ্বিজাতির স্ত্রীসংসর্গে তাহার লিঙ্গচ্ছেদের বিধান করিবেন। শূদ্র যদি দ্বিজাতির ধন হরণ করিয়া গোপন করে, তাহা হইলে তাহার জীবন দণ্ড অবধি হইতে পারে। শূদ্র যদি বেদ শ্রবণ করে, তাহা হইলে রাজা সিসা এবং জৌ গলাইয়া তাহার কর্ণরন্ধ্রে ঢালিয়া উহা বুজাইয়াদিবেন। বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করিলে তাহার জিহ্বা ছেদন করিবেন। এবং বেদ মন্ত্র ধারণ করিলে, যে অঙ্গে ধারণ করিবে সেই অঙ্গের ভেদ করিবেন। আসন, শয়ন, বাক্য এবং পথে যদি শূদ্র কোন দ্বিজাতির সহিত সমান ব্যবহার (বরাবরি) করিতে

ইচ্ছা করে, তাহা হইলে তাহার শতপণ দণ্ড বিধান করিবে। ক্ষত্রিয় যদি কোন ব্রাহ্মণের উপর আক্রোশ করে, তাহা হইলেও তাহার শতপণ দণ্ড হইবে। এবং ক্রূর ব্যবহার করিলে উহা অপেক্ষা দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। বৈশ্য ব্রাহ্মণের উপর কোনরূপ ক্রূর ব্যবহার করিলে আড়াই শতপণ দণ্ড হইবে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের উপর তাদৃশ ব্যবহার করিলে, পঞ্চাশৎপণ দণ্ড হইবে এবং বৈশ্যের উপর ঐরূপ ব্যবহার করিলে পূর্ব্বাপেক্ষা অর্দ্ধ দণ্ড হইবে। ব্রাহ্মণ শূদ্রের উপর কোনরূপ দুর্ব্যবহার করিলে একেবারে দণ্ডনীয় হইবে না। যেমন ক্ষত্রিয়ের প্রতি আক্রোশাদি করিলে ব্রাহ্মণের দণ্ড হয়। শূদ্রের উপর আক্রোশাদি করিলে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেইরূপ দণ্ড হইবে। শূদ্রের সুবর্ণ চৌর্য্য জন্য যে পাপ হয়, অপর বর্ণের ক্রমে ক্রমে তাহার দ্বিগুণ করিয়া বৃদ্ধি হয়। পণ্ডিত ব্যক্তির অবমাননা করিলে সকলবর্ণের মনুষ্যেরই বিশেষ দণ্ড হওয়া উচিত। অল্পপরিমিত ফল, হরিদ্রা, ধান্য এবং শাক অজ্ঞাতে গ্রহণ করিলে পঞ্চকৃষ্ণলপরিমিত অর্থদণ্ড হইবে। পশুদ্বারা অনিষ্ট ঘটিলে স্বামীর দোষ হয়, যদি ঐ পশু কাহাকে পালন করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে পালকের দোষ ঘটে। পথে বা অনাবৃত ক্ষেত্রে পশুর দ্বারা অনিষ্ট ঘটিলে যথাক্রমে স্বামী এবং ক্ষেত্রিকের দোষ হয়। গোরু কোন অনিষ্ট করিলে তাহার স্বামী পাঁচ মাষা দণ্ড দিবে, উষ্ট্র অনিষ্ট করিলে ছয় মাষা, গাধা অনিষ্ট করিলেও স্বামীর ছয় মাষা দণ্ড। অশ্ব এবং মহিষী দ্বারা অনিষ্ট ঘটিলে দশ মাষা দণ্ড দিবে, ছাগল এবং ভেড়া দ্বারা অনিষ্ট ঘটিলে প্রত্যেকের জন্য দুই দুই মাষা দণ্ড দিবে। সর্ব্ব বিনাশ ঘটিলে শত মাষা দণ্ড দিবে। বিহিত কর্ম্ম না করিলে এবং নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিলেও ঐরূপ দণ্ড দিবে, এবং ঐরূপ কার্য্যকারীর নিজের আবশ্যক বস্ত্র এবং ভোজনের অতিরিক্ত ধনও গ্রহণ করিবে। গোরুর জন্য তৃণ, অগ্নির জন্য কাষ্ঠ এবং লতা ও বৃক্ষ হইতে পুষ্প, এ সকল পরের হইলেও আপনার মত গ্রহণ করিবে। অনাবৃত স্থানের বৃক্ষ বা লতা হইতে ফলও গ্রহণ করিতে পারে। সুদ ভাষ্য মত বিংশতি ভাগের হিসাবে বাড়িতে পারে। কেহ কেহ বলেন যদি এক বৎসরের অধিক কালের জন্য না হয়, তবে প্রতি মাসে পাঁচ মাষা হিসাবে বাড়িবে। অধিক দিনের নিমিত্ত ঋণ হইলে সুদ আসলের দ্বিগুণ হইবে। আসল পরিশোধ করিয়া বন্ধকী বস্তু ছাড়াইলে আর সুদ বাড়িবে না, কিম্বা পরিশোধ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি যদি উত্তমর্ণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হয়, তাহা হইলেও তাহার সুদ বাড়িবে না। কালবশে চক্রবৃদ্ধির ব্যবস্থা হইতে পারে, ঋণকর্ত্তার শারীরিক পরিশ্রম বা বন্ধকী বস্তুর ভোগও সুদের মধ্যে গণ্য হইতে পারে। পশু, উপল অর্থাৎ মূল্যবান প্রস্তর, লোম, ক্ষেত্র, এবং শত বাহ্যবস্তুতে পাঁচ গুণের অধিক সুদ হইবে না। জড় এবং পোগণ্ডের ধন ব্যতীত অন্যের ধন যদি ধনস্বামীর সম্মুখে দশ বৎসর ভোগ করে, তাহা হইলে ঐ ধনে ভোক্তার অধিকার হইবে। এইরূপ শ্রোত্রিয়, প্রব্রজিত, রাজন্য এবং ধর্ম্মনিরত পুরুষের ধন যদি কেহ ঐরূপ সম্মুখে দশ বৎসর ভোগ করে, তাহাতেও ভোক্তার অধিকার হইবে না। পশু, ভূমি এবং দাসী প্রভৃতি স্ত্রীর অত্যন্ত ভোগ না হইলে আর উহাতে ভোক্তার অধিকার হইবে না। উত্তরাধিকারীরা ঋণ পরিশোধ করিবে। কিন্তু পিতার জামিনী জন্য যদি কাহার নিকট ঋণ থাকে অথবা পিতার বাণিজ্যের জন্য যদি কিছু রাজকর দেয় থাকে, পিতার যদি মদের দোকানে বা দ্যূতকারদিগের নিকট কিছু দেনা থাকে এবং পিতার যদি কিছু রাজদণ্ড দেয় থাকে তাহা হইলে, পুত্র তাহা পরিশোধ করিতে বাধ্য নহে। নিধি, অন্নাদি যাচিত বস্তু, অবক্রীত এবং আধেয় এই সকল বস্তু বিনষ্ট হইলে কোন অনিন্দিত পুরুষই তাহা দিতে বাধ্য নহে। তবে ঐ পুরুষের অপরাধে যদি বিনষ্ট হয় তাহা হইলে তাহা দিতে হইবে, যে ব্যক্তি আশীরতির অন্যূন সুবর্ণ চুরি করিয়াছে সে নিজ দুষ্কর্ম্ম কীর্ত্তন করত আলুলায়িত কেশে মুষল গ্রহণ করিয়া রাজার নিকট গমন করিবে। রাজা তাহাকে সেই মুষল আঘাত করিলে তাহার বিনাশ হোক বা নাই হোক

সে নিষ্পাপ হইবে। রাজা আঘাত না করিলে পাপী হইবেন। ব্রাহ্মণের শারীরিক দণ্ড নাই। ব্রাহ্মণ কোন পাপ করিলে, রাজা তাহার অধিকার-চ্যুতি, দোষের ঘোষণা, রাজ্য হইতে নির্ব্বাসন এবং শরীরে তপ্ত লৌহাদি দ্বারা চিহ্ন করিবে। এতদ্ভিন্ন অন্যরূপ দণ্ডে প্রবৃত্ত হইলে রাজার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। চৌর্য্য কার্য্যে যে সহায়তা করিবে এবং যে জ্ঞান পূর্ব্বক সেই অন্যায় গৃহীত বস্তুর গ্রহণ করিবে, সে ব্যক্তি চৌর তুল্য হইবে। পুরুষের শক্তি এবং অপরাধের ন্যূনাধিক্য-অনুসারে দণ্ডবিধান করিবে অথবা বেদজ্ঞেরা যেরূপ ব্যবস্থা করিবেন সেইরূপ দণ্ডবিধান করিবে।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বিবাদস্থলে সাক্ষী দ্বারা কোন্‌টা মিথ্যা এবং কোন্‌টা সত্য, রাজা তাহার স্থির করিবেন। উভয় পক্ষেই নিজ কর্ম্মে অনিন্দিত, রাজার বিশ্বাস্যপক্ষপাত এবং দ্বেষশূন্য শূদ্র জাতীয়ও সাক্ষী হইতে পারে; কিন্তু সাক্ষীর সংখ্যা অনেক হওয়া আবশ্যক। অব্রাহ্মণের বাক্য অপেক্ষা ব্রাহ্মণের কথার আদর করিবে। সাক্ষীরা যদি সাক্ষ্য দিবার জন্য অনুরুদ্ধ না থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগের রাজদ্বারে উপস্থিত হইবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু ঐরূপ সাক্ষী যদি রাজা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়; তাহা হইলে সত্যকথা বলিবে, কারণ, সত্য কথা বলিলেই স্বর্গ এবং মিথ্যা কথায় নরক হয়। কাহারও কোনরূপ পীড়া উপস্থিত হইলে অননুরুদ্ধ ব্যক্তিরাও সাক্ষী দিতে পারে। প্রমত্ত ব্যক্তিও আপনার জন্য কোন ব্যক্তিকে সাক্ষ্যদিবার জন্য আবদ্ধ করিতে পারে। ধর্ম্মতন্ত্রের পীড়া অর্থাৎ উল্লঙ্ঘন হইলে সাক্ষী সভ্য রাজা এবং কর্ত্তার পাপ হয়। অব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহ শপথপূর্ব্বক সাক্ষ্য দান করিবে কেহ কেহ বা সত্যের উল্লেখ করিয়া সাক্ষ্য দিবে, দেবতার সমীপে অথবা রাজা বা ব্রাহ্মণের সভায় উহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে। সাক্ষী যদি ক্ষুদ্র পশুর জন্য মিথ্যা বলে তাহা হইলে তাহার দশ পুরুষ নরকগামী হয়। গো, অশ্ব, পুরুষ এবং ভূমির নিমিত্ত মিথ্যা কথা বলিলে যথাক্রমে শত, সহস্র, অযুত এবং লক্ষ পুরুষকে নরকগামী করা হয়, অথবা ভূমির জন্য মিথ্যা কথা বলিলে সকল প্রাণীর বধজন্য যে পাপ হয় তাহাই হইবে, এবং ভূমির হরণ করিলে নরক হয়। জলের জন্য মিথ্যা বলিলে ভূমির মত পাপ হয়, মৈথুন-সম্বন্ধে মিথ্যা কথায় ঐরূপ পাপ হয়, মধু এবং ঘৃতের জন্য মিথ্যা বলিলে পশুর জন্য মিথ্যা কথায় যে পাপ তাহা ঘটে; বস্ত্র, হিরণ্য, ধান্য এবং বেদ বিষয়ে মিথ্যা কথায় গোরুর জন্য মিথ্যা কথায় যে পাপ তাহাই ঘটে, যান-বিষয়ে মিথ্যা কথায় অশ্বসম্বন্ধে মিথ্যা কথায় যে পাপ, তাহা হয়। সাক্ষী মিথ্যা কথা কহিলে রাজা তাহার অর্থদণ্ড বা কায়িকদণ্ড করিবেন। যদি মিথ্যা কথা বলিলে কাহারও জীবন রক্ষা হয়, তবে সে স্থলে মিথ্যা কথায় কোন দোষ হইবে না। কিন্তু পাপিষ্ঠের জীবন রক্ষার নিমিত্ত মিথ্যা কথা বলিবে না। রাজা স্বয়ং অথবা প্রাড়্‌বাক অর্থাৎ শাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণেরা বিচার কার্য্য করিবেন। প্রাড়্‌বাক মধ্যস্থ অর্থাৎ পক্ষপাত শূন্য হইবে। ধেনু, অনডুহ, স্ত্রী এবং গর্ভ ঘটিত অভিযোগে জামিন লইয়া একবৎসর প্রতীক্ষা করিবে, যাহা শীঘ্র না করিলে হানি হইবার সম্ভাবনা এইরূপ বিচার কার্য্য শীঘ্র করিবে। প্রাড়্‌বাকের নিকট সত্য কথা বলা সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ!

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ঋত্বিক্‌, দীক্ষিত এবং ব্রহ্মচারীদিগের দশরাত্র আর সপিণ্ডদিগের একাদশরাত্র শাব-অশৌচ হয়। ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশরাত্র, বৈশ্যদিগের অর্দ্ধমাস এবং শূদ্রের এক মাস, শাব-অশৌচ হয়। এক শাব অশৌচের মধ্যে যদি অন্য এক শাব-অশৌচ উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব অশৌচের সঙ্গে সঙ্গে উহার শেষ হয়। পূর্ব্ব অশৌচ যে দিন শেষ হইবে, তাহার ঐ রাত্রি শেষে যদি আর একটী ঐ অশৌচ

হয়, তবে দুইদিন বৃদ্ধি হয় আর যদি প্রভাতকালে হয়, তাহা হইলে তিন দিন অশৌচ বৃদ্ধি হয়। গো বা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক হত ব্যক্তির মরণে তিন দিন অশৌচ হয়। রাজার ক্রোধে, যুদ্ধে, প্রায়োপবেশনে, শস্ত্র, অগ্নি, বিষ, জলমজ্জন, উদ্বন্ধন বা পতন দ্বারা বিনষ্ট ব্যক্তির অশৌচ নাই। সপ্তম অথবা পঞ্চমপুরুষে পিণ্ডনিবৃত্তি হয়, জননাশৌচেরও এইরূপ ব্যবস্থা। গর্ভস্রাব হইলে যত মাস গর্ভ, তত রাত্রি অশৌচ, মাতা পিতার বা কেবল মাতার হয়। দশ দিনের পর অশৌচ শ্রবণ করিলে তিন দিন অশৌচ হয়। অসপিণ্ডীদিগের পাক্ষিক অশৌচ, এবং গুরুর শিষ্য মরণে পক্ষিণী। শ্রোত্রিয়ের মৃত্যুতেও একাহ অশৌচ হয়। শবস্পর্শ করিলেও এক রাত্র অশৌচ হয়। ইচ্ছাপূর্ব্বক অশৌচান্ন ভোজনে শূদ্র ও বৈশ্যের দশ রাত্র অশৌচ হইবে এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, আর্ত্ত অবস্থায় অশৌচান্ন ভোজন করিলে দশ রাত্র অশৌচ হইবে। আচার্য্য, আচার্য্যপুত্র এবং আচার্য্যপত্নী যজমান এবং শিষ্যের মরণে তিনরাত্র অশৌচ। যদি হীনবর্ণ শ্রেষ্ঠবর্ণের শব স্পর্শ করে অথবা শ্রেষ্ঠবর্ণ হীনবর্ণের শব স্পর্শ করে, তাহা হইলে যে বর্ণের শবস্পর্শ করিবে তাহার সেই বর্ণের বিহিত শাব-অশৌচ হইবে। পতিত, চণ্ডাল, সূতিকা, ঋতুমতী ও শবের স্পর্শে বা ঐ সকল স্পর্শকারীদিগের স্পর্শে সবস্ত্র জলমগ্ন হইলেই শুদ্ধি লাভ হয়। শবের অনুগমনেও ঐরূপ সবস্ত্র জলমগ্নে শুদ্ধ হইবে। কুকুরোচ্ছিষ্ট-স্পর্শ করিলেও ঐরূপে শুদ্ধি হয় ইহা কেহ কেহ বলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

এক্ষণে শ্রাদ্ধের বিষয় বলা যাইতেছে, অমাবস্যায় পিতৃ উদ্দেশে দান করিবে। অপরপক্ষের পঞ্চমী প্রভৃতিতেও পিতৃ উদ্দেশে দান করিবে। শ্রাদ্ধবিহিত দ্রব্য, দেশ এবং ব্রাহ্মণের সমাগমেও শ্রাদ্ধ করিবে, শ্রাদ্ধের যে কাল উক্ত হইয়াছে তাহাতেও শ্রাদ্ধ করিবে। শক্তি-অনুসারে অন্নের গুণ এবং সংস্কার করিবে। আপনার উৎসাহ অনুসারে নয়ের ন্যূন বেজোড় সংখ্যক শ্রোত্রিয়, বাক্যরূপ বয়স এবং শীলসম্পন্ন ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। কেহ কেহ বলেন যুবাদিগকে দান করিবে ঐ সকল ব্রাহ্মণকে পিতার মত বিবেচনা করিবে তাহাদিগের সহিত মিত্র কার্য্য করিবে না। পুত্র না থাকিলে, সপিণ্ড, মাতৃসপিণ্ড বা শিষ্যেরা শ্রাদ্ধ করিবে, শিষ্য না থাকিলে ঋত্বিক্ বা আচার্য্য শ্রাদ্ধ করিবে। তিল, মাস, ব্রীহি, যব এবং উদক দানে পিতৃলোকের এক মাসকাল তৃপ্তি হয়। মৎস্য, হরিণ, রুরু, শশ, কূর্ম্ম, বরাহ এবং মেষমাংস দ্বারা সম্বৎসর তৃপ্তি হয়, গব্যদুগ্ধ এবং পায়স-দ্বারা দ্বাদশ বৎসর তৃপ্তি হয়। বার্দ্ধ্রীণস মাংস, কালশাক, কৃষ্ণছাগল এবং গণ্ডারের মাংস মধু মিশ্রিত করিয়া দান করিলে অনন্তকাল তৃপ্তি হয়। চোর, ক্লীব, পতিত, নাস্তিক, নাস্তিকবৃত্তি, বীরহা, অগ্রেদিধিষুপতি, দিধিষুপতি, স্ত্রীযাজক, গ্রামযাজক, অজপালক, উৎসৃষ্টভোজী, অগ্নিভোজী, মদ্যপায়ী, কুচর কূটসাক্ষী, প্রতিহারী, এবং যাহার কোন উপপতি নাই এরূপ লোককে ভোজন করাইবে না। কুণ্ডান্নভোজী, সোমবিক্রয়ী, গৃহদাহী, বিষদায়ী, অবকীর্ণি গণিকাদাসী এবং অগম্যাগামী, হিংস্রক, পরিবিত্তী, পরিবেত্তৃ, পর্য্যাহিত, পর্য্যাধাতৃ, পরিত্যক্ত, আত্মদুর্ব্বল, কুনখি, শ্যাবদন্তী শ্বিত্রী পৌনর্ভব, কিতব, আজপ্রেষ্য প্রাতিরূপক, শূদ্রাপতি, নিরাকৃতি, কিলাসী, কুসীদব্যবসায়ী, বণিক, শিল্পোপজীবি, ধনুর্ব্ব্যবসায়ী, বাদিত্র, তান এবং নৃত্যগীতব্যবসায়ীদিগকেও শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে না। অনিচ্ছাপূর্ব্বক পিতা যাহাকে বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন এরূপ ব্যক্তিকেও শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবেনা। কেহ কেহ সগোত্র এবং শিষ্যকেও ভোজন করাইবে না। সদ্যঃ শ্রাদ্ধকারী তিনের অধিক গুণবানকে ভোজন করাইবে। শূদ্রার শয্যাগামী হইয়া শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ একমাস বিষ্ঠায় পতিত হন, এই নিমিত্ত শ্রাদ্ধের দিন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে, শ্রাদ্ধান্ন চণ্ডাল, কুকুর বা পতিতব্যক্তি দর্শন করিলে দুষ্ট হয়, এই নিমিত্ত বিধান

ব্যক্তিকে শ্রাদ্ধান্ন দান করিবে অথবা তিল দ্বারা বিকীর্ণ করিবে। পংক্তিপাবন ব্রাহ্মণেরা উহার দোষ শান্তি করে, যে ষড়ঙ্গ জানে, বয়োজ্যেষ্ঠ হয়, সামবেদ, ত্রিণাচিকেত, ত্রিমধু, ত্রিসুপর্ণ জ্ঞাত হয়, পঞ্চাগ্নি রক্ষক, স্নাতক, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণবিৎ ধর্ম্মজ্ঞ ও বেদ অধ্যাপন করে তাহাকে পংক্তিপাবন বলে। হবনাদিকার্য্যেও এইরূপ দুর্ব্বলাদির পরিহার করিবে, কেহ কেহ বলেন কেবল শ্রাদ্ধে এই নিয়ম।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়।

বর্ষাকালে শ্রাবণাদি মাসে বা ভাদ্রমাসে বা দক্ষিণায়নের পাঁচ মাস নিয়মপূর্ব্বক ব্রহ্মচারী হইয়া লোমত্যাগ করিয়া বেদ অধ্যয়ন করিবে। মাংস ভোজন করিবে না। দুই মাস বা ঐরূপ নিয়ম করিবে। দিবাকালে যদি বায়ু শব্দ করিয়া ধূলি হরণ করে এবং রাত্রিকালে বাণ, ভেরী মৃদঙ্গের শব্দ হয়, মেঘগর্জ্জন করে, এবং আর্ত্তনাদ শুনা যায়, এবং কুক্কুর, শৃগাল এবং গর্দ্দভ শব্দ করিলে, অকালে লোহিত বর্ণ ইন্দ্রধনু এবং অকালে কুজ্ঝটিকার দর্শন হইলে অধ্যয়ন করিবে না, মূত্র এবং মলত্যাগের সময় অধ্যয়ন করিবে না, কেহ কেহ বলেন সায়ং সন্ধ্যার সময় উদক বর্ষণ হইলেও অধ্যয়ন করিবে না। বল্মীক সন্তানে চন্দ্র এবং সূর্য্যের পরিধি দৃষ্ট হইলে অধ্যয়ন করিবে না। কোন কারণে ভীত হইয়া, যানারূঢ় হইয়া শয়ন করিয়া বা পা উচু করিয়া অধ্যয়ন করিবে না। শ্মশান, গ্রামের অন্ত মহাপথ এবং অশৌচে অধ্যয়ন করিবে না, পূতিগন্ধযুক্ত স্থানে, শবযুক্ত স্থানে দিবাকীর্ত্তি এবং শূদ্র সন্নিধানে অধ্যয়ন করিবে না। সূতকে এবং উদ্গারেও অধ্যয়ন করিবে না সামবেদ শুনিতে পাইলে ঋক এবং যজুর্ব্বেদও অধ্যয়ন করিবে না। অকালে নির্ঘাত ভূমিকম্প, রাহুদর্শন, উল্কাপত, মেঘবর্ষণ এবং বিদ্যুৎপাতে অধ্যয়ন করিবে না। অগ্নির প্রাদুর্ভাবেও অধ্যয়ন করিবে না, অযথা ঋতুতে বিদ্যুৎপাত হইলেও অধ্যয়ন করিবে না। শেষরাত্রের পর ত্রিভাগের আদিতে পূর্ব্বোক্ত নির্ঘাতাদি উপস্থিত হইলে কিছুই অধ্যয়ন করিবে না। কেহ কেহ বলেন উষাকালে বিদ্যুৎপাত হইলে অধ্যয়ন করিবে না। অপরাহ্ন প্রদোষে মেঘগর্জ্জন করিলে কিছুই অধ্যয়ন করিবে না। রাত্রে অর্দ্ধ রাত্রের পর, মেঘ গর্জ্জন হইলে অধ্যয়ন করিবে না এবং দিবার সূর্য্যোদয়ে মেঘগর্জ্জনে অধ্যয়ন নিষেধ। যে রাজার অধিকারে বাস তাহার মৃত্যুতেও অধ্যয়ন নিষেধ, বিদেশ হইতে আসিয়া পরস্পরের সহিত সাক্ষাতেও অধ্যয়ন নিষেধ। প্রারব্ধ বেদের সমাপ্তি হইলে সে দিবস আর অধ্যয়ন করিবে না। ছর্দ্দি, শ্রাদ্ধ, মনুষ্যযজ্ঞ এবং ভোজনাদিতেও অধ্যয়ন করিবে না। অমাবস্যায় অহোরাত্র বা দিনদ্বয় অধ্যয়ন করিবে না। কার্ত্তিকী, ফাল্গুনী এবং আষাঢ়ী পৌর্ণমাসীতে অধ্যয়ন করিবে না অষ্টকাত্রয়ে তিন রাত্র অধ্যয়ন করিবে না। কেহ কেহ বলেন শেষ অষ্টকামাত্র অধ্যয়ন করিবে না। ভোজনাদি উৎসবে অধ্যয়ন করিবে না যাহা একবার অধীত হইয়াছে পুনরায় তাহার অধ্যয়ন করিবে না। কেহ কেহ বলেন, রাত্রিকালে চারমুহূর্ত্ত একেবারেই অধ্যয়ন করিবে না। নগরে অধ্যয়ন করিবে না। অকৃতার্থ শ্রাদ্ধির সংযোগে এবং যে পর্য্যন্ত অধীত বিদ্যার স্মরণ হয় সে পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিবে না।

ষোড়শাধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

নিজ কর্ম্মে প্রশস্ত দ্বিজাতীয়দিগের গৃহে ব্রাহ্মণেরা ভোজন করিবে এবং সকলের নিকট হইতেই পিতৃ, দেব এবং গুরুর কার্য্য ও ভৃত্যের ভরণের নিমিত্ত সকলের নিকট হইতেই অনিন্দনীয় উদক যবস, মূল, ফল, মধু, অভয় এবং অযাচিত হইয়া উপস্থিত অন্ন, শয্যা, আসন, যান, দুগ্ধ, দধি, ধান্য, মৎস্য, প্রিয়ঙ্গু, পুষ্প, মর্ত এবং শাক গ্রহণ করিবে। ব্রাহ্মণ

যদি নিজ বৃত্তি পরিত্যাগ করেন, তবে শূদ্র ব্যতীত অন্য কোন জাতির নিকট হইতে ঐসকল বস্তু গ্রহণ করিবে না। শূদ্র জাতির মধ্যে নিজের পশুপালক ও ক্ষেত্র-কর্ষক এবং কুলপরম্পরা বন্ধুভাবাপন্ন ও পিতার পরিচারক ইহাদের অন্ন ভোজন করা যাইতে পারে। শিল্পী ভিন্ন বণিকের অন্নও ভোজন করা যাইতে পারে। কেশ এবং কীট-সংস্পৃষ্ট অন্ন কখন ভোজন করিবে না। রজস্বলা-স্পৃষ্ট, পক্ষীর চরণদ্বারা খণ্ডিত, ভ্রূণঘ্নকর্ত্তৃক অবলোকিত, গোরুদ্বারা আঘ্রাত ভাব-দুষ্ট (অর্থাৎ যাহা দেখিলে মনের ভিতর একটা জঘন্য ভাবের উদয় হয় অথবা কোন কোন ঘৃণিত বস্তুর সহিত উপমিত), শুক্ত, ব্যঞ্জন বা উপকরণ-শূন্য, দধি-বর্জ্জিত, পুনর্ব্বার সিদ্ধ, এবং পর্য্যুষিত (বাসী বা কড়কড়), অন্ন ভোজন করিবে না। শাক হীন, এবং অভক্ষ্য স্নেহ, মাংস ও মধু ভোজন করিবে না উৎসৃষ্ট অর্থাৎ পরিত্যক্ত অন্ন (পাতকুড়ান) পুংশ্চলী (বেশ্যা), অভিশস্ত (পাপকার্য্যহেতুক সমাজে ঘৃণিত) অনপদেশ্য (অকুলীন), রাজদণ্ডে দণ্ডিত তক্ষ (ছুতর) কদর্য্য (কৃপণ) বদ্ধ, চিকিৎসক, ব্যাধ, কারু অর্থাৎ শিল্পী, উচ্ছিষ্টভোজীগণ (সম্প্রদায়) শত্রু এবং অপাংক্তেয় (যাহাদের সহিত এক পংক্তিতে ভোজন নিষিদ্ধ) ইহাদের অন্ন ভোজন করিবে না। দুর্ব্বলের পূর্ব্বে ভোজন করিবে না। বৃথা অর্থাৎ অনিবেদিত এবং আচমন ও উত্থানহীন অন্ন ভোজন করিবে না। সম অর্থাৎ পবিত্র এবং বিষম অর্থাৎ অপবিত্র এই উভয়বিধ অন্ন একত্র করিবে না, * পূজা অর্থাৎ সংস্কার বিশেষ দ্বারা অনর্চ্চিত অন্নও ভোজন করিবে না। গোরু প্রসবের পর দশ দিন অতীত না হইলে তাহার দুগ্ধ পান করিবে না, অজা এবং মহিষীরও প্রসবের পর দশ দিন অতীত না হইলে দুগ্ধ পান করিবে না। মেষের দুগ্ধ কখনই পান করিবে না। উষ্ট্র এবং এক-শফ অর্থাৎ যাহাদের খুরের মধ্যস্থলে চেরা নাই, এইরূপ জন্তুরও দুগ্ধ পান করিবে না, সন্ধিনী অর্থাৎ গর্ভধারণ করিতে উৎসুক গোরুর দুগ্ধপান করিবে না এবং অনুসন্ধিনী অর্থাৎ যাহাদের গর্ভাধান করিতে ভালরূপ প্রবৃত্তি নাই, তাহাদের দুগ্ধও পান করিবে না। বৎসহীন গোরুর দুগ্ধও পান করিবে না। শল্যক (সাজারু), শশ (খরগোশ), শ্বাবিধ (জন্তুবিশেষ), গোধা (গোসাপ), খড়্গ (গাণ্ডার) এবং কচ্ছপ এতদ্ভিন্ন যে সকল জীবের পাঁচটি করিয়া নখ আছে তাহারা অভক্ষ্য (পঞ্চ নখের মধ্যে কেবল উপরি উক্ত পাঁচটি ভক্ষ্য) যে সকল জন্তুর দুপাটি দাঁত আছে, যাহাদের কেশ এবং লোম উভয়ই আছে যাহাদের খুরের মধ্য চেরা নয়, কলবিঙ্ক, প্লব, চক্রবাক, হংস, কাক, কঙ্ক, গৃধ্র, শ্যেন, যাহাদের মাথা এবং পা লাল এরূপ জলচরপক্ষী, গ্রাম্য কুক্কুট, গ্রাম্যবরাহ, গোরু, অনড্বুহ (ষাঁড়), এসকলের মাংস ভক্ষণ করিবে না। অনিবেদিত যেবান্ন এবং বৃথা মাংসও ভক্ষণ করিবে না। কিসলয়, ক্যাকু (?) লশুন বৃক্ষের আটা এবং বৃক্ষচ্ছেদন করিলে যে লোহিতবর্ণ রস নির্গত হয়, তাহাও ভক্ষণ করিবে না। কাঠঠোকরা, বক, টিট্টিভ, মান্ধাতৃ এবং রাত্রিচর পক্ষীসকল (পেচক প্রভৃতি) অভক্ষ্য। প্রতুদ, বিষ্কির, জালপাদ, অবিকৃত মৎস্য, ঐসকল পশু ধর্ম্মার্থ যাহাদের বধ বিহিত হইয়াছে, হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক নিহত মৃগাদি এবং যাহাদের কোনরূপ অপকারিতা দেখা যায় না অথবা যাহা প্রশস্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে এইরূপ জীবের মাংস যথাবিধি দেব এবং পিতৃ উদ্দেশে নিবেদন করিয়া ভোজন করিবে।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

* এ সম্বন্ধে মনুতে এইরূপ লেখা আছে কোন কালে দেবগণ কৃপণ শ্রোত্রিয় এবং বদান্য বার্দ্ধুষিক এই উভয়ের অন্ন সমান বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহাদিগকে ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিতে দেখিয়া প্রজাপতি বলেন, 'তোমরা বিষম বস্তুকে সম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিও না। উভয়বিধ অন্ন পরস্পর সম নহে, কারণ বদান্য নিজে অপবিত্র হইলেও তাহার অন্ন অন্তরীণ শ্রদ্ধাদ্বারা পূত হয় এবং শ্রোত্রিয় নিজে পবিত্র হইলেও শ্রদ্ধা না থাকায় তাহার অন্ন অপবিত্র। বোধ হয় গৌতমও সেইরূপ কোন একটা কথা বলিয়াছেন। অনুবাদক।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

স্ত্রী ধর্ম্ম কার্য্যেও স্বতন্ত্র অর্থাৎ স্বাধীনা হইবে না, কখনও স্বামীকে অতিক্রম করিবে না অর্থাৎ তাহার অমতে কার্য্য করিবে না। স্বামীর (মৃত্যু হইলে) ঋতুকালে বাক্, চক্ষুঃ এবং কর্ম্মে সংযম করিয়া স্বামীর সহোদর দেবর হইতে সন্তান লাভ করিতে অভিলাষিণী হইবে। সেরূপ দেবর না থাকিলে যাহার সহিত পিণ্ড গোত্র অথবা ঋষি সম্বন্ধ আছে কিম্বা কেবল যোনি মাত্র সম্বন্ধ আছে এরূপ দেবর হইতে অপত্য উৎপাদন করিবে। যে সম্বন্ধে দেবর নয়, এরূপ লোক হইতে সন্তানোৎপাদন করিবে না এবং দেবর হইতেও দুইটির অধিক সন্তান উৎপাদন করিবে না। যদি কোনরূপ সত্ব না থাকে তাহা হইলে ঐ সন্তান উৎপাদয়িতার সন্তান বলিয়া গণ্য হইবে। জীবিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে যদি অপরে সন্তান উৎপন্ন করে তাহা হইলে ঐ সন্তান যাহার ক্ষেত্র তাহারই হয়, অথবা ক্ষেত্রস্বামী ও উৎপাদয়িতা এই উভয়েরই সন্তান বলিয়া গণ্য হইবে, (বস্তুতঃ) যে ঐ সন্তানকে প্রতিপালন করিবে তাহারই সন্তান হইবে। স্বামী নিরুদ্দিষ্ট হইলে ছয়বৎসরকাল তাহার জন্য অপেক্ষা করিবে। নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর সংবাদ পাইলে তাহার নিকট গমন করিবে, স্বামী যদি প্রব্রজ্যা অর্থাৎ সন্ন্যাস করে, তাহা হইলে তাহার প্রসঙ্গ হইতে নিবৃত্তিও হইবে। ব্রাহ্মণের বিদ্যাসম্বন্ধে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও যদি ঐরূপ নিরুদ্দিষ্ট হয়, তাহা হইলে কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাহার কন্যাদান, অগ্নিরক্ষা এবং বিবাহ বিষয়ে বার বৎসর অবধি প্রতীক্ষা করিবেন, কেহ বলেন ছয় বৎসর মাত্র প্রতীক্ষা করিবে। (পিতা প্রভৃতি আত্মীয়কর্ত্তৃক প্রদত্ত না হইলে) কুমারী তিনটি ঋতু অতিক্রম করিয়া পিতৃদত্ত অলঙ্কার গুলি পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং কোন অনিন্দিত পাত্রের সহিত যুক্ত হইবে। ঋতু দর্শনের পূর্ব্বেই কন্যাদান করিবে। ঋতুদর্শনের পূর্ব্বে কন্যাদান না করিলে কন্যার অভিভাবক পাপী হইবে। কেহ কেহ বলেন কন্যা নগ্নিকা অবস্থায় অর্থাৎ ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বেই উহাকে প্রদান করিবে। বিবাহ সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত অথবা কোন ধর্ম্ম কার্য্য নিষ্পাদন করিবার নিমিত্ত শূদ্র হইতেও দ্রব্য গ্রহণ করিতে পারে। অপর অপর কার্য্যের জন্যও বহু পশুসম্পন্ন শূদ্র, হীনকর্ম্মা শত গোর অধিপতি অনাহিতাগ্নি ব্রাহ্মণ এবং সহস্র গোর স্বামী সোমপ হইতে ধনাদি গ্রহণ করিবে। সপ্তম বেলা অবধি ভোজন হইলে অহীনকর্ম্ম ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে ভোজন গ্রহণ করিবে। রাজা জিজ্ঞাসা করিলে তাহাকে সত্যকথা বলিবে। ধর্ম্মাচরণের বাধা হইলে রাজা বেদবিদ্ এবং সুশীল ব্রাহ্মণদিগের ভরণপোষণ করিবেন তাহা না করিলে তিনি পাপী হইবেন।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনবিংশ অধ্যায়।

বর্ণ-ধর্ম্ম এবং আশ্রম ধর্ম্ম উক্ত হইল। এক্ষণে যে কর্ম্ম করিলে পুরুষ পাপে লিপ্ত হয়, তাহা বলা যাইতেছে। অযাজ্য যাজন, অভক্ষ্যভক্ষণ, অকথ্য কথন, বিহিত কার্য্যের অকরণ, প্রতিষিদ্ধ বস্তুর সেবন এই সকল পাপ কার্য্য; এই কার্য্য করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিবে কি না তাহার মীমাংসা করা যাইতেছে। কেহ কেহ বলেন, প্রায়শ্চিত্ত করিবে না, কারণ কর্ম্মের ক্ষয় নাই। কেহ কেহ বলেন, প্রায়শ্চিত্ত করিবে। পুনর্ব্বার অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করিলে পুনর্ব্বার সবন প্রাপ্ত হয়, এই বেদবাক্যদ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করণীয় বলিয়া জানা যাইতেছে। ব্রাত্য ব্যক্তি অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করিয়া সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হয়, অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে ব্রহ্মহত্যা হইতে বিমুক্ত হয়। অগ্নিষ্টুতের দ্বারা অভিশস্যমানকে যজ্ঞ করাইবে, এই সকল বেদ বাক্য প্রমাণ। জপ, তপশ্চরণ, হোম, উপবাস, দান, উপনিষদ্, বেদান্ত, বেদসমূহের সংহিতাভাগ, মধুবাতাদি মন্ত্র, অঘমর্ষণমন্ত্র, অথর্ব্বশির উপনিষৎ, রুদ্রাধ্যায়, পুরুষসূক্ত, রাজনরৌহিণ নামক সামগান, বৃহদ্রথন্তরে পুরুষগতি, মহানাম্নী, মহাবৈরাজ, মহাদিবকীর্ত্য

জ্যেষ্ঠ সামদিগের অন্যতম, মহিংস্যবমান, কুষ্মাণ্ড, পাবমানী সাবিত্রী এই সকলের অধ্যয়ন পাপীর পাপ মোচনার্থ কর্ত্তব্য। পয়োমাত্র ভোজন, শাকমাত্র ভক্ষণ, ফলমাত্র ভক্ষণ, যবভোজন, হিরণ্যপ্রাশন, ঘৃতভোজন, সোমপান এই সকল কার্য্যদ্বারাও পাপ নাশ হয়। সমুদয় পর্ব্বত, সমুদয় স্রোতস্বতী, পুণ্যহ্রদ, তীর্থস্থান, ঋষিদিগের নিবাস, গোষ্ঠ এবং পরিস্কন্দ এই সকল পবিত্র দেশে গমন করিলেও পাঁপ নাশ হয়। ব্রহ্মচর্য্য, সত্যবচন, ত্রিসবনে উদকস্পর্শ, আর্দ্রবস্ত্রে ভূমিতে শয়ন এবং অনশন এই সকল কার্য্যের নাম তপশ্চর্য্যা। সুবর্ণ, গোরু, বস্ত্র, অশ্ব, ভূমি, তিল, ঘৃত এবং অন্ন এই সকল বস্তুর দান করিবে। সম্বৎসর, ছয়মাস, চার মাস, তিন মাস, দুই মাস বা এক মাস অথবা চব্বিশ দিন, বারদিন, ছয়দিন, তিনদিন বা সমস্ত দিনরাত্র এই সকল প্রায়শ্চিত্তের ফল। দেশভেদে উপরিউক্ত কার্য্যের মধ্যে যে কোন একটি কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়। গুরুপাপে গুরুপ্রায়শ্চিত্ত এবং লঘুপাপে লঘুপ্রায়শ্চিত্ত করিবে। কৃচ্ছ্র অতিকৃচ্ছ্র এবং চান্দ্রায়ণ এসকল প্রায়শ্চিত্ত।

একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশতিতম অধ্যায়।

পাপী সকল চৌষট্টি যাতনা স্থানে দুঃখ অনুভব করিয়া পরে বক্ষ্যমান লক্ষণান্বিত হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ব্রহ্মবধকারী গলৎকুষ্ঠ রোগযুক্ত হয়, মদ্যপায়ী শ্যাবদন্তবিশিষ্ট হয়, গুরুতল্পগামী পঙ্গু অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করে, সুবর্ণাপহারী কুনখী হয়, বস্ত্রাপহারী ধবলরোগযুক্ত হয়, হিরণ্যহারী দদ্রুরোগাক্রান্ত হয়, তৈজস বস্তু অপহারী সর্ব্বাঙ্গে মণ্ডল হয়, স্নেহ বস্তু অপহারী ক্ষয়রোগগ্রস্ত হয়, ভোজ্যদ্রব্য-অপহারী অজীর্ণ রোগযুক্ত হয়, জ্ঞানাপহারী মূক হয়, গুরুঘাতী অপস্মার রোগগ্রস্ত হয়, গো-ঘাতক জন্মান্ধ এবং পিশুন অর্থাৎ লোঠেকা ব্যক্তি নাক্পচা হয়। সূচক অর্থাৎ কানভাঙ্গানের মুখে সর্ব্বদা পচাগন্ধ নির্গত হয়। শূদ্রাধ্যাপক শ্বপাকজাতি হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ত্রপু সিস এবং চামরবিক্রেতা মদ্যপায়ী হয়, এক অভিন্ন খুরবিশিষ্ট জীববিক্রয়কারী মৃগব্যাধকুলে জন্মধারণ করে। কুণ্ডের অন্নভোজী ভৃত্য বা খানসামার বংশে জন্মে, নক্ষত্রজীবী, অর্ব্বুদী, নাস্তিক, রঙ্গোপজীবী অভক্ষ্যভক্ষী গণ্ডরী এবং বেদ এবং মনুষ্য তস্করের পথ প্রদর্শক ইহারা সকলে ষণ্ড (ক্লীব) হয় অথবা মৃতজীবী হয় কিম্বা গাণ্ডিক (নাগ রোগযুক্ত) হয়, চণ্ডালী পুক্কসী অথবা গোরুর সহিত মৈথুনকারী ব্যক্তি মধুমেহ রোগ গ্রস্ত হয়। অথবা যে ব্যক্তি ধর্ম্মপত্নীকে ব্যভিচারে প্রবৃত্ত করে, যে মঘাট, সগোত্র এবং পণ্যস্ত্রীতে গমন করে, যে পিতা মাতা, ভগিনীতে গমন করে, তাহার গর্ভাবস্থা হইতেই কুব্জ, কুষ্ঠ, মত্ত, ব্যাধিযুক্ত, অঙ্গহীন, দরিদ্র, অল্পায়ু, অল্পবুদ্ধি, চণ্ড, পণ্ড, শৈলূষ, তস্কর, পরপুরুষের প্রেষ্য পরকর্ম্মকারী খঘাট, চক্রসঙ্কীর্ণাঙ্গ, ক্রূরকর্ম্মা হইয়া ক্রমে ক্রমে অন্ত্যজ জাতিতে উৎপন্ন হয়। অতএব পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য। প্রায়শ্চিত্ত করিলে ধর্ম্ম রক্ষা হয় এবং উত্তম লক্ষণবিশিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

বিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একবিংশতিতম অধ্যায়।

রাজঘাতক, শূদ্রযাজক, বেদবিপ্লাবক এবং ভ্রূণহত্যাকারী পিতাকেও পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি অত্যাবসায়ি (নীচজাতীয় শূদ্রবিশেষ) দিগের সহিত অথবা অত্যাবসায়িনীর সহিত অত্যন্ত সঙ্গ করিবে, তাহার প্রেতকার্য্যে বিদ্যা-গুরু এবং যোনিসম্বন্ধে সম্বন্ধিগণ একত্র হইয়া তাহার জলবন্ধ প্রভৃতি কার্য্য করিবে এবং তাহার মৃত্যু হইলে প্রেতকার্য্য করিবে না। তাহার পাত্রেরও বিপর্য্যয় হইবে। দাস অথবা ভৃত্য নগর হইতে অপবিত্র পাত্র আনিবে এবং দাসী দ্বারা ঘট পূর্ণ করাইয়া দক্ষিণামুখ হইয়া ঐ ব্যক্তি বিপর্য্যস্ত পদ হইয়া দাঁড়াইবে। তাহার পর আমরা অমুককে অনুদক করি

এই বলিয়া তাহার নাম গ্রহণপূর্ব্বক সকলে অবালম্বন করিবে। বিদ্যা গুরু এবং যোনি-সম্বন্ধে সম্বন্ধি ব্যক্তিগণ প্রাচীনাবীতী হইয়া আচমন করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া দেখিয়া গ্রামে প্রবেশ করিবে। এইরূপ জলবন্ধ করিবার পর যদি কেহ অজ্ঞানপূর্ব্বক তাহার সহিত আলাপ করে, তবে, সে, একরাত্র দণ্ডায়মান হইয়া গায়ত্রী জপ করিবে; এবং যদি কেহ জ্ঞানপূর্ব্বক তাহার সহিত সম্ভাষণ করে, তাহা হইলে তিন রাত্র দণ্ডায়মান হইয়া গায়ত্রী জপ করিবে। ঐরূপ ব্যক্তি যদি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হয়, তবে, সে, শুদ্ধ হইলে একটি সুবর্ণময় পাত্র পুণ্যতম হ্রদ বা নদী হইতে পূর্ণ করে আনিয়া সেই জল তাহাকে স্পর্শ করাইবে। অনন্তর, তাহার হাতে সেই পাত্র দিয়া আবার উহা গ্রহণ করিয়া যজুর্ব্বেদোক্ত "শান্তা দ্যৌঃ শান্তা পৃথিবী" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। তাহার পর পাবমানী তরৎসমন্দী এবং কুষ্মাণ্ডী মন্ত্র পাঠ করত ঘৃত দ্বারা হবন করিবে, অথবা ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ দান করিবে এবং আচার্য্যকে গো দান করিবে। যাহার মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে, সে, সেই রূপ প্রায়শ্চিত্ত করত প্রাণত্যাগ করিয়া শুদ্ধ হইবে, তাহার মরণের পর সমুদয় প্রেতকৃত্য যথানিয়মে করিবে। সকল প্রকার উপপাতকে এইরূপ শান্ত্যুদক বিহিত জানিবে।

একবিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

ব্রহ্মঘাতক, সুরাপায়ী, গুরুতল্পগামী (গুরুপত্নীর সহিত ব্যভিচারকারী), মাতা বা পিতৃপক্ষীয় যোনিসম্বন্ধে কোনরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট স্ত্রীর সহিত ব্যভিচারকারী, নাস্তিক, নিন্দিত-কর্ম্মচারী, পতিত সংসর্গী এবং অপতিত ত্যাগী ইহারা সকলেই পতিত। ইহাদের সহিত যাহারা একবৎসর কাল সংসর্গ করে তাহারাও পাতকী হয়। পতন শব্দের অর্থ দ্বিজাতির অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে অনধিকার এবং পরলোকে অগতি কেহ কেহ বলেন, নরকের নামই পতন। উক্ত পাতকজ কার্য্যের মধ্যে মনু প্রথম তিনটি স্ত্রী বিষয়ে নির্দ্দেশ করেন নাই। কেহ কেহ বলেন, গুরুতল্পগ না হইয়াও যদি কেহ ভ্রূণহত্যা করে, তবে, সেও পতিত হয়। আপনা অপেক্ষা হীন বর্ণ সেবা করিলে স্ত্রী পতিত হয়। মিথ্যা-সাক্ষ্য, রাজার খলতা এবং গুরুর নিকট মিথ্যা-কথন এই সকল কার্য্য মহাপাতক তুল্য। অপাঙ্‌ক্তেয়দিগের মধ্যে গোঘাতক বেদ-ত্যাগী, বেদমন্ত্রব্যবহার-রহিত, অবকীর্ণ এবং পতিত সাবিত্রী ইহারা উপপাতকী যে ঋত্বিক্ এবং আচার্য্য ঐ সকল ব্যক্তির পৌরোহিত্য এবং অধ্যাপনা করিবেন এবং কোনরূপ পতন-কারী কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন, তাঁহারা সমাজে হেয় হইবেন। এবং কার্য্যবিশেষে তাঁহারা হেয় না হইয়া তাঁহারা পতিত হই-বেন। কেহ কেহ বলেন, উক্ত রূপ পাপীর দান গ্রহণকারীও পতিত হয়। কোন স্থলেই মাতাপিতার দোষ হয় না; তবে, পাপী কখন মাতা বা পিতার দ্বারা আগত সম্পত্তিতে অধি-কারী হয় না। কোন ব্রাহ্মণকে অভিশস্ত (সমাজে কলঙ্কিত) করিলেও উক্তরূপ পাপ হয়। বিশেষ সম্পূর্ণরূপে পাপশূন্য ব্রাহ্মণকে সমাজে কলঙ্কিত করিলে উহার দ্বিগুণ পাপ হয়। কোন বলবান্‌কর্ত্তৃক দুর্ব্বলের পীড়া দেখিয়া যদি প্রতীকার সমর্থ ব্যক্তি নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারও ঐরূপ গুরুতর পাপ হয়। বলপূর্ব্বক কোন ব্রাহ্মণকে আক্রমণ করিয়া অপমান করিলে, একশত বৎ-সর নরকভোগ হয়, পীড়া দিলে সহস্র বৎসর এবং রক্তপাত করিলে সেই রক্ত নিবারণ করিতে ব্রাহ্মণ যতগুলি ধূলি লইয়া ক্ষত স্থানে অর্পণ করিবেন, তত বৎসর নরক হইবে।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

ব্রহ্মঘাতক নিজের শরীর কোনরূপে আচ্ছাদিত না করিয়া তিনবার অগ্নিতে প্রবেশ করিবে অথবা যুদ্ধস্থলে আপনাকে শস্ত্র-ধারী পুরুষের লক্ষ্য করিবে অথবা খট্টাঙ্গ এবং

মানুষের মাথার খুলি হাতে করিয়া ব্রহ্মচারী-বেশে আপনার পাপকর্ম্মের ঘোষণা করত দ্বাদশ বৎসর ক্রমে ক্রমে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইবে। আর্য্যব্যক্তির দর্শনপথ হইতে অপসৃত হইবে। ব্রহ্মঘাতক যথারীতি স্নান আসন করত প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন এবং সায়ং এই তিন কাল উদকস্পর্শ করিলে শুদ্ধ হইবে। অথবা কোন ব্রাহ্মণের সর্ব্বস্ব অপহৃত হইলে যদি সেই অপহৃত ধন প্রত্যাহরণ করিবার নিমিত্ত তিন বার অপহর্ত্তার সহিত যুদ্ধ করে তাহা হইলে অপহৃত ধন প্রত্যাহৃত হোক বা না হোক ব্রহ্মহত্যাকারী পাপ হইতে মুক্ত হইবে। অথবা সেই ধনের শোকে ব্রাহ্মণ প্রাণত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলে যদি তৎপরিমিত ধন দান করিয়া তাহার প্রাণরক্ষা করে তাহা হইলেও ব্রহ্মহত্যা জন্য পাপের নিবৃত্তি হয়। রাজা যদি ব্রহ্মবধ করেন তাহা হইলে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া অবভৃথ স্নান দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিবেন অথবা অপর কোন কোন যজ্ঞে অগ্নিষ্টুৎ কার্য্য অবধির অনুষ্ঠান করিবেন। ঋতুমতী ও অবিজ্ঞাত গর্ভ অর্থাৎ যে গর্ভে স্ত্রী, বা পুরুষ আছে তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় নাই এরূপ গর্ভ বিনাশ করিলেও উক্তরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বধ করিলে ছয় বৎসর রীতিমত কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিবে এবং একটী ঋষভের সহিত এক সহস্র ধেনু দান করিবে। বৈশ্য বধ করিলে তিন বৎসর উক্তরূপ ব্রহ্মচর্য্য এবং ঋষভের সহিত একশত ধেনু দান করিবে, আর শূদ্র বধ করিলে একবৎসর ব্রহ্মচর্য্য এবং একটী ঋষভের সহিত দশটি ধেনু প্রদান করিবে। অনৃতুমতী এবং গোরু বধ করিলেও এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ব্রাহ্মণ—মণ্ডুক নকুল কাক এবং বিবদহর বিল ও দুহর (?) মুষিকা (স্ত্রী ইন্দুর) বধ করিয়া বৈশ্য বধের মত প্রায়শ্চিত্ত করিবে। সহস্র সংখ্যক অস্থিযুক্ত প্রাণি কৃকলাসাদির বধ করিয়া এক গাড়ী পূর্ণ অস্থি-শূন্য প্রাণী ছারপোকা, উকুন প্রভৃতির বিনাশ করিয়া বৈশ্যবধের তুল্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে। অথবা এক একটী অস্থিমৎ জীবের নিমিত্ত ব্রাহ্মণকে কিছু কিছু দান করিবে। ষণ্ড অর্থাৎ নপুংসক বধ করিয়া ব্রাহ্মণকে পলাল ভার, সীসা এবং মাষকলাই দান করিবে। বরাহ হত্যা করিয়া ব্রাহ্মণকে এক কলসী ঘৃত দান করিবে, সর্প বধ করিয়া ব্রাহ্মণকে লৌহ যষ্টি দান করিবে। ব্রহ্মবন্ধু স্ত্রী বধ করিয়া একটী জীব দান করিবে বেশজীবীকে বধ করিলে কিছুই করিতে হইবে না। শয্যা, অন্ন এবং ধনলাভের নিমিত্ত হত্যা করিলে উহাদের একটির জন্য দুই দুই বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করিবে, কোন পরদারাসক্ত ব্যক্তিকে বধ করিলে তিন বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করিবে। শ্রোত্রিয়ের দ্রব্য কুড়িয়া পাইলে উহা পরিত্যাগ করিবে বা যাহার বস্তু তাহার নিকট পৌঁছিয়া দিবে। প্রতিবিদ্ধ মন্ত্রের সংযোগে যদি সহস্র কথা উচ্চারিত হয়, তবে অগ্ন্যুৎসাদি ও নিরাকৃতির প্রায়শ্চিত্ত করিবে। সকল উপপাতকে ও এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত। স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে তাহাকে ঘরের মধ্যে আটকাইয়া রেখে ভোজনমাত্র দান করিবে। অমানুষীর মধ্যে গোভিন্ন অপর পশুর স্ত্রী ঘটিত কোনরূপ পাপ হইলে কুষ্মাণ্ড মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ঘৃত দ্বারা হবন করিবে।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

মদ্যপ ব্রাহ্মণের মুখে উষ্ণ মদ্য নিঃক্ষেপ করিবে; তাহাতে মৃত্যু প্রাপ্ত হইলে উহার পাপক্ষয় হয়। যদি অজ্ঞানপূর্ব্বক মদ্য পান করে, তাহা হইলে তিন দিন করিয়া যথাক্রমে দুগ্ধ, ঘৃত, উদক এবং বায়ু ভোজন করিয়া তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত করিবে। অনন্তর পুনর্ব্বার যথাশাস্ত্র উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হইবে। মূত্র, পুরীষ এবং রেতঃ ভক্ষণ করিয়া, শ্বাপদ, উষ্ট্র, এবং গর্দ্দভ, গ্রাম্য কুক্কুট এবং গ্রাম্য শূকরের মাংসাদি ভোজন করিয়া এবং মদ্যপায়ীর মুখের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া ঘৃত ভোজন করিয়া প্রাণায়াম করিবে, পূর্ব্বোক্ত শ্বাপদগণ দ্বারা দষ্ট বস্তুর ভোজনেও ঐরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। গুরুতল্পগামী উত্তপ্ত লৌহশয্যায় শয়ন করিবে।

অথবা অনন্ত শূর্ম্মির আলিঙ্গন করিবে অথবা বৃষণের সহিত লিঙ্গ উৎপাটন করিয়া অঞ্জলির মধ্যে উহা রাখিয়া যে পর্য্যন্ত মৃত্যু না হয় সে পর্য্যন্ত নৈর্ঋত কোণে বরাবর সোজা যাইবে। এইরূপে মৃত্যু হইলে তাহার পাপ নিবৃত্তি হইবে। বন্ধু, একবংশসম্ভূত, সগোত্র এবং শিষ্যের ভার্য্যা পুত্রবধূ এবং ধেনুতে গমন করিয়া গুরুতল্প গমনের সমান প্রায়শ্চিত্তও করিবে। কেহ কেহ বলেন অবকীর্ণির মত প্রায়শ্চিত্ত করিবে। কোন উত্তম বর্ণের স্ত্রী অধমবর্ণের পুরুষের সহিত ব্যভিচার করিলে রাজা তাহাকে প্রকাশ্যভাবে কুক্কুর দ্বারা ভক্ষণ করাইবে অথবা তাদৃশ উত্তম বর্ণের স্ত্রী দূষণকারী পুরুষকে কুক্কুর দ্বারা ভোজন করাইবে। অবকীর্ণি অর্থাৎ স্খলিতব্রত গর্দ্দভবলি দ্বারা চতুষ্পথে নিঋতির পূজা করিবে। পরে ঐ গর্দ্দভের চর্ম্ম এবং ঊর্দ্ধাঙ্গের লোম পরিধান করিয়া একটি রক্তবর্ণ ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া আপনার কর্ম্ম ব্যক্ত করত প্রত্যহ সপ্ত জনের বাটীতে ভিক্ষা করিবে। এক বৎসর এইরূপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। ভয়, রোগ এবং সুপ্তাবস্থায় রেতঃ পাত হইলে সপ্ত রাত্র অগ্নীন্ধন ভিক্ষাচরণ করিয়া পরে ঘৃত দ্বারা হোম করিয়া শুদ্ধ হইবে অথবা যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক রেতঃ স্খলন করে, তাহা হইলে বক্ষ্যমাণ দুই প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ব্রহ্মচারী হইলে সূর্য্য উদিত হইলে দণ্ডায়মান হইবে এবং প্রত্যহ একবার করিয়া ভোজন করিবে এবং সূর্য্যাস্ত হইলে সমস্ত রাত্রি গায়ত্রী জপ করিবে। অশুচি বস্তু দেখিয়া প্রাণায়াম করিয়া আদিত্য দর্শন করিবে। অভোজ্য ভোজন বা অপবিত্র বস্তু ভক্ষণ করিয়া উদর হইতে সমুদায় পুরীষ নির্গত করিয়া তিন রাত্র ভোজন করিবে না; অথবা চেষ্টাশূন্য হইয়া স্বয়ং পতিত ফল অপর কোন পক্ষ নখ জীবের গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে কুড়াইয়া ভোজন করিবে। বমন করিয়া ঘৃত ভোজন করিবে। কাহারও প্রতি আক্রোশ মিথ্যা ব্যবহার বা হিংসা করিয়া তিন দিন কঠোর তপস্যা করিবে এবং অসত্য বাক্য বলিয়া বারুণী পাবমানী মন্ত্রদ্বারা হোম করিবে।

বিবাহ যোজন এবং স্ত্রী পুরুষের সংযোগে মিথ্যা বলায় দোষ নাই ইহা কেহ কেহ বলিয়াছেন। কিন্তু গুরুর কার্য্যে কখনই মিথ্যা কথা বলিবে না। কারণ গুরুর সম্মুখে সামান্য বিষয়েও মিথ্যা কথা বলিলে পূর্ব্ববর্ত্তী সাতপুরুষকে এবং পরবর্ত্তী সাতপুরুষকে নরকগামী করা হয়। অন্ত্যাবসায়ীর স্ত্রী গমন করিয়া একবৎসর কৃচ্ছ্রব্রত করিবে যদি অজ্ঞান পূর্ব্বক ঐরূপ কার্য্য করে তাহা হইলে দ্বাদশ রাত্র ঐরূপ কার্য্য করিবে। ঋতুমতী গমন করিয়া ত্রিরাত্র কৃচ্ছ্রব্রত করিবে।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

লোকে যাহার পাপের প্রসিদ্ধি নাই সে অতি গুপ্তভাবে প্রায়শ্চিত্ত করিবে, যে বস্তুর প্রতিগ্রহ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ সেইরূপ বস্তুর প্রতিগ্রহ করিতে ইচ্ছা করিয়া অথবা প্রতিগ্রহ করিয়া জলে অবস্থান করিয়া "তরৎ সমন্দী" এই চারটি ঋক্পাঠ করিবে, অভোজ্য ভোজন করিতে ইচ্ছা হইলে ভূমিদান করিবে, ঋতুরমধ্যে স্ত্রী গমন করিলে জলস্পর্শ (স্নান) করিলেই শুদ্ধি হয়, কেহ কেহ বলেন দশরাত্র পরে ব্রত অর্থাৎ দুগ্ধমাত্র ভোজন করিয়া থাকিবে, অথবা দুই রাত্র ঘৃত ভোজন করিবে কিম্বা তিন রাত্রি জলমাত্র ভোজন করিবে, দিবার আদিতে এক ভক্ত হইয়া আর্দ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া লোম, নখ, ত্বক্, মাংস, শোণিত স্নায়ু, অস্থি এবং আপনার মুখে এবং মৃত্যুর আস্যে হোমকরি এই বলিয়া হোম করিবে সকল ভ্রূণ হত্যা কারীরই এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত। অন্যেরা এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চৌর্য্য এবং গুরুতল্প গমনে অগ্নে ত্বং পারয় এই মন্ত্র বলিয়া মহাব্যাহৃতি হোম করিবে অথবা কুষ্মাণ্ড মন্ত্র পাঠ করিয়া ঘৃতদ্বারা হোম করিবে অথবা পূর্ব্বোক্ত ব্রত ধারণ করিবে অথবা বহুবার প্রাণায়াম করে স্নান করিয়া অঘমর্ষণ মন্ত্রের জপ করিবে। উহা অশ্বমেধ যজ্ঞের অবভৃথের সমান শুদ্ধি কারক। অথবা সহস্র বার আবৃত্তি করিয়া গায়ত্রী জপ করিবে।

জলের মধ্যে অথবা ত্রিরাবৃত্তি করিয়া অঘমর্ষণ জপ করিয়া আপনাকে পবিত্র করিবে ইহাতেই সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়বিংশ অধ্যায়।

অবকীর্ণির ব্রত স্খলিত হইলে কোন্ অংশ কোথায় প্রবেশ করে এইরূপ প্রশ্ন করিয়া বলিতেছেন—তাহার প্রাণ মরুতে প্রবেশ করে, বল ইন্দ্রে প্রবেশ করে, ব্রহ্মবর্চ্চস (ব্রহ্মতেজ) বৃহস্পতিতে প্রবেশ করে এবং অপর সকল অংশ অগ্নিতে প্রবেশ করে; এই নিমিত্ত সে অমাবস্যার রাত্রে অগ্নি স্থাপন করিয়া প্রায়শ্চিত্তার্থ ঘৃতাহুতি দ্বারা হোম করিবে। কামবশত আমি অবকীর্ণি হইয়াছি অবকীর্ণি হইয়াছি কাম কামায় স্বাহা। আমি কামাভিমুগ্ধ হইয়াছি অভিমুগ্ধ হইয়াছি কাম কামায় স্বাহা। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সমিৎ রাখিয়া তাহার উপর অভ্যুক্ষণ করিয়া যজ্ঞ স্থান নির্ম্মাণ করে তাহার সমীপে গমন করিবে তাহার পর সম্মাসিঞ্চতু এই ঋক্ তিন বার পাঠ করিবে ত্রয়োইমেলোকা ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা প্রত্যেক লোকের কর্ম্ম এবং অধিকারে পবিত্র হইবে এইরূপ হোম করিবে, এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিবে পরে একটি গোরু দক্ষিণা দিবে। অনার্জ্জব এবং পৈশুন ব্যবহার এবং প্রতিষিদ্ধ আচার এবং অভোজ্য ভোজন করিয়া এইরূপই প্রায়শ্চিত্ত করিবে। বুদ্ধিপূর্ব্বক শূদ্রার যোনিতে রেতঃপাত করিয়া অথবা অন্য কোন নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিয়া বারুণী মন্ত্রদ্বারা অথবা অন্য কোন পবিত্র মন্ত্র দ্বারা জল স্পর্শ করিবে; বাক্য এবং মনের কোন রূপ প্রতিষিদ্ধ অপচার হইলে পাঁচমহাব্যাহৃতি পাঠপূর্ব্বক প্রতঃকালে সর্ব্বাপাপোবাচামে দহশ্চ আদিত্যাশ্চ পুনাতু স্বাহা এই মন্ত্র পাঠ করিয়া এবং সায়ংকালে রাত্রিশ্চ মাবরুণশ্চ পুনাতু স্বাহা এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অথবা দেবকৃতাস্য এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আটটি সমিধ দ্বারা হবন করিয়া সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইবে।

ষড়বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

এক্ষণে কৃচ্ছ্রব্রতসমূহ বিষয়ে বলিতেছি, প্রাতঃকালে হবিষ্যান্নমাত্র ভোজন করিয়া তিন রাত্র আর কিছুই ভোজন করিবে না, পরে তিন দিন নক্তব্রত করিবে, তাহার পর তিন দিন অযাচিত ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে অর্থাৎ কাহারও নিকট কিছুই যাচ্ঞা করিবে না; অনন্তর তিন দিন উপবাস করিবে। দিনের বেলা দণ্ডায়মান হইয়া থাকিবে এবং রাত্রিকালে উপবেশন করিবে। অতি অল্পের মধ্যেই কামনা পূর্ণ করিবে এবং সত্য কথা বলিবে, অনার্য্যদিগের সহিত আলাপ করিবে না, নিত্য রুরু বা যৌধ চর্ম্ম ব্যবহার করিবে, প্রত্যেক সবনে 'আপোহিষ্ঠা' ইত্যাদি পবিত্র মন্ত্র পাঠ করিয়া উদক স্পর্শ করিবে। তাহার পর হমায়, মহমায় ইত্যাদি এবং পিণাকহস্তায় নমোনম ইত্যন্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া জল দ্বারা তর্পণ করিবে। ইহাই সূর্য্যোপস্থান এবং ইহারাই ঘৃতাহুতির মন্ত্র। দ্বাদশ রাত্রের অন্তে চরুপাক করিয়া উহাদ্বারা নিম্নলিখিত দেবতাদিগের হোম করিবে। হোমের মন্ত্র অগ্নয়ে স্বাহা, সোমায় স্বাহা, ইত্যাদি স্বিষ্টিকৃত এই পর্য্যন্ত। তাহার পর ব্রাহ্মণ তর্পণ করিবে ইহা দ্বারা অতি কৃচ্ছ্রের বিষয়ও বলা হইল। একবার প্রযত্ন দ্বারা যাহা প্রাপ্ত হইবে তাহাই ভোজন করিবে তৃতীয় কৃচ্ছ্র—জল ভক্ষণ, উহা কৃচ্ছ্রাতি কৃচ্ছ্র। প্রথমোক্ত ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া, শুচি পবিত্র ও কর্ম্মের যোগ্য হয়, দ্বিতীয় প্রকার ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া মহাপাতক ব্যতিরিক্ত অপর সকলপাপ হইতে মুক্ত হয়, তৃতীয় প্রকার ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হয় এই তিন প্রকার কৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সকল বেদ অধ্যয়নের পর স্নান করিলে যে পুণ্য হয়, সেইরূপ পুণ্য হয় এবং যে ইহা জানে সে সমুদয় দেবকর্ত্তৃক অনুগৃহীত হয়।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

এক্ষণে চান্দ্রায়ণের বিষয় বলা হইতেছে। চান্দ্রায়ণের নিয়ম উক্ত হইয়াছে কৃচ্ছ্রে মস্তক-মুণ্ডনরূপ ব্রত করিবে এবং পূর্ণিমার পূর্ব্ব দিবস উপবাস করিবে। আপ্যায়স্ব সন্তে-পয়াংসি নবোনব ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া তর্পণ, আজ্যহোম, ঘৃতের অনুমন্ত্রণ এবং চন্দ্রের উপস্থান করিবে, 'যদ্দেবাদেবহেলনং' ইত্যাদি চারিটি মন্ত্র পাঠ করিয়া ঘৃতের দ্বারা হোম করিবে তাহার পর দেব কৃতার্থ এই মন্ত্রদ্বারা অন্তে সমিধ্ দ্বারা হোম করিবে 'ওঁ ভূর্ভুবঃস্ব স্তপঃ সত্যং যশঃ শ্রীরূপং সিরৌ-জস্তেজঃ পুরুষ ধর্ম্ম শিবঃ শিব এই মন্ত্র পাঠ করিয়া গ্রাসকে সংস্কৃত করিবে তাহার পর মনে মনে নমঃ স্বাহা এই মন্ত্র পাঠ করিবে। গ্রাসের প্রমাণ এইরূপ করিবে যে অনায়াসে মুখের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে। চরু, ভৈক্ষ, শক্তুকণ, যাবক, শাক, দুগ্ধ, ঘৃত, মূল, ফল এবং জল এবং হবিঃ এই সকল দ্রব্য দ্বারা গ্রাস প্রস্তুত করিবে ইহা-দের পরে পরে উল্লিত বস্তুই প্রশস্ত। পূর্ণি-মাতে ঐরূপ পঞ্চদশ গ্রাস ভোজন করিয়া তাহার পর এক পক্ষ এক একটি করে কমাইয়া ভোজন করিবে এবং আমাবস্যাতে উপবাস করিয়া এক পক্ষ এক একটি গ্রাস বাড়াইয়া ভোজন করিবে, কেহ কেহ ইহাও বলেন এক মাসে এই চান্দ্রায়ণ ব্রত সম্পূর্ণ হয়। এক মাস চান্দ্রায়ণ ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া পাপ শূন্য হয় সকল পাপ নষ্ট হয়। দুই মাস চান্দ্রায়ণ ব্রত করিলে আপনার পূর্ব্ব-বর্ত্তী দশজন পরবর্ত্তী দশজন ও আপনাকে এই একবিংশতি পুরুষকে পবিত্র করিবে এবং পঙক্তকে পবিত্রকরিবে এক বৎসর চান্দ্রায়ণ ব্রত করিলে চন্দ্রের সালোক্য প্রাপ্ত হয়।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

পিতার মৃত্যুর পর তাহার পুত্রেরা পৈতৃক ধন বিভাগ করিয়া লইবে। পিতার জীবিত অবস্থায় যদি মাতার রজোনিবৃত্তি হয় এবং পিতা ইচ্ছা করে, তাহা হইলেও পুত্রেরা পৈতৃক ধনের বিভাগ করিতে পারে, পিতা ইচ্ছা করিলে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সকল ধন দান করিয়া অপর পুত্রদিগকে কেবল ভরণপোষণের উপযোগী ধন দান করিতে পারেন। পূর্ব্ব-মত বিভাগ করিলে ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয়। জ্যেষ্ঠের বিংশভাগ, দাস দাসী, দুপাটি দাঁতযুক্ত পশু, রথ, এবং গোবৃষ হইবে; কাণ, খোর, কূট এবং বণ্ড পশু মধ্যমের হইবে যদি অনেক মেষ থাকে তাহা হইলে কনিষ্ঠের অংশে একটি মেষ, ধান্য লৌহ, শকট গৃহ এবং একটি করিয়া চতুষ্পদ জীব মিলিবে আর সমুদয় ধন সমান অংশে বিভক্ত হইবে, কিম্বা জ্যেষ্ঠকে উহাদের দুই অংশ দিবে আর সকলে এক এক অংশ পাইবে অথবা জ্যেষ্ঠানুক্রমে এক একটি অংশ অধিক পাইবে, জ্যেষ্ঠ পশুর দশ ভাগ, একটি অনেক শফ এবং একটি বৃষ অধিক পাইবে। জ্যেষ্ঠের পুত্র বৃষের ষোড়শ ভাগ পাইবে অথবা জ্যেষ্ঠের পুত্রের সহিত কনিষ্ঠ-পুত্রের সমান অংশ হইবে। অথবা মাতৃভেদে ভ্রাতাদিগের বিশেষ বিশেষ অংশ হইবে। অপুত্র পিতা অগ্নি এবং প্রজাপতির যজ্ঞ করিয়া ইহার পুত্র আমার পুত্র হইবে এই বলিয়া পুত্রিকা দান করিবে। কেহ বলেন ঐরূপ অভিসন্ধি মাত্র থাকিলেও পুত্রিকা দান হইতে পারে। এই কন্যা পুত্রিকা কিনা এইরূপ সংশয় থাকায় অভ্রাতৃকা কন্যাকে বিবাহ করিতে নিষেধ করা হই-য়াছে। যাহাদের সহিত পিণ্ড, গোত্র এবং ঋষিসম্বন্ধ থাকিবে তাহারাও ধনভাগী হইবে, অনপত্যের ধন স্ত্রীর হইবে। অথবা দেবরবতী স্ত্রী অনপত্যের পুত্র কামনা করিবে দেবর ভিন্ন অন্য হইতে উৎপন্ন অপত্য ধন-ভাগী হইবে। অবিবাহিত এবং অপ্রতিষ্ঠিত কন্যারা মাতার স্ত্রীধনে অধিকারিণী হইবে। ভগিনী বিবাহে শুল্ক লব্ধ ধন মাতার মৃত্যুর পর সহোদরদিগের হইবে; কেহ কেহ বলেন মাতার জীবিকাবস্থাতেই অধিকারী হইবে, মৃত ব্যক্তির ধন প্রথমে সংসৃষ্ট অর্থাৎ একান্ন-ভুক্তদিগের মধ্যে বিভক্ত হইবে। সংসৃষ্ট

ভ্রাতার মৃত্যু হইলে অসংসৃষ্টী জেষ্ঠের ধনভাগী হইবে, বিভাগের পর যে ভ্রাতা উৎপন্ন হইবে সে কেবল পৈতৃকধনের অংশ লাভ করিবে। সংসৃষ্টভ্রাতাদিগের মধ্যে যদি একজন বৈদ্য হয় এবং অপরে অবৈদ্য হয় বৈদ্য নিজের উপার্জ্জিত সমস্ত ধনের অধিকারী হইবে। ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্ত, কৃত্রিম, গূঢ়োৎপন্ন এবং অপবিদ্ধ এই সকল প্রকার পুত্রই পৈতৃক ধনে অধিকারী হইবে। কানীন, সহোঢ়, পৌনর্ভব, পুত্রিকাপুত্র, স্বয়ংদত্ত এবং ক্রীত পুত্রেরা কেবল পিতার গোত্রভাগী হয়, তবে ঔরসাদি পুত্র না থাকিলে পৈতৃকধনের চতুর্থাংশভাগী হয়। ব্রাহ্মণের যদি রাজন্যাগর্ভজাত পুত্র জ্যেষ্ঠ এবং গুণবান হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণী পুত্রের সহিত তুল্যাংশ ভাগী হইবে, অন্যরূপ হইলে জ্যেষ্ঠাংশ পাইবে না। কোন ব্রাহ্মণ ধনীর যদি একটি রাজন্যাগর্ভজাত এবং আর একটি বৈশ্যাগর্ভজাত পুত্র থাকে তাহা হইলে রাজন্যাগর্ভজাত পুত্রের সেইরূপ অংশ হইবে যেমন ব্রাহ্মণী পুত্র এবং রাজন্যাপুত্র থাকিলে ব্রাহ্মণীপুত্রের হইত। যদি কোন ক্ষত্রিয়ের শূদ্রাগর্ভজাত পুত্র থাকে এবং অন্য কোন প্রকার পুত্র না থাকে তাহা হইলে ঐ পুত্র যদি পিতার শুশ্রূষা করে তাহা হইলে শিষ্যের নিয়মে ধনভাগী হইবে। কোন ধনীর সবর্ণা স্ত্রীগর্ভজাত পুত্র যদি অন্যায়বৃত্ত হয়, তাহা হইলে কেহ কেহ বলে সে পৈতৃক ধনে অংশভাগী হইবে না। অনপত্য ব্রাহ্মণের ধনে শ্রোত্রিয়ের অধিকার হইবে, অনপত্য অন্য বর্ণের ধনে রাজা অধিকারী। জড় এবং ক্লীবদিগের ভরণপোষণ করিবে। জড়ের পুত্রের অংশ শূদ্রাগর্ভজাত পুত্রের মত হইবে। উদক, যোগক্ষেম এবং কৃতান্ন ইহাতে বিভাগ নাই এবং দাসীরও বিভাগ নাই। কোন অজ্ঞাত বিষয়ে বক্ষ্যমান লোভশূন্য যুক্তিমান্ অন্যূন দশজন শিষ্ট দ্বারা মীমাংসা করাইবে চার বেদজ্ঞ চার জন (৪) ব্রহ্মচর্য্যগার্হস্থ্য এবং বানপ্রস্থ এইতিন প্রকার আশ্রমীর মধ্যে এক একজন সচ্চরিত্র (৩) এবং পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মজ্ঞ তিনজন (৩) (৪+৩+৩=১০) এই দশ জনের নাম পরিষদ্ বলে। ঐরূপ পরিষদের অভাব হইলে বেদজ্ঞ শিষ্ট শ্রোত্রিয় বিবাদ বিষয়ে যেরূপ মীমাংসা করিবেন সেইরূপ করিবে, কারণ সেরূপ ব্যক্তি হইতে কোন প্রাণীর অযথা হিংসা বা অনুগ্রহের সম্ভব নাই। ধর্ম্মিবিশেষে ধর্ম্মবিৎ স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন; জ্ঞান অভিনিবেশ দ্বারাই ধর্ম্ম হয়।

একোনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

গৌতম-সংহিতা সমাপ্ত।

শাতাতপ-সংহিতা।

প্রথম অধ্যায়।

অকৃত প্রায়শ্চিত্ত মহাপাতকী মনুষ্যগণের নরকভোগ অবসানে জন্মান্তরে সেই সেই পাপসূচক চিহ্নযুক্ত শরীর হয়। যত দিবস প্রায়শ্চিত্ত না করা হয়, সেই পাপ-সূচিত চিহ্ন প্রতিজন্মে প্রকাশ পাইবে, প্রায়শ্চিত্ত করিলে পর এবং পাপকারী যদ্যপি অনুতাপ করে, তাহা হইলে ঐ চিহ্ন সমস্ত পুনর্জন্মান্তরে প্রকাশ পায় না। মহাপাতক পাপের চিহ্ন সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত প্রকাশ পায়, উপপাতক পাপজ চিহ্ন পঞ্চজন্ম পর্য্যন্ত প্রকাশ পায় অনুপাতক পাপজ চিহ্ন তিন জন্ম পর্য্যন্ত প্রকাশ পায়। মনুষ্যগণের দুষ্কর্ম্মজাত রোগ সমস্ত প্রতীকার বিধান দ্বারা শান্তি প্রাপ্ত হয়। জপ, দেবপূজা, হোম এবং দান এই সকল কার্য্য দ্বারা ঐ সকল রোগের শান্তি হয়। পূর্ব্বজন্মের যে পাপ, নরকভোগান্ত ব্যাধি-রূপে পাপিগণকে পীড়িত করে, তাহার প্রতী-কারের উপায় জপ প্রভৃতি কার্য্য জানিবা। কুষ্ঠ, রাজযক্ষ্মা, প্রমেহ, গ্রহণী, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, কাশ, অতিসার, ভগন্দর, দুষ্টব্রণ, গণ্ডমালা, পক্ষাঘাত এবং অক্ষিদ্বয়ের বিনাশ ইত্যাদি রোগ সমস্ত মহাপাতক পাপের চিহ্ন সকল জানিবা। জলোদর, যকৃৎ, প্লীহামধ্যে শূল, ব্রণ, ক্ষুদ্রশ্বাস, বহুদিন স্থায়ী অজীর্ণ, জ্বর, ছর্দ্দি, চিত্তভ্রান্তি, মধ্যে মোহপ্রাপ্তি, গলগ্রহ, রক্তার্ব্বুদ এবং বিসর্প প্রভৃতি রোগ সমূহ উপপাতক পাপ হইতে জাত হয়। দণ্ডাপাতনক, গাত্রে চক্রাকার চিত্র বিচিত্র চিহ্ন, শারীরিক কম্প, বিচর্চ্চিকা, বল্মীক এবং পুণ্ডরীক প্রভৃতি রোগ সমস্ত অনুপাতক পাপ হইতে উৎপন্ন, অর্শ (বহু অঙ্গব্যাপি শ্বিত্র গলৎকুষ্ঠ) প্রভৃতি রোগ অতি পাতক পাপ হইতে উৎপন্ন। অন্য প্রকার বহুরোগ পাপসঙ্কর হইতে উৎপন্ন হয়, ঐ সকল পাপের নিদান এবং প্রায়শ্চিত্ত ক্রমশঃ উক্ত হইতেছে। সেই সকল মহাপাতকাদি পাপ বিষয়ে বিহিত গোদান প্রভৃতি কার্য্যসমূহে, সাধারণ নিয়ম যাহা, তাহা উক্ত হইতেছে। যে স্থলে গোদান বিহিত হইয়াছে, সেই স্থলে সুশীলা দুগ্ধবতী গাভী প্রদান করিবে। যে স্থলে বৃষ দান উক্ত হইয়াছে, সে স্থলে সুলক্ষণযুক্ত শুক্ল বস্ত্র এবং কাঞ্চন দ্বারা ভূষিত করিয়া বৃষভ দান করিবে, যে স্থলে ভূমি দান উক্ত হইয়াছে, সে স্থলে দ্বিজগণকে দশ নিব-র্ত্তন পরিমিত ভূমি দান করিবে। দশ হস্ত-পরিমিত দণ্ডের ত্রিশ দণ্ড পরিমাণের নিবর্ত্তন সংজ্ঞা হইয়াছে, (তিনশত হস্ত পরিমিত ভূমি নিবর্ত্তন জানিবে) দশ নিবর্ত্তন পরিমিত ভূমির গোচর্ম্ম সংজ্ঞা হইয়াছে, (তিন সহস্র পরিমিতি ভূমী গোচর্ম্ম) গোচর্ম্ম পরিমিত ভূমী দান করিয়া স্বর্গে বাস করে। যে স্থলে শত নিষ্ক পরিমিত সুবর্ণ দান বিহিত হই-য়াছে, সে স্থলে শতনিষ্কের অর্দ্ধ অর্থাৎ পঞ্চাশৎ নিষ্ক পরিমিত সুবর্ণ দান করিবে, অথবা শত নিষ্কের এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি নিষ্ক পরিমিত সুবর্ণ দান করিবে, যে স্থলে অশ্ব দান বিহিত হইয়াছে, সে স্থলে অচঞ্চল মধুর মূর্ত্তি সসজ্জ আভরণাদির সহিত অশ্ব দান করিবে। যে স্থলে মহিষ দান উক্ত হইয়াছে,

সে স্থলে সুবর্ণের অস্ত্রশস্ত্র সংযুক্ত করিয়া মহিষ দান করিবে, মহাদান স্থলে সুবর্ণ ফলকসংযুক্ত হস্তী দান করিবে। দেবতা পূজা বিহিত হইলে লক্ষসংখ্যক উত্তম পুষ্প প্রদান করিবে, দ্বিজ ভোজন বিহিত হইলে, সহস্রসংখ্যক দ্বিজগণকে মিষ্টান্ন প্রদান করিবে। ত্র্যম্বক মহাদেব তাঁহার লক্ষ পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া রুদ্র মন্ত্র জপ করিবে। একাদশ রুদ্র জপ করিবে, তদনন্তর গুড়, গুগ্‌গুল এবং ঘৃত দ্বারা দশাংশ হোম করিয়া বরুণ দৈবত মন্ত্র দ্বারা হোমের দশাংশ অভিষেক করিবে। শান্তি কার্য্য বিহিত হইলে প্রথম নবগ্রহ শান্তি করিয়া পশ্চাৎ প্রমথগণ শান্তি করিবে। ধান্য দান বিহিত হইলে, খারী, অথবা ষষ্টি পরিমিত উত্তম ধান্য দান করিবে, বস্ত্র দান উক্ত হইলে কর্পূর সংযুক্ত পট্টবস্ত্র যুগল দান করিবে। দশ, পঞ্চ, কিম্বা অষ্ট অথবা চারিটি উত্তম ব্রাহ্মণকে নিকটে উপবেশন করাইয়া নিজ কামনানুসারে সঙ্কল্প করণান্তর বিষ্ণুপূজা করিয়া সাধ্যানুসারে দ্বিজগণকে ধেনু দক্ষিণা প্রদান করিবে। যথাশক্তি বস্ত্র এবং অলঙ্কার দ্বারা দ্বিজগণকে অলঙ্কৃত করিয়া রাজদণ্ডানুরূপ স্বকৃত দুষ্কর্ম্ম সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত করিয়া প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা প্রার্থনা করিবে, ব্রাহ্মণগণের অনুজ্ঞানুসারে যথানিয়মে প্রায়শ্চিত্ত নির্ব্বাহ করিয়া পুনর্ব্বার সেই সকল পরিপূর্ণার্থ দ্বিজগণকে বিধিবোধিতরূপে পূজা করিবে, ব্রাহ্মণগণ (পূজা দ্বারা) সন্তুষ্ট হইয়া (প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত) ব্রতকারী ব্যক্তিকে অনুজ্ঞা প্রদান করিবে, অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপ মোচন হইয়াছে, তুমি পূর্ব্বের ন্যায় সকল কার্য্যে অধিকারী, হইয়াছ, এইরূপ ব্রাহ্মণগণের অনুমতি পাইলেই পাপীগণের পাপমোচন হয়। জপকার্য্যে যদ্যপি কিঞ্চিৎ ছিদ্র থাকে, অর্থাৎ অঙ্গহানি হয় কিম্বা তপস্যাকরণে, ছিদ্র হয় অথবা যজ্ঞ কার্য্যে অঙ্গহানি হয়, সেকার্য্য সমস্ত ছিদ্ররহিত হয়, যদি ব্রাহ্মণগণ বলেন তোমার কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ যে কথা বলেন, তাহা দেবগণও মান্য করেন, বিপ্রগণ সকল দেবতাস্বরূপ হইতেছেন, সেই নিমিত্ত ব্রাহ্মণের বাক্য অন্যথা হয় না। উপবাস, ব্রত, স্নান, তীর্থগমন জাতফল, এবং তপস্যা এ সকল ব্রাহ্মণ দ্বারা সম্পাদিত হইলে, সে সকল কার্য্যের ফল সম্পন্ন হয় জানিবে। (তোমার কার্য্য) সম্পন্ন হইয়াছে, এই কথা যদ্যপি বিপ্রগণ বলেন, তাহাদিগকে প্রণাম করিয়া তাহা অবধারণ করিলে পর, অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফললাভ হয়, বিপ্রগণ গমনাগমনশীল তীর্থ, সে তীর্থ স্থানে জল নাই বটে; কিন্তু ব্রাহ্মণ স্বরূপ সকল অভিলাষ পূরণ করেন, সেই ব্রাহ্মণগণের বাক্যরূপ উদকদ্বারা মলিনগণ অর্থাৎ পাপীগণ পবিত্র হয়, সেই ব্রাহ্মণগণের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া এবং আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে সাধ্যানুসারে ভোজন করাইয়া পশ্চাৎ পুত্রপৌত্রাদির সহিত স্বয়ং ভোজন করিবে।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ব্রহ্ম-হত্যাকারী পাপী, নরকভোগ করিয়া জন্মান্তরে শ্বেতকুষ্ঠরোগী হইয়া জন্মায়, সেই প্রায়শ্চিত্ত শান্তি নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করিবে। চারিটী কলসী করিবে, পঞ্চ রত্ন ঐ কলসীমধ্যে নিঃক্ষেপ করিবে, কলস্ মুখে পঞ্চ পল্লব প্রদান করিয়া শুক্ল বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে। অশ্বশালাদি সপ্তস্থানের মৃত্তিকা ঐ ঘট মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া তীর্থ জল দ্বারা পূরিত করিবে, পঞ্চকষায় যুক্ত করিয়া, নানা প্রকার ফল যুক্ত করিবে। সর্ব্বৌষধি সংযুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা চতুর্দ্দিকে স্থাপন করিবে, মধ্যস্থিত কুম্ভের উপরি রৌপ্যনির্ম্মিত অষ্টদল পদ্ম নিঃক্ষেপ করিবে, মধ্যে একটী কুম্ভ স্থাপন করিবে। অর্দ্ধপল পরিমিত স্বর্ণ দ্বারা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া ঐ মধ্য কুম্ভোপরি স্থাপন করিয়া, ঐ যজমান উত্তম গন্ধ পুষ্প, ধূপ দীপাদি দ্বারা যথানিয়মে প্রতিদিন পুরুষসূক্ত মন্ত্র দ্বারা ত্রিকালীন পূজা করিবে। ঋগ্বেদী প্রভৃতি চারি জন ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্য করিয়া, পূর্ব্ব প্রভৃতি দিক্‌স্থিত কুম্ভ সমীপে

ঋগ্বেদ প্রভৃতি চতুর্ব্বেদ স্বরাশুদ্ধ হইয়া পাঠ করিবে। তদনন্তর, গ্রহ শান্তি করিয়া মধ্য কুম্ভোপরি ঘৃত সংযোগ করিয়া তিল এবং সুবর্ণ দ্বারা দশাংশ হোম করিবে। দ্বিজ শ্রেষ্ঠ দ্বাদশ দিন ব্যাপিয়া উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া উক্ত পীঠোপরি যজমানকে বসাইয়া যথানিয়মে অভিষেক করিবে। তদনন্তর গো, ভূমি, সুবর্ণ এবং তিল শক্ত্যনুসারে ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিবে, ঐ দেবমূর্ত্তি আচার্য্যকে সম্প্রদান করিবে। আদিত্য ইত্যাদি মন্ত্র ভক্তিপূর্ব্বক বারম্বার পাঠ করিয়া সেই আচার্য্যের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, এইরূপ নিয়মে প্রায়শ্চিত্ত করিলে পর, শ্বেত কুষ্ঠ রোগী বিশুদ্ধ হইবে। গোহত্যাকারী নরক ভোগ করিয়া কুষ্ঠ রোগী হয়, ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলিতেছি (শ্রবণ কর) একটী ঘট স্থাপন করিয়া, ঐ ঘটের সকল অবয়ব রক্তচন্দন দ্বারা লিপ্ত করতঃ তদুপরি রক্তপুষ্প প্রদান করিয়া রক্তবস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে। ঐ ঘটে রক্তবর্ণ কুম্ভ এইরূপ করিয়া দক্ষিণ দিকে স্থাপন করিবে। তিলচূর্ণ দ্বারা পূরিত একখানি তাম্র পাত্র ঐ ঘটোপরি স্থাপিত করিয়া ঐ তাম্রপাত্রোপরি নিষ্ক পরিমিত সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত যমরাজ প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করিবে, আমার পাপ শান্ত হউক ইহা কামনা করত, পুরুষসূক্ত মন্ত্রদ্বারা যমরাজের পূজা করিবে, সেই কলস-সমীপে সামবেদবেত্তাব্রাহ্মণ সামবেদপারায়ণ করিবে। সর্ষপ দ্বারা দশাংশ হোম করিয়া পাবমানী সূক্ত দ্বারা হোম দশাংশ অভিষেক করিয়া যমরাজ প্রতিমূর্ত্তি আচার্য্যকে প্রদান করিবে। যমোঽপি মহিষারূঢ় ইত্যাদি মন্ত্র একমাস উচ্চারণ করতঃ বিসর্জ্জন করিবে। তদনন্তর যম প্রতিমা এবং দক্ষিণা আচার্য্যকে প্রদান করতঃ ব্রাহ্মণ-স্বামিক গোবধ পাপ হইতে নিষ্কৃতি হইবে। পিতৃহত্যাকারী নরকভোগান্তে চেতনা-হীন হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। মাতৃহত্যাকারী নরক ভোগান্তে অন্ধ হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, উক্ত পাপদ্বয় শান্তি নিমিত্ত যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিবে। (ব্রাহ্মণের) বিধানানুসারে ত্রিংশৎ প্রাজাপত্য ব্রত করিবে, ব্রতাবসানে একপল পরিমিত সুবর্ণময় নৌকা নির্ম্মাণ করাইবে। তদনন্তর রৌপ্য-নির্ম্মিত পূর্ব্ব উক্ত রীত্যনুসারে স্থাপন করিয়া তদুপরি তাম্রপাত্র পূর্ব্বত স্থাপন করিবে, নিষ্কপরিমিত সুবর্ণ দ্বারা শ্রীবৎসলাঞ্ছন দেব শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পট্ট-বস্ত্র দ্বারা ঐ মূর্ত্তি বেষ্টিত করতঃ উক্ত দেবের পূজাবিধি-অনুসারে পূজা করিবে। তদনন্তর সেই নৌকা সকল সজ্জাদ্বারা সজ্জিত করিয়া দ্বিজকে দান করিবে, বাসুদেব ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করত প্রণাম করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-প্রতিমূর্ত্তি ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। অন্য বিপ্র-গণকে যথাশক্তি দক্ষিণা প্রদান করিবে, ভগিনী-হত্যাকারী নরক ভোগান্তে বধির হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। ভ্রাতৃবধ করিলে মূক (বাক্শক্তি রহিত) হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। ভ্রাতৃহত্যা পাপের নিষ্কৃতি উক্ত হইতেছে। ভ্রাতৃঘাতী ভ্রাতৃ-হত্যাপাপ শান্তি নিমিত্ত চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। ব্রতান্তে সুবর্ণ ফলসংযুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণকে পুস্তকদান করিবে সরস্বত ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সেই ব্রহ্মাণীদেবীকে বিসর্জ্জন করিবে। বালকহত্যাকারী মনুষ্য মৃত বৎস হয়, বাল-হত্যার পাপের ক্ষয়ের নিমিত্ত ব্রাহ্মণের বিবাহ দিয়া দিবে, যথানিয়মে হরিবংশ শ্রবণানন্তর মহারুদ্র পূজা করিবে। মহারুদ্র পদে ষড়ঙ্গের সহিত একাদশ রুদ্র এবং তন্মন্ত্রের দ্বারা দূর্ব্বা-করণক অযুত হোম করিয়া একাদশ সংখ্যক নিষ্কপরিমিত স্বর্ণপুত্রিকা দক্ষিণা প্রদান করিবে; কিন্তু একাদশ সংখ্যা যাহা কহিতে-ছেন, তাহা বিত্তানুসারে জানিবে। অশক্ত হইলে ন্যূন স্বর্ণ প্রদান করিবে। আর অন্য ব্রাহ্মণে যথাশক্তি দক্ষিণা প্রদান করিয়া বরুণ মন্ত্রদ্বারা স্ত্রী পুরুষকে স্নান করাইবে। তদনন্তর আচার্য্যকে যথাশক্তি বস্ত্র অলঙ্কারাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করিবে। গোত্রক্ষয়কারি ব্যক্তির নরকভোগানন্তর তৎপাপচিহ্ন কুষ্ঠবিশেষ রোগ প্রাপ্ত হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত কহিতেছেন। কুষ্ঠীব্যক্তির পাপক্ষয় তদর্থক শত প্রাজাপত্য ব্রতাচরণ করতঃ ভূমি দক্ষিণা প্রদান করিবে। তদনন্তর মহাভারত শ্রবণ করত পাপ হইতে শুদ্ধ হইবে। জন্মান্তরীয় স্ত্রীবধকারী ব্যক্তির নরকভোগানন্তর তৎপাপ-সূচিত মূত্রাতিসার

রোগ প্রাপ্ত হয়। তাহার প্রায়শ্চিত্ত প্রথমতঃ দশসংখ্যক অশ্বত্থ বৃক্ষ রোপণ করিবে। তদনন্তর শর্করা ধেনু প্রদান এবং শত সংখ্যক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া তৎপাপ হইতে শুদ্ধ হইবে। জন্মান্তরীয় রাজবধকারী ব্যক্তির নরকভোগানন্তর তৎপাপ চিহ্ন ক্ষয়রোগ প্রাপ্ত হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত প্রথমতঃ গো, ভূমি, হিরণ্য, মিষ্টান্ন দ্রব্য, জল, বস্ত্র এবং ঘৃতধেনু ও তিলধেনু প্রদান করতঃ ক্ষয়রোগ হইতে মুক্ত হইবে। বৈশ্যবধজন্য পাপসূচিত জন্মান্তরে রক্তস্রাব রোগ প্রাপ্ত হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত চতুষ্টয় প্রজাপত্য ব্রত করণানন্তর সপ্তখারী পরিমিত ধান্য উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। জন্মান্তরে শূদ্রঘাতক ব্যক্তির নরকভোগানন্তর তৎপাপ চিহ্ন দণ্ডাপতানক রোগ বিশেষ প্রাপ্ত হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত প্রাজাপত্য ব্রতানন্তর দক্ষিণার সহিত ধেনু প্রদান করিবে। কারু অর্থাৎ শিল্পকারক ঘাতকের জন্মান্তরে তৎপাপ চিহ্ন সর্ব্বদা রুক্ষভাবী হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত শুক্লবর্ণ বৃষভ প্রদান করিলে শুদ্ধ হইবে। গজহননকর্ত্তার জন্মান্তরে তৎপাপ চিহ্ন সর্ব্ববিষয় কার্য্যে অক্ষম হয়, অর্থাৎ জড় হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে গণেশ প্রতিমা স্থাপন করিবে। অথবা লক্ষ সংখ্যক গণেশ মন্ত্র জপ, তদ্দশাংশ কুলথ শাক এবং পুষ্পে দ্বারা হোম করিয়া গণেশমন্ত্র দ্বারা শান্তি করিবে। উষ্ট্রহননজন্য জন্মান্তরে তৎপাপ চিহ্ন বিকৃত স্বর প্রাপ্ত হয়। তৎপাপক্ষয়ার্থ এক পলপরিমিত কর্পূর প্রদান করিবে। অশ্বঘাতক ব্যক্তির জন্মান্তরে তৎপাপচিহ্ন বক্রতুণ্ড হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এক শত পল পরিমিত চন্দনকাষ্ঠ দান করতঃ শুদ্ধ হইবে। মহিষী বধকারকের জন্মান্তরে তৎপাপ-সূচিত কৃষ্ণগুল্ম রোগগ্রস্ত হয়। এবং গর্দ্দভবধে জন্মান্তরে খররোমা হয়, উভয় প্রায়শ্চিত্ত নিষ্কত্রয় পরিমিত স্বর্ণ নির্ম্মিত প্রতিমা প্রদান করত নিষ্কৃতি হইবে। তরক্ষু অর্থাৎ মৃগবিশেষ বধকারকের জন্মান্তরে তৎপাপ চিহ্ন কাকের ন্যায় দৃষ্টি হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বর্ণময় ধেনু প্রদান করিবে। শূকর বধকারক ব্যক্তির জন্মান্তরে দন্তুর হয়, তৎপাপ ক্ষয়ার্থ দক্ষিণার সহিত ঘৃত কুম্ভ প্রদান করিবে। হরিণ হননকারক ব্যক্তি জন্মান্তরে তৎপাপ-সূচিত খঞ্জ হয়। শৃগালবধে বিগতপদ হয়, উভয় পাপক্ষয়ার্থ একপল স্বর্ণের সহিত অশ্ব প্রদান করিবে। অবৈধছাগবধে জন্মান্তরে তৎপাপ চিহ্ন অধিকাঙ্গ হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত বিচিত্র বসনান্বিত ছাগ প্রদান করিবে। উরভ্র অর্থাৎ মেষ বধে জন্মান্তরে তৎপাপ চিহ্ন পাণ্ডুরোগ প্রাপ্ত হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত একপল পরিমিত মৃগনাভি ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। জন্মান্তরে মার্জারবধজন্য তৎপাপসূচিত পিঙ্গলোচন চিহ্ন হয়, তৎপাপ ক্ষয়ার্থ নিষ্কপরিমিত স্বর্ণ সহিত পারাবত প্রদান করিবে। শশক বধকারকের জন্মান্তরে পাপচিহ্ন কুব্জকর্ণ হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ উপাধানের সহিত সতুলিকা শয্যা প্রদান করিবে। সর্পবধকারক ব্যক্তি জন্মান্তরে তৎ পাপসূচিত অতিশয় নিদ্রাতুর হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত দক্ষিণার সহিত লৌহনির্ম্মিত সর্প প্রদান করিবে। বৃক অর্থাৎ আততায়ী ভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র বধকারক ব্যক্তি জন্মান্তরে পাপচিহ্ন কুব্জ হয়, তৎপাপক্ষয়ার্থ কাঞ্চনের সহিত সপ্তখারী পরিমিত ধান্য প্রদান করিবে। জন্মান্তরীয় ময়ূরবধ জন্য তৎপাপচিহ্ন কৃষ্ণবর্ণ মণ্ডলাকৃতি শরীর রোগগ্রস্ত হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নিষ্কত্রয়-পরিমিত স্বর্ণনির্ম্মিত ময়ূর প্রদান করিবে। জন্মান্তরীয় হংসবধ জন্য তৎপাপচিহ্ন জাতুমণ্ডল রোগগ্রস্ত হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত তিন পল পরিমিত রৌপ্যময় হংস প্রদান করিবেন। জন্মান্তরীয় কুক্কুটঘাতকের তৎপাপচিহ্ন বক্রনাস হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নিষ্কত্রয় পরিমিত স্বর্ণময় কুক্কুট প্রদান করিবে। জন্মান্তরীয় পারাবতবধকারকের তৎপাপসূচিত পীতবর্ণ হস্তে চিহ্ন হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নিষ্কপরিমিত স্বর্ণ পারাবত প্রদান করিবে। জন্মান্তরীয় শুকশারী বধকারক ব্যক্তি তৎপাপচিহ্ন স্খলিতবাক্য হয়; অর্থাৎ তোতলা হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত দক্ষিণার সহিত সৎশাস্ত্র পুস্তক প্রদান করিবে। জন্মান্তরীয় কাকবধকারকের পাপচিহ্ন কর্ণহীন হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত কৃষ্ণবর্ণ গো প্রদান করিবে। জন্মান্তরীয় হিংসার নিষ্কৃতি যেরূপ কথিত

হল তাহা ব্রাহ্মণের জানিবে। ক্ষত্রিয়দের অর্দ্ধ প্রমাণে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। হীনবর্ণ হইলে প্রায়শ্চিত্তের হীন হইবে; কিন্তু ক্ষত্রিয়ের মৃগয়াতে কিম্বা যুদ্ধে বধ করিলে দায় হইবেক না। যদি ব্রাহ্মণের যজ্ঞাতিরিক্ত যুদ্ধস্থলে গজাদি চতুর্দ্দশ বধ করে; তত্রাপি উত্তরোত্তর সপ্ত সপ্ত বধে কথিত চিহ্ন হইবে। এবং ময়ূরাদি সপ্ত বধে উত্তরোত্তর চতুর্দ্দশ বধে চিহ্ন হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

সুরাপায়ী শ্যাবদন্ত হয়, প্রাজাপত্য করিয়া সেই পাপশান্তি নিমিত্ত শর্করা দ্বারা সাতটি তুলা পুরুষদান করিবে। মহারুদ্রমন্ত্র জপ করিয়া তিল দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবে, এবং বরুণ দৈবত মন্ত্র দ্বারা হোম দশাংশ অভিষেক করিবে। মদ্যপায়ী রক্তপিত্ত রোগী হয়, রক্তপিত্তরোগী মনুষ্য একঘট ঘৃত দান করিবে, এবং অর্দ্ধঘট মধু হিরণ্যযুক্ত করিয়া দান করতঃ সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবে। অভক্ষণীয় দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া কৃমিলোদর হয়, সেই পাপশুদ্ধিনিমিত্ত ভীষ্মপঞ্চক উপবাস করিবে। রজস্বলা স্ত্রী কর্ত্তৃক দৃষ্ট (অন্ন) ভোজন করিয়া কৃমিলোদর হয়, ত্রিরাত্র গোমূত্র এবং যাবক ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইবে। অস্পৃষ্ট বস্তু সংপৃষ্ট (অন্ন) ভোজন করিয়া কৃমিলোদর হয়, ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবে। পরের অন্নভোজনে বিঘ্নকারী অজীর্ণরোগী হয়, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত যথাবিধি লক্ষ হোম করিবে। উত্তম দ্রব্য সত্বে যে ব্যক্তি কুৎসিত অন্ন দান করে, তাহার জঠরাগ্নি মন্দ হয়, প্রাজাপত্যত্রয় করিয়া একশত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। বিষদাতা ছর্দ্দিরোগযুক্ত হয়, সেই পাপশান্তি নিমিত্ত দশটি দুগ্ধবতী গাভী দান করিবে। পথরোধকর্ত্তা চরণরোগযুক্ত হয়, সে রোগের প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত চরণ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি অশ্ব দান করিবে। খল মনুষ্য মধুক ভোগ করিয়া খালকাশ রোগী হয়, সে ব্যক্তি ঐ পাপক্ষয় নিমিত্ত সহস্র পলপরিমিত ঘৃত প্রদান করিবে। ধূর্ত্তব্যক্তি অপস্মার রোগী হয়, সে ব্যক্তি সে পাপ ক্ষয় নিমিত্ত ব্রহ্ম কৃচ্ছ করিবার পর ধেনু প্রদান করিয়া একটি গাভী দক্ষিণা দিবে। পরের উপতাপ দান করিলে শূল রোগী হয়, সে পাপমোচন নিমিত্ত সে ব্যক্তি অন্ন দান করিবে, এবং রুদ্র জপ করিবে। বনে যে ব্যক্তি অগ্নিদান করে, সে ব্যক্তি রক্তাতিসাররোগী হয়, সে ব্যক্তি সে পাপক্ষয় নিমিত্ত জলাশয়, অন্নদান এবং বটবৃক্ষ রোপণ করিবে। দেবমন্দিরে এবং জলে, যে ব্যক্তি বিষ্ঠা কিংবা মূত্রত্যাগ করে, সেব্যক্তি পাপের তুল্য ভয়ানক অর্শ কিংবা ভগন্দরাদি রোগযুক্ত হয়, একমাস দেবপূজা, দুইটি গোদান এবং একটি প্রাজাপত্য ব্রতদ্বারা ঐ অপান দেশের রোগ শান্তি হইবে। গর্ভপাত হইতে যকৃৎ, প্লীহা এবং জলোদর, এই তিনটি রোগ জন্মায়, সেই সকল শান্তি নিমিত্ত বক্ষ্যমাণ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। বিধিবোধিত রূপে ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ কিংবা রৌপ্য অথবা তাম্র; এই অন্যতম দ্রব্যে তিন পলের সহিত জল ধেনু প্রদান করিবে। যে ব্যক্তি প্রতিমা ভঙ্গ করে, সে প্রতিষ্ঠাশূন্য হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত এক বৎসর ব্যাপিয়া প্রতিদিন অশ্বত্থবৃক্ষে জলসেক করিবে এবং নিজগৃহ্যকথিত বিধি-অনুসারে অশ্বত্থবৃক্ষের বিবাহ দিবে, তদনন্তর, ঐ বৃক্ষ সমীপে সুপূজিত করিয়া গণেশ প্রতিমা স্থাপন করিবে। কটুভাষী ব্যক্তি খণ্ডিত হয়, সে, দ্বিজগণকে দুই পলপরিমিত রূপা এবং দুগ্ধযুক্ত দুইটি পাত্র প্রদান করিবে। পরনিন্দাকারী খল্লীট হয়, সে ব্যক্তি কাঞ্চনযুক্ত করিয়া ধেনুদান করিবে। যে ব্যক্তি পরকে উপহাস করে, সে ব্যক্তি কাণ হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত মুক্তার সহিত গাভী দান করিবে। সভাস্থলে পক্ষপাতকারী ব্যক্তি পক্ষাঘাতরোগী হয়, সে ব্যক্তি নিষ্কত্রয় পরিমিত সুবর্ণ সত্যপথবর্ত্তী ব্যক্তিকে দান করিবে।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণের সুবর্ণ যে ব্যক্তি চুরী করে, সে ব্যক্তি কুনখ হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত চান্দ্রায়ণ-ব্রত করিয়া একশত তোলক পরিমিত সুবর্ণ দান করিবে। যে ব্যক্তি তাম্র চুরী করে, নরকভোগান্তে সে ওড়ুম্বরী (গোদের উপর ডুম্বুর) হয়, ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত একটি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া একশত পল পরিমিত তাম্র দান করিবে। কাংস্য হরণকর্ত্তা পুণ্ডরীক রোগী হয়, দ্বিজগণকে অলঙ্কৃত করিয়া একশত পল কাংস্য দান করিবে। পিত্তল হরণকর্ত্তা পিঙ্গলাক্ষ হয়, (বিড়াল চক্ষু) তাহার প্রায়শ্চিত্ত একাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া একশত পল পিত্তল উত্তম দ্বিজকে অলঙ্কৃত করিয়া দান করিবে। মুক্তাহরণকর্ত্তা পিঙ্গলবর্ণ কেশযুক্ত (কটাচুলো) হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত যথা-নিয়মে উপবাস করিয়া একশত মুক্তাফল দান করিবে। ত্রপু হরণকর্ত্তা মনুষ্য চক্ষুঃ-পীড়া যুক্ত হয়, সে ব্যক্তিও এক দিবস উপবাস করিয়া একশত পল ত্রপু দান দান করিবে। সীসহারী মনুষ্য মস্তকের রোগযুক্ত হয়, সে ব্যক্তি একদিন উপবাস করিয়া যথানিয়মে ঘৃত ধেনু দান করিবে। দুগ্ধ হরণকর্ত্তা মনুষ্য বহুমূত্র রোগী হয়, সে ব্যক্তি যথানিয়মে ব্রাহ্মণকে দুগ্ধ ধেনু প্রদান করিবে। পুরুষ দধিচৌর্য্য দ্বারা মদবিশিষ্ট হয়, সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে শুদ্ধিনিমিত্ত দধি ধেনু দান করিবে। মধু:চৌর্য্যকারী মনুষ্য চক্ষুঃপীড়াযুক্ত হয়, সে ব্যক্তি উপবাস করিয়া দ্বিজাতিকে মধুধেনু দান করিবে। ইক্ষুগুড় কিংবা ইক্ষু চিনি, যে ব্যক্তি চুরী করে, সে গুল্মরোগী হয়, সেই পাপশান্তি নিমিত্ত গুড় ধেনু প্রদান করিবে। লৌহ হরণকর্ত্তা মনুষ্য কর্পূর বর্ণ অবয়বযুক্ত হয়, সে ব্যক্তি এক দিবস উপবাস করিয়া একশত পল লৌহ প্রদান করিবে। তৈলহারী ব্যক্তি কণ্ডুরোগ-যুক্ত হয়, সে ব্যক্তি উপবাস করিয়া বিপ্রকে দুই কলসী তৈল দান করিবে। তণ্ডুল হরণ হেতু দন্তহীন হয়, দুই নিষ্কপরিমিত সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত অশ্বিনী কুমারদ্বয়ের প্রতিমা দান করিবে। পিষ্টান্ন হরণ হেতু জিহ্বা-রোগ জন্মায়, সে ব্যক্তি লক্ষ গায়ত্রীজপ করিয়া তাহার দশাংশ তিলযুক্ত (ঘৃত) দ্বারা হোম করিবে। ফলহরণকারী মনুষ্য ক্ষত-যুক্ত অঙ্গুলীবিশিষ্ট হইবে, সে পাপ শান্তি নিমিত্ত ব্রাহ্মণকে অযুতসংখ্যক নানাবিধ ফল দান করিবে। তাম্বূল হরণ করিলে, শ্বেতবর্ণ হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত দক্ষিণার সহিত দুইটি উৎকৃষ্ট বিদ্রুম (জাতিপলা) প্রদান করিবে। শাকহরণকারী মনুষ্য নীললোচন হয়, (বিড়াল চক্ষু) হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত, উৎকৃষ্ট নীলমণিদ্বয় প্রদান করিবে। কন্দ এবং মূল দ্রব্য হরণ হেতু হ্রস্বপাণি হয়, সে ব্যক্তি তাহার প্রায়শ্চিত্ত শক্তি অনুসারে দেবমন্দির কিংবা উদ্যান নির্ম্মাণ করিবে। সুগন্ধ দ্রব্য হরণ করিলে দুর্গন্ধাঙ্গ হয়, সে পাপ শান্তি নিমিত্ত অগ্নিতে লক্ষ পদ্ম দ্বারা হোম করিবে। কাষ্ঠহরণকর্ত্তা মনুষ্য ঘর্ম্মযুক্ত করতলবিশিষ্ট হয়, তাহার শুদ্ধি নিমিত্ত দুই পল পরিমিত কুসুম্ভ পুষ্প বিদ্বান্ ব্যক্তিকে দান করিবে। বিদ্যা এবং পুস্তক হরণ করিলে, মূক, (বাকশক্তিরহিত) হয়, সে ব্যক্তি, ন্যায় এবং ইতিহাস পুস্তক ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। বস্ত্রহরণকারী মনুষ্য কুষ্ঠরোগী হয়, নিষ্কপরিমিত সুবর্ণ-নির্ম্মিত প্রজাপতিমূর্ত্তি এবং বস্ত্রযুগল দ্বিজকে দান করিবে। মেষলোমহারী মনুষ্য অত্যন্ত লোমযুক্ত হয়, সে ব্যক্তি নিষ্কপরিমিত সুবর্ণ অগ্নির মূর্ত্তি কম্বলের সহিত দ্বিজকে প্রদান করিবে। পট্টসূত্র হরণ হেতু মনুষ্য লোম শূন্য হয়, সে পাপশান্তি নিমিত্ত দ্বিজকে ধেনু দান করিবে। ঔষধ অপহরণ করিলে, সূর্য্যাবর্ত্ত রোগী হয়, এক মাস ব্যাপিয়া সূর্য্যার্ঘ্য দান করিবে, এবং কাঞ্চন দান করিবে। রক্ত-বস্ত্র, কিম্বা প্রবালাদি যে ব্যক্তি হরণ করে, সে, রক্তবাত রোগী হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত মণিরাগযুক্ত করিয়া সবস্ত্র মহিষী দান করিবে, ব্রাহ্মণের রত্নহারী মনুষ্য নিঃসন্তান হয়, সে ব্যক্তি শুদ্ধি নিমিত্ত মহারুদ্র জপাদি করিবে। মৃতবৎস কর্ত্তব্য সকল নিয়ম করিয়া যথাবিধি পলাশ সমিধ দ্বারা দশাংশ হোম করিবে।

দেবদ্রব্য হরণ করিলে নানাপ্রকার জ্বরোৎপন্ন হয়, (জ্বর কি কি প্রকার তাহা বলিতেছেন) জ্বর, মহাজ্বর, রৌদ্রজ্বর এবং বিষ্ণুজ্বর, (এই চারি প্রকার জ্বর জানিবে) জ্বর হইলে, কর্ণে রুদ্রমন্ত্র জপ করিবে, মহাজ্বর হইলে, মহারুদ্র মন্ত্র জপ করিবে. রৌদ্রজ্বর হইলে অতিরৌদ্র জপ করিবে, বিষ্ণুজ্বর হইলে, মহারুদ্র মন্ত্র এবং অতি রৌদ্র মন্ত্র জপ করিবে। নানাবিধ দ্রব্য হরণ করিলে গ্রহণী রোগী হয়, সে ব্যক্তি অন্ন, জল এবং বস্ত্র যথাশক্তি সুবর্ণ দান করিবে।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

মাতৃগমনকারী ব্যক্তি লিঙ্গহীন হয়, চাণ্ডালস্ত্রীগমন করিলে কোষহীন হয়। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত উত্তরদিকে কৃষ্ণবর্ণ মাল্য দ্বারা ভূষিত এবং কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত একটী ঘট স্থাপন করিবে, তদুপরি কাংস্য পাত্র রাখিয়া, তাহাতে ছয়নিষ্ক দ্বারা নির্ম্মিত নরবাহন কুবেরের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া বিশ্বরূপী ধনদাতা কুবেরদেবকে পুরুষসূক্ত মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে, অথর্ব্ববেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা অথর্ব্ব বেদ পাঠ করাইবে। বিংশতি নিষ্ক সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত একটী সুবর্ণ পুত্তলিকা প্রস্তুত করিয়া "আমি নিষ্পাপ হইয়াছি।" এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণকে পূজা করণানন্তর প্রদান করিবে। তদনন্তর, নিধীনামধিপো দেব ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক হীন কোষ ব্যক্তি এবং লিঙ্গহীন ব্যক্তি পাপক্ষয় নিমিত্ত ঐ কুবের-প্রতিমা আচার্য্যকে প্রদান করিবে। বিমাতৃগমনকারী মনুষ্য মূত্রকৃচ্ছ্র-রোগী হয়। সে ব্যক্তি ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত কার্য্য দ্বারা সে পাপের নিষ্কৃতি করিবে। শুভদিনে পশ্চিমদিগ্বিভাগে নীল বর্ণ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত এবং নীলবর্ণ মালা দ্বারা ভূষিত একটী ঘট স্থাপন করিয়া তদুপরি তাম্র পাত্র রাখিয়া তাহাতে ছয় নিষ্ক পরিমিত সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত যাদঃপতি বরুণ স্থাপিত করিবে, তদনন্তর পুরুষসূক্ত মন্ত্র দ্বারা বিশ্বরূপী বরুণদেবকে পূজা করিয়া সামবেদবেত্তা ব্রাহ্মণ দ্বারা সামবেদ পাঠ করাইবে। বিংশতি নির্ম্মিত সুবর্ণ দ্বারা পুত্তলিকা প্রস্তুত করিয়া "আমি নিষ্পাপ হইয়াছি," এই কথা ব্যক্ত করত ব্রাহ্মণকে পূজা করত প্রদান করিবে। "যাদসামধিদেব" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করত আচার্য্যকে অলঙ্কৃত করিয়া মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ শান্তিনিমিত্ত নিয়মানুসারে ঐ প্রতিমা প্রদান করিবে। স্বীয় কন্যা গমন করিলে রক্তকুষ্ঠ রোগ হয়। ভগিনী গমন করিলে পীত কুষ্ঠ রোগ হয়। তাহার প্রতিকার নিমিত্ত পূর্ব্বদিগ্বিভাগে পীতবর্ণ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত এবং পীতবর্ণ মালা দ্বারা ভূষিত একটী ঘট স্থাপন করিয়া তদুপরি স্বর্ণপাত্র রাখিয়া তাহাতে ছয় নিষ্কপরিমিত সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত দেবরাজ প্রতিমা স্থাপন করিয়া বিশ্বরূপী ইন্দ্রদেবকে পুরুষসূক্ত মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে। যজুঃ, সাম এবং ঋগ্বেদ পাঠ করিবে, দশসংখ্যক সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত সুবর্ণ পুত্তলিকা প্রস্তুত করিয়া আমি পাপশূন্য হইয়াছি এই বাক্য প্রয়োগ করত পূজা করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। "দেবনাম ধপো দেব" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করত সে পাপ শান্তি নিমিত্ত আচার্য্যকে যথানিয়ম সহস্রাক্ষ দেবরাজ প্রতিমা দান করিবে। ভ্রাতৃপত্নী গমন করিলে গলৎকুষ্ঠ রোগ জন্মে, স্বীয় পুত্রবধূ গমন করিলে, কৃষ্ণবর্ণ কুষ্ঠরোগ হয়, উক্ত পাপকারী ব্যক্তিদ্বয় পূর্ব্বে উক্ত ব্রতের অর্দ্ধ ব্রত করিবে, যে সকল প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইল, ঘৃতাক্ত তিল দ্বারা দশাংশ হোম করিবে। অগম্যা স্ত্রী গমন করিলে ধ্রুব মণ্ডল (কুষ্ঠবিশেষ) রোগজন্মে। যদি তিল প্রমাণ কার্পাস ভারযুক্ত কাংস্যস্তনী এবং সবৎসা (লোহময়ী) ধেনু (সুরভী বৈষ্ণবী মাতা ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করত বিধিবোধিত রূপে বিপ্রকে দান করিবে; এই প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা উক্ত পাপদ্বয় শান্তি হইবে। তপস্বিনী নিয়মস্থা স্ত্রীসঙ্গ করিলে পাথুরী রোগ হয়, সেই পাপ শান্তি নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করিবে, বিদ্বান্ বিপ্রকে বিধিবোধিতরূপে মধুধেনু প্রদান করিবে, অথবা একশত দ্রোণ পরিমিত তিল সুবর্ণের সহিত দান করিবে,

অথবা পিতার ভগিনী গমন করিলে, দক্ষিণ-স্কন্ধে ব্রণ হয়, যথাশক্তি ছাগী দান করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে। মাতুলানী গমন করিলে পৃষ্ঠদেশে কুজ রোগ হয়, কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম্ম দান করিলে উক্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে, মাতৃষস্থ গমন করিলে বাম অঙ্গে ব্রণ হয়, সম্যক্‌রূপে দান দ্বারা তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে। মৃত পত্নীতে উপগত হইলে মৃত পত্নী হয়, সে পাপশুদ্ধি নিমিত্ত একটি ব্রাহ্মণের বিবাহ দিয়া দিবে। জাতির স্ত্রী গমন করিলে, ভগন্দর রোগ হয়, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত মহিষী দান দ্বারা হইবে। তপস্বিনী গমন করিয়া মনুষ্য প্রমেহ রোগী হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত একমাস ব্যাপিয়া রুদ্র জপ করিয়া যথাশক্তি কাঞ্চন দান দ্বারা হইবে, নিজ দীক্ষিত স্ত্রী গমন করিলে চক্ষুর রক্ত দুষ্ট হয়, সে পাপ-ক্ষয় নিমিত্ত দুইটি প্রাজাপত্য করিবে। নিজ জাতির পত্নী সঙ্গ করিলে হৃদয় স্থলে ব্রণ হয়, সে পাপ শুদ্ধি নিমিত্ত দুইটি প্রাজাপত্য করিবে। পশুযোনিতে গমন করিলে মূত্রঘাত রোগ হয়, আত্মশুদ্ধি নিমিত্ত তিলপূর্ণ পাত্র দুই খানি দান করিবে। অশ্ব যোনি গমন করিলে গুদস্তম্ভ রোগ হয়, একমাস ব্যাপিয়া মহাদেবের সহস্র সংখ্য পদ্মদ্বারা স্নান করাইবে। এই সকল পাপ করিলে নরক ভোগ করিয়া জন্মান্তরে এ সকল রোগ হয়, পুরুষগণের যে জাতি স্ত্রীগমনে রোগ হয় সেইরূপ স্ত্রীলোকে সে জাতি পুরুষ গমনে সে সকল রোগ হয়, ইহাতে সংশয় নাই।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অশ্ব, শূকর, শৃঙ্গ, পর্ব্বত, বৃক্ষ প্রভৃতি, শকট, উচ্চস্থান, অগ্নি, কাষ্ঠ, শস্ত্র, প্রস্তর, বিষ এবং উদ্বন্ধন দ্বারা মরিয়াছে। ব্যাঘ্র, সর্প, হস্তী, রাজদণ্ড, চোর, শত্রু এবং ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আহত হইয়া যাহারা মরিয়াছে, কাষ্ঠ এবং শল্য দ্বারা বিদ্ধ হইয়া যাহারা মরিয়াছে, প্রায়শ্চিত্ত এবং দাহাদি সংস্কার বর্জ্জিত যে সকল ব্যক্তি মরিয়াছে, বিসূচিকা রোগের, অন্নগ্রাস (গলদেশ বদ্ধ হওয়াতে) দাবানল এবং অতিসার রোগ দ্বারা যাহারা মরিয়াছে, সাকিনী প্রভৃতি উৎপাত পীড়িত হইয়া যাহারা মরিয়াছে এবং বিদ্যুৎ-সংযোগে যাহারা মরিয়াছে, অস্পৃশ্য হইয়া কিংবা অপবিত্র হইয়া পাতিত্যজনক পাপ-যুক্ত হইয়া অথবা সন্তানশূন্য হইয়া যে সকল ব্যক্তি মরিয়াছে, উক্ত পঞ্চত্রিংশৎ প্রকারে অবস্থায় যে সকল ব্যক্তি মরে, তাহারা সদ্গতি প্রাপ্ত হয় না। পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহ এতিন পুরুষ পিণ্ডভাগী অর্থাৎ এ তিন পুরু-ষের কেবল পিণ্ডদান দ্বারা তৃপ্তি হয়। বৃদ্ধ প্রপিতামহ, অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ এবং অত্যতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ এ তিন পুরুষ শ্রাদ্ধে পিণ্ডের লেপমাত্র দ্বারা তৃপ্তি হয়, তদূর্দ্ধ্ব তিন পুরুষ নান্দীমুখ, তদূত্তর তিন পুরুষ অশ্রু-মুখ। উক্ত দ্বাদশ পুরুষ তর্পণ এবং শ্রাদ্ধ দ্বারা পরিতোষ প্রাপ্ত হইলে, সন্তান প্রদান করেন। যদি গতিহীন হ'ন সন্তানগণের বংশ নাশ করেন। ব্যাঘ্রাদি কর্ত্তৃক দশপ্রকার অপঘাত মৃত্যু প্রাপ্ত পিতৃগণ গর্ভ নষ্ট করেন, অস্ত্রাদি দ্বারা অপঘাত মৃত্যু প্রাপ্ত দ্বাদশজন (গর্ভস্থ) বালক নষ্ট করেন। বিষাদি দ্বারা মৃত্যুপ্রাপ্ত দশ কিংবা দ্বাদশ পুরুষে এক বৎ-সরের বালককে নষ্ট করেন। অনপত্য পিতৃ-লোক অপত্য নাশ করেন। কুমারী গমন যে ব্যক্তি করে, সে বাঘ কর্ত্তৃক হত হয়, যে ব্যক্তি কাহাকে বিষদান করে, সে সর্পাঘাতে হত হয়। রাজপুত্র হত্যাকারী ব্যক্তি রাজদণ্ডে মরে, পশু হিংসাকারী চৌরকর্ত্তৃক হত হয়, বন্ধুবিচ্ছেদ-কারী শত্রু কর্ত্তৃক হত হয়, বকের তুল্য চরিত্র-শালী ব্যক্তি বক কর্ত্তৃক হত হয়। গুরু-হত্যাকারী শয্যাতে মরে, মাৎসর্য্য-যুক্ত ব্যক্তি শৌচবর্জ্জিত হইয়া মরে, অপরের অপকার-কারী ব্যক্তি দাহাদি সংস্কারহীন হইয়া মরে, গচ্ছিত দ্রব্য অপহরণকারী কুক্কুর-দংশনে মরে। পাশদ্বারা বনমধ্যে বধ করিলে শূকর কর্ত্তৃক হত হয়, কৃমিবধ করিয়া বস্ত্র করিলে অর্থাৎ গুটিকার কাপড় করিলে কৃমি অর্থাৎ জুয়াদি কর্ত্তৃক হত হয়, মহাদেবের দ্রোহকারী ব্যক্তি শৃঙ্গীকর্ত্তৃক

আহত হয়, গর্ভ মনুষ্য শকট দ্বারা নিহত হয়, পৃথিবী হরণকারী উচ্চ স্থান হইতে পড়িয়া মরে, যজ্ঞধ্বংসকারী অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া মরে। দক্ষিণা অপহরণকারী মনুষ্য দাবানল দ্বারা দগ্ধ হয়, বেদ নিন্দাকারী মনুষ্য শস্ত্রদ্বারা নিহত হয়, দ্বিজনিন্দাকারী মনুষ্য প্রস্তর আঘাতে নিহত হয়, কুবুদ্ধিদাতা বিষপানে নিহত হয়। হিংস্রব্যক্তিগণ রজ্জু প্রদান দ্বারা নিহত হয়, সেতুভঙ্গকারী মনুষ্য জলমগ্ন হইয়া মরে, লৌহ হরণকারী অতিসার রোগ হইয়া মরে। অভিমানের সহিত কার্য্যকারী মনুষ্য ডাকিনী প্রভৃতি উৎপাতগ্রস্ত হইয়া মরে, অনধ্যায় দিবসে অধ্যয়নশীল মনুষ্য, বিদ্যুৎ-সংযোগে মরে। শস্ত্র হরণ কর্ত্তা মনুষ্য অস্পৃশ্য বস্তু যুক্ত হইয়া মরে,মদ্য বিক্রয় কর্ত্তা পাতিত্য-যুক্ত হইয়া মরে, গতিহীন দ্বিজগণে বস্ত্র হরণ কর্ত্তা সন্তান রহিত হইয়া মরে। সে সকল ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত ক্রমশঃ কথিত হইতেছে, নিষ্কপরিমিত চতুর্হস্ত্য হস্তে দণ্ডধারী, মহিষ-পৃষ্ঠস্থিত আসনোপরি উপবিষ্ট প্রেততুল্য শরীরী একটি পুরুষ প্রস্তুত করিবে এবং পিষ্ট পিটুলী) এবং কৃষ্ণতিলদ্বারা এক প্রস্থপ্রমাণে একটি পিণ্ড নির্ম্মাণ করিবে, মধু, ঘৃত এবং শর্করা সংযুক্ত করিয়া সুবর্ণের কুণ্ডলের সহিত মূলদেশ কৃষ্ণবর্ণ নহে একটি এতাদৃশ কুম্ভ, কৃষ্ণবস্ত্রাচ্ছাদিত করতঃ সর্ব্বৌষধি যুক্ত করিয়া (স্থাপন করিয়া) তদুপরি ধান্য এবং ফল-সংযুক্ত একখানি পাত্র নিঃক্ষিপ্ত করিবে; সে পাত্রোপরি সপ্ত প্রকার ধান্য এবং ফল অর্পণ করিবে,সে কুম্ভোপরি প্রেতরূপীদেবমূর্ত্তি রাখিয়া পূজা করিবে। পুরুষসূক্ত মন্ত্র দ্বারা প্রতিদিন দুগ্ধ তর্পণ করিবে, সে কলস সমীপে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ষড়ঙ্গ মন্ত্রের সহিত রুদ্র জপ করিবে। যমসূক্তদ্বারা যম পূজাদি করিবে এবং আত্ম শুদ্ধি নিমিত্ত গায়ত্রী জপ করিবে। গৃহশান্তি-অগ্রে করিয়া তিলদ্বারা দশাংশ হোম করিবে। তদনন্তর (পূর্ব্ব নির্ম্মিত) পিণ্ড তিল এবং জলের সহিত "দদামি তস্মৈ"ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ পিতৃতীর্থ দ্বারা অজ্ঞাত নাহ গোত্র যে যমরাজ তাঁহাকে প্রদান করিবে। জলপূর্ণ (সংহিতা ৭ অং ২৬ শ্লোকের পর মন্ত্র দেখ) কৃষ্ণবর্ণ ঘারশষ্টি কুম্ভ তিলযুক্ত পাত্রের সহিত প্রেত উদ্দেশ করিয়া বিষ্ণুকে দান করিবে। তদনন্তর, সে কুম্ভস্থ জল দ্বারা আচার্য্য স্ত্রী এবং পুরুষকে শুচির্ব্বায়ুধ্বর ইত্যাদি বরুণ দৈবত মন্ত্র দ্বারা অভিষেক করাইবে। যজমান অভি-ষেকানন্তর আচার্য্যকে দক্ষিণা প্রদান করিবে। তদনন্তর, শাস্ত্রনিয়মানুসারে নারায়ণ বলি প্রদান করিবে, অগতি প্রাপ্ত হইয়া মৃত ব্যক্তি-গণের সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইল। ব্যাঘ্রাদি-কর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তিগণের বিশেষ বিশেষরূপে প্রায়শ্চিত্ত বিধি উক্ত হইতেছে,—ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তির উদ্ধার কামনায় অপর কোন ব্যক্তির বিবাহ দিয়া দিবে। সর্পাঘাতে মৃত ব্যক্তির উদ্ধার কামনায় নাগবলি দিবে, সকল বিষয়েই কাঞ্চন দক্ষিণা দিবে। হস্তীকর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তির উদ্দেশে চারি নিষ্কপরিমিত সুবর্ণ দান করিবে। রাজদণ্ডে নিহত ব্যক্তির উদ্দেশে সুবর্ণ-নির্ম্মিত পুরুষাকৃতি প্রদান করিবে, চৌর কর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তির উদ্দেশে ধেনু প্রদান করিবে, বৈরী কর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তির উদ্দেশে বৃষ দান করিবে। ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তির উদ্দেশে যথা শক্তি সুবর্ণ দান করিবে, শয্যাস্থ হইয়া মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে নিষ্কপরিমিত সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত বিষ্ণুমূর্ত্তির সহিত তুলসীপত্র সংযুক্ত একখানি শয্যা প্রদান করিবে। শৌচহীন অবস্থায় মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে নিষ্কদ্বয়পরিমিত সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমা প্রদান করিবে। সংস্কারহীন হইয়া মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে অবি-বাহিত কুমারের বিবাহ দিবে, কুক্কুর কর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তির উদ্দেশে নিজশক্তি-অনুসারে কিছু ধন মৃত্তিকাতলে নিহিত করিবে। শূকর-কর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তির উদ্দেশে দক্ষিণা সহিত মহিষ দান করিবে। কৃমিকর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তির উদ্দেশে ব্রাহ্মণকে গোধূমান্ন দান করিবে। শৃঙ্গবিশিষ্ট নিহত ব্যক্তির উদ্দেশে বস্ত্র-সংযুক্ত বৃষভ দান করিবে। শকটদ্বারা নিহত ব্যক্তির উদ্দেশে সজ্জাসহিত ঘোটক দান করিবে। উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইয়া মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে ধান্যপর্ব্বত প্রদান করিবে। অগ্নি দ্বারা নিহত ব্যক্তির উদ্দেশে

স্বীয় শক্তির অনুরূপ পাদুকা যুগল দান করিবে, দাবাগ্নি দ্বারা দগ্ধ ব্যক্তির উদ্দেশে গৃহে সভা করিবে। শস্ত্রদ্বারা নিহত ব্যক্তির উদ্দেশে দক্ষিণার সহিত মহিষী প্রদান করিবে। প্রস্তরাঘাতে মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত বৎসের সহিত দুগ্ধবতী গাভী প্রদান করিবে। বিষপানে মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত শস্যোৎপত্তির যোগ্য ভূমি দান করিবে। উদ্বন্ধন দ্বারা মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত দুগ্ধবতী গাভী দান করিবে, জলমগ্ন হইয়া মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত ত্রিনিষ্ক-পরিমিত সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত বরুণ-প্রতিমা দান করিবে। বৃক্ষ হইতে পতিত হইয়া মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত সুবর্ণ দক্ষিণাযুক্ত সুবর্ণবৃক্ষ দান করিবে, অতিসাররোগগ্রস্ত হইয়া মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত সংযত হইয়া লক্ষ সংখ্যক সাবিত্রী জপ করিবে। সাকিনী উৎপাতগ্রস্ত হইয়া মৃত ব্যক্তির যথাবিধি রুদ্র জপ করিবে; বিদ্যুৎপতন দ্বারা মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত বিদ্যাদান করিবে। অস্পৃষ্টসংযুক্ত হইয়া মৃতব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত বেদ পারায়ণ করিবে, বান্তদ্রব্য—(বমিকৃত দ্রব্য) সংযুক্ত হইয়া মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত সংশাস্ত্রের পুস্তক দান করিবে। পতিতযুক্ত হইয়া মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত ষোলটি প্রায়শ্চিত্ত করিবে, সন্তান রহিত মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত নব্বইটি কৃচ্ছ্র ব্রত করিবে। অশ্ব কর্তৃক নিহত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত নিষ্কত্রয়পরিমিত সুবর্ণ দান করিবে, বানরকর্তৃক নিহত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত সুবর্ণ-নির্ম্মিত বানরমূর্ত্তি দান করিবে, বিসূচিকা-রোগে মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত একশত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে, পরদেশে অন্নপ্রাণ বদ্ধ হইয়া মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত তিন ধেনু দান করিবে, কেশরোগগ্রস্ত হইয়া মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত আটটি কৃচ্ছ্র ব্রত করিবে। এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া দাহাদি করিবে। তদনন্তর, পিতৃগণ প্রেতত্ব বিমুক্ত হইয়া পুত্রাদি কর্তৃক শ্রাদ্ধ এবং তর্পণ দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিলে পর, পুত্র, পৌত্র, আয়ু, আরোগ্য এবং সম্পত্তি দান করেন। বিনয়পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, শরভদ নামক শিষ্য তাঁহার নিকট শাতাতপ ঋষি কর্তৃক কথিত কর্ম্মের ফল সমাপ্ত হইল।

শাতাতপ-সংহিতা সমাপ্ত।

বসিষ্ঠ-সংহিতা।

প্রথম অধ্যায়

এখন পুরুষগণের মুক্তির জন্ত ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা হইতেছে। ধর্ম্ম জানিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিলে, ইহলোকে ও পরলোকে ধার্ম্মিক বলিয়া অত্যন্ত প্রশংসনীয় হয়। বেদবিধি-বিহিত কার্য্যই ধর্ম্ম, বেদবিধি না পাওয়া যাইলে শিষ্টাচারকেই ধর্ম্ম বলিয়া প্রমাণ করিবে। হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণ এবং বিন্ধ্য পর্ব্বতের উত্তর ভাগে যে সকল ধর্ম্ম ও যে সকল আচার প্রচলিত, তৎসমস্তকেই ধর্ম্ম বলিয়া স্থির করিবে। অন্ত আচারাদিকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিবে না, কেননা, তাহা অতিশয় গর্হিত ধর্ম্ম। উক্ত স্থানের নাম আর্য্যাবর্ত্ত ইহা কথিত আছে। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী স্থানকে কেহ কেহ আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া থাকেন। ফলতঃ যেখানে যেখানে স্বভাবতঃ কৃষ্ণসার মৃগ বিচরণ করে, তৎ-তৎ সমস্ত দেশেই ব্রহ্মতেজ বর্ত্তমান। এ বিষয়ে ভাল্লব পণ্ডিতগণও মূল প্রাচীন গাথা কীর্ত্তন করেন। "পশ্চিমসমুদ্র ও সূর্য্যের উদয়াচলের মধ্যে যে যে স্থানে কৃষ্ণসার মৃগ বিচরণ করে, তৎসমস্ত দেশেই ব্রহ্মতেজ অব্যাহত। ত্রৈবিদ্য বৃদ্ধধর্ম্মবেত্তা জনগণ শুদ্ধি ও শোধন বিষয়ে যে ধর্ম্ম উপদেশ দিবেন তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম এবিষয় সংশয় নাই।" বেদে স্পষ্ট না থাকায় মনু জাতিধর্ম্ম, দেশধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম সকল কীর্ত্তন করিয়াছেন। সূর্য্যাভ্যুদিত, সূর্য্যাভিনির্ম্মুক্ত, কুনখী, শ্যাবদন্ত, পরিবিত্তি, পরিবেত্তা, অগ্রেদিধিষু দিধিষুপতি, বীরঘাতী এবং ব্রহ্মঘাতী ইহারা সকলে পাপিষ্ঠ। নিম্নলিখিত পঞ্চপ্রকার পাপ মহাপাতক বলিয়া কীর্ত্তিত। যথা—বিমাতৃগমন, সুরাপান, ব্রহ্মহত্যা, অশীতিরত্তির অন্যূন ব্রাহ্মণ-স্বর্ণ চৌর্য্য এবং এই সকল পতিত ব্যক্তিগণের সহিত ব্রাহ্ম অর্থাৎ অধ্যয়ন, অধ্যাপন বা যজন, যাজন এবং যৌন সম্বন্ধ। এবিষয়েও পণ্ডিতেরা বলেন, পতিত ব্যক্তির সহিত যাজন, অধ্যাপন, বিবাহাদি যৌন সম্বন্ধ, অন্ন ভোজন, পানীয় পান এবং একাসনে অবস্থানাদি করিলে এক বৎসরে পতিত হয়। আরও বলেন "বিদ্যা বিনষ্ট হইলেও পুনরায় তাহা পাওয়া যায়; কিন্তু জাতিবিনাশ হইলে সর্ব্বনাশ। বংশমর্য্যাদাবলে অশ্বও সম্মাননীয় হয়; অতএব সদ্বংশীয় রমণীকে বিবাহ করিবে।" তিন বর্ণই ব্রাহ্মণের বশে থাকিবে; ব্রাহ্মণ, তাহাদিগের যে ধর্ম্ম-উপদেশ দিবেন, রাজা তাহা প্রচলিত করিবেন। রাজা ধর্ম্মতঃ রাজ্যশাসন করিলে, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্ত প্রজা সকলের নিকট ধনের ষষ্ঠ-ষষ্ঠ অংশ কর গ্রহণ করিবেন। রাজা ব্রাহ্মণের ইষ্টাপূর্ত্ত (ধর্ম্মকার্য্যের ষষ্ঠাংশের একাংশফল লাভ করিবেন। প্রসিদ্ধি আছে, ব্রাহ্মণই বেদের আদিপ্রকাশক, ব্রাহ্মণই সকলকে আপৎ হইতে উদ্ধার করেন, অতএব ব্রাহ্মণ অনাদি ও কর গ্রহণের অযোগ্য; চন্দ্র, ব্রাহ্মণের রাজা। ইহাই ইহ-পরলোকের মাঙ্গলিক বলিয়া বিদিত।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারবর্ণ; তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি। ইহাঁদিগের প্রথম জন্ম মাতৃ-গর্ভে, দ্বিতীয় জন্ম উপনয়নে। এই দ্বিতীয় জন্মে সাবিত্রী মাতা এবং আচার্য্য পিতা বলিয়া অভিহিত। বেদশিক্ষা প্রদান করেন বলিয়া আচার্য্যকেই পিতা বলা যায়। ইহাতেও হারীত পণ্ডিতেরা বলেন;—"ইহ-লোকে ব্রাহ্মণপুরুষের নাভির ঊর্দ্ধস্থিত ও নাভির অধঃস্থিত,—এই দুই প্রকার বীর্য্য। তন্মধ্যে ঊর্দ্ধস্থিত বীর্য্য দ্বারা অনৌরস সন্তান উৎপন্ন হয়; এই সন্তানোৎপত্তিকে উপনীত করা বা সাধু করা বলে। আর যাহা নাভির অধস্তন বীর্য্য, তদ্দ্বারা ঔরস সন্তান উৎপন্ন হয়; সন্তানের জননী ইহার উৎপাদন ক্ষেত্র। অতএব বেদাধ্যাপক শ্রোত্রিয়কে "তুমি অপূজ্য এই কথা বলিবে না"। অনন্তর কথিত আছে "যতদিন উপনয়ন না হয় ততদিন দ্বিজ-কুমারেরও কোন দ্বিজোচিত কার্য্য নাই। যতদিন দ্বিতীয় বেদজন্ম না হয় ততদিন ইহার শূদ্রবৎ ব্যবহার জানিবে। কেবল পিতৃকার্য্যে বেদোচ্চারণ করিতে পারিবে।" বিদ্যা ব্রাহ্মণের নিকট আসিয়া বলিল, আমাকে রক্ষা কর, আমি তোমার গুপ্তধন। অসূয়া-সম্পন্ন কুটিল এবং ব্রতহীন ব্যক্তির নিকট আমাকে ব্যক্ত করিও না, তাহা হইলেই আমি বীর্য্যবতী থাকিব। যেব্যক্তি বহুপরিশ্রমে সকল কার্য্য দ্বারা আবরণ করে ও নিরতিশয় সুখ-সম্পাদন করে, তাহাকে—সেই গুরুকে পিতা ও মাতা বলিয়া মানিবে। "আমিত কাহারও নিকট উপকৃত নাই" বলিয়া তাঁহার দ্রোহ করিবে না। (এই শ্লোক বিষ্ণুসংহিতাতে অন্য প্রকারে পঠিত হইয়াছে) যে সকল ব্রাহ্মণ অধ্যাপিত হইয়া বাক্য, মন বা কর্ম্মদ্বারা গুরুর প্রতি অসম্মানপ্রদর্শন করে, তাহারা যেমন গুরুর উপকারে আইসে না; সেইরূপ শাস্ত্রজ্ঞানও তাহাদিগকে স্পর্শ করে না। যাহাকে আপনি শুচি, অপ্রমাদী, মেধাবী ও ব্রহ্মচর্য্যযুক্ত বলিয়া বুঝিবেন এবং যে ব্যক্তি, "আমি কাহারও নিকট উপদেশ পাই নাই" বলিয়া গুরুদ্রোহ না করিবে, হে ব্রহ্মন্! সেই নিধিরক্ষকের নিকট আমাকে ব্যক্ত করিবেন।" অগ্নি যেরূপ প্রকোষ্ঠ দাহ করে, তদ্রূপ এক বৎসর বেদানুশীলন ত্যাগ করিলে, তাহাও ব্রহ্মতেজ বিনষ্ট করে; সেই ব্যক্তিকে পুনরায় বেদশিক্ষা দিবে না। যে অবিচ্ছেদে বেদচর্চ্চা করে, তাহার শক্তি-অনুসারে তাহাকে বেদ শিক্ষা দিবে।

ব্রাহ্মণের ছয়টী কার্য্য—যথা অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান এবং প্রতিগ্রহ। ক্ষত্রিয়ের তিনটী কার্য্য—অধ্যয়ন, যজন এবং দান। শাস্ত্রানুসারে প্রজাপালনও তাহার স্বধর্ম্ম; তদ্দ্বারাই জীবিকানির্ব্বাহ করিবে। বৈশ্যজাতিরও অধ্যয়নাদি পূর্ব্বোক্ত তিন কার্য্য তৎবাদে কৃষি, বাণিজ্য, কুসীদ গ্রহণ এবং পশুপালন—বৈশ্যজাতির বৃত্তি। এই বর্ণত্রয়ের পরিচর্য্যাই শূদ্রজাতির কার্য্য। এই সমস্ত শূদ্রজাতির বৃত্তির নিয়ম নাই, কেশরক্ষার নিয়ম নাই এবং বেশের নিয়ম নাই; তবে কেবল মুক্তশিখ হইয়া থাকিবে না। স্বধর্ম্মে জীবিকানির্ব্বাহ না হইলে, যাহাতে পাপ না হয় এইরূপ অপর বৃত্তি অবলম্বন করিবে; কিন্তু যাহাতে পাপ হয়, এইরূপ বৃত্তি কদাচ আশ্রয় করিবে না। বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বাণিজ্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হইলেও নিম্নলিখিত কতিপয় দ্রব্য বিক্রয় করিবে না—যথা মণি মুক্তা প্রভৃতি, লবণ, পাষাণ, কৌপ, ক্ষৌমবস্ত্র, চর্ম্ম, তন্তুনির্ম্মিত রক্তবর্ণ বস্ত্র, সকল প্রকার কৃতান্ন, পুষ্প, মূল, ফল, গুড়াদি গন্ধ, রস, জল, ওষধিরস, সোমলতা, শস্ত্র, বিষ, মাংস, দুগ্ধ, দধি প্রভৃতি, দুগ্ধ বিকার, মিশ্রিত জল, রাঙ, লাক্ষা, এবং সীস। এ বিষয়ও পণ্ডিতেরা বলেন;—"ব্রাহ্মণ মাংস, লাক্ষা বা লবণ বিক্রয়ে সদ্যঃ পতিত হয়, আর দুগ্ধ বিক্রয় করিলে তিন দিনে শূদ্রতা প্রাপ্ত হয়।" গ্রাম্যপশুদিগের মধ্যে যাহাদিগের যোড়াখুর সেই একশফ অশ্ব প্রভৃতি কেশ-সম্পন্ন পশু, সর্ব্বপ্রকার আরণ্য পশু, পক্ষী, দংষ্ট্রী জন্তু এবং গ্রাম্যজাতির মধ্যে তিল,—অবি-ক্রেয় বলিয়া কথিত। এ বিষয়েও বলেন;—

"ভোজন অভ্যঞ্জন এবং দান ব্যতীত তিলদ্বারা আর যাহা কিছু করিবে, তাহাতেই তাহাকে কৃমি হইয়া পিতৃগণের সহিত বিষ্ঠামধ্যে নিমগ্ন হইতে হয়।" ধান্ত বিক্রয়ে জীবিকানির্ব্বাহ না হইলে, স্বয়ংকৃত কৃষিকার্য্যে তিল উৎপাদন করিয়া তাহা বিক্রয় করিতেও পারে। রসের সহিত সমভাবে বা ন্যূনভাবে রসের বিনিময় হইতে পারে; কিন্তু রসের সহিত লবণের বিনিময় হয় না। তিল, তণ্ডুল বা পক্কান্নেরও বিনিময় হইতে পারে জানিবে। মনুষ্যেরও বিনিময় বিহিত আছে। বিনিময় করিয়াও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বার্দ্ধুষিকের অন্ন ভোজন করিবে না। এ বিষয়েও পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন;—"যে ব্যক্তি সমমূল্যে ধান্ত লইয়া মহার্ঘ করিয়া বিক্রয় করে, তাহার "বার্দ্ধুষিক" সংজ্ঞা; সেই ব্যক্তি, ব্রহ্মবাদিগণের মধ্যে নিন্দিত। বৃদ্ধি এবং ভ্রূণহত্যাকে তুলাদণ্ডে তোলন করা হয়, তাহাতে ভ্রূণঘাতী ঊর্দ্ধে থাকে এবং বার্দ্ধুষিক নিম্নগামী হয়।" যাহা হউক, ক্রিয়াশূন্য পাপিষ্ঠ বার্দ্ধুষিক ব্যক্তিকে সুবর্ণের চরম বৃদ্ধি দ্বিগুণ ও ধান্যের তিনগুণ প্রদান করিবে। ধান্যানুসারে রস, পুষ্প, মূল এবং ফলের বৃদ্ধি বুঝিয়া লইবে। যাহা ওজন করিয়া দিতে হয় এইরূপ বস্তুর আটগুণ বৃদ্ধি। এবিষয়েও বলেন;—"রাজার অভিপ্রায় অনুসারে দ্রব্যের সুদ নিবৃত্তি হইবে; এবং নূতন রাজার অভিষেক হইলেও আর সুদ চলিবেনা। যথাক্রমে চার বর্ণের নিকট মাসে মাসে প্রতি শতে দুই, তিন, চার এবং পাঁচ অংশ বৃদ্ধি লইবে। বসিষ্ঠ যেরূপ বৃদ্ধি বার্দ্ধুষিককে লইতে বলিয়াছেন তাহা শুন;—প্রতি বিংশতিতে পাঁচমাষা বৃদ্ধি লইবে। তাহা হইলে ধর্ম্মভ্রংশ হইবে না।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

অশ্রোত্রিয়, অনুবাকশূন্য, নিরগ্নি, দ্বিজাতি, শূদ্র-তুল্য। বেদাধ্যয়ন ব্যতীত ব্রাহ্মণ হয় না। এবিষয়ে মনুর শ্লোক উল্লেখ করেন;— "যে দ্বিজ, বেদাধ্যয়ন না করিয়া অন্য বিষয়ে পরিশ্রম করে, সে ইহজন্মেই সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।" বণিক্, কুসীদজীবী, শূদ্র-শ্রেষ্ঠ, চৌর এবং চিকিৎসক,—ব্রাহ্মণ হয় না। যে গ্রামে, ব্রত ও অধ্যয়ন বর্জ্জিত দ্বিজাতি, ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে, রাজা সেই গ্রামবাসীদিগকে দণ্ড দিবেন; যেহেতু ঐ সকল গ্রামবাসী চোরকে আহার দিতেছে। চারজন বা তিন জন বেদপারগ ব্যক্তিগণ যে ধর্ম্ম বলিবেন, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞাতব্য। অজ্ঞ সহস্র ব্যক্তিরও উপদিষ্টধর্ম্ম ধর্ম্ম নহে। ব্রতমন্ত্র-বর্জ্জিত জাতিমাত্রোপজীবী ব্রাহ্মণগণ সহস্র সহস্র উপস্থিত হইলেও সেই মণ্ডলী "পর্ষৎ" হইতে পারে না। মূর্খগণ, ধর্ম্ম না জানিয়া যে ধর্ম্মগর্হিত কার্য্যকে ধর্ম্ম বলিয়া উপদেশ করে, সেই পাপ, শতধা বিভক্ত হইয়া বক্তৃমণ্ডলীর প্রতি গমন করে। হব্য ও কব্য, প্রত্যহ শ্রোত্রিয় ব্যক্তিকেই দান করিবে। অশ্রোত্রিয় ব্যক্তিকে দান করিলে দেবতাগণ তৃপ্তিলাভ করেন না। গৃহসমীপে মূর্খ, আর দূরে সুপণ্ডিত ব্যক্তি বর্ত্তমান থাকিলেও ঐ সুপণ্ডিত ব্যক্তিকেই হব্য কব্য দান করিবে। মূর্খে ব্যতিক্রম নাই। বেদবর্জ্জিত ব্রাহ্মণ হইলে তাহার অতিক্রমে ব্রাহ্মণাতিক্রম হয় না। কোন ব্যক্তিই জ্বলন্ত অগ্নি পরিত্যাগ করিয়া ভস্মে আহুতি প্রদান করে না। কাষ্ঠময় হস্তী, চর্ম্মময় মৃগ এবং অধ্যয়নপরাঙ্মুখ ব্রাহ্মণ, ইহারা তিনজন কেবল নামধারী মাত্র। রাজ্য-বিদ্বান্ ব্যক্তির ভোজ্য-অন্ন মূর্খে ভোজন করিলে সেই অন্ন নিরর্থক হয় এবং সেইরাজ্যে মহাভয় উপস্থিত হয়। যদি কেহ অপরের অবিদিত নিধি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে রাজা সেই লাভকারী ব্যক্তিকে ছয় ভাগের একভাগ অর্পণ করিয়া স্বয়ং সমুদয় গ্রহণ করিবেন; আর যদি ষট্‌কর্ম্ম নিরত ব্রাহ্মণ ঐ ধন প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে রাজা তাহা গ্রহণ করিবেন না। আত্মরক্ষার্থ আততায়ীকে বধ করিলে; এ বিষয়ে কিছু মাত্র পাপ নাই—ইহা কথিত আছে। আততায়ী ষড়্‌বিধ। এ বিষয়েও উক্ত হইয়াছে। অগ্নিদ,

বিষদাতা, উদ্যতাস্ত্র, ধনাপহারী, ক্ষেত্রাপহারী ও দারাপহারী—এই ছয় প্রকার আততায়ী। বেদান্তপারগ ব্যক্তিও যদি আততায়ী হইয়া আইসে, তাহা হইলে সেই বেদান্তজ্ঞ ব্যক্তিকে বধ করিলে, তাহাকে ব্রহ্মঘাতী হইতে হইবে না। স্বাধ্যায়-সম্পন্ন সৎকুলজাত ব্যক্তিও আততায়ী হইলে তাহাকে বধ করিবে, তাহাতে ঘাতক ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইবে না কেন না আক্রান্তের ক্রোধাভিমানিনী দেবতা আততায়ীর ক্রোধকে নিবর্ত্তিত করে। ত্রিণাচিকেত, পঞ্চাগ্নি, ত্রি-সুপর্ণবান্, চতুর্ম্মেধা, বাজসনেয়ী, ষড়ঙ্গবিৎ, ব্রাহ্মবিবাহে বিবাহিতা নারীর বংশ, ছন্দোগ, জ্যেষ্ঠসামগ, মন্ত্র ব্রাহ্মণাভিজ্ঞ ও ধর্ম্মাধ্যাপক, ইহারা এবং যাহার মাতৃপিতৃবংশ শ্রোত্রিয় বলিয়া বিদিত, সেই ব্যক্তি আর বিদ্বান্ স্নাতক ব্যক্তিগণ, পঙক্তিপাবন। ক্রমিক চতুর্বিদ্যা-বিশারদ, চারজন তার্কিক, অঙ্গশাস্ত্রজ্ঞ, ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক, তিন আশ্রমের তিন জন প্রধান ব্যক্তি এই দশ জনের অন্যূন থাকিলে "পরিষৎ" হইবে। যে ব্যক্তি, উপনীত করিয়া সমস্ত বেদ অধ্যাপন করেন তিনি আচার্য্য ; যিনি একদেশ অধ্যাপন করেন তিনি গুরু ; যিনি বেদাঙ্গ অধ্যাপন করেন তিনিও গুরু। আত্মরক্ষার্থ ও বর্ণসঙ্করের পরিহারার্থ, ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য জাতিও শস্ত্র গ্রহণ করিতে পারিবে। ক্ষত্রিয় নিত্যই শস্ত্র গ্রহণ করিবে ; কেননা ক্ষত্রিয় রক্ষণকার্য্যে অধিকারী। পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া বসিয়া পাদপ্রক্ষালন ও মণিবন্ধ হইতে করযুগল প্রক্ষালন করিবে। অঙ্গুষ্ঠমূলের উত্তর রেখার নাম, ব্রাহ্মতীর্থ ; তথায় জল লইয়া নিঃশব্দে তিনবার আচমন করিবে। দুইবার মুখ সম্মার্জ্জন করিবে ; উত্তমাঙ্গস্থিত ইন্দ্রিয় ছিদ্রসকল জল দ্বারা স্পর্শ করিবে। মস্তকে জল দিবে ; বাম হস্তে জল লইয়া আচমন করিবে না। যাইতে যাইতে আচমন করিবে না। দণ্ডায়মান শয়ান বা প্রণত হইয়াও আচমন না। আচমন জলে যেন না বুদ্বুদ থাকিবে না। ঐ জল হৃদয় পর্য্যন্ত গমন করিলে ব্রাহ্মণ পবিত্র হইবে ; কণ্ঠপর্য্যন্ত গমন করিলে ক্ষত্রিয় শুচি হয়। বৈশ্য তালুস্পর্শী জলে পবিত্র হয় ; আর স্ত্রী শূদ্র, ওষ্ঠস্পর্শী জলে পবিত্র হইয়া থাকে। যজ্ঞোপবীত পুত্র দ্বারাও হইতে পারিবে ; যে জল বর্ণদুষ্ট, গন্ধদুষ্ট, রসদুষ্ট, বা কুৎসিত স্থান হইতে আগত, তদ্দ্বারা আচমন করিবে না। মুখনিঃসৃত বিন্দু অঙ্গে পড়িলেও সেই স্থান উচ্ছিষ্ট হইবে না। নিদ্রা, ভোজন, স্নান বা পানের পর, নাচান্ত হইয়াও পুনরাচমন করিবে। বস্ত্রপরিধান বা ওষ্ঠাধরের নির্লোম স্থান স্পর্শ করিলেও পুনরাচমন করা বিধি। শ্মশ্রুতে যদি উচ্ছিষ্টাদির লেশ না থাকে তাহা হইলে তাহা মুখ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেও অপবিত্র হইবে না। অপরিহার্য্য দন্তলগ্ন বস্তু দন্তের সামিল। যথাবিধি আচমনের পর মুখমধ্যে কিছু অবশিষ্ট থাকিলে তাহা ফেলিয়া দিলেই শুচি হইবে। পরকে আচমন করাইতে করাইতে যে সকল জলবিন্দু স্বীয় পাদদ্বয়ে লাগিয়া থাকে তাহারা ভূমিতুল্য বলিয়া কথিত ; তদ্দ্বারা উচ্ছিষ্টভাগী হইবে না। আহার স্থানে বেড়াইতে বেড়াইতে যদি উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিয়া ফেলে ; তাহা হইলে হস্তস্থিত দ্রব্য মৃত্তিকাতে রাখিয়া আচমন করিবে ; পশ্চাৎ পুনরায় পূর্ব্ববৎ বিচরণ করিবে। যাহাতে যাহাতে অপবিত্রতা শঙ্কা হইবে তাহাতে তাহাতে জলছিটা দিবে। কুক্কুর-হত বন্য পশু, পক্ষিপাতিত ফল বা মাংসাশী পক্ষীর বিনাশিত মাংস এবং বালক ও স্ত্রীলোকদিগের অলক্ষিত আচরণ,—প্রজাপতি বিবেচনা করিয়া এই সকলকে পবিত্র বলিয়াছেন। প্রসারিত পণ্যদ্রব্য এবং স্ত্রীলোকের মুখ নির্দ্দোষ। মশক বা মক্ষিকা যাহাতে বসিবে তাহাও অপবিত্র হইবে না। ভূতলস্থিত জল, এবং গাভী-প্রীতিকর জল প্রজাপতি বিবেচনা করিয়া এতৎ সমস্তকে শুচি বলিয়াছেন। অপবিত্র লিপ্ত বস্তুর জল ও মৃত্তিকা দ্বারা লেপ ও গন্ধ যাইলেই শৌচ হইবে। তৈজস মৃণ্ময় দারুময় এবং বস্ত্র যথাক্রমে, ভস্ম দ্বারা মার্জ্জন, দাহন, তক্ষণ ও প্রক্ষালন দ্বারা পবিত্র হইবে। প্রস্তর ও মণির শৌচ তৈজসবৎ ; শঙ্খ ও শুক্তির শৌচ মণিবৎ ; অস্থির শৌচ দারুময় পাত্রের ন্যায় ; রজ্জু বিদল (সূর্প প্রভৃতি) ও চর্ম্মের শৌচ

বস্ত্রের ন্যায় জানিবে। খোলমূলকেশ দ্বারা কম্বল ও চন্দনের শুদ্ধি। গৌরসর্ষপকল্ক দ্বারা ক্ষৌম বস্ত্রের শুদ্ধি। ভূমির অপবিত্রতা অনুসারে কোন স্থলে সমার্জ্জন, কোন স্থলে প্রোক্ষণ, কোন স্থলে উপলেপন, কোন স্থলে বা উল্লেখন দ্বারা শুদ্ধি হইবে। এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা বলিয়াও থাকেন;—"ভূমি,—খনন, দহন, বর্ষণ, গো-পরিক্রম এবং উপলেপন দ্বারা শুদ্ধ হয়। রজঃ দ্বারা নারীশুদ্ধি, বেগ দ্বারা নদীশুদ্ধি, ভস্ম দ্বারা কাংস্যশুদ্ধি ও অম্ল দ্বারা তাম্রশুদ্ধি হয়। মদ্য, মূত্র, বিষ্ঠা, শ্লেষ্ম, পূয, অশ্রু বা শোণিত স্পৃষ্ট মৃণ্ময়পাত্র পুনঃ পাক ব্যতীত শুদ্ধ হয় না। জল দ্বারা গাত্রশুদ্ধি। সত্য দ্বারা মন শুদ্ধ হয়, বিদ্যা ও তপস্যা দ্বারা ভূতাত্মার শুদ্ধি এবং জ্ঞানযোগে বুদ্ধি নির্ম্মল হয়। স্বর্ণ ও রৌপ্য, জল দ্বারাই পূত হয়। কনিষ্ঠাঙ্গুলি-মূলে কায়তীর্থ, অঙ্গুলির অগ্রভাগে দৈবতীর্থ, অঙ্গুলিমূলে মানুষতীর্থ, করমধ্যে আগ্নেয় তীর্থ এবং তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যে পিতৃতীর্থ। রাত্রিতে ও দিবসে "রোচতাং" বলিয়া অন্নের অভিনন্দন করিবে; পিতৃকার্য্যে "স্বদিত" ও আভ্যুদয়িককার্য্যে "সম্পন্ন" বলিবে।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রকৃতি ও সংস্কারভেদে চতুর্ব্বর্ণের বিভাগ। ইঁহার (বিরাটপুরুষের) মুখ ব্রাহ্মণ, বাহু ক্ষত্রিয়, উরুদ্বয় বৈশ্য এবং শূদ্র চরণযুগল হইতে উৎপন্ন—এই শ্রুতিই প্রমাণ। গায়ত্রীছন্দোযোগে ব্রাহ্মণ সৃষ্টি, ত্রিষ্টুভছন্দোযোগে ক্ষত্রিয় সৃষ্টি ও জগতীছন্দোযোগে বৈশ্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন; কিন্তু শূদ্রকে কোন ছন্দোযোগেই সৃষ্টি করেন নাই; ইহার দ্বারাই শূদ্রের সংস্কারহীনতা বুঝা যাইতেছে। প্রথম তিনবর্ণই শূদ্রের আশ্রয় হইবে। সকল বর্ণই সত্যবাদী, অক্রোধ, দাতা ও হিংসাবিমুখ হইবে এবং সকলেই সন্তানোৎপাদন করিবে। পিতৃকার্য্য, দেবপূজা ও অতিথিসৎকারে পশুহিংসা করিতে পারিবে। মনু বলিয়াছেন; "মধুপর্ক, যজ্ঞ, পিতৃকার্য্য ও দেবকার্য্য—ইহাতেই পশুহিংসা করিবে, অন্যথা পশুহিংসা করিবে না।" প্রাণিহিংসা না করিলে কদাচ মাংস উৎপন্ন হয় না; প্রাণিহিংসাও স্বর্গজনক নহে; অতএব যাগযজ্ঞে যে প্রাণিহিংসা হয় তাহা হিংসাই নহে; হিংসা হইলে তাহাতে স্বর্গ হইতে পারিত না।

ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় অভ্যাগত হইলে তাহার জন্য মহাবৃষভ বা মহাছাগ পাক করিবে; এইরূপে ইহার আতিথ্য করা নিয়ম। দুইবর্ষ বয়সের পর মরিলে, উদককার্য্য ও অশৌচ গ্রহণ উভয়ই কর্ত্তব্য। কেহ কেহ বলেন, দন্ত-উদগমের পর মরিলেই উহা কর্ত্তব্য। মৃতদেহে অগ্নি লাগাইয়া সেদিকে না চাহিয়া জলে আসিবে। অনন্তর তথায় থাকিয়া বাম দক্ষিণ উভয় হস্তে অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক দক্ষিণমুখ হইয়া উদককার্য্য করিবে। উদককার্য্যকারী জ্ঞাতিগণ সংখ্যাতে অযুগ্ম থাকিবে। এই দক্ষিণদিক্‌ই পিতৃগণের দিক্। গৃহে গমন করিয়া তিন দিন অনাহারে কটশয্যাতে থাকিবে। তাহাতে অসমর্থ হইলে ক্রীতবস্তু দ্বারা জীবন ধারণ করিবে। সপিণ্ডে দশদিন মৃতাশৌচ বিহিত আছে। মরণ সময় হইতে অশৌচের দিন গণনা। সপিণ্ডভাব সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত বিদিত। অপ্রদত্তা স্ত্রীদিগের তিনপুরুষ সপিণ্ডতা; ঐ স্ত্রীলোকের মরণে তাহাদিগের তিনদিন অশৌচ বিজ্ঞাত। প্রদত্তানারীর অশৌচ গ্রহণ ভর্ত্তৃকুলোৎপন্ন ব্যক্তিগণ করিবে। তাহারাও (প্রদত্তা নারীরাও) তাহাদিগের (ভর্ত্তৃবংশীয়দিগের) অশৌচ লইবে। উভয় শুদ্ধি ইচ্ছুক হইলে মাতা পিতার বীজ নিমিত্তক বলিয়া জননেও অশৌচ জানিবে। এ বিষয়েও পণ্ডিতেরা বলেন;—"সূতকে যদি সূতিকাকে স্পর্শ না করে তাহা হইলে পুরুষের অস্পৃশ্যতাজনক অশৌচ নাই। কেননা তাহাতে রজই অশুচি; পুরুষের ত আর রজ নাই। ব্রাহ্মণ দশরাত্রে, ক্ষত্রিয় পঞ্চদশরাত্রে, বৈশ্য বিংশতি রাত্রে, এবং শূদ্র একমাসে শুদ্ধ হয়। যে ব্যক্তি, শূদ্রের মরণাশৌচে বা জননাশৌচে ভোজন করে, সে, ঘোর নরকভোগ করিয়া তির্য্যগ্‌যোনিতে উৎপন্ন হয়।

যে ব্যক্তি নিয়োগক্রমেও অশৌচ শেষ না হইতে তাহার পকান্ন ভোজন করে, সে কৃমি হইয়া জন্মগ্রহণ করে ; এবং সেই শরীরের অন্তে তদীয় মৃত্যুপজীবী হয়। (জ্ঞানে) দ্বাদশ মাস, অজ্ঞানে দ্বাদশ অৰ্দ্ধমাস অনাহারে থাকিয়া বেদসংহিতা অধ্যয়ন করিলে পূত হয় ইহা বিদিত। দুই বর্ষের ন্যূনবয়স্ক বালক মরে বা গর্ভপাত হইলে তিন দিন অশৌচ। গৌতম বলেন সদ্যঃশৌচ। দেশান্তরে থাকিয়া মরণ দশদিনের পর শুনিলে একরাত্র অশৌচ। আহিতাগ্নি ব্যক্তি, প্রবাসে মরিলে পুনরায় তাহার সংকার করিতে হইবে ও যথাবথ মরণাশৌচ হইবে, ইহা গৌতম বলেন। যূপ, যতি, শ্মশান, রজস্বলা, সূতিকা বা অশুচিসম্বন্ধ হইলে আচমনপূর্ব্বক শিরঃস্নান করিবে।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

অস্বতন্ত্রা পুরুষপ্রধান রমণীরও যে অগ্নিসংকার এবং উদককার্য্য হইবে না ইহা অলীক বলিয়া জানা যাইতেছে। এ বিষয়ে কথিত আছে ; "বাল্যাবস্থাতে পিতা রক্ষা করেন, যৌবনাবস্থাতে স্বামী রক্ষণাবেক্ষণ করেন, বৃদ্ধাবস্থাতে পুত্র রক্ষক হয়। স্ত্রীলোক কদাচ স্বাধীন হইতে পারে না।" মনে মনে স্বামীকে অতিক্রম করিলে, তৎপক্ষে কথিত হইয়াছে "এই স্ত্রীলোকদিগের মাসে মাসে যে ঋতু হয়, তদ্দ্বারা পাপবিনষ্ট হয়" এই ঋতু স্ত্রীলোকদিগের রহস্য-প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে। রজস্বলা হইলে তিনদিন অশুচি থাকে ; রজস্বলাস্ত্রী অঞ্জন পরিবে না; জলে অবগাহন করিবে না ; ভূতলে শয়ন করিবে ; দিবসে নিদ্রা যাইবে না ; অগ্নিস্পর্শ করিবে না ; রজ্জু মার্জ্জন করিবে না ; দন্ত ধাবন করিবে না ; মাংস ভোজন করিবে না ; গ্রহনক্ষত্র দর্শন করিবে না ; হাস্য করিবে না ; কোন কাজ করিবে না ; অঞ্জলি করিয়া জলপান করিবে না ; কাংস্য, তাম্র বা লৌহময় পাত্রে জলপান করিবে না। শুনা আছে, ইন্দ্র, ত্বষ্ট পুত্র ত্রিশিরা বিশ্বরূপকে হত্যা করিলে তিনি পাপগ্রস্ত বলিয়া বিবেচিত হন। তখন সর্ব্বভূত, ইন্দ্রকে ব্রহ্মঘাতী! ব্রহ্মঘাতী! ব্রহ্মঘাতী! বলিয়া নিন্দা করিয়াছিল। ইন্দ্র স্ত্রীলোকদিগের নিকট গমন করেন এবং গিয়া বলেন, "তোমরা আমার ব্রহ্মহত্যার তিন ভাগের এক ভাগ গ্রহণ কর।" স্ত্রীলোকেরা ইন্দ্রকে বলে ;—"তাহা হইলে আমাদিগের উপকার কি হইবে ?" ইন্দ্র বলেন ;—"যথেচ্ছ বর লও।" তাহারা বলে, "আমরা ঋতুকালে সন্তান উৎপাদনে সমর্থ হইব। কাম ব্যাঘাত করিবনা ; প্রত্যুত সাকল্যে সমর্থ হইব। প্রসবকাল পর্য্যন্ত ইচ্ছামত পুরুষের সহিত মৈথুন ভাবে থাকিতে পারিব এই আমাদিগের বর"। ইন্দ্র সেই বর দিলে তাহারা ব্রহ্মহত্যার তিন ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করে। সেই ব্রহ্মহত্যা মাসে মাসে আবির্ভূত হয়। অতএব রজস্বলার অন্ন ভোজন করিবে না। ইহা প্রতি মাসান্তে ব্রহ্মহত্যারই কঞ্চুকবৎ স্বরূপ। ব্রহ্মবাদীরা বলেন রজস্বলা স্ত্রী অঞ্জন পরিবেনা বা অভ্যঙ্গ করিবে না ; কেননা তাহা স্ত্রীলোকদিগের অন্ন ; অতএব তখন তাহার এবং অবীরা নারীর ঐ কার্য্য ব্রহ্মবাদীদিগের সম্মত নহে। একটী প্রসিদ্ধ পরম্পরাগত শ্লোক আছে সেটী এই ;—"যাহারা রজস্বলার সহিত সঙ্গত, এবং যাহারা নিরগ্নি ; বেদাধ্যায়ী হইলেও, সেই সকল গৃহস্থ পাপিষ্ঠ এবং শূদ্র তুল্য।"

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

আচারই সকলের পরম ধর্ম্ম ইহা নিশ্চয়। আচারভ্রষ্ট ব্যক্তি ইহ পরলোকে বিনষ্ট হয়। যে ব্যক্তি, আচারবর্জ্জিত ও ভ্রষ্ট, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, অগ্নিহোত্র এবং দক্ষিণা—ইহারা তাহাকে কোন রূপে নিস্তার করিতে পারে না। বেদ, ছয় অঙ্গের সহিত অধীত হইলেও তাহা আচারহীন ব্যক্তিকে বিশুদ্ধ করিতে পারেনা। জাতপক্ষ পক্ষিশাবকগণ যেরূপ কুলায় ত্যাগ করে, তদ্রূপ ছন্দোগণ, আচারবিহীন ব্যক্তিকে মৃত্যুকালে পরিত্যাগ করে। মনোহর স্ত্রীর সকল যেরূপ অন্ধের প্রীতি উৎপাদন করিতে

পারে না, তদ্রূপ ষড়ঙ্গ-সম্বলিত সরহস্য নিখিল বেদ আচার-হীন ব্রাহ্মণকে প্রীত করিতে অসমর্থ। এই মায়াবী কপটাচারীকে বেদগণ পাপ হইতে নিস্তার করেন না। কিন্তু বেদের অক্ষর মাত্র যথাবিধি অধীত হইলে সেই অক্ষরাত্মক অভিলষিত বেদ, তাহাকে যথোচিত পবিত্র করেন। দুরাচার পুরুষ লোকসমাজে নিন্দিত, সতত দুঃখভাগী, রোগগ্রস্ত এবং অল্পায়ু হয়। আচারের ফল ধর্ম্ম; আচারের ফল ধন; আচার হইতে সম্পত্তি [illegible] না যায়; আচার দুর্লক্ষণ বিনাশ করে। যে মানব সর্ব্বলক্ষণবর্জ্জিত হইয়াও কেবল সদাচার-সম্পন্ন, শ্রদ্ধালু এবং অসূয়ারহিত, সে শত বর্ষ জীবিত থাকে। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি, আহার, নির্হার, (বিষ্ঠামূত্র ত্যাগ), বিহার এবং যোগ গোপনে সম্পন্ন করিবে। বাক্য প্রয়োগ, বুদ্ধি-চালনা ও বীর্য্যপ্রকাশ সাবধানে করিবে; ধন ও আয়ু গোপন করিবে। প্রস্রাব ও বিষ্ঠাত্যাগ এই উভয় কার্য্য দিবসে উত্তরমুখ হইয়া করিবে। এবং রাত্রিতে দক্ষিণমুখ হইয়া করিবে; ইহা হইলে আয়ুঃক্ষয় হইবে না। অগ্নি, সূর্য্য, গো, ব্রাহ্মণ, বা চন্দ্রের দিকে ফিরিয়া বা ভয়-সন্ধ্যা সময়ে প্রস্রাবাদি করিলে তাহার প্রজ্ঞা বিনষ্ট হয়। নদী, পথ, ভস্ম, গোময়, লাঙ্গল, কৃষ্টক্ষেত্র, উপ্তবীজক্ষেত্র এবং শাদ্বল ক্ষেত্রে প্রস্রাবাদি করিবে না। রাত্রিতেই হউক আর দিবসেই হউক, ছায়া বা অন্ধকারে দিগ্‌ভ্রম হইলে এবং প্রাণভয়ে যে দিকে মুখ করিয়া বসিলে সুবিধা হয়, সেইদিকে মুখ করিয়া বসিবে। উদ্ধৃত জল দ্বারা শৌচকার্য্য করিবে, স্নান করিবে না। অনুদ্ধৃত জলদ্বারা শৌচ করিবে না, স্নান করিবে। ব্রাহ্মণ, কূল হইতে সিকতাযুক্ত মৃত্তিকা আহরণ করিবে। জলমধ্যের, দেবালয়ের, বল্মীকের ও ইন্দুরের মৃত্তিকা এবং শৌচাবশিষ্ট মৃত্তিকা—এই পঞ্চবিধ মৃত্তিকা অগ্রাহ্য। মূত্রশৌচে লিঙ্গে একবার, বামহস্তে তিনবার ও দুইহস্তে একবার মৃত্তিকা দিবে। বিষ্ঠাশৌচে, মলদ্বারে পাঁচবার, বাম হস্তে দশবার এবং দুইহস্তে সাতবার মৃত্তিকা দিবে। গৃহস্থের এইরূপ শৌচ কর্ত্তব্য; ইহার দ্বিগুণ ব্রহ্মচারীর, ত্রিগুণ বানপ্রস্থের এবং চতুর্গুণ যতির কর্ত্তব্য। আটগ্রাস যতির ভোজ্য, ষোলগ্রাস বানপ্রস্থের ভোজ্য, বত্রিশ গ্রাস গৃহস্থের ভোজ্য, ব্রহ্মচারীর ভোজ্যগ্রাসের পরিমাণ নাই। বৃষভ, ব্রহ্মচারী ও সাগ্নিক এই তিনজন ভোজন করতই কার্য্যসিদ্ধি লাভ করে; অভুক্ত থাকিলে ইহাদিগের সিদ্ধি হয় না। তপস্যা, দান, উপহার, ব্রত, নিয়ম, যাগ, অধ্যয়ন ও ধর্ম্মে যাহার কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই, সেই নিষ্ক্রিয়। যোগ, তপস্যা, ইন্দ্রিয়সংযম, দান, সত্য, শৌচ, দয়া, শাস্ত্রজ্ঞান, বিদ্যা, বিজ্ঞান ও আস্তিকতা এই কয়টী ব্রাহ্মণের লক্ষণ। যাহারা সর্ব্বতোভাবে দান্ত, যাহাদিগের কর্ণ শাস্ত্রকথায় পরিপূর্ণ, যাহারা জিতেন্দ্রিয়, প্রাণি-হিংসা-পরাঙ্মুখ ও প্রতিগ্রহ-সঙ্কুচিত—সেই সকল ব্রাহ্মণ নিস্তার করিতে সমর্থ। অসূয়া-পরবশ, খল, কৃতঘ্ন ও দীর্ঘরোষ এই চারজন কর্ম্ম-চাণ্ডাল; এতদ্ভিন্ন জাতি-চণ্ডাল আছে। এই সর্ব্ব সমেত চাণ্ডাল পাঁচ প্রকার। দীর্ঘবৈর, অসূয়া, অনৃতভাষণ, খলতা এবং নির্দ্দয়তা এই কয়েকটীকে শূদ্রের লক্ষণ বলিয়া জানিবে। বেদজ্ঞ ব্যক্তি কিঞ্চিৎ পাত্র; তপস্বী ব্যক্তি কিঞ্চিৎ পাত্র; আর যাহার উদরে শূদ্রের অন্ন নাই তাহা সকল পাত্রের উৎকৃষ্ট পাত্র। যাহার অঙ্গ শূদ্রান্ন রসে পুষ্ট, সে, নিত্য অধ্যয়ন-শীল হইলেও, নিত্য হোমযাগ করিলেও ঊর্দ্ধগতি লাভ করে না। যে কোন দ্বিজ, শূদ্রান্ন উদরে থাকিতে মরিলে, সে, গ্রাম্য শূকর হইবে অথবা সেই শূদ্রের বংশে জন্ম-গ্রহণ করিবে। শূদ্রান্ন ভোজন করিয়া মৈথুন করিলে, সেই মৈথুনোৎপন্ন পুত্র যাহার অন্ন তাহারই; সুতরাং তদ্দ্বারা ঐ ব্যক্তির স্বর্গ সাধন হইবে না। যে ব্যক্তি স্বাধ্যায়-সম্পন্ন, যৌন সম্বন্ধে বদ্ধ, প্রশান্ত, ব্রহ্মনিষ্ঠ, পাপভক্ষ বহুজ্ঞ, অন্নদোষবর্জ্জিত, ধার্ম্মিক, গোরক্ষক এবং ব্রতচর্য্যাবলে ক্ষমাশীল তিনিই পাত্র বলিয়া কথিত। যেমন দুগ্ধ, দধি, ঘৃত বা মধু আমপাত্রে স্থাপিত হইলে, পাত্রের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত সেইপাত্র গলিয়া যায় ও সেই সকল রস বিনষ্ট হয়; সেইরূপ অবিদ্বান ব্যক্তি গো, সুবর্ণ, বস্ত্র, অশ্ব, ভূমি এবং তিলাদি প্রতিগ্রহ করিলে কাষ্ঠবৎ ভস্মীভূত হয়।

অঙ্গ বা নখ বাজাইবে না। অঞ্জলি করিয়া জল খাইবে না। রাজ ভিন্ন ব্যক্তিকেও হস্ত বা পদ দ্বারা প্রহার করিবে না। জল দ্বারা জল তাড়না করিবে না। ইট মারিয়া ফল পাড়িবে না। ফল ছুড়িয়া ফল পাড়িবে না। অঞ্জলি করিয়া তৈল লইবে না। ম্লেচ্ছভাষা শিক্ষা করিবে না এবং কথিত আছে;— "ব্রাহ্মণ, চপলহস্ত ও চপল চরণ হইবে না। অঙ্গচাপল্য করিবে না ইহা শিষ্টাচার। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসম্পন্ন বেদ, যাহাদিগের বংশপরম্পরাগত, শ্রুতি প্রত্যক্ষ করেন বলিয়া তাঁহারা শিষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়া বিজ্ঞেয়। কোন ব্যক্তিই যাঁহাকে, সৎ কি অসৎ, শাস্ত্রজ্ঞান হীন কি বহুশাস্ত্রজ্ঞ, সুশীল কি দুঃশীল বলিয়া জানিতে না পারে, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং পরিব্রাজক এই চার আশ্রম। তন্মধ্যে অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্যে এক বেদ দুই বেদ বা তিন চার বেদ অধ্যয়ন করিয়া সন্তানোৎপাদনার্থ গৃহস্থ হইবে। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, যাবৎ দেহপাত না হয়, তাবৎ আচার্য্যের পরিচর্য্যা করিবে। আচার্য্য পরলোক গত হইলে অগ্নি-পরিচর্য্যাতে নিযুক্ত থাকিবে। আচার্য্য আহবনীয়াগ্নি ইহা বিদিত আছে। বাক্য-সংযম পূর্ব্বক ভিক্ষা করিবে ও দিবসের চতুর্থ কাল ষষ্ঠ কাল বা অষ্টম কালে ভোজন করিবে; গুরুর অধীন থাকিবে; জটিল হইবে বা মাত্র শিখা রাখিবে। গুরু গমন করিলে তাঁহার অনুগমন করিবে, বসিয়া থাকিলে তাঁহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান থাকিবে, শয়ন করিয়া থাকিলে তাঁহার নিকট বসিয়া থাকিবে। গুরু অধ্যয়ন করিতে আহ্বান করিলে অধ্যয়ন করিবে। ভিক্ষালব্ধ সকল অন্ন গুরুকে দেখাইয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে ভোজন করিবে। খট্টাতে শয়ন, দন্তধাবন এবং তৈলাভ্যঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। অভ্যঙ্গ-নাদি ব্যবহার ব্যতীত নিয়মে দণ্ডায়মান বসিয়া থাকিবে। প্রত্যহ তিনবার করিয়া স্নান করিবে।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অধ্যায়।

গৃহস্থ হইতে হইলে, ক্রোধ ও হর্ষ সংযম করা আবশ্যক। গুরুর অনুমতিক্রমে সমাবর্ত্তন-স্নান করিয়া অসমানগোত্রা অসমান প্রবরা অস্পৃষ্টমৈথুনা বয়ঃকনিষ্ঠা অনুরূপ ভার্য্যা লাভ করিবে। মাতৃপক্ষ ও মাতৃবন্ধু হইতে পঞ্চমী এবং পিতৃপক্ষ ও পিতৃবন্ধু হইতে সপ্তমী কন্যা পর্য্যন্ত অবিবাহ্য। বৈবাহিক অনলে হোম করিবে। সায়ংকালে সমাগত অতিথিকে অন্যত্র যাইতে দিবে না। অতিথিরও অনাহারে তাহার গৃহে থাকা নিষিদ্ধ। থাকবার জন্য ব্রাহ্মণ যাহার গৃহে আসিয়া অনাহারে থাকে, তাহার যে কিছু পুণ্য তৎসমস্ত গ্রহণ করিয়া গমন করে। যে ব্রাহ্মণ এক রাত্রিমাত্র থাকে, তাহাকেই অতিথি বলা যায়। অল্পকাল স্থায়ী বলিয়াই অতিথির "অতিথি" নাম হইয়াছে। এক গ্রামবাসী বিপ্র বা সাঙ্গতিক বিপ্রজাতি অতিথি শব্দবাচ্য নহে। (আলাপ পরিচয় করিয়া যে জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহার নাম সাঙ্গতিক)। ফলতঃ, অতিথি, কালেই উপস্থিত হউক আর অকালেই উপস্থিত হউক, তাঁহাকে অনাহারে গৃহে রাখিবে না। গৃহস্থ শ্রদ্ধালু ও অলোলুপ হইবে। অগ্নি-আধানে সমর্থ হইলে অনাহিতাগ্নি হইবে না। সোমপানে সমর্থ হইলে সোমযাগশূন্য হইবে না। স্বাধ্যায়, সন্তানোৎপাদন এবং যজ্ঞ গৃহস্থের বিশেষ কর্ত্তব্য। গৃহে অভ্যাগত ব্যক্তিকে, প্রত্যুত্থান করিয়া বসিতে দিয়া, শুইতে দিয়া ও মিষ্টকথা বলিয়া রঞ্জিত করিবে। শক্তি-অনুসারে সর্ব্বভূতকে অন্ন দান করিবে। গৃহস্থই যজ্ঞ করেন, গৃহস্থই তপস্যা করেন, অতএব চার আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থই প্রধান। যেমন সকল নদনদীকে সমুদ্রে মিলিত হইতে হয়, সেইরূপ সকল আশ্রমীদিগকেই গৃহস্থের সহিত সঙ্গত হওয়া

অবশ্যম্ভাবী। যেমন সকল প্রাণিগণ, জননীকে আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে, সেইরূপ ভিক্ষোপজীবী সকল আশ্রমাবলম্বীরাই গৃহস্থকে আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করে। নিত্যদাতা, সতত যজ্ঞোপবীতযুক্ত ও নিত্যস্বাধ্যায়সম্পন্ন যে গৃহীব্রাহ্মণ পতিতান্ন ভোজন করেন না, ঋতুকালে গমন করেন এবং যথাবিধি হোম করেন, তিনি ব্রহ্মলোক হইতে চ্যুত হন না।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

বানপ্রস্থ, জটিল হইবে; চীরবস্ত্র বা অজিন পরিধান করিবে; গ্রামে প্রবেশ করিবে না। ফালকৃষ্ট স্থানে থাকিবে না। অকৃষি-জাত (স্বভাবজাত), ফলমূল সংগ্রহ করিবে। ঊর্দ্ধরেতা ও ক্ষমাশীল হইবে। আশ্রমাগত অতিথিকে ফল মূল ভিক্ষা দিয়া সৎকৃত করিবে। দানই করিবে, প্রতিগ্রহ করিবে না। তিনবার স্নান করিবে। শ্রাবণক দ্বারা অগ্ন্যাধান করিয়া আহিতাগ্নি হইবে, বৃক্ষমূলবাসী হইবে। ছয় মাসের পর অগ্নিশূন্য ও গৃহশূন্য হইবে। দেবগণ, পিতৃগণ ও মনুষ্যগণকে দান করিবে। এই ধর্ম্মাবলম্বী বানপ্রস্থ অক্ষয়-স্বর্গে গমন করে।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়।

পরিব্রাজক, সর্ব্বভূতকে অভয় দক্ষিণা দিয়া প্রস্থান করিবে। এবিষয়ে পণ্ডিতেরা বলেন;— "যে দ্বিজ সর্ব্বভূতকে অভয় প্রদান করিয়া বিচরণ করেন তাঁহারও কদাচ কোন প্রাণী হইতে ভয় হয় না। দান করিয়া যে ভূতলে অবস্থিতি করা যায়, তাহাতে কোন প্রাণীর নিকটে ভয় থাকে না। আর যে প্রতিগ্রহ করে, সে, জাত ও অজাত প্রাণীর হত্যাপাপে লিপ্ত হয়। সর্ব্বকর্ম্মের ত্যাগ করিবে না। বেদ ত্যাগ করিলে শূদ্র হয়, সেইজন্য বেদ ত্যাগ করিবে না। একাক্ষরই (ওঁ) শ্রেষ্ঠ বেদ; প্রাণায়ামই শ্রেষ্ঠতপস্যা; উপবাস হইতে ভিক্ষা করা শ্রেষ্ঠ; দান অপেক্ষা দয়া প্রধান। মুণ্ডিত এবং মমতা ও পরিগ্রহ শূন্য হইবে। আজ অমুক অমুক বাড়ী যাইব, এইরূপ সঙ্কল্প মনে মনে স্থির না করিয়া সাত ঘর ভিক্ষা করিবে। ধূম দেখা দূর হইলেও মুষলের কার্য্য শেষ হইলে একবস্ত্র বা চর্ম্ম পরিধানে ভিক্ষা করিতে বাহির হইবে। গো-দর্শন, ছিন্ন তৃণ দ্বারা শরীর বেষ্টন করিয়া স্থণ্ডিলে শয়ন করিবে। অনেকদিন একস্থানে থাকিবে না, মনে মনে জ্ঞানাভ্যাস করত গ্রামের প্রান্তভাগ, দেবালয়, শূন্যাগার, বা বৃক্ষমূলে অবস্থান করিবে। নিয়ত অরণ্যাচারী হইবে; যে স্থান পর্য্যন্ত গ্রাম্যপশু দেখা যায় তথায় বিচরণ করিবে না। এবিষয়ে পণ্ডিতেরা বলেন;—নিয়ত অরণ্যবাসী, জিতেন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়সুখে বিতৃষ্ণ, অধ্যাত্ম-চিন্তাপরায়ণ, উপেক্ষাশীল সন্ন্যাসীর পুনর্জ্জন্ম নিবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী। পরিব্রাজক চিহ্ন অব্যক্ত ও আচার অব্যক্ত থাকিবে; উন্মত্ত বেশে উন্মত্তবৎ ভ্রমণ করিবে। জগতে শব্দশাস্ত্রে পরায়ণ হইলে মোক্ষ হয় না; প্রতিগ্রহ-নিরতের মুক্তি হয় না; ভোজন ও পরিধানে ব্যতিব্যস্ত ব্যক্তির বা রম্যগৃহে প্রীতিসম্পন্ন ব্যক্তিরও মুক্তি হয় না। উৎপাত কথন, সুনিমিত্ত কথন, জ্যোতি-র্ব্বিদ্যা প্রকাশ, ধর্ম্মোপদেশ বা বাদবিতণ্ডাদি দ্বারা কদাচ ভিক্ষালাভে প্রয়াসী হইবে না। ভিক্ষা লাভ না করিলে বিষণ্ণ হইবে না, লাভ করিলেও হৃষ্ট হইবে না। বিষয়সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। যাহাতে মাত্র প্রাণধারণ হয় তাবন্মাত্র আহার করিবে। যে ব্যক্তি, কুটীর, জল, বস্ত্র, আসন ও গৃহাদিতে নিঃসঙ্গ সেই সর্ব্বোত্তম মুক্তিমার্গ-বেত্তা। ব্রাহ্মণকুলে যাহা পাইবে সন্ধ্যাসময়েও তাহাই ভোজন করিবে। কেবল, মধু, মাংস ঘৃত ভোজন করিবে না। নিয়ম আছে, সায়ংকাল ও দিবাভাগ, যথাক্রমে যতি ও সাধু গৃহস্থদিগের ভোজন প্রীতির কাল। অথবা গ্রামেই থাকিবে, কৌটিল্য করিবে না; গৃহ-বাসী হইবে না; অসঙ্কুক অর্থাৎ স্থিরমতি ও অসঙ্গী হইবে। কাহারও সহিত ইন্দ্রিয় সংসর্গ করিবে না। হিংসা ও অনুগ্রহ পরি-

ত্যাগ করিয়া সর্ব্বভূতের প্রতি উপেক্ষাশীল হইবে। সকল আশ্রমীরাই খলতা, মৎসর, অভিমান, অহঙ্কার, অশ্রদ্ধা, কৌটিল্য, আত্ম-প্রশংসা, পরনিন্দা, দম্ভ, লোভ, মোহ, ক্রোধ এবং অসূয়া পরিত্যাগ করিবে। ধর্ম্মিষ্ঠ শুচি ব্রাহ্মণ, সদা যজ্ঞোপবীতধারী ও জলপূর্ণ কমণ্ডলুধারী হইবে। শূদ্রের অন্নপান ত্যাগ করিবে; ইহাতেই ব্রহ্মলোক হইতে ভ্রষ্ট হইবে না।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়।

ষট্‌কর্ম্মশালী ব্রাহ্মণ গৃহদেবতাগণকে বলি প্রদান করিবে। শ্রোত্রিয় বা ব্রহ্মচারীকে অন্নদান করিয়া পিতৃলোককে অন্ন দিবে; অনন্তর অতিথিকে ভোজন করাইবে; অনন্তর বন্ধুবর্গকে ভোজন করাইবে। তবে পরিবারস্থ ব্যক্তির মধ্যেও কুমার, বালক, বৃদ্ধ ও তরুণী প্রভৃতিকে পৌর্ব্বাপর্য্য নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াও আহার দিবে। অনন্তর অন্যান্য পরতন্ত্র প্রাণী—কুকুর, চাণ্ডাল, পতিত ও কাকদিগের উদ্দেশে ভূমিতে অন্ন দিবে। শূদ্রগণকেও উচ্ছিষ্ট প্রদান করিতে পারিবে, সংযমী গৃহস্থ, শেষ ভোজন করিবে। যদি বৈশ্বদেব কার্য্য সম্পন্ন হইবার পর, অতিথি আগমন করে, তাহা হইলে সর্ব্বোপকরণ সহিত পুনঃ পাক হইবে। ইহাঁর জন্য বিশেষ করিয়া অন্ন পাক করা উচিত; কেননা, শুনা আছে অগ্নি ব্রাহ্মণ-অতিথিরূপে গৃহে আসিয়া উপস্থিত হন। অতএব ইহাঁকে ভোজন করাইয়া সেবা শুশ্রূষা করিবে, সীমান্তপর্য্যন্ত অনুগমন করিবে অথবা অনুজ্ঞা পাইলে কিয়ৎদূর গিয়াই ফিরিয়া আসিবে। কৃষ্ণপক্ষে পঞ্চধা বিভক্ত দিনের চতুর্থবেলা অতিক্রান্ত হইলে, পিতৃগণকে অন্ন দিবে। পূর্ব্বদিন ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিয়া পরদিন যতি, পরিণতবয়া, দুষ্কর্ম্মবর্জ্জিত সাধু গৃহস্থ শ্রোত্রিয়, শিষ্য এবং গুণবান্ শিষ্য, শিষ্য দিগকেও ভোজন করাইবে। কিন্তু বিলগ্ন, শুক্র রোগী, বিগুহি, শ্যাবদন্ত, কুষ্ঠী ও কুনখী দিগকে শ্রাদ্ধ পাত্রে ভোজন করাইবেনা। তবে এবিষয়ে পণ্ডিতেরা বলেন;—

"যদি মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি পংক্তিদূষক রোগে আক্রান্ত হন, তাহা হইলেও তিনি এবং পংক্তিপাবন,—যম এই কথা বলেন। শ্রাদ্ধের উচ্ছিষ্ট দিনান্ত পর্য্যন্ত অন্তরিত করিবেন; যাহাদিগের উদককার্য্য হয় নাই যাবৎ সূর্য্যাস্ত না হয়, তাবৎ আকাশপতিত ধারা পানকরে; তাহারা উচ্ছিষ্টরসেই পরিপুষ্ট, সূর্য্যাস্তের পর উচ্ছিষ্ট রসধারা অক্ষয়, ক্ষীরধারারূপে, জঙ্গমভাবে তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হয়। শ্রুতি আছে, ইহা সংস্কারের পূর্ব্বে পরলোকগত ব্যক্তিদিগের "প্রবেশন।" উচ্ছিষ্ট ও উচ্ছেষণ উভয়ই ইহাদিগের প্রাপ্যভাগ,—মনু ইহা বলেন। লেপজলের সহিত বিকীর্ণ ভূমিগত অন্ন "উচ্ছেষণ।" অসংস্কৃত নিঃসন্তান অল্পায়ুদিগের জন্য তাহা প্রদান করিবে। উভয় শাখাযুক্ত অন্ন পিতৃগণকে নিবেদন করিবে। দুষ্টচিত্ত অসুরগণ অন্ন পরিবেশন সময়ে ছিদ্র অন্বেষণ করে; অতএব কুশযুক্ত হস্তে অথবা পাত্রস্পর্শ করিয়া অন্ন পরিবেশন করিবে। তাহাতে উচ্ছেষণদ্বয় বর্ত্তমান থাকে। সুসমৃদ্ধ হইলেও দৈবপক্ষে দুই জন এবং পিতৃপক্ষে তিন জন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে, অথবা উভয়পক্ষেই এক এক জন ব্রাহ্মণ খাওয়াইবে। ব্রাহ্মণবাহুল্যের আড়ম্বর করিবে না। ব্রাহ্মণ বাহুল্য,—সৎক্রিয়া, দেশ, কাল, শৌচ ও ব্রাহ্মণোৎকর্ষ এই পাঁচ প্রকার অঙ্গ হানি করে। অথবা বেদপারগ, সুশীল, সর্ব্বকুলক্ষণ-বর্জ্জিত একজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। যদি একজন ব্রাহ্মণ ভোজন করায় তাহা হইলে দৈবপক্ষ নির্ব্বাহ হইবে কিরূপে?—বলিতেছি; প্রকৃত সকল অন্নের কিঞ্চিন্মাত্র উদ্ধৃত করিয়া দেবপক্ষে রাখিয়া অনন্তর পিতৃশ্রাদ্ধ প্রবর্ত্তিত করিবে। কিঞ্চিৎ অন্ন অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে বা ব্রহ্মচারীকে দিবে। অন্ন যতক্ষণ উষ্ণ থাকে, ব্রাহ্মণগণ যতক্ষণ মৌনী হইয়া ভোজন করেন, যতক্ষণ অন্নের গুণ কথিত না হয়, ততক্ষণ পিতৃগণ ভোজন করিয়া থাকেন। অন্নগুণ বক্তব্য নহে; পিতৃগণ উত্তমভাবেই তর্পিত হন। পিতৃগণের তৃপ্তি হইবার পর অন্নের প্রশংসা করিবে। শ্রাদ্ধে নিযুক্ত হইয়া যে ব্যক্তি মাংস পরি-

ত্যাগ করে, সে হত্ত পশুতে যতগুলি রোম ছিল তাবৎকাল নরকে ভোগ করে। দৌহিত্র, কুতপ এবং তিল এই তিন বস্তু শ্রাদ্ধে পবিত্র। শৌচ, অক্রোধ এবং অত্বরা এই তিন সামগ্রী শ্রাদ্ধীয় অন্নকে প্রশস্ত করে। দিবসের অষ্টম ভাগে সূর্য্যের অবস্থান্তর হয়, সেই সময়ের নাম "কুতপ"। সেই সময়ে পিতৃগণকে যাহা দান করা যায়, তাহা অক্ষয় হয়। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করিয়া বা শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করিয়া মৈথুন করে, তাহার পিতৃগণ সেই মাস রেত ভোজন করিয়া থাকেন। শ্রাদ্ধ করিয়া বা শ্রাদ্ধীয়ান্ন ভোজন করিয়া অধ্যয়ন করিলে, যে কোন যোনিতে উৎপন্ন হইবে, সে জন্মে তাহার বিদ্যালাভ হয় না, এবং অল্পায়ু হয়। যেমন পক্ষীগণ অশ্বত্থ বৃক্ষ দেখিলে আশাযুক্ত হয়, সেইরূপ পিতৃ পিতামহ প্রপিতামহ উৎপন্ন পুত্রের উপর আশান্বিত হন। দরিদ্র ব্যক্তি, বর্ষাকালে মঘা-ত্রয়োদশীতে ও অন্যান্য উপযুক্ত সময়ে মধু, মাংস, শাক, দুগ্ধ ও পায়স দ্বারাও শ্রাদ্ধ করিবে। যে পুত্র সন্তানবর্দ্ধন পিতৃকার্য্যে তৃপ্তিকারক এবং দেবতুল্য-ব্রাহ্মণ-সম্পত্তি-যুক্ত, পূর্ব্বপুরুষগণ তাহার অভিনন্দন করেন। যেমন কর্ষকগণ উত্তম বৃষ্টি দেখিলে আনন্দিত হয়, সেইরূপ পিতৃগণ তাহার প্রতি আনন্দ প্রকাশ করেন। যে পুত্র গয়াতে গিয়া শ্রাদ্ধ করে, পিতৃগণ তদ্দ্বারাই পুত্রবান্ হন। শ্রাবণী পূর্ণিমা, অগ্রহায়ণী পূর্ণিমা, এবং অষ্টকাত্রয়—ইহাতে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিবে। উত্তম দ্রব্য পুণ্যদেশ ও প্রশস্ত ব্রাহ্মণসন্নিধানও শ্রাদ্ধ করিবার নিয়মিত কাল। যে ব্রাহ্মণ আহিতাগ্নি, তিনি দর্শ পূর্ণমাস যাগ, অগ্রয়ণ যাগ, চাতুর্মাস্য যাগ, পশু-যাগ ও সোমযাগ করিবে। নিয়মিত ও বিস্তৃত এই ঋণের বিষয় বিদিত আছে; দেব-গণের নিকট যজ্ঞ-ঋণ; পিতৃগণের নিকট সন্তান-ঋণ এবং ঋষিগণের নিকট ব্রহ্মচর্য্যঋণ,—ব্রাহ্মণ ঋণে ঋণী হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। তবে যাগশীল, পুত্রবান এবং কৃতব্রহ্মচর্য্য হইলেই ঋণমুক্ত হন। গর্ভাষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণের, গর্ভ একাদশ বৎসরে ক্ষত্রিয়ের এবং গর্ভ দ্বাদশ বৎসরে বৈশ্যের উপনয়ন দেওয়া বিধি। ব্রাহ্মণের দণ্ড পলাশ বা বিল্ববৃক্ষসম্ভূত, ক্ষত্রিয়ের দণ্ড বটবৃক্ষসম্ভূত এবং বৈশ্যের দণ্ড উড়ুম্বর বৃক্ষসম্ভূত হইবে। ব্রাহ্মণের উত্তরীয় কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের উত্তরীয় রুরুমৃগের চর্ম্ম; গো কিম্বা ছাগের চর্ম্ম বৈশ্যের উত্তরীয়; শুক্লবর্ণ অহত বস্ত্র ব্রাহ্মণের পরিধেয়; মঞ্জিষ্ঠারঞ্জিত বস্ত্র ক্ষত্রিয়ের পরিধেয় এবং হরিদ্রাবর্ণ কৌশেয় বস্ত্র বৈশ্যের পরিধেয় অথবা অলোহিত কার্পাস বস্ত্র সকলেরই পরিধেয়। ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে ভবৎশব্দ প্রয়োগ করিয়া, ক্ষত্রিয় মধ্যে ভবৎ শব্দ দিয়া এবং বৈশ্য অন্তে ভবৎ শব্দ যোগ করিয়া ভিক্ষা চাহিবে। গর্ভ ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের, গর্ভ দ্বাবিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়ের এবং গর্ভ চতুর্ব্বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত বৈশ্যের উপনয়নের কাল থাকে। ইহার পর অনুপনীত থাকিলে পতিত সাবিত্রীক অর্থাৎ গায়ত্রীতে অনধিকারী হয়। তাহাদিগকে আর উপনয়ন দিবে না, অধ্যয়ন করাইবে না, যাজন করাইবে না, তাহাদিগের সহিত বিবাহ দিবে না। "পতিত সাবিত্রীক" ব্যক্তি উদ্দালক ব্রত করিবে। দুই মাস যাবক পান করিয়া এক মাস মাক্ষিক মধুপান করিয়া, আট দিন ঘৃত পান করিয়া, ছয় দিন অযাচিত আহারে এবং তিন দিন জল পান করিয়া জীবন ধারণ করিবে। এক অহোরাত্র উপবাসী থাকিবে, ইহার নাম উদ্দালক ব্রত। কিম্বা কাহারও অশ্বমেধ যজ্ঞে অভূথ স্নান করিবে, অথবা ব্রাত্যস্তোম যাগ করিবে। (প্রায়শ্চিত্তের পর উপনীত হইবে)।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়।

অনন্তর, স্নাতকব্রত উক্ত হইতেছে। স্নাতক ব্রাহ্মণ, পতিত ভিন্ন কাহারও নিকট অন্ন কিছু যাচ্ঞা করিবে না। তবে ক্ষুধার্ত্ত হইলে রাজা বা শিষ্যবর্গের নিকট গিয়া, আমায় ক্ষেত্র, গ্রাম, সবৎস ছাগ মেষ, সুবর্ণ, ধান্য অথবা অন্য কোন খাদ্য যাহা হউক কিছু যাচ্ঞা করিবে। কেননা, এই উপদেশ আছে স্নাতক

ব্যক্তি যেন ক্ষুধায় আতিশয্যে অবসন্ন না হয়। নদীতে সহসা অবগাহন; রজোদুষ্টা বা অযোগ্যা নদীতে একবারেই অবগাহন করিবে না; কুলঙ্ঘন হইবে না, বিস্তৃত বৎস-রজ্জু অতিক্রম করিবে না; উদয়কালে অস্তকালে ও যে সময়ে আকাশমধ্যগত হইয়া তাপ দেন, তখন সূর্য্যদর্শন করিবে না। জলে প্রস্রাব বিষ্ঠা নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবে না। মূত্র বিষ্ঠাত্যাগ করিবার সময়ে মস্তক বস্ত্রবেষ্টিত করিবে। অযজ্ঞিয় তৃণদ্বারা ভূতল আচ্ছাদিত করিয়া তদুপরি প্রস্রাব বাহ্যে করিবে। দিবসে উত্তর মুখ ও রাত্রিতে দক্ষিণ মুখ হইয়া ঐ কার্য্য করিবে, সন্ধ্যাকালে হইলেও উত্তর-মুখ হইয়া বসিবে। কথিত আছে "অন্তর্ব্বাস, বহির্ব্বাস, যজ্ঞোপবীতদ্বয়, যষ্টি এবং জল-পূর্ণ কমণ্ডলু ধারণ,—স্নাতকগণের নিত্যকার্য্য। জল, হস্ত ও কাষ্ঠ শুচি ও পবিত্রতাজনক বলিয়া কথিত হইয়াছে। অতএব হস্ত ও জল দ্বারা কমণ্ডলুমার্জ্জন করিবে। প্রজাপতি মনু ইহাকে "পর্য্যগ্নিকরণ" বলিয়াছেন। নিত্যকার্য্য সকল করিয়া শৌচজ্ঞ স্নাতক, পশ্চাৎ আচমন করিবে।" পূর্ব্বমুখ হইয়া মৌনভাবে অন্ন ভোজন করিবে। ক্ষুদ্রগ্রাস লইয়া অঙ্গুষ্ঠসমেত মুখে দিবে। মুখশব্দ করিবে না। ঋতুকালে নিজ পত্নীতে উপগত হইবে, অন্য সময়েও গমন করিতে পারিবে। পর্ব্বে কখন স্ত্রীসম্ভোগ করিবে না। পণ্ডিতেরা বলেন;—যে ব্যক্তি অব্যভিচারে রতি-ধর্ম্মপালন-তৎপরা পরিণীতা ভার্য্যার মুখে মৈথুন ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাহার পিতৃগণ, সেই মাস রেতঃ পান করিয়া থাকেন। "যে সকল স্ত্রীলোকের প্রসব আজ কাল হইবে তাহারাও স্বামিসহবাস করিতে পারিবে" জানা যায়। ইন্দ্র স্ত্রীলোকের প্রতি এই পাবন বর প্রদান করিয়াছেন। উচ্চবৃক্ষে আরোহণ করিবে না, কূপে নামিবে না; অগ্নিতে ফুৎকার দিবে না। একদিকে অগ্নি ও অন্যদিকে ব্রাহ্মণ—মধ্যস্থল দিয়া গমন করিবে না। দুই দিকে অগ্নি বা দুই দিকে ব্রাহ্মণ থাকিলেও মধ্যস্থলে দিয়া যাইবে না। [illegible] [illegible] [illegible] পাত্রে; ভার্য্যার সহ একত্র ভোজন করিবে না; করিলে নির্বীর্য্য সন্তান উৎপন্ন হয়; ইহা বাজসনেয় সংহিতাতে জানা যায়। ইন্দ্রধনুর "ইন্দ্রধনু" এই নাম কীর্ত্তন করিবে না; "মণিধনুঃ" বলিবে। পলাশ কাষ্ঠের আসন, পাদুকা ও দন্তধাবন গ্রাহ্য করিবে না। কোলে রাখিয়া ভোজন করিবে না; অধঃস্থাপিত পাত্রে ভোজন করিবে না। বেণুদণ্ড ও স্বর্ণময় কুণ্ডলদ্বয় ধারণ করিবে। স্বর্ণময় মাল্য ব্যতীত অন্য মালা প্রকাশ্য ধারণ করিবে না। সভাসমিতিতে সংসৃষ্ট হইবে না। পণ্ডিতেরা বলেন;—"বেদসকলকে প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য না করা, সর্ব্বত্র ঋষিগণের অব্যবস্থা বিবেচনা এবং নিজকৃত প্রত্যক্ষযুক্তি, ইহাতে আত্মা অধঃপতিত হয়।" অনাহূত হইয়া যজ্ঞে যাইবে না; যখন গমন করিবে তখন বহুবৃক্ষ-সঙ্কুল বা সম্মুখ-সূর্য্যপথ আশ্রয় করিবে না। নদীতে সাঁতার দিবে না; শেষ রাত্রে উঠিয়া অধ্যয়ন করিবে; আর শয়ন করিবে না; ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া নিজ নিয়ম পালন করিবে।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

অনন্তর, স্বাধ্যায় এবং উপাকর্ম্মের কথা বলা যাইতেছে;—শ্রাবণী পূর্ণিমা অথবা ভাদ্রী পূর্ণিমাতে অগ্ন্যাধান করিয়া দেবতা ও বেদ উদ্দেশে হোম করিবে। ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তি বাচন করাইয়া দধি ভোজনানন্তর সার্দ্ধচার মাস বা সাড়ে পাঁচমাসের পর নির্জ্জনে—অরণ্যে উৎসার্জ্জন কর্ম্ম করিবে। তৎপরে শুক্লপক্ষে বেদাধ্যয়ন করিবে; ইচ্ছামত বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিবে। প্রাতঃকাল, বা সায়ংকালে বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ; চাণ্ডাল বা নীচ গ্রাম মধ্যে থাকিলে বেদাধ্যয়ন করিবে না; বর্ষ বৃষ্টি [illegible] করিলে নগরেও বেদাধ্যয়ন অকর্ত্তব্য; যে ব্যক্তি শুষ্ক গোময় পূর্ণ স্থানে, [illegible] [illegible] বা শ্মশানসমীপে শয়ান, তাহার ও যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকর্ত্তা বা শ্রাদ্ধভোক্তা তাহার পক্ষেও বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ। এবিষয়ে পণ্ডিতেরা একটী মনুশ্লোক

কীর্ত্তন করেন ;—"কৃষ্ণ, জল, তিল বা অন্য কিছু শ্রাদ্ধে প্রেত জন্য প্রতিগ্রহ করিলে অনধ্যায় হইবে; ব্রাহ্মণদিগের হস্তই মুখ বলিয়া কীর্ত্তিত"। দৌড়িতে দৌড়িতে অধ্যয়ন করিবে না ; পূতিগন্ধ বহিতে থাকিলেও অধ্যয়ন করিবে না ; বৃক্ষারোহণ, নৌকারোহণ, ও সৈন্য মধ্যে অবস্থিতিকালে ও ভোজনান্তে বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ। শবগন্ধ হইলেও অনধ্যায়। চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, অষ্টমী ও অষ্টকারাত্রে অধ্যয়ন করিবে না। চরণাদি প্রসারণ করিয়া অধ্যয়ন করা অকর্ত্তব্য ; যখন গুরু সমীপে বিনীতভাবে বসিয়া থাকিবে তখনও অধ্যয়ন করিবে না। মিথুন পরিত্যক্ত শয্যাতে বা মিথুন পরিত্যক্ত বস্ত্র ধারণ করিয়া থাকিলে অধ্যয়ন করা নিষেধ। গ্রামান্তে অধ্যয়ন করিবে না। বমি হইলেও অনধ্যায়। প্রস্রাব বা বিষ্ঠাত্যাগ করিলেও অধ্যয়ন করিবে না। সামগান-সময়ে ঋগ্বেদ বা যজুর্ব্বেদ পাঠ করিবে না। অজীর্ণ, নির্ঘাত শব্দ, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ, দিক্‌দাহ, পর্ব্বতশব্দ, ভূমিকম্প, মেঘধ্বনি, করকাবর্ষণ, রুধিরবর্ষণ এবং পাংশুবর্ষণেও আকালিক অনধ্যায় হইবে। উল্কাপাত ও বিদ্যুৎপাত দিবসে হইলে দিন মাত্র, রাত্রিতে হইলে রাত্রি মাত্র অনধ্যায়। বর্ষাভিন্ন অন্য ঋতুতে হইলে আকালিক অনধ্যায়। আচার্য্য মরিলে তিন দিন আর আচার্য্য পুত্র, আচার্য্য শিষ্য, আচার্য্যপত্নী, ঋত্বিক এবং যৌন সম্বন্ধে সম্বদ্ধ ব্যক্তি মরিলে অহোরাত্র অনধ্যায়। গুরুর পাদগ্রহণ করিবে ; ঋত্বিক্, শ্বশুর, পিতৃব্য এবং মাতুল—বয়ঃকনিষ্ঠ হইলে তাহাদিগের পক্ষে প্রত্যুত্থান স্বরূপ অভিবাদন করিবে। যাহাদিগের পাদগ্রহণ করা যায় তাহাদিগের পত্নীর এবং গুরুর পিতা মাতার পাদগ্রহণ করিবে। যে ব্যক্তি প্রত্যভিবাদন করিতে জানে তাহাকে "আমি অমুক আপনাকে অভিবাদন করিতেছি" বলিয়া অভিবাদন [illegible]বে, আর যে প্রত্যভিবাদন জানে না তাহাকে অভিবাদন করিবে না। পিতা পতিত হইলে পুত্র তাহাকে পরিত্যাগ করিবে, কিন্তু জননী পুত্রের নিকট পতিতই হয় না। এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা বলেন ;—

"আচার্য্য উপাধ্যায় অপেক্ষা দশগুণ, পিতা আচার্য্য অপেক্ষা শতগুণ, আর মাতা পিতা অপেক্ষাও সহস্রগুণ গুরু। ভার্য্যা, পুত্র এবং শিষ্য ইহারা পাপী হইলে কারণ নির্দ্দেশ করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে ; না করিলে পতিত হইবে। যজমানের পাতিত্য না হইলেও ঋত্বিক্ যদি তাহার যাজন ত্যাগ করেন, এবং ছাত্রের পাতিত্য না হইলেও আচার্য্য যদি তাহার অধ্যাপন ত্যাগ করেন তাহা হইলে তাঁহারা পরিত্যাজ্য। যে ব্যক্তি, বাস্তবিক পতিত না হইলেও অন্য কোন কারণে পতিতবৎ হইয়া আছে তাহার স্ত্রী কিন্তু তাহাকে গ্রহণ করিতে বাধ্য। অথবা স্বামী পতিতই হউক, আর অপতিতই হউক স্ত্রী তাহার নিন্দাদি করিবে না। স্ত্রীলোক পরপুরুষ সংসর্গিণী হইলেই পতিত হয়। অতএব স্বামী, পুরুষান্তরের অনুপভুক্ত অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিবে, গুরুর গুরু সন্নিহিত হইলে তাহার প্রতি গুরুবৎ ব্যবহার করিবে। গুরুপুত্রের প্রতিও গুরুবৎ ব্যবহার করা উচিত ইহা শ্রুতি। বিদ্যা, বস্ত্র এবং অন্ন ব্রাহ্মণের প্রতি গ্রাহ্য। বিদ্যা, ধন, বয়স, সহায়সম্পন্নতা এবং কর্ম্ম এই কয়টী সম্মানের কারণ, ইহার মধ্যে আবার যাহা যাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব উল্লিখিত, তাহা তাহাই অধিক সম্মানের কারণ। বৃদ্ধ, বালক, আতুর, ভারী ও চক্রচালকব্যক্তি একত্র উপস্থিত হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যক্তি পর পরকে পথ ছাড়িয়া দিবে, রাজা ও স্নাতক উপস্থিত হইলে, রাজা স্নাতককে পথ ছাড়িয়া দিবেন। এবং সকলের একত্র সমাগমে উচ্চতম-ব্যক্তিকেই অগ্রে পথ ছাড়িয়া দিতে হইবে। তৃণাসন, ভূমি, অগ্নি, জল, সুনৃত বাক্য ও অনসূয়া—সাধুগণের গৃহে কদাচ ইহাদিগের অভাব হয় না।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

অনন্তর ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিষয় কীর্ত্তন করিব। চিকিৎসক, ব্যাধ, পুংশ্চলী, দাণ্ডিক, চোর অভিশস্ত, ক্লীব, পতিত, কৃপণ, অগ্রাবেধীদ,

পূর্ব্বে যাগান্তরে দীক্ষিত, নিগড়াদি বদ্ধ, আতুর, সোমবিক্রয়ী, তক্ষক, রজক, শৌণ্ডিক, পিশুন, বার্দ্ধুষিক, চর্ম্মকার এবং শূদ্রের অন্ন ভোজন, নিষিদ্ধ; পঞ্চযজ্ঞ বিহীন ব্যক্তির উপযজ্ঞে অন্ন ভোজন করিবে না; যে ব্যক্তি বাটীতে উপপতির গমনাগমন সহ্য করে, যে ব্যক্তি তাহা সহ্য করিবার জন্য অর্থ গ্রহণ করে, যে ব্যক্তি, বধার্হ ব্যক্তিকে বধ করে না ও যে ব্যক্তি বদ্ধই বা কি আর মুক্তই বা বলিয়া চীৎকার করে, তাহাদিগের অন্ন ভোজন করিবে না; গণান্ন এবং গণিকান্নও অভোজ্য; এবিষয়েও পণ্ডিতেরা বলেন;—"দেবগণ শ্বপতির অন্ন ভোজন করেন না, বৃষলীপতির অন্ন ভোজন করেন না; স্ত্রীজিত ব্যক্তির এবং যাহার গৃহে উপপতি আছে তাহার অন্ন ভোজন করেন না। ইহাদিগের নিকট কাষ্ঠ, জল, ফল, পুষ্প এবং সবিনয়ে আনীত দুগ্ধাদি পানীয়, গৃহ শফরী প্রিয়ঙ্গু, তরজ, মধু এবং মাংস প্রতিগ্রহ করিবে না; তবে এ বিষয়ে কথিত আছে;—"গুরুর জন্য, কুটুম্বগণের জন্য এবং অতিথি ও দেবগণের সৎকারার্থ সকলের নিকট প্রতিগ্রহ করিতে পারিবে; কিন্তু সেই প্রতিগৃহীত দ্রব্য দ্বারা স্বয়ংতৃপ্ত হইবে না।" শরপ্রহারে পশুহিংসকের অন্ন পরিত্যাজ্য নহে; জানা আছে, অগস্ত্য, সহস্রবর্ষব্যাপী সত্রযাগে প্রশস্ত মৃগপক্ষিগণের মৃগয়া করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সুরসপূর্ণ পুরোডাশ এবং অন্ন হইয়াছিল। পণ্ডিতেরা প্রজাপতির কতিপয় প্রাচীন শ্লোক বলেন;—"স্বয়ং দানার্থ আনীত অযাচিত ভিক্ষা দুষ্কার্য্যকারীর নিকট হইতেও ভোজ্য বলিয়া প্রজাপতি বিবেচনা করেন। তবে শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তি চোরের অন্ন কদাচ ভোজন করিবে না; কেন না যাবৎ অপহরণপ্রবৃত্তি চরিতার্থ না হয়, তাবৎ চৌরের কিছুই বহুতর নহে অর্থাৎ অপহরণই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। যে ব্যক্তি ঐ অযাচিত ভিক্ষা প্রত্যাখ্যান করে, তাহার পিতৃগণ, পঞ্চদশ বৎসর তদ্দত্ত অন্ন ভোজন করেন না; অগ্নিও তাহার প্রদত্ত হব্যবহন করেন না। চিকিৎসক শল্যধারী বা, শস্ত্রধারী পশুঘাতক, ক্লীব এবং কুলটার স্বয়ং দানার্থ উদ্যত ভিক্ষাও অগ্রাহ্য। গুরুভিন্ন অপরের উচ্ছিষ্ট, নিজের উচ্ছিষ্ট ও উচ্ছিষ্টদূষিত অন্ন ভোজন করিবে না। কেশকীট দূষিত অন্নও অভোজ্য; তবে ভোজন করিতে নিতান্ত ইচ্ছাযুক্ত হইলে, কেশ বা কীট যাহা থাকিবে তাহা দূর করিয়া সেই অন্নে জল ছিটা দিবে, ভস্ম বিকিরণ করিবে, তৎপরে বাক্প্রশস্ত করিয়া তাহা ভোজন করিতেও পারে। এখানে পণ্ডিতগণ প্রাজাপত্য শ্লোক কীর্ত্তন করেন;—"শৌচাশৌচ বিষয়ে অপ্রত্যক্ষীকৃত, জলপ্রক্ষালিত, এবং বাক্প্রশস্ত—দেবগণ ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে এই তিনটীকেই পবিত্র বলিয়া স্থির করিয়াছেন। দেবদ্রোণী, বিবাহ এবং আরব্ধ যজ্ঞে কাক বা কুক্কুরের স্পৃষ্ট অন্ন পরিত্যাগ করিবে না। সেই অন্ন হইতে মাত্র সাক্ষাৎ স্পৃষ্ট অন্ন উদ্ধৃত করিবে ও অবশিষ্টান্নের সংস্কার করিয়া লইবে। দ্রববস্তুর প্লাবন, ঘনবস্তুর ক্ষরণ এবং কোন কোন বস্তুর পাক দ্বারা পবিত্রতা হইবে ও স্পর্শদোষ থাকিবে না। পর্য্যুষিত, ভাবদুষ্ট, হৃল্লেখ, পুনঃসিদ্ধ, ঈষৎপক্ক এবং অজীর্ণপক্ক অন্ন অভোজ্য; তবে ইচ্ছা করিলে, ঘৃতপক্ক অন্ন (পিষ্টকাদি) পর্য্যুষিত হইলেও তাহা ভোজন করিতে পারিবে। একটী প্রজাপত্য শ্লোক কীর্ত্তিত হইয়া থাকে;—"হাতে করিয়া প্রদত্ত স্নেহ, লবণ ও ব্যঞ্জন দাতার ফলজনক হয় না; এবং যে তাহা ভোজন করে তাহার পাপ ভোজন করা হয়।" লশুন, পলাণ্ডু, কেযুক, গৃঞ্জন, শ্লেষ্মাত, লোহিতবর্ণ বৃক্ষনির্য্যাস, ছেদজাত নির্য্যাস, অশ্বের, কুক্কুরের এবং কাকের উচ্ছিষ্ট এবং শূদ্রোচ্ছিষ্ট ভোজনে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র ব্রত করিবে। অন্যপ্রকার মধু, মাংস ও ফলবিশেষ ভোজনে এই ব্রত করিতে অপরে উপদেশ দিয়াছেন। মহিষী ভিন্ন আরণ্য পশুর দুগ্ধ অপেয়; সন্ধিনী, বিবৎসা, অজাতরোমা বা অনির্দ্দশাহা গো ও মহিষীর দুগ্ধও অপেয়। মেষদুগ্ধও ভোজন করা অবিধি। আত্মার্থ প্রস্তুত অপূপাদি, অন্যান্য নানাবিধ ক্ষীর পিষ্ট ও যবপিষ্ট এবং শুক্ত পদার্থ পরিত্যাগ করিবে। শ্বাবিৎ, শল্লক, শশ, কচ্ছপ এবং গোধা এই কয় পঞ্চনখ জীব ভক্ষ্য; উষ্ট্র ভিন্ন অন্যতো দন্ত পশুগণ

নীর। এতত্ত জাতীয়দিগের মধ্যে বেহ, শবর, শিশুমার, নক্র, কুলীর এবং বিকৃতরূপ সর্প শীর্ষ মৎস্যগণ অভক্ষ্য। গো, গবয় এবং শরভ ভক্ষ্য বলিয়া কথিত হয় নাই; ধেনু এবং বৃষ বাজসনেয় মতে পবিত্র। বন্যশূকর, এবং গণ্ডার ভক্ষ্য কি অভক্ষ্য এই বলিয়া পণ্ডিতেরা বিবাদ করিয়া থাকেন। পক্ষিগণের মধ্যে বিশু, বিঝিক্রির, জালপাদ, চটক, প্লব, হংস, চক্রবাক, ভাস, মদগু, টিট্টিভ, অবটাঙ্ক, নিশাচর পক্ষী, দার্ব্বাঘাট চটকবিশেষ, চৈলাতক, হারীত, খঞ্জন, গ্রাম্যকুক্কুট, শুক, সারিকা, কোকিল, মাংসাসী পক্ষী এবং গ্রাম্যপক্ষী সকল অভোজ্য।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

জীবের উপাদান কারণ শুক্র—শোণিত, নিমিত্ত কারণ পিতা মাতা। অতএব তাহাকে দান বা পরিত্যাগ করিতে মাতা পিতাই সমর্থ। এক পুত্র স্থলে তাহাকে দান করিবে না; তাহাকে প্রতিগ্রহও করিবে না; কেন না, ঐ পুত্র পূর্ব্বপুরুষগণের ধারারক্ষক। স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীলোক দান বা প্রতিগ্রহ করিবে না। পুত্র প্রতিগ্রহ করিতে হইলে বন্ধুসকলকে আহ্বান করিয়া এবং রাজ-সকাশে নিবেদন করিয়া বন্ধুগণসমীপে গৃহ মধ্যে মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া গ্রহণ করিবে। অসন্নিকৃষ্ট পুত্রগ্রহণ স্থলে ইহা বিশেষতঃ কর্ত্তব্য। কেননা, কোন সন্দেহ উৎপন্ন হইলে সম্বন্ধপ্রাপ্ত এই বালককে ও বন্ধুগণ শূদ্রের মত দূরে রাখিতে পারে। জানাই আছে, এক হইতে অনেকের জন্ম হয়; সুতরাং এই পুত্র গ্রহণের পর যদি গ্রহীতার ঔরস পুত্র হয় তাহা হইলে ঐ দত্তক পুত্র প্রতিগ্রহীতা পিতার ধনের, চারভাগের একভাগ পাইবে। যদি জনক কুলে আভ্যুদয়িক না হয়, তবেই তাহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিবে। কোন ব্যক্তি বেদ বিক্রয়কারী পতিত হইলে,—তদুদ্দেশে বাম পাদ দ্বারা লোহিত বর্ণ সাগ্র কুশ বিছাইয়া তদুপরি জলপূর্ণ পাত্র স্থাপন করিবে যে এই কার্য্য করিবে জ্ঞাতিগণ মুক্তশিখ ও বিকৃত যজ্ঞোপবীত হইয়া তাহাকে স্পর্শ করিবে, পরে; শনৈঃ শনৈঃ গৃহে আসিবে। ইহার পর আর ঐ বেদবিপ্লাবকের সহিত কোন সংস্রব করিবে না; করিলে তদ্ধর্ম্ম প্রাপ্ত ও তৎ সদৃশ হইবে। তবে পতিতগণ ব্রতাচরণ করিলে তাহাদিগকে পুনরায় গ্রহণ করিবে। এ বিষয়ে পণ্ডিতেরাও বলেন;—কেহ কেহ অগ্নি প্রবেশ করিয়া উদ্ধার পাইবে। এবং যে অনুতাপ করত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পাতক শূন্য হইবে; তাহার সহিত সকলে ক্রীড়া ও হাস্যাদি সকল প্রকার সংসর্গ করিবে; যাহারা আচার্য্য হন্তা, মাতৃহন্তা ও পিতৃহন্তা, মহাপ্রমাদে ভীত হইয়া কেহই আর তাহাদিগের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইবে না। যে কৃতপ্রায়শ্চিত্ত পাপী, সমাজে মিশিবে, তাহার পক্ষে এই নিয়ম আছে যে, পূর্ণ কালে প্রায়শ্চিত্ত নিষ্পন্ন হইলে কাঞ্চন বা মৃন্ময় পাত্র "আপোহিষ্ঠা" ইত্যাদি ত্রয় মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক পূর্ণ করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ হইবে। সকল পাপী সম্বন্ধেই এই নিয়ম। পুত্রজন্মকথন-প্রস্তাবে সমাজে পুনর্গ্রহণের কথা কথিত হইল।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়।

ব্যবহারের কথা কথিত হইতেছে। রাজ-মন্ত্রী সভার কার্য্য করিবে। বাদী প্রতিবাদী উভয়ের মধ্যে মন্ত্রী একজনের প্রতি পক্ষ-পাত করিলে এই অকৃত অপরাধও রাজার অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইবে। রাজার কোনরূপ অপরাধ হইলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বিধান অনুসারে তাহার সংশোধন করিবে। অপ্রাপ্ত ব্যবহার বালক-গণের বিচার রাজা করিবেন। প্রাপ্ত ব্যবহার হইলে পূর্ব্ববৎ নিয়ম জানিবে।

দলিল, সাক্ষী ও ভোগ এ তিন প্রকার প্রমাণ। ইহা দেখাইতে পারিলে ধনী ধন লাভ করিবে। পথ, ক্ষেত্র লইয়া, দান লইয়া,

সবন্ধক ঋণ লইয়া অথবা অর্থান্তর লইয়া, ব্যবহার ত্রিপাদ মাত্র। গৃহ বা ক্ষেত্রঘটিত বিরোধে সামন্তদিগের কথায় বিশ্বাস করিতে হইবে। সামন্তদিগের কথায় বিরোধে দলিল বিশ্বাস করিতে হইবে, দলিলের বিরোধে, সেই গ্রাম ও নগরবাসী বৃদ্ধশ্রেণিদিগের কথাতে বিশ্বাস করিবে। পণ্ডিতেরাও বলেন;—"ক্রীত, আধেয়, অন্বাধেয়, প্রতিগ্রহ এবং যজ্ঞ হইতে লাভ,—এইরূপ ভাষ্য ধন অনল তুল্য জানিবে।" দশ বৎসর ভোগ হইলেই ভোগ প্রমাণ। কথিত আছে, "আধি, সীমাস্থান, নিক্ষেপ, উপনিধি, দাসী, অন্ধ রাজস্ব এবং শ্রোত্রিয় দ্রব্য রাজা অপরকে দিতে পারিবেন না।" অতএব ভোগ প্রমাণবলে তাহা গ্রাহ্য নহে। গৃহস্থগণের দ্রব্য রাজারই অধীন। রাজা, মন্ত্রী ও নাগরিক লোকদিগের সহিত কার্য্য করিবেন। যে রাজা বহুপরিজন তিনি শ্রেষ্ঠ—না, যে রাজা গৃধ্র তুল্য পরিজন প্রতিপালন করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ?—যাহার পরিজন গৃধ্রতুল্য নহে তিনিই শ্রেষ্ঠ। অতএব রাজা স্বয়ং গৃধ্রতুল্য হইবেন না, গৃধ্রপরিজনও হইবে না। কেননা চৌর্য্য, দস্যুতা ও হত্যা প্রভৃতি দোষ সকল অনেক সময়েই রাজপুরুষের দোষে হইয়া থাকে; অতএব প্রথমেই ঐ সকল দোষের কথা উপস্থিত হইলে নিজ পরিজনকে জিজ্ঞাসা করিবেন। সাক্ষীর বিষয় বলা যাইতেছে;—শ্রোত্রিয় ভিন্ন তপস্বী, রূপবান, সুশীল, ধর্ম্মিষ্ঠ এবং সত্যবাদী ব্যক্তিই সাক্ষী হইবার উপযুক্ত। অথবা দস্যুতাদি স্থলে সকলেই সাক্ষী হইতে পারিবে। স্ত্রীলোকের কার্য্যে স্ত্রীলোককেই সাক্ষী করিবে। দ্বিজগণের কার্য্যে অনুরূপ দ্বিজ, শূদ্রগণের কার্য্যে শিষ্ট শূদ্র এবং অন্ত্যজ জাতীয়দিগের কার্য্যে অন্ত্যজ জাতীয়গণ সাক্ষী হইবে। পণ্ডিতেরা বলেন;—"পিতার প্রাতি ভাব্যঅর্থাৎ দর্শন ও প্রত্যয় প্রতিভূর দেয় অর্থ—বৃথা দান দ্যূত-ঋণ, সুরা-ঋণ, রাজদণ্ডের অবশিষ্ট দেয় এবং শুল্কের অবশিষ্ট দেয় আর পুত্র দিতে বাধ্য নহে"।

হে সাক্ষিন্! সত্যকথা বল, তোমার পিতৃগণ লম্বমান রহিয়াছেন তোমার; বাক্য নির্ব্বৃত হইলে, হয় ঊর্দ্ধে উঠিবেন, না হয় অধঃপতিত হইবেন। যে সাক্ষী মিথ্যা কথা বলে, সে, নগ্ন, মুণ্ডিতমুণ্ড, অন্ধ ও ক্ষুধাতৃষ্ণা কাতর হইয়া কপাল লইয়া শত্রুর বাটীতে ভিক্ষার জন্য গমন করে। ক্ষুদ্র পশুর জন্য মিথ্যা কথা বলিলে পাঁচপুরুষ নরকগামী হয়, গোর জন্য মিথ্যা বলিলে দশ পুরুষ নরকগামী হয়, অশ্বের জন্য মিথ্যা বলিলে একশত পুরুষ নরকগামী হয় এবং পুরুষের জন্য মিথ্যা বলিলে সহস্র পুরুষ নরকগামী হয়। বিবাহ সময়, রতিকার্য্য, প্রাণ নাশ সম্ভাবনা, সর্ব্বস্ব চৌর্য্য এবং ব্রাহ্মণার্থ—এই পঞ্চবিষয়ে মিথ্যা কথা বলা পাপজনক নহে। স্বজনতা প্রযুক্ত বা অর্থলোভ বশতঃ যদি এক পক্ষ আশ্রয় করিয়া গর্হিত কার্য্য সম্পাদন করে, তাহা হইলে, সে নিজ বংশীয় পূর্ব্বপুরুষ-পরম্পরা স্বর্গস্থিত হইলেও তাঁহাদিগকে নরকে পতিত করে।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

পিতা, জীবন্ত জাত পুত্রের মুখ দেখিলে পিতৃ-ঋণভার ইহার দ্বারাই দূর করেন ও অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন। পুত্রবানদিগের অনন্তলোক এবং শ্রুতি আছে; অপুত্রের লোকাধিকার নাই; "প্রজাগণ অপুত্র হউক" এইরূপ অভিসম্পাতও আছে; "ইহাতে প্রজা উৎপাদন করিয়া অগ্নির অমৃতত্ব।" এইরূপ নিয়মও আছে—পুত্রদ্বারা লোকাধিকার সামর্থ্য হয়, পৌত্র দ্বারা ঐ লোকসকলের অনন্ততা হয় এবং পুত্রের পৌত্র দ্বারা সূর্য্যলোক প্রাপ্তি হয়, ক্ষেত্রজ পুত্রে বিবাদ আছে; কেহ বলেন ক্ষেত্রস্বামীর পুত্র, কেহ বলেন জনয়িতার পুত্র। উভয় পক্ষই কীর্ত্তিত আছে; যদি অন্য কোন বৃষভ গাভীতে বৎস-সন্তান উৎপাদন করে তাহা হইলে সেই সকল বৎস যাহার গাভী তাহারই; বীর্য্যের স্কন্দন ও মোক্ষণ—উক্ত বিষয়ের সাফল্য সম্পাদক নহে।" আর "ইহাকে সাবধানে রক্ষা করুন, যেন পরক্ষেত্রে উপগত না হন যদি বা বীর্য্যত্যাগ করেন তাহা হইলে সেই গর্ভোৎপন্ন পুত্র জনয়িতারই হইবে। প্রাচীন প্রবাদই আছে, অমোঘবীর্য

এই স্তবস্থাপন করিল।" একের সন্তান বহুব্যক্তির মধ্যে একজনের যদি পুত্র হয়, তাহা হইলে তাহারা সকলেই সেই পুত্র দ্বারা পুত্রবান্ হয়, এইরূপ শ্রুতি আছে। বহুসপত্নী মধ্যে এক সপত্নী পুত্রবতী হইলে সেই পুত্র দ্বারা সকলেই পুত্রবতী হয়। প্রাচীনগণ দ্বাদশবিধ পুত্রের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পরিণীতন নিজ ভার্য্যার গর্ভে নিজের উৎপাদিতা পুত্র প্রথম। তাহা না হইলে, নিযুক্ত স্বীয় পত্নীর গর্ভজাত ক্ষেত্রজপুত্র দ্বিতীয়। পুত্রিকা-পুত্র তৃতীয়। জানা আছে অভিসন্ধিপূর্ব্বক পাত্রে প্রদত্ত ভ্রাতৃশূন্য কন্যা পিতারই পুত্ররূপে প্রাপ্য; তাহা হইতে উৎপন্ন পুত্র মাতামহের পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইবে। শ্লোক আছে "আমি তোমাকে ভ্রাতৃশূন্যা অলঙ্কৃতা কন্যাদান করিতেছি, ইহার গর্ভে যে পুত্র হইবে, সে আমার পুত্রকার্য্য করিবে।" পৌনর্ভব পুত্র চতুর্থ। যে নারী, বাগ্দানের স্বামী ত্যাগ করিয়া অন্যের সহিত সংবাস করত তদীয় পরিবারের অন্তর্নিবিষ্ট হয়, সে পুনর্ভূ। এবং যে নারী ক্লীব, পতিত বা উন্মত্ত ভর্ত্তাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্বামীবরণ করে অথবা এক স্বামীর মরণে অন্য স্বামী আশ্রয় করে, সে পুনর্ভূ। কানীন পুত্র পঞ্চম। অপরিণীত অবস্থায় পিতৃগৃহে কামবশতঃ উৎপাদিত পুত্র কানীন; পণ্ডিতেরা বলেন ঐ পুত্র মাতামহের পুত্রস্থানীয়, কথিত আছে। অদত্তা কন্যা অনুরূপ পুরুষ হইতে পুত্রলাভ করিলে মাতামহ সেই পুত্রে পুত্রবান্ হয়, অতএব ঐ পুত্র মাতামহের পিণ্ড দিবে ও ধনাধিকারী হইবে। গোপনে উৎপাদিত পুত্র গূঢ়োৎপন্ন, ষষ্ঠপুত্র। দ্বাদশপ্রকার পুত্রের মধ্যে এই ছয় প্রকার পুত্র উত্তরাধিকারী বান্ধব, পিতাকে মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করে, ইহা পণ্ডিতেরা বলেন। ধনে অনধিকারী ছয় প্রকার পুত্রের কথা বলা যাইতেছে। প্রথম সহোঢ় পুত্র, গর্ভাবস্থাতে পরিণীতা রমণীর সেই গর্ভে উৎপন্ন পুত্রের নাম "সহোঢ়"। দ্বিতীয় দত্তক পুত্র; জনক জননীর প্রদত্ত পুত্রের নাম "দত্তক"। তৃতীয় ক্রীতপুত্র; শুনঃশেফ বিবরণে এই পুত্রের বিষয় বর্ণিত আছে। পুরাকালে রাজা হরিশ্চন্দ্র, অজীগর্ত্তকে তাঁহার পুত্র বিক্রয় করিতে অনুরোধ করেন এবং শতবৎস ও ধনাদি দ্বারা স্বয়ং সেই পুত্র ক্রয় করেন। চতুর্থ স্বয়মুপাগত পুত্র; ইহা শুনঃশেফ-বিবরণে বর্ণিত আছে;—পূর্ব্বকালে শুনঃশেফ যূপকাষ্ঠে বদ্ধ হইয়া দেবগণকে স্তব করেন। দেবগণ তাঁহাকে বন্ধন-মুক্ত করিয়া দেন, তখন ঋত্বিক্‌গণ সকলেই বলিল;—"এই বালক আমার পুত্র হউক" একজন ঋত্বিক্‌গণকে বলিলেন;—"আপনারা সকলেই ইহাকে পুত্র হইতে বলিতেছেন; এক জনের বহুব্যক্তির পুত্র হওয়া অসম্ভব।" তাঁহারা স্থির করিয়া দিলেন;—"এই বালক যাঁহার পুত্র হইতে ইচ্ছা করিবে; তাঁহারই পুত্র হইবে সেই যজ্ঞে বিশ্বামিত্র হোতা ছিলেন শুনঃশেফ তাঁহার পুত্র হইলেন। পঞ্চম অপবিদ্ধ পুত্র মাতাপিতার পরিত্যক্ত পুত্র অপরের গৃহীত হইলে তাহার "অপবিদ্ধ" সংজ্ঞা হয়। ষষ্ঠ শূদ্রাপুত্র, ইহা কথিত হইয়াছে। এই সকল বান্ধব ধনাধিকারী নহে। যদি পূর্ব্ববর্গের কোন উত্তরাধিকারী পুত্র না থাকে, তাহা হইলে এই সকল পুত্রেরাও তাহার ধনাধিকারী হইবে। ভ্রাতৃগণের দায়ভাগের কথা বলা যাইতেছে। জ্যেষ্ঠ দুই অংশ লইবে; প্রধান গো অশ্ব ছাগ মেষ এবং গৃহ জ্যেষ্ঠেরই প্রাপ্য। কাষ্ঠ, গো, যবস কনিষ্ঠের এবং গৃহোপকরণ বস্তু মধ্যমের প্রাপ্য (ধনভাগ অংশাংশ মত করিবে)। মাতার বিবাহলব্ধ ধন—কন্যাগণ ভাগ করিয়া লইবে। যদি ব্রাহ্মণের, ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া এবং বৈশ্যা এই তিন জাতিতে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণী-পুত্র তিন অংশ, ক্ষত্রিয়া পুত্র দুই অংশ এবং অপর সকলে সমান অংশ করিয়া লইবে। ইহাদিগের ক্ষেত্রে বিনা নিয়োগে অন্য কর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্র সেই উৎপাদয়িতার দুই অংশ অধিকার করিবে। অন্য-আশ্রম গত ক্লীব, উন্মত্ত এবং পতিতগণ কেবল গ্রাসাচ্ছাদনে অধিকারী। ক্লীব ও উন্মত্তের বিধবা পত্নী বৈধব্যের পর ছয় মাস অক্ষার লবণ ভোজন করত ব্রতচারিণী হইয়া থাকিবে। সে ছয় মাসের পর স্নান করিয়া স্বামীর শ্রাদ্ধ করিবে। পরে বিদ্যাগুরু, কর্ম্মগুরু যৌনসম্বন্ধীদিগকে আহ্বান করিয়া পিতা

বা ভ্রাতা তাহাকে পুত্রোৎপাদনার্থ পিতা বা নিয়োগ করিবে। অথবা তপস্তা করিতে নিযুক্ত করিবে। উন্মত্তা, অবশবর্ত্তিনী এবং ব্যাধিতাকে নিয়োগ করিবে না। বয়ঃকনিষ্ঠ পুরুষ দ্বারা পুত্রোৎপাদন করিতে নিয়োগ করাও নিষিদ্ধ। ষোড়শবর্ষীয়া অর্থাৎ তরুণী, অনাময়বাদিনী রমণীকে নিয়োগ করা বিধি। প্রাজাপত্য মুহূর্ত্তে পাণিগ্রহণের মত উপচার স্থাপন করিবে। যেথানে বাক্‌পারুষ্য ও দণ্ডপারুষ্যের সম্ভাবনা নাই, সেই থানেই এ সমস্ত আয়োজন করিবে। নিযুজ্যমানা রমণী গ্রাসাচ্ছাদন ও স্নান এবং অনুলেপন বিষয়ে নিয়ম অবলম্বন করিবে। অনিযুক্তা রমণীতে উৎপাদিত পুত্র উৎপাদয়িতার হয়, ইহা পণ্ডিতেরা বলেন। নিয়োগধর্ম্মিণী রমণী পূর্ব্বে যে পুরুষের সলোভ দৃষ্টিপথের পথ-বর্ত্তিনী হয়, সেই পুরুষের প্রতি ঐ রমণীকে নিয়োগ করিবে না। কেহ কেহ বলেন;—ঐরূপ স্থলে নিয়োগ হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। অবিবাহিতাবস্থাতে রজস্বলা হইলে ঐ ঋতুমতী কুমারী তিন বৎসর অপেক্ষা করিয়া স্বয়ং অনুরূপ স্বামী লাভ করিবে। এ বিষয় পণ্ডিতেরা বলেন; "যদি পিতা দান করিবার অগ্রে কন্যা কাল অতীত হয় এবং তৎপরে কন্যা প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে সেই কন্যা, গুরুর হিতরত উত্তম পাত্রে প্রদত্ত হইলেও দৃষ্টিপাতে দাতাকে অধঃপাতিত করে। পিতা ঋতুকাল-ভয়ে শীঘ্র শীঘ্র ঋতু না হইতেই কন্যাদান করিয়া থাকেন। অবিবাহিত অবস্থাতে ঋতুমতী হইয়া থাকিলে দোষ হয়। অনুরূপ বর প্রার্থী আছে; কন্যাও বিবাহ করিতে অভিলাষবতী, এমত অবস্থায় দান করা না হইলে সেই কন্যার যতবার ঋতু হইবে, পিতা মাতার তাবৎ ভ্রূণ হত্যার পাপ হইবে। ইহা ধর্ম্ম কথা। কেবল জল ছিটা দিয়া বা বাক্যমাত্রে কন্যাদান হইয়াছে, কিন্তু কোন মন্ত্র পাঠ হইয়া কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই; এমত অবস্থাতে বরের মৃত্যু হইলে ঐ কুমারী কন্যা পিতারই হইবে। বাগ্‌দত্তা কন্যা মন্ত্রসংস্কৃতা না হইলে তাহাকে অপর পাত্রে দেওয়া যায়; বাগ্‌দত্তা কন্যা অবাগ্‌দত্তা কন্যা সদৃশী জানিবে। বালিকা কেবল মাত্র মন্ত্রসংস্কৃতা হইয়াছে, অথচ অক্ষত যোনি আছে, এমন সময়ে পাণি-গ্রাহকের মৃত্যু হইলে, তাহার পুনঃ সংস্কার হইতে পারিবে। যাহার স্বামী বিদেশে, সেই প্রজাতভনয়া রমণী অকামা হইলে পাঁচ বৎসর অপেক্ষা করিবে। বিধবা স্ত্রীলোক যে ভাবে থাকে, সেইভাবে কালযাপন করিবে। আর জাত-সন্তান ব্রাহ্মণী পাঁচ বৎসর, জাতসন্তান ক্ষত্রিয়া চার বৎসর, জাতসন্তান বৈশ্যা তিন বৎসর এবং জাতসন্তান শূদ্রা দুই বৎসর অপেক্ষা করিবে। তৎপরে সপিণ্ড, সকুল্য, সমানোদক, সগোত্র ও সমানপ্রবর পুরুষগণের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বোল্লিখিত পুরুষের অভাবে পর পর পুরুষকে আশ্রয় করিবে। পরপর অপেক্ষা পূর্ব্ব পূর্ব্বই শ্রেষ্ঠ। বংশের পুরুষ বর্ত্তমান থাকিলে অপর পুরুষ আশ্রয় করিবে না। যাহার পূর্ব্বোল্লিখিত ছয় প্রকার পুত্রের মধ্যে ধনাধিকারী কোন পুত্রই নাই, তাহার ধন সপিণ্ড ও পুত্র স্থানীয়গণ বিভাগ করিয়া লইবে। তদভাবে, আচার্য্য বা ছাত্র, তদভাবে রাজা তদীয় ধন গ্রহণ করিবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের ধন রাজা লইবেন না। ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎ ঘোরতর হলাহল; পণ্ডিতেরা বিষকে বিষ বলেন না; ব্রাহ্মণকেই বিষ বলিয়া থাকেন। বিষ,—কেবল এক ব্যক্তিকেই বধ করে, আর ব্রহ্মস্ব পুত্রপৌত্র পর্য্যন্ত বিনাশ করে। অতএব রাজা ব্রাহ্মণের ধন ত্রৈবিদ্য-সাধুগণকে দান করিবেন।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

চাণ্ডাল ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে উৎপন্ন. ইহা পণ্ডিতেরা বলেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যার গর্ভে শূদ্রের ঔরসে উৎপন্ন মানব অন্ত্যাবসায়ী। রামক বৈশ্যের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে উৎপন্ন। পুক্কশ, বৈশ্যের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে উৎপন্ন; সূত, ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে উৎপন্ন, ইহা কথিত আছে। পণ্ডিতেরা বলেন;—ইহারা গোপনে উৎপাদিত হইলেও নীচজাতির সমগুণাবলম্বী হইবেই। সুতরাং গুণহীন ভ্রষ্টাচার

এবং হীনকর্ম্মা বলিয়াই ইহাদিগকে চিনিয়া লইবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ঔরসে যথাক্রমে ত্র্যন্তর, দ্ব্যন্তর এবং একান্তর বর্ণ শূদ্রার গর্ভে উৎপাদিত মনুষ্যগণ "নিষাদ"। শূদ্রা ব্রাহ্মণ অপেক্ষা তিনবর্ণ, ক্ষত্রিয় অপেক্ষা দুইবর্ণ এবং বৈশ্য অপেক্ষা একবর্ণ অন্তর। ঐ "নিষাদ" জাতির নামান্তর "পারশব"। বাঁচিয়া থাকিলেও শবতুল্য, এই জন্যই ইহার নাম "পারশব" ইহা কথিত হইয়াছে। মৃতের নাম শব। শূদ্রত্বই শবত্ব। অতএব শূদ্র সমীপে অধ্যয়ন করিবে না। এ বিষয় যমগীত শ্লোকও উদাহৃত হইয়া থাকে; পাপাচারী শূদ্রগণই প্রত্যক্ষ শ্মশান। অতএব কদাপি শূদ্র সমীপে অধ্যয়ন করিবে না। শূদ্রকে লৌকিককার্য্য উপদেশ করিবে না; উচ্ছিষ্ট দিবে না; হুতাবশিষ্ট দ্রব্য দিবে না; ইহাকে ধর্ম্মোপদেশ করিবে না বা ব্রত উপদেশ করিবে না। যে ব্যক্তি ইহাকে ধর্ম্মোপদেশ বা ব্রতোপদেশ করিবে, সে উপদিষ্ট শূদ্রের সহিত সেই উপদেশকও ঘোরতর অসংবৃত অন্ধকার প্রাপ্ত হয়। যাহার ব্রণদ্বারে কখন কৃমি হইবে, সে প্রাজাপত্য করিয়া শুদ্ধ হইবে এবং সুবর্ণ, গো এবং বস্ত্র দক্ষিণা দিবে। সাগ্নিক ব্যক্তি, শূদ্রকে কৃষ্ণ কুক্কুটীর ন্যায় মনে করিয়া তাহাতে উপগত হইবে না। শূদ্রাগমন ধর্ম্মজনক নহে। (ইহার দ্বারা শূদ্রাবিবাহ নিষিদ্ধ হইল; বিশেষ বিবরণ যাজ্ঞবল্ক্য-অনুবাদ প্রথম অধ্যায় ৫৬ শ্লোক ও তাহার টীকা দেখ)।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনবিংশ অধ্যায়।

প্রজাপালনই রাজার ধর্ম্ম। অনুষ্ঠান করিলেই তাহার সিদ্ধি হয়। পালন না করাই ভয়ের কারণ, পণ্ডিতগণ এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন। জানা যায়, ব্রাহ্মণ পুরোহিতই রাজ্য রক্ষা করেন, অতএব গৃহ্যোপিত নিয়মমত কার্য্যে রাজা পুরোহিতকে দান করিবেন। অপালন ও অসামর্থ্য হইতেই রাজার ভয়। দেশধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম এবং কুলধর্ম্ম এই সমস্ত বজায় রাখিয়া রাজা চারবর্ণকে আশ্রমে স্থাপন করিবেন। ইহারা অধর্ম্মপরায়ণ হইলে রাজা দেশ, কাল, ধর্ম্মাধর্ম্ম, বয়স, বিদ্যা ও স্থানবিশেষ অনুসারে ইহাদিগের দণ্ডবিধান করিবেন। শ্রুতি-নিষিদ্ধ নহে বলিয়া কৃষিকর্ম্মের জন্য দানের অনুপযুক্ত কুফল ও কুপুষ্পসম্পন্ন বৃক্ষাদি ছেদন করিয়া ফেলিবে। আর ব্যয় ঠিক করিয়া রাখিবেন। বরকের কর লইবেন না, কেননা ইহা অস্থায়ী। উৎসবে থাকিবেন। শ্রোত্রিয় রাজপুরুষাদির কর গ্রহণ করিবেন না। রাজা পিতৃব্য মাতুলাদিকে ভরণ পোষণ করিবেন। রাজমহিষীর বিশেষ বন্দোবস্ত থাকিবে। অন্যান্য রাজস্ত্রীগণ গ্রাসাচ্ছদন মাত্র পাইবে। (এস্থলের এইরূপ ব্যাখ্যাতেই সকলকে সন্তুষ্ট হইতে হইবে)। কার্ষাপণের ন্যূন শুল্ক নাই। শিল্পবৃত্তিতে শুল্ক নাই; শিশুর শুল্ক নাই; ধর্ম্মকার্য্যে শুল্ক নাই; ভিক্ষাবৃত্তিতে শুল্ক নাই; হুতাবশিষ্ট বাণিজ্যদ্রব্যে শুল্ক নাই; শ্রোত্রিয় ও প্রব্রজিত ব্যক্তিকে শুল্ক দিতে হয় না যজ্ঞেরও শুল্ক নাই। কেহ কেহ বলেন;—চোর, অভিশপ্ত, দুষ্ট শস্ত্রধারী, সহোঢ়, ব্রণসম্পন্ন এবং ব্যপবিষ্ট—রাজা ইহাদিগের প্রতি দণ্ডবিধান করিয়া একদিন উপবাস করিবে; পুরোহিত তিনদিন। অদণ্ড্যব্যক্তিকে রাজা দণ্ড করিলে প্রাজাপত্য ব্রত এবং পুরোহিত তিনদিন উপবাস করিবে। পণ্ডিতেরা বলেন—যে ব্যক্তি ভ্রূণঘাতীর অন্ন ভোজন করে তাহাতে ভ্রূণহত্যা পাপ সংক্রমিত হয়। ব্যভিচারিণী ভার্য্যা স্বামীতে পাপভার চাপাইয়া থাকে। যজমান এবং শিষ্য, ঋত্বিক এবং গুরুকে নিজের পাপভাগী করে আর চৌর পাপে রাজা আক্রান্ত হন। পাপী মনুষ্যগণ রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইলে, নির্ম্মল হইয়া পুণ্যবান্ সাধুগণের ন্যায় স্বর্গলাভ করে। পাপীব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিলে, সেই পাপীর পাপ রাজাতে অর্শে। রাজা যদি তাহাকে আঘাত না করেন, তাহা হইলে তিনি রাজধর্ম্ম অনুসারে দোষী হন। রাজার রাজকার্য্যে সদ্যঃশৌচ বিহিত। সেই সকল কার্য্যও নিত্য; ফলকথা শৌচাশৌচে কালই কারণ।

যমকীর্ত্তিত শ্লোকও এ বিষয়ে উদাহৃত হইয়া থাকে;—রাজা, ব্রতী ও মন্ত্রীদিগের এ বিষয়ে দোষ নাই; কেননা তাঁহারা ব্রহ্মস্থানে আসীন বলিয়া সর্ব্বদা ব্রহ্মস্বরূপ।

একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশ অধ্যায়।

অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে; এবং জ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কেহ কেহ স্বীকার করেন। গুরু মনস্বীদিগের শাসনকর্ত্তা; রাজা দুরাত্মাগণের শাসক, ইহলোকে যাহারা গোপনে পাপ করে, বৈবস্বত যম তাহাদিগের শাস্তা। প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে সূর্য্যোদয় হইতে সমস্ত দিন গায়ত্রী জপ করত দণ্ডায়মান থাকিবে, আর সূর্য্যাস্ত হইতে সমস্ত রাত্রি বসিয়া থাকিবে। কুনখী এবং শ্যাবদন্ত দ্বাদশ দিন সাধ্য ব্রত করিয়া গৃহস্থ হইবে। দিধিষূপতি দ্বাদশ দিন সাধ্য ব্রত করিয়া অন্য বিবাহ করিবে এবং পোষণ করিতে অনুমতি লইবার জন্য ঐ পত্নীকে জ্যেষ্ঠার স্বামীর নিকট পাঠাইবে। আর অগ্রে দিধিষূপতি, কৃচ্ছ্র ব্রত করিয়া অন্য বিবাহ করিবে। * প্রায়শ্চিত্তাচরণের নিত্যতা আমরা বলিয়া থাকি। ব্রহ্মঘাতী ব্যক্তি, দ্বাদশ দিন সাধ্যব্রত আচরণ করিয়া আচার্য্যের নিকট পুনরুপনীত হইয়া বেদ গ্রহণ করিবে। বিমাতৃগামী পুরুষ, অণ্ডকোষ এবং লিঙ্গ চ্ছেদনপূর্ব্বক অঞ্জলিতে স্থাপন করিয়া দক্ষিণমুখে চলিয়া যাইবে। যেখানে গতিরোধ হইবে, শরীরপাত পর্য্যন্ত সেই খানেই থাকিবে। অনাহারে থাকিয়া ঘৃতাক্ত হইয়া জলন্তী লৌহ প্রতিমা আলিঙ্গন করিবে; তাহাতে মৃত্যু হইলে পাপ মুক্ত হয় ইহা জানা আছে। আচার্য্যপত্নী, পুত্রবধূ, শিষ্যপত্নী ভগিনী প্রভৃতি সযোনি গমনেও এই প্রায়শ্চিত্ত। অন্য গুরুজনের পত্নী, সখী এবং গুরুসখীতে উপগত হইলে এক বৎসর ব্যাপী-ব্রত করিবে। চাণ্ডালায় ভোজন এবং পতিতার ভোজনেও ঐরূপ প্রায়শ্চিত্ত। প্রায়শ্চিত্তের পর পুনরুপনয়ন দিতে হইবে। পুনরুপনয়নকালে কেশ বপনাদি করিতে হইবে না। এবিষয়ে মনুর শ্লোক উদাহৃত হইয়া থাকে। বপন, মেখলা ধারণ, দণ্ডধারণ, ভিক্ষাচরণ এবং ব্রহ্মচর্য্য; দ্বিজাতিগণের পুনঃ সংস্কার করিতে হইলে তাহাতে এ সকল করিতে হয় না। মদ্যপান এবং ক্লীবের সহিত ব্যবহার করিলেও এইরূপ জানিবে। যদি কোন শাস্ত্রজ্ঞ দ্বিজ, মদ্য ভাণ্ডস্থ জলপান করে; তাহা হইলে সে পদ্মপত্র, উডুম্বর পত্র ও বিল্বপত্রের কাথজল পান করিয়া শুদ্ধ হইবে। বারম্বার মদ্যপান করিলে দ্বিজ, অগ্নিবৎ জলন্ত সেই মদ্য পান করিবে। (তদ্দ্বারা দগ্ধকণ্ঠ হইয়া মরণ হইলে তাহার শুদ্ধি)। ভ্রূণঘাতী কাহাকে বলে বলিতেছি। ব্রাহ্মণ হত্যা বা অবিজ্ঞাত গর্ভ হত্যা করিলে তাহাকে ভ্রূণঘাতী বলা যায়। যে গর্ভে স্ত্রী আছে বা পুরুষ আছে জানা যায় না, তাহার নাম অবিজ্ঞাত গর্ভ। অবিজ্ঞাত গর্ভবধে পুরুষবধের পাপ হয় অতএব "পুংস্কৃতি" অনুসারে হোম করিবে। "লোমানি মৃত্যো র্জুহোমি" ইত্যাদি অষ্ট মন্ত্রে অষ্ট আহুতি দিবে। রাজার জন্য বা ব্রাহ্মণের জন্য সম্মুখ যুদ্ধে আহত হইবে তাহাতে প্রাণত্যাগ হউক আর নাই হউক পবিত্র হইবেই ইহা জানা আছে। যথার্থ দোষের পুনরুল্লেখ করিলেও দোষী হয়। তাহাও কথিত আছে;—পতিতকে পতিত বলিলে, বা চোরকে চোর বলিলে, অপতিতাকে মিথ্যা করিয়া পতিতাদি বলিলে যে দোষ হয় তাহারও সেই দোষ হইবে। আর ক্ষত্রিয় বধ করিলে আট বৎসর ব্রত করিবে। বৈশ্যবধ করিলে ছয় বৎসর এবং শূদ্র বধ করিলে তিন বৎসর ব্রত করিবে। আত্রেয়ী ব্রাহ্মণী ও যজ্ঞদীক্ষিত ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বধ করিলে দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত করিবে। আত্রেয়ী কাহাকে বলে বলিতেছি;—ঋতুস্নাতা রজস্বলাকে পণ্ডিতেরা "আত্রেয়ী" বলেন। অত্রিগোত্র প্রসূতা ব্রাহ্মণীও আত্রেয়ী। ক্ষত্রিয়বধ বৈশ্যবধ এবং শূদ্রবধে এক বৎসর ব্রত করিবে। এই যে

---

* জ্যেষ্ঠা ভগিনী বর্ত্তমান থাকিতে বিবাহিতা কনিষ্ঠা ভগিনীর নাম অগ্রে দিধিষু, ঐ জ্যেষ্ঠার নাম দিধিষু।

প্রায়শ্চিত্তির অমতা কীর্ত্তন হইল ইহা অপকৃষ্ট ক্ষত্রিয়াদি বিষয়ে অজ্ঞানকৃত বধস্থলে জানিবে। আশী রতির অন্যূন ব্রাহ্মণের সুবর্ণ চুরী করিলে আলুলায়িত কেশে রাজসমীপে যাইবে এবং বলিবে "হে মহারাজ আমি চোর, আমাকে আপনি শাসন করুন" রাজা তাহাকে উডুম্বর দণ্ড প্রদান করিবে। চোর, তদ্দ্বারা আত্মবধ করিবে; মরণ হইলে পবিত্র হইবে, ইহা জানা আছে। অথবা উপবাসী থাকিয়া ঘৃতাক্ত হইয়া শুষ্ক গোময়ানলে পা হইতে সমস্ত দেহ পুড়াইয়া ফেলিবে। এই রূপে মরণ দ্বারা পবিত্র হইবে, ইহাও বিদিত আছে। পণ্ডিতেরা বলেন;—পাপিষ্ঠ ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া মরিলে, বহুজন্ম পরে পুনরায় গৃহীত শরীরের যেরূপ অঙ্গ হয়, তাহা শুন। চোর কুনখী হয়, ব্রহ্মঘাতী শিত্ররোগী হয়, সুরাপায়ী শ্যাবদন্ত হয় এবং বিমাতৃগামী অনাবৃত-লিঙ্গ হয়। যদি কেহ পতিত ব্যক্তির সহিত অধ্যাপনাদি ব্রাহ্মসম্বন্ধ বা যৌনসম্বন্ধ করে বা তাহাদিগের নিকট ধন গ্রহণ করে, তাহা হইলে গৃহীত ধন পরিত্যাগ করিবে। তাহাদিগের সহিত সংসর্গ পরিত্যাগ করিবে। অনাহারে উত্তর দিকে গিয়া সংহিতা পাঠ দ্বারা পবিত্র হইবে, ইহা বিজ্ঞাত আছে। পণ্ডিতেরা বলেন;—"পাপকারী শরীর-পাতন, তপস্যা, অধ্যয়ন এবং দান দ্বারা পাপমুক্ত হয়।" ইহা বিদিত আছে।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একবিংশ অধ্যায়।

শূদ্র যদি ব্রাহ্মণী গমন করে, তাহা হইলে শূদ্রকে বীরণ (তৃণবিশেষ) দ্বারা বেষ্টিত করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। আর ব্রাহ্মণীর মস্তক মুণ্ডন করাইয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে ঘৃত মাখাইয়া তাহাকে বিবস্ত্রা করিয়া গর্দ্দভ পৃষ্ঠে চড়াইয়া মহাপথে ছাড়িয়া দিবে। ইহাতে ব্রাহ্মণী পবিত্রা হইবে; ইহা বিজ্ঞাত আছে। বৈশ্য যদি ব্রাহ্মণীগমন করে, তাহা হইলে বৈশ্যকে লোহিত কুশ দ্বারা বেষ্টিত করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। ব্রাহ্মণীর মস্তকমুণ্ডন করাইয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে ঘৃত মাখাইয়া তাহাকে বিবস্ত্রা করিয়া গোরুর গাড়ীতে চড়াইয়া মহাপথে ছাড়িয়া দিবে। ইহাতে ব্রাহ্মণী পবিত্র হইবে ইহা জানা আছে। ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণী গমন করিলে ক্ষত্রিয়কে শর পাত্র দ্বারা বেষ্টিত করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। আর ব্রাহ্মণীর মস্তক মুণ্ডন করাইয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে ঘৃত মাখাইয়া তাহাকে বিবস্ত্রা করিয়া রক্তবর্ণ গর্দ্দভের পৃষ্ঠে চড়াইয়া মহাপথে ছাড়িয়া দিবে। বৈশ্য ক্ষত্রিয়া গমন করিলে এবং শূদ্র ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যাগমন করিলেও ঐ বৈশ্যশূদ্রের ও ক্ষত্রিয়া বৈশ্যার পূর্ব্বমত প্রায়শ্চিত্ত হইবে। স্ত্রীলোক মনে মনে ভর্ত্তাকে লঙ্ঘন করিয়া অন্য পুরুষ গামিনী হইলে তিন দিন যাবকমিশ্রিত দুগ্ধ পান ও মৃত্তিকা-শয়ন করিয়া থাকিবে। অথবা তিন দিন নদীজলে অবগাহন করিয়া সশিরস্ক অষ্টশত গায়ত্রী দ্বারা হোম করাইবে, ইহাতেও পবিত্র হইবে ইহা জানা আছে।

বসিষ্ঠ সংহিতা সমাপ্ত।